মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিতম্

ভবিষ্যপুরাণম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

(১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)

তন্ত্রজ্ঞপ্রধান পণ্ডিতপ্রবর কুলাবধূতাচার্য্য বীরাচারীসাধক

শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি)

কৃত অনুবাদ ও সম্পাদনা

নবভারত

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

নবভারত পাবলিশার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ও
প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় রণজিৎ সাহার করকমলে
এই বইটি উৎসর্গ করা হইল।

স্নেহের,

দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য-কে

প্রীতিসহ দিলাম।।

— নিত্য আশীর্বাদক

লেখক।

ভূমিকা

ঁব্রহ্মময়ীর ইচ্ছায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের প্রচেষ্টাকে সার্থক ভাবে ফলপ্রসু করে ও নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নবভারত পাবলিশার্স থেকে ভবিষ্য পুরাণের বঙ্গানুবাদ সহ শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রকাশক সংস্থার কর্ণধার বঙ্গভাষায় পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশনার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। প্রয়াত রণজিৎ সাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও প্রধান উপপুরাণগুলি বঙ্গাক্ষরে মূল ও ভাষানুবাদ সহ প্রকাশিত হোক। ভবিষ্যপুরাণ প্রকাশ পেয়ে তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ সনাতন ভারতীয় ধর্ম্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের চর্চায় আগ্রহী বিদ্বজ্জনের মনোরঞ্জন করবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঁব্রহ্মময়ী কালীবাড়ীর তন্ত্রশাস্ত্র চর্চা ও প্রকাশনার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এই পুরাণটি প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে ভবিষ্যপুরাণ ব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। পুরাণ পঞ্চলক্ষণযুক্ত—

'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্' ।।

ভবিষ্যপুরাণেও পুরাণের লক্ষণ অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব, বিভিন্ন মনুর শাসনকাল, রাজবংশ ও ঋষিবংশ সমূহের বর্ণনা এবং নানা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। অধিকন্তু এই পুরাণটিতে বিশেষভাবে ভাবী কলিযুগের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস— হিন্দু রাজগণের নানা কীর্ত্তি, মুসলমান শাসকবর্গের পরিচয়, ইস্লামিক ও খ্রীষ্টিয় পুরাকথার সঙ্কলন, ইউরোপীয় শাসকদের প্রসঙ্গ। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, মীরাবাঈ প্রমুখের উল্লেখ ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এই পুরাণে আছে। দেহলী, কলিকাতা প্রভৃতি নগরীর নাম ও কতিপয় আরবী-ফারসী শব্দের সংস্কৃত নিরুক্তি পাওয়া যায় এই পুরাণে। অর্ব্বাচীন ভারতেতিহাসের এই পৌরাণিক বিবরণ অত্যন্ত কৌতুহলজনক।

আধুনিক বস্তুবাদী বিচারে এই পুরাণের অর্ব্বাচীনত্ব স্বভাবতই সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ পৌরাণিক সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত অংশকে অস্বীকার করা যায় না। তবে ঐতিহ্যমূলক দৃষ্টির স্বপক্ষে এটুকুই বলা যায় যে ইতিহাস-পুরাণ সর্ব্বদাই বেদার্থকে প্রপঞ্চিত করে। বৈদিক

জ্ঞান ও কর্ম্মে অনধিকারী মানুষ পুরাণ কথার মধ্য দিয়েই পুরুষার্থ লাভ করে। শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে পুরাণ সর্ব্বদাই বেদানুসারী স্মৃতি। বেদমূলক স্মৃতি হিসাবেই পুরাণের প্রামাণ্য স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ্য পরম্পরায় স্বীকৃত। তাই অর্ব্বাচীন ভারতেতিহাস স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে কিভাবে ধরা দিয়েছিল তার মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যাবে ভবিষ্যপুরাণে। তা ছাড়া অধুনা প্রচলিত বহু ব্রতোৎসব, পূজা, ক্রিয়াকর্ম্ম ও ক্রিয়াবিধি প্রপঞ্চিত হয়েছে ভবিষ্যপুরাণে। ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী সাধকের কাছে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সব মিলে ভবিষ্যপুরাণের এই প্রকাশনা শাস্ত্রচর্চ্চার মন্দীভূত ধারায় নূতন স্রোত সঞ্চারিত করার কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বলেই আশা রাখি।

গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। প্রুফ দেখে দিয়েছে আমার সেবক নকুলানন্দনাথ ভৈরব। নবভারত পাবলিশার্স কর্ত্তৃপক্ষকে জানাই আশীর্ব্বাদ।

অলমতিবিস্তরেণেতি শম্—

ভবদীয়,

শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি)

শ্রী শ্রী ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ী
৪/২/বি, শীতলা মাতা লেন,
ন-পাড়া, কল- ৯০
দূরভাষ ঃ ২৫৩১ ২৩৩০

।। সূচীপত্র।।

নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা

নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খন্ড

উত্তরপর্ব

ভবিষ্য পুরাণ

ব্রাহ্ম পর্ব

কথা প্রস্তাবনা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।১।।
জয়তি পরাশরশূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্য কমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগতিপবতি।।২।।
মূকং করোতি বাচালং পংগু লংঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পারমানন্দমাধবম্।।৩।।

ভবিষ্য পুরাণ

বঙ্গানুবাদ

ব্রাহ্ম পর্ব

কথা প্রস্তাবনা

পুরুযোত্তম নারায়ণকে প্রণামপূর্বক নরশ্রেষ্ঠ এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে ও জয় শব্দ উচ্চারন করে চিত্তশুদ্ধকারী ভবিষ্যপুরাণ পাঠ করা উচিত।।১।।

দেবী সরস্বতীর হৃদয়ে আনন্দদানকারী পরাশরমুনির পুত্র ব্যাসদেব মুনির জয় হোক, যাঁর মুখকমল থেকে নিঃ সৃত এই অমৃতস্বরূপ কাব্য সমস্ত জগৎ পান করে আনন্দলাভ করে।।২।।

পরমানন্দ স্বরূপ মাধবকে বন্দনা করি নার কৃপায় মূক ব্যক্তি বা চাল হয়ে ওঠে , পঙ্গুব্যক্তি পর্বত অতিক্রম করতে সমর্থ হয়।।৩।।

পারাশর্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরি কথাসংবোধনা বোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াভারত পঙ্কজ কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে।।৪।।

যো গোশতং কনক শৃংগময়ং দদাতি
প্রিয়ার বেদবিদুষে চ বহুশ্রুতায়।
পুণ্যাং ভবিষ্যসুকথাং শৃণুয়াৎসমগ্রাং
পুণ্যং সমং ভবতি তস্য চ তস্য চৈব।।৫।।

কৃত্বা পুরাণানি পরাশরাত্মজঃ সর্বাণ্যনেকানি সুখাবহানি।
তত্রাত্ম সৌখ্যায় ভবিষ্যধর্মান্ কলৌযুগেভাবি লিলেখ সর্বম্।।৬।।
তত্রাপি সর্বাষি বরপ্রমুখ্যঃ পরাশরাদ্যৈর্মুনিভিঃ প্রণীতান্।
সমৃত্যুক্তধর্মাগমসংহিতার্থন্ ব্যাসঃ সমাসাদবদদ্ভবিষ্যম্।।৭।।

পারাশর ব্যাসদেবের গীতার্থযুক্ত এই সাধুবচন পদ্মসদৃশ এই পুরাণের বিভিন্ন আখ্যান সেই পদ্মের কেসর, পুরাণে বর্ণিত শ্রীহরি কথা পদ্মকেসরের মধুর ন্যায়, যা ভ্রমররূপী সৎপুরুষগন পুনঃ পুনঃ পানকরে মহানন্দ লাভ করেন।।৪।।

বেদজ্ঞ এবং বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি শতসংখ্যক গো দান করেন এবং যে ব্যক্তি পরমপবিত্র এই ভবিষ্যপুরান কথা শ্রবণ করেন, তাঁরা উভয়েই সমান পুন্যবান্।।৫।।

পরাশরপুত্র ব্যাসদেব জগতের সকলের সুখে র জন্য অনেক পুরাণ রচনা করেন, তিনি নিজ সুখের জন্য তথা কলিযুগের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নিয়ে ভবিষ্য পুরান রচনা করেছিলেন।।৬

এই ভবিষ্যপুরাণে ব্যাসেদেব পরাশরাদি শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দ্বারা কথিত স্মৃতি শাস্ত্রের অলোচ্য বিষয় ধর্ম আশ্রম এবং সংহিতার অর্থ সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।।৭।।

অল্পায়ুষৌ লোকজনানসমীভ্য বিদ্যাবিহীনানপশুবস্থুচেষ্টান।
তেষাং সুখার্থং প্রতিবোধনায় ব্যাসঃ প্রথিতং চকারঃ।।৮।।
জয়তি ভুবনদীপো ভাস্করো লোককর্তা
জয়তি চ শিতিদেহঃ শার্ঙ্গধন্বা মুরারিঃ।
জয়তি চ শশিমৌলী রুদ্রনামাভিধেয়ো
জয়তি চ স তু দেবো ভানুমাংশ্চিত্রভানু।।৯।।
শ্রিয়াবৃত্তং তু রাজানং শতানীকং মহাবলম্।
অভিজগ্মুর্মহাত্মনঃ সর্বং দ্রষ্টুং মহর্ষয়ঃ।।১০।।
ভৃগুরত্রির্বশিষ্টশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহ ক্রতুঃ।
পরাশরস্তথা ব্যাসঃ সুমন্তুর্জৈমিনিস্তথা।।১১।।
মুনিঃ পৈল যজ্ঞবল্কো গৌতমস্তু মহাতপাঃ।
ভারদ্বাজো মুনির্ধীমাংস্তথা নারদপর্বতৌ।।১২।।
বৈশমপায়নো মহাত্মা শৌনকশ্চ মহাতপাঃ
দক্ষোং গিরাস্তথা গর্গো গালবশ্চ মহাতপাঃ।।১৩।।

পুরাণকর্তা ব্যাস প্রাণিগণের মধ্যে মানুষকে অল্পায়ু সম্পান্ন দেখে এবং মানুষের পশুবৎ চেষ্টা বিবেচনা করে তাদের সুখসম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি মনুষ্যলোকে ভবিষ্য পুরাণকে বিস্তৃত করেন।।৮।।

ভুবন প্রকাশ ভগবান্ সূর্যদেব শার্ঙ্গধনুর্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শশিভূষণ দেবাদিদেব মহাদেব এবং চিত্র ভানুর জয়গান করে ব্যাসদেব ভবিষ্যপুরাণ কাহিনীর সূচনা করেছেন।।৯।।

সৌন্দর্য্যমন্ডিত রাজা শতানীককে সমস্ত মহর্ষিগন দর্শন করার অভিপ্রায়ে তাঁর সমীপে উপস্থিত হন।।১০।।

মুনিবর ভৃগু অত্রি, বশিষ্ট পুলস্থ্য পুলহ, ক্রতু , পরাশর, ব্যাস, সুমন্তু, জৈমিনী, পৈল ,যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, মহা- তপস্বী ভারদ্বাজ ধীমান নারদ , পর্বত ,বৈশম্পায়ন, মহাত্মা শৌনক, মহাতপস্বীদক্ষ, অঙ্গিরা, গর্গ, এবং গালব প্রমুখ বিশিষ্ট মহাত্মাগন রাজা শতানীকের সম্মুখে গিয়েছিলেন।।১১-১৩।।

তানাগতানৃষীন্দৃষ্টা শতানীকো মহীপতিঃ।
বিধিবতপূজয়ামাস অভিগম্য মহামতিঃ।।১৪।।
পুরোহিতং পুরস্কৃত্য অর্ঘ্যং গাং স্বাগতেন চ।
পূজয়িত্বা ততঃ সর্বান্প্রণম্য শিরসাভৃশম্।।১৫।।
সুখাসীনাংস্ততৌ রাজা নিরাতংকানগতক্লমান্।
উবাচ প্রণতো ভূংক্তা বাহুমুদ্ধৃত্য দক্ষিণম্।।১৬।।
ইদানীং সফলং জনম মন্যেহেং ভুবি সত্তমাঃ।
আত্মনো দ্বিজশার্দূলাস্তথা কীর্তিযশোবলম্।।১৭।।
ধন্যোহহং পুণ্যকর্মা চ যতো মাং দ্রষ্টুমাগতাঃ।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ সুযমাকং পূয়তে নরঃ।।১৮।।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং কিঞ্চিদ্ধর্মশাস্ত্রমনুত্তমম্।
আনুশংস্যং সমাশ্রিত্য কথয়ধ্বং মহাবলাঃ।।১৯।।

সেই সকল মহাতপস্বীদের দেখে ধীমান রাজা শতানীক দন্ডয়মান হয়ে রিধিবৎ পূজন করলেন। তিনি পুরোহিতকে সম্মুখে রেখে অর্ঘপাদ্যাদিদ্বারা পূজাপূর্বক তাঁদের পদযুগলে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন।।১৪-১৫।।

অতঃ পর তাঁরা সকলে সুখে আসন গ্রহন করলে এবং নির্ভয়ে শ্রম অপনোদন করতে থাকলে রাজ নিজ দক্ষিণ বাহু উত্তোলনপূর্বক "হে দ্বিজবর আমি আজ নিজেকে মনুষ্য গনের মধ্যে শার্দূল তুল্য বলে মনে করছি। আজ আমার জন্ম , কীর্তি , যশ, বল - সবকিছুই সফল।।১৬-১৭।।

তিনি আরও বলেন যে, তিনি নিজেকে ধন্য এবং পুন্যকর্মা বলে মনে করছেন। কারন যাঁদের স্মরণ করা মাত্র মানুষপবিত্রগুয়ে যায়। সেইসকল পুন্যাত্মা আজ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।।১৮।।

রাজা শতানীক বলেন, "আমি কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করার ইচ্ছা করছি। সুতরাং হে মহাবল কৃপা পূর্বক অত্যন্ত সরল ভাবে আপনারা সেই পবিত্র কথা বলুন।।১৯।।

মেনাহং ধর্মশাস্ত্রংতু শ্রুত্বা গচ্ছে পরাং গতিম্।
যথা গতো মমপিতা শ্রুত্বা বৈ ভারতং পুরা।।২০।।
তথোক্তাস্তেন রাজ্ঞা বৈ ব্রাহ্মণাস্তে সমন্ততঃ।
সমাগম্য মিথস্তে তু বিমৃস্য চ ভৃশং তদা।।।২১।।
পূজয়িত্বা ততৌ ব্যাসমিদং বচনমব্রুবন্।
ব্যাসং প্রসাদয় বিভৌ এষ তে কথয়িষ্যতি।।২২।।
তিষ্ঠত্যস্মিমন্মহাবাহো বয়ং বক্তুং ন শক্নুমঃ।
তিষ্ঠমানে গুরৈ শিষ্যঃ কথং ব্যক্তি মহামতে।।২৩।।
অঞ্জলিঃ শিরসা ব্রহ্মাঙ্কৃতৌহয়ং পাদয়োস্তব।
ব্রুহি মে ধর্মশাস্ত্রং তু সেনাহং পুততাং ব্রজে।।২৪।।
সমুদ্ধর ভবাদস্মাকীর্তয়িত্বা কথাং শুভাম্।
যথা মম পিতা পূর্বং কীর্তয়িত্বা তু ভারতম্।।২৫।।

সেই পবিত্র ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করে আমি পরাগতি প্রাপ্ত হব। যেমন পূর্বে আমরা পিতা পবিত্র মহাভারত গ্রন্থ করে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।।২০।।

রাজা শতানীকের কথা শ্রবণ করে সেই সকল ব্রাহ্মণগন একত্রিত হয়ে সমস্ত কিছু যথাযথ বিচার করতে লাগলেন।।২১।।

অনন্তর তাঁরা সকলে ভগবান্ব্যাসদেবকে পূজা করে রাজা শতানীককে বললেন "হে বিভো, আপনি মর্হর্ষি ব্যাসদেবকে প্রসন্ন করুন। তিনি আপনাকে ধর্মশাস্ত্রের কথা শ্রবণ করাবেন।।২২।।

রাজা শতানীককে মহর্ষিগন আরও বলেন যে, এই মহাতপস্বী যেখানে বিদ্যামান সেখানে আমরা কিছুবলতে পারব না। হে মহামতি, কারণ যেখানে গুরুবর উপস্থিত থাকেন, সেখানে শিষ্য কি প্রকারে বক্তব্য প্রদান করতে পারেন।।২৩।।

রাজা শতানীক তখন "হে ব্রহ্মন্ আমি নতমস্তকে আপনার পায়ে অঞ্জলি প্রদান করছি। আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে ধর্মশাস্ত্রের কথা শ্রবণ করান। যে কথা পবিত্রতা লাভ করব। এই শুভ কথা বর্ণনা করে আমাকে এই সংসার থেকে মুক্ত করুন। যেমন মহাভারতের কথা কীর্তন করে পূর্বে আমরা পিতা উদ্ধার পেয়েছিলেন।।২৪-২৫।।

তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাসো বচনমব্রবীৎ।
এষ শিষ্যঃ সুমংতুর্মে কথয়িষ্যতি তে প্রভো।।২৬।।
যদিচ্ছসি মহাবাহো প্রীতিদং চাদ্ভুতং শুভম্
শ্রব্যং ভরতশার্দূল সর্বপাপভয়াপহম্।।২৭।।
যথা বৈশম্পায়নেন পুরা প্রোক্তং পিতুস্তব।
মহাভারত ব্যাখ্যানং ব্রহ্মহত্যাব্যপোহনম্।।২৮।।
অথ তমৃষয় সর্ব রাজানমিদমব্রুবন্।
সাধু প্রোক্তং মহাবাহো ব্যাসেনামিকবুদ্ধিনা।।২৯।।
সুমংতু পৃচ্ছ রাজর্ষে সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
অস্মাকমপি রাজেন্দ্র শ্রবণে জায়তে মতিঃ।।৩০।।
পূণ্যাখ্যানং মম ব্রহ্মণপাবনায় প্রকীর্তয়।
শ্রুত্বা মদ্ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ মুচ্যেহহং সর্বপাতকান্।।৩১।।

রাজা শতানীকের এই বিনম্রনিবেদন শ্রবণ করে মহামুনি ব্যাস বললেন, " হে প্রভো , এখানে উপস্থিত মুনিবর্গের মধ্যে সুমন্তু আমরা একশিষ্য যিনি তোমাকে ধর্মশাস্ত্রে কথা শ্রবণ করাবেন।।২৬।।

হে মহাবাহু ভরতশার্দূল তোমার প্রীতি উৎপাদনকারী পরম অদ্ভুত ও শুভশাস্ত্র শ্রবনকরতে চাও তাহলে সমস্ত প্রকার পাপ ও ভয় অপহরণ কারীশাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত। পূর্বে বৈশম্পায়ণ মুনি তোমার পিতাকে যেমন ব্রহ্মহত্যাজনিত পপথেকে মুক্ত করতে মহাভারত কথা শুনিয়েছিলেন।।২৭-২৮।।

অতঃ পর সমস্ত ঋষিগন রাজা শতানীককে বললেন অপরিমিত বুদ্ধিব্যাসদেব যথার্থ বলেছেন। সুতারাং হে রাজর্নি,সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত সুমন্তু মুনিকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। হে রাজেন্দ্র পবিত্র সেই শাস্ত্র রকথা শ্রবণ করার ইচ্ছা আমরাও অনুভব করছি।।২৯-৩০।।

রাজা শতানীক বললেন, হে ব্রহ্মণ , আপনি কোনো পুন্যতম আখ্যান বর্ণনা করুন। যা শ্রবণ করে আমি পবিত্রতা লাভ করব। হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেই পবিত্র কাহিনী শ্রবণ পূবক আমি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করব।।৩১।।

নানাবিধানি শাস্ত্রানি সন্তি পুণ্যানি ভারত।
যানি শ্রুত্বা নরো রাজনমুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ।।৩২।।
কিমিচ্ছসি মহাবাহো শ্রোতুং মত্ত্বা ব্রবীমি বৈ।
ভারতাদিকথানাং তু যাসু ধর্মাদয়ঃ স্থিতাঃ।।৩৩।।
চতুর্ণামিহ বর্ণানাং শ্রেয়সে যানি সুব্রতং।
ভবন্তি দ্বিজশার্দূল শ্রুতানি ভুবনত্রয়ে।।৩৪।।
বিশেষতশ্চচতুর্থস্য বর্ণস্য দ্বিজসত্তম।।৩৫।।
ব্রাহ্মণাদিসু বর্ণেষু ত্রিষু বেদাঃ প্রকল্পিতাঃ
মন্বাদীনি চ শাস্ত্রানি তথাংগানি সমংততঃ।।৩৬।।
শুদ্রাশ্চৈব ভৃশং দীনাঃ প্রতিভাতি দ্বিজপ্রভো।
ধর্মার্থকামমোক্ষস্য শক্তাঃ স্যুরবনে কথম্।।৩৭।।
সাধুসাধু মহাবাহো সাধু পৃষ্টোহসিম মানদ।
শৃণু মে বদতো রাজন্‌পুরাণং নবমং মহৎ।।৩৮।।

সুমন্ত বললেন, হে ভারত পৃথিবীতে অনেক প্রকার পুন্যশাস্ত্র আছে, যার কথা শ্রবণ করে মনুষ্য সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। হে মহাবাহো, তুমি এই সকল শাস্ত্রে মধ্যে কোন্ কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা কর যা আমি তোমাকে শোনাব মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে ধর্মইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।।৩২-৩৩।।

রাজা শতানীক বললেন, হে সুব্রত, ত্রিভুবনে চারবর্নের কল্যানের জন্য যা কিছু বর্তমান তা সবই শ্রুত হয়েছে বিশেষকরে চতুর্থবনের অর্থাৎ শূদ্রে বিষয়ে বর্নিত শাস্ত্রও শ্রুত হয়েছে। আবার ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে বেদ প্রচলিত এবং মনুসংহিতা ইত্যাদি শাস্ত্র ও তার সকল অঙ্গও শ্রুত হয়েছে।।৩৪-৩৬।।

তুলনামূলকভাবে শূদ্র অত্যন্ত হীন। হে দ্বিজ প্রভো শূদ্রজাতি ধর্ম, অর্থ , কামত মোক্ষ. কি ভাবে প্রাপ্ত হবে।।৩৭।।

সুমন্তমুনি বললেন, হে মহাবাহু,ত তুমি যথার্থ বলেছে। এখন আমি তোমাকে মহান্ নবম পুরাণ শ্রবণ করাব।।৩৮।।

যচ্ছ্রুত্বা সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানব নৃপ।
অশ্বমেধফলং প্রাপ্য গচ্ছেদ্ভানৌ ন সংশয়ঃ।।৩৯।।
ইদং তু ব্রহ্মণা প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমনুত্তমম্।
বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।।৪০।।
শিষ্যেভ্যশ্চৈব বক্তব্যং চাতুর্বর্ণ্যেভ্য এব হি।
অধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা।
শ্রোতব্যমেব শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন।।৪১।।
দেবার্চাং পুরতঃ কৃত্বা ব্রাহ্মনৈশ্চ নৃপোত্তম।
শ্রোতব্যমেব শূদ্রৈশ্চ তথান্যৈশ্চ দ্বিজাতিথিঃ।।৪২।।
শ্রৌতং সমার্তং হি বৈ ধর্মং প্রোক্তমসিমন্নৃপোত্তম।
তসমাচ্ছূদ্রৈর্বিনা বিপ্রান্ন শ্রৌতব্যং কথংচন।।৪৩।।
ইদং শাস্ত্রমধীয়ানো ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
মনোবাগ্দেহজৈর্নত্যং কর্মদোষৈর্ণ লিম্পতে।।৪৪।।

হে নৃপ, এই পুরাণ কথা শবণ পূর্বক মানুষের সমস্তপাপ দূরীভূত হয়; এবং নিঃসন্দেহে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে মৃত্যুর পর সূর্যলোকে প্রাপ্ত হয়।।৩৯।।

ভগবান ব্রহ্মা এই শাস্ত্রকে সর্বোত্তম শাস্ত্র বলেছেন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই শাস্ত্রের কথা বলা উচিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোনো বর্ণের ব্যক্তির এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা উচিত নয়। বিশেষতঃ শূদ্রের শুধুমাত্র এই শাস্ত্র কথা শ্রবণ করা ইচত পাঠকরা কদাপি উচিত নয়।।৪০-৪১।।

হে নৃপোত্তম, দেবপূজন পূর্বক ব্রাহ্মণদের দ্বাস বা অন্যদ্বিজাতিগণের দ্বারা এবং শূদ্র দ্বারা এই শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত।।৪২।।

হে নৃপবর , এই পবিত্র পুরাণে শ্রৌত ও স্মার্ত দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সুতারাং ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন শূদ্রগণের দ্বারা কথনই এই পবিত্র শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত নয়।।৪৩।।

এই শাস্ত্র অধ্যায়নকারী কুশলী ব্রাহ্মণ মন কর্ম এবং শরীর থেকে উৎপন্ন কর্মদোষ দ্বারা লিপ্ত হন না।।৪৪।।

শৃন্বন্তি চাপি যে রাজভক্ত্যা বৈ ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
মুচ্যতে পাবকৈঃ সর্বৈর্গচ্ছন্তি চ দিবং প্রভৌ।।৪৫।।
শ্রাবয়েচ্চাপি যো বিপ্রঃ সর্বান্বর্ণানৃপোত্তমঃ।
স গুরু প্রোচ্যতে তাত বর্ণানামিহ সর্বশঃ।।৪৬।।
স পুজ্যঃ সর্বকালেষু সর্বৈর্বর্ণৈনরাধিপ।
পৃথিবীং চ তথৈবেমাং কৃৎস্নামেকোপি সোহর্হতি।।৪৭।।
ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধি বিবর্ধনম্।
মশস্যং স্ততমিদং নিঃশ্রেয়সং পরম্।।৪৮।।
অস্মিন্ধর্মোহখিলেনোক্তৌ গুণদোষৌ চ কর্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চাপি শাশ্বতঃ।।৪৯।।

।। সৃষ্টি বর্ণনম্ ।।

শৃনুধ্বেদং মহাবাহো পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।
মচ্ছ্রুত্বা মুষ্যতে রাজন্পুরুষো ব্রহ্মহত্যয়া।।১।।

হে রাজন্, যে ব্রাহ্মণ এই শাস্ত্রের ভক্তিপূর্বক অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্তহন এবং দেহান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।।৪৫।।

যে ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মনুষ্যকে এই পুরাণ শাস্ত্রের শ্রবণ করান, তিনি এই সংসারে সকলবর্ণের গুরু পরিচিতি লাভ করেন।।৪৬।।

হে নরাধিপ, তিনি সবসময় সমস্ত বর্ণের দ্বারা পূজণীয় এবং সেই সঙ্গেঁ তিনি সমস্তবর্ণেতর মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি । তিনি কল্যাণের আধার স্বরূপ, পরমশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিবিবর্ধক। যশদানকারী, সর্বদা শ্রেয় সম্পাদনকারী।।৪৭-৪৮।।

পরমপবিত্র এই পুরাণ শাস্ত্রে পূর্ণধর্ম এবং কর্মের গুণ তথা দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া চার বর্ণের শাশ্বত আচার বর্ণিত রয়েছে।।৪৯।।

।। সৃষ্টি বর্ণন ।।

সুমন্ত বললেন হে মহাবাহু , তুমি সেই পঞ্চলক্ষন পুরাণ শ্রবণ কর, যা শুনে পুরুষ ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে রক্ষা পায়।।১।।

পর্বাণি চাত্র বৈ পঞ্চ কীর্তিতানি স্বয়ম্ভুবা ।
প্রথম কস্যতে ব্রাহ্মাং দ্বিতীয়ং বৈষ্ণক্ সমৃতম্ ।।২।।
তৃতীয়ং শৈবমাখ্যাতং চতুর্থং ত্বাষ্ট্রমুক্যতে।
পঞ্চমং প্রতিসর্গাখ্যং সর্বলোকৈঃ সুপুজিতম্।।৩।।
এতানি তাত পর্বাণি লক্ষণানি নিবোঁধ মে ।
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মণ্বন্তরাণি চ।।৪।।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।
চতুর্দশভিবিদ্যাভির্ভূষিতং কুরুনন্দন ।।৫।।
অংগানি চতুরো বেদা মীমাংসান্যায়স্তিরঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দশ।।৬।।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চৈব তে ত্রয় ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যা হ্যষ্টদশৈব তা ঃ।।৭।।
প্রথমং কথ্যতেসর্গা ভূতাগমিহ সর্বশ ঃ।
যচ্ছ্রুত্বা পাপনির্মুক্তো যাতি শান্তিপনুত্তমাম্।।৮।।
জগাদাসীতপুরা তাত তমোভূতমলক্ষণম্।
অবিজ্ঞেয়মতর্ক্যং চ প্রসুপ্তমিহ সর্বশ ঃ ।।৯।।

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা পুরাণের পঞ্চপর্বের কথা বলেছেন, প্রথম ব্রাহ্ম নামে কথিত। দ্বিতীয় পর্বের নাম 'বৈষ্ণব'। তৃতীয় পর্ব হল শৈব, চতুর্থও পঞ্চম পর্ব যথাক্রম ত্বাষ্ট্র এবং প্রতিসর্গ।।২-৩।।

হে তাত পঞ্চপর্বযুক্ত এই পুরাণের পঞ্চলক্ষণ হল সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত। এই পুরাণ আবার চতুর্দশা বিদ্যায়ভূষিত। চতুর্দশ বিদ্যা হল- ষড়বেদাঙ্গ সহ চতুর্বেদ, মীমাংসা,ন্যায় এবং পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র এছাড়া আয়ুর্বের্দ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব এবং অর্থশাস্ত্র কে গ্রহন করে পুরান অষ্টাদশ বিদ্যাভূষিত।।৪-৭।

পুরাণের পঞ্চলক্ষণের মধ্যে প্রথম সর্গ, যা শ্রবণ করে মনুষ্যগন পাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে সর্বোত্তম শান্তি লাভ করে।।৮।।

হে তাত , এই জগৎ প্রথমে তমসাবৃত ছিল এবং তা বিশেষরূপে জানার বা তর্কের অযোগ্য ছিল। আর এই জগৎ ছিল প্রসুপ্ত।।৯।।

তত স ভগবাণীশো হ্যব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম।
মহাভূতানি বৃত্তৌজাঃ প্রোতিমতস্তমনাশনঃ।।১০।।
সোমাবতীন্দ্রিয়োহগ্রাহ ঃ সুক্ষ্যোহব্যক্ত ঃ সণাতন ঃ।
সর্বভূতময়োহচিন্ত্য ঃ স এষ স্বয়মুস্থিত ঃ।।১১।।
যোসৌ যড়বিংশকো লোকে তথা সঃ পুরুযোত্তমঃ।
ভাস্করশ্চ মহাবাহো পরং ব্রক্ষ চ কথ্যতে ।।১২।।
সোহভিধ্যায় শরীরাতস্বাকিতসসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু হীর্যমবাসৃজৎ।।১৩।।
যসমাদুপ্তদ্যতে সর্বং সদেবাসুরমানুষম্।
বীজং শুক্রং তথা রেত উগ্রং বীর্যং চ কস্যতে।।১৪।।
বীর্যস্যৈতানি নমানি কথিতানি স্বয়ম্ভুবা ।
তদন্ডমভবদ্বৈমং জ্বালামালাকুলং বিভৌ।।১৫।।
যসিমজ্ঞজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহ ঃ।
সুরজ্যেষ্ঠশ্চতুর্বক্রঃ পরমেষ্ঠী পিতামহ ঃ।।১৬।।

অতঃ পর ভগবান্ ঈশ অব্যক্ত এই জগৎ কে প্রকটিত করার জন্য মহাভূত বৃত্তৌজাকে নাশ করতে উত্থিত হন যিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্বভূতময় এবং অচিন্ত্য।।১০-১১।।
হে মহাবাহু, যিনি এই লোকে যড়বিংশক, পুরুযোত্তম এবং ভাস্কর তিনি পরব্রহ্মরূপে পরিচিত।।১২।।

সেই অব্যক্তপরব্রহ্ম প্রথমে প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশপূর্বক আদিতে জল সৃষ্টি করেন এবং তাতে বীর্যের সৃজন করেছিলেন। সেই বীর্যথেকে দেবতা, অসুরএবং মনুষ্য সকলে উৎপন্ন হন। যারা বীজ শুক্র, রেত, উগ্র এবং বীর্য নামে পরিচিত।।১৩-১৪।।

স্বয়ম্ভূ বীর্যের এই নাম বলেছেন। যেখানে সেখানে থেকে স্বয়ং সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্ম জন্মগ্রহন করেছিলেন।এই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ছিলেন সমস্ত দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং চতুমুখ বিশিষ্ট।এই ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ, বেধা, শম্ভু, নারায়ণ

ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষো বেধণঃ শম্ভুনারায়নস্তথা।
পর্যায়বাচকৈঃ শব্দৈরেবং ব্রহ্মা প্রকীর্ত্যতে।।১৭।।
সদা মণীষিভিস্তাত বিরঞ্চি পদ্মজস্তথা ।
আপো নারা ইতি পোক্তা তনাপৌ বৈ নরসুনবঃ।।১৮।।
তাত সদস্যায়ণং পূর্বং তেন নারায়ণঃ সমৃতঃ।
অরমিত্যেব শীঘ্রায় নিয়তা কবিভিঃ কৃতাঃ।।১৯।।
আপ এবার্ণবীভুত্বা সুক্ষীঘ্রাস্তেন তা নরাঃ।
সত্তক্তারণমব্যক্তং নিত্যং সদসগাত্মকম্।।২০।।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।
এবং স ভগবান্ডে তত্ত্বমেব নিরুপ্য বৈ।।২১।।
ধ্যান মাসহায় রাজেন্দ্র তদন্ডমকরোদবিধা।
শকলাভ্যং চ রাজেন্দ্রদিবং ভূমিং চ র্নির্মমে।।২২।।
অন্তব্যোম দিশশ্চাষ্টো বারুণং স্থাণমেব হি।
উর্দ্ধং মহাণগতৌ রাজন্সমন্তাল্লৌকভূতয়ে।।২৩।।

ইত্যাদি পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারাও পরিচিত হন।।১৫- ১৭।।

হে তাত, সেই ভগবান ব্রহ্মা মনীষিদের দ্বারা সর্বদা বিরিঞ্চি, পদ্মজ ইত্যাদি নামে খ্যাত হন। আপ্ অর্থাৎ জলকে না র বলা হয়। সেই জল নরসূনু। সেই জল যেখানে তিনি নিবাস করেন তাই তাঁকে নারায়ণ বলা হয়। কবিগণ শীঘ্রতার জন্য নিয়ত অরম্ করেন।।১৮-১৯।।

সেই জলই অর্ণব বা সমুদ্ররূপে সুশীঘ্ররূপে প্রবাহিত। নরকুল তথা জীবকূল সেই মহার্ণব থেকেই সৃষ্ট,তাই সেও অব্যক্ত, নিত্য এবং সদ্- অসদ্ স্বরূপ। সেই মহার্ণব থেকে সৃষ্ট পুরুষ ব্রহ্মারূপে জগতে পরিচিত। এই রূপে অন্ডমধ্যে তত্ত্বনিরূপণ পূর্বক তিনি ভগবান রূপে খ্যাত।।২০-২১।।

হে রাজেন্দ্র, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সেই অন্ডকে দ্বিধাভিক্ত করা হয়। সেই খন্ডদ্বয় থেকে আকাশ ও ভূমির সৃষ্টি হয়।।২২।।

অন্তর্ব্যোমথেকে অষ্টদিক এবং বারুণ স্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এই জগতের সমৃদ্ধির জন্য উর্দ্ধলোক সৃষ্টি হয়েছে।।২৩।।

মহতশ্চাপ্যহং কারস্তসমাঞ্চ ত্রিগুণা অপি ।
ত্রিগুণা অতিসূক্ষ্মাস্তু বুদ্ধিগম্যাহি ভারত।।২৪।।
উৎপত্তিহেতুভূতা বৈ ভূতানাং মহতাং নৃপ।
তেষামেব গৃহীতানি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণিতু।।২৫।।
তথৈবাক্যবাঃ সূক্ষ্মাঃ যন্নামপ্যমিতৌজসাম্।।২৬।।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু স রাজন্তগবান্বিধুঃ।
ভূতানি নির্মমে তাত সর্বাণি বিধিপূর্বকম্।।২৭।।
সন্মূর্ত্ত্য ক্যবাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ানি যট্ ।
তস্মাচ্ছবীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্তি মণীষিণঃ।।২৮।।
মহান্তি তানি ভূতানি অবিংশতি ততো বিভুম্।
কর্মণা সহ রাজেন্দ্র সগুনাশ্চাপি বৈ গুণাঃ।।২৯।।
তেষামিদং তু সপ্তানাং পুরুষাণং মহৌজসাম্।
সূক্ষ্মাভ্যে মূর্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যয়াদ্বয়ম্।।৩০।।

মহত্বথেকে অহং কার উৎপন্ন হয়েছে, এবং অহংকার থেকে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের উৎপত্তি ঘটেছে। হে ভারত, সেই ত্রিগুন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যা কেবল মাত্র বুদ্ধিগম্য।।২৪।।

হে নৃপ, এই ত্রিগুন থেকে মহাভূত সৃষ্টি হয়েছে এবং তা থেকে ধীরে ধীরে পঞ্চইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়েছে।।২৫।।

সেই প্রকার মহাতেজবান্ ছয় অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। ।২৬।।

ভগবান্ ব্রহ্মানিজপঞ্চতন্মাত্র সন্নিবেশ ঘটিয়ে যথানিয়মে সমস্ত প্রানি জগৎ সৃষ্টি করেছেন।।২৭।।

যে সকল মূর্তিতে এই প্রকার অবসর বিদ্যমান, মনীষীগন সেই মূর্তিতে শরীর নামে অভিহিত করেন।।২৮।।

হে রাজেন্দ্র সেই মহাভূত বিভূতে আবিষ্ট হয় এবং কর্ম, গুনও সগুন ও একই সঙ্গেঁ সেই রূপ কার্য করে।।২৯।।

সেই সপ্তওজো বা তেজমুক্তপুরুষের সূক্ষ্মমূর্তি মাত্রা থেকে অব্যয় এবং দ্বয় প্রকটিত হয়েছে।।৩০।।

ভূতাদিমহস্তাত যেন ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
তস্মাদপি মহাবাহো পুরুষা পঞ্চএব হি।।৩১।।
কেচিদেবং পরাং তাত সৃষ্টিমিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্যেহপ্যেবং মহাবাহো প্রবদন্তি মণীষিণঃ।।৩২।।
যোহসাবাত্মা পরস্তাত কলপাদৌ সৃজতে তনুম্।
প্রজনশ্চ মহাবাহৌ সিসৃক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ।।৩৩।।
তেন সৃষ্টঃ পুদগলস্তু প্রধানং বিশতে নৃপঃ।
প্রধানং ক্ষোভিতং তেন বিকারানসৃজতে বহূন্।।৩৪।।
উৎপদ্যতে মহান্নস্তসমাত্ততৌ ভূতাদিরেব হি।
উৎপদ্যতে বিশালং চ ভূতাদেঃ করুনন্দনঃ।।৩৫।।
বশালাচ্চ হরিস্তাত হরেশ্চাপি বৃকাস্তযা।
বৃকৈমুষ্মান্তি চ বুধাস্তসমাস্তর্বং ভবেন্নৃপঃ।।৩৬।।
তথৈষামেব রাজেন্দ্র প্রাদুর্ভবতি বেগতঃ।
মাত্রাণাং কুরুশার্দূল বিরোধস্তদনন্তরম্।।৩৭।।

হে তাত, মহৎ ভূতাদি জগৎ ব্যাপিয়া রয়েছে। হে মহাবাহু, তার থেকে পঞ্চপুরুষের উদ্ভব হয়েছে।।৩১।।

হে তাত, এই প্রকারে বিদ্বান্ গন পরাসৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অন্য মনীষীগণও একথা বলেন।।৩২।।

হে তাত, যিনি সেই আত্মাতে অবস্থান করেন, তিনি সৃষ্টির আদিতে তনু সৃজন এবং প্রজন করেন। তিনি অনেক প্রজা ,সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন।।৩৩।।

হে নৃপ্ তাঁর সৃষ্ট পুদগল প্রধানে প্রবেশ করে। তার দ্বারা প্রধান ক্ষোভিত হয় এবং প্রচুর সৃজন করে থাকেন।।৩৪।।

তার থেকে মহান এবং সেই মহান্ থেকে ভূতাদি উৎপন্ন হয়। হে কুরুনন্দন, পুনরায় ভূতাদি বিশাল স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।।৩৫।।

সেই বিশাল থেকে হরি এবং হরি থেকে বৃক এবং বৃক থেকে বুধ সৃষ্টি হয়। আবার তার থেকে সকল কিছু উৎপন্ন হয।।৩৬।।

হে কুরুনন্দন, বিশেষ বোধ যুক্ত হয়ে বধু সৃষ্টি হয়। তার পর মাত্রাগনের বিশেষ বোধ জন্মায়।।৩৭।।

তস্মাদপি হৃষীকানি বিবিধানি নৃপোত্তম।
তবেয়ং সৃষ্টিরাখ্যাতা রাধ্যতঃ কুরুনন্দন।।৩৮।।
ভুয়ো নিবোধ রাজেন্দ্র ভূতানামিহ বিস্তরম্।
গুণাধিকানি সর্বানি ভূতানি পৃথিবীপতে।।৩৯।।
আকাশমাদিতঃ কৃত্বা উত্তরোত্তরমেব হি।
এবং দ্বৌ চ তথা ত্রীণি চত্বারশ্চাপি পঞ্চচ।।৪০।।
ততঃ স ভগবান্বহ্মা পদ্মাসনগতঃ প্রভুঃ।
সর্বেষাং তু স নামাণি কর্মাণি চ পৃথক পৃথক্।।৪১।।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্মাশ্চ নির্মমে।
কর্মোদ্ভবাণাং দেবানাং সোসৃজদ্দেহিনং প্রভুঃ।।৪২।।
তুষিতানাং গণং রাজন্যজ্ঞং চৈব সনাতনম্।
দত্ত্বা বীর সমানেভ্যো গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।।৪৩।।
দুদোহ সর্জ্জসিদ্ধয়র্থমৃগ্যজুঃ সামলক্ষণম্।
কালং কালবিভক্তীশ্চ গ্রহনৃতুংস্তয়া নৃপ।।৪৪।।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, বোধ থেকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। এই ভাবে আরাধ্যদেব কথিত সৃষ্টিবর্ণনা রপলাম।।৩৮।।

হে রাজেন্দ্র, পুনরায় ভূতসকলের বিস্তার শ্রবণ কর হে পৃথিবীপতে, ভূতগণ অধিকগুন সম্পন্ন।।৩৯।।

সৃষ্টির আদিতে ভূতসকলের মধ্যে আকাশ প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর পাঁচ প্রকার ভূত সৃষ্টি হয়েছ।।৪০।।

অনন্তর পদ্মাসনস্থিত ব্রহ্মা প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ নামকরন এবং কর্মনির্দেশা করেছেন।।৪১।।

সৃষ্টি আদিতে তিনি বেদাদি পৃথক সংস্থা নির্মান করেছেন এবং কর্ম থেকে উৎপন্ন দেহধারী দেবগনের সৃজন করেছেন।।৪২।।

হে রাজন্ অনন্তর ব্রহ্মা তুষিত গনের সম্মানের জন্য সনাতন যজ্ঞ এবং সনাতন গুহ্যব্রহ্মা প্রদান করেছেন।।৪৩।।

হে নৃপ্ এর পর প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞসিদ্ধির জন্য ঋক সাম এবং যজুর্বেদ সৃষ্টি করেছেন কাল এবং কালভেদ্। গ্রহ তথা ঋতু সৃষ্টি করেছেন।।৪৪

সরিতঃ সাগরাঞ্ছৈলানসমানি বিমমানিচ।
কামং ক্রোধং তথা বাচং রতিং চাপিকুরুদ্বহ।।৪৫।।
সৃষ্টিং সসর্জ রাজেন্দ্র সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
ধর্মাধর্মৌ বিবেকায় কর্মণাং চ তথাসৃজৎ।।৪৬।।
সুখদুঃখাদিভির্দ্বন্দ্বৈঃ প্রজাশ্চেমা ন্যয়োজ্যৎ।
অন্বোমাত্রাবিনাশিন্যোদশর্ধানাস্তু মাঃ সমৃতাঃ।।৪৭।।
তাভিঃ সর্বমিদং বীব সম্ভবত্যনুপূর্বশঃ।
সৎকৃতঃ তু পুরা কর্ম সন্নি যুক্তোন বৈ নৃপ।।৪৮।।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানং পুনঃ পুনঃ।
হিংসাহিংস্রে মৃদুক্রুরে ধর্মাধর্মে ঋতানৃতে।।৪৯।।
সদ্যযাস্যাভবৎসর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ।
সমা চ লিংগান্যতবঃ স্বয়মেবানুপর্যয়ে।।৫০।।
স্বানিস্বান্যুভপদ্যন্তে তথা কর্মাণি দেহিনঃ।
লোকস্যেহ বিবৃদ্ধেয়র্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।।৫১।।

নদীসকল, সমুদ্র, পর্বত, সম, বিযম, কাম ,ক্রোধ, বাণী, এবং রতির সৃষ্টি করেছেন।।৪৫।।

হে রাজেন্দ্র, বিভিন্ন প্রকার প্রজা সৃজনকারী বিবেকেরজন্য ধর্ম ও অধর্ম সৃষ্টি করেছেন।।৪৬।।

পুনরায় সৃষ্ট এই প্রজাবর্গকে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে নিয়োজিত করেছেন। যার মধ্যে দশাণুমাত্র বিনাশশীল।।৪৭।।

হে বীর! তারা আনুপূর্বিক উৎপন্ন হয়। পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী তারা পুনরায় জন্ম লাভ করে।।৪৮।।

তিনি স্বয়ং বারবার তাদেরই সৃষ্টি করেন। হিংসা ও অহিংসা, মৃদু ও ক্রূর, ধর্ম ও অধর্ম তথা সত্য ও মিথ্যা এসবই তিনি নিজে সৃষ্টি করেন।।৪৯।।

পূর্বে যে যেমন থাকে পরে সে সেই ব্যাপারে নিজেই নিবিষ্ট হয়। যেমন-লিঙ্গ, ঋতু সকল পরিবুর্তত হয়। একে অন্যের পর আসা-যাওয়া করে।।৫০।।

সংসারে লোকের বিবৃদ্ধি করার জন্য দেহধারী মুখ, হাত, উরু এবং পায়ের মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মফল প্রাপ্তি দেখা যায়।।৫১।।

ব্রহ্মা ক্ষত্রং তথা চৌভৌ বৈশ্যশূদ্রৌ নৃপোত্তম।
মুখানি যানি চত্বারি তেভৌ বেদা বিনিঃসৃতা।।৫২।।
ঋগ্বেদসংহিতা তাত বসিষ্ঠন মহাত্মনা।
পূর্বান্ মুখানহাবাহৌ দক্ষিণাচ্চাপি বৈ শৃণু।।৫৩।।
যজুর্বেদ মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ সহ।
সামানি পশ্চিমাত্তাত গৌতমশ্চ মহাঋষিঃ।।৫৪।।
অথর্ববেদো রাজেন্দ্র মুখাচ্চাপ্যুত্তরান্নৃপ।
ঋযিচ্চাপি তথা রাজঞ্জৌনকো লোকপূজিতঃ।।৫৫।।
যত্তনমুখং মহাবাহৌ পঞ্চং লোকবিশ্রুতম্।
অষ্টাদশ পুরাণানি সেতিহাসানি ভারত।।৫৬।।
নির্গতানি ততস্তসমানমুখাত্তুরু কুলোদ্বহ।
তথান্যাঃ স্মৃতয়শ্চাপি যমাদ্যা লোকপূজিতাঃ।।৫৭।।
ততঃ স ভগবান্দেবৌ দ্বিধা দেহমকারয়ৎ।
দ্বিধা কৃত্বাত্মনৌ দেহমধ্যেণ পুরুযোভবৎ।।৫৮।।
অর্ধেণ নারী তস্যাং চ বিরাজম সৃজতপ্রভুঃ।
তপস্তপ্তবাসৃজদ্যং তু স স্বয়ং পুরুযো বিরাট্।।৫৯।।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চার মুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়।।৫২।।

হে পিতা! ঋগ্বেদসংহিতা মহাত্মা বশিষ্ঠের সাথে পূর্বমুখে নিঃসৃত হয়।

হে মহারাজ! দক্ষিণ মুখ থেকে যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে যজুর্বেদ নিঃসৃত হয়। পশ্চিম মুখ থেকে গৌতম ঋষির সাথে সামবেদ প্রকট হয়।

হে রাজেন্দ্র! উত্তর মুখ থেকে শৌণক ঋষির সাথে অথর্ববেদ নিঋসৃত হয়।।৫৩-৫৪-৫৫।।

হে মহাবাহু! লোকপ্রসিদ্ধ যে ৫ম মুখ আছে সেখান থেকে ইতিহাসের সাথে অষ্টাদশ পুরাণ নিঋসৃত হয়।।৫৬।।

এরপর ভগবানদের নিজের দেহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এরমধ্যে অর্ধেক ভাগ পুরুষ এবং অর্ধেক ভাগ নারীরূপ ধারণ করেছেন সে হল স্বয়ং বিরাট্ পুরুষ।।৫৭-৫৯।।

স চকার তপৌ রাজর্ষি সৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
পতীনপ্রজা নামসৃজন্মহর্ষীনাদিতো দশ।।৬০।।
নারদং চ ভৃগুং তাত কং প্রচেতসমেব হি ।
পুলহং ক্রতুং পুলস্থং চ অত্রিমংগিরসং তথা।।৬১।।
মরীচি চাপি রাজেন্দ্র যোসাবাদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
এতাং শ্চান্যাংশ্চ রাজেন্দ্র অসৃজদ্ভূরিতেজসঃ।।৬২।।
অথ দেবানৃষীন্দৈত্যা নেসৌহ সৃজক্কুরুনন্দন।
মক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্বা পযরসোহ সুরান্।।৬৩
মনুষ্যাণাং পিতৃণাংচ সর্পাণাং চৈব ভারত ।
নগানাং চ মহাবাহো সসর্জ বিবিধান্‌গণান্।।৬৪।।
ক্ষণরুচোহশনিগণাত্রৌহিতেন্দ্রধনুংষি চ ।
ধূমকেতূং স্তথাচৌল্কানির্বাতা জ্যোতিষাংগণান্।।৬৫।।
মনুষ্যাক্লিন্নরান্‌মস্ত্যান্বরাহাংশ্চ বিহংগ মান্।
গজানশ্চানথ পশূন মৃগান্ব্যালাংশ্চ ভারত।।৬৬।।

তিনি তপস্যা করেছেন কেননা তাঁর বিবিধ প্রকারের প্রজা সৃষ্টি করার পূর্ণ ইচ্ছা হয়েছিল। প্রথমত দশজন মহর্ষি প্রজাপতির সৃষ্টি করেছেন।।৬০।। দশজন প্রজাপতি মহর্ষিরা হলেন - নারদ, ভৃগু, কম্, প্রচেতস, পুলহ, ঋতু, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরস এবং মরীচি। হে রাজেন্দ্র! মরীচি হলেন প্রথম প্রজাপতি। এঁকে এবং অন্যদের প্রচুর তেজ দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন।।৬১-৬২।।

হে কুরুপুত্র! এরপর তিনি দেবতা, ঋষি, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং অসুরদের সৃষ্টি করেছেন।।৬৩।।

হে ভারত! মহাবাহ মনুষ্য, পিতৃগণ, সর্পবর্গ, নাগ এবং বিবিধগণের সৃষ্টি করেছেন।।৬৪।।

বিদ্যুৎ, অশনি, রেহিতেন্দ্র ধনু, ধূমকেতু, উল্কা নিপাত, জ্যোতির্গণ, মানুষ, কিন্নর, মৎস্য, বরাহ এবং বিহঙ্গের সৃষ্টি করেছেন। হাতি, ঘোড়া, পশু, মৃগ এবং হিংস্র জন্তুর সৃষ্টি করেছেন।।৬৫-৬৬।।

কৃমিকীর্তপতংগাংশ্চ মুকালিক্ষকমৎকুণান।
সর্ব চ দংশমশকং স্থাবরং চ পৃথগ্বিধম্।।৬৭।।
এবং স ভাস্করো দেব সসর্জ ভুবনত্রয়ম্।
যেষাং তু যাদৃশং কর্ম ভূতানামিহ কীর্তিতম্।।৬৮।।
কথয়িষ্যামি তৎসর্বং ক্রমযোগং চ জন্মনি।
গজা ব্যালা মৃগাস্তাত পশবযচ পৃথগ্বিধাঃ।।৬৯।।
পিশাচা মানুষা তাত রক্ষাংসি চ জরায়ুজাঃ।
দ্বিজাস্তু অন্ডজাঃ সর্পা ণক্রা মৎস্যাঃ সকচ্ছপাঃ।।৭০।।
এবং বিধানি মানীহ স্থলজান্যৌদকানি চ।
স্বেদজং দংশমংশকং কালিক্ষ কমৎকুণাঃ।।৭১।।
উষ্মণা চোপজায়ন্তে সচ্চান্যক্তিচিদীদশম্।
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্বে বীজকান্ড প্ররোহিণঃ।।৭২।।

কৃমি, কীট, পতঙ্গ, জোঁক, লিক্ষা এবং ছারপোকা সৃষ্টি করেছেন। দংশ (ডাঁশ) এবং বিবিধ মশার সৃষ্টি করেছেন।।৬৭।।

এই ভাবেই সূর্য্যদেব এই ভুবনত্রয় নির্মাণ করেছেন, যেখানে প্রাণীদের বিভিন্ন কর্ম নির্দেশ করা হয়েছে।।৬৮।।

এরপর ভবিষ্যজন্মের সব ক্রমযোগ বলা হবে, হে পিতা! হস্তি, হিংস্র জন্তু, মৃগ এবং অন্য প্রকারের পশুবর্গ, পিশাচ, মানুষ, রাক্ষস সব কিছু জরায়ুজ। পক্ষী, সর্প, মৎস্য এবং কচ্ছপ হল অন্ডজ। জরায়ুতে উৎপন্ন হলে জরায়ুজ এবং অন্ড (ডিম) থেকে উৎপন্ন হলে সেই জীবকে বলা হয় অন্ডজ।।৬৯-৭০।।

কিছু জীব আছে যারা স্থলভাগে জন্মায় এবং কিছু জীব আছে যারা জলে জন্মায়। দংশনকারী মশা, জোঁক, লিক্ষা এবং ছারপোকা এদের স্বেদজ বলা হয়। কারণ এরা উষ্মা (স্বেদ) থেকে উৎপন্ন হয় আর এক প্রকারের জীব আছে যাদের উদ্ভিজ্জ বলা হয় কারণ এরা ভূমিতে সৃষ্ট হয় এবং বীজ কান্ডে পরিণত হয়।।৭১-৭২।।

ঔষধ্যঃ ফলপাকান্তা নানাবিধফলোপগাঃ।
অপুষ্পাঃ ফলবন্তৌ যে তে বনস্পতয়ঃ সমৃতাঃ।।৭৩।।
পুষ্পিণঃ ফলিণশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ সমৃতাঃ।
গুচ্ছগুল্মং তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।।৭৪।।
বীজকান্ডরু হান্যেব প্রতানা বল্লয় এব চ।
তমসা বহুরূপেন বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।।৭৫।।
অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যে তে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।
এতাবত্যস্তু গতয়ঃ প্রোদ্ভূতাঃ কুরুনন্দন।।৭৬।।
তসমাদ্দেবাদ্দীপ্তি-মন্তৌ ভাস্করচ্চ মহাত্মনঃ।
ঘোরেসিমংস্তাত সংসারে নিত্যং সততয়ায়িনি।।৭৭।।
এবং সর্বং সসৃষ্ট্রেদং রাজল্লৈঁকগুরুং পরম্।
তিরোভূতঃ স ভূতাত্মা কালং কালেন পীড্যণ্।।৭৮।।

এইভাবে জরায়ুজ, অন্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চারপ্রকার সৃষ্টি হয়েছে। ওষধি, ফল অন্তে পক্ব হয়, নানাপ্রকার ফলযুক্ত এবং পুষ্প রহিত, তাকে বনস্পতি বলা হয়।।৭৩।।

বৃক্ষ দুই প্রকারের হয়। কিছু বৃক্ষ আছে শুধুমাত্র যাতে ফুল হয় এবং কিছু বৃক্ষ আছে যার ফুল ও ফল দুই-ই হয়। গুচ্ছ, গুল্ম অনেক প্রকারের হয়। এভাবে তৃণেরও বিভিন্ন জাতি উৎপন্ন হয়।।৭৪।।

বীজ এবং কান্ডতে প্ররোহণ প্রাপ্ত বৃক্ষকে বল্লী বলে। অনেকপ্রকার কর্মস্বরূপ হেতুর অন্ধকারে সব বেষ্টিত হয়ে আছে।।৭৫।।

এরা নিজের মধ্যে অল্পজ্ঞান রাখার জন্য জড় সৃষ্টি বলে পরিচিত কিন্তু এদেরও সুখ এবং দুঃখের অনুভব অবশ্যই থাকে। অতএব এরা সুখ-দুঃখ সমন্বিত হয়। হে কুরুনন্দন! এই গতি উদ্ভূত হয়। মহান আত্মা সূর্য্যদেবের আলোয় দীপ্ত হয় এবং নিরন্তর গমনশীল এই ঘোর সংসারে প্রকট হয়।।৭৬-৭৭।।

এইভাবে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করে এক সময় থেকে অন্য সময়কে পীড়িত করেন এবং তিনি ভূতাত্মা পরম লোকে তিরোভূত হয়ে যান।।৭৮।।

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
সদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব নিমীলতি।।৭৯।।
তস্মিনস্বপিতি রাজেন্দ্র উন্তবঃ কর্মবন্ধনাঃ।
স্বকর্মভ্যো নিবর্তন্তে মনশ্চ গ্লানি মৃচ্ছতি।।৮০।।
যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে সদা তস্মিনমহাত্মানি।
তদায়ং সর্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি ভারত।।৮১।।
তমৌ যদা সমাশ্রিত্য চিরং তিষীতি সেন্দ্রয়ঃ।
ন নবং কুরুতে কর্ম তদৌতক্রামতি মূর্তিতঃ।।৮২।।
যদাহংমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাসু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্তিং বিমুঞ্চতি।।৮৩।।
এবং স জাগ্রতস্বপ্রভ্যামিদং সর্বং জগতপ্রভুঃ।
সংজীবয়তি চাজস্রং প্রমাণয়তি চা ব্যয়ঃ।।৮৪।।
কলপাদৌ সৃজতে তাত অন্তে কলপস্য সংহরতে।
দিনং তস্যেহ যত্তাত কলপান্তমিতি কথ্যতে।।৮৫।।

যে সময় ঐ দেব জাগ্রত থাকেন সেই সময় ঐ জগৎও চেষ্টাযুক্ত খাকে এবং নিমীলিত হয়ে যায়।।৭৯।।

হে রাজেন্দ্র! তাঁর শয়ন করার পর কর্মের বন্ধনে যুক্ত সে সমস্ত জন্তুগণ নিজ কর্মে নিবর্তিত হয় এবং মন গ্লানি প্রাপ্ত হয়।।৮০।।

যখন ঐ মহাত্মায় সব কিছু একসাথে বিলীন হয়ে যায় তখন এ সমস্ত ভূতের আত্মা সুখপূর্বক শয়ন করেন।।৮১।।

তখন তমোগুণের সমশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ের সাথে চিরকাল ধরে স্থিত থাকে এবং কেউ নতুন কর্ম করে না, এ সময় মূর্তি থেকে উৎক্রান্ত হয়ে যায়।।৮২।।

যখন তিনি অহংমাত্রিক হয়ে স্থাণু ও চরিষ্ণু বীজে সমাবিষ্ট হল তখন সংসৃষ্ট হওয়া মূর্তিকে তিনি মুক্তি দেন।।৮৩।।

এই ভাবে অনেকে এইজগৎকে জাগ্রত এবং স্বপ্ন এই দুভাবে সঞ্জীবিত করেন এবং অব্যয়-নিত্যরূপে প্রমাণ করেন।।৮৪।।

হে পিতা! কল্পের আদিতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং কল্পের অন্তে এই জগতের সংহার করা হয়েছে, সংহারের দিনকে কল্পান্ত বলা হয়।।৮৫।।

কাল সংখ্যাং ততস্তস্য কলপস্য শৃণু ভরত।
নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ অক্ষঃ কাষ্ঠা নিগদ্যতে।।৮৬।।
ত্রিংশক্তাষ্ঠাঃ কলামাহুঃ ক্ষণস্ত্রিংশক্তলা সমৃতাঃ।
মুহূর্তময় মৌহূর্তা দন্তি দ্বাদশ ক্ষণম্।।৮৭।।
ত্রিংশন্মুহূর্ত মুদ্দিষ্টমহোরাত্রং মণীষিভিঃ।
মাসস্ত্রিংশ দহোরাত্রং দ্বৌ দ্বৌ মাসাবৃনুঃ সমৃতঃ।।৮৮।।
ঋতুত্রয়মপ্যয়নময়নে দ্বে তু বৎসরঃ।
তনহোরাত্রে বিভজতে সূর্যো মানুষ দৈবিকে।।৮৯।।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্মণামহঃ।
পিত্রে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।।৯০।।
কর্ম চেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণোঃ শুক্লঃ স্বপ্নায়শর্বরী।
দৈবে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।।৯১।।

হে ভারত! এরপর কল্পের কালসংখ্যা শ্রবণ করুন। নেত্রের আঠারোটি যে নিমেষ আছে তাদের এক কাষ্ঠা বলা হয়। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা হয় এবং ত্রিশ কলায় এর ক্ষণ হয় এবং বারো ক্ষণে এক মুহূর্ত হয়। ক্ষণকে মৌহর্তও বলা হয়।।৮৬-৮৭।।

মণীষীগণ ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র হলেন। অহোরাত্রের অর্থ হল এক দিন এবং এক রাত্রি। ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস হয় এবং দুই মাসে এক ঋতু হয়।।৮৮।।

তিন ঋতুতে এক অপন হয়। দুই অপনে এক বৎসর হয়। সূর্য্যদেব মানুষ এবং দৈবের অহোরাত্রের বিভাজন করেন। অর্থাৎ অহোরাত্র মানুষ এবং দৈবিক দুই প্রকারের হয়।।৮৯।।

অহোরাত্রে যে রাত্রি থাকে তা প্রাণিবর্গের স্বপ্নের জন্য এবং দিনের বেলা বিবিধ কর্ম করার চেষ্টা করার জন্য নির্ধারিত থাকে। পিতৃগণের রাত্রি এবং দিন মাস হয় যেখানে পক্ষের বিভাগ করা হয়।।৯০।।

কর্মের চেষ্টায় কৃষ্ণপক্ষ দিন হয় এবং মাসের শুক্লপক্ষ রাত্রি হয় যা স্বপ্নের জন্য নির্দিষ্ট। দৈবিক রাত্রি এবং দিন বৎসর হয়। তারও বিভাগ করা যায়।।৯১।।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্বাদ্দক্ষিণায়ণম্।
ব্রাহ্মাস্য তু ক্ষপাহস্য যৎপ্রমাণং মহীপতে।।৯২।।
একৈকশো যুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধমে।
চত্বার্মাহুঃ সহস্রানি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগম্।।৯৩।।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
ত্রেতা ত্রীনি সহস্রানি বর্ষানি চ বিদুর্বুধাঃ।।৯৪।।
শতানি ষট্ চ রাজেন্দ্র সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়ো পৃথক।
বর্ষাণাং দ্বে সহস্রে তু দ্বাপরে পরিকীর্তিতে।।৯৫।।
চত্বারি চ শতান্যাহুঃ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশয়োর্বুধঃ।
সহস্রং কথিতং তিষ্যে শতদ্বয় সমন্বিতম্।।৯৬।।
এষা চতুর্যুগস্যাপি সংখ্যা প্রোক্তা নৃপোত্তম।
যদেতৎ পরিসংখ্যা তমাদাবেব চতুযুর্গম্।।৯৭।।
এতদ্বাদশ সাহস্রং দেবানং যুগমুচ্য তে।
দৈবিকণাং যুগানং তু সহস্র পরিসংখ্যয়া।।৯৮।।

বর্ষের উত্তরায়ণ হয় যা দেবতাদের দিন হয় এবং যে দক্ষিণায়ণ হয় তা দেবতাদের রাত্রি হয়। ব্রাহ্মণ দিন রাত্রির প্রমাণ বলবেন, তাই হে মহীপতি! তা শ্রবণ করুন।।৯২।।

এক-এক যুগের ক্রমে ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রি বিভক্ত হয়। ব্রহ্মার চার সহস্র বর্ষের কৃতযুগ আছে। তার কত শত সন্ধ্যা এবং ঐ প্রকারে সন্ধ্যাংশ আছে। জ্ঞানীব্যক্তিগণ ত্রেতাযুগকে তিন সহস্র বর্ষ বলেছেন।।৯৩-৯৪।।

হে রাজেন্দ্র! ছয়শো পৃথক পৃথক সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ হয়। দুই সহস্র বর্ষে ত্রেতার পরে দ্বাপর যুগ হয়।।৯৫।।

দ্বাপরের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ চারশো হয়। তৃতীয়টিকে এক সহস্র বর্ষ বলা হয় যে দুই শো সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ দ্বারা।।৯৬।।

হে নৃপোত্তম! যে চারটির (সত্যযুগ- ত্রেতাযুগ- দ্বাপরযুগ- কলিযুগ) সংখ্যা বলা হল। এদের যে পরিসংখ্যা আছে তা প্রথমে চতুর্যুগ বলা হল।।৯৭।।

বারো সহস্র দেবতাদের নিয়ে একযুগ হয়। এই প্রকারে দৈবিক যুগের যে এক সহস্র পরিসংখ্যা আছে তা ব্রহ্মার একদিন হয়।।৯৮।।

ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরুচ্যতে।
তদ্যুগসহস্রাংতং ব্রাহ্মং পুন্যমহর্বিদুঃ।।৯৯।।
রাত্রিং চ তাবত্তীমেব তে হোরাত্র বিদোজনাঃ।
ততৌহসৌ যুগপর্যংতে প্রসুপ্তঃ প্রতি বুধ্যতে।।১০০।।
প্রতিবুদ্বস্তু সৃজতি মনঃ সর্দসদাত্মকম্।
মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষুয়া।।১০১।।
বিপুলং জায়তে তস্মাত্তস্য শদ্বং গুণং বিদুঃ।
বিপুলাত্তু বিকুর্বাণাৎসর্বগন্ধবহঃ শুচি।।১০২।।
বলবাজ্জায়তে বায়ু স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ।
বায়োরপি বিকুর্বাণাদ্বিরোচিষ্ণু তমোনুদম্।।১০৩।।
উৎপদ্যতে বিচিত্রাংশুস্তস্য রূপং গুণং বিদুঃ।
তস্মাদপি বিকুর্বাণাদয়ো জাতাঃ সমৃতা বুধৈঃ।।১০৪।।

ব্রহ্মার যতগুলি দিন হয় ততগুলি পরিমাণে ব্রহ্মার রাত্রি হয়। যুগের সহস্র দিনের অন্তিম দিনকে পুণ্য দিন বলা হয়।।৯৯।।

ঐ দিনের সমান রাত্রি হয়। এইভাবে দিন এবং রাত্রিকে এক অহোরাত্র বলে জানা যায়। এই ভাবে একযুগ পর্যন্ত তিনি সুপ্ত থেকে পুনরায় জেগে ওঠেন।।১০০।।

যখন ব্রকহ্মা প্রতিবুদ্ধ হয়ে যান তখন তারপর জেগে উঠে সৎ এবং অসৎ স্বরূপ বিশিষ্ট মনের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার ইচ্ছা থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে তিনি মন সৃষ্টি করেন।।১০১।।

তা থেকে বিপুল আকাশ উৎপন্ন হয় যার গুণ হল শব্দ। বিপুল থেকে যখন তিনি বিকারযুক্ত হন তখন সর্বগন্ধবহনকারী বায়ু উৎপন্ন হয়।।১০২।।

বায়ু বলবান্ উৎপন্ন হয়ে গেলে তার গুণকে স্পর্শ বলা হয়। বিকারযুক্ত বায়ু থেকে পুনরায় অন্ধকার দূরকারী বিরোচিষ্ণু উৎপন্ন হয়।।১০৩।।

এই উৎপন্ন বিচিত্রাংশুর গুণ হল রূপ। যখন তা বিকারযুক্ত হয় তখন তা থেকে জল উৎপন্ন হয়। এই জলের গুণ হল রস, যা সমস্ত লোকের প্রিয়

তাসাং গুণো রসো জ্ঞেয়ঃ সর্বলোকস্য ভাবনঃ।
অম্ভয়ো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাতিঃ।।১০৫।।
যৎপ্রাগদ্বাদশসাহস্রমুক্তং সৌমনসঃ যুগম্।
তদেক সপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে।।১০৬।।
মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
তথাপ্যহে সদা ব্রাহ্মে মনবস্তু চতুর্দশ।।১০৭।।
কথ্যন্তে কুরুশার্দূল সংখ্যয়া পন্ডিতৈঃ সদা।
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যেহ যড়্বংশা মনবোহপরে।।১০৮।।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃস্বাঃ মহাত্মানো মহেজসঃ।
সাবর্ণেযস্তথা পঞ্চভৌত্যো রৌচ্যস্তথাপরঃ।।১০৯।।
এতে ভবিষ্যা মনবঃ সপ্ত প্রোক্তা নৃপোত্তম।
স্বে স্বেন্তরে সর্বমিদং পালয়ন্তি চরা চরম্।।১১০।।
এবং বিধং দিনং তস্য বিরিঞ্চেস্তু মহাত্মণঃ।
তস্যাংতে কুরুতে সর্গং যথেদং কথিতং তব।।১১১।।

বলে গণ্য হয়। এই জল থেকে গন্ধ গুণযুক্ত ভূমি উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে আদি সৃষ্টির ক্রম শুরু হয়।।১০৪-১০৫।।

যে বারো সহস্র দেবতাদের যুগ এখন বলা হল তাকে একাত্তর দিয়ে গুণ করলে এক মন্বন্তর হয়।।১০৬।।

এইভাবে অসংখ্য মন্বন্তর হয় এবং তাদের সর্গ ও সংহারও হয়। ব্রহ্মার সময়ে চোদ্দজন মনুর কথা জানা যায়।।১০৭।।

হে কুরুশার্দুল! পন্ডিতদের দ্বারা সর্বদা সংখ্যা এই প্রকারে বলা হয়। যেখানে স্বয়ভুব মনুর দ্বিতীয় বংশে জাত মনুর সংখ্যা হল ছয়।।১০৮।।

এই মহান আত্মা এবং মহান ওজ-এর সাথে যুক্ত নিজ নিজ প্রজাদের সৃষ্টি করেন। সবর্ণেয়, পঞ্চভৌত্য এবং রৌচ্য মনু। হে নৃপোত্তম এই সাত পূর্বস্থিতকে মনু বলা হয়। অপর সবাই নিজে এই চরাচর পালন করে গেছেন।।১০৯-১১০।।

এই প্রকার মহাত্মা বিরঞ্চির দিন হয়। এরপর সর্গে কি করা হয়- যেমন তোমার সামনে আমি বলবো।।১১১।।

ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে সর্গং যথেদং কথিতংতব।
চতুষ্পাদ্ সকলো ধর্মঃ সত্যং চৈব কৃতে যুগে।।১১২।।
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্টাঃ প্রানিনাং বুদ্বিজীবিনঃ।
বুদ্বিমৎশু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ সমৃতাঃ।।১১৩।।
ব্রাহ্মণেষু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্বয়ঃ।
কৃতবুদ্বিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।।১১৪।।
জন্ম বিপ্রস্য রাজেন্দ্র ধর্মার্থমহ কথ্যতে।
উৎপন্নঃ সর্বসিদ্ধয়র্থে যাতি ব্রহ্মসদৌ নৃপ।।১১৫।।
মহলোকাজ্জনোলোকং ব্রহ্মলোকং চ গচ্ছতি।
ব্রহ্মত্বং চ মহাবাহো যাতি বিপ্রোন সংশয়ঃ।।১১৬।।

হে মানুষের অধিপ! পরমেষ্ঠী পিতামহ এই জগতের সৃষ্টি ক্রীড়ায় ভ্রান্তি তৈরী করেছেন। পূর্বে ধর্ম চার পাদযুক্ত ছিল এবং সত্য হল যা কৃতযুগে ছিল।।১১২।।

জগতের সমস্ত ভূতে প্রাণী হল শ্রেষ্ঠ। প্রাণীদের মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী তারা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধির দ্বারা নিজের জীবন যাপন করে যে প্রাণী তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। বুদ্ধিমানদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মানুষদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পরম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।।১১৩।।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা বিদ্বান তারা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল কৃতবুদ্ধিগণ। কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্তা শ্রেষ্ঠ এবং কর্তাদের মধ্যে ব্রহ্মাজ্ঞানীগণ হলেন শ্রেষ্ঠ।।১১৪।।

হে রাজর্ষি! সংসারে ব্রাহ্মণের জন্ম হয় ধর্মের জন্য। তাঁরা সমস্ত সিদ্ধির জন্য উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত হন।।১১৫।।

মহর্লোক থেকে জনলোক পর্যন্ত এবং ব্রহ্মালোকে তাঁরা যান। হে মহাবাহু! ব্রাহ্মণ শেষে ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। এতে কোনও সংশয় নেই।।১১৬।।

ব্রহ্মাত্বং নাম দুষ্পাপং ব্রহ্মলোকেষু সুব্রত।।১১৭।।
ব্রহ্মাত্বং কীদৃশং বিপ্রো ব্রহ্মলোকং চ গচ্ছতি।
নাম মাত্রোহয কিং বিপ্রো ব্রহ্মাত্বং ব্রহ্মণঃ সদা।
যাতি ব্রহ্মন্‌গুণাঃ কে স্যুব্রহ্মপ্রাপ্তৌ মমোচ্যতাম্।।১১৮।।
সাধু সাধু মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।।১১৯।।
যে প্রোক্তা বেদশাস্ত্রেষু সংস্কারা যস্য পার্থিব।।১২০।।
চত্বারিংশত্তমাষ্টৌ চ নিবৃত্তা শাস্ত্রতো নৃপ।
স ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রাহ্মণত্বং চ মানদ।
সংস্কারাঃ সর্বথা হেতুব্রহ্মত্বে নাত্র সংশয়।।১২১।।
সংস্কারাঃ কে মতা ব্রহ্মন্ ব্রহ্মত্বে ব্রহ্মণস্য তু।
শংস মে দ্বিজশার্দূল কৌতুকং হি মহনমম।।১২২।।

হে সুব্রত! শতানীক বলেছেন- ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মত্ব অনেক কঠিন এবং দুষ্প্রাপ্য।।১১৭।।

ব্রহ্মত্ব কিরূপ যেখানে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকে গিয়েও তারপর প্রাপ্ত হয়? তবে কি নামমাত্র ব্রাহ্মণ সর্বদা ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণ! এমন কি গুণ আছে যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে পাওয়া যায়। আপনি দয়া করে সেইসব কথা বলুন।।১১৮।।

সুমন্ত বললেন - হে মহাবাহু! খুব ভাল প্রশ্ন। এবার তুমি আমার কথা শোনো।।১১৯।।

বেদে ব্রাহ্মণদের সংস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং যেখানে গর্ভধান আদি বা প্রথম সংস্কার। ব্রাহ্মণের ৪৮টি সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। যিনি শাস্ত্র বিধিমতো সব পূর্ণ করেছেন তিনি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন এবং হে মানদ! তিনি ব্রহ্মত্বও প্রাপ্ত হন। এই সংস্কার সর্বপ্রকারে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হেতু, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।।১২০-১২১।।

রাজা শতানীক বলেছেন - হে ব্রহ্ম! ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব স্বরূপ প্রাপ্ত করতে কোন সংস্কার মানা হয়? হে দ্বিজশার্দুল! আমার মন ইহা জানতে বড় কৌতুহল প্রকাশ করছে। আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন।।১২২।।

সাধু সাধু মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যে প্রোক্তা বেদশাস্ত্রেষু সংস্কারা ব্রাহ্মণস্যতু।
মনীষিভিমহাবাহো শৃণু সর্বনশেষতঃ।।১২৩।।
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমান্তোন্নয়নং তথা।
জাতকর্মান্নাশণং চ চূড়োপনয়নং নৃপ।।১২৪।।
ব্রহ্মব্রতানি চত্বারি স্নানং চ তদনন্তরম্।
সধর্মচারিপোযোগো যজ্ঞাণাং কর্মমানদ।।১২৫।।
পঞ্চাণাং কার্যমিত্যাহুরাত্মনঃ শ্রেয়সে নৃপ।
দেবপিতৃ মনুষ্যাণাং ভূতানাং ব্রহ্মণস্তথা।।১২৬।।
এতেষাং চাষ্টকাকর্ম পার্বণশ্রাদ্ধমেব হি।
শ্রাবণী চাগ্রহায়ণী চাশ্বযুজী তথা।।১২৭।।
পাকযঞ্জাস্তথা সপ্ত অগ্ন্যাধানং চ সৎক্রিয়াঃ।
অগ্নিহোএং তথা রাজন্দর্শ চ বিধুসংক্ষয়ে।।১২৮।।

মহর্ষি সুমন্ত শতানীক রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন - হে মহারাজ! খুব ভাল প্রশ্ন। এবার তুমি এই বিষয়ে আমার বচন শ্রবণ কর। বেদে এবং শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং মনীষীগণ যে বলেছেন, ওই সবকিছুর পূর্ণ কথা তুমি আমার থেকে শ্রবণ কর।।১২৩।।

এই সংস্কারের ক্রম হল - সর্ব প্রথমে গর্ভধান সংস্কার তারপর পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়োপনায়ন, চার ব্রহ্মব্রত এবং তারপর স্নান, সহধর্মচারিণীর সাথে যোগ অর্থাৎ বিবাহ।।১২৪-১২৫।।

হে নৃপ! পঞ্চযজ্ঞের কার্যকর্ম এই সমস্ত সংস্কারের আত্মার পক্ষে শ্রেয়। দেব, পিতৃগণ এবং মানুষের অর্থাৎ ভূতের এবং ব্রহ্মের কল্যাণের জন্য করা হয়।।১২৬।।

এর আটটি কর্ম- পার্বনশ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী, আশ্বযুজী, সাত পাক যজ্ঞ, অগ্ন্যাধান, সৎক্রিয়া তথা হে রাজন! অগ্নিহোত্র, দর্শ, বিধু,

পৌর্ণমাসং চ রাজেন্দ্র চাতুর্মাস্যানি চাপি হি।
নিরূপণং পশুবধং তথা সৌত্রমণীতি চ।।১২৯।।
হবির্যজ্ঞাস্তথা সপ্ত তেষাং চাপি হি সৎক্রিয়া।
অগ্নিষ্টোমোত্যাগ্নিষ্টোমস্তমোকথ্যঃ ষোড়শী বিদুঃ।।১৩০।।
বাজপেয়োতিরাত্রশ্চ আপ্তোর্যামেতি বৈ স্মৃতঃ।
সংস্কারেষু স্থিতাঃ সপ্ত সোমাঃ কুরুকূলোদ্বহ।।১৩১।।
ইত্যেতে দ্বিজযং স্কারাশ্চত্বারিংশন্ন্ পোত্তম।
অষ্টৌ চাত্মগুণাস্তাত শৃণুতানপি ভারতম্।।১৩২।।
অনসূয়া দয়া ক্ষান্তিরনায়াসং চ মংগলম্।
অকার্পণ্যং তথা শৌচমস্পৃহা চ কুরুদ্বহ।।১৩৩।।
য এতেষ্ট গুণাস্তাত কাত্যন্তে বৈ মণীষিভিঃ।
এতেষাং লক্ষণং বীর শৃণু সর্বমশেষতঃ।।১৩৪।।
ন গুণান্ গুণিনো হন্তিন সৌত্যত্মগুণানপি।
প্রহৃয্যতে নান্যদোষৈরনসূয়া প্রকীর্তিতা।।১৩৫।।

সংক্ষয়ে পৌর্ণমাস এবং চাতুর্মাস্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ, সৌত্রামণী হল সাতটি হবির্যজ্ঞ।।১২৭-১২৮-১২৯।।

সাত হবির্যজ্ঞ এবং তার সৎক্রিয়া অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম এই সাতটি হল সোম সংস্কারের অঙ্গ। হে কুরুকুলোদ্বহ! এই সমস্ত চল্লিশ ব্রাহ্মণের সংস্কার। হে পিতা! আত্মগুণ আটটি, সে গুলিও আমি বলছি, তুমি শ্রবণ কর।।১৩০-১৩১-১৩২।।

আত্মগুণ ৮টি হল - অনসূয়া, দয়া, ক্ষান্তি, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্মণ্য, শৌচ এবং অস্পৃহা। এই আত্মগুণ যার আছে স্বয়ং আত্মা সংসারে তার দেহ ধারণ করে।।১৩৩।।

হে পিতা! এই আটটি গুণের কথা মণীষীগণ বলেন। হে বীর! এখন এদের লক্ষণ পূর্ণরূপে শ্রবণ করুন।।১৩৪।।

গুণীর গুণ যে হনন করে না এবং নিজ গুণের যে প্রশংসা করে না এবং অন্যের দোষে যে প্রসন্ন হয় না সেই ধর্মকে অসূয়া বলা হয়।।১৩৫।।

অপরে বন্ধুবর্গ বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্তনং যৎস্যাৎ সা দয়া পরিকীর্তিতা।।১৩৬।।
বাচা মনসি কার্যে চ দুঃখে নোৎপাদিতেনচ।
ন কুপ্যেতি ন চা প্রীতিঃ সা ক্ষমা পরিকীর্তিতা।।১৩৭।।
অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সং সর্গশ্চপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারে চ ব্যবস্থাণং শৌচমেতৎ প্রকীর্তিতম্।।১৩৮।।
শরীরং পীজতে যেন শুভেনাপি চ কর্মণা।
অত্যন্তং তত্র কুর্বীত অনায়াসঃ সউচ্যতে।।১৩৯।।
প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জনম্।।১৪০।।
এতদ্বি মংগলং প্রোক্তং মুনিভিব্রহ্মবাদিভিঃ।।১৪১।।
স্তোকাদপি প্রদাতব্যমদীনেনান্তরাত্মমা।
অহন্যনি সৎকিঞ্চিদকার্পণ্যং তদুচ্যতে।।১৪২।।

দ্বিতীয় বিষয় হল - বন্ধু বর্গের সঙ্গে, মিত্রদের সঙ্গে এবং শত্রুদের সঙ্গেও যে সর্বদা নিজে সমান ব্যবহার করে তাকে দয়া বলা হয়।।১৩৬।।

বচন, মন এবং শরীরে উৎপাদিত দুঃখেও যে ক্রোধ করে না এবং অপ্রীতি ভাব রাখে না তাকে ক্ষমা বলা হয়।।১৩৭।।

যা ভক্ষণের যোগ্য নয় তা পরিহার করবে এবং যা অনিন্দিত অর্থাৎ সৎ পুরুষ তাঁর সাথে সংসর্গ রাখবে এবং আচারে ব্যবস্থিত থাকবে একে শৌচ বলা হয়।।১৩৮।।

যে শুভ কর্মে শরীরে পীড়া উৎপন্ন হয় সেই কর্ম বেশী পরিমাণে না করাকে অনায়াস বলা হয়।।১৩৯।।

প্রশস্ত কর্ম করা উচিত এবং নিত্য অপ্রশস্ত কর্ম ত্যাগ করা উচিত, একে মঙ্গল বলা হয়। একে সমস্ত মুনিগণ, ব্রহ্মবাদীগণ মঙ্গল নামে চিহ্নিত করেন।।১৪০-১৪১।।

নিজ অল্প বস্তু থেকেও অন্তরাত্মাকে দুঃখী না করে যে প্রদান করে এবং দিন প্রতিদিন অল্প বেশী দান করে তাকে অকার্পণ্য বলা হয়।।১৪২।।

যথোৎপন্নে সন্তুষ্টঃ স্বলেপ্যথ বস্তুনা।
অহিংসয়া পরস্বেযু সাহসপৃহা পরিকীর্তিতা।।১৪৩।।
বপুর্যস্য তু ইত্যেতৈঃ সংস্করৈঃ সংস্কৃতং দ্বিজঃ।
ব্রহ্মাত্বমিহ সংপ্রাপ্য ব্রহ্মালোকং চ গচ্ছতি।।১৪৪।।
বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যের্নিযেবগদ্যে দ্বিজন্মনাম্।
কার্যঃ শরীর সংস্কার পাবনং প্রেত্য চেহ চ।।১৪৫।।
গর্ভশুদ্বি ততঃ প্রাপ্য ধর্মং চাশ্রমলক্ষণম্।
যাতি মুক্তি ন সন্দেহঃ পুরণেসিমন্নৃপোত্তম।।১৪৬।।

।। সর্ব সংস্কার বর্ণনম্ ।।

জাতকর্মাদি সংস্কারান্বর্ণানামনু পূর্বশঃ।
আশ্রমাণাং চ যে ধর্ম কথয়স্য দ্বিজোত্তম।।১।।
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমান্তোন্নয়নং তথা।
জাতকর্মান্ন প্রাযাশ্চ চূড়া মৌঞ্জীবন্ধনম্।।২।।

যে অল্প কিছু লাভ করে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে চায় সে খুবই কম দেখা যায়, পরের ধনে হিংসা ভাব না থাককে অস্পৃহা বলা হয়।।১৪৩।।

এই সংস্কারের দ্বারা যার দেহ সংস্কৃত করা হয় সেই দ্বিজ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিশ্চয় ব্রহ্মলোকে যায়।।১৪৪।।

দ্বিজাতিগণ শরীর সংস্কাররূপ নিষেকাদিপুণ্য কর্মের দ্বারা পবিত্র হন এবং প্রেতত্ব মুক্ত হন।।১৪৫।।

হে নৃপোত্তম, অতঃপর গর্ভশুদ্ধি ইত্যাদি কর্ম করে আশ্রমধর্ম পালন করলে জীব মুক্ত হয়-- এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।।১৪৬।।

।। সর্ব-সংস্কার বর্ণন।।

সর্ব-সংস্কার বর্ণন অধ্যায়ে গর্ভাধানাদি সংস্কার সংক্ষেপে করা হয়েছে এবং আচমনবিধিও উক্ত হয়েছে।।১।।

রাজা শতানীক বললেন, হে দ্বিজোত্তম! সকল বর্ণের জাতকর্মাদি সংস্কার তথা যে সকল আশ্রমধর্ম বর্তমান তা কৃপাপূর্বক আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন।।২।।

বৈজিকং গার্ভিকং চৈনো দ্বিজানামপসৃজ্যতে।
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়াশ্রুতৈঃ।।৩।।
মহাযজ্ঞৈশ্চ ব্রহ্মীয়ং যজ্ঞৈশ্চ ক্রিয়তে তনুঃ।
শৃণুষ্বৈকমনা রাজন্যযা সা ক্রিয়তে তনুঃ।।৪।।
প্রাঙ্নাভিকর্তনাৎ পুংসৌ জাতকর্মবিধীয়তে।
মন্ত্রবৎপ্রাশনং চাস্য হিরণ্য মধুসর্পিষাম্।।৫।।
নামধেয়ং দশম্যাং তু কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিবঃ।
দ্বাদশ্যামপরে রাজনমাসি পূর্ণাতথাপরে।।৬।।
অষ্টাদশোহনি তথাহন্যে বদন্তি মনীষিণঃ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্তে চ নক্ষত্রে চ গুণান্বিতে।।৭।।
মংগলং তাত বিপ্রস্য শিবশর্মেতিপার্থিব।
রাজন্যস্য বিশিষ্টং তু ইন্দুবর্মেতি কথ্যতে।।৮।।

মহর্ষি সুমন্ত বললেন, গর্ভধান, পুংসবন, সীমন্তোয়ন, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, মৌঞ্জী নিবন্ধন, বৈজিক এবং গার্ভিক এই সকল দ্বিজের মনকে অপমৃজ্য করে। স্বাধ্যায়, ব্রত, হোম, দান, শ্রুত দ্বারা এবং মহাযজ্ঞ দ্বারা তনু ব্রহ্মীয় করতে হয়।। হে রাজন্, তুমি একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ কর বিপ্রকারে দেহ ব্রহ্মীয় করা হয়।।৩-৪।।

নাভিকর্তনের পূর্বাবস্থা থেকেই জাতকর্ম আরম্ভ হয়। হিরণ্য-মধু এবং ঘৃতের প্রাশন মন্ত্রযুক্ত করতে হয়। কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তি নামকরণ সংস্কার দশমী তিথি বা জন্মের পর দশম দিনে করতে হয়, আবার কোনো ব্যক্তি দ্বাদশ দিনে আবার কোনো বিদ্বান ব্যক্তি একমাস পূর্ণ হওয়ার পর নামকরণ করা উচিত বলে মনে করেন।। আবার অন্য পন্ডিতগণ জন্মের পর আঠারো দিনে নামকরণ করা উচিত বলে মনে করেন। পূণ্যতিথি, সঠিক মুহূর্ত এবং গুণবান্ নক্ষত্র বিচার পূর্বক নামকরণ করা উচিত বলে সেই সকল বিদ্বান্‌বর্গ মনে করেন।।৫-৭।।

হে বিপ্র, নামকরণ সংস্কারে দ্বিজগণের 'শিবশর্মা' ইত্যাদি নামকরণ করা উচিত। ক্ষত্রিয়গণের বিশেষত্বযুক্ত ইন্দুবর্মা ইত্যাদি নাম রাখা উচিত। বৈশ্যবর্গের

বৈশস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য জুগুপ্সিতম্।
ধনবর্ধনেতি বৈশস্য সর্বদাসেতি হীনজে।।৯।।
মনুনা চ তথা প্রোক্তং নাম্নৌ লক্ষণামুত্তমম্।
শর্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।।১০।।
বৈশস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুতম্।
স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থ মনোরমম্।।১১।।
মংগলং দূর্ঘবর্ণান্ত মাশীর্বাদাভিধানবৎ।
দ্বাদশোঽহানি রাজেন্দ্র শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।।১২।।
চতুর্থে মাসি কর্তব্যং তথান্বেষাং মতং বিভো।
যষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি যথেষ্টং মংগলং কুলে।।১৩।।
চূড়াকর্ম দ্বিজাতীনাং সর্বেষামনুপূর্বশঃ।
প্রথমেহ দ্বে তৃতীয়ে বা কর্তব্যং কুরুনন্দনঃ।।১৪।।

ধনসম্পদের সংগে সংযুক্ত কোনো নাম এবং শূদ্রের জগুপ্সা বাচক নামকরণ করা উচিত।। যেমন বৈশ্যগণের নাম ধনবর্ধন এবং শূদ্রের নাম সর্বদাস হওয়া উচিত।।৮-৯।।

ভগবান্ মনু বলেন, প্রত্যেক বর্ণের নামের উত্তম লক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের নাম 'শর্মা' ইত্যাদিযুক্ত, ক্ষত্রিয়বর্ণের নাম 'রক্ষার' সংগে সংযুক্তা, বৈশ্যগণের নাম 'পুষ্টি' সংযুক্ত এবং শূদ্রবর্ণের নাম 'দাস' সংযুক্ত হওয়া উচিৎ।। স্ত্রীগণের নাম সুখ এবং উদ্যম দ্বারা পরিপূর্ণ - স্পষ্ট অর্থ যুক্ত এবং সুন্দর হওয়া উচিৎ।। ১০-১১।।

নাম মংগলসূচক, অন্তে আশীর্বাদ সূচক শব্দযুক্ত দীর্ঘবর্ণ হওয়া প্রয়োজন। হে রাজেন্দ্র, দ্বাদশ দিনে শিশুকে গৃহ থেকে বহিঃনিস্ক্রমণ করাতে হয়।।১২।।

অন্য পন্ডিতগণ চতুর্থমাসে এই নিস্ক্রমণের কথা বলেন। যষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন দ্বারা কুলগত অন্যান্য কর্ম করা উচিৎ।।১৩।।

দ্বিজগণের চূড়ারর্ম সংস্কার আনুপূর্বিক প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে করা প্রয়োজন।।১৪।।

গর্ভাষ্টমেহব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মাণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশো রাজন্ক্ষত্রিয়স্য বিনির্দিশেৎ।।১৫।।
দ্বাদশোহব্দেপি গর্ভাত্তু বৈশ্যস্য ব্রতমাদিশেৎ।
ব্রহ্মবর্চ,কামেন কার্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।।১৬।।
বলার্থিনা তথা রাজঃ যষ্টেহব্দে কার্যমেব হি।
অর্থকামেন বৈশ্যস্য অষ্টমে কুরুনন্দন।।১৭।।
আযোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী গাতিবর্ততে।
দ্বাবিংশতেঃ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুবিংশতে র্বিংশঃ।।১৮।।
অত ঊর্দ্ধং তু যে রাজণ্যথা কালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাহতে ক্রতোঃ।।১৯।।
ন চাপ্যেভিরপূতৈস্তু আপদ্যপি হি কহিচিৎ।
ব্রাহ্মং যৌনং সম্বন্ধমাচরেদ ব্রাহ্মণৈঃ সহ।।২০।।
ভবন্তি রাজংশ্চর্মানি ব্রতিনাং ত্রিবিধানি চ।
কার্ষ্ণরৌবব বাস্তানি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং নৃপ।।২১।।

ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন সংস্কার গর্ভষ্টমে করা শাস্ত্র সম্মত। গর্ভ থেকে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন সংস্কার করা প্রয়োজন। ব্রহ্মাচর্য পালনকারী ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন সংস্কার করা উচিৎ, রক্ষাকারী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ বর্ষে এবং অর্থকামী বৈশ্যের অষ্টমবর্ষে উপনয়ন সংস্কার করাই শাস্ত্রীয় বিধান।।১৫-১৭।।

ব্রাহ্মণে সাবিত্রীব্রত বা উপনয়ন সংস্কার যোড়শবর্ষ অতিক্রম করা উচিৎ নয়। ক্ষত্রিয়বর্ণের দ্বাবিংশ এবং বৈশ্যগণে চতুর্বিংশ বয়ঃক্রম অতিক্রম না করে উপনয়ন সংস্কার করা উচিৎ।।

দ্বিজাতীয়গণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি এই অবস্থা স্বীকার না করে যথা সময়ে উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত হন না তাঁরা সাবিত্রীপতিত হয়ে ব্রাত্য হন। তাদের স্তোম নামক ক্রতু ব্যতীত ব্রাহ্ম এবং গার্হস্থ্য সম্বন্ধ না করা উচিৎ।। না করা হলে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণভুক্ত হন না। হে নৃপ, ব্রত পালনকারীদের তিন প্রকার চর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের যথাক্রমে কার্ষ্ণ, রৌরব ও বাস্ত কর্ম।।১৮-২১।।

বসীরংশ্চানুপূর্বেণ বস্ত্রানি বিবিধানি তু।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশো রাজঞ্ছাণক্ষৌমাদিকানি চ।।২২।।
মৌঞ্জী হিবৃৎসা কার্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য চ মৌবীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।।২৩।।
মুঞ্জালাভে তু কর্তব্যা কুশাশ্ম তকবল্কজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন তিথিঃ পঞ্চভিরেব চ।।২৪।।
কার্পাস মুপবীতং স্বাদ্বিপ্রস্যোধ্ববৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্।।২৫।।
পুস্করানি তথা চৈমাং ভবন্তি ত্রিবিধানি তু।
ব্রহ্মণো বৈল্বপালাশৌ তৃতীয়ং প্লক্ষজং নৃপ।।২৬।।
বাটখাদিরৌ ক্ষত্রিয়স্তু তথাণ্যং বেতসোদ্ভবম্।
পৈলবোদুম্বরৌ বৈশ্যস্তথাশ্বহুজমেব হি।।২৭।।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ ক্রমান্বয়ে শন, এবং ক্ষৌম ইত্যাদি বিবিধপ্রকার বস্ত্রধারণ করবেন।।২২।।

ব্রাহ্মণের ত্রিদন্ডী উপবীত হওয়া উচিৎ এবং মৌজীতৃণ নির্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়গণের মুঠাতৃণ নির্মিত মেখলা এবং বৈশ্যবর্ণের শনতন্তু নির্মিত মেখলা হওয়া প্রয়োজন।।২৩।।

মুঞ্জাতৃণ প্রাপ্ত না হলে কুশ দ্বারা বা উপলতৃণ দ্বারা মেখলা বানানো কর্তব্য। একগ্রন্থিযুক্ত ত্রি বা পঞ্চ উপবীত পরিধান করা উচিৎ।।২৪।।

বিপ্রগণের উপবীত কার্পাসসূত্র নির্মিত, ক্ষত্রিয়গণের শন নির্মিত এবং বৈশ্যগণের মেষলোম নির্মিত হবে।।২৫।।

ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের দন্ডও তিনপ্রকার হবে। ব্রাহ্মণের বিল্বদন্ড বা পলাশ বৃক্ষের দন্ডহবে। যদি এই দুই দন্ড প্রাপ্ত না হয় তাহলে প্লক্ষদন্ড ধারণ করা উচিৎ। ক্ষত্রিয়গণের বটবৃক্ষের দন্ড বা খদির দন্ড বা বেতসদন্ড ধারণ করা কর্তব্য এবং বৈশ্যগণ পীলুবৃক্ষ দন্ড বা ডুমুরবৃক্ষদন্ড বা অশ্বত্থদন্ড ধারণ করবেন।।২৬-২৭।।

দন্ড নেতাম্মহাবাহো ধর্মতোহ ইতি ধারিতুম্।
কেশান্তিকো ব্রহ্মণস্য দন্ডঃ কার্যঃ প্রমাণতঃ।২৮।।
ললাটসন্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকোবিশঃ।
ঋজবস্তে তু সর্বে স্যুর্ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।।২৯।।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং সত্ত্বচো নাগ্নিদূষিতাঃ।
প্রগৃহ্য চেপিসতং দন্ডমুপস্থায় চ ভাস্করম্।।৩০।।
সম্যগগুরু তথাপূজ্য চরেদ্ভৈক্ষ্যং যথবিধি।
ভবৎপূর্ব চরেদ্ভৈক্ষ্যপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।।৩১।।
ভবণ মধ্যং তু রাজন্যো বৈশ্যস্য ভবদুত্তরম্।
মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিণীং নিজাম্।।৩২।।

হে মহাবাহু, ত্রিবর্ণের পুরুষগণ উক্তপ্রকার দন্ড ধারণের যোগ্য। ব্রাহ্মণগণ কেশ পর্যন্ত লম্বদন্ড ধারণ করবেন। ক্ষত্রিয়গণ কপালপর্যন্ত উচ্চ দন্ড ধারণ করবেন। বৈশ্যগণ নাসিকা পর্যন্ত দীর্ঘ দন্ড ধারণ করবেন। এই তিনপ্রকার দন্ডই ঋজু হওয়া আবশ্যক।।ব্রাহ্মণের দন্ড সুন্দর, দর্শনীয় হওয়া উচিৎ।।২৮-২৯।।

দন্ডসকল মানুষের উদ্বেগের কারণ যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এছাড়া দন্ডটি ছালযুক্ত এবং অগ্নিদগ্ধ না হওয়া উচিত। এইরূপে দন্ডগ্রহণ পূর্বক দন্ডমধ্যে ভাস্কর ভগবানের উপস্থাপনা করতে হয়।।৩০।।

নিজগুরুকে সম্যকরূপে অর্চনা করে উপনীতগণ ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষা প্রার্থনা করার সময় আদিতে ভবৎ শব্দ প্রযুক্ত করে "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করবেন। ক্ষত্রিয়গণ 'ভবৎ' শব্দ মধ্যে প্রযুক্ত করে "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" ইত্যাদি বলবেন এবং বৈশ্যগণ 'ভবৎ' শব্দ অন্তে প্রযুক্ত করে "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" ইত্যাদি রূপে ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। মাতা, ভগিনী অথবা মাতৃস্বসার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করতে হয়। মাতাকে "ভো মাতঃ" এই প্রকার সম্বোধনপূর্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করা বিধেয়।।৩১-৩২।।

ভিক্ষেৎ ভৈক্ষ্যং প্রথমং যা চৈণং নাবমানয়েৎ।
সুবর্ণং রজতং চান্নং সা পাত্রেঽস্য বিনির্দশেৎ।।৩৩।।
সমাহৃত্য ততৌ ভৈক্ষং যাবদর্থমমায়।
নিবেদ্য গুরুবেঽস্ত্রীয়াদাচম্য প্রঙ্ মুখঃ শুচিঃ।৩৪।।
আয়ুষ্যং প্রাঙ্‌মুখো ভুঙক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্‌মুখো ভুঙক্তে ঋঙক্তে উদয়ঙ্‌মুখঃ।।৩৫।।
উপস্পৃশ্য দ্বিজো রাজন্নন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশোৎ সম্যগদ্ভিঃ খানিচ সংশৃশেৎ।।৩৬।।
তথান্নং পূজয়েন্নিত্যংদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দর্শাণাত্তস্য হৃষ্যেদ্বৈ প্রসীদেচ্চাপি ভারত।।৩৭।।
অভিনন্দ্য ততোঽশ্রীয়াদিত্যেবং মনুব্রবীৎ।
পূজিতং ত্বশণং নিত্যং বলভোজশ্চ যচ্ছতি।।৩৮।।

ব্রহ্মচারী সর্বপ্রথম যাঁর কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, তাঁর ব্রহ্মচারীকে অপমান করা উচিৎ নয়। তিনি ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাপাত্রে সোনা, রূপা অথবা অন্ন ভিক্ষা দেবেন।।৩৩।।

ব্রহ্মচারী যা কিছু ভিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং যা যা ভিক্ষার প্রয়োজন সকল কিছুই তিনি আচার্যদেবকে নিবেদন করবেন।। অতঃপর গুরু আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে মুখ হস্ত পদাদি ধৌত করে, আচমনপূর্বক ভোজন করবেন।।৩৪।।

যিনি পূর্বমুখে ভোজন করেন তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। দক্ষিণ মুখ হয়ে ভোজন করেন তিনি যশ লাভ করেন। পশ্চিম মুখে ভোজনকারী শ্রী অর্থাৎ সম্পদ লাভ করেন এবং উত্তর মুখে ভোজন করলে সত্য লাভ করে।।৩৫।।

হে রাজন, দ্বিজগণের আচমনপূর্বক ভোজন করা উচিৎ এবং ভোজন সমাপনান্তে আচমন করা একান্ত কর্তব্য।।৩৬।।

প্রত্যহ অন্নের পূজনপূর্বক কোনোরূপ অশুচি না করে প্রফুল্লতা লাভ করা কর্তব্য।।৩৭।।

ভগবান মনু বলেছেন, প্রথমে অন্নের অভিনন্দন করে ভোজন করা উচিৎ। যে অন্নকে প্রত্যহ এইরূপে পূজা ও সংস্কার করে ভোজন করা হয় সেই অন্ন

অপূজিতং তু তদ্ভুক্তমুয়ং নাশয়েদিদম্।
নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদদ্যান্নাদ্যাচ্চৈতত্ত যান্তরা।।৩৯।।
যস্ত্বন্নমন্তরা কৃত্বা লোভাদপি নৃপোত্তম।
বিনাশং যাতি স নর ইহ লোকে পরত্র চ।
যথাভবৎপুরা বৈশ্যো ধনবর্দ্ধনং সংজ্ঞিতঃ।।৪০।।
স কথামন্তরং পূর্বমত্রস্য দ্বিজসত্তম্।
কিমন্তরং তথান্নস্য কথা বা তৎকৃতং ভর্বেৎ।।৪১।।
পুরা কৃতযুগে রাজনবৈশ্যো বসতি পুস্করে।
ধনবর্ধণামাবৈ সমৃদ্বৌ ধন ধান্যতঃ।।৪২।।
নিদাঘকালে রাজেন্দ্র স কৃত্বা বৈশ্বদেবিকম্।
সুপুত্র ভাতৃভিঃ সার্ধং তথা বৈ মিথবন্ধভিঃ।
আচারং কুরুতে রাজন্ভক্ষ্যভোজ্য সমন্বিতম্।।৪৩।।

বল ও তেজ প্রদান করে। আর যে অন্ন পূজিত হন না সেই অন্ন বল ও তেজ উভয়কেই নিবষ্ট করে। উচ্ছিষ্ট অন্ন বা তৎসদৃশ কোনো প্রকার অন্ন ভক্ষণ করা উচিৎ নয়।।৩৮-৩৯।।

যে ব্যক্তি লোভ বশতঃ উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করে সেই ব্যক্তি পীড়াকালে বিনাশপ্রাপ্ত ও ধনবর্দ্ধন নামক বৈশ্যের ন্যায় ইহলোক ও পরলোক উভয় জায়গায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।।৪০।।

রাজা শতানীক বললেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধনবর্দ্ধন কিভাবে অন্নের ব্যবধান কি এবং তা কি প্রকারে হয় তা বলুন।।৪১।।

মহর্ষি সুমন্ত বললেন, প্রাচীনকালে সত্যযুগে পুস্কর নামক স্থানে ধন-ধান্য-সম্পদে পূর্ণ ধনবর্দ্ধন নামে এক বৈশ্য বাস করতেন।।৪২।।

হে রাজেন্দ্র, গ্রীষ্মকালে তিনি বিশ্ব দৈবিক করেছিলেন এবং নিজ পুত্র ও ভ্রাতাদের সংগে তথা মিত্রদের সংগে বহুভোজযুক্ত হয়ে ভোজন করছিলেন।।৪৩।।

অথ তদ্ভুঞ্জতস্য অন্নং শব্দো মহানভূৎ।
করুণঃ কুরুশার্দুল অথ তংস প্রধাবিতঃ।।৪৪।।
ত্যক্ত্বা স ভোজনং যাবন্নিষ্ক্রান্তো গৃহবাহ্যতঃ।
অথ শব্দস্তিরোভূতঃ স ভূয়ো গৃহমাগতঃ।।৪৫।।
তমেব ভোজনং গৃহ্য আহারং কৃতবান্নৃপ।
ভূক্তশেযং মহাবাহো আহারং সতু ভূক্তবান্।।৪৬।।
ভূক্ত্বা স শতধা জাতস্তসিমম্মেব ক্ষণো নৃপ।
তসমাদং ন রাজেন্দ্র অশ্নীয়াদন্তরা ক্বচিৎ।।৪৭।।
ন চৈবাত্যশানং কুর্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ব্রজেৎ।
রসৌ ভবত্যত্যনশানাদ্রসাদ্রোগঃ প্রবর্ততে।।৪৮।।
স্নাণং দানং জাপো হোমঃ পিতৃদেবাভিপূজনম্।
ন ভবন্তি রসে জাতে নারাণাং ভরতর্মভ।।৪৯।।
অনারোগ্যমনায়ুষ্যস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তৈসমাত্তৎপরিবর্জয়েৎ।।৫০।।

অতঃপর তিনি যখন ভোজন করছিলেন তখন এক মহাশব্দ উৎপন্ন হয়। হে কুরুশার্দূল, তিনি তখন সেই শব্দের অনুসরণ করে অত্যন্ত করুণভাবে ধাবন করলেন।।৪৪।।

ভোজন ত্যাগপূর্বক তিনি যখন ঘর থেকে বাইরে নির্গত হলেন তখন সেই শব্দ তিরোহিত হয়ে গেল। তিনি পুনরায় ঘরে পিরে এসেছিলেন।।৪৫।।

হে নৃপ, সেই ত্যক্ত পাত্র থেকে তিনি অবশিষ্ট খাদ্য খেয়েছিলেন।।৪৬।।

হে নৃপ, সেই খাদ্য গ্রহণ করে তিনি শত ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং হে রাজেন্দ্র ঐরূপ ত্যক্ত অন্ন কদাপি ভক্ষণ করা উচিৎ নয়।।৪৭।।

অত্যধিক ভোজন করাও কখনও উচিৎ নয়। আবার উচ্ছিষ্ট ভোজন করাও অনুচিৎ। অতিরিক্ত ভোজন থেকে রস উৎপন্ন হয় এবং রস থেকে রোগ সৃষ্টি হয়।।৪৮।।

স্নান, দান, জপ, হোম, পিতৃগণ ও দেবপূজন করলে মানুষের ম্যধ্য রস উৎপন্ন হয় না। হে ভরতর্যভ, অতি ভোজনে অনারোগ্য, অনামুষ্য, অপুণ্য,

যক্ষভূতপিশাচানাং রক্ষসাং চ নৃপোত্তম।
গম্যো ভবতি বৈ বিপ্র উচ্ছিষ্টো নাত্র সংশয়ঃ।।৫১।।
শুচিত্বমাশ্রয়েত্তসমাচ্ছুচিত্বানেমাদতে দিতি।
সুখেন চেহ রমতে ইতীয়ং বৈগিকীশ্রুতিঃ।।৫২

।। সাবিত্রী- মাহাত্ম্য।।

কেশান্তঃ ষোড়শ বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্য বন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য ত্র্যধিকেততঃ।।১।।
অমন্ত্রিকা সদা কার্যা স্ত্রীণাং চূড়া মহীপতে।
সংস্কারহেতোঃ কার্যস্য যথাকালং বিভাগশঃ।।২।।
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো নৈগমঃস্মৃত।
নিবসেদ্বা গুরোর্বাপি গৃহে বাগ্নিপরিক্রিয়া।।৩।।

লোকদ্বেষ তথা স্বর্গহানি ঘটে। সুতরাং তা বর্জন করা উচিৎ, শুচিতার আশ্রয় গ্রহণ করলে সুখে পৃথিবীতে রমণ করা যায় -- এই হল বৈদিক মত।।৪৯-৫২।।

।। সাবিত্রী মাহাত্ম্য।।

এই অধ্যায়ে প্রণবের অর্থ বর্ণন, সাবিত্রী মাহাত্ম্য বর্ণন এবং উপনয়ন সংস্কার বিধির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মহর্ষি সুমন্ত বললেন, ব্রাহ্মণের যোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ এবং বৈশ্যের পঞ্চবিংশ বর্ষ মধ্যে কেশান্ত করা বাঞ্ছনীয়।।১।।

তিনি বললেন, হে মহীপতি, স্ত্রীলোকে চূড়াকরণ করে নেওয়া প্রয়োজন।।২।।

স্ত্রীলোককে বিবাহ করার যে প্রক্রিয়া তা বেদানুকুল।।৩।।

এষ তে কথিতো রাজন্নৌপনায়নিকো বিধিঃ।
দ্বিজাতীনাং মহাবাহো উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পরঃ।।৪।।
কর্মযোগমিদানীং তে কথয়ামি মহাবল।
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং প্রথমং শৌচমাদিশেৎ।।৫।।
আচারমগ্নিকাযং চ সন্ধোপাসনমেব চ।
অধ্যাপয়েত্তু সচ্ছিষ্যান্সদাচান্ত উদঙ্মুখঃ।।৬।।
ব্রহ্মাঞ্জলিকরো নিত্যমধ্যাপ্যো বিজিন্তেন্দ্রিয়ঃ।
লঘুবাসাস্তথৈকাগ্রঃ সুমনা সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।।৭।।
ব্রহ্মারম্ভেহবসানে চ পাদৌ পূজ্যৌ গুরোঃ।
সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ং স হি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ সমৃতঃ।।৮।।
ব্যত্যস্তপাণিনা কার্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সত্যেন সত্যঃ সপ্রষ্টব্যো দক্ষিণন তু দক্ষিণঃ।।৯।।

হে রাজন, উপনয়ন সম্পর্কিত বিধি তোমাকে আমি বলেছি। হে মহাবাহু, যা দ্বিজাতিগণের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিব্যঞ্জক।।৪।।

হে মহাবলী, এবার তোমাকে কর্মযোগ বিধির সম্পর্কে বলবো। গুরুদেবের কর্তব্য হল প্রথমে নিজ শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার করে তাকে শৌচ রাখার জন্য উপদেশ প্রদান করা।।৫।।

বিভিন্ন আচারাদি, অগ্নিকার্য এবং সন্ধ্যাহ্নিক গুরুদেব তাকে শেখাবেন। সৎশিষ্য আচারান্তপূর্বক উত্তরমুখ হয়ে সর্বদা ব্রহ্মাঞ্জলি করবেন এবং জিতেন্দ্রিয় শিষ্য স্বাধ্যায় অনুশীলন করবেন। অধ্যয়নকালে লঘু ও স্বল্প বস্ত্র ধারণ করতে হয়, তথা একাগ্রচিত্তে ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অধ্যয়ন করা উচিৎ।।৬-৭।।

বেদাধ্যয়নের পূর্বে ও সমাপ্তিকালে শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করা উচিৎ। দুটি হাত সংহত করে অধ্যয়ন আরম্ভ করা উচিৎ। এরূপ হাত স্থাপন করাকে ব্রহ্মাঞ্জলি বলে।।৮।।

ব্যপ্তস্থ হস্ত দ্বারা গুরুদেবের পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করা উচিৎ। বাম হস্ত দ্বারা বামপদ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণপদ স্পর্শ করা উচিৎ।।৯।।

অধ্যেষ্যমাণং তু গুরুনিত্যকালমতান্দিতঃ।
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াদ্বিরামোহস্তিতি বারয়েৎ।।১০।।
ব্রহ্মাণঃ প্রণবং কুর্মাদাদাবন্তে চ সর্বদা।
স্রবত্যনোংকৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতে।।১১।।
শ্রয়তাং চাপি রাজেন্দ্র যথোংকারং দ্বিজোহইতি।
প্রাক্কুলানপর্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চের পাবিতঃ।।১২।।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পুতস্ততস্থোং কারমর্হতি।
ওঁকারলক্ষণং চাপি শৃণুস্ব কুরুনন্দন।।১৩।।
অকারং চাপ্যুকারং চ মকারং চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়াত্তু নিগৃহ্য ভূর্ভুবঃ স্বীরতীতিচ।।১৪।।
শ্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যচোহস্যাঃ সাবিত্র্যা পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।।১৫।।

প্রত্যহ গুরুদেব তন্দ্রাভংগ করে শিষ্যগণকে ''অধ্যয়ন শুরু কর'' ইত্যাদি বলে নির্দেশ দেওয়া মাত্র অধ্যয়ন শুরু করা উচিৎ এবং ''বিরাম কর'' বললে তবেই অধ্যয়ন বন্ধ করা উচিৎ।।১০।।

'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নের পূর্বে ও সমাপ্তিতে সর্বদা প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ করা উচিৎ। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়নের পূর্বে ওঁকার উচ্চারণ করেন না তিনি স্রবিত হন এবং পরে জীর্ণরূপ ধারণ করেন।।১১।।

হে রাজেন্দ্র, কোন্ প্রকার দ্বিজ ওঁকারের যোগ্য তা শ্রবণ করুন। দন্ডাগ্রভাগ দ্বারা পর্যুপাসনা করলে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করেন। তিন প্রাণায়ামের দ্বারা পূত হন এবং পুনরায় তিনি ওঁকারের যোগ্য হন হে কুরুনন্দন, এখন ওঁকারের লক্ষণও শ্রবণ করনি।।১২-১৩।।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তিন প্রকার বেদ থেকে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম'কার সংগ্রহ পূর্বক এবং ''ভূ-ভূর্বঃ স্বঃ'' সংগ্রহ করে এর রচনা করেন। তিনবেদ থেকে পিতামহ পরমেষ্ঠী প্রজাপতি এই সাবিত্রী ঋচের প্রতিটি পাদদোহন করেছেন।।১৪-১৫।।

এতদক্ষরমেতাং চ জপন্ধ্যাহৃতি পূর্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োরুভয়োর্বিপ্রো বেদ পূণ্যেন যুজ্যতে।।১৬।।
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতস্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোহপ্যেনস্য মাসাত্ত্বচেবাহিবিমুচ্চতে।।১৭।।
এতদৰ্চা বিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিভোনির্গহণাং যাতি সাধুযু।।১৮।।
শৃনুযৈবকমনারাজন্পরমং ব্রহ্মণৌ মুখম্।
ওঁ কার পূর্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োহব্যয়া ।।১৯।।
ত্রিপদ চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মণো মুখম্।
সোহধীতেহন্যহন্যেতাং ত্রীনি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।।২০।।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ স্বমূর্তিমান্।
একক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ।।২১।।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎসত্যং বিশিষ্যতে।
তপঃ ক্রিয়া হোমক্রিয়া তথা দানক্রিয়া নৃপঃ।।২২।।

প্রণব এবং এই ব্যহৃতি মন্ত্র উভয়ই প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিককারী ব্যক্তি বেদপাঠরূপ পুণ্য অর্জন করতে পারেন।।১৬।।

এই ত্রিক প্রত্যহ একসহস্রবার জপ করলে ব্রাহ্মণ এক মাসের মধ্যে মহাপাপ থেকে মুক্ত যেমন নিজ বল্কল থেকে সর্প মুক্ত হয়।।১৭।।

এই মন্ত্রের অর্চনা যিনি করেন না এবং সঠিক সময়ে ক্রিয়ারহিত হন সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সাধুব্যক্তিদের দ্বারা নিন্দিত হন।।১৮।।

হে রাজন, তুমি অকাগ্রচিত্তে ব্রহ্মের পরমমুখের শ্রবণ কর। পূর্বে ওঁকারযুক্ত তিন ব্যহৃত মন্ত্র অব্যয়।।১৯।।

ত্রিপদা সাবিত্রীকে ব্রহ্মার মুখরূপে পরিচিত। যিনি প্রত্যহ পাঠপূর্বক তিন বৎসর এক ও অতিন্দ্রিয় হয়ে পাঠ করেন তিনি বায়ুভূত আকাশমূর্তি ধারণ করে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। একাক্ষর ওঁকার পরব্রহ্ম স্বরূপ এবং প্রাণায়াম হল সব থেকে বড় তপ।।২০-২১।।

সাবিত্রীমন্ত্রের পরে আর কিছু নেই। মৌন থেকে সত্য বিশিষ্ট। তপক্রিয়া,

অক্ষয়াস্তাঃ সদা রাজন্যযাহ ভগবান্মনুঃ।
অবরং ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।।২৩।।
বিধিযজ্ঞাৎসদা রাজ্ঞপমজ্ঞো বিশিষ্যতে।
নানাবিধোর্গুণোদ্দেশৈঃ সূক্ষ্মাখ্যা তৈনৃপোত্তম।।২৪।।
উপাংশুঃ স্যাল্লক্ষগুণঃ সাহস্রৌ মানসঃ স্মৃতঃ।
মে পাকযজ্ঞাশ্চাত্বারো বিধিযজ্ঞেন চান্বিতাঃ।।২৫।।
সর্বে তে উপযজ্ঞস্য কলাং নাইত্তি ষোড়শীম্।
উপাদেব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।।২৬।।
কুর্মাদন্যত্র বা কুর্মান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
পূর্বাং সন্ধ্যা জপংস্তিষ্টেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।।২৭।।
পশ্চিমাং তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ।
দিনস্যাদৌ ভবেৎপূর্বা শর্বর্যাদৌ তথা পরা।।২৮।।

হোমক্রিয়া এবং দানক্রিয়া অক্ষয়মাল দান করে। ভগবান মনু একথাই বলেছেন।।২২-২৩।।

হে রাজন্, বিধি যজ্ঞ থেকে যজ্ঞ বিশেষরূপে পরিচিত। কারণ জপযজ্ঞ নানাপ্রকার গুণোদ্দেশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং আখ্যাত যুক্ত।।২৪।।

উপাংশ জপ লক্ষ গুণসম্পন্ন। মানস জপ সহস্রগুণ সম্পন্ন এবং চারপাক যজ্ঞ বিধিযজ্ঞের সংগে যুক্ত হয়।।২৫।।

এই সকল জপযজ্ঞের ষোড়শকলা বর্তমান নেই, ব্রাহ্মণ জপের দ্বারা তা সংসিদ্ধ করেন, এতে কিছুমাত্র সংশয় নেই।।২৬।।

জপযজ্ঞকারী ব্রহামণ অন্য কিছু করুন বা না করুন তিনি 'মৈত্র' রূপে পরিচির্তি লাভ করেন, যিনি সূর্যদর্শনের পূর্বে সন্ধ্যাতে সাবিত্রী জপ করার জন্য স্থিত থাকেন।।২৭।।

পশ্চিম সন্ধ্যা নক্ষত্র এবং তারাগণকে দর্শন করার পূর্বে সম্যগ্রূপে সমাসীন হয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করা উচিৎ। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা করা কর্তব্য এবং রাত্রি সমাগত হওয়ার পূর্বে সায়াহ্নকালীন সন্ধ্যা উপাসনা করা উচিৎ।।২৮।।

সনক্ষয়া পরা জ্ঞেয়া অপরা সদিবাকরা।
জপংস্তিষ্ঠন্পরাং সন্ধ্যা নৈশমেনো ব্যপোহতি।।২৯।।
অপরাং তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্।
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্বা নোপাস্তে পশ্চিমাং নৃপঃ।।৩০।।
সশূদ্রহিকার্যঃ সর্ব সমাদ্বিজকর্মণঃ।
অপাং সমীপে নীয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।।৩১।।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বাহরণ্যং সমাহিতঃ।
বেদোপকরণে রাজন্ স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।।৩২।।
নাত্র দোমোস্ত্যণধ্যায়ে হোমমন্ত্রেযু বা বিভো।
নৈত্যকে ণাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রংহিতৎ স্মৃতম্।।৩৩।।
ব্রহ্মাহূতি হূতং পূন্যমনধ্যায়বষট কৃতম্।
ঋগেকাং যস্ত্বধীয়ীত বিধিণা নিয়তো দ্বিজঃ।।৩৪।।

নক্ষত্রযুক্ত সন্ধ্যাপরা এবং দিবাকর অর্থাৎ সূর্যযুক্ত সন্ধ্যাকে অপরা বলে। পরা সন্ধ্যা জপকারী পুরুষ যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানে রাত্রিতে কৃতপরা দূরীভূত হয়।।২৯।।

অপরা সন্ধ্যায় জপকারী পুরুষ দিনকৃত মল দূর করতে সক্ষম হন। হে নৃপ, যে ব্যক্তি পূর্ব ও পশ্চিম সন্ধ্যা উপাসনা করেন না, তাকে শূদ্রের মত মনে করে দ্বিজজাতির সমস্ত কর্ম থেকে বহিস্কৃত করা উচিৎ।।৩০।।

অপরা সন্ধ্যা উপাসনাকারী পুরুষ দিবসকৃত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন। যে ব্যক্তি পূর্বা এবং পশ্চিমা সন্ধ্যা উপাসনা করেন না তাঁকে শূদ্র সমতুল হয়ে দ্বিজগণের সমস্ত কর্ম থেকে বহিস্কার করা উচিৎ। জলের সমাপে নিয়মিতরূপে যিনি নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, কোনো অরণ্য মধ্যে একনিষ্ঠ হয়ে সাবিত্রীর অধ্যয়ন করেন, হে রাজন, তিনি বেদোপরায়ণ এবং বৈদিক আচার পালনে ভুল করলেও তা দোষাবহ হয় না। এছাড়া তিনি হোমমন্ত্রের অনাধ্যায় করলেও তা দোষযুক্ত হয় না।।৩১-৩৩।।

যে ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক প্রত্যহ কেবল একটি মাত্র ঋক্ অধ্যয়ন করেন, তিনি অনাধ্যায় বশতঃ বষট্কৃত পূন্যাকৃতি দ্বারা হবন করে থাকেন।।৩৪।।

তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেযা পয়ো মেধ্যং ঘৃতং মধুঃ।
অগ্নিশুশ্রূষণং ভৈক্ষমধঃ শয্যাং গুরোহিতম্।।৩৫।।
আসমাবর্তনাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ।
আচার্যপুত্র শুশ্রূষাং জ্ঞানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ।।৩৬।।
আপ্তঃ শক্তোন্নদঃ সাধু স্বাধ্যায়ো দশ ধর্মতঃ।
নাপৃষ্টঃ কস্যচিদব্রয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।।৩৭।।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।
অধর্মেন চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্মেণ পৃচ্ছতি।।৩৮।।
তয়োরন্যতরঃ প্রেতি বিদ্বেযং বা নির্গচ্ছতি।
ধর্মার্থৌ যত্রন স্যাতাং শূশ্রূষা চাপি তদ্বিধা।
ন তত্র বিদ্যা বপ্তষ্যা শুভং বীজমিবোযরে।।৩৯।।

যিনি ঐ ঋক্‌টি অধ্যয়ন করেন তিনি মেধ্য, পয়ো, ধৃত মধু ক্ষরণ করতে পারেন। অগ্নি শুশ্রূষা তাঁর ভিক্ষাদ্রব্য এবং অধোশয্যা গুরুদেবের হিতকারক।। উপনয়নের পর থেকে সমাবর্তন পর্যন্ত যে দ্বিজ আচার্যপুত্রের শুশ্রূষা করেন তিনি জ্ঞান প্রদানকারী ধার্মিক এবং শুচিরূপে পরিচিতি লাভ করেন।।৩৫-৩৬।।

আপ্ত ব্যক্তি, শক্তোন্নদ এবং সাধু দশধর্মযুক্ত স্বাধ্যায় যোগ্য। কেউ জিজ্ঞাসা না করলে বা অন্যায় কিছু বললে কোনো কিছু করা উচিৎ নয়।।৩৭।।

যিনি মেধাবীপুরুষ তিনি সকল কিছুই জানেন, কিন্তু সবকিছু জানলেও তাঁর এক জড়পুরুষের ন্যায় আচরণ করা উচিৎ। অধর্মীপুরুষ যদি কিছু বলেন বা জিজ্ঞাসা করেন তাঁদের দ্বারা অন্যতর অর্থাৎ তাঁদের থেকে ভালোগুণযুক্ত ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হন বা বিদ্বেষপ্রাপ্ত হন। যেখানে ধর্ম এবং অর্থ - এই দুই প্রকার অবস্থিত থাকে না সেখানে শুশ্রূষা হয় না। অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে 'বিদ্যা' প্রদান না করা উচিৎ। এই প্রকার পুরুষকে বিদ্যাদান ঊষরভূমিতে বীজ বপনের মতোই নিষ্ফল হয়।।৩৮-৩৯।।

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামীরির্ণে বপেৎ।।৪০।।
বিদ্যা ব্রাহ্মণমিত্যাহ শেবধিস্তেহসিম রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মা প্রাদাস্তথা স্যাং বীর্যবত্তমা।।৪১।।
শেবং সুখমুশন্তীহ কেচিজজ্ঞানং প্রচক্ষতে।
তৌ ধারয়তি বৈ সম্মাদচ্ছেবধিস্তেন সোচ্যতে।।৪২।।
যমেব তু শুচি বিদ্যান্নিয়ণং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াস্র মাদিনে।।৪৩।।
ব্রহ্ম যস্ত্বণনুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।।৪৪।।
লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিমেব চ।
স যাতি নরকং ঘোরং বৌরবং ভীমদর্শণম্।।৪৫।।

ব্রহ্মবাদী পুরুষের উচিৎ কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর বিদ্যা প্রদান না করা। বিদ্যাকে সংগে নিয়ে মৃত্যুবরণও শ্রেয়।।৪০।।

বিদ্যা ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, ''আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ আমাকে তুমি রক্ষা কর। অসূয়া অর্থাৎ দ্বেয়পোষণকারী ব্যক্তিকে কদাপি আমাকে প্রদান করবে না। তা হলে আমি অধিক বীর্য্যবতী হব।।৪১।।

অন্যান্যগণ যাকে 'সম্পদ সুখ' বলেন কোনো কোনো বিদ্বান্ 'জ্ঞান' এর মাধ্যমে সেই সুখ লাভ করে থাকেন। এই কারণে সেই সকল বিদ্যাকে 'শেবধি' বলে অভিহিত করা হয়।।৪২।।

যে ব্যক্তি পরম পবিত্র, নিয়ত এবং ব্রহ্মচর্যধারণকারী তুমি তার নিকট আমাকে (বিদ্যা) বর্ণনা করবে। এই রকম বিপ্রকেই বিদ্যাকথন করতে হয়। কারণ তিনি নিধিরূপে 'আমাকে' (বিদ্যা) রক্ষা করতে পারবেন এবং ভ্রম থেকে রক্ষা করতে পারবেন।।৪৩।।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নি, তিনি অধীয়ান ব্যক্তির নিকট সেই জ্ঞান লাভ করবেন।, লৌকিক বা বৈদিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানও এইরূপ যথার্থ ব্যক্তির নিকট গ্রহণ করতে হবে। অন্যথা ব্যক্তি অতিভয়ানক দর্শন 'রৌরব' নামক নরকপ্রাপ্ত হন।।৪৪-৪৫।।

অনুমাত্রাত্মকং দেহং যোড়শার্ধামিতি সমৃতম্।
আদদীত মতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ।।৪৬।।
সাবিত্রী সার মাত্রোপি বরো বিপ্র সুযন্ত্রিতঃ।
নায়ন্ত্রিত স্ত্রিবেদোহপি সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী।।৪৭।।
শয্যাসনে ধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুৎ থায়াভিবাদয়েৎ।।৪৮।।
উর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবিরে আগতে।
প্রত্যুৎযানাভিবাদাভ্যং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে।।৪৯।।
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সম্যগবর্ধন্তে আয়ু প্রজাযশো বলম্।।৫০।।

অণুমাত্রাত্মক দেহ 'যোড়শার্ধা' রূপে পরিচিত। যাঁর থেকে জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে তাকে সর্বপ্রথম প্রণাম করা উচিৎ।।৪৬।।

কেবল সাবিত্রীসারকে জানেন এবং তা দমনকারী ব্যক্তি বিপ্রশ্রেষ্ঠরূপে পরিচিত।।৪৭।।

শয্যা এবং আসনে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সাথে কখনও বসা উচিৎ নয়। শয্যা এবং আসনে উপবেশন করে থাকলে শীঘ্র উত্থানপূর্বক তাদের অভিবাদন করা উচিৎ।।৪৮।।

যখন কোনো বয়বৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধ যুবক পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন তার মনে-প্রাণে একপ্রকার অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। যখন তাঁকে দেখে যুবাপুরুষ প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন করতে থাকেন তখন তার চিত্তচাঞ্চল্য শান্ত হয়।।৪৯।।

যে ব্যক্তি নিত্য বয়োজ্যেষ্ঠগণকে অভিবাদন করে থাকেন এবং সর্বদা জ্যেষ্ঠগণকে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, তাঁর আয়ু, যশ, প্রজা এবং বল— এই চারপ্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।।৫০।।

অভিবাদপরো বিপ্রো জ্যয়াং সমভিবাদয়েৎ।
অসৌ নামামস্মীতি স্বনাম পরিকীর্তয়েৎ।।৫১।।
নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোহ হমিতি ব্রূয়াৎস্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তথৈব চ।।৫২।।
তো শব্দং কীর্তয়েদন্তে স্বস্য নাম্নোভিবাদনে।
নাম্নঃ স্বরূপভাবৌ হি ভো ভাব ঋষিভিঃ স্মৃতঃ।৫৩।।
আয়ুস্মান্‌ভব সৌম্যেতি বাচ্যোবিপ্রোহভিবাদনে।
অকারশ্চস্য নাম্নোহতে বাচ্যঃ পূর্বক্ষরঃ প্লুতঃ।।৫৪।।
যো ন বৈত্যভিদস্যং বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ।।৫৫।।
অভিবাদে কৃতে যস্তু ন করোত্য ভিবাদনম্।
আশীর্বা কুরুশার্দূল স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।৫৬।।

যে বিপ্র অভিবাদন করতে তাদের তাঁর সর্বদা জ্যেষ্ঠগণকে অভিবাদন করা উচিৎ এবং অভিবাদন কালে "আমি অমুক (নিজ নাম) যে আপনাকে প্রণাম নিবেদন করছি"— এরূপ বাক্য উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করা উচিৎ।।৫১।।

যে ব্যক্তি অভিবাদনকারীর নাম জানেন না, তিনি 'আমি প্রাজ্ঞ' এইরূপ উচ্চারণপূর্বক সমস্ত স্ত্রীলোককে অভিবাদন করবেন।।৫২।।

নিজ নাম অভিবাদনের পর 'ভো' শব্দ উচ্চারণ করা উচিৎ। কারণ ঋষিগণ 'ভো ভাব'কে নামের 'স্বরূপ ভাব' বলেছেন।।৫৩।।

ব্রাহ্মণ অভিবাদনের অন্তে "হে সৌম্য, আয়ুষ্মান্ ভব" অর্থাৎ দীর্ঘজীবী বও — এই প্রকার আশীষ দান করবেন। নামের অন্তে 'অ-কার' এবং পূর্বের স্বরটি প্লুতস্বর উচ্চারণ করা উচিৎ।।৫৪।।

যে ব্রাহ্মণ অভিবাদনের প্রত্যাভিবাদন করেন না তিনি বিদ্বানপুরুষকে কদাপি অভিবাদন করবেন না। কারণ তিনি একপ্রকার শূদ্রতুল্যরূপে পরিগণিত হন।।৫৫।।

অভিবাদন করার পর যিনি প্রত্যাভিবাদন করেন না বা আশীর্বাদ করেন না, তিনি অবশ্যই নরকগমন করেন।।৫৬।।

অভিতি ভগবান্বিষ্ণু র্বাদয়ামীতি শংকরঃ।
দ্বাবেব পূজিতৌ তেন যঃ করোত্যভিবাদনম্।।৫৭।।
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎক্ষত্রবন্ধু মনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব তু।।৫৮।।
ন বাচ্যো দূক্ষিতো নাম্না মবীয়ানপি যোভবেৎ।
ভো ভবৎপূর্বকত্বেন ইতি স্বয়ংভূবোহব্রবীৎ।।৫৯।।
পরপত্নী তু যা রাজান্ন সংবদ্ধা তু যোনিনঃ।
বক্তব্যা ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ।।৬০।।
পিতৃব্যানমাতুলান্ত্রতুলান্ত্রাজঞ্ছতবণৃত্বিজো গুরুন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুস্থায় জখন্যজঃ।।৬১।।
মাতৃস্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃস্বষা।
সংপূজ্য গুরুপত্নী চ সমাস্তা গুরুভার্যায়া।।৬২।।

'অভিবাদন' শব্দে 'অভি' শব্দের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু এবং 'বাদয়ামি' শব্দের দ্বারা ভগবান শিবের স্বরূপকে নির্দেশ করা হয়। যিনি অভিবাদন করেন তিনি প্রকারান্তরে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করে থাকেন।।৫৭।।

ব্রাহ্মণের সংগে মিলিত হওয়ার পর তাঁকে কুশল করতে হয়। ক্ষত্রিয়ের অনাময়, বৈশ্যগণের ক্ষেম সমাগমের কথা জানতে হয় এবং শূদ্রের কেবল আরোগ্য জিজ্ঞাসা করা উচিৎ।।৫৮।।

যিনি দীক্ষিত তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও তাঁর নাম উচ্চারণ পূর্বক ডাকা উচিৎ নয়। তাঁকে 'ভো', ভবান্ ইত্যাদি সম্বোধনের পূর্বে বলা উচিৎ—স্বায়ম্ভূব এইরূপ বলে থাকেন।।৫৯।।

পরস্ত্রী বা অযোনিসম্বন্ধীগণকে ভবতি, সুভগে এবং ভগিনী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা উচিৎ।।৬০।।

বয়ঃকনিষ্ঠগণ পিতৃব্য, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, ঋত্বিক এবং গুরুগণের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে ''আমি অমুক'' ইত্যাদি বলবেন।।৬১।।

মাতৃষ্বসা (মাসীমা), মাতুলানী, শ্বশ্রূমাতা পিতৃষ্বসা এবং গুরু পত্নী – এঁরা সকলে গুরুপত্নীতুল্যা পূজ্যারমণী।।৬২।।

জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুর্যা ভার্যা স্ববর্ণাহন্যহন্যপি।
পূজয়ন্ প্রয়তো বিপ্রোযাতি বিষ্ণুসদো নৃপ।।৬৩।।
প্রবাদেত্য সংপূজ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধি যোষিতঃ।
পিতুর্যা ভগিনী রাজন্ মাতুশ্চাপি বিশাংপতে।।৬৪।।
আত্মনো ভগিনী যা চ জ্যেষ্ঠা কুরুকুলোদ্বহ।
সদা স্বমাতৃবদ্ধক্তিমাতিষ্ঠেদ্ ভারতোত্তম।।৬৫।।
গরীয়সী ততস্তাভ্যো মাতা জ্ঞেয়া নরাধিপ।
পুত্রমিত্রভাগিনেয়া দ্রস্টব্যা হ্যত্মনা সমাঃ।।৬৬।।
দশাব্দাখ্যং পৌর সংখ্যং পঞ্চাব্দাখ্যং কলাভৃতাম্।
অব্দপূর্বং শ্রোত্রিয়াণাং স্বল্পেনাপি স্বযোনিষু।।৬৭।।
ব্রাহ্মণং দশবর্ষং চ শতবর্ষং চ ভূমিপম্।
পিতাপুত্রৌ বিজণীয়াদ্ ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা।।৬৮।।

যে বিপ্র প্রত্যহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া এবং সবর্ণা ভার্যাকে নিয়মপূর্বক পূজন করেন তিনি মৃত্যুর পরে বিষ্ণু লোকে গমন করেন।।৬৩।।

হে বিশাংপতি, যখন কোনো ব্যক্তি প্রবাস থেকে প্রত্যাগমন করেন তখন তিনি জ্ঞাতি সম্বন্ধী স্ত্রীগণকে পূজন করবেন। পিতৃস্বসা এবং মাতাকেও তাঁর পূজা করা উচিৎ।।৬৪।।

হে ভারতোত্তম, জ্যেষ্ঠ ভগিনীর সংগে সর্বদা মাতৃতুল্য ব্যবহার করা উচিৎ।।৬৫।।

হে নরাধিপ, এঁদের সকলের চেয়ে নিজমাতাকে গরীয়সী মনে করা উচিৎ। পুত্র, মিত্র এবং ভাগিনেয়কে নিজ আত্মা তুল্য মনে করবে।।৬৬।।

পৌরসখ্য দশবৎসর পরে হয়, পঞ্চাব্দ সখ্যকে বলে কলাভৃৎ, বর্ষপূর্বেই শ্রোত্রিয় সখ্য হয় এবং স্বযোনীসখ্য অতি অল্প সময়েই হয়।।৬৭।।

দশমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং শতবয়ঃক্রমের ক্ষত্রিয় রাজা এঁদের দুইজনকে পিতাপুত্র মনে করা উচিৎ। এঁদের দুইজনের মধ্যে পিতা হলেন ব্রাহ্মণ ব্যক্তি।।৬৮।।

ইত্যেবং ক্ষত্রিয়পিতা বৈশ্যস্যাপি পিতামহঃ।
প্রপিতামহশ্চ শূদ্রস্য প্রোক্তো বিপ্রো মনীষিভিঃ।।৬৯।।
বিত্তং বন্ধুবয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্।।৭০।।
পঞ্চাণাং ত্রিষু বর্গষু ভূয়াং সি গুণবন্তি চ।
যস্য স্যুঃ সোহত্র মানার্হঃ শূদ্রোপি গতঃ।।৭১।।
চক্রিনো দশমীস্থস্য রোগিনো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য তু রাজশ্চ পথা দেয়ো বরস্য চ।।৭২।।
এ ষাং সমাগমে রাজন্ স্নাতকো নৃপমানভাক্।
অধ্যাপয়েদ্যস্তু শিষ্যং কৃত্বোপনয়ণং দ্বিজঃ।।৭৩।।
সরহস্যং সকল্পং চ বেদং ভরতসত্তম্।
তমাচার্যং মহাবাহো প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।৭৪।।

এই প্রকারে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পিতৃতুল্য। মনীষিগণ বিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শূদ্রের পিতামহ এবং প্রপিতামহ বলেছেন।।৬৯।।

ধন, বন্ধুত্ব, জীবনকাল, কর্ম, বিদ্যা এই পাঁচটি মান্যস্থান। এগুলির মধ্যে উত্তরোত্তর স্থান অধিক মান্য।।৭০।।

তিন বর্গের মধ্যে এই পাঁচটি গুণযুক্ত ব্যক্তি থাকেন। যে ব্যক্তির এই পাঁচটি গুণ আছে তিনি সর্বলোকমান্য। দশমী প্রাপ্ত শূদ্রও মান্য হন।।৭১।।

পথ দিয়ে গমন কালে চক্রীকে (সম্রাট), অতিবৃদ্ধকে রোগীকে, ভারবহনকারীকে , স্ত্রীগণকে স্নাতককে রাজা এবং বরকে পথ প্রথমে ছেড়ে দিতে হয়।।৭২।।

হে তাত, এঁদের সমাগম হলেই স্নাতক ও রাজা পূজনযোগ্য হন। হে রাজন, স্নাতক ও রাজার সমাগম হলেই স্নাতক রাজার মান ভাজন হন।।৭৩।।

হে ভারতসত্তম, যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপনয়ন সংস্কারপূর্বক তাকে রহস্য এবং কল্পের সংগে বেদাধ্যয়ন করান মনীষিগণ তাঁকেই আচার্য বলেন।।৭৪।।

একাদেশং তু বেদস্য বেদাগান্যপি বা পুনঃ।
যোধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ সউচ্যতে।।৭৫।।
নিযেকাদীনি কার্যানি যঃ করোতি নৃপোত্তম।
অধ্যাপয়তি চান্যেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে।।৭৬।।
অগ্নাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নি ষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃত্তো যস্য স তস্যার্ত্বিগিহোচ্যতে।।৭৭।।
য আবৃণোত্য বিতথং ব্রহ্মনা শ্রবণাবুভৌ।
স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তংন হ্যেৎকথঞ্চন।।৭৮।।
উপাধ্যায়া দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রেণ পিতুমার্তা গৌরবেনতিরিচ্যতে।।৭৯।।
উৎপাদকব্রহ্ম গাত্রোগরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজনম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্।।৮০।।
কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতি তস্য তাং বিদ্যাদ্যদ্যোনাবভিজায়তে।।৮১।।

যিনি বেদের একাংশ অথবা বেদাংগসমূহ অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করেন তিনি উপাধ্যায় নামে পরিচিত।।৭৫।।

হে নৃপোত্তম, যিনি নিষেকাদি কার্য করেন এবং কোনো অন্য ব্যক্তির দ্বারা অধ্যাপনা করান তাঁকে গুরু বলে।।৭৬।।

অগ্ন্যাধেয় পাকযজ্ঞ এবং অগ্নি ষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞ করার জন্য যিনি নিযুক্ত হন তিনি ঋত্বিকরূপে পরিচিত।।৭৭।।

দুইকর্ণকে ব্রহ্ম দ্বারা সত্যকে আবৃত করেন মাতা-পিতা। তাঁদের সংগে কোনো প্রকার অনিষ্ট করা উচিৎ নয়।।৭৮।।

দশউপাধ্যায়ের সমান এক আচার্য, একশ আটার্যতুল্য একপিতা এবং সহস্রপিতা এক মাতার সমান, তিনি অধিক গৌরবান্বিত।।৭৯।।

জন্মদাতা পিতা এবং ব্রহ্মজ্ঞানদানকারী পিতা শ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজন্ম মৃত্যুর পরও শাশ্বত থাকে।।৮০।।

মাতা এবং পিতা কামনা বাসনা দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করেন। তাদের উৎপত্তি যোনি থেকে হয়।।৮১।।

আচার্যস্তস্য তাং জাতিং বিবিধদ্বেদপারগঃ।
উৎপায়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাহজরামরা।।৮২।।
উপাধ্যায়মাদিতঃ কৃত্বা যে পূজ্যাঃ কথিতাস্তব।
মহাগুরু র্মহাবাহো সর্বেযামধিকঃ স্মৃতঃ।।৮৩।।
গৃহেষু মেষাং কর্তব্যং তাঞ্চৃণুযব ণৃপোত্তম।
স্বকর্ম সু রতা যে বৈ তথা বেদেযু যে রতাঃ।
যজ্ঞেযু চাপি রাজেন্দ্র যে চ শ্রদ্ধাসমাশ্রিতাঃ।।৮৪।।
ব্রহ্মচার্যাহরেদ্বৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রয়তোন্বহম্।
গুরোঃ কুলেন ভিক্ষেত স্বজ্ঞাতিকুলবন্ধযু।।৮৫।।
অলাভে ত্বন্যগোত্রাণাং পূর্বং পূর্বং বিবর্জয়েৎ।
স্বর্বং চাপি চরেদগ্রামং পূর্বোক্তানাম সম্ভবে।
অন্তবর্জে মহাবাহো ইত্যাহ ভগবান্ বিভঃ।।৮৬।।

বেদপারঙ্গম আচার্য বিধিপূর্বক সেই জাতি উৎপন্ন করেন, তাকে সাবিত্রী বলা হয়। এই জাতি সত্য, তথা অমর।।৮২।।

উপাধ্যায়াদি সকলেই পূজ্য হন। হে মহাবাহু, মহাগুরু এঁদের সকলের চেয়েও অধিক পূজ্য।।৮৩।।

হে নৃপোত্তম, কোন ব্যক্তির নিকট ভিক্ষাচারণ করা উচিৎ তা এবার জানাব। যে ব্যক্তি নিজ কর্তব্যে রত এবং যিনি বেদের প্রতি অনুগত এবং হে রাজেন্দ্র যিনি যজ্ঞাদি করতে ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধা সমন্বিত পুরুষের গৃহে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন সথানিয়মে ভিক্ষা করবেন।।৮৪-৮৫।।

গুরুকুল, নিজ জাতি-কুল বা বন্ধুগৃহে ভিক্ষাচরণ করা উচিৎ নয়। যখন অন্য গোত্রের থেকে ভিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে পূর্ব-পূর্বক্রম বর্জন করা উচিৎ।।

হে মহাবাহু, পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের বর্জন সম্ভব না হলে সম্পূর্ণ গ্রামে ভিক্ষাচরণ করা উচিৎ। কিন্তু কদাপি গ্রামস্থ অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট ভিক্ষাচরণ করা উচিৎ নয়, ভগবান বিভু এইরূপ আদেশই করেন।।৮৬।।

বাচং নিয়ম্য প্রয়তস্ত্বগ্নিং শস্ত্রং চ বজয়েৎ।
চাতুর্বণ্যং চরেদ্ভৈক্ষমলাভে কুরুনন্দন।।৮৭।।
আরাদাহৃত্য সমিধঃ সন্নিদধ্যাদগৃহোপরি।
সায়ং প্রণস্তু জুহুয়াত্তাভিগ্নিমতন্দ্রিতঃ।।৮৮।।
ভৈক্ষাচরণমকৃত্ব ণ তমগ্নিং সমিধ্য বৈ।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীণি ব্রতং চরেৎ।।৮৯।।
বর্তনং চাস্য ভৈক্ষেন প্রবদন্তি মনীযিণঃ।
তসমাদ্ভৈক্ষেণ বৈ নিত্যং নৈকান্নাদী ভ্যাদব্রতী।।৯০।।
দৈবত্য ব্রতবদ্রাজনিপত্র্যে কর্মন্যথযিবৎ।
কামমতভ্যর্থিতোহশ্নীয়াদ ব্রতমস্য ন লুপ্যতে।।৯১
ব্রাহ্মণস্য মহাবাহো কর্ম যৎ সমুদাহৃতম্।
রাজন্যবৈশ্যয়োর্নৈর্তৎ পন্ডিতৈঃ কুরুনন্দন।।৯২

হে কুরুনন্দন, বাক্ সংযম, অগ্নি ও শস্ত্র ত্যাগ ব্রহ্মচারীর অবশ্য কর্তব্য। কোথাও ভিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে চারবর্ণের মধ্যে ভিক্ষাচরণ করতে হবে।।৮৭।।

গুরুগৃহে সমীপবর্তী বন থেকে সমিধ সংগ্রহপূর্বক ব্রহ্মচারী গৃহোপরি রাখবেন এবং প্রত্যহ অতন্দ্র হয়ে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হবন করবেন।।৮৮।।

ভিক্ষাচরণ এবং অগ্নিতে হবন না করে স্বস্থতা দশাপ্রাপ্ত হলে সাতরাত্রি পর্যন্ত অবকীর্নিব্রত পালন করতে হয়। রোগাক্রান্ত হলে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।।৮৯।।

মনীষীগণ ভিক্ষাচরণ দ্বারা ব্রহ্মচারীর জীবিকা নির্বাহের বিষয়ে বলেছেন, ভৈক্ষ অন্নের এক অন্ন যিনি ভোজন করেন না, তিনিই ব্রতী।।৯০।।

ভিক্ষাচরণ দ্বারা ব্রতী যে জীবিকা নির্বাহ করেন, তা উপবাস তুল্য। দৈবত এবং পিত্র্যকর্মে ব্রততুল্য এবং ঋষিদের ন্যায় অভ্যর্থনা করা হয় তাহলে ইচ্ছাপূর্বক ভোজন করবে। এটিও ব্রততুল্য গণ্য করা হয়। এর দ্বারা ব্রহ্মচারীর ব্রত লোপ হয় না।।৯১।।

হে মহাবাহু, ব্রাহ্মণের যে কর্মের কথা পন্ডিতগণ বলেছেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণকে সে কথা বলেন নি। গুরুদেবের প্রেরণা অনুসারে অথবা প্রেরণা

চোদিতোহচোদিতো বাপি গুরুণা নিত্যমেব হি।
কুর্মাদধ্য নে যোগমাচার্যস্য হিতেষু চ ।।৯৩
বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি মনসা শরীরং বাচমেব হি।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমানো গুরোর্মুখম্।।৯৪
নিত্যমুদ্ধৃতপানিঃ স্যাৎসাধ্বাচারস্তু সংযতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরৌঃ।।৯৫
বস্ত্রবেষৈস্তথান্নৈস্তু হীনঃ স্যাদগুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠোৎ প্রথমং চাস্য জঘন্যং চাপি সংবিশেৎ।।৯৬
প্রতিক্ষবন সংভাযে তল্পস্থো ন সমাচরেৎ।
ন চাসীনো ন ভুঞ্জানো ন তিস্টন্ন পরাভমুর্খঃ।।৯৭
আসীনস্য স্থিতঃ কুর্মাদভিগচ্ছংশ্চ তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদগন্তা তু ব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংশ্চ ধাবতঃ।।৯৮

না পেয়েও নিত্য অধ্যয়ন করা ব্রহ্মচারীর অবশ্য কর্তব্য এবং নিজ আচার্যদেবের হিত কর্মে যোগদান অবশ্য করা উচিৎ।।৯২-৯৩।।

জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে তথা নিজ শরীর ও বচনকে সংযত করে গুরুমুখ দর্শন করে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করা উচিৎ।।৯৪।।

প্রত্যহ নিরস্ত্র অবস্থায়, সাধু আচার ও সংযত হওয়া আবশ্যক।। যখন আচার্যদেব বলেন, 'বসে পড়ো' তখন তাঁর সম্মুখে উপবেশন করা উচিৎ।।৯৫।।

নিজ গুরুদেবের সম্মুখে বস্ত্রবেশহীন এবং অন্নহীন হয়ে থাকা উচিৎ। যখন গুরুদেব উঠে পড়েন তখন গুরুদেবের পূর্বে উত্থান করা এবং গুরুদেবের আসনের নীচে বসা উচিৎ।।৯৬।।

গুরুদেবের কথা শ্রবণ করার সময় এবং তাঁর সংগে বাক্যালাপ করা কালে কদাপি উপবেশিত হওয়া উচিৎ নয়। উপবেশনপূর্বক, ভোজনপূর্বক দন্ডায়মান হয়ে এবং বিমুখ হয়ে গুরুদেবের কথা শ্রবণ তথা তাঁর সংগে বাক্যালাপ করা উচিৎ নয়। যখন গুরু বসে পড়েন তখন স্বয়ং স্থিত হয়ে যাওয়া উচিৎ, তিনি চলতে শুরু করলে শিষ্যেরও তাঁর সংগে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। আবার তিনি দন্ডায়মান থাকলে শিষ্যও দন্ডায়মান থাকবেন। গুরুদেব

পরাভমুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যৈত্য চান্তিকম্।
নমস্কৃত্য শয়ানস্য নিদেশে তিষ্ঠেৎ সর্বদা।।৯৯
নীচং শয্যাসনং চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধ্যৌ।
গুরোশ্চ চক্ষুর্বিযয়ে ন যথেস্টাসনো ভবেৎ।।১০০
নামোচ্চারণমেবাস্য পরোক্ষমপি সুব্রত।
ন চৈনমনুকুর্বীত গতিভাষণচেস্টিতঃ।।১০১
পরীবাদস্তমানিন্দ গুরোর্মত্র প্রবর্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যংবা ততোহন্যতঃ।।১০২
পরীবাদাদ্রাসভঃ স্যাৎসারমেয়স্তু নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী।।১০৩

পুনরায় যখন গমন করবেন তখন শিষ্যও প্রত্যুদ্গমন করবেন। তিনি দৌড়ালে শিষ্যও তাঁর পশ্চাতে দৌড়াবেন।।৯৭-৯৮।।

গুরুদেব যদি পরাঙ্মুখ অর্থাৎ পশ্চাদমুখী থাকেন তাহলে শিষ্য তাঁর অভিমুখে উপস্থিত হবেন। গুরুদেব যদি দূরে কোথাও স্থিত থাকেন, তাহলে শিষ্য তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে নমস্কার করবেন এবং তিনি শয়ন করলে তাঁর নির্দেশ সর্বদা পালন করা আবশ্যক।।৯৯।।

নিজ গুরুর কাছে শিষ্যের শয্যাসন নীচে হওয়া প্রয়োজন। গুরুদেবের দৃষ্টি যে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় সেই পর্যন্ত নিজ ইচ্ছানুসারে শয্যাসন করা উচিৎ নয়।।১০০।।

হে সুব্রত, কদাপি পরোক্ষেও গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করা উচিৎ নয়। এছাড়া গুরুদেবের গতি, কথাবার্তা ও চেষ্টার অনুকরণ করা বা নকল করা থেকে শিষ্যের বিরত থাকা উচিৎ।।১০১।।

গুরুদেবের নিন্দাবাদ যদি কোথাও হয়, তাহলে শিষ্যের সেটি শ্রবণ করা উচিৎ নয়। তিনি দুটি কান বন্ধ করে স্থান ত্যাগ করবেন।।১০২।।

গুরু পরিবাদ বা অপবাদকারী রাসভযোনি প্রাপ্ত হন। নিন্দাকারী কুক্কুর যোনির এবং গুরুর প্রতি ঈর্ষাকারী কীট যোনি প্রাপ্ত হন।।১০৩।।

দুরস্থো নার্চয়েদেনং নক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
সানাসনগতো রাজন্নবরুহ্যাভিবাদয়েৎ।।১০৪
প্রতিকূলে সমানে তু নাসীন গুরুণা সহ।
অশৃন্বতি গুরৌ রাজন্ন কিঞ্চিদপি কীর্তয়েৎ।।১০৫।।
ইত্যেষ কথিতো ধর্মঃ প্রথমং ব্রহ্মচারিণঃ।
গৃহস্থস্যাপি রাজেন্দ্রঃ শৃনু ধর্মমশেষতঃ।।১০৬।।
কালেপ্রাপ্য ব্রতং বিপ্র ঋতুযোগেন ভারত।
প্রলাপয়ন ব্রতং যাতি ব্রহ্মসালৌক্যতাং বিভৌ।।১০৭।।
সদোপণয়নং শস্তং বসন্তে ব্রহ্মণস্য তু।
ক্ষত্রিয়স্য ততো গ্রীষ্মে প্রশস্তং মনুরব্রবীৎ।।১০৮।।
প্রাপ্তে শরদি বৈশ্যস্য সদোপণয়নং পরম্।
ইত্যেষ ত্রিবিধঃ কালঃ কথিতো ব্রত যোজনে।।১০৯।।

গুরুদেবকে দূর থেকে অর্চনা কদাপি শিষ্যগণ করবেন না। আবার গুরুদেব ক্রুদ্ধ হলে বা স্ত্রী সমীপে থাকলে তাঁর অর্চনা করা উচিৎ নয়। কোনো যানে স্থিত হয়ে বা উপবেশন করে গুরুদেবের অর্চনা করা উচিৎ নয়। যান থামিয়ে তবে গুরুদেবের অর্চনা করতে হয়।।১০৪।।

প্রতিকূল বা সমান আসনে কদাপি গুরুদেবের সংগে শিষ্যগণ বসবেন না। গুরুদেব যদি কিছুশ্রবণ না করেন তা হলে কিছু বলা উচিৎ নয়।।১০৫।।

হে রাজেন্দ্র, এই পর্যন্ত ব্রহ্মচারীগণের ধর্ম বলা হল। এবার গৃহস্থের ধর্ম শ্রবণ কর।।১০৬।।

হে ভারত, ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ঋতুতে ব্রত পালনপূর্বক ব্রহ্ম বা (লোক) প্রাপ্ত হন।।১০৭।।

ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার বসন্ত ঋতুতে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং বৈশ্যের শরৎ ঋতুতে হওয়া প্রশস্ত একথা ভগবান্ মনু বলেন। এইপ্রকারে তিনবর্ণের ব্যক্তিগণের ব্রতযোজনর জন্য তিনপ্রকার কালের কথা বলা হয়েছে।।১০৮-১০৯।।

।। স্ত্রী শুভাশুভ লক্ষণ।।

যট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব চ।।১।।
বেদানধাত্য বেদৌ বা বেদং বাপি নৃপোত্তম।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রম মাবসেৎ।।২।।
তং প্রতীতং স্বধর্মেন ব্রহ্মদায় হরং পিতুঃ।
স্রগ্বিণং তলপ আসীন মর্হযেৎ প্রথমং গর্বা।।৩।।
গুরুণা সমনুজ্ঞাতঃ সমাবৃতো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং সবণাং বদ লক্ষণান্বিতাম্।।৪।।
লক্ষণং দ্বিজশাদূল স্ত্রীণাং বদ মহামুনে।
কীট্রিগলক্ষণ সংযুক্তা কন্যা স্যাৎসুখদা নৃপ।।৫।।

।। স্ত্রী শুভাশুভ লক্ষণ।।

মহর্ষি সুমন্তু বলেছেন, ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গুরুর সমীপে ত্রৈবৈদিক ব্রত পালন করা উচিৎ।।১।।

হে নৃপোত্তম, ত্রিবেদ অথবা চতুর্বেদ অধ্যয়নপূর্বক অখন্ড ব্রহ্মচর্য পালনকারী পুরুষ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন।।২।।

পিতার ব্রহ্মদায় হরণকারী এবং স্বধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসকারী গুরু যিনি মাল্যধারণপূর্বক শয্যারূঢ় তাঁকে গোদ্বারা অর্চনা করা উচিৎ।।৩।।

গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে বিধিপূর্বক সমাবর্তন করবেন এবং ব্রাহ্মণগণ সমাদৃত হয়ে সুলক্ষণা সবর্ণাভার্যা গ্রহণ করবেন।।৪।।

রাজা শতানীক বললেন, হে দ্বিজশার্দুল, মহামুনি, আপনি কৃপাপূর্বক কিরূপ লক্ষণযুক্ত স্ত্রীলোককে ভার্যারূপে গ্রহণ করা উচিৎ তা বলুন। কিরূপ কন্যা গার্হস্থ্য জীবনে সুখপ্রদ সেই বিষয়ে আলোচনা করুন। সুমন্ত বললেন, ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে উত্তম লক্ষণযুক্ত স্ত্রীগণের শুভাশুভ ফলের বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা জগতের কল্যাণের জন্য তোমাকে আমি বলবো।

যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্বং স্ত্রীলক্ষণ মনুত্তমম্।
শ্রেয়সে স্বলোকানাং শুভাফল প্রদম্।।৬।।
তত্তে বচ্মি মহাবাহো শৃনুম্বৈকমণা নৃপ।
শ্রুতেণ যেন জানীযে কন্যাং শোভনলক্ষনম্।।৭।।
সুখাসীনং সুরশ্রেষ্ঠমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
পপ্রচ্ছুর্লক্ষণং স্ত্রীণাং যৎপৃষ্টোহহং ত্বয়াধুনা।।৮।।
প্রণস্য শিরসা দেবমিদং বচনম ব্রুবন্।
ভগবন্ ব্রুহি ন সবং স্ত্রীণাং লক্ষণ মুত্তমম।।৯।।
শ্রেয়সে স্বলোকাণাং শুভাফল প্রদম্।
প্রশস্তামপ্রশস্তাং চ জানীমো যেন কন্যকাম্।।১০।।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিরিঞ্চো বাক্য মব্রবীৎ।
শৃনুধ্বং দ্বিজশার্দূলা বচিম যুষ্মাস্বশেষতঃ।।১১।।
প্রতিষ্ঠিতবলৌ সম্যগ্রক্তাং ভোজসমপ্রভৌ।
ইদ্দেশৌ চরণৌ ধন্যৌ মোযিতাং ভোগবধনৌ।।১২।।

হে নৃপ, তুমি একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ কর। যা শ্রবণ করলে উত্তমলক্ষণযুক্ত কন্যা সম্পর্কে তোমার ধারণা জন্মাবে।।৫-৭।।

একবার সমস্ত মহর্ষিগণ সুখাসীন হয়ে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তুমি যেরূপ স্ত্রীলক্ষণ জানতে চাইলে সেইরূপ তাঁরাও জানতে চেয়েছিলেন।।৮।।

ঋষিগণ ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, হে ভগবান্, কৃপাপূর্বক আপনি স্ত্রীগণের শুভাশুভ ফলের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানপ্রদান করুন। যা জগতের কল্যাণ সাধন করবে। এরদ্বারা আমরা সকলে জানতে পারবো যে, কোন্ প্রকার স্ত্রী বিবাহের প্রশস্ত এবং কোন্ প্রকার স্ত্রী অপ্রশস্ত।।৯-১০।।

ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষিগণের কথা শ্রবণ করুন, আমি সবই আপনাদের বলছি।।১১।।

যে সকল স্ত্রীগণের পদতল প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ত কমলের ন্যায় প্রভাযুক্ত, তঁণাদের চরণ ধন্য এবং তাঁরা ভোগবর্ধনকারিণী।।১২।।

করালৈরতি নির্মাংসৈ রুক্ষৈরধশিরান্বিতৈঃ।
দারিদ্রয়ং দুর্ভগত্বং চ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ।।১৩।।
অংগুল্য সংহতা বৃত্তাঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মন খাস্তথা।
কুর্বত্যত্যংতমৈশ্চমং রাজভাবং চ যোষিতঃ।।১৪।।
হ্লস্বাঃ সুজীবিতং হ্রস্বা বিরলা বিত্তহানয়ে।
দারিদ্রয়ং মূলমগ্নাসু প্রেস্যং চ পৃথুলাসু চ।।১৫।।
পরস্পর সমারুঢ়ৈস্তনুভিবৃত্তপর্বভিঃ।
বহূনপি পতীনহত্বা দাসী ভবতি বৈ দ্বিজাঃ।।১৬।।
অংগুষ্ঠোন্নতপর্বাণস্তুংগাগ্রাঃ কোমলন্বিতাঃ।
রত্নকাঞ্চন লাভায় বিপরীতা বিপত্তয়ে।।১৭।।
সুভগত্বং নখৈঃ স্নিগ্ধৈরাতাম্রৈশ্চ ধনাচ্যতা।
পুত্রাঃ স্যুরুন্নতৈরেভিঃ সুসূক্ষ্মৈশ্চাপি রাজতা।।১৮।।

করাল, মাংসরহিত, রুক্ষ, অর্ধশিরাযুক্ত চরণ যে সকল রমণীর তারা দরিদ্রতা এবং দুর্ভাগ্যপ্রাপ্ত হন-- এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।।১৩।।

সংগত অঙ্গুলীবিশিষ্টা, বর্ত্তুলাকার, স্নিগ্ধ এবং সূক্ষ্ম নামবিশিষ্টা নারী অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যপরায়ণা এবং রাজভাবপ্রাপ্ত হন।।১৪।।

হ্লস্বা অর্থাৎ ছোট আকৃতিবিশিষ্টালারী সুজীবিত হন। বিরলা হ্লস্বা নারী বিত্তহানির কারণ হন। নারী দারিদ্রের মূল স্বরূপ এবং পৃথুলারমণী অপরের দাস হন।।১৫।।

হে দ্বিজ, পরস্পর সমারূঢ়তনু ও বৃত্তপর্বযুক্তা রমণী বহুপত্নীহন্তা হন তথা অপরের দাসীরূপে জীবন অতিবাহিত করেন।।১৬।।

যে সকল রমণী অঙ্গুষ্ঠের পর্ব উন্নত এবং অগ্রভাগ উন্নত ও কোমলান্বিত তাঁদের দ্বারা রত্ন ও সুবর্ণ লাভ হয়ে থাকে। এছাড়া যাঁরা এর বিপরীত লক্ষণযুক্ত হন, তাদের দ্বারা বিপরীত ফল হয়ে থাকে।।১৭।।

স্ত্রীগণ সুন্দর নখের দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন। স্নিগ্ধ এবং অল্প তাম্রবর্ণ নখযুক্ত স্ত্রী ধনাঢ্যতা প্রকট করেন, নখ উন্নত হলে পুত্রলাভ হয় এবং সূক্ষ্ম হলে রাজতা প্রকট হয়।।১৮।।

পাণ্ডুরৈঃ সফুটিতে রুক্ষৈনীলৈ ধূম্রৈস্তথা খরৈঃ।
নিঃ স্বতা ভবতি স্ত্রীণাং পীতৈশ্চাভক্ষ্যভক্ষণম্।।১৯।।
গুলফাঃ স্নিগ্ধাশ্চ বৃত্তাশ্চ সমারুঢ়শিরাস্তথা।
যদি স্যুর্ণপুরান্দধ্যু বন্ধিবাদৈঃ সমাপ্নূয়ুঃ।।২০।।
অশিরাঃ শরকান্ডভাঃ সুবৃত্তাল্পাতনূরুহাঃ।
জমখাঃ কুর্বন্তি সৌভাগ্যং মানং চ গজবাজিভিঃ।।২১।।
ক্লিশ্যতে রোম জংখা স্ত্রী ভ্রমত্যুদ্ধতপিন্তিকা।
কাকজংখা পতিং হন্তি বাচাটা কপিলো চ যা।।২২
জানুভিশ্চৈব মার্জারসিংহজান্বনুকারিভিঃ।
শ্রিয়মাপ্য সুভাগ্যত্বং প্রাপ্নবন্তি সুতাংস্তথা।।২৩।।
ঘটাভৈরধ্বগা ণাযো নির্মাং সৈঃ কুসটাঃ স্ত্রিয়ঃ।
শিরালৈপি হিংস্রাঃ স্যুবিশ্লিষ্টৈধনবর্জিতাঃ।।২৪।।

পাণ্ডুর, স্ফুটিত, রুক্ষ্ম, নীল, ধূম্র তথা তীক্ষ্ননখযুক্ত স্ত্রী নিঃস্বতা সূচিত করে এবং পীত নখযুক্তানারী অভক্ষ্য পদার্থ ভক্ষণের সূচনা দেন।।১৯।।

যে সকল নারীর গুল্ফ স্নিগ্ধ, বৃত্ত এবং সমারুঢ় শিরযুক্ত তাঁরা নূপুরধারণ করে এবং তাকে বন্ধুগণের দ্বারা প্রাপ্ত করা উচিৎ। শিরাবিহীন শরকান্ডের আভাযুক্ত গোলাকৃতি এবং অল্প রোমযুক্ত জঙঘা যে সকল নারীর তাঁরা সৌভাগ্যবতী হন এবং হস্তী ও অশ্বযানও প্রাপ্ত হন।।২০-২১।।

যে স্ত্রীর জঙঘা রোমযুক্ত হয় সেই স্ত্রী ক্লেশপ্রাপ্ত হন। উদ্ধতপিন্ডিকা নারী ভ্রমণপ্রিয়া হন। যে রমণী কাবাজঙঘা, বাচাল এবং পিঙ্গলবর্ণ সেই রমণী পতিঘাতী হন। মার্জার এবং সিংহের ন্যায় জানু বিশিষ্টানারী শ্রী(লক্ষ্মী) প্রাপ্ত হন এবং সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি পুত্রলাভ করেন।।২২-২৩।।

ঘটের আভাযুক্তজানু যে সকল নারীর, তাঁরা মার্গদর্শনকারিণী হন। নির্মাংস জানুযুক্ত স্ত্রী কুলটা হন। উন্নত শিরাযুক্ত রমণী হিংস্র এবং বিশ্লিষ্টা রমণী ধনবর্জিত হন।।২৪।।

অত্যন্তৈকটিলৈ রুক্ষৈঃ সফুটিতাগেগুড়প্রভৈঃ।
অনেকজৈস্তথা রোমেঃ কেশৈশ্চাপি তথাবিধৈঃ।।২৫।।
অত্যন্তপিংগলা নারী বিযতুল্যেতি নিশ্চিতম।
সপ্তাহাভ্যন্তরে পাপা পতিং হন্যান্ন লংশয়ঃ।।২৬।।
হস্তিহস্তনিভৈবৃত্তে রম্ভাভৈঃ করভোপমেঃ।
প্রাপ্নুবন্ত্যরুভিঃ শশ্চতিস্ত্রয়ঃ সুখমনংগজম।।২৭।।
দৌর্ভাগ্যং বদ্ধমাংসৈশ্চ বন্ধনং রোমশোরুভিঃ।
তনুভিবর্ধমিত্যাহুমধ্যচ্ছিদ্রেস্বনীশতা।।২৮।।
অহোমেকো ভগো মস্যাঃ সমঃ সুশিষ্টসংস্থিতঃ।
অপি নীচ কুলোৎপন্না রাজপত্নী ভবৎযসৌ।।২৯।।
তিলপুক্ষানিভো যশ্চ যদ্যগ্রে খুরসন্নিভঃ।
দ্বাবপ্যেতৌ পরপ্রেষ্যং কুর্বাতে চ দরিদ্রতাম্।।৩০।।

অত্যন্ত কুটিল, রুক্ষ্ম, স্ফুটিত অগ্রভাগযুক্তা এবং গুড়ের ন্যায় প্রভাযুক্তা নারী ও অনেক স্থানে উৎপন্ন রোমযুক্তা রমণী ঐ প্রকার কেশযুক্তা ও পিঙ্গলবর্ণা নারী নিশ্চিতরূপে বিষের ন্যায় ত্যাজ্য হন। এই প্রকার স্ত্রী একসপ্তাহের মধ্যে নিঃসন্দেহে পতিহত্যা করেন।।২৫-২৬।।

হাতীর শুঁড়ের ন্যায় বর্তুলাকার, কদলীতুল্য আভাযুক্তা কর ও উরু যে সকল রমণীর তাঁরা সর্বদা কামজ সুখপ্রাপ্ত হন।।২৭।।

বদ্ধমাংস এবং রোমশ উরুযুক্তা রমণী দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হন।

সন্ধ্যার ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা নারী সুন্দর এবং সূক্ষ্মরোমযুক্ত পৃথুলা রমণী রতিক্রিয়ায় প্রশংসা লাভ করেন। যে সকল রমণীর ভগ রোমরহিত, সম ও সুশ্লিষ্ট রমণী নীচ কুলে জাত হলেও নিশ্চিতরূপে রাজপত্নী হন।।২৮-২৯।।

তিল পুষ্পের ন্যায় ভগ এবং অগ্রভাগ যদি খুর সন্নিভ হয় তাহলে ঐরূপ রমণী দাস এবং দরিদ্রতা প্রাপ্ত হন।।৩০।।

উলূখলনিভৈঃ শোকং মরণং বিবৃতাননৈঃ।
বিরূপৈঃ পূতিনির্মাংসৈর্গজ সন্নিভরোমভিঃ।
দ্বৌঃ শীল্যং দুভর্গত্বং চ দারিদ্রযমধিগচ্ছতি।।৩১।।
কপিতৃফলসংকাশঃ পীনো বলিবর্জিতঃ।
সফীতঃ প্রশস্যতে স্ত্রীণাং নিদিতশ্চান্যযা দ্বিজাঃ।।৩২।
কুব্জমদ্রোণিকং পৃষ্ঠং রোমশং যদি যোষিতঃ।
স্বপ্রান্তরে সুখং তস্যা নাস্তি হন্যাৎপতি চ সা।।৩৩।।
বিপুলৈঃ ঝুকুমারৈশ্চ কুক্ষিভিঃ সুবহুপ্রজাঃ।
মন্ডূক কুক্ষির্মা নারী রাজনং সা প্রসুয়তে।।৩৪।।
উন্নতৈবলিভিবধ্যাঃ সুবৃতৈঃ কুলটা স্ত্রিয়ঃ।
জারকর্মরতাস্তা স্যু প্রব্রজাং চ সমাপ্নুয়ুঃ।।৩৫।।
উন্নতা চ নতৌঃ ক্ষুদ্রা বিষমৈবিষমাশয়া।
আয়ুবৈশ্চর্যসম্পন্না বনিতা হৃদয়ৈঃ সমৈঃ।।৩৬।।

উলূখলের সমান রোম শোক, বিবৃত আনন মরণ এবং বিরূপ তথা দুর্গন্ধযুক্ত এবং নির্মাংস হাতীর তুল্য রোম দুঃশীলতা, দুর্ভাগ্য এবং দরিদ্রতার পরিচয় বহন করে।।৩১।।

কয়েৎ বেলের তুল্য স্থূল, বলিরেখাহীন এবং স্ফীত স্ত্রীগণ প্রশংসনীয় হন। আবার এর বিপরীত স্ত্রী নিন্দিত হন।।৩২।।

যদি স্ত্রীগণের পৃষ্ঠদেশ রোমযুক্ত হয়, কুব্জ এবং অদ্রোণিক স্ত্রী স্বপ্নান্তরেও সুখ পান না। ঐ প্রকার স্ত্রী পতিহন্তা হন।।৩৩।।

বিপুল এবং সুকুমার উদরবিশিষ্টা নারী সুন্দর এবং অনেক সন্তান উৎপন্ন করেন। আবার ভেকের ন্যায় উদর বিশিষ্টা স্ত্রী নিশ্চিতরূপে রাজার জন্ম দেয়।।৩৪।।

যে স্ত্রীর উদর স্ফীত সেই স্ত্রী বন্ধ্যা এবং সুবৃত্ত উদরবিশিষ্টা রমণী কুলটা হন। এই প্রকার স্ত্রী উপপতির কর্মে রত থাকেন এবং তিনি প্রবজ্যা অর্থাৎ গৃহত্যাগী হন।।৩৫।।

উন্নতা, কুটিলা, ক্রুর এবং বিষমাশয়া ও শোভনহৃদয়া নারী গোসাকার,

সুবৃত্তমুন্নতং পীনমদুরোন্নমাতম্।
স্তনযুগ্মমিদং শস্তমতোহণ্যদ সুখাবহম্।।৩৭।।
উন্নতিঃ প্রথমে গর্ভে দ্বয়োরেকস্য ভূয়সী।
বামে তু জায়তে কন্যা দক্ষিনে তু ভবেৎসুতঃ।।৩৮।।
দীর্ঘে তু চূচুকে যস্যাঃ সা স্ত্রী ধূর্তা রতিপ্রিয়া।
সুবৃত্তে তু পুনর্যস্যা দ্বেষ্টি সা পুরুষং সদা।।৩৯।।
স্তনৈঃ সর্পফণাকারৈঃ শ্বজিহ্বাকৃতিভিস্তথা।
দারিদ্রযমধি গচ্ছন্তি স্ত্রিয়ঃ পুরুষচেষ্টিতাঃ।।
অবষ্টব্ধঘটীতুল্যা ভবন্তি হি তথা দ্বিজাঃ।।৪০।।
হিংস্রা ভবতি বক্রেণ দৌঃ শীল্যং রোমশেন তু।
নির্মাং সেন বৈধব্যং বিস্তীর্ণে কলহপ্রিয়া।।৪১।।
চতস্রো রক্তগম্ভীরা রেখাঃ স্নিগ্ধাঃ করে স্ত্রিয়াঃ।
যদি স্যুঃ সুখমাপ্নোতি বিচ্ছিন্নভিরনীশতা।।৪২।।

উন্নত, স্থূল ও অদূরোন্নত এবং আয়ত স্তনযুক্তা রমণী প্রশস্তা হন, এর বিপরীত প্রকার রমণী সুখ প্রদ হন না।।৩৬-৩৭।।

যে স্ত্রীর প্রথম গর্ভে দুই স্তনের মধ্যে একটি উন্নত হয়, তার বামস্তন উন্নত হলে কন্যা এবং দক্ষিণ স্তন উন্নত হলে পুত্র লাভ হয়।।৩৮।।

যে স্ত্রীর কুচাগ্রভাগ (চূচুক) দীর্ঘ হয় সেই স্ত্রী অতীব ধূর্ত এবং রতিক্রিয়া দ্বারা প্রেম করতে ইচ্ছা করেন এবং যে স্ত্রীর কুচাগ্রভাগ সুবৃত্ত তিনি সদা পুরুষ বিদ্বেষী হন।।৩৯।।

যে নারীর স্তন সর্পফনার ন্যায় অথবা কুকুরের জিহ্বাকৃতি বিশিষ্ট সেই স্ত্রী পুরুষের চেষ্টা সত্ত্বেও দবিদ্রতা প্রাপ্ত হন এবং তিনি রক্ষিত ঘটের ন্যায় আচরণ করেন।।৪০।।

যে নারীর বক্ষঃস্থল বক্র তিনি হিংসা পরায়ণা হন, এছাড়া যে নারীর বক্ষঃস্থল রোমযুক্ত তিনি দুঃশীলা এবং নির্মাংস বক্ষমুক্ত রমণী বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেন। আবার বিস্তীর্ণ বক্ষ বিশিষ্টা রমণী কলহপ্রিয়া হয়ে থাকেন।।৪১।।

যে সকল নারীর হাতে রক্তগম্ভীর ও স্নিগ্ধ চারটি রেখা থাকে তিনি পরমসুখ প্রাপ্ত করেন।।৪২।।

রেখা কনিষ্ঠকামূলাদ্যস্যাঃ প্রাপ্তাঃ প্রদেশিনীম্।
শতমায়ুর্ভবেত্তস্যাস্ত্রয়াণামুন্নতৌ ক্রমাৎ।।৪৩।।
সংবৃত্তাঃ সমর্পবানস্তীক্ষ্ণাগ্রাঃ কোমলৎবচঃ।
সমাহ্যংগুলয়ো যস্যাঃ সা নারী ভোগবর্ধিণী।।৪৪।
বন্ধুজীবার নৈস্তুং গৈনখৈরেশ্চর্মমাপ্নুয়াৎ।
খরৈবক্রেবিবর্ণাভৈঃ শ্বেতপ্রীতৈরণীশতা।।৪৫।।
রক্তৈমৃদুভিরৈশ্চযং নিশ্ছিদ্রাং গুলির্ভিদ্বিজাঃ।
সফুটিতৈবিযমৈ রুক্ষৈঃ ক্লেশং পানিভরাপ্নুয়ুঃ।।৪৬।।
সমরেখা সবা যাসামং গুষ্টাং গুলিপবসু।
তাসাং হি বিপুলং সৌখ্যং ধনং ধান্যং তথাহক্ষয়ম।।৪৭
মণিবন্ধোহব্যবচ্ছিন্নো রেখাত্রয়বিভূষিতঃ।
দদাতি ন চিরাদেব ভোগমায়ুস্তথাক্ষয়ম্।।৪৮।।

কনিষ্ঠা অঙ্গুলি থেকে তর্জনী পর্যন্ত বিস্তৃত রেখা যে নারীর হস্তে বর্তমান তিনি শতবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হন, যদি অপর তিন রেখা ক্রমান্বয়ে উত্থিত হয়।।৪৩।।

সুবৃত্ত, সমানপর্বযুক্ত, তীক্ষ্ণঅগ্রভাগযুক্ত এবং কোমলত্বক্‌যুক্ত ও সমান অঙ্গুলিযুক্তা স্ত্রী ভোগবর্ধিনী হন।।৪৪।।

বকফুলের ন্যায় অরুণ, তুঙ্গনখযুক্ত অঙ্গুলিবিশিষ্ট নারী ঐশ্বর্য প্রাপ্ত করেনয খর, বক্র, বিবর্ণআভাযুক্তাতথা শ্বেত ও পীতাভ নখযুক্তা নারী করেন। যে রমণীর হাত স্ফুটিত, বিষম ও রুক্ষ্ম হয় তিনি ক্লেশপ্রাপ্ত হন।।৪৫।।

রক্তবর্ণ, কোমল এবং নিশ্চিদ্র অঙ্গুলিবিশিষ্টা রমণী ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন এবং যার হাত স্ফুটিত, বিষম এবং রুক্ষ্ম তিনি ক্লেশপ্রাপ্ত হন।।৪৬।।

সমান রেখা যুক্ত যবচিহ্ন যে রমণীর অঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গুলির পর্বভাগে থাকে, তিনি অক্ষয় সুখ, ধন ধান্য প্রাপ্ত হন।।৪৭।।

যে নারীর মণিবন্ধ অব্যবচ্ছিন্ন এবং তিন রেখা দ্বারা ভূষিত তিনি অনেক **কাল** ধরে অক্ষয়ভোগ, আয়ু প্রাপ্ত হন না।।৪৮।।

।। তৃতীয়াকল্পবিধি বর্ণনম্।।

পতিব্রতা পরিপ্রাণা পতিশুশ্রূষণে রতা।
এবং বিধাপি যা প্রোক্তা শুচিঃ সংশোর্ভণা সতী।।১।।
সোপবাসা তৃতীয়াং তু লবণং পরিবর্জয়েৎ।
সা গৃহ্লাতি চ বৈ ভক্ত্যা ব্রতমামরণান্তিকম্।।২।।
গৌরীদদাতি সন্তুষ্টা রূপং সৌভাগ্যমেব চ।
লাবণ্যং ললিতং হৃদ্যং শ্লাঘ্যং পুংসাং মনোহরম্।।৩।
পুংসো মনোরমা নারী ভর্তা নার্মা মনোরমম্।
গৌরীব্রতেন ভবতি রাজঁবল্লবনবজণাৎ।।৪।।
ইদং ব্রতং প্রতি বিভো ধর্মরাজস্য শৃন্বতঃ।
উময়া চ পুরা প্রোক্তং যদবাক্যং তন্নিবোধ মে।।৫।

।। তৃতীয়া কল্প বিধি বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে তৃতীয়াকল্প বিধির আলোচনা হয়েছে।

মহর্ষি সুমন্ত বললেন — যে স্ত্রী একমাত্র পতিকেই সেবা আরাধনা করে থাকেন এবং নিজে পতি প্রাণা হন অর্থাৎ পতির প্রাণই নিজের প্রাণ বলে মনে করেন এবং পতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, ঐ প্রকার স্ত্রী পবিত্র, সংশোভনা হন এবং তাঁকেই 'সতী' বলা হয়ে থাকে।।১।।

এই প্রকার সতী স্ত্রী তৃতীয়া তিথিতে উপবাস করে লবণ ত্যাগ করে আমৃত্যু ভক্তিপূর্বক এই ব্রত পালন করবেন।।২।।

সেই স্ত্রী উপর ভগবতী গৌরী সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন হন ও তাকে দেবী রূপ, সৌভাগ্য, লাবণ্য ও পুরুষগণের কাছে ললিত, হৃদ্য প্রশংসিত ও মনোরম হওয়ার বর দেন।।৩।।

হে রাজন, এই ব্রতের দিন লবণ ত্যাগ করার জন্য পুরুষগণ মনোরম স্ত্রী এবং স্ত্রীগণ মনোরম পুরুষ লাভ করেন।।৪।।

হে বিভো, এই ব্রতের কথা প্রথম ধর্মরাজের কাছে ভগবতী উমা দেবী যে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তা শ্রবণ করুন।।৫।।

ময়া ব্রতমিদং সৃষ্টং সৌভাগ্যকরণং গৃণাম্।
মর্ত্যে তু নিয়তা নারী ব্রতমেতচ্চরিষ্যতি।
সহভর্ত্রা সামোদেত যথা ভর্তা হরোমম।।৬।।
মাচ কন্যা ন ভর্তারং বিদতে শোভনাসতী।
সা ত্বিদং ব্রতমুদ্দিশ্য ভবেদক্ষারভোজনা।
মচ্চিত্তা মনমনাঃ কুর্যান্মদ্ভক্তা মৎপরিগ্রহা।।৭।।
গৌরীং সংস্থাপ্য সৌবর্ণীং গন্ধালং কারভূষিতাম্।
বস্ত্রালং কারসংবীতাং পুষ্পমন্ডল মন্ডিতাম্।।৮।।
লবণং গুড়ং ঘৃতং তৈলং দেব্যৈ শক্ত্যা নিবেদয়েৎ।
কদুখন্ডং জীরকং চ পত্রশাকং চ ভারত।।৯।।
গুড়ঘৃষ্টাং স্তথাপূপান খন্ডবেষ্টানস্তথা নৃপ।
ব্রাহ্মণে ব্রতসমান্নে প্রদদ্যাৎসু বহুশ্রুতে।।১০।।

উমাদেবী বললেন, মনুষ্যগণের সৌভাগ্যলাভের জন্য আমি এই ব্রতের সৃজন করেছি। মর্ত্যে মনুষ্যরূপে নিয়ত নারী এই ব্রত পালন করবেন এবং আমি যেমন আমার স্বামী ভগবান শংকরের সঙ্গে সন্তুষ্ট থাকি, তেমনি নারীগণও তাদের স্বামীদের সঙ্গে আনন্দিত থাকবেন।।৬।।

পরমশোভনাও সতী নারী গৌরী ব্রত না করে ক্ষার দ্রব্য গ্রহণ করেন তাহলে তিনি সমুচিত স্বামী প্রাপ্ত হন না। আমাতে স্থির চিত্ত হয়ে আমার পরম ভক্ত হয়ে এবং আমাকে স্বীকার করে সে আমার ব্রত করলে তবে যথার্থ ফললাভ করবে।।৭।।

সুবর্ণ নির্মিত গৌরীর সংস্থাপনা করে তাকে গন্ধ অলংকার দ্বারা বিভূষিত করে বস্ত্র এবং অলংকারে সংবীত করে পুষ্পের দ্বারা মন্ডিত করতে হবে।।৮।।

হে ভারত, লবণ, গুড়, ঘৃত, তৈল, কটুখন্ড। হীরা, পত্রশাক ইত্যাদি যথাশক্তি গৌরী দেবীকে নিবেদন করবেন।।৯।।

হে নৃপ, গুড় অথবা খাঁড়গুড় দ্বারা মন্ডিত পিষ্টক বহুশ্রুত করে ব্রাহ্মণকে দান করবেন।।১০।।

শুক্লপক্ষে সদা দেয়া যথা শক্ত্যা হিরন্ময়ী।
ধনহীনে তু ভক্ত্যা চ মধুবৃক্ষময়ী নৃপ।।১১।।
অচ্যা নিত্যং সন্নিধানাত্তত্র গৌরীনসংশয়ঃ।
অক্ষারলবণং রাত্রৌ ভুঙক্তে চৈব সুবাগ্যতা।।১২।।
গৌরী সন্নিহিতা নিত্যং ভূমৌ প্রস্তর শায়িণী।
এবং নিয়মযুক্তস্য দেব্যা যৎসমুদাহৃতম্।।১৩।।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাবাহো কথ্যমাণং মহাফলম্।
ভতারং তু লভেৎকন্যা যং বাঞ্ছতি মনোনুগম্।।১৪।।
সুচিরং সহ বৈ ভর্তা ক্রীড়িয়িত্বা ইহৈব সা।
সন্ততিং চ প্রতিষ্টাপ্য সহ তে নৈব গচ্ছতি।।১৫।।

শুক্লপক্ষে যথাশক্তি সর্বদা হিরণ্ময়ী দান করা উচিত। যদি ধনহীন হয় তবে, ভক্তির সঙ্গে মধুবৃক্ষময়ী দান করা উচিত।।১১।।

মধুবৃক্ষ (তালবৃক্ষ) সন্নিধানে নিঃসংশয়ে গৌরী পূজা করা উচিত। রাত্রে অক্ষার লবণ ভোজ্যদ্রব্য ভোজন যিনি করেন, দেবী গৌরী তাকে সুভাগ্য দেন এবং যিনি ভূমিতে প্রস্তরে শয়ন করেন গৌরী নিত্য তার সন্নিহিত হন। দেবী এই প্রকারে নিয়মে নিযুক্ত থাকার ফল বর্ণনা করেছেন। হে মহাবাহু তার আপনি আমার থেকে শ্রবণ করুন। এই প্রকারে অর্চনা উপবাসকারিণী বালা নিজ পছন্দমতো স্বামী প্রাপ্ত হন। এই সংসারে স্বামীর সঙ্গে চিরকাল আনন্দে কালাতিপাতপূর্বক নিজ সন্তানদের প্রতিষ্ঠাপিত করে অন্তে তাঁর সঙ্গে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।।১২-১৫।।

।। চতুর্থী কল্প-বর্ণনম্।।

চতুর্থ্যাং তু সদা রাজন্নিরাহারব্রতান্বিতঃ।
দত্ত্বা তিলান্নং বিপ্রস্য স্বয়ং ভুঙ্ক্তে তিলৌদনম্।।১।।
বর্ষদ্বয়ে সমাপ্তির্হি ব্রতস্য তু সদা ভবেৎ।
বিনায়কস্তস্য তুষ্টো দদাতি ফলমীহিতম্।।২।।
যাতি ভাগ্যনিবাসং হি ক্রীড়তে বিভবৈঃ সহ।
ইহ চাগত্য পুণ্যাংতে দিব্যো দিব্যবপুর্যশঃ।।৩।।
মতিমান্ধু তিমান্বাগ্মী ভাগ্যবান্ কামকারবান্।
অসাধ্যান্যপি সাদ্ধ্বেহ ক্ষনদেব মহান্ত্যপি।।৪।।
হস্ত্যশ্বরথসমপন্নঃ পত্নীপুত্রসহায়বান্।
রাজা ভবতি দীর্ঘায়ুঃ সপ্তজন্মান্যসৌ নৃপ।
এতদ্দদাতি সন্তুষ্টো বিঘ্নহন্তা বিনায়কঃ।।৫।।

।। চতুর্থীকল্প বর্ণন।।

হে রাজন, চতুর্থী তিথিতে দিন সবসময় যে উপবাস করে ব্রত পালন করে সে ব্রাহ্মণকে তিলান্ন দান করে নিজেও তিলান্ন ভক্ষণ করতে পারে।।১।।

এই ব্রতের সমাপ্তি হয় দুই বৎসরে। যখন ব্রত পূর্ণ হয় তখন ভগবান বিনায়ক তার উপর সন্তুষ্ট হয় এবং যা অভীষ্ট ফল তাই দান করে।।২।।

ব্রতকারী সৌভাগ্যবান্ হয় এবং বৈভবের সঙ্গে আনন্দক্রীড়া করে। এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে এই মহাপুণ্যের সমাপ্তি হলে সে দিব্যশরীরযুক্ত এবং দিব্যযশযুক্ত হয়।।৩।।

সে বুদ্ধিমান্, ধৃতিমান্, বাগ্মী, ভাগ্যশালী, কামকারযুক্ত হয় তথা যা কিছু অসাধ্য এবং মহান কার্য আছে সেগুলি ক্ষণমাত্র সময়ে সম্পন্ন করতে সমর্থ।।৪।।

সে হাতি, ঘোড়া এবং রথ প্রভৃতি লাভ করে আর পত্নী এবং পুত্রের সহায়তা লাভ করে। সে রাজা হয়। সে সাত জন্মপর্যন্ত দীর্ঘায়ু লাভ করে। সকল বিঘ্নহননকারী ভগবান বিনায়ক পরম সন্তুষ্ট হয়ে এই সবকিছু তাকে দান করে।।৫।।

বিঘ্নঃ কস্য কৃতস্তেন যেন বিঘ্নবিনায়কঃ।
এতদ্বদস্ব বিঘ্নেশবিঘ্নকারণমদ্য মে।।৬।।
কৌমারে লক্ষণে পুংসা স্ত্রীণাং চ সুকৃতে কৃতে।
বিঘ্নং চকার বিঘ্নেশো গাংগেয়স্য বিনায়কঃ।।৭।।
তং তু বিঘ্নং বিদিত্বাসৌ কার্তিকেয়ো রুমান্বিতঃ।
উৎকৃষ্য দন্তং তস্যাস্যার্দ্ধন্তুং তং চ সমুদ্যতঃ।।৮।।
নিবার্যাপৃচ্ছদ্দেবেশো রোষঃ কার্যঃ কৃতস্ত্বয়া।
তং চাচাখৌ স পিত্রে বৈ কৃতং পূরুমলক্ষণম্।
তত্র বিঘ্নকৃতে মহ্যং যোষিতা ন চ লক্ষণম্।।৯।।
অথোবাচ মহাদেবঃ প্রহসনস্ত্বসুতং কিল।
মমকিং লক্ষনং পুত্র পশ্যসে ত্বং বদস্ব মে।।১০।।

কার বিঘ্ন ঘটানোর কারণে সে বিঘ্নের বিনায়ক হয়েছে। বিঘ্নস্বামীর বিঘ্নের এই কারণটি আপনি দয়া করে আমাকে বলুন।।৬।।

পুরুষের কৌমার লক্ষণে এবং স্ত্রীদের সুকৃত করণে বিনায়ক বিঘ্নেশ গাঙ্গেয়-এর বিঘ্ন করেছিলেন।।৭।।

প্রভু কার্তিকেয় ওই বিঘ্ন জেনে ক্রোধযুক্ত হয়ে তার একটি দাঁত উপড়ে ফেলে এবং তাকে মারার জন্য উদ্যত হয়।।৮।।

এই সময় দেবেশ কার্ত্তিকেয়কে নিবারিত করেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কেন ক্রোধ প্রকাশ করছে। তখন কার্ত্তিকেয় নিজের পিতাকে বলেন যে ইনি পুরুষের লক্ষণের বিকৃতি করেছেন। ঐ বিঘ্ন করার পর সে স্ত্রী হয়ে গেছে আর পুরুষ লক্ষণ নেই।।৯।।

এরপর মহাদেব হেসে নিজের পুত্রকে বলেন-- ওহে পুত্র! তুমি আমাকে বল যে আমার কি লক্ষণ দেখছ?।।১০।।

স চোবাচ করে তুভ্যং কপালং দ্বিজলক্ষিতম্।
অবিচারেণ সংস্থাপ্যং কপালী তেন চোচ্যসে।
স তল্লক্ষনমাদায় সমুদ্রে প্রাক্ষিপদ্রমা।।১১।।
অথ দেবসমাজে বৈ প্রবৃত্তে ব্রহ্মারুদ্রয়োঃ।
অহং জ্যায়াণহং জ্যায়ান্বিবাহভূত্বয়োর্দ্বয়োঃ।
তব সংভূত্যভিজ্ঞোহস্তি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।১২।।
এবং শিবেহতি ব্রূবতি ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ।
মুক্তাট্রহাসং প্রোবাচ ত্বামহং বেদিতা ভব।।১৩।।
এবং ব্রূবতু রুদ্রেণ ব্রহ্মং হয়শিরো মহৎ।
নখাগ্রেণ নিকৃতং চ তস্যৈব চ করে স্থিতম্।।১৪।।
করস্থেনৈব তেনাসাবাগচ্ছদ্যত্র বৈ হরিঃ।
তপস্তেপে তদা মেরৌ তত্রাসৌ ভগবানবযী।।১৫।।
কৃতে হয় শিরে তসিমণ স্থানাত্তস্মাৎ তু ব্রহ্মণঃ।
রোষাদ্বিণিঃ সৃতস্ত্বণ্যঃ পুরুযঃ শ্বেতকুন্ডলী।।১৬।।

তখন কার্ত্তিকেয় বললেন — আপনার হাতে ব্রাহ্মণের লক্ষিত কপাল আছে যা অবিচার থেকে সংস্থাপিত। তাই আপনি 'কপালী' নামে পরিচিত। ওরা এই লক্ষণ নিয়ে ক্রোধে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।।১১।।

এরপর দেবতাদের সমাজে প্রবৃত্ত হয়ে ব্রহ্মা এবং রুদ্রের মধ্যে বড় বিবাদ হয়েছিল। দুজনে নিজেকে বড় বলতে থাকে, তোমার উৎপত্তির অভিজ্ঞ কেউ আছে, আমার কিন্তু তা নেই।।১২।।

শিবের এই কথা বলার পর ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকটি খুব অট্টহাস্য করে বলে — হে ভব! তোমাকে আমি জানি।।১৩।।

এইভাবে বললে পরে ব্রহ্মার মহান অশ্বশিরটি রুদ্র নিজ নখের অগ্রভাগ দিয়ে নিকৃত করে এবং তা তাঁর হাতে স্থিত হয়।।১৪।।

ঐ কাটা মস্তককে হাতে নিয়ে তিনি হরির কাছে যান। ঐ সময় মেরু পর্ব্বতে ভগবান্ বিষ্ণু তপস্যা করছিলেন।।১৫।।

ঐ হয় মস্তক কাটার পর ব্রহ্মার ঐ স্থান থেকে রোষের কারণে শ্বেত কুন্ডলযুক্ত এক অন্য পুরুষ বের হয়।।১৬।।

কবচী সশিরস্কশ্চ সশরঃ সশরাসনঃ।
অনির্দেশ্যবপুঃ স্রগ্বো কিং করোমি স চাব্রবীৎ।।১৭।।
অথোবাচ রূষা ব্রহ্মা হন্যতাং স সুর্মতিঃ।
স তু মার্গেন রুদ্রস্য আগচ্ছদোযতো দ্রুতম্।।১৮।।
রুদ্রোপি বিষ্ণুতেজোভিঃ প্রবিষ্টঃ সত্বধিষ্ঠিতঃ।
স প্রবিশ্য তদাপশ্যত্তপন্তং চোত্তমং তপঃ।
হরো নারায়ণং দেবং বৈকুন্ঠমপরাজিতম্।।১৯।।
হরং দৃষ্টাথ সংপ্রাপ্তং কার্যং চাস্য বিচিন্ত্য চ।
উবাচ শূলিনং দেবো ভিন্ধি শূলেণ মে ভূজম্।।২০।।
স বিভেদ মহাতেজা ভূজং শূলেন তং হরঃ।।২১।।
শূলভেদাদসৃক্চোর্ধ্বং জগামাবৃত্য রোদসী।
বিনিবৃত্ত্য ততঃ পর্শ্চাৎ কপালে নিপপাত হ।।২২।।
অসৃক্কপালে পতিতং প্রদেশিণ্যা ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
যদা হি বিনিবৃতিঃ স্যাদ্দেবস্য রুধিরং প্রতি।।২৩।।

সেই পুরুষ কবচধারী, শিরযুক্ত, শরযুক্ত, অনির্দেশ্য শরীরময় এবং মালাধারণকারী ছিল এবং সে বলল —কি করবো?।।১৭।।

তখন ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন — ঐ দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করো। সে রোষাবেশে রুদ্রের পথে শীঘ্র ছুটে যায়।।১৮।।

রুদ্রও বিষ্ণুর তেজে প্রবেশ করে। সে থেমে যায়। তখন তিনি প্রবেশ করে ওঁর উত্তম তপস্যা দেখেন। হর নারায়ণ দেব এবং অপরাজিত বৈকুণ্ঠ দেখেন।।১৯।।

সমাগত হরকে দেখে এবং এর কার্যের বিচার করে দেব শূলীকে বলেন যে — 'আমার হাত শূলের দ্বারা কেটে দাও'।।২০।।

সেই মহান তেজস্বী হর ওই হাত শূল দিয়ে ভিন্ন করে দেন।।২১।।

শূল দ্বারা ভেদ করার জন্য ওর রক্ত এই রোদসীকে আবৃত করে উপরে চলে যায় এবং আবার সেখান থেকে ফিরে কপালে পড়ে।।২২।।

কপালে পতিত রক্ত প্রদেশিনী দিয়ে বিবর্ধিত করা হয়। যখন দেবতাদের রক্তের প্রতি বিনিবৃত্তি হয় তখন বারুণী শরীর দিয়ে জল ছোঁড়ে। কপালে জল

তদা তু ব্যসৃজতোয়ং কৃত্বা বারুণীং তনুম্।
তোয়ে প্রবৃত্তেহসৃগ ভূতে কপালে যত্র তচ্ছিরঃ।।২৪।।
কপালে তু প্রদেশিণ্যা রুদ্রোহসৌ রুধিরেহ সৃজৎ।
আমুক্তকবচং রক্তং রক্তকুন্ডলিণং নরম্।।২৫।।
অথোবাচ ভবং দেবং কিং করোমীতি মানদ।
অসাবপি সসজর্থি শ্বেতকুন্ডলিণং নরম্।।২৬।।
তাবুভৌ সমযুধ্যেতাং ধনুযপ্রবরধারিণৌ।
যথা রাজম্বলীয়াংসৌ কুজকেতু যুগাত্যয়ে।।২৭।।
তয়োস্তু যুধ্যতোরেবং সংবর্তশ্চাধিকোগতঃ।
ন চাদৃশ্যত বিজয় একস্যাপিতদা তয়োঃ।।২৮।।
অথান্তরিক্ষে তৌ দৃষ্টাব বাগুবাচাশরীরিসী।
অবতারোহথ ভবিতা যুবয়োর্হি ময়া সহ।।২৯।।
ভারাপনোদঃ কর্তব্যঃ পৃথিব্যর্থে সুরঃ সহ।
তদাশ্চর্যো হি ভবিতা দেবকার্যাথ সিদ্ধয়ে।।৩০।।

প্রবৃত্ত হওয়ার পর যেখানে ওই মস্তক ছিল, প্রদেশিনী দিয়ে রুদ্র রক্তের থেকে সৃষ্টি করেন আমুক্ত কবচ এবং রক্ত কুন্ডল যুক্ত রক্তবর্ণের এক মানুষকে।।২৩-২৫।।

এরপর তিনি ভবদেবকে বলেন -- হে মানদ! আমি কি করবো? এরপর ইনিও এক শ্বেতকুন্ডলী নরের সৃষ্টি করেন।।২৬।।

এই দু'জন মহাধনুর্ধারী, যুগাত্যয়ে বলবান্ কূজকেতুর ন্যায় যুদ্ধ করতে লাগে।।২৭।।

এই প্রকারে ঐ দুজনের যুদ্ধ করতে এক বর্ষেরও বেশী সময় চলে যায়। ঐ সময় দুজন যুদ্ধকারীর একজনেরও বিজয় দেখা যায় না।।২৮।।

এরপর অন্তরীক্ষে যুদ্ধকারী ঐ দুজনকে দেখে শরীরহীন বাণী উদ্ধত হয় -- তোমরা দুজন আমার সাথে অবতার হবে।।২৯।।

পৃথিবীর জন্য দেবতাদের দ্বারা পৃথিবীর ভার অপনোদন করা উচিত। সেই সময় দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য বড়ই একটি আশ্চর্য বিষয় হবে।।৩০।।

ভূলোক ভাবং নিধয় ভূয়ো গতাং সুরালয়ম্।
এবমুক্তা তু বৈকুণ্ঠো দদাবেকং রবেস্তদা।।৩১।।
শ্বেতকুন্ডলিণং দৃপ্তং তং জগ্রাহ রবির্মুদা।
ইন্দ্রস্যাপি ততঃ পশ্চাদ্রক্ত কুন্ডলিণং দদৌ।।৩২।।
জগ্রাহ চ মুদা যুক্ত ইন্দ্র স্বং চ পুরং যযৌ।
গতৌ রবীন্দ্রৌ প্রগৃহ্য পুরুষৌ ক্রোধ সম্ভবৌ।।৩৩।।
অথোবাচ তদা রুদ্রং দেবঃ কমলসংস্থিতঃ।
গচ্ছ ত্বমসি কাপালে কাপাল ব্রত চর্যয়া।
অবতারো ব্রতস্যাস্য মর্ত্যলোকে ভবিষ্যতি।।৩৪।।
সে চ ব্রতং ত্বদীয়ং বৈ ধারয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
ন তেষাং দুলর্ভং কিঞ্চিত্ত্ব বিতেহ পরত্র চ ।।৩৫।।
এবং সংলপ্য বহুশঃ সুমুখং প্রতিনন্দ্য চ ।
আহুয় চ সমুদ্রং স প্রত্যুবাচাবিচারয়ন্।।৩৬।।

ভূলোকের ভারকে নির্ধূত করে আবার সুরালয়ে চলে যাবে, এইভাবে বলে বৈকুণ্ঠ ঐ সময় শ্বেতকুণ্ডলী মানুষটিকে রবির জন্য দিয়েছিলেন।।৩১।।

রবি খুব প্রসন্নতার সঙ্গে এই শ্বেত কুন্ডলধারীকে গ্রহণ করে নেয়। এর পিছনে যে রক্ত কুন্ডলী ছিল সেটি ইন্দ্রকে দিয়ে দেন।।৩২।।

ইন্দ্র খুব খুশিতে ওকে গ্রহণ করে নিজের পুরে প্রস্থান করে। ইন্দ্র এবং রবি দুজন এই ক্রোধ থেকে উৎপন্ন পুরুষদ্বয়কে গ্রহণ করে চলে যায়।।৩৩।।

এরপর পদ্মেস্থিত দেব ব্রহ্মা রুদ্রকে বলেন — তুমিও কপাল যাও এবং কপাল ব্রতের চর্যায় ওখানে স্থিত থাকো। মনুষ্যলোকে এই ব্রতের অবতার হবে।।৩৪।।

যে মানুষ তোমার এই ব্রত ধারণ করবে তার এই লোক এবং পরলোকে কোন কিছু দুর্লভ হব না।।৩৫।।

এই প্রকারে অনেক বার সংলাপ করে এবং অভিনন্দন করে সে সমুদ্রকে ডেকে কিছুই বিচার না করার কথা বলেছে।।৩৬।।

কুরুস্বাভরণং স্ত্রীণাং লক্ষণং যদ্বিলক্ষণম্।
কার্তিকেয়েন যৎপ্রোক্তং তদ্বদস্বাবিচারয়ন্।।৩৭।।
স চাহ মম নাম্নেদং ভবেৎ পুরুষ লক্ষণম্।
দেবেন তৎপ্রতিজ্ঞাতমেতদ্ ভবিষ্যতি।।৩৮।।
কার্তিকেয়ন যৎপ্রোক্তং তদ্বদস্বাবিচারয়ন্।।৩৯।।
প্রযচ্ছাস্য বিষানং বৈ নিষ্কৃষ্টং যত্ত্বয়াহধুনা।
অবশ্যমেব তদভূতং ভবিতব্যং তু কস্যচিৎ।।৪০।।
ঋতে বিনায়কং তদ্বৈ দৈবযোগান্ন কামতঃ।
গৃহাণ এতৎ সামুদ্রং যত্ত্বয়া পরিকীতিতম্।।৪১।।
স্ত্রীপুং সোর্লক্ষণং শ্রেষ্ঠং সামুদ্রমিতি বিশ্রুতম্।
ইমং চ সবিষাণং বৈ কুরু দেববিনায়কম্।।৪২।।
অথোবাচ চ দেবেশং বাহুলেয়ঃ সমৎসরম্।
বিষাণং দত্মি চাস্যাহং তব বাক্যান্ন সংশয়ঃ।।৪৩।।

স্ত্রীদের যা লক্ষণ আভরণ আছে তাই করো। যা কার্তিকেয় বলেছিলেন তা বিচার না করেই বল।।৩৭।।

তিনি বলেছিলেন — আমার নামে পুরুষ লক্ষণ হবে, দেবতা এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। দেবতার প্রতিজ্ঞাত বিষয়টি তাই হবে।।৩৮।।

কার্তিকেয় যা বলেছিলেন সেটি বিচার না করে বলতে় হবে।।৩৯।।

তুমি এখন যার বিষাণ বের করে নিয়েছ ওকে এটি দিয়ে দাও অবশ্যই তাই হয়েছে যা কারোর ভবিতব্য হবে।।৪০।।

বিনায়ক ছাড়া ওকে দেবযোগ থেকে, ইচ্ছা থেকে নয়, গ্রহণ কর ওই সামুদ্র যা তোমার দ্বারা কীর্তিত হয়েছে।।৪১।।

স্ত্রী এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ সামুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। এই দেব বিনায়ককে বিষাণ দ্বারা যুক্ত করে দাও।।৪২।।

এরপর বাহুলেয় মাৎসর্যের সঙ্গে দেবেশকে বলেন — আমি এঁকে এই বিষাণটি দিয়ে দিচ্ছি কেননা আপনার কথা আমি তা পালন করবো এতে কোন সংশয় নেই।।৪৩।।

যদা ত্বয়ং বিষাণং চ মুক্ত্বা তু বিচরিষ্যতি।
তদা বিষাণ মুক্তঃ সন্ডস্ম এতং করিষ্যতি।।৪৪।।
এবমস্ত্বিতি ত্বং চোক্ত্বা বিষাণং তৎকরে দদৌ।
বিনায়কস্য দেবেশঃ কার্তিকেয়মতে স্থিতঃ।।৪৫।।
স বিষাণ করোদ্যাপি দৃশ্যতে প্রতিমা নৃপ।
ভীম সূনোমহাবাহোবিঘ্নং কতুং মহাত্মনঃ।।৪৬।।
এতদ্রহস্যং দেবানাং ময়া তে সমুদাহৃতম্।
যত্র দেবোন বৈ বেদ দেবানং ভুবি দুর্লভম্।।৪৭।।
ময়া প্রসন্নেন তব গৃহ্যমেতদুদাহৃতম্।
কথিতং তিথিসংযোগে বিনায়ককথামৃতম্।।৪৮।।
য ইন্দ্রং শ্রাবয়েদ্বিদ্বান ব্রাহ্মণান বেদপারগান্।
ক্ষত্রিয়াংশ্চ স্ববৃত্তিস্থান্বিট শুদ্রাংশ্চ গুণান্বিতাম্।।৪৯।।

যে সময়ই উনি এই বিষাণ ত্যাগ করে বিচরণ করবেন তখনই বিষাণ মুক্ত অবস্থায় এঁকে উনি ভষ্ম করে দেবেন।।৪৪।।

এই প্রকার হোক— এই কথা বলে ওনার হাতে কার্তিকেয় বিষাণ দিয়ে দিয়েছিলেন, যে বিনায়ক দেবেশ কার্তিকেয় মতে স্থিত।।৪৫।।

হে রাজন্! আজও ভীমের মহাবাহু পুত্রের বিঘ্ন উৎপাজনের জন্য বিষাণ সমেত বিনায়কের প্রতিমা দেখা যায়।।৪৬।।

দেবতাদের যে রহস্য আছে যা আমি তোমাকে বলে দিয়েছি, যে রহস্য দেবতাদেরও জ্ঞাত নয় এবং এই ভূমন্ডলে তো এটি দুর্লভ।।৪৭।।

আমি তোমার প্রতি পরম প্রসন্ন হয়ে এই গুহ্য বিষয় প্রকাশ করেছি এবং তিথির সংযোগে বিনায়কের কথারূপী অমৃত শুনিয়েছি।।৪৮।।

যে এই কথা বিদ্বান, বেদপরগামী, ব্রাহ্মণদের শুনিয়েছেন তথা নিজের বৃত্তিতে স্থিত ক্ষত্রিয় এবং গুণযুক্ত বৈশ্য এবং শূদ্রকে শুনিয়েছেন সেই মহামনীষীকে এই ভূমন্ডলে এবং পরলোকে কোন বস্তু দুর্লভ থাকবে না।

ন তস্য দুলর্ভং কিঞ্চিদিহ চা মুত্র বিদ্যতে।
ন চ দুর্গতিমাপ্নোতি ন চ যাতি পরাভবম্।।৫০।।
নিবিঘ্নং সর্বকার্যানি সাধয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
ঋদ্ধিং বৃদ্ধিং শ্রিয়ং চাপি বিন্দেত ভরতোত্তম।।৫১।।

।। পঞ্চমী কল্পে নাগপঞ্চমী ব্রত বর্ণনম্।।

পঞ্চমী দয়িতা রাজন্নাগানাং নন্দিবর্ধিণী।
পঞ্চম্যাং কিল নাগামাং ভবতীত্যুৎসবো মহান।।১।।
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কালিয়ো মণিভদ্রকঃ।
ঐরাবতৌ ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটকধনং জয়ৌ।।
এতে প্রযচ্ছন্ত্যভয়ং প্রাণিনাং প্রাণজীবিতাম্।।২।।
পঞ্চম্যাং স্নপয়ন্তীহ নাগানক্ষরিণ যে নরাঃ।
তেষাং কুলে প্রযচ্ছন্তি তেহভয়প্রাণদক্ষিণাম্।।৩।।

সেই পুরুষ কখনও কোন প্রকারের দুর্গতি এবং পরাভব প্রাপ্ত হবে না।।৪৯-৫০।।

ঐ পুরুষ সকল কার্য নির্বিঘ্নে সাধন করতে পারবে। এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। হে ভরতোত্তম! ঐ পুরুষ ঋষি, বৃদ্ধি এবং শ্রীকেও প্রাপ্ত হয়।।৫১।।

।। পঞ্চমীকল্পে নাগপঞ্চমী ব্রত বর্ণন।।

হে রাজন্, পঞ্চমী নাগেদের আনন্দবর্দ্ধনকারিণী দয়িতা। তাই এই তিথিতে নাগেদের মহোৎসব উপস্থিত হয়।।১।।

বাসুকি, তক্ষক, কালিয়, মণিভদ্রক, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয় এই নাগেরা জীবিত প্রাণীদেরকে অভয় দান করে।।২।।

যে মানুষ এই পঞ্চমী তিথিতে নাগকে দুধ দিয়ে স্নান করাবেন তাঁর কুলে ঐ নাগ অভয় দান করবে।।৩।।

শপ্তা নাগা যদা মাত্রা দহ্য মানা দিবানিশম্।
নির্বাপয়ন্তি স্নপনৈগবাং ক্ষীরেণ মিশ্রিতৈঃ।।৪।।
যে স্নাপয়ন্তি বৈ নাগান্‌ভক্ত্যা শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ।
তেষাং কুলে সর্পভয়ং ন ভবেদিতি নিশ্চয়ঃ।।৫।।
দশন্তি যে নরং বিপ্র নাগাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ।
ভবেৎকিং তস্য দষ্টস্য বিস্তরাদ ব্রুহি মে দ্বিজঃ।।৬।।
নাগদষ্টো নরো রাজন্ প্রাপ্য মৃত্যুং ব্রজত্যধঃ।
অধোগত্বা ভবেৎসর্পো নির্বিষো নাত্র সংশয়ঃ।।৭।।
নাগদষ্টঃ পিতা যস্য ভ্রাতা বা দুহিতাপি বা।
মাতা পুত্রোথ বা ভার্যা কিং কর্তব্যং বদস্ব মে।।৮।।
মোক্ষায় তস্য বিপ্রেন্দ্র দানং ব্রতমুপোষণম্।
ব্রুহি তদিবজশার্দূল সেন তদ্বৈ করোম্যহম্।।৯।।

নাগমাতার শাপে দিবারাত্র দহ্যমান নাগেরা ঐ গাভীর দুধ দিয়ে স্নান করলে শাপ থেকে প্রাপ্ত দাহ শান্ত হয়।।৪।।

যে শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ ভক্তিসহকারে নাগের স্নান করান তাঁর বংশে কখনও সাপের ভয় থাকবে না, এটি খুব নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।।৫।।

হে ব্রাহ্মণ! যে ক্রোধ সমন্বিত সর্পেরা মানুষকে দংশন করে তার কি গতি হবে? আমাকে আপনি তা সবিস্তারে বলুন।।৬।।

হে রাজন্! সর্পদষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর অধোলোকে গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি বিষহীন সর্পে পরিণত হন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।।৭।।

যার পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী, পুত্রী কিংবা মাতাকে সর্প দংশন করেছে তার কি করা উচিত— এ বিষয়টি আমাকে দয়া করে বলুন।।৮।।

হে বিপ্রেন্দ্র! ওনার মোক্ষের জন্য দান, ব্রত, উপবাস কি করা উচিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যা থেকে ওনার মোক্ষ হব তাই আমাকে বলুন, আমি সেটিই করবো।।৯।।

উপোষ্যা পঞ্চমী রাজন্নাগাণাং পুষ্টিবাধমী।
ত্বমেবমেকং রাজেন্দ্র বিধানং শৃনুভারত।।১০।।
মাসি ভাদ্রপদে যাতু কৃষ্ণপক্ষে মহীপতে।
মহাপুণ্যা তু সা প্রোক্তা গ্রাহ্যাপি চ মহীপতে।।১১।।
জ্ঞেয়া দ্বাদশ পঞ্চম্যো হায়নে ভরতর্ষভ।
চতুর্থাং ত্বেকভক্তং তু তস্যাং নক্তং প্রকীর্তিতম।।১২।।
ভুবি চিত্রময়ান্নাগানথ বা কলধৌতকান্।
কৃত্বা দারুময়াম্বপি অথ বা মৃন্ময়াণনৃপ।।১৩।।
পঞ্চম্যা মচয়েদ ভক্ত্যা নাগানাং পঞ্চকং নৃপ।
করবীরৈঃ শতপত্রৈজাতীপুষৈপশ্চ সুব্রত।।১৪।
তথা গন্ধৈশ্চ ধূপৈশ্চ পূজ্যং পঞ্চকমুত্তমম।
ব্রাহ্মণং ভোজয়েৎ পশ্চাদ ঘৃতপায়সমোদকৈঃ।।১৫।।

নাগদের পুষ্টিবর্দ্ধিনী পঞ্চমী তিথির উপবাস করা উচিত, হে রাজেন্দ্র! হে ভারত! এই বিষয়ের একটি বিধান আছে তুমি তা শোনো।।১০।।

হে মহীপতে! ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের যে পঞ্চমী তিথি আছে তা মহা পুণ্যশালিনী বলে কথিত আছে। তা পালন করতে হবে।।১১।।

হে ভারতর্ষভ! বছরে ১২টি পঞ্চমী হয়। চারটিতে এক সময় এবং তাতে রাত্রি সময়ের কথা বলা হয়েছে।।১২।।

হে নৃপ! ভূমিতে অঙ্কিত অথবা স্বর্ণনির্মিত, দড়ি দিয়ে তৈরী অথবা মাটি দিয়ে তৈরী সর্প নির্মাণ করতে হবে।।১৩।।

এই নাগপঞ্চকের পঞ্চমী তিথি ভক্তিসহ অর্চনা করতে হবে। হে সুব্রত! নাগের পূজাকারীকে করবী ফুল, পদ্মফুল এবং জাতিপুষ্প দিয়ে পূজা করতে হবে।।১৪।।

নাগ পঞ্চকের গন্ধবাহী পুষ্প এবং ধূপ দিয়ে উপচার সহ পূজা করতে হবে। এই অর্চনার পরে ঘৃতমিশ্রিত পায়স এবং মিষ্টি ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে হবে।।১৫।।

অনন্তো বাসুকিঃ শংখঃ পখঃ কম্বল এবং চ।
তথা কর্কোটকো নাগো নাগো হ্যশ্চতরো নৃপ।।১৬।।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শংখপালঃ কালিয়স্তক্ষকস্তথা।
পিংগলশ্চ তথা নাগো মাসিমাসি প্রকীর্তিতা।।১৭।।
বৎসরান্তে পারণাং স্যাদব্রহ্মণান্ ভোজয়েদ বহুন্।
ইতিহাসবিদে নাগং গৈরিকেন কৃতং নৃপ।
তথার্চনা প্রদাতব্যা বাকোয় মহীপতে।।১৮।।
এয বৈ নাগপঞ্চম্যা বিধিঃ প্রোক্তো বুধৈনৃপ।
তব পিত্রাকৃতশ্চৈব পিতুর্মোক্ষায় ভারত।।১৯।।
অন্যেপি যে করিয্যন্তি ইদং ব্রতমনুত্তমম্।
দ কো মোক্ষ্যতে তেষাং শুভং স্থানমবাপস্যতি।।২০।।
যশ্চেদং শৃনুয়ান্নিত্যং নরঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
কুলেতস্য ন নাগেজ্যো ভয়ং ভবতি কুত্রচিৎ।।২১।।

অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, কর্কোটিক,অশ্বতর, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপাল, কালিয়, তক্ষক এবং পিঙ্গল এই বারোটি সাপ এক-এক মাসের বলা হয়েছে।।১৬-১৭।।

যখন বারোমাসে উপরিউক্ত নামযুক্ত নাগের অর্চনা করে এক বর্ষ পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বর্ষের শেষে ব্রত উদ্যাপন করতে হবে এবং প্রচুর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে। হে মহীপতে! ইতিহাসবিদ ব্রাহ্মণের জন্য গৈরিক দ্বারা বিরচিত নাগ তথা তার অর্চনাবাচনকারীকে দান করতে হবে।।১৮।।

হে ভারত! এই নাগপঞ্চমীব্রত বিধি পিতার মুক্তির জন্য বিদ্বানগণের দ্বারা কথিত হয়েছে। ।।১৯।।

এছাড়া অন্য যে লোক এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত পালন করবে তাদেরও দষ্টক মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে শুভ স্থান লাভ করবে।।২০।।

যে সমস্ত মানুষ শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হয়ে এই ব্রতকথা নিত্য শ্রবণ করবে তাদের বংশে যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে সাপের ভয় থাকবে না।।২১।।

।। ধাতু গতবিষলক্ষণানি।।

সবিষা দংষ্টয়োমধ্যে যমদূতী তু বৈ ভবেৎ।
ন চিকিসা বুধৈঃ কার্যতিং গতায়ুং বিনির্দিশেৎ।।১।।
প্রহরাধং দিবারাত্রবৈকৈকং ভুজ্ঞতে বহিঃ।
একস্য চ সমানং চ দ্বিতীয়ং যোড়শং তথা।।২।।
নাগোদয়ো সমুদ্দিশ্য হতো বিদ্ধো বিদারিতঃ।
কালদষ্টং বিজানীয়াৎকস্যপস্য বচো যথা।।৩।।
যন্মাত্রং পত্ততে বিদুর্বালাগ্রং সলিলোদধৃতম্।
তন্মাত্রং স্রবতে দ্রংষ্টা বিযং সর্পস্য দারুণম্।।৪।।
নাড়ীশতে তু সম্পূর্ণে দেহে সংক্রমতে বিযম।
সাবৎসংক্রাময়েদ্বাহুং কুঞ্চিতং বা প্রসারয়েৎ।।৫।।

।। ধাতুগত বিষলক্ষণ।।

দশনের মধ্যে সবিষ অর্থাৎ বিষযুক্ত যে দশন তা যমদূতী হয়। তার চিকিৎসা জ্ঞানী জনের কখনও করা উচিত নয়। ঐ দাঁত দিয়ে যাকে কেটেছে তার আয়ুসমাপ্ত হয়ে যাবে তা নির্দিষ্ট করা উচিত।।১।।

দিন রাতে অর্ধেক প্রহর পর্যন্ত এক এক'কে বাহির ভোগ করতে হয়। সেই ভাবে একের সমান দ্বিতীয় এবং য়োড়শ হয়।।২।।

নাগাদি যাকে উদ্দেশ্য করে কামড়ায় সে হতবিদ্ধ এবং বিদারিত হয়। এই পুরুষকে তো কাল দ্বারা দষ্ট বুঝতে হবে। কাশ্যপের এই কথা সত্য।।৩।।

জল দ্বারা উদ্ধৃত চুলের অগ্রভাগ থেকে যতটা জলবিন্দু পড়ে সাপের দাঁত ততটাই দারুন বিষ স্রবণ করে।।৪।।

বাহু সংক্রমণ বা আকুঞ্চল-প্রসারণের অল্প সময়েই শত নাড়ীযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে ঐ বিষ সংক্রামিত হয়।।৫।।

অনেন ক্ষনমাত্রেণ বিষং গচ্ছতি মস্তকে।
বেপতে বিষবেগে তু শতশোহয সহস্রশঃ।।৬।।
বর্ধতে রক্তমাসাদ্য ততো বা তৈঃ শখী যথা।
তৈলবিন্দুজলং প্রাপ্য যথা বেগেন বর্ধতে।।৭।।
শিখন্ডী আশ্রয়ং প্রাপ্য যথা মারুতেন সমীরিতঃ।
ততঃ স্থানশতং প্রাপ্য ত্বচাস্থানঃ বিচেষ্টিতম্।।৮।।
ত্বচাসু দ্বিগুণং বিদ্যাচ্ছোনিতেযু চতু গুণম্।
পিত্তে তু ত্রিগুণং যাতি শ্লেষ্মে বৈ যোড়শং ভবেৎ।।৯।
বায়ো ত্রিংশদ্গুণং চৈব মজ্জাষষ্টিগুণং তথা।
প্রাণো চৈকাণবীভূতে সর্বগাত্রানিসন্ধয়েৎ।।১০।।
শ্রোত্রে নিরুদ্ধমানে চ যাতি দষ্টস্ত্বসাধ্যতাম।
ততোহসৌ ম্রিয়তে জন্তুনিঃশ্বাসোচ্ছবাসবজিতঃ।।১১

এর থেকে এক মুহূর্তে বিষ মস্তকে চলে যায়। বিষের বেগে মানুষ শত-সহস্রবার কম্পিত হয়।।৬।।

বায়ুর দ্বারা এক ময়ুরের সমান ঐ বিষ রক্ত পেয়ে বেড়ে যায় যেমন ভাবে তৈলবিন্দু জলে পড়ে জলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।।৭।।

বায়ুতাড়িত শিখন্ডী আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে যেমন শতস্থানের প্রাপ্তি করে তেমনই বিষ ত্বকে প্রভাব বিস্তার করে।।৮।।

চামড়ায় দ্বিগুণ জানতে হবে এবং রক্তে চতুর্গুণ হয়ে যায়। পিত্তে তিনগুণ হয় এবং কফে যোড়শগুণ হয়।।৯।।

বায়ুতে যখন বিষ পৌঁছে যায় তখন তা ত্রিশগুণ এবং মজ্জাতে ষাট গুণ হয়ে যায়। একার্ণবীভূত প্রাণে পৌঁছানোর পর সমস্ত গাত্রকেপীড়িত করতে লাগে।।১০।।

কর্ণ নিরুধ্যমান হয়ে গেলে দষ্ট পুরুষ সাধ্যায়ত্ত দশায় পৌঁছে যায়। এরপর ঐ জীব প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে মারা যায়।।১১।।

নিষ্ক্রান্তে তু ততো জীবো ভূতে পঞ্চত্ব মাগতে।
তানি ভূতানি গচ্ছন্তি যস্যযস্য যথাতথম।।১২।।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
ইত্যেযামেব সংখাতঃ শরীর মভিধীয়তে।।১৩।।
পৃথিবী পৃথিবীং যাতি তোয়ং তোয়েষু লীয়তে।
তেজো গচ্ছতি চাদিত্যং মারুতো মারুতং ব্রজেৎ।।১৪
আকাশং চৈব মাকাশে সজ তেনৈব গচ্ছতি।
স্বস্থানং তে প্রপদ্যন্তে পরস্পরনিয়োজিতাঃ।।১৫।।
ন জীবেদাগতঃ কশ্চিদিহ জন্মনি সুব্রত।
বিযাতং ন উপেক্ষেত ত্বরিতং তু চিকিৎসয়েৎ।।১৬।।
একমস্তি বিযং লোকে দ্বিতীয়ং চোপপদ্যতে।
যথা নানাবিধং চৈব স্থাবরং তু তথৈব চ।।১৭।।

জীবাত্মা বেরিয়ে যাবার পর এবং ভূতের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর এই পাঁচ ভূত যার যার স্থানে বিলীন হয়।।১২।।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ —এই পাঁচটির যে একত্র সংঘাত হয় তাই শরীর নামে অভিহিত হয়।।১৩।।

পৃথিবী পৃথিবীতে যায়, জল জলে মিশে যায়, তেজ সূর্যে চলে যায়, বায়ু বায়ুতে মিলে যায় এবং আকাশ মহাকাশে মিশে যায়। জীবাত্মার সাথেই পরস্পরের জন্য নিয়োজিত ভূতবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বিলীন হয়।।১৪-১৫।।

হে সুব্রত! এ জন্মে কেউই এসে ইহসংসারে সর্বদা জীবিত থাকতে পারে না। ইহা বুঝে বিষ দ্বারা আক্রান্ত মানবের কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং শীঘ্রই তার চিকিৎসা অবশ্য করতে হবে।।১৬।।

এই বিষ একজনের হয় এবং অপরেরও তা প্রাপ্তি হয়। এই প্রকারে এই বিষ স্থাবর এবং নানা প্রকারের হয়।।১৭।।

প্রথমে বিষবেগে তু রোমহযোহ ভিজায়তে।
দ্বিতীয়ে বিষবেগে তু স্বেদোগাত্রেযু জায়তে।।১৮।।
তৃতীয়ে বিষবেগে তু কম্পো গাত্রেযু জায়তে।
চতুর্থে বিষবেগে তু শ্রোত্রান্তরনিরোধকৃৎ।।১৯।।
পঞ্চমে বিষবেগে তু হিক্কা গাত্রেযু জায়তে।
ষষ্ঠে চ বিষবেগে তু প্রাণোভ্যোহপি প্রমুচ্যতে।।২০।।
বচঃ স্থানে বিষে প্রাপ্তে তস্য রূপানি মে শৃণু।
অংগানি তিমিরায়ন্তে তপন্তে চ মুহুর্মুহুঃ।।২১।।
এতানি সস্য চিহ্নানি তস্য ত্বচি গতং বিষম্।
তস্যাগদং প্রবক্ষামি যেন সম্পদ্যতে সুখম্।।২২।।
অর্কমূলমপার্মাগ প্রিয়ংগুং তগরং তথা।
এতদালোড়্য দাতব্যং ততঃ সংপদ্যতে সুখম্।।২৩।।

প্রথম বিষের বেগে রোমহর্ষ হয়, দ্বিতীয় বিষের বেগে শরীরে ঘাম হয, তৃতীয় বিষের বেগে হয় শরীরের কম্পন, চতুর্থ বিষের বেগে শ্রোত্রান্তরের নিরোধ হয়ে যায়।।১৮-১৯।।

পঞ্চম বিষের বেগ হলে শরীরে হিক্কা শুরু হয়। ষষ্ঠ বিষের বেগে মানুষ নিজের প্রাণ থেকেও বিমুক্ত হয়ে যায়। এই বিষ সাত ধাতুতে পৌঁছে যায় এমনভাবে যেমন বৈনতেয় বলেছিলেন।।২০।।

বাণীস্থানে বিষ প্রাপ্ত হবার পর তার রূপ আমার থেকে শোনো। ওই সময় সমস্ত অঙ্গ তিমিরময় হয়ে যায় এবং বারবার তপ্ত হয়।।২১।।

যার এইসব চিহ্ন (লক্ষণ) হয় তার ত্বক বিষযুক্ত। তার ঔষধ সম্পর্কে বলবো যার দ্বারা সুখ সম্পন্ন হয়।।২২।।

অর্কমূল, অপামার্গ, প্রিয়ংগু এবং তগর এই সবগুলি আলোড়িত করে দষ্টকে দিতে হবে। এতে সুখ উৎপন্ন হবে।।২৩।।

ততস্তস্মিনকৃতে বিপ্র নিবৰ্তেণ চেদ্বিংমম্।
ত্বচঃ স্থাণং ততো ভিত্ত্বা রক্তস্থাণং প্রধাবতি।।২৪।।
বিষে চ রক্তং সম্প্রাপ্তে তস্য রূপানি মে শৃণু।
দহ্যতে মুহ্যতে চৈব শীতলং বহু মন্যতে।।২৫।।
এতানি যস্য রূপানি তস্য রক্তগতং বিষম্।
তত্রাগদং প্রবক্ষানি যেন সম্পদ্যতে সুখম্।।২৬।।
উশীরং চন্দনং কুষ্টমুৎপলং তগরং তথা।
মহাকালস্য মূলানি সিন্দুবাহন গস্য চ।
হিংগুলং মরিচং চৈব পূর্ববেগে তু দাপয়েৎ।।২৭।।
বৃহতী বৃশ্চিকা কালী ইন্দ্রবারুণি মূলকম্ ।
সপ্তগন্ধঘৃতং চৈব দ্বিতীয়ে পরিকীর্তিতম্।।২৮।।
সিন্দুবারং তথা হিংগু তৃতীয়ে কারয়েদবুধঃ।
তস্য প্রাণং চ কুবীত অঞ্জনং লেপনং তথা।।২৯।।

হে বিপ্র! এই প্রকারে করার পর বিষ নিবৃত্ত গেলেও তবে আবার ত্বক ভেদ করে রক্তে তা পৌঁছাতে পারে।।২৪।।

যখন বিষ রক্তে পৌঁছে যায় তখন তার যে রূপ হয় সেইরূপ এখন তুমি আমার থেকে শ্রবণ করো। সে দাহযুক্ত এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং শীতলতা কামনা করে।।২৫।।

এই যার রূপ তার বিষ রক্তগত হয়ে যায়। সেই সময়ের ঔষধ বলছি যার দ্বারা সুখ সম্পাদিত হয়।।২৬।।

উশীর, চন্দন, কুষ্ঠ, উৎপল, তগর, মহাকালের মূল এবং সিন্ধুবার নগের মূল, হিংগুল, মরিচ এই সব দিতে হবে কিন্তু পূর্ববেগে দেওয়া উচিত।।২৭।।

দ্বিতীয় বেগে বৃহতী, বৃশ্চিকা, কালী, ইন্দ্র-বারুণীর মূল এবং সপ্তগন্ধ ঘৃত এই দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।।২৮।।

তৃতীয় বেগেজ্ঞানী পুরুষদের সিন্ধুবার এবং হিঙ্গু করাতে হবে। তা পান করতে হবে এবং অঞ্জন লেপন করতে হবে।।২৯।।

এতৈনৈবোপচারেণ ততঃ সম্পদ্যতে সুখম্।
রক্তস্থানং ততো গত্বা পিত্তস্থানং প্রধাবতি।।৩০।।
পিত্তস্থানগতে বিপ্র বিমরূপানি মে শৃণু।
উত্তিষ্ঠতে নিপতত্তেদহ্যতে মুহ্যতে তথা।।৩১।।
গত্রাতঃ পীতকঃ স্যাদ্বৈ দিশঃ পশ্যতি বিজানতে।
বিষক্রিয়াং তস্য কুর্যাদ্যয়া সম্পদ্যতে সুখম্।।৩২।।
পিত্তস্থানমতিক্রম্য শ্লেষ্মস্থানং চ গচ্ছতি।।৩৩।
পিপপল্যো মধুকং চৈব মধুখন্ডং ঘৃতং তথা।
মধুসারমলাবূং চ জাতিং শংকর বালুকাম্।।৩৪।।
ইন্দ্র বারু নিকামূলং গবাং মূত্রেণ পেষয়েৎ।
নস্যং তস্য প্রযুঞ্জীত পানমালেপনাঞ্জণম।
এতৈনৈবোপচারেন ততঃ সম্পাদ্যতে সুখম্।।৩৫।।

এই উপাচারেই আবার সুখ উৎপন্ন হব। এরপর রক্তে পৌঁছে আবার ঐ বিষ পিত্তস্থানে ধাবন করে।।৩০।।

হে বিপ্র! যখন বিষ পিত্তস্থানে পৌঁছায় তখন বিষের যে রূপ হয় তা আমার কাছ থেকে শোনো। দষ্ট ব্যক্তি কখনও উঠে দাঁড়ায়, কখনও নিচে পড়ে যায়। তার সমস্ত শরীর দাহ এবং মোহপ্রাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ অচৈতন্য হয়ে যায়।।৩১।।

সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমস্ত দর্শনীয় বস্তুকে হলুদ দেখে। তার বড় রকম মোহগ্রস্ততা হয় যার ফলে স্বয়ং নিজেকে জানতে পারেনা। ঐ সময় তার বিষের দমনের কাজ করতে হবে যাতে সুখ উৎপন্ন হয়।।৩২।।

পিত্তস্থান অতিক্রম করে আবার ঐ বিষ কফস্থানে চলে যায়।।৩৩।।

পীপল, মধুক, মধুসার, ঘৃত, মধুসার, অলাবু, জাতিশঙ্কর, বালুকা এবং ইন্দ্রবারুণীর মূল -- এই সব গরুর প্রস্রাব দিয়ে পেষণ করাত্বে হবে।।৩৪।।

ওর নস্য-এর প্রয়োগ করতে হবে এবং পান, আলেপন ও অঞ্জনও করতে হবে। এই সব থেকে সুখ উৎপন্ন হব।।৩৫।।

শ্লেযমস্থানং ততঃ প্রাপ্তে তস্য রূপানি মে শৃনু।
গাত্রানি তস্য রুধ্যন্তে নিঃশ্বাসশ্চ ন জায়তে।
লালা চ স্রবতে তস্য কন্টো ঘুরু ঘুরায়তে।।৩৬।
এতান্ যস্য রূপানি তস্য শ্লেযমগতং বিষম্।
তস্যাগদং প্রবক্ষামি যেন সম্পদ্যতে সুখম্।।৩৭।।
ত্রিকটুকী শ্লেষ্মাতকো লোঘ্রংচ মধুসারকম্।
এতানি সমভাগানি গবাং মূত্রেণ প্রেষয়েৎ।।৩৮।।
তস্য প্রাণং চ কুবীত অঞ্জনং লেপণং তথা।
এতৈনৈবোপচারেন ততঃ সম্পদ্যতে সুখম্।।৩৯।।
শ্লেষ্ম স্থানমতিক্রয্য বায়ুস্থানং চ গচ্ছতি।
তত্র রূপানি বক্ষামি বায়ুস্থানগতে বিষে।।৪০।।
আঘ্মায়তে চ জঠরং বান্ধবাংশ্চ ন পশ্যতি।
ইদৃশং কুরুতে রূপং দৃষ্টিভংগশ্চ জায়তে।।৪১।।

বিষ যখন শ্লেষাস্থানে পৌঁছাবে তখন বিষের প্রভাবে যে রূপ হবে তা আমি এখন বলছি, তুমি শ্রবণ করো। ওই সময় দষ্ট ব্যক্তির গাত্র রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। তার মুখ থেকে লালা পড়বে এবং কণ্ঠ থেকে ঘরঘর শব্দ হবে।।৩৬।।

এই প্রকার রূপ যার হয় তার শ্লেষ্মা বিষপ্রাপ্ত হয়েছে। তার ঔষধ এখন আমি বলবো যা করলে সুখ উৎপন্ন হবে।।৩৭।।

শ্লেষ্মাতক, ত্রিকুটী, লোধ্র, মধুমারক এই সব বস্তুর সমভাগ নিয়ে গরুর মূত্রের সাথে পেষণ করতে হবে। এটি পান করতে হবে এবং এর অঞ্জন লেপনও করতে হবে। এসব করলে সুখ উৎপন্ন হব।।৩৮-৩৯।।

শ্লেষ্মাস্থান অতিক্রম করে আবার বিষ বায়ুস্থানে পৌঁছায়। বায়ুস্থানে বিষ পৌঁছানোর পর তার রূপ কেমন হবে তা আমি এখন বলবো।।৪০।।

ঐ অবস্থায় পেট আধ্যায়মান হয়ে যায় এবং ঐ বক্তি নিজ বন্ধনকেও দেখতে পায় না। এই প্রকার রূপ ঐ বিষ করে দেয় এবং তার দৃষ্টি ভঙ্গও হয়ে যায়।।৪১।।

এতানি যস্য রূপানি তস্য বায়ুগতং বিষম।
তস্যাগতং প্রবক্ষামি যেন সম্পাদ্যতে সুখম্।।৪২।।
শোণামূলং প্রিয়ালং চ রক্তং চ গজপিপ্পলুম্।
ভাঙ্গী বচাং পিপ্পলীং চ দেবদারুং মধুকরম্।।৪৩।।
মধূকসারং সহসিন্দুবারং হিংগুং চ পিষ্টাগুটিকাং চ কুর্যাৎ।
দদ্যাচ্চ তস্যাজনলেপনাদি এ যোহগদঃ সর্পবিষানি হন্যাৎ।।৪৪।।
অঞ্জনং চৈব নস্যং চ ক্ষিপ্রং দদ্যাদ্বিষান্বিতে।
বায়ুস্থানং ততোমুক্তা মজ্জাস্থানং প্রধাবতি।।৪৫।।
বিষে মজ্জাগতে বিপ্র তস্য রূপানি মে শৃনু।
দৃষ্টিশ্চ হীয়তে তস্য ভৃশমংগানি মুঞ্চতি।।৪৬।।
এতানি যস্য রূপানি তস্য মজ্জাগতং বিষম।
তস্যাগদং প্রবক্ষামি যেন সম্পাদ্যতে সুখম্।।৪৭।।

এই লক্ষণ যার প্রকাশ পায় তার বুঝে নেওয়া উচিত যে বিষ বায়ুস্থানে পৌঁছে গেছে। এখন তার ঔষধও বলে দেব যার দ্বারা সুখ উৎপন্ন হবে।।৪২।।

শোনামূল, প্রিয়াল, রক্ত, গজ, পিপ্পলী, ভারঙ্গী, বচ, পীপল, দেবদারু, মধূকক, মধূকসার, সহসিন্ধু, শর এবং হিং এই সবগুলি পেষণ করে গুচিকা তৈরী করতে হবে এবং থেকে হবে এবং এর কাজল লেপনও করতে হবে। এটি এমনই ঔষধ যে সবরকম বিষ হনন করতে পারে।।৪৩-৪৪।।

এর অঞ্জন এবং নস্য বিষান্বিতকে খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া উচিত। ঐ বিষ না হলে বায়ু স্থান ছেড়ে মজ্জায় প্রবেশ করবে।।৪৫।।

হে বিপ্র! বিষ মজ্জাগত হলে যে রূপ প্রকট হয় তা আমার থেকে শোনো। তার দৃষ্টি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক অঙ্গ বিকশ হতে থাকে।।৪৬।।

এই প্রকার লক্ষণ যার দেখা যায় তার বিষ মজ্জাগত হয়েছে বুঝতে হবে। এখন ঐ অবস্থার যে ঔষধ আছে তার বর্ণনা করছি। যা করলে সুখ হবে।।৪৭।।

ঘৃতমধুশর্করান্বিত মুশীরং চন্দনং তথা।
এতাদালোড়্য দাতব্যং পানং নস্যং চ সুব্রত।।৪৮।।
ততঃ প্রণশ্যতে দঃখং ততঃ সম্পাদ্যতে সুখম্।
অথ তস্তিণকৃতে যোগে বিষং তস্য নিবতর্তে।।৪৯।।
মজ্জাস্থানং ততো গত্বা মর্মস্থানং প্রধাবতি।
বিষে তু মম সম্প্রাপ্তে শৃণু রূপং যথা ভবেৎ।।৫০।।
নিশ্চেষ্টঃ পতুতে ভূমৌ কর্ণাভ্যাং বধিরো ভবেৎ।
বারিণা সিচ্চ মাণস্য রোমহযো ন জায়তে।।৫১।।
দন্ডেন হন্য মানস্য দন্ডরাজী ন জায়েত।
শস্ত্রেণচ্ছিমাণস্য রুবিরং ন প্রবতর্তে।।৫২।।
যস্য কর্ণৌ চ পাশ্চে চ হস্তপাদং চ সন্ধয়ঃ।
শিথিলানি ভবন্তীহ স গতাসুরিতি শ্রুতিঃ।।৫৩।।

ঘৃত, মধু, শর্করা দিয়ে যুক্ত উশীর এবং চন্দন মেশাতে হবে। হে সুব্রত! তা পান এবং নস্য রূপেও নিতে হবে।।৪৮।।

এগুলি করলে দুঃখ দূর হয়ে যাবে এবং আবার স্বাস্থ্যসুখ উৎপন্ন হবে। এই প্রকারে এই যোগ করলে পীড়িতের বিষ দূর হয়ে যাবে।।৪৯।।

মজ্জা স্থান থেকে গিয়ে আবার ঐ বিষ মর্মস্থানর দিকে ধাবিত হয়। যখন ঐ মর্মস্থানে পৌঁছায় তখন তার যে দশা হয় তা শ্রবণ করো।।৫০।।

সেই ব্যক্তি চেষ্টাহীন হয়ে ভূমিতে পড়ে যায় এবং কর্ণ বধির হয় যায়। ওই অবস্থায় তার উপর জলের ছিটে দিলেও তার রোমাঞ্চ হয় না ।।৫১।।

যদি তাকে দন্ড দিয়ে আঘাত করা হয় তবে তার শরীরে দন্ডের দাগ পড়ে না, যদি কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত হয় তব তার শরীর থেকে রক্তও পড়ে না।।৫২।।

যদি তার কেশও মুষ্টি করে ধরা হয় তাহলেও তার কোনও অনুভব হবে না। যার কান, পার্শ্বদেশ, হাত, পা এবং সমস্ত সন্ধি শিথিল হয়ে যায় এবং এখানে তাকে মৃত বলে মনে করা হয়।।৫৩।।

এতানি যস্য রূপানি বিপরীতানি গৌতম।
মৃতং তু ন বিজানীয়াৎ কশ্যপস্য বচোযর্থা।।৫৪।।
বৈদ্যাস্তস্য ন পশ্যন্তি যে ভবন্তি কুশিক্ষিতাঃ।
বিচক্ষণাস্তু পশ্যন্তি মন্ত্রৌ সাধকমন্বিতাঃ।।৫৫।।
তস্য গদং প্রবক্ষামি স্বয়ং রুদ্রেণ ভাযিতম্।
ময়ূরর্পিতং মার্জারপিতং গন্ধনাড়ীমূলমেব চ।।৫৬।।
কুক্মুমং তগরং কুষ্ঠং কাসমদত্বচং তথা।
উপলস্য চ কিংজলকং পদ্মস্য কুমুদস্য চ।।৫৭।।
এতানি সমভাগানি গোমূত্রেন তু পেষয়েৎ।
এমোহগদো যস্য হস্তে দষ্টো ন ম্রিয়তে স বৈ।
কালাহিনাপি দষ্টেন ক্ষিপ্রং ভবতি নির্বিষঃ।।৫৮।।
ক্ষিপ্রমেব প্রদাতব্যং মৃতসঞ্জবনৌষধম।
অঞ্জনং চৈব নস্যং চ ক্ষিপ্রং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।।৫৯।।

হে গৌতম! যার এর পুরোপুরি বিপরীত রূপ হয় তাকে মৃত নয় এরূপ বুঝে নিতে হবে কেননা কশ্যপ মুণি এরকমই বলেছেন।।৫৪।।

যে বৈদ্য এই কথা বুঝতে পারে না, সে কুশিক্ষিত, যে বিচক্ষণ বৈদ্য হয় এবং মন্ত্র ও ঔষধ জানে সে এই অবস্থাকে ভালভাবে দেখেন।।৫৫।।

এখন আমি এই দশায় (অবস্থায়) যে ঔষধ আছে তা বলছি। যা কিনা স্বয়ং ভগবান রুদ্র বলেছিলেন।।৫৬।।

ময়ূরের পিত্ত, বেড়ালের পিত্ত, গন্ধনাড়ীর মূল, কুমকুম, তগর, কুষ্ঠ, কাসমর্দের ছাল, পদ্মের এবং কুমুদের কিঞ্জল্ক এই সমস্ত বস্তু সমান ভাগে নিয়ে গোমূত্রের সাথ সবগুলি পেষণ করতে হবে। এই ঔষধ যার হাতে থাকবে সে দষ্ট ব্যক্তিও মারা যাবে না। সে শীঘ্রই বিষহীন হয়ে যাবে।।৫৭-৫৮।।

যে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ আছে তাকে শীঘ্র দিত হবে। এর অঞ্জন এবং নস্যও বিচক্ষণ বৈদ্য তাকে শীঘ্র তাকে দেবেন।।৫৯।।

।। ষষ্ঠীকল্পে কার্ত্তিকষষ্ঠ্যাং স্কন্দপূজা বর্ণনম্।।

ষষ্ঠ্যাং ফলাশনো রাজন্বিশেষাৎকার্ত্তিকে নৃপঃ।
রাজচ্যুতো বিশেষেণ স্বং রাজ্যং লভতেঽচিরাৎ।।১।।
ষষ্ঠী তিথিমহারাজ র্স্বদা স্বকামদা।
উপোষ্যা তু প্রযত্নেণ সর্বকালং জয়ার্থিনা।।২।।
কার্তিকেয়স্য দয়িতা এষা যষ্ঠী মহাতিথিঃ।
দেবসেনাধিপত্যং হি প্রাপ্তং তস্যাং মহাত্মনা।।৩।।
অস্যাংহি শ্রেয়সা মুক্তো যস্মাৎস্কন্দো ভবাগ্রণীঃ।
তস্মাৎষষ্ঠ্যাং নক্তভোজী প্রাপ্নুয়াদীপিসতং সদা।।৪।।
দত্ত্বার্ধ্যং কার্ত্তিকেয়ায় স্থিত্বা বৈ দক্ষিণামুখঃ।
দধ্না ঘৃতোদকেঃ পুষৈপমত্রেণানেন সুব্রত।।৫।।

।। ষষ্ঠীকল্পে কার্তিকষষ্ঠীতে স্কন্দপূজা বর্ণন।।

সুমন্ত ঋষি বললেন -- হে নৃপ! ষষ্ঠী তিথিতে ফলাহারী পুরুষ এবং বিশেষতঃ কার্তিক মাসে ফলাহারী ব্যক্তি যদি নিজ্য রাজ্যচ্যুত হয় তবে যিনি শীঘ্রই রাজ্য ফিরে পাবেন।।১।।

হে মহারাজ! এই ষষ্ঠী তিথি সর্বদা সমস্ত কামনাকে দান করে। যে নিজে জয়ের ইচ্ছা করে তাকে এই সম্পূর্ণ ষষ্ঠী তিথি যত্ন সহকারে উপবাস করা চাই।।২।।

এই ষষ্ঠী মহাতিথি স্বামী কার্তিকেয়ের প্রিয়। এই মহাত্মা দেব এই তিথিতে দেবতাদের সেনার আধিপত্য পান।।৩।।

এই তিথিতে শিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবান স্কন্দ পরমশ্রেয় দ্বারা সমন্বিত হয়। তাই ষষ্ঠী তিথির দিনে একবার রাত্রিতে ভোজনকারী মানুষ সর্বদা নিজ অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।।৪।।

স্বামী কার্তিকেয়কে অর্ঘ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে স্থিত হবে এবং দধি, ঘি, জল এবং ফুল দিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা স্কন্দের সমর্চন করতে হবে।।৫।।

সপ্তর্ষিদারজ স্কন্দ স্বাহ্নপসিসমুদ্ভব।
রুদ্রার্যমাগ্নিজ বিভো গংগাগর্ভ নমোহস্তু তে।
প্রীয়তাং দেবসেনানীঃ সম্পাদয়তু হৃদগতম্।।৬।।
দত্বা বিপ্রায় চাত্মাত্রং যচ্চান্যদপি বিদ্যতে।
পশ্চাদ্‌ভুভ্‌ক্তেৎবসৌ রাত্রৌ ভূমিং কৃত্বা তু ভাজনম্।।৭।।
এবং ষষ্ঠায়াং ব্রতং স্নেহাৎ প্রোক্তাং স্কন্দেন যত্নতঃ।
তন্নিবোধ মহারাজ প্রোচ্যমানং ময়াখিলম্।।৮।।
যষ্ঠায়াং যস্তু ফলাহারো নক্তাহারো ভবিষ্যতি।
শুক্লাকৃষ্ণাস্তু নিয়তো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।।৯।।
তস্য সিদ্ধিং ধৃতিং তুষ্টিং রাজ্যমায়ু নিরাময়ম্।
পারত্রিক্ চৌত্রিকং চ দধ্যাৎ স্কন্দেন সংশয়ঃ।।১০।।

মন্ত্রের স্বরূপ হল – হে সপ্তর্ষিদারজাত! স্কন্দ! হে অগ্নিসমুদ্ভব! হে রুদ্রার্যমাগ্নিজ! হে বিভো! হে গঙ্গাগর্ভ! আপনার জন্য আমার প্রণাম। দেব সেনাধিপতি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।।৬।।

নিজের অন্ন ব্রাহ্মণকে দান করে অন্য যা কিছু আছে তাও দান করে আবার রাত্রিতে ভূমিতে পাত্র রেখে নিজে ভোজন করবে।।৭।।

এই প্রকারে এই ষষ্ঠী তিথিতে যত্নপূর্ব্বক ব্রত স্কন্দ স্নেহের কারণ বলেছেন। হে মহারাজ! আমার দ্বারা সম্পূর্ণ এটি বলা হচ্ছে সেটি আপনি ভালভাবে বুঝে নিন।।৮।।

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে যে এবং রাত্রিতে আহারকারী নিয়ত, সমাহিত এবং ব্রহ্মচর্য ব্রতকারী হয়ে থাকবে।।৯।।

তার সিদ্ধি তুষ্টি, ধৃতি, রাজ্য, আয়ু এবং নিরাময় এই সবগুলি স্কন্দ দেবেন। স্কন্দ তাকে ইহলোক এবং পরলোক দুই-- এই সুখ দেবেন এতে কোনও সংশয় নেই।।১০।।

যো হি নক্তোপবাসঃ স্যাস্য নক্তেন ব্রতী ভবেৎ।
হইবামুত্র সোত্যন্তং লভতে খ্যাতিমুত্তমাম্।
স্বর্গে চ নিয়তং বাসং লভতে নাত্র সংশয়।।১১।।
ইহ চাগত্য কালান্তে যথোক্ত ফলভাগ্য ভবেৎ।
দেবানাসপি বন্দোহসৌ রাজ্ঞা রাজা ভবিষ্যতি।।১২।।
যশ্চাপি শৃণুয়াৎ কল্পাং যষ্ঠায়াং কুরু কুলোদ্বহ।
তস্য সিদ্ধিস্তথা তুষ্টি ধৃতিঃ স্যাৎ খ্যাতিসম্ভবা।।১৩।।

।। ষষ্ঠীকল্পে ব্রাহ্মণ্যবিবেক বর্ণনম্।।

বেদাধ্যানমপ্যেতদ্ ব্রহ্মণ্যং প্রতিপদ্যতে।
বিপ্রবদ্বৈশ্যরাজন্যৌ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ।।১।।
শ্বাদচান্ডালদাসাশ্চ লুব্ধকাভীবরাঃ।
যেন্যেহপি বৃযলাঃ কেচিত্তেপি বেদানবীয়তে।।২।।

যে রাত্রির উপবাস করেন তিনি রাত্রির ব্রতকারী হন, সেই পুরুষ এখানে এবং পরলোকে দুই জায়গায় অত্যন্ত উত্তম খ্যাতি লাভ করেন এবং তার শেষে স্বর্গে নিয়ত নিবাস হয় -- এতে কোনও সংশয় নেই।।১১-১২।।

এই সংসারে এসে তিনি কালান্তে যথোক্ত ফলভোগী হন। এই পুরুষ দেবতাদেরও বন্দনীয় হন এবং রাজাদেরও রাজা হন।হে কুরু কুলোদ্বহ! যে তেও এই ষষ্ঠী কল্প শুনবেন তার খ্যাতিসম্ভূত সিদ্ধি, তুষ্টি, ধৃতি লাভ হবে।।১৩।।

।। ষষ্ঠীকল্পে ব্রাহ্মণ্যবিবেক বর্ণনা।।

এই অধ্যায়ে যষ্ঠাকল্পে ব্রাহ্মণ্য বিবেক বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান্ ব্রহ্মা বললেন, বেদাধ্যায়নের দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। রাবণাদি রাক্ষস, স্বাদ, চন্ডাল, দাস, লুব্ধক, আভীর, ধীবর অন্য কোনো বৃমল বেদাধ্যায়ন করতে পারে। শূদ্র ব্যক্তিবর্গ দেশান্তরে গমন

শূদ্রা দেশান্তরং গত্বা ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়ংশ্রিতাঃ।
ব্যাপারাকারভাষাদ্যৈর্বিপ্রতুল্যৈঃ প্রকল্পিতৈঃ।।৩।।
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
প্রাদ্বহন্তি শুভাং কন্যাং শুদ্ধব্রাহ্মণজাং নরাঃ।।৪।।
অথ বাধীত্য বেদাংস্তু ক্ষত্রবৈশ্যৈস্তু বা নরাঃ।
গৌড় পূর্বাং কৃতামেমুজাতিং বা দক্ষিণাত্যজাম্।।৫।।
অপরিজ্ঞাত শূদ্রত্বাদ্ ব্রাহ্মণ্যং যান্তি কামতঃ।
তস্মান্ন জ্ঞায়তে ভেদো বেদাধ্যায়ক্রিয়াকৃতঃ।।৬।।
শাস্ত্র কারৈস্তথা চোক্তং ন্যায়মার্গানু সারিভিঃ।
তে সাধু মতমাকর্ন্য সন্তঃ সন্তি বিমৎসরাঃ।।৭।।
দত্বা বিপ্রায় চাৎমাত্রং যচ্চান্যদপি বিদ্যতে।
পশ্চাদভুঙক্তেত্বসৌ রাত্রৌ ভূমিং কৃত্বা তু।।৮।।
অধীত্য চতুরো বেদান্যদি বৃত্তে ন তিষ্ঠতি।
ন তেন ক্রিয়তে কার্যং স্ত্রীরত্নেনেব যংঢকঃ।।৯।।

করে বা ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে থেকে ব্রাহ্মণতুল্য ব্যাপার, আকার ও প্রকল্পিত ভাষাদি ব্যবহার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। সমস্ত বেদ বা দুই বেদ বা একটি মাত্র বেদাধ্যায়ন করে শূদ্র মনুষ্য ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারে।।১-৪।।

অনন্তর বেদাধ্যায়ন করে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির মনুষ্য দাক্ষিণাত্যজা বা গৌড় পূর্বাজাতি প্রাপ্ত হয়।।৫।।

শূদ্রত্ব পরিজ্ঞাত না হলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। সুতরাং বেদাধ্যায়ন সমস্ত ভেদ দূরীভূত করে। ন্যায় মার্গী শাস্ত্রবিদ্গণ একথা বলেছেন, তা শ্রবণ করে সন্তপুরুষগণ মাৎসর্য রহিত হয়।।৬-৭।।

ষড়ঙ্গ বেদপাঠ করলে আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র বলে মনে করা হয় না। বেদাধায়ন তো ব্রাহ্মণগণের এক শিলা কলা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ

শিখাপ্রণবসংস্কার সন্ধ্যোপাসন মেখলাঃ।
দন্ডাজিন পবিত্রাদ্যাঃ শূদ্রেস্বপি নিরংকুশাঃ।।১০।।
প্রমঙ্গোপি হি শূদ্রাণাং ন শক্যো বিনিবারিতুম্।
দেবোত্তমত্রয়েণাপি নিবর্ততে নরা স্বয়ম্।।১১।।
তস্মান্নৈতেহপি লক্ষ্যন্তে বিলক্ষনতয়া নৃণাম্।
যজ্ঞোপবীত সংস্কারমেখলা চূলিকাদয়ঃ।।১২।।
আভিচারিক মন্ত্রাদ্যৈ র্দুলভত্বাদিভাযনেঃ।
ব্রাহ্মণস্যৈব শক্তি শ্চেনাস্য বিনিহন্যতে।।১৩।।
তপঃ মত্যাদি মাহাত্ম্যাদ্দৈবতা সময় স্থৃতিঃ।
মন্ত্রশক্তিনৃণামেষাং সর্বেযামপি বিদ্যতে।।১৪।।
বচনং দুর্বচস্যাপি ক্রিয়তে সর্বমানবৈঃ।
শূদ্রব্রাহ্মণয়োস্তস্থাত্রাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।।১৫।।
শাপানুগ্রহকারিত্বং শক্তিভেদো ন বিদ্যতে।
চৌরচাটাদিরাজন্য দুর্জনাভিহতে নৃণাম্।।১৬।।

হল তার চরিত্র। চার বেদ অধ্যয়ন করেও যদি ব্রাহ্মণ চরিত্রবান্ না হয় তাহলে নংপুসক যেমন স্ত্রীরত্ন লাভ করেও যেমন কোনো কার্য করতে পারে না, তেমন তিনি সমস্ত কার্যে হীন হন।।৮-৯।।

শিখা, প্রণব, সংস্কার, সন্ধ্যোপাসনা, মেখলাধারণা, দন্ড, অজিন এবং পবিত্রতা শূদ্রদের মধ্যেও নিরঙ্কুশ হয়। শূদ্রের প্রসঙ্গও বিনিবারিত হয় না। ত্রিদেবোত্তমের দ্বারা মনুষ্য স্বয়ং নিবৃত্ত হয়। তাই যজ্ঞোপবীত সংস্কার ইতাদি মনুষ্যগণের বিলক্ষণতা প্রকাশ করে না। আভিচারিকমন্ত্র ইত্যাদি দুর্লভ ভাষণ যদি কেবল ব্রাহ্মণের শক্তি হয় তা সেই শক্তির হনন কে করবে।।১০-১৩।।

তপ, সত্যাদি মাহাত্ম্য, দেবস্ময়স্তুতি ইত্যাদি তথা মন্ত্রশক্তি এই সকলই মানবগণের রয়েছে।।১৪।।

দুর্বচন ব্যবহারকারী মনুষ্যগণের বঞ্চনও সকল মানুষের দ্বারা হয়। এই কারণে শূদ্র এবং ব্রাহ্মণের ম্যধ্য কোনো প্রকার প্রভেদ নেই। শাপ দেওয়া বা অনুগ্রহ করা সেই শক্তির প্রভেদ হয় না যখন চৌরাচারাদি রাজন্য দুর্জনের দ্বারা কিছু বলে।।১৫-১৬।।

আত্মদুঃ খোদয়পায়ং স্বেযু জন্তুযু রক্ষণম্।
কতুং ন প্রভবেচ্ছদ্রো ব্রাহ্মণ স্তদ্বদেব হি।।১৭।।
মা ভূদ্যগে কলাবেতদ্দেশে চাকার্যকৃদ্ধিজে।
স্যাদন্যদেশকালাদৌ দ্বিজানাতিশায়িনাম্।।১৮।।
শাপানুগ্রহসামর্থ্যমন্যদ্বাধ্যাত্নগোচরম্।
ব্রহ্মাসাধনমেতদ্ধি লিংগং কেচিৎ প্রচক্ষতে।।১৯।।
সংসাররক্তচেতস্কা মোহন্ধিতমসাবৃতাঃ।
পতন্ত্যন মার্গগতেষু প্রত্যাগ্নি শলভা যথা।।২০।।
জাতিধর্মঃ স্বয়ং কিচিদ্বিশেমঃ শ্রুতিসংগমাৎ।
অসিদ্ধঃ শূদ্রজাতীনাং প্রসিদ্ধো বিপ্রজাতিযু।।২১।।
সংস্কারো যোনিসাধ্যো বা সামগ্রী প্রভবোহল বা।
শূদ্রেজ্যোহতিশয়ং বত্তে যঃ সাধারণতাগুণাঃ।।২২।।
বিপ্রাণাং পঞ্চধা ভেদঃ কল্পনীয়স্তু পন্ডিতৈঃ।
ন জাতিজ স্ত্রয়ীজো বা বিশেযো যুক্তিবাধকাৎ।
ক্রমাক্রমক্রিয়াসক্তি ন সনাতন বস্তুনঃ।।২৩।।

আত্ম দুঃখ উদয়ের অপায় এবং নিজ জীব সংরক্ষণ কার্যে শূদ্র হয় না। একইভাবে ব্রাহ্মণও সমর্থ হয় না। এই কলিকালে অকার্যকারী দ্বিজের সেই ক্ষমতা নেই। এতদ্ অতিরিক্ত দেশ-কাল ভেদে অতি শক্তিশালী দ্বিজের এই শক্তি রয়েছে। শাপ দেওয়া বা অনুগ্রহ করা হল মনুষ্যের সামর্থ বা অধ্যাস বিষয়কজ্ঞান। কিন্তু কোনো কোনো বিদ্বান এই ক্ষমতাকে তাদের বিদ্বানত্বের চিহ্ন হিসাবে মনে করে।।১৭-১৯।।

সংসারাসক্ত, যোহান্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি অগ্নির প্রতি পতঙ্গের লাফানোর ন্যায় অসদ্মার্গ গর্তে পতিত হয়। এখানে জাতির ধর্ম শ্রুতি সংযুক্ত কোনো বিশেষ বস্তু, যা শূদ্র জাতির দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কেবল বিপ্রজাতিতেই প্রসিদ্ধ। এখানে সংস্কার যোনিসাধ্য হয় অথবা সামগ্রী থেকে উৎপন্ন হয়, যা সামান্যতঃ শূদ্রগণের থেকে অতি বিশেষ হয়।।২০-২২।।

পন্ডিতগণ বিপ্রের পাঁচপ্রকার ভেদ স্বীকার করেন। যুক্তিবাধক বলে জাতি

নিত্যো ন হেতুবিগত ক্রিয়ত্বাৎ হেতুভবেদ্বেদবিশেষতঃসঃ।
স তৎ সমস্তৎ প্রতিসন্নিধানাৎ কালাত্যয়েক্ষিত্বমযুক্তমেব।।২৪।।
স্বান্তঃ শরীরবৃত্তিস্থঃ শ্রুতিযোগদুদেতি যঃ।
সোনন্যবেদবিজ্ঞাতস্বভাব্যেন গম্যতে।।২৫।।
বিশিষ্টাধীতিধর্মত্বে কৃত্রিমা ব্রহ্মসংগতিঃ।
যস্যাস্ত্যতিশয়স্তস্য নাম্নো না শ্রয়তে যদি।।২৬।।
দৃশ্যস্বভাবং কিমভীষ্টমেতদ্ ব্রাহ্মণ মাহোস্থিদহষ্টরূপম্।
সর্বৈঃ প্রতীয়তে হি দৃশ্যরূপাং জ্ঞান্যথাবদগতিরেব ন স্যাৎ।।২৭।।
সামগ্রয়ভাবাৎপরমং বিশেষং ভূদেব গাত্রস্থমভূমিদেবাঃ।
স্মরন্তি তেনাত্মনি পুণ্যপাপং যথাতথেত্যেতদযুক্ত মুক্তম্।।২৮।।
সামগ্রয়নুষ্ঠানগুণৈঃ সমগ্রা শূদ্রা যতঃ সন্তি সমা দ্বিজান্।
তস্মদ্বিশেষো দ্বিজশূদ্রনাম্নো নাধ্যাত্মিকো বাহ্যনিমিত্তকো বা।।২৯।।

থেকে উৎপন্ন তথা বেদত্রয়ী দ্বারা প্রভূত ভেদ কিছু বিশেষতা প্রদান করে না। সনাতন বস্তুর কোনো ক্রমের বা অক্রমের ক্রিয়া হয় না। বিগত ক্রিয়ার জন্য হেতু নিত্য হয় না। বেদ বিশেষে তা হেতু হয়। সেটি তার প্রতিসন্নিধানবশতঃ তৎতুল্য ও কালাত্যপেক্ষিত্ব অযুক্ত হয়। নিজ অন্তঃকরণ ও শরীর বৃত্তিতে স্থিত যা শ্রুতিমার্গে উদিত হয় তা অনন্য বেদবিজ্ঞান স্বভাব ব্যতীত অজ্ঞাত হয়। বিশেষতাযুক্ত, অধ্যয়নকারীর ধর্ম হয় বলে ব্রহ্ম সঙ্গতি কৃত্রিম হয় যদি তার অতিশয়তা তা যদি অন্য আশ্রয় গ্রহণ না করে।।২৩-২৬।।

ব্রাহ্মণ দৃষ্ট স্বভাবে অভীষ্ট অথবা কোনো অদৃষ্ট স্বভাবে স্বরূপ? সকলের দ্বারা দৃশ্যরূপেই প্রতীতি হয়। তা ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। সামগ্রীর অভাবে ভূদেবের শরীর স্থিত সেই পরম বিশেষ যা অভূমিদেব অর্থাৎ অব্রাহ্মণ তিনি স্মরণ করেন। এতে আত্মাতে যথা তথা পুণ্য-পাপ-অকথিতব্য।।২৭-২৮।।

অনুষ্ঠানগুণের দ্বারা যে সামগ্রী তা যাতে সম্পূর্ণ সেই শূদ্র দ্বিজ সমতুল্য। এই কারণে দ্বিজ এবং শূদ্র নামে যা কিছু বিশেষ তা আধ্যাত্মিক নয় বা বাহ্যনিমিত্তও নয়। সংস্কারের দ্বারা যদি তা অতিশয় হয় তাহলে সকল সংস্কৃত

সংস্কারতঃ সোঽতিশায়ো যদি স্যাৎসর্বস্য পুংসোস্ত্যতি সংস্কৃতস্য।
যঃ সংস্কৃতো বিপ্রগণ প্রধানো ব্যাসাদিকৈস্তেন ন তস্যসাম্যম্।।৩০।।
হেতুত্বং ঘটতে নৈষাং জাত্যদীনাম্ সম্ভবাৎ।
জাতের কৃতকত্বাচ্চ অধীতে ন বিশেষতঃ।।৩১।।
সংস্কারতিশয়াভাদন্তরস্যাগতে পরৈঃ।
ভৌতিকত্বাচ্ছদীরত্য সমস্তানমসংহতৈঃ।।৩২।।
কিং চান্যনাস্তিকম্লেচ্ছযবনাদিজনেষ্বেলম্।
বেদোদিত বহির্দুষ্টচরিতেষু দুরাত্মসু।।৩৩।।
ধর্মাদতিশয়ো দৃষ্টঃ কূরসাহসিকাদিষু।
তস্মাদবিপ্রেষু জাত্যাদি সামগ্রী প্রভবো ন সঃ।।৩৪।।
তস্মান্ন চ বিভেদোস্তি ন বহির্নান্তরাত্মনি।
ন সুখাদৌ ন চৈশ্চর্যে নাভয়েস্বপি।।৩৫।।
ন বীমে নাকৃতৌ নাক্ষে ন ব্যাপারে ন চায়ুষি।
নাঙ্গে পুষ্টে ন দৌবল্য ন স্থৈর্যে নাপি চাপলে।।৩৬।।
ন প্রজ্ঞায়াং ন বৈরাগ্য ন ধর্মে ন পরাক্রমে।
ন ত্রিবর্গে ন নৈপুন্য ন রূপাদৌ ন ভেষজে।।৩৭।।

মনুষ্যেরই হবে। প্রধান সংস্কৃত বিপ্রগণ ব্যাসাদির দ্বারা তার সাম্য হয় না।।২৯-৩০।।

জাত্যাদি অসম্ভব বলে এর হেতুত্ব ঘটে না এবং জাতির অকৃতক বলে বিশেষরূপে অধ্যয়ন করে না। সংস্কারের অতিশয় অভাবের জন্য অপরের থেকে অন্তর হওয়ার জন্য অসংহতো থেকে সমস্ত শরীর ভৌতিক হওয়ার জন্য অন্য নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, যবনাদিতে সমাপ্ত হয়? ।।৩১-৩৩।।

বেদে বলা হয়েছে - ধর্মরহিত, দুষ্ট চরিত্র দুরাত্মা ক্রুর এদের দ্বারা বিপ্রগণের মধ্যে জাত্যাদি সামগ্রী থেকে উৎপন্ন হয় না। এর কোনো বিভেদ নেই।।৩৪-৩৫।।

বীর্য, আকৃতি, ব্যাপার, অক্ষ, আয়ু, অঙ্গ, পুষ্টি, দুর্বলতা, স্থিরতা, চপলতা, প্রজ্ঞা, বৈরাগ্য, ধর্ম, পরাক্রম, ত্রিবর্গ, নৈপুণ্য রূপাদি ভেষক, স্ত্রীগর্ভ, গমষ,

ন স্ত্রীগর্ভেন গমনে ন দেহমল সংপ্লবে।
নাস্তিরন্ধ্রেন চ প্রেম্নি ন প্রমানে ন লোমসু।।৩৮।।
শূদ্র ব্রাহ্মণয়োভেদো মৃগ্যমাণোহপি যত্নতঃ।
নক্ষতে সর্বধমেযু সমহতি স্ত্রিদশৈরপি।।৩৯।।
উক্তমাত্রা বিসম্ভূতিবিচারক্রমকারিভিঃ।
বৃদ্ধবৃন্দারকাধীশে প্রধৃষ্য মিদং বচঃ।।৪০।।
ন ব্রহ্মণাশ্চন্দ্র মরীচিশুভ্রা ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপূষ্পবর্ণাঃ।
ন চেহ্ বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ শূদ্রা ন চাংগার সমান বর্ণাঃ।।৪১।।
পাদপ্রচারৈস্তনুবর্ণকেশৈঃ সুখেন দুঃখেন চ শোনিতেন।
ত্বঙমাংসমেদোস্থিরসৈঃ সমানশ্চতুষ্পভেদা হি কথং ভবন্তি।।৪২।।
বর্ণপ্রমাণাকৃতি গর্ভবাস বাগ্বু দ্ধিকমেন্দ্রিয়জীতেযু।
বলত্রিবর্গামভেযজেযু ন বিদ্যতে জাতিকৃতো বিশেযঃ।।৪৩।।
স এক এবাত্র পতিঃ প্রজানাং কথং পুনজাতিকৃত প্রভেদঃ।
প্রমাণ হৃষ্টান্তনয়প্রবাদৈঃ পরীক্ষ্যমানো বিখত্বমেতি।৪৪

দেহ, মল,মংপ্লব, স্ত্রীরত্ন, প্রেম, প্রমাণ ইত্যাদিতে কোনো ভেদ হয়না। এই সকল ধর্মে দেখা যায় না।।৩৬-৩৯।।

বিচার ক্রমকারী উক্তমাত্রা বিসম্ভূতি হয়। বৃদ্ধ দেবাবীশের দ্বারা এই বচন অপ্রধয্য হয়। ব্রাহ্মণ চন্দ্রমা কিরণের ন্যায় শুভ্র হয় না এবং ক্ষত্রিয় ঢাকা পুষ্পের ন্যায় লালবর্ণের হয়না। বৈশ্য হরিতালের ন্যায় পীতবর্ণ হয়না এবং শূদ্র অঙ্গারের ন্যায় হয়না। পাদের প্রচার, শরীর বর্ণ, কেশ, সুখ-দুঃখ তথা রক্ত, ত্বক, মাংস, অস্থিত দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র- এই চার বর্ণের সমানতা রয়েছে। পুনরায় প্রভেদ কি করে সম্ভব।।৪০-৪২।।

বর্গ, প্রমাণ, আকৃতি, গর্ভবাস, বাণী, বুদ্ধি, কার্য, ইন্দ্রিয় এবং জীবন, তথাবল, ত্রিবর্গ, অভয়, ভেষজ ইত্যাদি দ্বারা চার বর্ণের ভেদ হয় না। সংসারে চারবর্ণের প্রভু একজনই, তবু প্রভেদ কি প্রকারে হয়। প্রমাণ দৃষ্টান্ত ও নয় প্রভেদ দ্বারা পরীক্ষা করে বিভ্রাটত্ব প্রাপ্ত হয়। একই পিতার চারপুত্র, তাদের সকলের একই জাতি। তাই এদের কোনো প্রভেদ নেই। উদুম্বর, আদি বৃক্ষের

চত্বার একস্যাপিতু সুতাশ্চ তেমাং সুতানাং খুল জাতিরেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এবপিতৈকভাবান্ন চ জাতিভেদঃ।।৪৫।।
ফলান্যথোদুম্বর বৃক্ষজাতের্য সাগ্র মধ্যান্ত ভবানি যানি।
বর্গাকৃতি স্পশরসৈঃ সমানি তথৈকতো জাতিরতি প্রচিন্যা।।৪৬।।
যে কৌশিকাঃ কাশ্যপগৌতমাশ্চ কৌন্ডিণ্যমান্ডব্য বশিষ্ঠগোত্রাঃ।
আত্রেয় কৌৎসাংগিরস সগর্গা মৌদগল্যকাত্যায় নভার্গবাশ্চ।।৪৭।।
গোত্রানি নানাবিধজাতয়শ্চ ভ্রাতৃস্নুমৈথুন পুত্রভাবাঃ।
বৈবাহিকং কর্মন বর্ণভেদাঃ সর্বানি শিল্পানি ভবন্তি তেষাম্।।৪৮।।
মে চান্যে পন্ডিতাঃ প্রাহদেহব্রাহ্মণতাং নরাঃ।
তেমাং দুর্দৃষ্টিতিমিপনীয়ানুকম্প্য চ।।৪৯।।
ন্যায়াজ্ঞণৌমধৈর্দিব্যৈঃ পরিণাম সুখাবহৈঃ।
উপনীতৈঃ প্রমত্নেন সুদৃষ্টিং সংবিদদ্মহে।।৫০।।
মূর্তিমত্ত্বাচ্চ নাশিত্বং নাশিত্বাচ্ছেষভূতবৎ।
দেহ্যধারনিবিষ্টানাং ব্রাহ্মণ্যং ন প্রকল্পতে।।৫১।।
একৈকোবয়বস্তেষাং ন ব্রাহ্মণ্যং সমশ্নুতে।
ন চানেক সমূহেপি সর্বথাতিপ্রসংগতঃ।।৫২।।

আদি, মধ্য অন্তে যে ফল হয় তা সমানই হয়। তাদের বর্ণ, আকৃতি, স্পর্শ একই হয়। সুতরাং ভিন্ন জাতির কথা চিন্তার বিষয়। কৌশিক, কাশ্যপ, গৌতম, কৌন্ডিন্য, মান্ডপ্য, বশিষ্ট, আত্রেয়, যৌদগল্য, কাত্যায়ণ, ভার্গব ইত্যাদি গোত্র ভেদে জাতি বহুপ্রকার। অনেক প্রকার জাতি ভ্রাতৃ ঔরসজাত। বিবাহ কার্য দ্বারা জাতিভেদ হয়না। তা একপ্রকার শিল্প।।৪৩-৪৯।।

অন্য পন্ডিত মনুষ্য দেহকে ব্রাহ্মণ বলেন তাদের অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে জ্ঞান আমি প্রদান করব। দেহের আধারকে ব্রাহ্মণ বলে না। পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নির পরিণামে কোনো বিশেষ ভাব হয় না বলে সমস্ত প্রাণীদেহে ব্রাহ্মণত্ব থাকতে পারে। তত্ব না জানলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অত্যন্ত প্রযত্নের সাথে ব্রাহ্মণত্ব জানতে হয়। যদি তোমরা এই দেহকে ব্রাহ্মণ বলে

পৃথিব্যুদকবায়বঅগ্নি পরিণামাবিশেষতঃ।
দেহতঃ সর্বভূতানাং ব্রাহ্মণত্ব প্রসংগতঃ।।৫৩।।

।। সপ্তমী কল্প ব্রত।।

সপ্তম্যাং সোপবাসস্তু রাত্রৌ ভূঞ্জীত যো নরঃ।
কৃত্বোপবাসং যষ্ঠয়াং তু পঞ্চম্যামেক কালভুক্।।১।।
দত্ত্বা সুসংস্কৃতং শাকং ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সমন্বিতম্।
দেবায় ব্রহ্মণেভ্যশ্চ রাত্রৌ ভূঞ্জীত বাগ্যতঃ।।২।।
যাবজ্জীবং নরঃ কশ্চিদ্ ব্রতমেতচ্চরেদিতি।
তস্য শ্রীর্বিজয়শ্চৈব ত্রিবর্গশ্চাপি বর্ধতে।।৩।।
মৃতশ্চ স্বর্গমায়াতি বিমান বরমাস্থিতঃ।
সূর্যলোকে স রমতে মন্বন্তরগণান্ বহূন্।
ইহ চাগত্য কালান্তে নৃপঃ শান্তিসমন্বিতঃ।।৪।।

জান তাহলে চন্ডাল, শূদ্র প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ বলা হোতে পারে।

এই দেহগুণ বিশিষ্ট নাশশীল ভষ্মরাজি। তাই ব্রাহ্মণ দেহাত্মক হয়না। কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে হয়।।৫০-৫৩।।

।। সপ্তমী কল্পব্রত।।

এই অধ্যায়ে সপ্তমীকল্পের ব্রতাপবাসের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমে পঞ্চমী তিথিতে একবার ভোজন করে ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসপূর্বক সপ্তমী তিথিতে রাত্রে যিনি ভোজন করেন, ভক্ষ্য এবং ভোজ্য শাক সংস্কার পূর্বক দেবতাও ব্রাহ্মণগণতে দান করে রাত্রে মৌন হয়ে ভোজন করেন এবং জীবৎকাল পর্যন্ত এই ব্রত পালন করেন, তিনি 'শ্রী' বিজয় প্রাপ্ত হন এবং ত্রিবর্গকে বর্ধিত করেন।।১-৩।।

ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ বিমান আরোহন করে স্বর্গলোকে গমন করেন এবং বহু মন্বন্তর পর্যন্ত সূর্যলোকে রমণ করতে থাকেন। সেই ব্যক্তি ভূমন্ডলে আগমন করলে তখন কালান্তে রাজ সিংহাসন লাভ করে শান্তিতে কালাতিপাত করতে থাকেন।।৪।।

পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃত্য দাতা স্যান্নৃপতিশ্চিরম্।
ভুনক্তি হি ধরাং রাজন্বিগ্রহৈশ্চাজিতঃ পরঃ।।৫।।
যে নরা রাজ শার্দুল শাকাহারেন সপ্তমীম্।
উপোষ্য লব্ধং তত্তীথং পিত্র্যং বৈ রাজসংজ্ঞিকম্।।৬।।
কুরুণা তব পূর্বেণ শ্যাকাহারেন সপ্তমীম্ ।
ধর্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং কৃতং তস্য বিবস্বতা।।৭।।
সপ্তমী নবমী ষষ্ঠী তৃতীয়া পঞ্চমী নৃপ।
কামদাস্তিথয়ো হ্যেতা ইহৈব নরযোষিতাম্।।৮।।
সপ্তমী মাঘমাসে তু নবম্যাশ্চযুজেমতা।
যষ্ঠীভাদ্রপদে ধন্যা বৈশাখে তু তৃতীয়িকা।।৯।।
পুণ্যা ভাদ্রপদে প্রোক্তা পঞ্চমী নাগপঞ্চমী।
ইত্যেতাস্তেষু মাসেষু বিশেযাত্তিথয়ঃ স্মৃতা।।১০।।

পুত্র পৌত্রাদি পরিবৃত্ত হয়ে সেই নৃপতি চিরকাল পর্যন্ত দান ধর্ম করে জীবন যাপন করেন। হ রাজন, তিনি শত্রুগণের অজেয় হয়ে বহুকাল পৃথিবীর সুখপূর্ণ উপভোগ করেন।।৫।।

হে রাজশার্দুল – যে মানব শাকাহার দ্বারা সপ্তমী তিথিতে উপবাস করেন, তিনি রাজসংজ্ঞারূপ পিতৃতীর্থ প্রাপ্ত হন।।৬।।

রাজন, তোমার পূর্বে রাজাকুরু শাকাহার পূর্বক সপ্তমী তিথিতে উপবাস ব্রত পালন করে বিবস্বানের দ্বারা কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র করেছিলেন।।৭।।

হে নৃপ, সপ্তমী, নবমী, ষষ্ঠী, তৃতীয়া ও পঞ্চমী তিথি কামনা প্রদানকারী। এই ভূমন্ডলেই এই সকল তিথিগুলি পুরুষ তথা স্ত্রীগণের মনোকামনা পূর্ণ করে।।৮।।

এই তিথিগুলি বিভিন্ন মাসে কিছু বিশেষতাযুক্ত হয়। যেমন -- মাঘমাসের সপ্তমী, আশ্বিন মাসের নবমী, ভাদ্র মাসের ষষ্ঠী, বৈশাখ মাসের তৃতীয়া এছাড়া ভাদ্রমাসের নাগপঞ্চমী একটি পরমপুণ্যা পঞ্চমী তিথি রূপে কথিত। এই প্রকারে বিভিন্নমাসের বিভিন্ন বিশেষ তিথিগুলি সম্পর্কে বলা হল।।৯-১০।।

শাকং সুসংস্কৃতং কৃত্বা যশ্চ ভক্ত্যা সমন্বিতঃ।
কার্তিকে শুক্লপক্ষস্য পশ্চাদ্ ভুঙক্তে নিশিব্রতী।।১১।।
কার্তিকে শুক্লপক্ষস্য গ্রাহ্যেয়ং কুরুনন্দন।
চতুর্ভি বাপি মাসেস্ত পারণং প্রথমং স্মৃতম্।।১২।।
আগস্ত্যকুসুমৈশ্চাত্র পূজা কার্যা বিভাবসৌঃ।
বিলেপনং কুমকুমং তু ধূপশ্চৈবাপরাজিতৈঃ।।১৩।।
স্নানং চ পঞ্চগব্যেন তমেব প্রাশয়েত্ততঃ।
নৈব্যেদং পায়সং চাত্র দেবদেবস্য কীর্তিতম্।।১৪।।
তদেব দেয়ং বিপ্রাণাং শাকং ভক্ষ্যযথাত্মনা।
শুভশাকসমাযুক্তং ভক্ষ্যপেয় সমন্বিতম্।।১৫।।
দ্বিতীয়ে পারনে রাজঞ্ছুভগন্ধানি যানি বৈ।
পুষ্পানি তানি দেবস্য তথা শ্বেতং চ চন্দনম্।।১৬।।

যে ব্রতী শাককে সুসংস্কৃত করে প্রথমে ব্রাহ্মণকে দান করে পরে নিজে রাত্রে ভোজন করেন তিনি পুণ্যলাভ করেন।।১১।।

হে কুরুনন্দন, কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত। পূর্বোক্ত চারমাসের মধ্যে পারন হল প্রথম।।১২।।

কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমায় বকফুল দ্বারা সূর্যের পূজা করতে হয়। কুঙ্কুমের বিলেপন ও অপরাজিত ধূপ দ্বারা পূজা করতে হয়।।১৩।।

পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করিয়ে পুনরায় তা ভক্ষণ করতে হয় এবং দেবদেবকে নৈবেদ্য পায়সান্ন নিবেদন করতে হয়।।১৪।।

ঐ শাক ব্রাহ্মণকে দান করে নিজে গ্রহণ করবে। শুভ শাকের সংগে ভক্ষ্য বং পেয়ও দান করতে হয়।।১৫।।

হে রাজন, দ্বিতীয় পারণে সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট পুষ্প শ্বেতচন্দন দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত করতে হয়।।১৬।।

অগুরুশ্চাপি ধূপোহত্র নৈবেদ্যং গুড়পূপকাঃ।
স্নানং কুশোদকেনাত্র প্রাশনং গোময়স্য তু।।১৭।।
তৃতীয়ে করবীরানি তথা রক্তং চ চন্দনম্।
ধূপানাং গুগ্গুলাশ্চাত্র প্রিয়োদেবস্য সর্বদা।।১৮।।
ইত্যেযা সপ্তমী পূন্যা শাকাহ্বাগোপতেঃ সদা।
যামুগোম্য নরো ভক্ত্যা ভাগ্যবানশ্চ প্রজায়তে।।১৯।।

।। সপ্তমীকল্পবর্ণনে কৃষ্ণসাম্বসংবাদঃ।।

বিস্তারাদ্বদ বিপ্রেন্দ্র সপ্তমীকল্পমুত্তমম্।
মহাভাগ্যং চ দেবস্য ভাস্করস্য মহাত্মনঃ।।১।।
অত্রৈবাহুমহাত্মানঃ সংবাদং পুন্যমুত্তমম্।
কৃষ্ণেন সহ সত্ত্বেন স্বপুত্রেন মহীপতে।।২।।

দেবতাকে অগুরু দ্বারা নির্মিত ধূপ এবং গুড়ের পিষ্টক নৈবেদ্য নিবেদন করবে। এছাড়া কুশোদক দ্বারা স্নান করিয়ে গোময় প্রাশন করবে।।১৭।।

তৃতীয়পারণে করবীপুষ্পে রক্তচন্দন দিয়ে নিবেদন করা উচিত, গুগ্‌গুলের ধূপ দেবতার অত্যন্ত প্রিয়।।১৮।।

এই সপ্তমী তিথি মহাপুণ্য তিথি। এই তিথি গোপতি (শিব) সদাশাক নামে পূজিত হন। এই তিথিতে মনুষ্য ভক্তিপূর্বক ব্রতোপবাস করলে অত্যন্ত ভাগ্যবান হন।।১৯।।

।। সপ্তমীকল্প বর্ণনে কৃষ্ণসাম্ব সংবাদ।।

এই অধ্যায়ে সপ্তমী কল্পবর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ ও সাম্বের সংবাদ, রুদ্র এবং ব্রহ্মার সংবাদ, তথা আদিত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।।

রাজা শতানীক বললেন, হে বিপ্রেন্দ্র, আপনি এই পরম শ্রেষ্ঠ সপ্তমী কল্পের সবিস্তার বর্ণনা দিন এবং মহাত্মা ভাস্কর দেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।।১।।

মহর্ষি সুমন্ত বললেন, এই বিষয়ে মহাত্মাগণ একটি অত্যুত্তম সংবাদের অবতারণা করে থাকেন। হে মহীপতে, সেই সংবাদ হল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংগে তার পুত্র সাম্বের কথোপকথন।।২।।

ভক্ত্যা প্রণম্য বিধিবদ্বাসুদেবং জগদ গুরুম্।
ইহামুত্র হিতং শাম্বঃ প্র পচ্ছ জ্ঞানমুত্তমম্।।৩।।
জাতো জন্তুঃ কথং দুঃখৈর্জন্ননীহ ন বাধ্যতে।
প্রাপ্নোতি বিবিধান্ কামান্ কথং চ মধূসূদন।।৪।।
পরত্র স্বর্গমাপ্নোতি সুখানি বিবিধানি চ।
অনুভূয়োচিতং কলং কথং মুক্তিমবাপ্নুতে।।৫।।
দৃষ্টেবং মম নির্বেদো জাতো ব্যাধিজনার্দন।
দৃষ্টবমং জীবিতাশাপি রোচতে ন হি মে ক্ষনম্।।৬।।
কিং ত্বেবমকৃতার্থোহস্মি যন্মে প্রাণা ন যান্তি হি।
সংসারে ন পতিয্যামি জরাব্যাধি সমন্বিতে।।৭।।
যেনোপায়েন তন্মেহদ্য প্রসাদং কুরু সুব্রত।
আবিধ্যাবিধিনির্মূক্তো যথাহং তথা বদ।।৮।।

একবার সাম্ব জগৎগুরু বাসুদেবকে যথাবিধি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করে ইহলোক এবং পরলোকের বিষয়ে উত্তম জ্ঞান জিজ্ঞাসা করেছিলেন।।৩।।

হে মধুসূদন, ইহজগতে জাত মানব কি প্রকারে দুঃখ দ্বারা পীড়িত হয়না এবং কোন্ রীতিতে মানব তার সমস্ত কামনা পূরণ করেন। কি প্রকারে পরকালে স্বর্গলাভ কবে বিবিধ প্রকার সুখানুভূতি লাভ করেন।।এছাড়া উচিত সময় পর্যন্ত সকল প্রকার আনন্দানুভব করে কি প্রকারে দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।৪-৫।।

হে জনার্দন, জগতের এই প্রকার রূপ দেখে আমার বৈরাগ্য জন্মাচ্ছে এবং ব্যাধি উৎপন্ন হচ্ছে। জাগতিক এই দুঃখ দেখে ক্ষণকাল মাত্রও জীবন-ধারণের ইচ্ছা উৎপন্ন হচ্ছেনা।।৬।।

আমি প্রাণত্যাগে অকৃতার্থ। এই জরা এবং ব্যাধিযুক্ত সংসার বন্ধনে াামি আবদ্ধ হতে চাই না।।৭।।

হে সুব্রত, এর থেকে পরিত্রাণের যে সকল উপায় আছে তা প্রসন্নতাপূর্বক আমাকে বলুন, যার দ্বারা আমি মানসিক ব্যথা ও ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারি।।৮।।

দেবতায়াঃ প্রসাদোহন্যঃ সর্বস্য পরমো মতঃ।
উপায়ঃ শাশ্বতো নিত্য ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।।৯।।
অনুমানাগমাদ্যেশ্চ সম্যগুৎপাদিতাময়া।
কদাচিদন্যথা কর্তুং ধীয়তে কেনচিৎ ক্বচিৎ।।১০।।
প্রাসাদো জায়তে তস্য সম্যগারাধনক্রিয়া।
যদা তাং চ সমুদ্দিশ্য কৃত্বা তদ্বেদিনা তথা।।১১।।
বিশিষ্টা দেবতা সম্যগ বিশিষ্টনৈব দেহিনা।
আরাধিতা বিশিষ্টং চ দদাতি ফলমীহিতম্।।১২।।
অস্তিত্বে ন চ সন্দেহঃ কেষাং চিদ্দেবতাং প্রতি।
নাস্তীতি নিশ্চয়োহন্যেষাং বিশিষ্টাস্ত্বং কথাঃ কুরু।।১৩
সিদ্ধং তু দেবতাস্তিত্বমাগমেযু বহুঠথ।
প্রমাণমাগমো যস্য তস্যাস্তিত্বং চ বিদ্যতে।।১৪।।

ভগবান বাসুদেব বললেন, দেবতার অনুগ্রহ অন্য সকল কিছু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেটাই একমাত্র শাশ্বত -- এই বিষয়ে আমি নির্শ্চিত।।৯।।

অনুমান এবং আগম (বেদাদিশাস্ত্র) দ্বারা আমি তা সম্যক্ উৎপন্ন করেছি। কোনো ব্যক্তি কোনো সময়ে আবার এর অন্যথা বলে থাকেন।।১০।।

দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা করলেই তাঁর প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভ করা যায়। তখন তাঁর উদ্দেশ্য করে আরাধনা ক্রিয়ার মাধ্যমে কৃপাপ্রার্থী তাকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হন।।১১।।

কোনো এক বিশিষ্ট দেবতা বিশেষতাপূর্ণ মানবের দ্বারা সম্যক্ রূপে যখন আরাধিত হন, তখন সেই দেবতা অভীষ্ট ফল প্রদান করে থাকেন।।১২।।

সাম্ব বললেন, কিছু ব্যক্তি দেবতার অস্তিত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহ এবং কেউ কেউ দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ বলুন।।১৩।।

ভগবান বাসুদেব বললেন, আগমে(বেদাদিশাস্ত্র) দেবতার অস্তিত্ব বহুবার প্রমাণিত। আগম যার প্রমাণ তার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান।।১৪।।

অনুমানেন বাপ্যদ্য তদস্তিত্বং প্রসাধ্যতে।
প্রমাণ মস্তি যস্যেদং সিদ্ধা যস্যেহ চাস্তিতা।।১৫।।
প্রত্যক্ষেণাপি চাস্তিত্বং দেবতায়াং প্রসাধ্যতে।
তচ্চাবশ্যং প্রমাণং চ দৃষ্টং সর্বশরীরিণম্।।১৬।।
যদি নামা বিবিক্তাস্তু তির্যগ্যোনির্গতা অপি।
নোৎপদ্যতে তথা হ্যস্তিব্যহারো যথা স্থিতঃ।।১৭।।
প্রত্যেক্ষেনোপলভ্যন্তে সম্যগবৈ যদি দেবতাঃ।
অনুমানাগমাভ্যাং চ তদর্থং ন প্রয়োজনম্।।১৮।।
প্রত্যক্ষেনোপলভ্যন্তে ন সর্বা দেবতা ক্বচিৎ।
অনুমাগমগম্যা সন্তি চান্যাঃ সহস্রশঃ।১৯।।
যা চাক্ষগোচরা কাচিদ্বিশিষ্টেফলপ্রদা।
তামেবাদৌ মমাচক্ষ্ব কথয়িয্যস্যথাপরম।।২০।।

অনুমান দ্বারাও দেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অনুমান যদি প্রমাণ হয়, তাহলে দেবতারও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।।১৫।।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও দেবতার অস্তিত্ব প্রসাধিত হয়। যা সমস্ত শরীরধারীর দৃষ্ট তা অবশ্যই প্রমাণ।।১৬।।

বিবিক্ত ব্যক্তি ও তির্যগ্ যোনির প্রাণীরও অস্তিত্ব ব্যবহার অন্যরূপ উৎপন্ন হয়।।১৭।।

সাম্ব বললেন, যদি দেবতা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সঠিকভাবে উপলব্ধ হন, তাহলে তাঁর অস্তিত্বের দৃঢ়তা নিয়ে অনুমান এবং আগমের কোনো প্রয়াজন নেই।।১৮।।

ভগবান বাসুদেব বললেন, সকল দেবতা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হন না। অন্য সহস্র দেবতা অনুমান ও আগমের দ্বারা সিদ্ধ হন।।১৯।।

সাম্ব বললেন, যে সকল দেবতা নেত্রগোচর এবং বিশিষ্ট অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, প্রথমে তাদের বিষয়ে কৃপাপূর্বক কিছু বলুন। অনন্তর অন্য দেবতাদের বিষয়ে বর্ণনা করবেন।।২০।।

প্রত্যক্ষং দেবতা সূর্যা জগচ্চক্ষুদিবাকরম্।
তস্মাদভ্যধিকা কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী।।২১।।
যস্মাদিদং জগজ্জতং লয়ং যাস্যতি যত্র চ।
কৃতাদিলক্ষণঃ কালঃ স্মৃতঃ সাক্ষাদ্দিবাকরঃ।।২২।।
গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ।
আদিত্যাবসবো রুদ্রাঅশ্বিনৌ বায়ুবোহনলঃ।।২৩।।
শক্রঃ প্রজাপতি সর্বে ভূভুবঃ স্বস্তথৈব চ।
লোকাঃ সর্বে নগা নাগাঃ সরিতঃ সাগরাস্তথা।
ভূতগ্রামস্য সর্বস্য স্বয়ং হেতুদিবাকরঃ।।২৪।।
অস্যেচ্ছয়া জগৎসর্বমুৎপন্নং সচরাচরম্।
স্থিতং প্রবর্ততে চৈব স্বার্থ চানুপ্রবর্ততে।।২৫।।
প্রসাদাদস্য লোকোহয়ং চেষ্টমানঃ প্রদৃশ্যতে।
অস্মিন্নভ্যুদিতে সর্বমুদ্দেস্তমিতে সতি।
অস্তং যাতীত্যদৃশ্যেন কিমেতৎ কথ্যতে ময়া।।২৬।।

ভগবান বাসুদেব বললেন, প্রত্যক্ষ দেবতা হলেন সূর্য, যিনি এই জগতের নেত্র এবং দিন সৃজনকারী। তাঁর থেকে অধিক শাশ্বত কোনো দেবতা নেই।।২১।।

সেই সূর্যদেব থেকে জগৎ উৎপন্ন হয় এবং তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। কৃতাদিলক্ষণ (সত্যযুগাদি) কালও স্বয়ং দিবাকর।।২২।।

গ্রহনক্ষত্রসমূহ, যোগ, রাশি, করণ, আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি সমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত্যে ও পাতাল লোক, নদী, সর্প, পর্বত সমূহ, সকল সমুদ্ররাশি এবং ভূত সকল -- এই সকলের হেতু হল কেবল মাত্র দিবাকর।।২৩-২৪।।

তাঁর ইচ্ছাতে এই স্থাবর ব্যঙ্গমাত্মক, জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁর ইচ্ছাতেই জগৎ স্থির হয় এবং নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাঁর ইচ্ছাতেই।।২৫।।

সূর্যদেবের অনুগ্রহেই লোকে চেষ্টাশীল হয়। তাঁর উদয়ের সঙ্গে জগৎ

তস্মাদতঃ পরংনাস্তি ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যে বৈ বেদেষু সর্বেষু পরমাত্মেতি গীয়তে।।২৭।।
ইতিহাসপুরানেষু অন্তরাত্মেতি গীয়তে।
ব্রাহ্যাত্নে তিসুযুন্নাস্থঃ স্বপ্রস্থো জাগ্রতঃ স্থিতঃ।।২৮।।
অস্তং যাতীত্যদৃষ্টেন কিমেতৎ কথ্যতে ময়া।
তস্মাদতঃ পরং নাস্তি ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।।২৯।।
যত্র বাহ ইতিখ্যাতঃ প্রেরকঃ সর্বদেহিনাম্।
নানেন রহিতং কিঞ্চিদভূতমস্তি চরাচরম্।।৩০।।
যো বৈদৈবেদবিদ্ভিশ্চ বিস্তরেনোহ শক্যতে।
বক্তুং বর্ষশতৈণাসৌ শক্যঃ সংক্ষেপতো ময়া।।৩১।।
তস্মাদ্গুণকরঃ খ্যাতঃ র্স্বত্রায়ং দিবাকরঃ।
সবৈশঃ স্বকর্তায়ং সর্বভর্তায় মব্যয়ঃ।।৩২।।

উদিত হয় এবং তিনি অস্তাচলে গেলে জগতও অস্তাচলে যায়। সুতরাং তারপর আর কেউ নেই, পূর্বে কেউ ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন না। তাই তাঁকে বেদে "পরমাত্মা" বলা হয়েছে।।২৬-২৭।।

ইতিহাস এবং পুরাণে তাঁকে 'অন্তরাত্মা' বলা হয়েছে। সেই বাহ্য আত্মা সুযুন্নাস্থ, স্বপ্নস্থ এবং জাগ্রত অবস্থায় থাকেন।।২৮।।

তিনি যখন অদৃষ্ট হন তখন তিনি অস্তাচলে চলে যান -- এটাই আমার অভিমত। তত্তুল্য দেবতা পূর্বে ছিলনা, ভবিষ্যতেও হবে না।।২৯।।

সূর্যদেব পৃথিবীলোকে 'বাহ' নামে পরিচিত এবং তিনি দেহধারী সকলের প্রেরণা। এই চরাচরে সূর্যদেব রহিত কিছু নেই; সমস্ত চরাচর তাঁকে অবলম্বন করেই বর্তমান।।৩০।।

তিনি সমগ্র বেদ এবং বেদজ্ঞ মণীষীগণের দ্বারা সবিস্তারে শতবর্ষ যাবৎ বর্ণন যোগ্য নন এবং আমার দ্বারাও সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়।।৩১।।

এই কারণে দিবাকর সূর্যদেব সর্বগুণাকর নামে খ্যাত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের কর্তা, সকলের ভর্তা এবং অব্যয়।।৩২।।

জাতা মৎস্যাদয় সয্যগগতিমন্তো মহেশ্বরাৎ।
মন্ডলব্যতিরিক্তং চ জানামি পরমাথতঃ।।৩৩।।
তথাস্য মন্ডলং কৃত্বা যো হ্যেনমুপতিষ্ঠতে।
প্রাতঃ সায়ং চ মধ্যাহ্নে স যাতি পরমাংগতিম।।৩৪।।
কিং পুনমন্ডলস্থং যো জপতে পরমাথতঃ।
বিবিধাঃ সিদ্ধয়স্তস্য ভবন্তি ন তদদভূতম।।৩৫।।
মন্ডলে চ স্থিতং দেবং দেহে চৈনং ব্যবস্থিতম।
স্ববুদ্ধয়ৈব সংমূঢ়ো য পশ্যতি স পশ্যতি।।৩৬।।
ধ্যান্বৈবং পূজয়েদ্যস্তু জপেদ্যো জুহুয়াচ্চ য।
স সর্বান প্রাপ্নুয়াৎকামান গচ্ছেদ্ধর্মধ্বজং তথা।।৩৭।।
তস্মাত্ত্বমিহ দুঃখানামন্তং কতুং যদীচ্ছসি।
ইহামুত্র চ ভোগানাং ভুক্তিং মুক্তিং চশাশ্বতীম।।৩৮।।

মৎস্য প্রভৃতি গতিমান্ জীবনিচয় মহেশ্বর হতে উৎপন্ন এবং পরমার্থতঃ মণ্ডল বহির্ভূত নয়।।৩৩।।

এই প্রকার মণ্ডল কল্পনা করে যিনি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে যথাবিধি উপাসনা করেন তিনি পরমাগতি লাভ করেন।।৩৪।।

যিনি মন্ডলস্থ সূর্যদেবকে যথার্থরূপে জপ করেন, তিনি বিবিধ প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়— তা অদ্ভূত কিছু নয়।।৩৫।।

যে বিদ্বান্ মন্ডলস্থিত এই দেবকে সুবুদ্ধির দ্বারা নিজ দেহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।।৩৬।।

যিনি এই প্রকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে পূজা করেন জপ করেন এবং হবন করেন, তিনি সমস্ত অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি ধর্মধ্বজ নিয়ে অচ্ছেদ্যভাবে চলতে পারেন।।৩৭।।

এই কারণে তুমি যদি নিজ দুঃখের অবসান চাও ও এই লোকে সুখ অনুভব করতে চাও তথা পরলোকে শাশ্বতীমুক্তি কামনা কর তাহলে সূর্য্যমণ্ডলে

আরাধায়াকমকস্থো মন্ত্রৈরিহ তদাত্মনি।
অংগৈবৃন্তবৃতে চৈব স্থানে শাস্ত্রেন রক্ষিতে।।৩৯।।
কবচেন চ সংগুপ্তে সর্বতোহস্ত্রেন রক্ষিতে।
এবং প্রাপ্স্যসি মন্ত্রেন সবদা ফলমীপ্সিতম্।।৪০।।
দুঃখমাধ্যাত্মিকং লেহ তথা চৈবাধিভৌতিকম্।
আধিদৈবিকমত্যুগ্রংন ভবিষ্যতি তে সদা।।৪১।।
ন ভয়ং বিদ্যতে তেষাং প্রপন্না যে দিবাকরম্।
ইহামুত্র সুখং তেষামচ্ছিদ্রং জায়তে সুখম্।।৪২।।
সূর্যেনৈদং মমোদ্দিষ্টং সাক্ষাদ্যজ্ঞান মুত্তমম্।
আরাধিতেন বিধিবৎকালেন বহুনা তথা।।৪৩।।
প্রাপ্যতে পরমং স্থানং যত্র ধর্মধ্বজঃ স্থিতঃ।
এতৎ সংক্ষিপ্তমুদ্দিষ্টং ক্ষিপ্রসিদ্ধিকরং পরম্।
যথা নান্যদতোহস্তীতি স্বয়ং সূর্যেণ ভাষিতম্।।৪৪।।

স্থিত অর্কদেব অর্থাৎ সূর্যদেবের আরাধনা কর ও মন্ত্রের দ্বারা নিজ দেহ শুদ্ধি পূর্বক ব্রত পালন কর।।৩৮-৩৯।।

নিজদেহকে কবচের দ্বারা গুপ্ত এবং অস্ত্রের দ্বারা রক্ষিত করে সূর্য্যার্চ্চনা করলে সকল ফল লাভ করা যায়।।৪০।।

এই প্রকার আরাধনা করলে তোমার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখ সর্বদা উগ্ররূপে প্রকট হবে না।।৪১।।

যে ব্যক্তি ভগবান দিবাকরের শরণে আসেন তাঁর কোনো প্রকার ভয় থাকেনা। দিবাকরের সেই পরমভক্ত এই জগতে এবং পরলোকে নিশ্চিদ্র সুখভোদ করেন।।৪২।।

ভগবান্ সূর্যদেব সেই উত্তমজ্ঞান স্বয়ং আমাকে প্রদান করেছেন। বিধিপূর্বক অনেকদিন ব্যাপী এই প্রকারে তাঁর আরাধনা করলে ধর্মধ্বজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে আমি তোমাকে শীঘ্র পরমসিদ্ধিকারী বিধান সংক্ষেপে বলছি। কারণ ভগবান সূর্যদেব বলেছেন— এছাড়া অন্যকোনো প্রকার বিধান নেই।।৪৩-৪৪।।

উপায়োয়ং সমাখ্যাতস্বব সংক্ষেপস্ত্বিহ।
যস্মাৎপরতরো নাস্তি হিতোপায়ঃ শরীরিণাম।।৪৫।।

।। আদিত্যস্য নিত্যারাধনবিধি বর্ণনম।।

অথাচন বিধি বক্ষে ধূমকেতোরনুত্তমম্।
সর্বকামপ্রদং পুন্যং বিঘ্নঘ্নং দুরিতাপহম্।।১।।
সূর্যমন্ত্রে পুরঃ স্নাতো যজেত্তেনৈব ভাস্করম্।
যতস্ততঃ প্রবক্ষামি স্নানমাদৌ সমাসতঃ।।২।।
আচান্তস্তমুপালভ্য মুদ্রয়া শূচিশুদ্ধয়া।
কৃত্বা নীরাজনং পুত্র সংশোধ্য চ জলং ততঃ।।৩।।
স্নানদ্ধৃদয়পূতেন মন্ত্রেন মৎকুলোদ্বহ।
উৎথায়াচম্য তেনৈব বাসসী পরিধায় চ।।৪।।

এই সংসারে সেই উপায় আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলছি। মনুষ্যগণের পক্ষে এছাড়া অন্য কোনো হিতকর উপায় নেই।।৪৫।।

।। আদিত্য নিত্যারাধনা বিধি বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে আদিত্যদেবের নিত্য আরাধনার বিধি এবং সূর্যদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে।।

ভগবান বাসুদেব বললেন -- এরপর আমি সেই ধর্মকেতুর উত্তম অর্চনা বিধি বর্ণনা করছি। যা কামনা প্রদানকারী, পূণ্যদানকারী, পাপহরণকারী এবং বিঘ্ননাশকারী।।১।।

প্রথমে সূর্য মন্ত্রের দ্বারা স্নান করে যজন করতে হয়। প্রথমে সংক্ষেপে সেই স্নানের বিষয়ে বলছি।।২।।

আচমনান্তে শূচিশুদ্ধ হয়ে মুদ্রা দ্বারা নীরাজন করবে। একপর জলশুদ্ধি করবে। হে পুত্র, স্নানের পর হৃদয়পূত মন্ত্রের দ্বারা আচমন করে বস্ত্র পরিধান করবে।।৩-৪।।

দ্বিরাচম্যাথ সংপ্রোক্ষ্য তনুং সপ্তাক্ষরেণ চ।
উত্থায়াচম্য তেনৈব রবেঃ কৃত্বাধ্যমেব চ।।৫।।
দত্ত্বা তেন জপিত্বা তং স্বকং ধ্যাত্বার্কবদ্ধৃদি।
গত্বা চায়তনং শুভ্রমার্কমাকীং তনুং যজেৎ।।৬।।
পূরকং কুম্ভকং কৃত্বা রেচকং সমাহিতঃ।
কৃত্বোৎকারেণ দোষাংস্তু হন্যাৎ কায়াদিসম্ভবান্।।৭।।
বায়ব্যাগ্নেয়মাগেদ্রবারুনী ভির্যথাক্রমম্।
কিল্বিষং বারুণাদ্ভিশ্চ হন্যাৎ সিদ্ধয়থমাত্মনঃ।।৮।।
শোযনং দহনং স্তম্ভং প্লাবনং চ যথাক্রমাৎ।
বাম্বগ্নীন্দ্র জনাখ্যাভিধারণাভিঃ কৃতে সতি।।৯।।
ধ্যাত্বা বিশুদ্ধমাত্মানং প্রণমেদকমাস্থিতম্।
দেহং তেনৈব সংচিন্ত্য পঞ্চভূতময়ং প্রকল্প্য চ।।১০।।

দুইবার আচমন করে সম্যক্ প্রোক্ষণ করে সাত অক্ষর মন্ত্রের দ্বারা শরীর প্রোক্ষণ করতে হয়। পুনরায় উত্থিত হয়ে এবং আচমন করে ঐ মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যর্ঘ প্রদান করবে।।৫।।

অর্ঘ্যপ্রদানপূর্বক জপ করে হৃদয়ে অর্কস্থাপন করে নিজেকে সেই রূপ মনে করে তার ধ্যান করবে এবং শুভ্র আর্ক আয়তনে গিয়ে (মন্দির) সেই আর্কীতনুর যজন করবে।।৬।।

পুনরায় সমাহিত হয়ে পূরক, কুম্ভক এবং রেচক এই তিন প্রকার প্রাণায়াম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করবে। তারপর 'ওঁকার' দ্বারা কায়াদিতে উৎপন্ন সমস্ত দোষ হনন করবে।।৭।।

এরপর আত্মাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাদিদশদিকপালের পূজা পূর্বক সমস্ত পাপ দূর করা যয়।।৮।।

বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র এবং জল নামধারণপূর্বক যথাক্রমে শোষণ, দহন, স্তম্ভন এবং প্লাবন করে বিশুদ্ধ আত্মার ধ্যান করে ভগবান সূর্যদেবকে প্রণান করতে হয় এবং তারপর পঞ্চভূতময় এই দেহে তাঁর অবস্থিতি সংঞ্চিন্তন করতে হয়।।৯-১০।।

সূক্ষ্মং স্থূলং তথাক্ষানি স্বস্থানেষু প্রকল্প্য চ।
বিন্যস্যাংগানি খাগীনি হৃদাদ্যানি হৃদাদিষু।।১১।।
খস্বাহা হৃদয়ং ভানোঃ খমর্কায় শিরস্তথা।
উলকা স্বাহা শিখাকস্য যৈ চ হুং কবচংপরম্।
খাং ফডস্ত্রং চ সংহারশ্চাদিতঃ প্রণবঃ কৃতঃ।।১২।।
স পূর্বে প্রণবস্যার্থে মন্ত্রকর্মপ্রসিদ্ধয়ে।
এভিজলং ত্রিধা ভ্যপ্তা স্নানদ্রব্যানি এন চ।।১৩।।
সংপ্রোক্ষ্য পূজয়েৎ সূর্যং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শুভেঃ।
ততো মূর্তিষু সর্বাসু রাত্রাবগ্নৌ প্রপূজয়েৎ।।১৪।।
প্রাক্ পশ্চিমোদগভ্যগ্রাং প্রাতঃ সায়ং নিশাসু বৈ।
সপ্তাক্ষরেন সন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা চ পদ্মকনিকাম্।।১৫।।
আদিত্যমন্ডল মধ্যস্থং ধ্যাত্বা দেহং যথা পুরা।
সর্বলক্ষনসংপূর্ণং সহস্রকিরণোজ্জলম্।।১৬।।

সূক্ষ্ম, স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহকে স্বস্থানে প্রকল্পিত করে হৃদয়াদি অঙ্গসমূহে 'খ' (আকাশ) আদি এবং হৃদয়াদি মন্ত্রের দ্বারা ন্যাস করতে হয়।।১১।।

আদিতে প্রণব যুক্ত করে ভগবান ভানুর হৃদয়ে — (ওঁ) 'খ স্বাহা' শিরসি — 'খমর্কায়', শিখায়েঃ (ওঁ) উল্কা স্বাহা, 'খাঁ ফট্ অস্ত্রম্' — এই প্রকারে ন্যাস করবে।।১২।।

অনন্তর মন্ত্র সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রণবের দ্বারা তিনবার জলেজপ করে এবং ঐ মন্ত্রের দ্বারা জলে স্নানের দ্রব্য মিশ্রিত করে সুন্দর গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা সূর্যপূজা করা উচিৎ। এরপর সমস্ত মূর্ত্তির রাত্রিতে অগ্নিপূজা করতে হয়।।১৩-১৪।।

প্রাতঃ, সায়াহ্ন এবং রাত্রিকালে পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরদিকে সপ্তাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা পদ্মকর্ণিকার ধ্যান করবে এবং আদিত্যমন্ডলের অন্তরেস্থিত প্রভা মণ্ডলমধ্যস্থ দেহ কল্পনা করবে, যে দেহ সমস্ত লক্ষণে পরিপূর্ণ এবং সহস্র কিরণের দ্বারা পরমোজ্জ্বল।।১৫-১৬।।

রক্তৈর্গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ চরুভির্বলিভিস্তথা।
রক্তচন্দনমিশ্রৈর্বা বস্ত্রৈরাবরণৈঃ শুভৈঃ।।১৭।।
আবাহনাদিকর্মাণি রক্ষাং তু হৃদয়েন চ।
তচ্চিত্তশ্চ সদা কুর্যাজ্জাত্বা কর্মক্রমং বুধঃ।।১৮।।
কৃত্বা চাবাহনং মন্ত্রেরেকত্র স্থাপনং ততঃ।
যাবদ্যাগাবসানং তু সান্নিধ্যং তত্র কল্পয চ।।১৯।।
দত্ত্বা পাদ্যাদিকাং পূজাং শক্ত্যা বাধ্যং নিরবেদ্য চ।
জাপিত্বা বিধিবদ্ধয়াত্বা ততো দেবীং বিসর্জয়েৎ।।২০।
এষ কর্ম ক্রমঃ প্রোক্তঃ সর্বেষাং যজনক্রমাৎ।
প্রবক্ষামি জপস্থানং পদ্মেশাবরনে তথা।।২১।।
আদিত্যং কনিকাংসস্থং দলেষ্বং গানি পূর্বশঃ।
সোমাদীরাহুপর্যন্তান গ্রহাংশ্চেবোদগাদিতঃ।।২২।।
মূর্তিমল্লোকপালাংশ্চ ক্রমাদাবরনেম্বথ।
তদস্ত্রানি চ রক্ষার্থং স্বমন্ত্রৈঃ পূজয়েৎক্রমাৎ।।২৩।।

সেই দেহ রক্তগন্ধ, পুষ্প, চরু, বলি এবং রক্তচন্দন মিশ্রিত ও শুভ বস্ত্রাভরণযুক্ত।।১৭।।

আবাহনাদিকর্ম হৃদয়ের দ্বারা রক্ষাপূর্বক এবং সেখানে নিজচিত্ত স্থাপন করে সম্পূর্ণ কার্যক্রমের জ্ঞান পন্ডিতগণ করে থাকেন।।১৮।।

মন্ত্রের দ্বারা আবাহন করে পুনরায় স্থাপন করবে। এবং যাগ সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থানে সূর্যদেবের অবস্থিতি কল্পনা করবে।।১৯।।

পাদ্যাদি পূজাপূর্বক মহাশক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করবে। বিধিপূর্বক জপ-ধ্যান করে দেবী বিসর্জন দেবে।।২০।।

এই প্রকার কর্মক্রম আমি বললাম, যা সকলের যজন ক্রমানুসারে কথিত। এরপর আমি পদ্মেশাবরণে জপস্থানের বর্ণনা দেবো।।২১।।

ভগবান আদিত্যকে পদ্মেশাবরণে কর্ণিকাস্থিত করে ঐ পদ্মের দলের মধ্যে অঙ্গ সংস্থাপিত করতে হবে। পূর্বে সোমাদি থেকে রাহু পর্যন্ত গ্রহকে সংস্থাপিত করতে হবে। লোকপালগণ ও তাদের অস্ত্র রক্ষার্থে মন্ত্রের দ্বারা ক্রমান্বয়ে পূজন করতে হয়।।২২-২৩।।

প্রণবৈশ্চাভিধানৈশ্চ চতুর্থাং হ্যভিমোজিতৈঃ।
সর্বৈষাং কথিতা মন্ত্রা মুদ্রাশ্চ কথয়াম্যতঃ।।২৪।।
ব্যোমমুদ্রাঃ রতিঃ পদ্মা মহাশ্বৈতাস্ত্রমেব চ।
পঞ্চমুদ্রাঃ সযাখ্যাতাঃ সর্বকর্মপ্রসিদ্ধয়ে।।২৫।।
উত্তানৌ তু করৌ কৃত্বা অংগুল্যো গ্রন্থিতাঃ ক্রমাৎ।
তর্জণীং যন্তি মাবত্তাঃ সমে বাধোমুখে স্থিতে।।২৬।।
তর্জন্যৌ মধ্যমস্যেব জ্যেষ্ঠাগ্রে বানুগোপরি।
মুদ্রেয়ং সর্বমুদ্রাণাংব্যোম মুদ্রেতি কীর্তিতা।
সর্বকর্মসু যোগোয়ং তথা স্থানং প্রকল্পতে।।২৭।।
পদ্মবৎ প্রস্থতাঃ সর্বমহাশ্বেতা রবে স্মৃতঃ।
জবস ন্নিহিতো নিত্যং রথারুঢ়ো রবি স্মৃতা।।২৮।।
হস্তাবৃ মুখৌ কৃত্বা বামাং গুষ্টেন যোজিতৌ।
দ্রব্যাণাং শোধনে যোজ্যা রক্ষার্থং চ বিশেষতঃ।।২৯।।

প্রণব এবং অভিধানে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করে অভিযোজিত করে সকলকে মন্ত্র বলে দেওয়া হয়েছে, এখন যে সকল মুদ্রা আছে, তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।।২৪।।

সকল কর্মের প্রসিদ্ধির জন্য ব্যোমমুদ্রা, রতি, পদ্মা, মহাশ্বেতা এবং অস্ত্রমুদ্রা এই পাঁচপ্রকার মুদ্রা রয়েছে।।২৫।।

দুই হাত উঁচু করে ক্রমান্বয়ে অঙ্গুলিগুলি গ্রন্থিত করতে হয়, যতক্ষণ না তা তর্জনীতে না পৌঁছাচ্ছে। সম অথবা অধোমুখস্থিত হলে দুটি তর্জনী মধ্যমের অগ্রে বা অনুগের উপর থাকে। এই মুদ্রা ব্যোমমুদ্রা রূপে পরিচিত। সকল কর্মের মধ্যে একে যোগ তথা স্থান বলে।।২৬-২৭।।

পদ্মের দলের মতো প্রসৃত হলে তাকে রবির মহাশ্বেতা বলে। বেগসন্নিহিত নিত্যরথারূঢ় রবি নামে পরিচিত।।২৮।।

দুই হাত অর্ধমুখ করে বাম অঙ্গুষ্ঠের সংগে যোজিত করবে। এই মুদ্রা দ্রব্য শোধন এবং বিশেষতঃ রক্ষার জন্য যোজিত করা উচিৎ।।২৯।।

অনয়া মুদ্রয়া সর্বং রক্ষিতং শোধিতং ভবেৎ।
অর্ধং দত্বা প্রয়োক্তব্যা পূ জান্তে চ বিশেষতঃ।।৩০।।
জপধ্যানাবসানে চ যদীচ্ছেৎসিদ্ধিমাত্মনঃ।
অনেন বিধিনা নিত্যং জপেদব্দমতন্দ্রিতঃ।।৩১।।
স লভেতেপ্সিতান কামানিহামুত্র ন সংশয়ঃ।
রোগার্তো মুচ্যতে রোগাদ্ধনহীনো ধনংলভেৎ।।৩২।।
রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যমপুত্রঃ পুত্রমাপ্নুয়াৎ।
প্রজ্ঞামেধাসমৃদ্ধীশ্চ চিরংহীবতি মানবঃ।
সুরূপাং লভতে কন্যাং কুসীনাং পুরুষোধ্রুবম্।।৩৩।।
সৌভাগ্যং স্ত্রী কুলীনাপি কন্যা চ পুরুষোত্তমম্।
অবিদ্যো লভতে বিদ্যামিত্যুক্তং ভানুনা পুরা।।৩৪।।
নত্যমাগঃ স্মৃতো হ্যেয ধনধান্যসুখাবহঃ।
প্রজাপশুবিবৃদ্ধিশ্চ নিষ্কামস্যাপি জায়তে।।৩৫।।

এই মুদ্রার দ্বারা দ্রব্য শোধিত তথা রক্ষিত হয়। অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক বিশেষ করে পূজার অন্তে এই মুদ্রা প্রযুক্ত করা উচিৎ।।৩০।।

জপ এবং ধ্যান সমাপ্তির পর যদি আত্মসিদ্ধির ইচ্ছা থাকে, তবে এই বিধিতে অতন্দ্রিত হয়ে একবর্ষ ব্যাপী জপ করা কর্তব্য।।৩১।।

সেই মনুষ্য নিজ অভীষ্ট কামনা প্রাপ্ত হন এবং এই লোক তথা পরলোকে সবকিছু প্রাপ্ত হন— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রোগ পীড়িতের রোগমুক্তি ঘটে, নির্ধন ধনপ্রাপ্ত হন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য লাভ করেন। অপুত্রক পুত্রলাভ করেন ও প্রজ্ঞামেধা এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। মানব অনেক কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন। কুলীনা কন্যা শ্রেষ্ঠ পুরুষ লাভ করেন। এছাড়া স্ত্রী সৌভাগ্য লাভ করেন। বিদ্যাহীন বিদ্যা লাভ করেন। ভগবান সূর্য্যদেব প্রথমেই একথা বলেছেন।।৩২-৩৪।।

এই যাগ নিত্য অনুষ্ঠিতব্য। এর থালে ধন-ধান্য সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিষ্কাম তার প্রজা ও পশুর বৃদ্ধি ঘটে।।৩৫।।

তদৈকঃ স্তুয়তে স্বর্গে শব্দয়তে চ নরোত্তম্।
ভক্ত্যা তং পূজয়েদ্যস্তু নরঃ পুন্যতরঃ সদা।।৩৬।।
ইহ বৈ কামিকং প্রাপ্য ততো গচ্ছেন মনৌ পদম।
দ্বিজাস্তস্য প্রসাদেন তেজসা বধুসন্নিভঃ।।৩৭।।

।। রথসপ্তমীমাহাত্ম্যবর্ণনম্।।

নৈমিত্তিকং ততো বক্ষ্যে সজ্জাত্বা চ সমাসতঃ।
সপ্তম্যাং গ্রহনে চৈব সংক্রান্তিষু বিশেযতঃ।।১।।
শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং হবিভূক্তৈকদা দিবা।
সম্যগাচম্য সন্ধ্যায়াং বারুণং প্রাণপত্য চ।।২।।
ইন্দ্রিয়ানি চ সংযম্য কৃতং ধ্যাত্বা স্বপেদধঃ।
দর্ভশয্যাগতো রাত্রৌ প্রাতঃ স্নাতঃ সুসংযতঃ।।৩।।

সেই সময় তিনি একাই স্বর্গে স্তুত হন এবং নরোত্তম রূপে খ্যাতি পান। যে ব্যক্তি তাকে ভক্তিপূর্বক পূজা করেন সেই মনুষ্য অধিক পুণ্যাত্মারূপে খ্যাত হন।।৩৬।।

এই সোকে নিজের অভীষ্ট প্রাপ্ত করে 'মনু' পদ প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজগণ, ভগবান সূর্যদেবের প্রসাদে তিনি এমন তেজপ্রাপ্ত হন যে সেই তেজে তিনি বুধের সমতুল্য হন।।৩৭।।

।। রথ সপ্তমী মাহাত্ম্য বর্ণনম্।।

এই অধ্যায়ে আদিত্যদেব নৈমিত্তিক আরাধন ক্রম তথা রথ সপ্তমী মাহাত্ম্য বর্ণন করা হচ্ছে।।

ভগবান্ বাসুদেব বললেন, এরপর নৈমিত্তিক আরাধন বিষয়ে সংক্ষেপে বলছি। সপ্তমীতে, গ্রহণকালে এবং বিশেষ করে সংক্রান্তিতে তথা শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে দিনে একবার হবিঃ ভোজন করে সংযমপূর্বক ধ্যান করবে এবং ভূমি শয্যা গ্রহণ করবে। রাত্রিতে কুশ শয্যা গ্রহণ করবে এবং প্রাতঃকালে স্নান করে সুসংযত হবে।।১-৩।।

তত সন্ধ্যামুপাস্যাথ পূর্বোক্তং চ মনুংজপেৎ।
জুহুয়াচ্চ তদা বহ্নি সূর্যাগ্নী পরিকল্প্য চ।।৪।।
সূর্যাগ্নিকরণং বক্ষ্যে তপনং চ সমাসতঃ।
অর্চনাগারমুল্লিখ্য প্রবিশ্যার্চ্য জনেজনম।।৫।।
প্রক্ষিপ্যস্তীর্য দর্ভৈশ্চ কৃত্বা সাগ্রং প্রাদেশসংমিতম্।।৬।।
তেন পাত্রানি সংপ্রেক্ষ্য সংশোধ্যাথ বিলোক্য চ।
উদগগ্রে স্থিতে পাত্রে প্রজ্বাল্যাথোল্মুকেন চ।।৭।।
পর্য গ্নিকরণং কৃত্বা তথাজ্যোৎযবনং ত্রিধা।
পরিমৃজ্য স্রুবাদীংশ্চ দর্ভৈঃ সংপ্রক্ষয়েত্ততঃ।।৮।।
জুহুয়াৎপ্রোক্ষ্য তান্বহ্নৌ তত্রার্কং পূর্ববদব্রজেৎ।
অভূমৌ স্থিতপাত্রেন বিষ্টরেন তু পানিনা।
দানেন যদুশার্দূল নান্তরিক্ষে স্থলে ক্বচিৎ।।৯।।

এরপর সন্ধোপাসনা করে পূর্বোক্ত মন্ত্রের যাগ করবে। সূর্যাগ্নি পরিকল্পিত করে অগ্নিতে হবন করতে হবে।।৪।।

সূর্যাগ্নি কিরণ ও তর্পণ বিধি আমি সংক্ষেপে বলবো। অর্চনা করার ঘরে উল্লেখ করে, অর্চনা করার যোগ্য ব্যক্তির সংগে সেখানে প্রবেশ করে জনকে সেখানে প্রক্ষিপ্ত করবে এবং দর্ভের আস্তরণ করে ক্রমানুসারে পাত্রাদি আলম্ভন করবে।। দুটি সাগ্র প্রাদেশপ্রমাণ কুশকে পবিত্র করে সমিধ প্রস্তুত করবে।।৫-৬।।

সেই কুশের দ্বারা পাত্র সম্প্রোক্ষণ, সংশোধন এবং বিলোকন করবে। উদগ্রপাত্রে পরে পর্যাগ্নিকরণ করে তিনপ্রকারে আজ্যোত্যবন করবে।।স্রুবাদি পাত্র পরিমার্জন করে দর্ভ দ্বারা সম্প্রোক্ষণ করবে।।৭-৮।।

প্রোক্ষণ করে অগ্নিতে হবন করবে। সেখানে অর্কের পূর্বদিকে গমন করবে। অভূমিস্থিতে পাত্রের দ্বারা, বিষ্টর দ্বারা, হস্তের দ্বারা, দানের দ্বারা অন্তরীক্ষে অথবা স্থলে, কদাপি অগ্নি গ্রহণ করবে না। পন্ডিতগণ দক্ষিণ হস্তে স্রুব গ্রহণ

গক্ষিনেন স্রুবং গৃহ্য জুহুয়াৎপাবকং বুধঃ।
হৃদয়েন ক্রিয়া সর্বাঃ কর্তব্যাঃ পূর্বচোদিতাঃ।।১০।।
অকাদারভ্য সংজ্ঞার্থং দদ্যাত্তুষ্ণী হুতিং স্থিতঃ।
বরুণায় শতৈমার্ধে সপ্তম্যাং বরুণং যজেৎ।।১১।।
যথাশক্ত্যা তু বিপ্রেভ্যঃ প্রদদ্যাৎ খন্ডবেষ্টকান্।
দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং শক্ত্যা প্রাপ্নোতি যাচিতং ফলম্।।১২।
এবং বৈ ফাল্গুনে সূর্যং চৈত্রে বৈশাখ এব চ।
বৈশাখে মাসি ধাতারমিন্দ্রং জেষ্ঠ খজেদ্রবিম্।।১৩।।
আষাঢ়ে শ্রাবণে মাসি নভং ভাদ্রপদে যমম্।
তথাশ্চযুজি পর্জন্যং ত্বষ্টারং কার্তিকে যজেৎ।।১৪।।
মার্গশীর্ষে চ মিত্রং চ পৌষে বিষ্ণুং তজেদ্যদি।
সংবৎ সরেন যৎপ্রোক্তং ফলমিষ্টং দিনেদিনে।
তৎসর্বমাপ্নুয়াৎক্ষিপ্রং ভক্ত্যা শ্রদ্ধান্বিতো ব্রতী।।১৫।।

করে অগ্নিকে হবন করেন। পূর্বোক্ত সকল ক্রিয়া একাগ্রচিত্তে করবে।।৯-১০।।

অর্ক থেকে আরম্ভ করে সংজ্ঞার্থ নিশ্চুপ ভাবে আহুতি প্রদান করবে মাঘ মাসে বরুণের উদ্দেশ্যে শত আহুতি দিতে হবে সপ্তমীতে।।১১।।

যথাশক্তি বিপ্রের জন্য খন্ড বেষ্টক দান করবে। নিজ শক্তি অনুসারে দক্ষিণাও দেবে, তাহলে যেকোনো ঈপ্সিত ফললাভ করবে।।১২।।

এইরূপে ফাল্গুনে ও চৈত্রমাসে সূর্য, বৈশখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র নাম্নী রবিব বন্দনা করবে। আষাঢ়ে ও শ্রাবণে নভঃ, ভাদ্রমাসে যম, অশ্বিনে পর্জন্য এবং কার্ত্তিকে ত্বষ্টাকে ভজনা করবে। অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু নাম্নী সূর্যের ভজনা করলে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি সংবৎসর ধরে যথোক্ত ফল লাভ করেন।।১৩-১৫।।

মাঘস্য শুক্লপক্ষে তু পঞ্চম্যাং মৎকুলোদ্বহ।
এবভক্তং সদাখ্যাতং যষ্টয়াং নক্তমুদাহৃতম্।।১৬।।
সপ্তম্যামুপবাসং তু কেচিদিচ্ছন্তি সুব্রত।
যষ্টয়াং কেচিদ্বদন্তীহ সপ্তম্যাং পারণং কিল।।১৭।।
কৃতোপবাসঃ যষ্টায়াং তু পূজয়েদ্ভাস্করং বুধঃ।
রক্তচন্দনমিশ্রৈস্তু করবীরৈশ্চ সুব্রত।।১৮।।
গুগ্গুলেন মহাবাহো সংযাবেন চ সুব্রত।
পূজ্যয়েদ্দেব দেবেশং শংকরং ভাস্করং রবিম্।।১৯।।
এবং হি চতুরো মাসান মাঘাদীন পূজয়েদ্রবিম।
আত্মনশ্চচাপি শুদ্ধয়র্থং প্রাশনং গোময়স্য চ।।২০।।
স্নানং চ গোময়েনেহ কর্তব্যং চাত্মশুদ্ধয়ে।
ব্রাহ্মণান্দিব্য ভৌমাংশ্চ ভোজয়েচ্চাপি শক্তিতঃ।।২১।
জ্যেষ্ঠাদিম্বথ মাসেষু শ্বেতচন্দনমুচ্যতে।
শ্বেতানি চাপি পুষ্পানি শুভগন্ধান্বিতানি বৈ।।২২।।
কৃষ্ণগরুস্তথা ধূপো নৈবেদ্যং পায়সং স্মৃতম্।
তেনৈব ব্রাহ্মণাংস্তুষ্টান ভোজয়েচ্চ মহামতে।।২৩।।

মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী বা ষষ্ঠী তিথিতে বা সপ্তমী তিথিতে রাত্রে উপবাস করে পারণ করবে। ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করে ধীমানগণ ভাস্করকে তথা ভগবান্ শংকরকে রক্তচন্দন, করবীপুষ্প, গুগ্গুল দ্বারা পূজা করবে।।১৬-১৯।।

মাঘ মাস থেকে চারমাস যাবৎ রবি পূজন করবে। নিজ শুদ্ধির জন্য গোময় প্রাশন করবে ও গোময় দ্বারা স্নান করবে। তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। জ্যৈষ্ঠাদি মাস থেকে শ্বেতচন্দন, শ্বেতপুষ্প, কৃষ্ণ অগুরু, ধূপ, নৈবেদ্য, পায়স,দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে।।২০-২৩।।

প্রাশয়েৎ পঞ্চগব্যং তু স্নানং তেনৈব পুত্রক।
কার্তিকাদিষু মাসেষু অগস্তিকুসুমৈঃ স্মৃতম্।।২৪।।
জুজয়েন্নরশার্দূল ধূপশ্চৈ বাপরার্জিতেঃ।
নৈবেদ্যং গুড়পূপাস্তু তথা চেক্ষুরসং স্মৃতম্।।২৫।।
তেনৈব ব্রাহ্মণাংস্তাত ভোজয়স্ব স্বশক্তিতঃ।
কুশোদকং প্রাশয়েথাঃ সাণং চ কুরুশুদ্ধয়ে।।২৬।।
তৃতীয়ে পারণস্যান্তে মাঘে মাসি মহামতে।
ভোজনং তত্র দানং চ দ্বিগুণং সমুদাহৃতম্।।২৭।।
দেবদেবস্য পূজা চ কর্তব্যা শক্তিতো বুধেঃ।
রথস্য চাপি দানং তু রথযাত্রা তু সুব্রত।।২৮।।
ইত্যেমা কথিতা পুত্র রথাহ্বা সপ্তমী শুভা।।২৯।।
মহাসপ্তমী বিশ্যাতা মহাপুন্যা মহোদয়া।
যামুপোষ্য ধনং পুত্রন কীর্তিবিদ্যামবাপ্নুয়াৎ।
তথাখিলং কুবলয়ং চন্দ্রেন চ সমোচিযা।।৩০।।

পঞ্চগব্যের প্রাশন দ্বারা স্নান করে কার্তিক মাসেলঅগাস্তিকুসুম দ্বা ধূপ, অপরাজিতা নৈবেদ্য, গুড়, পূপ তথা ইক্ষুরস ইত্যাদি দিয়ে নিজ শক্তি মতো ব্রাহ্মণ সেবা করবে।।২৪-২৬।।

মাঘমাসের তৃতীয় পারণে ভোজন ও দান দ্বিগুণ করবে। যথাশক্তি দেবদেবের পূজা করবে। অতঃপর সপ্তমী তিথিতে রথযাত্রা করবে। এই পূণ্য তিথি রথসপ্তমী নামে খ্যাত। এই মহাপুণ্য তিথিতে পূজন করলে ধন-পুত্রাদি, বিদ্যাসহ অখিল জগৎ ভোগ করবে এবং চন্দ্রতুল্য গৌরব লাভ করেন।।২৭-৩০।।

।। সূর্যযোগমাহাত্ম্যবর্ণনম্।।

তমেকক্ষরং ধাম পরং সদসতোমহৎ।
ভেদাভেদস্বরূপস্থং প্রণিপত্য রবিং নৃপ।।১।।
প্রবক্ষ্যামি যথাপূর্বং বিরিঞ্চেণ মহাত্মনা।
ঋষীণাং কথিতং পূর্বং তং নিবোধত নরাধিপ।।২।।
আরাধনায় সবিতুমহাত্মা পদ্মসম্ভবঃ।
যোগং ব্রহ্মপরং প্রাহ মহর্ষীণাং যথা প্রভুঃ।।৩।।
সমস্তবৃত্তিসংরোধাৎকৈবল্য প্রতিপাদকম্।
তদা জগৎ পতিব্রহ্মা প্রনিপত্য মহর্ষিভিঃ।।৪।।
সর্বেঃ কিলোক্তো ভগবানাত্মযোনিঃ প্রজাহিতম্।
যোয়ং যোগো ভগবতা প্রোক্তা বৃত্তিনিরোধজঃ।।৫।।

।। সূর্যযোগ মাহাত্ম্য বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সূর্যদেবের যোগমাহাত্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।।সুমন্ত মহর্ষি বললেন, হে নৃপ, তিনি এক অক্ষর, সদ এবং অসদের মধ্যে মহান। ভেদ ও অভেদ স্বরূপেস্থিত। পরধাম সূর্যকে প্রণিপাত করা উচিৎ এবং আমি রবিকে প্রণাম করে তোমাকে বলছি, যেমন মহাত্মা বিরিঞ্চি পূর্বে ঋয়িদের নিকট বলেছিলেন। হে নরাধিপ, এখন তুমি তা জান।।১-২।।

সবিতার আরাধনা করার জন্য মহাত্মা পদ্মস্তব ব্রহ্মা প্রভু মহর্ষিগণকে ব্রহ্মপরযোগ বলেছিলেন।।৩।।

সেটি সমস্ত বৃত্তিগুলির সংরোধের দ্বারা কৈবল্য প্রতিপাদক যোগ। সেই সময় জগৎপতি ব্রহ্মার কাছে সমস্ত মহর্ষিগণ বলেছিলেন, প্রজাহিতের জন্য ভগবান্ আত্মযোনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা আরও বলেছিলেন, হে জগৎপতি, আপনি যে বৃত্তিনিরোধ যোগের কথা বলেছেন, তা অনেক জন্ম ধরে কঠিন পরিস্থিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে প্রভো, এই বিষয়টি অনের কঠিন

প্রাপ্তুং শক্যঃ স ত্বনেকৈজন্মভিজগয়ঃ পতে।
বিষয়া দুজয়া নৃণামিন্দ্রিয়াকর্মিণ প্রভো।।৬।।
বৃত্তয়শ্চেতসশ্চাপি চঞ্চলস্যাপি দুধরাঃ।
রাগাদতঃ কথং জেতুং শক্যা বর্ষশতে রপি।।৭।।
ন যোগযোগ্যং ভবতি মন এভিরনির্জিতৈঃ।
অল্পায়ুযশ্চ পুরুষা ব্রহ্মণকৃতযুগেপ্যমী।।৮।।
ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব কিমু প্রাপ্তে কলৌ যুগে।
ভগবন স্ত্বামুপাসীনান প্রসন্নৌ বক্তুর্মহসি।।৯।।
অয়ায়াসেন মেনৈব উত্তরেম ভবাণবম।
দুঃখান বুমগ্নাঃ পুরুষা প্রাপ্য ব্রহ্মন মহাপ্লবম।।১০।।
উত্তরেম ভবানভৌধিং তথা ত্বমনুচিন্তয়।
এ বমুক্তাস্তদা ব্রহ্মা ক্রিয়াযোগং মহাত্মণাম্।।১১।।
তেষামৃষীমামাচষ্ট নরাণাং হিতকাম্যয়া।
আরাধস্নত বিশ্বেশং দিবাকরমতন্দ্রিমণাঃ।।১২।।

পরিস্থিতির দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এটি মনুষ্য ইন্দ্রিয় হঠাৎ কর্তন করার মতো, বৃত্তিগুলি চঞ্চলচিত্ত অপেক্ষা অধিক কঠিন, রাগাদি বৃত্তিসমূহ শতবর্ষেও কিভাবে জয় করা সম্ভব।।৪-৭।।

এই অনির্জিত বৃত্তিসমূহের দ্বারা মনযোগের যোগ্য হয়না। হে ব্রাহ্মণ্ এই কৃতযুগে মানুষ অল্পায়ু হয়। ত্রেতাও দ্বাপর তথা কলিযুগে তো আয়ু সম্পর্কে বলার কিছু নেই। হে ভগবান্, আপনার উপাসনাকারীদের প্রতি প্রসন্নতাপূর্বক সেই বিষয়ে কিছু বলুন।।৮-৯।।

হে ব্রহ্মণ, কিভাবে এই সাংসারিক দুঃখ সাগর অতিক্রম করা যয় তা বলুন। সংসার সমুদ্র পারকারী কোনো যোগ মাহাত্ম্য বলুন।ব্রহ্মাজীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যুত্তরে তিনি বিশ্বপতি আদিত্য দিবাকরের অতন্দ্র আরাধনার কথা বলেন।।১০-১২।।

বাহ্যালম্বন সাপেক্ষাস্তমজং জগতঃ পতিম।
ইজ্যাপূজানমস্কার শুশ্রূপাভিরহনিশম।।১৩।
ব্রতোপবাসৈবিধেব্রাহ্মণানাং চ তর্পনৈঃ।
তৈস্তৈশ্চাভিমতৈঃ কার্যৈযে চ চেতসি তুষ্টিদাঃ।।১৪।।
অপরিচ্ছেদ্য মাহাত্ম মারাধয়ত ভাস্করম্।
তন্নিষ্টাস্তদগতধিয়স্তৎ কর্মাণস্তদাশ্রয়াঃ।।১৫।।
তদৃষ্টয়স্তন্মনসঃ সর্বস্মিনস্ত ইতি স্থিতাঃ।
সমস্তানয়থ কর্মাণি তত্র সর্বাৎমনাত্মানি।।১৬।।
সংন্যসদ্ধং বঃ কর্ত্র সমস্তাবরণক্ষয়ম্।
এতত্তদক্ষরং ব্রহ্মা প্রধানপুরুযোবুভৌ।।১৭।।
মতো যদিমন্যথা চোভৌ সর্বব্যাপিন্যবস্থিতৌ।
পরঃ পরাণাং পরমঃ সৈকঃ সুমনসাং পরঃ।।১৮।।
যস্থাড্ভিন্নমিদং সর্বং যচ্ছেদং সচ্চ নেগতি।
মোক্ষকারণমব্যক্তমচিন্ত্যম পরিগ্রহম্।
সমারাধ্য জগন্নাথং ক্রিয়াযোগেন মুচ্যতে।।১৯।।

জগৎপতি সূর্য্যদেবকে ইজ্যা, পূজা, নমস্কার, ব্রতোপবাস, তর্পন ইত্যাদি দ্বারা দিবারাত্র আরাধনা করতে থাকো।।১৩।।

ঋষি আগেও বললেন, অপরিচ্ছেদ্য মাহাত্ম্য ভগবান্ ভাস্করের প্রতি তন্নিষ্ঠ হয়ে তার আরাধনা করতে থাকো। তাঁর প্রতি মন ও দৃষ্টি প্রদান করে তাঁর কর্মে নিজেকে সমর্পিত করো। তিনি তোমাদের সমস্ত আবরণ ক্ষয়কর্তা ও অক্ষয় পুরুষ।।১৪-১৭।।

পর ও সুমনস দুইয়ের প্রতিই তিনি সমান দৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি ভিন্ন আবার অভিন্ন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অপরিগ্রহ, জগন্নাথ। তাঁর আরাধনা করলে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।।১৮-১৯।।

ইতি তে ব্রহ্মাণ শ্রূত্বা রহস্যমৃষিসত্তমাঃ।।২০।।
নরানামুপকারায় যোগশাস্ত্রানি চক্রিরে।
ক্রিয়াযোগপরানীহ মুক্তিকারীম্যনেকশঃ।।২১।।
আরাধ্যতে জগন্নাথ স্তদনুষ্ঠানতৎপরেঃ।
পরমাত্মা স মার্তন্ড সর্বেশঃ সর্বভাবনঃ।।২২।।
যান্যুক্তানি পুরাতেন ব্রহ্মণা কুরুনন্দন।
তানি তে কুরুশার্দূল সর্বপাপহরান্যহম্।।২৩।।
বক্ষামি শ্রূয়তামদ্য রহস্যমিদমুত্তমম্।
সংসারাণবমগ্নানাং বিষয়াক্রান্তচেতসাম্।।২৪।।
হংসপোতং বিমা নান্যাক্তিচিদস্তি পরায়ণম্।
উত্তিষ্ঠংশ্চিন্তয় রবিং ব্রজংশ্চিন্তয় গোপতিম্।।২৫।।
ভুজংশ্চিন্তয় মার্তন্ডং স্বপশ্চিন্তয় ভাস্করম্।
এবমেকাগ্রচিত্তস্ত্বং সংশ্রিতঃ সততং রবিম্।।২৬।।
জন্মমৃত্যুমহাগ্রাহং সংসারম্ভস্তরিষ্যসি।।২৭।।
গ্রহেশমীশং বরদং পুরাণং জগদ্বিধাতারমজং নিত্যম্।
সমাশ্রিতা সে রবিমীশিতারং তেষাং ভবো নাস্তি বিমুক্তিভাজাম্।।২৮।।

এইপ্রকারে সমস্ত ঋষিগণ এই রহস্য ব্রহ্মাজীর নিকট শ্রবণ করে সকলে যোগশাসত্র চর্চা করতে লাগলেন। সেই পরমাত্মা স্বরূপ জগৎপতি মার্তন্ডের আরাধনা করলে তিনি সকলের মঙ্গল করেন।।২০-২২।।

হে কুরুনন্দন, পূর্বে ব্রহ্মাজী পাপহরণকারী যে রহস্য কথা বলেছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ রহস্য আজ আমি বলব, শ্রবণ কর। সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত পুরুষের পক্ষে তা হিতকর। হংসপোত ব্যতীত অন্য কোনো পরায়ণ নেই। সুতরাং সর্বদা যথা গমন, সেবন ইত্যাদি সময়ে রবি চিন্তন কর। এই ভাবে তুমি একাগ্রচিত্তে নিরন্তর রবির সংশ্রয় কর।।২৩-২৬।।

জন্ম-মৃত্যুরূপ এই সংসার যাতনা থেকে মুক্ত হতে গ্রহপতি, বরদাতা, পুরাণপুরুষ, জগৎ বিধাতা অজন্মা রবির আশ্রয় গ্রহণকারী এই সংসারযাতনা থেকে মুক্তি পায়।।২৭-২৮।।

।। সূর্যস্য বিরাট স্বরূপ বর্ণনম্।।

বিস্তরেণানুপূর্ব্যা চ সূর্যং নিগদতঃ শৃণু।
ততঃ শেষান প্রবক্ষ্যেহহং নমস্কৃত্য বিবস্বতে।।১।।
অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতেশ্চেতি সমাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ।।২।।
গন্ধৈর্বর্নৈ রসৈহীনং শব্দস্পর্শবিবর্জিতম্।
জগদ্যোনিং মহদ্ভূতং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।।৩।।
নিগ্রহং সর্বভূতানামব্যক্তমভবৎ কিল।
অনাদ্যন্তমজং সূক্ষ্মং ত্রিগুণং প্রভবোপ্যয়ম্।।৪।।
অনাকারমবিজ্ঞেয় তমাহুঃ পুরুষং পরম্।
তস্যাত্মনা সর্বমিদং জগদ্যাপ্তং মহাত্মনঃ।।৫।।

।। সূর্যের বিরাট্‌রূপ বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সূর্যের বিরাট রূপের আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রী নারদ ঋষি বললেন, সবিস্তার এবং আনুপূর্বিক সূর্যের রূপের কথা আমার থেকে তুমি শ্রবণ কর। এরপর বিবস্বানকে প্রণাম করে আমি অবশিষ্টাংশের বর্ণনা দিচ্ছি।।১।।

তিনি অব্যক্ত কারণ, নিত্য সৎ এবং অসৎরূপ ধারণকারী। যিনি তত্ত্বচিন্তনকারী পুরুষ তিনি সূর্যদেবকে প্রধান এবং প্রকৃতি বলে থাকেন।।২।।

গন্ধ, বর্ণ এবং রসহীন তথা শব্দ ও স্পর্শ রহিত জগৎযোনি এবং মহদ্‌ভূত ও সনাতন পরব্রহ্ম রূপে সূর্যদেব খ্যাত।।৩।।

সমস্ত ভূতের নিগ্রহ অব্যক্ত, আদি ও অন্ত রহিত। সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তম) প্রভাব বিশিষ্ট।।৪।।

যিনি নিরাকার ও অবিজ্ঞাত। তিনি পরমপুরুষরূপে খ্যাত। সেই মহাত্মার দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত।।৫।।

অস্যাশ্চরস্য প্রতিমা জ্ঞানবৈরাগ্য লক্ষণা।
ধর্মৈশ্চসকৃতা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী তস্যাভিমানিনঃ।।৬।।
অব্যক্তাজ্জায়তে তস্য মনসা যদ্যদিচ্ছতি।
চতুর্মুখস্য ব্রহ্মাত্বে কালত্বে চান্তকৃদ্ভবেৎ।।৭।।
সহস্রমুর্ধা পুরুষস্তিস্রোবস্থাঃ স্বয়ংভুবঃ।
সত্ত্বং রজশ্চ ব্রহ্মাত্বে কালত্বে চ রজস্তমঃ।।৮।।
সাত্ত্বিকং পুরুষত্বে চ গুণবৃত্তং স্বয়ম্ভুবঃ।
ব্রহ্মাত্বে সৃজতে লোকান কালত্বে চাপি সংক্ষিপেৎ।।৯
পুরুষত্বে উদাসীনস্তিস্রোহবস্থাঃ প্রজাপতেঃ।
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রিকালং সংপ্রবর্ততে।।১০।।
সৃজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিঃ স্বয়ম্।
অগ্রে হিরণ্যগর্ভস্তু প্রাদুভূতঃ স্বয়ম্ভুবঃ।।১১।।
আদিত্যস্যাদিদেবত্বাদজাতত্বাদজঃ সমৃতঃ।
দেবেষু সমহান্দেবো মহাদেব স্মৃতস্ততঃ।।১২।।

সেই ঈশ্বর প্রতিমা ভজন ও বৈরাগ্য লক্ষণযুক্ত। অভিমানীব্যক্তি ধর্মৈশ্বর্য্য বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে ব্রাহ্মী বলে থাকেন।।৬।।

তিনি মনের মধ্যে যে ইচ্ছা পোষণ করেন তা অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন। চতুর্মুখের ব্রহ্মত্ব এবং কালত্বতে অন্তকৃৎ হয়।।৭।।

পুরুষ সহস্র মূর্ধাযুক্ত হন। সেই স্বয়ম্ভূর তিন অবস্থা বর্তমান। ব্রহ্মাতে সত্ত্ব এবং রজ, কালত্বে রজ ও তম। স্বয়ম্ভূর পুরুষত্বে সাত্ত্বিকগুণ যুক্ত থাকে। তিনি ব্রহ্মত্বে লোকসৃজন করেন এবং কালত্ব দশাতে সংহার করে থাকেন।।৮-৯।।

যখন তিনি পুরুষত্ব অবস্থায় স্থিত থাকেন তখন তিনি উদাসীন থাকেন। এই প্রকারে প্রজাপতির তিন অবস্থা বর্তমান। তিনি নিজ আত্মা বা স্বরূপকে তিন প্রকারে বিভাজিত করে ত্রিকালের মধ্যে প্রবৃত্ত থাকেন।।১০।।

এই তিন প্রকার স্বরূপ দ্বারা তিনি সৃজন, গ্রসন এবং বীক্ষণ করে থাকেন। সর্বাগ্রে স্বয়ম্ভূ থেকে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হয়।।১১।।

আদিত্য আদিদেব এবং অজাত বলে তিনি 'অজ' নামে পরিচিত। দেবতাদের মধ্যে তিনি 'মহান' বলে তিনি 'মহাদেব' রূপেও পরিচিত।।১২।।

সর্বেশত্বাচ্চ লোকস্য অধীশত্বাচ্চ ইশ্বরঃ।
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা ভক্তাদভব উচ্যতে।।১৩।।
পাতিয়স্মাৎপ্রজা সর্বাঃ প্রজাপতিরতঃ স্মৃতঃ।
পুরে শেতে চ বৈ যস্মাত্তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।।১৪।।
নোৎপাদ্যবাদ পূর্বত্বাৎ বাৎস্বয়ং ভূরিতি বিশ্রুতঃ।।১৫
হিরণ্যান্ডগতো যস্মাদগ্রহেশো বৈ দিবস্পতিঃ।
তসমাদ্ধিরন্যগর্ভোহসৌ দেবদেবো দিবাকরঃ।।১৬।।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অয়নং তস্য তা আপোস্তেনে নারায়ন স্মৃতঃ।।১৭।।
অর ইত্যেষ শীর্ঘ্রাথো নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ।
আপ এবাণর্বা ভূত্বা ন শীঘ্রাস্তেন তা নরাঃ।।১৮।।

লোকগণের সর্ব্বেশ এবং অধীশ বলে তিনি 'ঈশ্বর' রূপেও খ্যাত। তিনি 'বৃহৎ', সেই কারণে 'ব্রহ্মা' এই নামেও খ্যাত। এছাড়া 'ভবত্ব' হওয়ার জন্য তিনি 'ভব'। তিনি সমস্ত প্রজাবর্গের রক্ষা তথা পালনকর্তা তাই তিনি 'প্রজাপতি' এইরূপে পরিচিত।।১৩-১৪।।

তিনি উদ্ভূত হননা এবং তিনি অপূর্ব -- তাই স্বয়ম্ভূ এই নামে তিনি পরিচিত।।১৫।।

হিরণ্য অন্ডস্থিত এবং দিবস্পতি গ্রহপতি হওয়ার জন্য তিনি হিরণ্যগর্ভ, দেবাদিদেব দিবাকর নামে পরিচিত।।১৬।।

মহর্ষিগণ জলকে 'নারা' বলেন এবং জলেই তাঁর 'অয়ন' অর্থাৎ নিবাস স্থান বলে তিনি 'নারায়ণ' নামেও খ্যাত।।১৭।।

কবিগণ নিপাতের দ্বারা 'অর' শব্দের শীঘ্রতা অর্থ করেছেন। জল অর্ণব হয়ে শীঘ্রতা প্রাপ্ত হয়না। তাই তিনি 'নর' রূপে পরিচিত।।১৮।।

একানং বে পুরা তস্মিন্নষ্টে স্থাববজঙ্গমে।
নারায়নখ্য পুরুষঃ সুস্বাপ সলিলে তদা।
সহস্রশীর্ষা সুমনা সহস্রস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।।১৯।।
সহস্রাবাহু প্রথমঃ প্রজাপতি
স্ত্রয়ীপথে য পুরুষো নিগদ্যতে।
আদিত্যবর্ণা ভুবনস্য গোপ্তা—
অপূর্ব একঃ পুরুষ পুরাণঃ ।।২০।।
হিরন্যগর্ভঃ পুরুযো মহত্ম—
সংপদ্যতে বৈ তমস পরস্তাৎ।।২১।।

।। আদিত্যবারমাহাত্ম্য।।

সে ত্বাদিত্যদিতে ব্রহ্মণ পূজয়ন্তি দিবাকরম্।
স্মানদানাদিকং তেষাং কিং ফলং স্যাবদব্রীতু মে।।১।।

পূর্বে একার্ণবে স্থাবর-জঙ্গম সকল কিছু নষ্ট হয়ে গেলে 'নারায়ণ' নামধারী পুরুষ সেই জলে শয়ন করতেন। তিনি সহস্র শীর্ষযুক্ত সহস্র নেত্র ও পদযুক্ত এবং সুন্দর মনসম্পন্ন।।১৯।।

প্রথম প্রজাপতি সহস্র বাহুযুক্ত যিনি ত্রিপথেই পুরুষ নামে খ্যাত। আদিত্যের সমান বর্ণময় পুরুষ এই ভুবনের রক্ষক পুরাণ পুরুষ অপূর্ব।।২০।।

তমোনাশকারী মহাত্মা হিরণ্যগর্ভ পুরুষোত্তম।।২১।।

।। আদিত্য বার মাহাত্ম্য।।

এই অধ্যায়ে আদিত্য বার মাহাত্ম কথিত হয়েছে।

দিণ্ডি বললেন, হে ব্রাহ্মণ, যে মানব আদিত্য বারে দিবাকরের পূজন করেন এবং স্নান-দানাদি কর্ম করেন তিনি কি ফল লাভ করেন? কৃপাপূর্বক আপনি আমাকে বলুন।।১।।

পুন্যা সা সপ্তমী প্রোক্তা যুক্তা তেন পিতামহ।
বিজয়েতি তথা নাম বন্যতামস্য পুষ্যতা।।২।।
যেত্বাদিত্যেদিনে ব্রহ্মঞ্ছাদ্ধং কুবন্তি মানবাঃ।
সপ্তজন্মসু তে জাতাঃ সম্ভবন্তি বিরোগিণঃ।।৩।।
নক্তং কুবন্তি মে তত্র মানবাঃ স্থৈর্যমাশ্রিতাঃ।
জপমানাঃ পরং জাপ্যমাদিত্যহৃদয়ং পরম্।।৪।।
আরোগ্যমিহ বৈ প্রাপ্য সূর্যলোকং ব্রজন্তি তে।
উপবাসং চ যে কুমুরাদিত্যস্য দিনে সদা।।৫।।
জপন্তি চ মহাশ্বেতাং তে লভন্তে যথেপিসতম।
অহোরাত্রেন নক্তেন ত্রিরাত্রনিয়মেন বা।।৬।।
জপমানো মহাশ্বেতামীপিস্তং লভতে ফলম্।।
বিশোযতঃ সূর্যদিনে জপমানো গণাধিপ।।৭।।
যড়ক্ষরং তথা শ্বেতাং গচ্ছেদ্বৈরোচনং পদম্।
দ্বাদশোহ স্মৃতা বীরা আদিত্যস্য মহাত্মনঃ।।৮।।

হে পিতামহ, সেই আদিত্যবার যুক্ত সপ্তমী তিথি পরম পুণ্য তিথি – একথা আপনি বলেছিলেন, এছাড়া সেটি "বিজয়া" নামে পরিচিত তাও বলেছেন। এখন সেই তিথির পুণ্যতা সম্বন্ধে বলুন।।২।।

প্রজাপতি ব্রহ্মা বললেন, হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি রবিবারে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সপ্তজন্ম নীরোগ থাকেন।।৩।।

যে ব্যক্তি ঐ দিন স্থির হয়ে রাত্রে আদিত্য হৃদয়ের জপ করেন, তিনি এই লোকে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে মৃত্যুর পর সূর্যলোকে চলে যান। আদিত্যবারে যিনি সদা উপবাসব্রত পালন করেন তিনি সূর্যলোক প্রাপ্ত হন।।৪-৫।।

যিনি মহাশ্বেতাকে জপ করেন তিনি ঈপ্সিত বস্তু লাভ করেন। অহোরাত্রে, কেবল রাত্রে অথবা ত্রিরাত্রে যথানিয়মে মহাশ্বেতার জপকারী ঈপ্সিত ফললাভ করেন। হে গণাধিপ, বিশেষরূপে আদিত্যবারে জপ করলে পুর্ণফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।।৬-৭।।

ষড়ক্ষর তথা শ্বেতার জপ করলে ব্যক্তি বৈরচন পদ লাভ করেন, এই সংসারে মহাত্মা আদিত্যের দ্বাদশবার কথিত হয়েছে।।৮।।

নন্দো ভদ্রাস্তথা সৌম্যঃ কাযদঃ পুত্রদস্তথা।
জয়ো জয়ন্তে বিজয় আদিত্যাভিমুখ স্থিতঃ।।৯।।
হৃদয়ো রোগহা চৈব মহাশ্বেতপ্রিয়োৎ পর।
শুক্লপক্ষস্য যষ্ঠায়াং তু মাঘে মাসিগণাধিপ।।১০।।
যঃ কুর্মাৎ স ভবেদভূপঃ সর্বপাপভয়পহঃ।
অত্র নক্তং স্মৃতং পুণ্যং খৃতেন স্ত্রপনং রবেঃ।।১১।।
অগস্ত্যকুসুমানীহ ভানোস্তুষ্টিকরানি তু।
বিলেপনং সুগন্ধস্তু শ্বেতচন্দনমুত্তমম্।।১২।।
ধূপস্তু গুগ্গুলঃ শ্রেষ্ঠো নৈবেদ্যং পূপমেব হি।
দত্ত্বাপূযং তু বিপ্রস্য ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।।১৩।।
নক্ষত্রদর্শনাত্রক্তং কেচিদিচ্ছন্তি মানদ।
মূহূর্তোনং দিনং কেচিৎপ্রবদন্তি মনীষিণঃ।।১৪।।
নক্ষত্রদশনান্নক্তমহস্মন্যে গণাধিপ।
প্রস্থমাত্রং বা ভবেৎপুপং গোধূমময়মুত্তমম্।।১৫।।

আদিত্যের সেই দ্বাদশ নাম হল -- নন্দ, ভদ্র, সৌম্য, কামদ, পুত্রদ, জয়, জয়ন্ত, বিজয়, আদিত্য, হৃদয়, রোগহা এবং মহাশ্বেতাপ্রিয়। হে গণাধিপ, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের যষ্ঠী তিথিতে যিনি এই দ্বাদশ নাম জপ করেন তিনি সমস্ত পাপের ভয় অপনোদনকারী রাজা হন। রাত্রে ঘৃতের দ্বারা সূর্যের স্নপন পরমপুণ্যময় কর্ম-- এইরূপ কথিত আছে।।৯-১১।।

অগস্ত্য বৃক্ষের পুষ্প সূর্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়। সুগন্ধ বিলেপনের মধ্যে শ্বেতচন্দন উৎকৃষ্ট। ধূপের মধ্যে গুগ্গুল শ্রেষ্ঠ, নৈবেদ্যর স্থলে পুষ্প সূর্যদেবের বিশেষ প্রিয়। সূর্যদেবকে এই সকল দ্রব্য নিবেদন করে বিপ্রকে প্রদান পূর্বক মৌন হয়ে ভোজন করা উচিৎ।।১২-১৩।।

হে মানদ, কিছু বিদ্বান্ ব্যক্তি নক্ষত্র দর্শন করে রাত্রি সমাগত অনুমান করেন, অপরপক্ষে অন্য মণীষীগণ দিবসের একমুহূর্ত অবশিষ্ট থাকতেই রাত্রির আগমন স্বীকার করেন। হে গণাধিপ আমি নক্ষত্র দর্শন বলেই রাত্রি আগমন স্বীকার করি। সূর্যদেবকে রাত্রে নিবেদন করার জন্য পূপ একপ্রস্থ প্রমাণ এবং উত্তম গোধূমচূর্ণের দ্বারা প্রস্তুত করতে হবে।।১৪-১৫।।

যবোদ্ভবং বা কুর্বীত সগুড়ং সর্পিযান্বিতম্।
সহিরণ্যং চ দাতব্যং ব্রাহ্মণে সেতিহাসকে।।১৬।।
ভৌমে দিব্যেহম বা দেয়ং ন্যসেদ্বা পুরতো রবেঃ।
দাতব্যো মন্ত্রতশ্চায়ং মন্ডকো গ্রাহ্য এব হি।।১৭।।
ভূত্বাদিত্যেন বৈ ভক্ত্যা আদিত্যং তু নমস্য চ।
আদিত্যতেজসোৎপন্ন রাজ্ঞীকরবিনির্মিতম্।
শ্রেয়সে মম বিপ্র ত্বং প্রতীচ্ছাপূপমুত্তমম্।।১৮।।
কামদং সুখদং ধর্ম্মং ধনদং পুত্রদং তথা।
সদাস্তু তে প্রতীচ্ছামী মন্ডকং ভাস্করপ্রিয়ম্।।১৯।।
এতৌ চৈব মহামন্ত্রৌ দানাদানে রবি প্রিয়ে।
অপূপস্য গণশ্রেষ্ঠ শ্রেয়তে নাত্র সংশয়ঃ।।২০।।
এষ নন্দবিধিঃ প্রোক্তো নরানাং শ্রেয়সে বিভো।
অনেন বিধিণা যস্তু নরঃ পূজয়তে রবিম্।
সর্বপাপবিনির্মুক্ত সূর্যলোকে মহীয়তে।।২১।।

গোধূমের অভাবে যবচূর্ণ গুড় এবং ঘৃত সংযুক্ত করে পূপ প্রস্তুত করতে হবে।।১৬।।

সেই পূপ দিব্য ভৌম, অথবা সূর্যদেবের অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করে মন্ত্রের দ্বারা নিবেদন করবে। এক্ষেত্রে মন্ডকগ্রাহ্য হয়।।১৭।।

হে বিপ্র, আদিত্যেরতেতে উৎপন্ন তথা রাজ্ঞীহস্তে বিশেষরূপে প্রস্তুত পূপ কল্যাণের নিমিত্ত উত্তমরূপে গ্রহণ করুন। কামনা প্রদানকারী, সুখদানকারী, ধর্মসম্বন্ধীয় ধনদাতা এবং পুত্র প্রদানকারী ভাস্কর ভগবানের প্রিয়মন্ডক আমি গ্রহণ করলাম।।১৮-১৯।।

হে গণশ্রেষ্ঠ। এই দুই প্রকার বচন দান এবং আদানে রবির পরম প্রিয়। এটি কল্যাণকর এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।।২০।।

হে বিভো, মানবের শ্রেয় সম্পাদনের নিমিত্ত এই নন্দবিধি বলা হয়েছে। এই বিধানানুসারে যিনি সূর্যদেবের পূজা করেন তিনি সমস্ত প্রকার পাপ থেকে বিশেষরূপে মুক্তি লাভ করে সূর্যলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ় করেন।।২১।।

ন দারিদ্রয়ং ন রোগশ্চ কুলে তস্য মহাত্মনঃ।
যোহনেন পুজয়েদ ভানুং ন শ্রয় সন্ততে স্তথা।।২২।।
সূর্যলোকাচ্চ্যুতশ্চসৌ রাজা ভবতি ভূতলে।
বহুরত্নসমাযুক্তস্তেজসাদ্বিজ সন্নিভঃ।।২৩।।
পঠতাং শৃন্বতাং চেদং বিধানং ত্রি পুরান্তক।
কং দদাত্যচলং দিব্যমম্বুজামচলাং তথা।।২৪।।

।। সৌরধর্মমাহাত্ম্য বর্ণনম্।।

পুনর্মে ব্রূহিবিপ্রেন্দ্র সৌরং ধমমনুত্তমম্।
সমাসাৎকথিতং ব্রহ্মান্বিস্তরেন প্রকীর্তয়।।১।।

সেই মহাত্মা পুরুষ কোনো প্রকার দরিদ্রতা প্রাপ্ত হন না বা তাঁর বংশের কেউ কখনও রোগভোগ করেন না। যে ব্যক্তি এই রীতিতে ভগবান্ ভানুর পূজন করেন তাঁর কখন সন্তান ক্ষয় হয় না। যখন তিনি সূর্যলোক চ্যুত হয়ে ভূ-মন্ডলে আসেন, তখন তিনি রাজা হন। এ ছাড়া প্রভুর রত্নলাভ করে তেজের দ্বারা বিপ্রতুল্য হন। এই বিধান পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে পাঠকারী বা শ্রবণকারীকে ত্রিপুরান্তক অচল দিব্য সুখ এবং অচলা লক্ষ্মী দান করেন।।২২-২৪।।

।। সৌরধর্ম মাহাত্ম্য বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সৌরধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে গরুড় এবং অরুণ সংবাদ তথা সৌরধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজা শতানীক বললেন - হে বিপ্রেন্দ্র, আপনি কৃপা পূর্বক সৌরধর্ম সম্পর্কে আমাকে বলুন। পূর্বে আপনি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করেছিলেন, এখন পুনরায় বিস্তারিতভাবে তা বলুন।।১।।

সাধুসাধু মহাবাহো সাধু পৃষ্টোহসি ভারত।
ত্বৎসংমো নাস্তি লোকেহস্মিন সৌরঃ পার্থিবসত্তম্।।২
কীর্তয়াম্যদ্য তং পুণ্যং সংবাদং পাপনাশনম্।
গরুড়ারুণয়ো রাজন্ পুরাবৃত্তং নরাধিপ।।৩।।
সুখাসীনং পুরা রাজন্নরুণং সূর্যসারথিম্।
উপগম্য মহাবাহো গরুড়ো বাক্যমব্রবীৎ।।৪।।
ধর্মাণামুত্তমং ধর্মং সর্বপাপ প্রণাশনম্।
সৌরধর্মং খগশ্রেষ্ঠ ব্রূহি মে কৃৎস্নশোনঘ।।৫।।
সাধু বৎস মহাত্মাসি ধন্যস্ত্বং পাপবর্জিতঃ।
শ্রোতু কামোহসি যৎ পুত্র সৌরধমমনুত্তমম্।।৬।।
শৃনু ত্বং কীর্তয়াম্যেষ সুখোপায়ং মহৎফলম্।
পরমং সর্বধর্মাণাং সৌরধমমনুত্তমম্।।৭।।

সুমন্ত ঋষি বললেন, হে মহাবাহো, তুমি যথার্থ বলেছ। হে ভারত, এই লোকে তোমার তুল্য কোনো রাজা সৌমধর্ম সম্পর্কে অনুরাগ প্রকাশ করেন নি।।২।।

হে মহাবাহো, আজ সেই পরমপুণ্যএবং পাপনাশী সংবাদ তোমাকে বলছি। হে নরাধিপ, পূর্বে গরুড় এবং অরুণের যে সংবাদ হয়েছিল তার বর্ণনা করছি।।৩।।

হে মহাবাহু, পুরাকালে কোনো এক সময় সূর্য সারথি অরুণ নিকট আমি সুখাসীন ছিলাম, তখন সেখানে গরুড় উপস্থিত হন এবং তিনি তখন কথাগুলি বলেছিলেন।।৪।।

হে নিষ্পাপ খগশ্রেষ্ঠ, কৃপা পূর্বক আপনি ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পাপরাশি নাশকারী সৌরধর্ম সম্পর্কে আমাকে পূর্ণ রূপে বলুন।।৫।।

অরুণ বললেন, হে বৎস, অতি উত্তম, তুমি মহাত্মা পরমধন্য এবং পাপরহিত। হে পুত্র তুমি এই পরমশ্রেষ্ঠ সৌরধর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। সেই ইচ্ছা তোমার কৃতার্থতা এবং নিষ্পাপতাকে প্রকট করছে।।৬।।

এখন তুমি শ্রবণ কর। আমি সুখের উপায় স্বরূপ এবং মহান ফলদানকারী তথা সমস্ত ধর্মের মধ্যে অত্যুত্তম সৌরধর্ম সম্পর্কে বলছি।।৭।।

অজ্ঞানানবমগ্নানাং সর্বেষাং প্রানিনাময়ম্।
সৌরধর্মো হ্যয়ং শ্রীমান পরতীরপ্রদোযতঃ।।৮।।
যে স্মরন্তি রবিং ভক্ত্যা কীর্তয়ন্তি চ যে খগ।
পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং তে গতা পরমং পদম্।।৯।।
আত্মদ্রোহঃ কৃতস্তেন জাতেনেহ খগাধিপ।
নাচিতো যেন দেবেশঃ সহস্রকিরণো রবি।।১০।।
সুচিরং সম্ভ্রমত্যস্মিন্দুঃখদে চ ভবার্ণবে।
জরাভূত মহাগ্রাহে তৃষ্ণাবেলাকুলাপরে।।১১।।
মানুযং দুর্লভং প্রাপ্য যেহচয়ন্তি দিবাকরম।
তেযাং হি সফলং জন্মকৃতার্থস্তে নরোত্তমাঃ।।১২।।
সূর্যভক্তিপরা যে চ মেচ তদগতমানসাঃ।
যে স্মরন্তি সদা সূর্যং নতে দুঃখস্য ভাগিনঃ।।১৩।।

এই সৌরধর্ম অজ্ঞান সাগরে নিমগ্ন মানবকে উদ্ধার করে জ্ঞান প্রদান করে।।৮।।

হে খগ, যে ব্যক্তি ভক্তিভাবের দ্বারা ভগবান্ সূর্যদেবের স্মরণ করে এবং তাঁর কীর্তন করে তথা নিত্য তাঁর ভজন করে তিনি পরমপদ লাভ করেন।।৯।।

হে খগাধিপ, যে ব্যক্তি এই লোকে জন্ম লাভ করেও সেই দেবেশ অর্থাৎ সূর্যদেবকে স্মরণ করেন না, তিনি আত্মার সঙ্গে দ্রোহ করেন।।১০।।

যে ব্যক্তি ভগবান্ সূর্যদেবের অর্চনা করেন না, তিনি অনেককাল দুঃখদানকারী এই সংসার সাগরে জরা, ভূত প্রভৃতি মহান গ্রহ ভোগ করেন তৃষ্ণাবেলাকুল থাকেন।।১১।।

এই মনুষ্য জীবন পরম দুর্লভ, কারণ অত্যধিক পুণ্যের দ্বারা এই জীবন লাভ করা যয়া। এই রকম পুণ্য জীবন লাভ করে যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবান সূর্যদেবের পূজন করেন তার জন্ম সার্থক এবং তিনি নরশ্রেষ্ঠ।।১২।।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক ভগবান সূর্যদেবের পূজন করেন ও সূর্যদেবের চরণে নিজমন নিয়োজিত করেন তথা সূর্যদেবকে সর্বদা স্মরণ করেন, তিনি কখনও দুঃখভোগ করেন না।।১৩।।

বিবিধানি মনোজ্ঞানি বিবিদাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ধণং বা দৃষ্টপযতং সূর্যপূজাবিধেঃ ফলম।।১৪।।
যে বাঞ্ছন্তি মহাভোগান্নজ্যং বা ত্রিদশালয়ে।
সৌভাগ্যং কান্তিমতুলাং ভোগং ত্যাগং যশ শ্রিয়ম।।১৫।।
সৌন্দর্যং জগৎ খ্যাতিঃ কীর্তিধমাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
ফলান্যেতানি বৈপুত্র সূর্যভক্তি বিধেবুধ।।১৬।।
তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ সূযং সর্ব দিবগণাচিতম।
দুলর্ভা ভাস্করে ভক্তিদুলভং চ তদচনম।।১৭।।
দানং চ দুলর্ভং তস্মৈ তদ্ধোমশ্চ সুদুর্লভ।
দুলভং তস্য বিজ্ঞানং তদভ্যাসোহপি দুলভঃ।।১৮।।
সদুলভতরং জ্ঞেয়ং তদারাধনমুত্তমম্।
লোভস্তেষাং মনুষ্যাণাং যে রবিং শরণংগতাঃ।।১৯।।

সূর্যদেবের পূজনের ফলে ব্যক্তি অনেক প্রকার সুন্দর পদার্থ, নানা প্রকার আভূষণে ভূষিত স্ত্রী এবং অটুট ধনসম্পদ লাভ করেন।।১৪।।

যে ব্যক্তি মহাভোগের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত করতে চান রাজ্যাসন লাভ করতে চান বা স্বর্গ সৌভাগ্য লাভ করতে চান এবং অতুল কান্তি, ভোগ, ত্যাগ, যশ, শ্রী, সৌন্দর্য্য, জাগতিক খ্যাতি, কীর্তি ও ধর্ম ইত্যাদি লাভ করতে চান তিনি সূর্যদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করবেন। কারণ এসব সূর্য-ভক্তির ফল। অতএব হে পুত্র, সূর্যভক্তি অবশ্য কর্তব্য।।১৫-১৬।।

এই কারণে সমস্ত দেবগণের দ্বারা সমর্চিত সূর্যদেবের পূজন করা উচিৎ। ভগবান্ ভাস্করের প্রতি ভক্তি এই লোকে পরম দুর্লভ। সূর্যদেবের প্রতি যজনার্চনও পরম দুর্লভ।।১৭।।

সূর্যদেবের প্রতিদান অতি দুর্লভ তথা তাঁর উদ্দেশ্যে হোম করা মহাদুর্লভ। তার জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া কঠিন আর তাঁকে অভ্যাস করাও দুর্লভ।।১৮।।

সূর্যদেবকে উত্তমরূপে আরাধনা করার বিধান গ্রহণ কঠিন। যিনি ভগবান সূর্যদেবের শরণাগত তিনি সূর্যদবকে প্রাপ্ত হন।।১৯।।

যেষামিহেশ্বরে ভানৌ নিত্যং সূর্যেগতং মন।
নমস্কারাদিসংযুক্তং রবিরিত্যক্ষরুদ্ধম্।।২০।।
জিহ্বাগ্রে বততে যস্য সফলং তস্য জীবিতম্।
য এবং পূজয়েদ ভানুং শ্রদ্ধয়া পরয়ান্বিতঃ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ স নরো নাত্র সংশয়।।২১।।
ডাকিন্যো বিবিধাকারা রাক্ষসাঃ সপিশাচকাঃ।
ন তস্য পীড়াং কুর্বতি তথান্যাশ্চ বিভীষণাঃ।।২২।।
শত্রো নাশমায়ান্তি সংগ্রামে জয়মাপ্নুয়াৎ।
ন রোগৈঃ পীড্যতে বীর আপদো ন স্পৃশান্তিতম্।।২৩।
ধনমায়ুযশো বিদ্যা প্রভাবোহ্যতুলং তথা।
শুভেনোপচায়ং যান্তি নিত্যং পূর্ণমনোরথা।।২৪।।

এই লোকে যার মন ঈশ্বর ভানুদেবের প্রতি নিরত থাকে এবং 'রবি' এই দুই অক্ষর যার নমস্কারাদিতে সংযুক্ত থাকে তিনি জীবনে সফল হন।।২০।।

যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্র ভগবান্ রবির, নাম স্থানপ্রাপ্ত হয়, তাঁর জীবন সার্থক। এইভাবে পরম শ্রদ্ধাপূর্বক যিনি ভগবান্ সূর্যদেবের পূজন করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন -- এতে কোনোপ্রকার সংশয় নেই।।২১।।

বিভিন্নাকৃতি ডাকিনী, পিশাচ এবং রাক্ষস এইসব তাকে পীড়াপ্রদান করতে পারে না। এছাড়া অন্যান্য ভীষণ জীবও তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনা।।২২।।

সূর্যোপাসক শত্রুনাশ করে তার প্রতি বিজয় প্রাপ্ত হন। হে বীর, তাকে কোনো প্রকার রোগ, পীড়া বা আপদ স্পর্শ করতে পারে না।।২৩।।

সূর্যোপাসক মনুষ্য ধন, আয়ু, যশ, বিদ্যা, অতনু, প্রভা এবং শুভ লাভ করেন। এছাড়া তার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়।।২৪।।

।। ব্রহ্ম কৃতসূর্যস্তুতিবর্ণনম্।।

পূজয়িত্বা রবি ভক্ত্যা ব্রহ্মা ব্রহ্মাত্বমাগতঃ।
বিষ্ণুত্বং চাপি দেবেশো বিষ্ণুরাপ তদচণাৎ।।১।।
শংকরোহপি জগন্নাথঃ পূজয়িত্বা দিবাকরম্।
মহাদেবত্বগমত্তৎ প্রসাদাৎ খগাধিপ।।২।।
সহস্রাক্ষোপি দেবেশ ন্দ্রো ভানুং তপোমহম্।
ইন্দ্র ত্বমগমদ্দেবং পূজয়িত্বা দিবাকরম।।৩।।
মাতরো দেবগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
পূজ্যয়ন্তি সদা ভানুমীশানং সুরনায়কম্।।৪।।
সবমেতজ্জগন্নিত্যং ভানৌ দেবে প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মাৎসংপূজয়েদ ভানুং য ইচ্ছেৎ স্বর্গমক্ষয়ম্।।৫।।

।। ব্রহ্মাকৃত সূর্যস্তুতি বর্ণন।।

ব্রহ্মা যে ব্রহ্মাত্ব প্রাপ্তি লাভ করেছেন তা ভক্তি সহ সূর্যদেবের পূজা করেই করেছেন। দেবতাদের প্রভু ভগবান বিষ্ণু বিষ্ণুত্বের পদ সূর্যকে অর্চনা করেই প্রাপ্ত হয়েছেন।।১।।

ভগবান শঙ্করও সমস্ত জগতের প্রভু দিবাকরের পূজা করেই হয়েছেন। হে খগাধিপ! সূর্যের অনুগ্রহেই শঙ্কর মহাদেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।।২।।

একসহস্র নেত্রযুক্ত দেবতাদের প্রভু ইন্দ্রও দিবাকর ভানুদেবের পূজা করে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।।৩।।

মাতৃবর্গ, দেবগণ, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ এবং রাক্ষস সমস্ত দেবতাদের নায়ক ঈশান ভানুর সর্বদা পূজা করেন।।৪।।

এই সমস্ত জগৎ সূর্যেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরজন্য যদি স্বর্গের অক্ষয় নিবাসের ইচ্ছা থাকে তবে সূর্যপূজা খুব ভালোভাবে করতে হবে।।৫।।

যোন পূজয়তে সূর্যং ভাস্করং তমসুদনম্।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং ন নরো ভাজণং ভবেৎ।।৬।।
তস্মাৎ কার্যং হি তদ্ধযানং যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞয়া।
অচয়েৎ সদা ভানুমান্নোপি সদা খগ।।৭।।
যস্ত সন্তিষ্ঠতে নিত্যং বিনা সূর্যস্য পূজনাৎ।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরোসো বাথচ্ছেদনম্।।৮।।
সূর্যং সংপূজ্য ভূঞ্জীত ত্রিদশেশং দিবাকরম্।
ইত্থা নির্বহতে যস্য যাবজ্জীবং তদচনয।
মনুষ্যচর্মণা নদ্ধঃ স রবিনাত্র সংশয়ঃ।।৯।।
নহি আকাচণাদন্যৎ পূণ্যমধিকং ভবেৎ।
ইতি বিজ্ঞায় যত্নেন পূজস্ব দিবাকরম্।।১০।।
সূর্য ভক্তাগমাশ্চৈব সূর্যাচন পরায়ণাঃ।
সংযতা ধর্মসম্পন্না ধর্মাদীন সাধয়ন্তিতে।।১১।।

যে অন্ধকারনাশকারী ভাস্কর সূর্যে পূজা করে না সে মনুষ্য ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হতে পারে না।।৬।।

এর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে যতক্ষয় জীবিত থাকা যাবে ততক্ষণ এর ধ্যান করতে হবে। হে খগ! আপৎকালেও হয়েও সর্বদা অর্চনা করতে হবে।।৭।।

যে মানুষ নিত্য সূর্যের পূজা করে না তার নিজ প্রাণত্যাগ করাই ভাল অথবা শিরশ্ছেদ করা উচিত।।৮।।

দেবতাদের প্রভু দিবাকর সূর্যের পূজা করে সবসময় ভোজন করা উচিত। যে এইপ্রকারে নিজ ক্রম নির্বাহ করে এবং যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ সূর্যের পূজা পাঠ করে সেই মানুষের ত্বকের আবরণে স্বয়ং সূর্যই হয়— এতে কোন সংশয় নেই।।৯।।

অর্ক অর্থাৎ সূর্যের অর্চনার থেকে অধিক কোনও পুণ্য নেই, এইভাবে জেনে বুঝে যত্নসহ সূর্যের পূজা কর।।১০।।

সূর্য ভক্তিকারীগণের মধ্যে যে সূর্যের অর্চনায় পরায়ণ হয়, সংযত এবং ধর্মসম্পন্ন হয় সে ধর্মাদির সাধন করে।।১১।।

সর্বদ্বন্ধসহা বীরা নীতিবিধুক্তচেতসঃ।
পরোপকারনিরতা গুরুশুশ্রূযনে রতা।।১২।।
অমানিনো বুদ্ধিমন্তোহব্যক্তসপদ্ধা গতস্পৃহাঃ।
শান্তা স্বান্তগতা ভদ্রা নিত্যং স্বাগত বাদিনঃ।১৩।।
স্বল্পবাচঃ সুমনসঃ শুরা শাস্ত্রবিশারদাঃ।
শৌচাচারসুসম্পন্না তয়াদাক্ষিণ্যগোচরাঃ।।১৪।।
দম্ভমৎ সরনিমুক্তাস্তৃষ্ণালোভবিবর্জিতাঃ।
সংবিভাগপরাঃ প্রোক্তা ন শঠাশচপ্যকুৎসিতাঃ।।১৫।।
বিষস্বেপি নিলেপাঃ পদ্মপত্রমিবাংভসা।
ন দীনা মানিনশ্চৈব ন চ রোগবশানুগাঃ।।১৬।।
ভবন্তি ভাবিতাৎমানঃ সুস্নিগ্ধাঃ সাধুসেবিতাঃ।
ন পানিপাদবাকচক্ষুঃ শ্রোত্রশিশ্নোদরে রতাঃ।।১৭।।
চপলানি ন কুবন্তি সর্বব্যাসংগ বর্জিতঃ।
সূর্যাসনরতঃ শান্তাঃ যড়ক্ষরমনোগতাঃ।।১৮।।

যে সূর্যভক্ত হয় সে সমস্ত দ্বন্দ্বের সহনকারী, বীর, নীতিবিদ, পরোপকারী এবং গুরু সেবায় অনুরক্ত হয়। যে বুদ্ধিমান, গতস্পৃহ, শান্ত, ভদ্র এবং নিত্য স্বাগতবাদী হয়।।১২-১৩।।

সূর্যভক্ত মিতভাষী, সুমনা, শূর, শাস্ত্রে পন্ডিত, শুচি এবং সদাচারী এবং দাক্ষিণ্যযুক্ত হয়।।১৪।।

সূর্যের ভক্ত দম্ভ মাৎসর্যবিহীন হয়, তথা তৃষ্ণা এবং লোভ বিহীন হয়। সে সংবিভাগ পরায়ণ হয়। শঠ এবং কুৎসিত হয় না।।১৫।।

সূর্যভক্ত মনুষ্য বিষয়ে কখনও লিপ্ত হয় না যেমন করে পদ্মপাতা জলে থেকেও জলে থেকে নির্লিপ্ত থাকে। সে কখনও দরিদ্র এবং অভিমানী হয় না তথা কখনও রোগাক্রান্ত হয় না।।১৬।।

সূর্যভক্ত ভাবিতাত্মা, সুস্নিগ্ধ এবং সাধুসেবিত হয়। সে হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, স্নায়ু এবং উদরে রত হয়না। সূর্যভক্ত কখনও চপলতা দেখায় না। সে সর্বদা ব্যসন থেকে বর্জিত থাকে। সূর্যভক্ত সূর্যের উপাসনায় রতি করে, শান্ত এবং ষড়ক্ষর মন্ত্র মনে ধারণ করে।।১৭-১৮।।

ইত্যাচার সমাযুক্তা ভবন্তি ভুবি মানবাঃ।
একান্তভক্তিমাস্থায় ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।।১৯।।
পূজনীয়ো রবিনিত্যং গুরোস্বেতেযু বর্ততে।
সর্বেষামেব পাত্রাণামাতিপাত্রং দিবাকরঃ।
পতন্তং ত্রায়তে যস্মাদতীব নরকার্নবাৎ।।২০।।
তস্য পাত্রাতিপাত্রস্য মাহাত্যং দানমন্বতি।
অনেন ফলমাদিষ্ট মিহলোকে পরত্র চ।।২১।।
দ্রব্যেণাপি হি যঃ কুমান্নরঃ কর্ম তদালয়ে।
সোহপি দেহক্ষয়েজ্ঞানং প্রাপ্য শান্তিমবাপ্নুমাৎ।।২২।।
সর্বদ্বিজকদংবেষু কশ্চিজ্জানমবাপ্নুয়াৎ।
কশ্চিদেতত্তু মে দিব্যং লব্ধা জ্ঞানং বিমুঞ্চতি।।২৩।।
তাবদভমন্তি সংসারে দুঃখশোকপরিপ্লুতাঃ।
ন ভবন্তি রবেভক্তা যাবৎ সর্বেপি দেহিনঃ।।২৪।।

এই প্রকার আচারযুক্ত মানব এই ভূমন্ডলে একান্ত ভক্তি সহকারে ধর্ম, কাম এবং অর্থের সিদ্ধিলাভের যোগ্য হয়।।১৯।।

এই গুণযুক্ত হলে রবিদেব নিত্য পূজা করার যোগ্য হয়। সমস্ত পাত্রের মধ্যে দিবাকর হল অতিপাত্র। যে নরকরূপী সমুদ্র থেকে অত্যন্ত পতনশীলকে রক্ষা করে।।২০।।

ওই পাত্রাতিপাত্র এর অনুমাত্রও দানের থেকে বড় মাহাত্ম্যযুক্ত হয়। এরদ্বারা ইহলোক এবং পরলোকের ফল বলা হয়েছে।।২১।।

যে কোন মানুষ দ্রব্য দ্বারা যদি তার গৃহে কর্ম করে তবে সেও দেহের ক্ষয় হয়ে গেলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করে।।২২।।

সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন এক জন জ্ঞানপ্রাপ্তির ক্রিয়া করে এবং তাতেও কোন একজন আমার দিব্যজ্ঞান লাভ করে বিমুক্ত হয়।।২৩।।

ঐ সময় পর্যন্ত এই সংসারে দুঃখ এবং শোক দ্বারা পরিপ্লুত যে দেহধারী ভ্রমণ করে, যতক্ষণ সমস্ত দেহধারী ভগবান সূর্যের ভক্ত না হয়।।২৪।।

সূর্যাস্যালেপনং পুন্যং দ্বিগুণং চন্দনস্যতু।
চন্দনাদগুরৌ জ্ঞেয়ং পুন্যমষ্টগুণোত্তরম্।।২৫।।
কৃষ্ণাগুরৌ বিশেষেণ দ্বিগুণং ফলমিষ্যতে।
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং কুমকুমস্য বিধীয়তে।।২৬।।
সূর্যমজ্ঞোপকরণং কৃত্বালপং যদি বা বহু।
ভাবাদ্বিত্তানুসারেন সূর্যলোকে মহীয়তে।।২৭।।
যদপীষ্টমনিষ্টং চ ন্যায়েনোভয়মাগতম্।
তৎসূর্যায় নিবেদ্যং সদ ভক্তানন্তফলার্থিনা।।২৮।।
কর্মশাঠ্যোন যঃ কুর্মাদ্দুঃখেনাপি তদচনম্।
সোহপি দ্বিজো দিবং যাতি কর্মণা পাপবর্জিতঃ।।২৯।।
সর্বমন্যৎ পরিত্যজ্য সূর্যে চৈকমনাঃ সদা।
সূর্যপূজাবিধিং কুমাদ্য ইচ্ছেচ্ছ্রেয়আত্মনঃ।।৩০।।

চন্দনের বিলেপন ভগবান সূর্যদেবকে করলে দু'গুণ পুণ্য লাভ হয় এবং চন্দন লেপনেরও আটগুণ পুণ্য অগুরুতে বুঝে নিতে হবে।।২৫।।

কৃষ্ণ অগুরুতে বিশেষ রূপে দ্বিগুণ ফল বলা হয়। কৃষ্ণা গুরুর একশ গুণ পুণ্য কুমকুম লেপনে হয়।।২৬।।

ভগবান সূর্যদেবের যজ্ঞে এই উপকরণগুলি বেশী বা কম হোক, করতে হবে কিন্তু ভক্তিভাবে এবং নিজ বিত্ত ক্ষমতা অনুসারে করলে সেই মানুষ শেষে সূর্যলোকে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।।২৭।।

ইষ্ট বা অনিষ্ট যাই হোক না কেন ন্যায় পথে আগত সবকিছুই সূর্যের জন্য সদ্ভক্তিসহ্ ফলাকাঙক্ষীকে নিবেদন করতে হবে।।২৮।।

যে কেউ কর্মের শঠতার এবং দুঃখের দ্বারা ওঁর অর্চনা করে, সেই ব্রাহ্মণও কর্মের দ্বারা পাপহীন হয়ে স্বর্গলোকে চলে যায়।।২৯।।

যে আত্মহিত চায় তাকে অন্য সবকিছু পরিত্যাগ করে সর্বদা সূর্যের প্রতি একমনা হয়ে সূর্যের পূজার বিধি পালন করতে হবে।।৩০।।

ত্বরিতং জীবিতং যাতি ত্বরিতং যৌবনং তথা।
ত্বরিতং ব্যাধিরপ্যেতি তস্মান্নিত্যং রবিং ব্রজৎ।।৩১।।
মাবন্নাভ্যেতি মরণং যাবন্নাক্রমতে জরা।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্পং তাবদচেদ্দিকরম।।৩২।।
ন সূর্যাচনতুল্যেপি ন ধমোন্যো জগত্রয়ে।
ইত্থং বিজ্ঞায় দেবেশং পূজয়স্ব দিবাকরম।।৩৩।।
যেভক্ত্যা দেবদেবেশং সূর্যং শান্ত মজং প্রভুম্।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য তে গতাঃ পরমং পদম্।।৩৪।।
গোপতিং পূজয়িত্বা তু প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পুরা ব্রহ্মাব্রবীদিদম্।।৩৫।।
ভগবন্তং ভগকরং শান্তচিত্তমনুত্তমম্।
দেবমার্গপ্রনেতারং প্রনতোস্মি রবিং সদা।।৩৬।।

জীবন যেমন খুব শীঘ্র সমাপ্ত হয়ে যায়, যৌবনও খুব শীঘ্র চলে যায়, শীঘ্রই রোগ সকল এই শরীরটি ঘিরে ফেলে, তাই নিত্য ভগবান সূর্যের শরণ নিতে হবে।।৩১।।

যতক্ষণ মৌন প্রাপ্তি না হয় এবং যে সময় পর্যন্ত বৃদ্ধ অবস্থা এসে শরীরকে আক্রান্ত না করে তথা যে সময় পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষীণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দিবাকরের অর্চনার কর্ম করে নিতে হবে, কেননা অসমর্থ হয়ে সমস্ত মানুষ এসব করতে পারে না এবং সেই মানবজীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।।৩২।।

ভগবান সূর্যদেবের পূজার সমান এই জগৎত্রয়ে অন্য কোনও ধর্ম ও ধর্মকাজ নেই। এটা বুঝে দেবেশ দিবাকরের পূজা করো।।৩৩।।

যে মানুষ ভক্তি পূর্বক শান্ত, অজ, প্রভুদেব দেবেশ সূর্যের পূজা করেন সে এই লোকে সুখ প্রাপ্ত হয়ে পরম পদ লাভ করে।।৩৪।।

নিজের পরম অন্তরাত্মার দ্বারা গোপতির পূজা করবে কৃতাঞ্জলিপুটে — এটি ব্রহ্মার উক্তি।।৩৫।।

ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত এবং ষড়ৈশ্বর্য্যদায়ী শান্ত চিত্তযুক্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ, ভগবান দেবতাদের পথ প্রণেতা সূর্যদেবকে আমি সদা প্রণাম করি।।৩৬।।

শাশ্বতং শোভানং শুদ্ধং চিত্রভানুং দিবস্পতিম্।
দেবদেবেশমীশেশং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।।৩৭।।
সর্বদুঃখহরং দেবং সর্বদুঃখহরং রবিম্।
বরাননং বরাংগং চ বরস্থানং বরপ্রদম্।।৩৮।।
বেরণ্যং বরদং নিত্যং প্রণয়োহস্তি বিভাবসুম্।
অকম যর্মমনং চেন্দ্রং বিষ্ণুমীশং দিবাকরম্।।৩৯।।
দেবশ্বরং দেবরতং প্রণতোহস্থি বিভাবসুম্।
সা ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং ব্রহ্মাণোক্তং স্তবং পরমম্।
স হি কীতিং পরাং প্রাপ্য পুনঃ সূর্যপূরং ব্রজেৎ।।৪০।।

যিনি দেবদেবেশ শাশ্বত, শোভন, শুদ্ধ, দিবাস্পতি, চিত্রভানু দিবাকর এবং দেবতাদেরও দেবতা তাকে আমি প্রণাম করছি।।৩৭।।

সমস্ত প্রকার দুঃখহারী দেব তথা সর্বদুঃখহর রবি বরাননযুক্ত, শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যুক্ত, বরদানকারী, বরেণ্য নিত্য বরদ এই ভগবান বিভাবসুকে আমি প্রণাম করি। অর্ক, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ঈশ, দিবাকর দেবেশ্বর দেবরত এবং বিভাবসুকে আমি প্রণাম করি। এই প্রকারে ব্রহ্মার দ্বারা কৃত এই স্তুতি যে নিত্য শ্রবণ করবে সে পরম কীর্তি লাভ করে আমার সূর্যপুরে চলে যাবে।।৩৮-৪০।।

।। বিবাহ বিধিবর্ণনম্।।

অসপিন্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মনি মৈথুনে।।১।।
সহজো ন ভবেদ্যস্যা ন চ বিজ্ঞায়তে পিতা।
নোপয়চ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্মশং কয়া।।২।।
ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তা স্যাৎসর্বণা দারকর্মণি।
কামশস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যু ক্রমশোহবরাঃ।।৩।।
ক্ষত্রস্যাপি সবর্ণা স্যাৎপ্রথমা দ্বিজসত্তমাঃ।
দ্বে দ্বাপরে তথা প্রোক্তে কামতস্তু ন ধর্মতঃ।।৪।।
বৈশ্যসৈকা বরা প্রোক্তা সবর্ণা চৈব ধর্মতঃ।
তথাবরা কামতস্তু দ্বিতীয়া ন তু ধর্মতঃ।।৫।।

।। বিবাহ বিধি বর্ণন।।

যে নারী নিজ মাতার সপিন্ড নয় এবং পিতার গোত্রের নয় সেই স্ত্রী দ্বিজাতির বিবাহ তথা মৈথুনের জন্য প্রশস্ত।।১।।

যে নারীর সহজাত ভাই নেই এবং যার পিতারও পরিচয় জানা নেই তাকে প্রাজ্ঞ পুরুষের পুত্রিকা ধর্মের শঙ্কা হেতু উপযম করা উচিত নয়।।২।।

ব্রাহ্মণদের সবর্ণা নারী দারকর্মতে প্রশস্ত হয়। কামের বাসনা শান্ত করার বিবাহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীরা ক্রমশঃ অবর হয়।।৩।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, ক্ষত্রিয়ের জন্য যে সবর্ণা স্ত্রী হয় সে উত্তম হয় এবং দু'জন বৈশ্য এবং শূদ্র কন্যা ঐ উক্ত ক্রম থেকে অধম হয়। তারা কাম বাসনা পূর্তিকারী হয়, ধর্মের জন্য নয়।।৪।।

এই প্রকারে বৈশ্যরও এক সবর্ণা স্ত্রী থাকে যে ধর্ম, অর্থ ও কামে শ্রেষ্ঠ হয় এবং দ্বিতীয় যে অসবর্ণা থাকে সে কামের জন্যই থাকে, ধর্মের জন্য নয়।।৫।।

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য ধর্মতো মনুরব্রবীৎ।
চতুর্ণামপি বণনাং পরিণেতা দ্বিজোত্তমঃ।।৬।।
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োরাপদ্যপি হি তিষ্টতো।
কস্মিং শ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্যাপদিশ্যতে।।৭।।
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুবহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্।।৮।।
শূদ্রমারোপ্য বেদ্যাং তু পতিতোত্রিবভূব হ।
উতথ্য পুত্রজননাৎ পতিত্বমবাপ্তবান।।৯।।
শূদ্রস্য পুত্রমাপাদ্য শৌনকঃ শূদ্রতাং গতঃ।
ভৃগ্বাদয়োপ্যেবমেব পতিতত্বমবাপ্নুয়ুঃ।।১০।।
শূদ্রাং শয়ণমারোপ্য ব্রহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।।১১।।

শূদ্রের একজন শূদ্রস্ত্রী থাকে ধর্ম অনুযায়ী-এটা মনুমহর্ষি বলেছেন, দ্বিজোত্তম চার বর্ণের কন্যার পরিণেতা হয়।।৬।।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এর জন্য আপৎকল্পে ও কোনও বৃত্তান্ত দ্বারা শূদ্রস্ত্রীর উপদেশ দেওয়া হয় না। যে দ্বিজাতি মোহে নিম্নজাতির স্ত্রীকে বিবাহ করে সে সন্তানের সঙ্গে নিজ বংশকে শূদ্রতে পরিণত করে।।৭-৮।।

প্রথমে অত্রিমুনি বেদীতে শূদ্রা স্ত্রীকে আরোপিত করেছিলেন এবং পতিত হয়েছিলেন। উতথ্য ঋষি শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে পুত্র জন্ম দিয়েছিলেন এই কারণে তিনি পতিত হয়েছিলেন।।৯।।

শূদ্রের পুত্র প্রাপ্ত হয়ে শৌনক মুনিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে ভৃগু প্রভৃতি অন্য মুনিগণও পতিত হয়েছিলেন।।১০।।

ব্রাহ্মণ শূদ্রা নারীকে নিজ শয্যায় শয়ন করিয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং ঐ শূদ্রা স্ত্রীর যদি কোনও পুত্র হয় তবে সে নিজের ব্রাহ্মণত্বকেও হারায়।।১১।।

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাদন্তি পিতরৌ দেবা স চ স্বর্গ নগচ্ছতি।।১২।।
বৃষলীফেলপীতস্য নিঃশ্বাসোপহস্য চ।
তস্যাং চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নি বিধীয়তে।।১৩।।
চতুর্ণামপি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রত্যেহ চ হিতাহিতম্।
সমাসতো ব্রবীম্যেষ বিবাহাষ্টকমুত্তমম্।।১৪।।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথা চার্যঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।।১৫।।
বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতং ধর্মং শাস্ত্রোক্তং চ সুরোত্তম্।
বদস্মা সু সুরশ্রেষ্ঠ কৌতুকং পরমংহিনঃ।।১৬।।

দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম এবং আতিথেয় কর্ম যা ব্রাহ্মণদের জন্য সবথেকে প্রধান, সেখানে এই প্রকার ব্রাহ্মণের থেকে দেবতা ও পিতৃগণ অন্নগ্রহণ করেন না। যে শূদ্রা স্ত্রীর সাথে ভোগ অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করেছে সে স্বর্গেও যাবার অধিকার পায় না।।১২।।

বৃষলী অর্থাৎ শূদ্রার ফেন পানকারী এবং নিশ্বাসে উপহৃত তথা শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন হয়েছে যে তার কোনও প্রায়শ্চিত্ত হয় না।।১৩।।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এখন আমি চার বর্ণের এই সংসারে এবং মৃত্যুর পর যা মঙ্গলকর হবে সংক্ষেপে তা বলছি এবং আট প্রকার বিরহ তথা তাদের মধ্যে কোন বিবাহ উত্তম তাও বলছি। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ (অধম) বিবাহ। এগুলি হল আটপ্রকার বিবাহ।।১৪-১৫।।

হে সুরোত্তম! যা ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে এবং যে ধর্মসাধন করেন বিজ্ঞপুরুষগণ, হে দেবশ্রেষ্ঠ! সেই ধর্ম এবার বলবো, আমাদের হৃদয়ে এটা জানার অনেক কৌতুহল আছে।।১৬।।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত।।১৭।।
কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন বেহাস্ত্যাপ্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্মযোগশ্চ বৈদিকঃ।।১৮।।
সংকল্পজ্জায়তে কামো যজ্ঞাদ্যাতি চ স্বশঃ।
ব্রতা নিয়মধর্মাশ্চ সর্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতা।।১৯।।
কামাদৃতে ক্রিয়াকারী দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কশ্চিত্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম।।২০।।
নিগমো ধর্মমূলং স্যাস্মৃতিশীলে তথৈব চ।
তথাচারশ্চ সাধূনামাত্মন স্তুষ্টিরেব চ।।২১।।

যে ধর্ম বিদ্বানগণ সেবন করেছেন এবং সৎপুরুষ ও রাগহীন পুরুষ সেবন করেছেন এবং হৃদয়ের দ্বারাও অভ্যনুজাত ধর্ম আছে তাকে তুমি ভালো বলে বুঝে নাও।।১৭।।

এই সংসারে কামাত্মতা থাকা প্রশংসনীয় নয় এবং বেদের প্রতি অকামতাও প্রশস্ত নয়, কেননা বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কাম্য এবং যে বৈদিক কর্মযোগ আছে তাও জানার যোগ্য।।১৮।।

মনের সংকল্প থেকে কামের উৎপত্তি হয় এবং কামের পূর্তি হয় যজ্ঞের দ্বারা। ব্রত, নিয়ম এবং ধর্ম সবই সংকল্প থেকে উৎপন্ন হয় বলা হয়।।১৯।।

এই সংসারে কাম ছাড়া কোনও কর্মকারী কোনও সময়ে দেখা যায় না। যে কোনও পুরুষ যা যা কিছু এখানে করে তা সব কাম দ্বারা চেষ্টিত হয় অর্থাৎ হৃদয়ে কোনো না কোনো ইচ্ছা নিয়েই সব লোক কর্মে প্রবৃত্ত হয়।।২০।।

যে পুরুষ স্মৃতি কথিত কর্ম করার স্বভাব সম্পন্ন হয় তার মধ্যে নিগমের এক ধর্মের মূল থাকে। সাধু পুরুষের স্বয়ং নিজ আত্মার সন্তুষ্টি হওয়াও ধর্মের মূল বলা হয়।।২১।।

সর্বং তু সমবেক্ষতে নিশ্চিয়ং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতি প্রাধান্যতো বিদ্বান স্বধর্মে নিবসেত বৈ।।২২।।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন সদা নরঃ।
প্রাপ্য চেহ পরাং কীর্তিং যাতি শক্রসলোকতাম্।।২৩।
শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে স্বার্থেযু মীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নিবভৌ।।২৪।
যোহ বমন্যেন তে চোভে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিযকষো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।।২৫।।
বেদঃ স্মৃতি সদাচার স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এত চ্চতুবিধং বিপ্রাঃ সাক্ষাদধমশ্য লক্ষণম্।।২৬।।
ধর্মজ্ঞানং ভবেদ বিপ্রা অর্থকামেস্ব সজ্জতাম্।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানাণাং প্রমানগমং পরম্।।২৭।।

নিজ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা এই সব ভালোভাবে অবেক্ষণ করতে হবে এবং নিশ্চয়পূর্বক করতে হবে। বিদ্বান পুরুষের কর্তব্য শ্রুতির প্রধানতা দ্বারা নিজ ধর্মে নিবাস করা।।২২।।

শ্রুতি এবং স্মৃতিতে স্থিত ধর্মের অনুষ্ঠানকারী মানুষ এই লোকে সর্বদা পরম কীর্তি প্রাপ্ত হয় এবং শেষে ইন্দ্রলোকে যায়।।২৩।।

শ্রুতির থেকে বেদ জানা উচিত এবং এতে স্মৃতি ধর্মশাস্ত্র থাকে। সমস্ত কর্মে এই দু'য়ের বিচার করা উচিত। এই দুটি থেকেই ধর্ম প্রকাশিত হয়েছিল।।২৪।।

যে ব্রাহ্মণ হেতুশাস্ত্রের আশ্রয় নিয়ে এই দু'য়ের অপমান করে সে ঈশ্বরের সত্তা অমান্যকারী নাস্তিক এবং বেদের অবমাননাকারী হয়।।২৫।।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং যা নিজ আত্মার ভালো লাগে এই চারটি সাক্ষাৎ ধর্মের লক্ষণ হয়।।২৬।।

অর্থ কামে অনাসক্ত ধর্মের জিজ্ঞাসাকারীর ধর্মজ্ঞান হয়। প্রমাণ থেকে তাঁর গরম বেদার্থজ্ঞান হয়।।২৭।।

নিষেকাদিশ্মানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যদিতো বিধিঃ।
অধিকারো ভবেত্তস্য বেদেষু চ জপেষু চ।।২৮।।
সরস্বতীদৃষদ্বত্যোদেবচনদ্যোর্যন্তরম্।
তদেব নিমিতং দেশং ব্রহ্মাবতং প্রচক্ষতে।।২৯।।
যস্মিন দেশে য আচার পারম্পর্মক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।।৩০।।
কুরুক্ষেত্রং চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনয়ঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরম্।।৩১।।
এত দ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষন্তি পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।।৩২।।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োমধ্যে যৎপ্রাগ্নিন শনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ।।৩৩।।
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গিযোরার্যবর্তং বিদুর্বুধাঃ।।৩৪।।

নিষেক থেকে শ্মশানের শেষ পর্যন্ত মন্ত্রের দ্বারা যার বিধি বলা হয়েছে, বেদে এবং জপে তার অধিকার আছে।।২৮।।

সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই দেবতা নদীর যে অন্তর তাই ব্রহ্মাবর্ত নামে প্রসিদ্ধ।।২৯।।

যে দেশে যা আচার পরম্পরা ক্রমে চলে আসছে অর্থাৎ অন্তরালসহ বর্ণের যে আচার আছে তাই সদাচার বলা হয়।।৩০।।

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং ব্রহ্মার্ষিগণের দেশ যেগুলি ব্রহ্মবর্তের পরে আছে।।৩১।।

এই দেশে যা উৎপন্ন হয়েছে ওই অগ্রজন্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সকাশে পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করেন।।৩২।।

হিমাচল এবং বিন্ধ্যগিরির মধ্যে যে দেশ বিনশনেরও আগে এবং প্রয়াগের থেকে আগে আছে তাকে মধ্য দেশের নামে বলা হয়েছে।।৩৩।।

পূর্বসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত এই দুই পর্বতের যে অন্তরভাগ আছে তাকে পন্ডিতগণ আর্যাবর্ত বলেন।।৩৪।।

প্রকীর্তিতেয়ং ধর্মস্য বুধৈযোনির্দ্বিজোত্তমাঃ।
সম্ভবশ্চাস্য সর্বস্য সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ।।৩৫।।
এতান্নিত্যং শুভান্দেশান্সংক্ষয়েৎ দ্বিজোত্তমঃ।
যস্মিন্কস্মিংশ্চ নিবসেৎপাদজো বৃত্তিকর্শিতঃ।।৩৬।।
প্রকীর্তিতেয়ং ধর্মস্য বুধাযোনির্দ্বিজোত্তমাঃ।
সংভবশ্চাস্য সর্বস্য সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ।।৩৭।।

।। স্ত্রীণাং গৃহধর্ম বিধিবর্ণনম্।।

যা পতিং দৈবতং পশ্যেণমনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
তচ্ছরীরাধজাতেব সর্বদা হিতমারেৎ।।১।।
তৎপ্রিয়াং প্রিবৎপশ্যেত্তদ্বেষ্যাং দ্বেষ্যবৎ সদা।
অর্ধমানর্থমুক্তে ভ্যোহযুক্তা চাস্য নিবর্ততে।।২।।

যেখানে কালো গরু এবং হরিণ স্বভাবতই অটন ক্রিয়া করে সেই দেশ যাজ্ঞিক দেশ বলে বুধতে হবে। এর অন্য দেশ ম্লেচ্ছ দেশ।।৩৫।।

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মদের কর্তব্য হল — ঐ শুভ দেশে নিজ নিবাস স্থান তৈরী করা। যে কোনও দেশে বৃত্তির দ্বারা কর্শিত শূদ্রের নিবাস করতে হবে।।৩৬।।

হে শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ! মহা পন্ডিতগণ একেই ধর্মের যোনি বলেছেন। এই সবের বিবরণ সংক্ষেপে বলা হল, বিস্তারিতভাবে নয়।।৩৭।।

।। স্ত্রীগণের গৃহধর্ম বিধি বর্ণন।।

স্ত্রীর কর্তব্য হল যে সে নিজ নিজ পতিকে মন, কথা, কর্ম্ম এবং শরীর দিয়ে পূর্ণরূপ দেবতার সমান বুঝে নেবে বা মনে করবে। পত্নী নিজে তাঁর পতির অর্ধেক শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে সর্বদা পতির হিত কামনা করবে।।১।।

পতির প্রিয়কে প্রিয় দেখবে এবং পতির দেষ্যকে সর্বদা দ্বেষ্য রূপে দেখতে হবে। আর পতির অধর্ম দ্বারা ও অনর্থে যুক্ত ব্যক্তির থেকেও সে নিবৃত্ত হবে।।২।।

প্রিয়ং কিমস্য কিং পথ্যং সাম্যং চাস্য কথং ভবেৎ।
জ্ঞাত্বৈবং সর্বভৃত্যেষু ন প্রমাদ্যেত বৈ দ্বিজাঃ।।৩।।
দেবতাপিতৃকাযেষু ভর্তুঃ স্নানাশনাদিযু।
সৎকারেহভ্যাগতানাং চ যথৌচিত্যং ন হাপয়েৎ।।৪।।
বৈশমাত্মা চ শরীরং হি গৃহিনীনাং দ্বিধা কৃতম্।
সংস্কর্তব্যং প্রযত্নেন প্রথমং পশ্চিমাদপি।।৫।।
কৃত্বা বেশ্ম সুসং মৃষ্টং ত্রিকালবিহিতাচণম্।
বৃত্তকর্মোপভোগানাং সংস্কর্তব্যং যথোচিতম্।।৬।।
প্রাতমধ্যা পরাহ্নেযু বহিমধ্যান্তরেযু চ।
গৃহসম্মার্জনং কৃত্বা নিষ্কারান্ন নিশি ক্ষিপেৎ।।৭।।

হে দ্বিজগণ! এর প্রিয় কি আর হিতকর কি তথা এর সাম্য কি প্রকারে হবে এই ভাবে ভালোমতো জ্ঞান প্রাপ্ত করেই সমস্ত ভৃত্যকে চালিত করা উচিত।।৩।।

গৃহস্থাশ্রমে পত্নীর কর্তব্য হল ওনাকে দেবতা এবং পিতৃকার্যে তথা পতির স্নান এবং ভোজন প্রভৃতি কার্যে এবং অভ্যাগতদের সৎকারে যা ঔচিত্য আছে তাদের ত্যাগ না করা।।৪।।

বেশ্ম এবং আত্মা গৃহিনীদের যে এই দুই প্রকার শরীর বলা হয়েছে। অতঃপর যে প্রথম অর্থাৎ ঘর তার পিছনেও প্রথমে প্রযত্নপূর্বক সংস্কার করতে হবে। তাৎপর্য হল শরীরের অধিক যত্নে গৃহ সংস্কার করতে হবে।।৫।।

তিনকালে যা অর্জনের বিধান আছে তা ভালোভাবে স্বচ্ছ এবং সুসংস্কৃত করতে হবে। বৃত্তকর্ম এবং উপভোগের যথোচিত সংস্কার করা উচিত।।৬।।

প্রাতঃকাল, মধ্যকাল আর অপরাহ্নকালে বাহির, মধ্য-তে এবং অন্তঃপুরে গৃহের সম্মার্জন করে যা নিষ্কাসিত পদার্থ হয় সেগুলি রাত্রে ফেলা উচিত নয়।।৭।।

গোমহিষ্যাদিশলানাং তৎপুরীযাদিমাত্রকম্।
ব্যপণেয়ং তু যত্নেন সম্মার্জন্যা প্রসাধনম্।।৮।।
দাসকর্মকরাদীনাং বাহ্যাভ্যন্তচারিণাম্।
পোষণাদিবিধিং বিদ্যাদনুষ্ঠানং চ কর্মসু।।৯।।
শাকমূলফলাদীনাং বল্লীনামৌমদস্য চ।
সংগ্রহ সর্ব্বীজানাং যথাকালং যথাবলম্।।১০।।
তাম্রকাংস্যায়সদীনাং কাষ্ঠবেণুময়স্য চ।
মৃন্ময়ানাং চ ভান্ডানাং বিবিধিণাং চ সংগ্রহম্।।১১।।
কুন্ডকাদিজলদ্রোন্যা কলশোদং চতালুকাঃ।
শাকপাত্রাণ্যনেকানি স্নেহানাং গোরসস্য চ।।১২।।
মুসলং কন্ডণীয়ং তু যন্ত্রকং চুর্ণচালণী।
দোহন্যো নেত্রকং মন্থা মন্ডন্যঃ শৃংখলানি চ।।১৩।।

গো মহিষের পুরীষ প্রভৃতি রাখার যে পাত্র আছে তা পরিষ্কার করতে হলে সেখান থেকে ময়লা প্রথমেই অপনীত করতে হবে এবং বড় সমার্জনী দ্বারা সেখানের প্রসাধন করতে হবে।।৮।।

যা দাস কর্মকারী চাকর আছে এবং যা বাহির এবং ভিতরে বিচরণ করে তাদের সবার পোষণ করার বিধিকে ভালোভাবে জানতে হবে তথা এও জানতে হবে এক গৃহিনীর কর্তব্য হল তাকে কি কি কাজ করাতে হবে।।৯।।

শাক মূল এবং ফল প্রভৃতির বল্লী এবং ঔষধের তথা সব প্রকার বীজের কাল ও বল অনুসারে সংগ্রহ করতে হবে।।১০।।

তামা, কাঁসা এবং লোহা প্রভৃতি ধাতুর এবং কঞ্চি আর বাঁশের এবং মাটির বিবিধ প্রকার পাত্রের সংগ্রহও স্ত্রীদেরকে রাখতে হবে।।১১।।

কুন্ডক প্রভৃতি জল দ্রোণ পরিমাণ কলশোদ এবং তালুক, অনেক শাক পাত্র, স্নেহ (চর্বি) এবং গোরস-এর সংগ্রহ করতে হবে।।১২।।

মূসল, কন্তনী যন্ত্র আর চূর্ণ ছাকার চালুনী, দুধ দোহন করার দোহনী পাত্র, নেতী, মথনী আর শৃঙ্খলা, সন্দংশ, কুন্ডিকা, শূল, পট্টপিপ্পলক পাথর, ডালিয়া, হস্তক এবং কড়াই, তুলাযন্ত্রের বাটখারা এবং পিষ্টক এই সবের

সংদংশ কুন্ডিকা শূলাঃ পট্টপিপ্পলকো দৃষৎ।
ডাবিকা হস্তকো দর্বী ভ্রাষ্টসফুটলকানি চ ।।১৪।।
তুলাপ্রস্থাদিমানানি মার্জন্যঃ পিটাকানি চ।
সর্বমেতৎ প্রকুর্বীত প্রযত্নেন চ সর্বদা।।১৫।।
হিংগ্বাদিকমথো জাজী পিপ্পল্যো মরিচানি চ।
রাজিকা ধান্যকং শুন্টী ত্রিচতুজাতকানি চ।।১৬।।
লবণং ক্ষারবর্গাশ্চ সৌবীরকপরুষকৌ।
দ্বিদলামলকং চিংচা সর্বাশ্চ স্নেহাজাতয়ঃ।।১৭।।
শুষক কাষ্টানি বল্লূরমরিষ্টা পিষ্টমাষয়োঃ।
বিকারাঃ পয়সশ্চাপি বিবিধাঃ কন্দজাতয়ঃ।।১৮।।
নিত্যনৈমিত্তিকানাং হি কার্যাণামুপয়োনতঃ।
সর্বমিত্যাদি সংগ্রাহ্যং যথাবদ বিভবোচিতম্।।১৯।।
যৎ কার্যাণাং সমুৎপত্তাবুপাহতুং ন দৃশ্যতে।
তৎ প্রাগেব যথাযোগং সংগৃহ্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ।।২০।।

সংগ্রহ সর্বদা যত্নসহকারে স্ত্রীর করা উচিত, যা সমস্ত নিত্য গৃহকর্মে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি আছে।।১৩-১৫।।

এখন পর্যন্ত পাত্র তথা অন্য জিনিসের সংগ্রহ বিষয়ে বলা হল। এবার মশলা প্রভৃতি উপস্কর যা খাবার তৈরী করার জন্য আবশ্যক তার সংগ্রহ বিষয়ে বলা হচ্ছে — হিং, জিরা, হলুদ, মরিচ, সর্ষে, ধনে, তিন বা চার জাতক, লবণ তথা ক্ষারবর্গ, সৌবীরক এবং পরূষক, দাল, আমলা সকল প্রকারের স্নেহজাতীয় তেল প্রভৃতি পদার্থের সংগ্রহ করা উচিত।।১৬-১৭।।

শষ্ক কাঠ, বল্লুরমরিষ্টা, পেষণ করা মাসকলাই, দুধের বিকার অর্থাৎ দই, খোয়া প্রভৃতি এবং অনেক প্রকার কন্দ সংগ্রহ করে গৃহিনীর ঘরে রাখা আবশ্যক। এটি স্ত্রীলোকেরই কর্তব্য।।১৮।।

এতে নিত্য কর্মের উপযোগ হেতু নৈমিত্তিক কর্মের শেষে সবকিছু সংগ্রহ করতে হবে এবং তা নিজ আর্থিক স্থিতির অনুকুলেই করতে হবে।।১৯।।

যখন কার্য উপস্থিত হবে তখন এই সব প্রস্তুত হবে না। তাই প্রথম থেকেই কার্য শুরুর পূর্বে যথাযথ প্রযত্ন পূর্বক করতে হবে।।২০।।

ধান্যানাং খৃষ্টপিষ্টানাং ক্ষুন্নোপহতয়োরপি।
ভৃশং শুযকাদ্রসিদ্ধাণাং ক্ষয়বৃদ্ধী নিরুপয়েৎ।।২১।।

।। স্ত্রীধর্মবর্ণনম্।।

ব্রীহীণাং কোদ্রবাণাং চ সারধমুদারকঃ।
কংগুকোদ্রবয়োজ্ঞেয়ো বরটঃ পঞ্চভাগকঃ।।১।।
পঞ্চভাগানপ্রিয়ংগূণাং শালীনাং চ ত্রয়োহষ্ট চ।
চণকানাং তৃতীয়াংশঃ সমক্ষুন্নংত্রয়ং বিদুঃ।।২।।
পানীয়যবগোধূমং পিষ্টধান্যচতুষ্টয়ম্।
তুল্যমেবাবগন্তব্যং মুদগা মাষাস্তিলা সর্বাঃ।।৩।।
পঞ্চভ্রগাদিকা খৃষ্টা গোধূমাঃ সক্তবস্তথা।
কুল্মাযাঃ পিষ্টমাংসং চ সম্যগধাদিকং ভবেৎ।।৪।।

ঘৃত এবং পিষ্ট ধান্যের তথা যা ক্ষুণ্ণ এবং উপহত তারও খুব শুষ্ক, আর্দ্র এবং সিদ্ধের ক্ষয় ও বৃদ্ধিরও একটানা নজর রাখা আবশ্যক।।২১।।

।। স্ত্রীধর্ম বর্ণন।।

ব্রীহি এবং বেগদ্রবকের সারধর্মকে উদারক বলা হয়। কঙ্গু এবং কোদ্রব এর পাঁচ ভাগযুক্তকে বরট বলে বুঝতে হবে।।১।।

পাঁচভাগ প্রিয়ঙ্গু এবং এগারভাগ শালি তথা চনের তৃতীয় অংশ এই সব একসাথে ক্ষুণ্ণ করা ত্রয় জানতে হবে।।২।।

যমনী, যব এবং গোধূম আর পিষ্ট চার প্রকার ধান, মুঙ্গ, উর্দ, তিল এবং যব এসব তুল্য মনে করত হবে।।৩।।

পাঁচভাগ মৃষ্ট গৈতু তথা সক্তু, কুল্মায এবং পিষ্টমাষ এগুলি ভালভাবে অর্ধেক করতে হবে।।৪।।

সিদ্ধং তদেব দ্বিগুণং পুন্নোকো মাবকস্তথা।
কংগুকোদ্রবয়োরন্নং চণকোদারকস্য চ।।৫।।
দ্বিগুণং চীণকানাং চ ব্রীহীণাং চ চতুর্গুণম্।
শালে পঞ্চগুণং বিদ্যাৎ পুরাণে ত্বতিরিচ্যতে।।৬।।
ক্রিয়াপাকবিশেষাস্তু বৃদ্ধিরেবোপদিশ্যতে।
নিমিত্তস্য বরান্নস্য তদ্বৃদ্ধিগুণা ভবেৎ।।৭।।
তস্মাদভূয়ো বিরূঢ়স্য চতুর্ভাগো বিবধতে।
লাজা ধানাঃ কলায়াশ্চ ভৃষ্টাদ্বিগুণবৃদ্ধয়ঃ।।৮।।
ভ্রষ্টব্যানামতোহন্যেযাং পঞ্চভাগোহধিকো মতঃ।
চাপকাণাং চ পিষ্টানাং পাদহীনাঃ কলায়জাঃ।।৯।।
মুদগমাষমসূরানামধপাদাবরোভবেৎ।
ক্লিন্নশুযকবরান্নানাং হানি বৃদ্ধিবিশিষ্যতে।।১০।।
তথাধেন তু শোধ্যানামাঢ়ক্যা মুদগমাষয়োঃ।
মসুরাণাং চ জাণীয়াৎক্ষয়ং পঞ্চভাগকম্।।১১।।

ওগুলি সিদ্ধ দুগুণ পুন্নাক তথা যাবক, কঙ্গু এবং কোদ্রবের ও চণকোদারকের অন্নচীনকের দ্বিগুণ এবং ব্রীহির চারগুণ তথা শালির পাঁচগুণ জান্যত হ্যব। যেগুলি পুরানো হবে সেগুলি আরও অধিক হবে।।৫-৬।।

এই পাকক্রিয়ার বিশেষতা, এর বৃদ্ধিরই উপদেশ দেওয়া হল। শ্রেষ্ঠ অন্নের নিমিত্ত সম্পদের গুণের বৃদ্ধি হয়।।৭।।

এই কারণে যে আবার বিরূঢ় হয় তার চতুর্ভাগ বিবৃদ্ধ হয়। লাজ, ধান এবং কলা এগুলি ভ্রষ্ট হলে অর্থাৎ ভুলে গেলে বৃদ্ধি দুগুণ হয়।।৮।।

এজন্য অন্য ভ্রষ্টব্যের পাঁচভাগ অধিক মানতে হবে। চাপক এবং পিষ্টের কলায়ত্তপোদ হীন অর্থাৎ এক চতুর্থের অর্ধেক ভাগ অবর হয় অর্থাৎ হয়।।৯।।

মুঙ্গ, উর্দ এবং মুসুরের অর্ধপদ অর্থাৎ এক চতুর্থের অর্ধভাগ অবর অর্থাৎ কম হয়। ক্লিন্ন এবং শুষ্ক বরান্নের হানি এবং বৃদ্ধির বিশেষতা আছে। অর্থাৎ যা ভিজে শুকিয়ে যায় তার হানি ও বৃদ্ধি বিশিষ্ট হয়।।১০।।

শোধ্যো এর অর্ধেক, মুঙ্গ এবং মাষের এক, আঢ়ের প্রমাণ এবং মুসুরের ১/৫ভাগ ক্ষয় জানতে হবে।।১১।।

যড় ভাগেনাতসীতৈলং সিদ্ধার্থক কপিত্থয়োঃ।
তথা নিম্বকদম্বাদৌ বিদ্যাৎ পঞ্চসভাকম।।১২।।
তিলেংগুদীমধুকাণাং নক্তমালকুসুম্ভয়োঃ।
জানীয়াৎপাদকং তৈলং খলমন্যৎ প্রচক্ষতে।।১৩।।
ক্ষেত্রকালক্রিয়াদিভ্যঃ ক্ষয়াদেব্যভিচারতঃ।
প্রত্যক্ষীকৃত্য তানসম্যগনুমিত্যাবধারয়েৎ।।১৪।।
ক্ষীরদোষে গবাং প্রসহং মহিষীণাং চ সর্পিমঃ।
পাদাধিকমজাবীনামুৎপাদং তদ্বিদো বিদুঃ।।১৫।।
সুভূমিতৃণকালেভ্যো বৃদ্ধির্বাক্ষীরসর্পিযাম্।
অতস্তেষাং বিধাতব্যো হ্যাথাদেব বিনিশ্চয়।।১৬।।
প্রত্যক্ষীকৃত্য যত্নেন পক্ষমাসান্তরে তথা।
পয়োবৃত্তৈগবাদীনাং কুর্মাৎ সম্ভবনির্ণয়ম।।১৭।।

অলসীর তেল যড়ভাগ হয়। এই প্রকারে সিদ্ধার্থক এবং কপিত্যের হয়। নিম এবং কদম প্রভৃতির ১/৫ ভাগ তেল হয়।।১২।।

তিল, ইঙ্গুদী, মধুক, নক্তমাল এবং কুসুম্ভ এর তেল এক পাদ হয় অর্থাৎ ১/৪ ভাগ হয়। অবশেষ সব খল নামক প্রসিদ্ধ পদার্থ হয়।।১৩।।

ক্ষেত্রকাল এবং ক্রিয়াদি থেকে ক্ষয় প্রথমের ব্যভিচার দ্বারা প্রত্যক্ষীকরণ করা উচিত। ঐ সবের অনুমান করে অবধারণ কর।।১৪।।

ক্ষীরের দোষে গরুর এবং মহিষের এক প্রস্থ ঘৃত হয়। অজাবির পাদের অধিক ঘৃত এই বিদ্যায় বিদ্বানগণ বলেছেন।।১৫।।

ভাল ভূমি, ভাল তৃণ এবং সুসময়ে ক্ষীর এবং ঘৃতের বৃদ্ধিও হয়। এজন্য তার বিশেষ নিশ্চয় অর্থেই করতে হবে।।১৬।।

যত্নের দ্বারা ছয়মাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে গো প্রভৃতির দুধ এবং বৃন্তের যা নির্ণয় সম্ভব তা করতে হবে।।১৭।।

কার্পাস কৃমিকোশৌমৌমক ক্ষৌমাদিকর্তণম্।
কুণিপংগ্বন্ধয়োযাভিবিধবাভিশ্চ কারয়েৎ।।১৮।।
বালবৃদ্ধান্ধকাপন্যে যৎকর্তব্যমবশ্যতঃ।
বিনিয়োগং নয়েৎসর্বে প্রিয়োপগ্রহ পূর্বকম্।।১৯।।
কর্মণামন্তরালেযু প্রোষিতে চাপি ভর্তারি।
স্বয়ং বৈ তদনুষ্টৈয়ং নিত্যানাং চাবিরোধতঃ।।২০।।
শূদ্রাণাং স্থুলসূক্ষ্মত্বং বহুত্বং চ ব্যয়াব্যয়ৌ।
মত্বা বিশেষং কুর্বীত চেতন প্রতি পত্তিষু।।২১।।
কারয়েদ্ব স্ত্রধান্যাদি স্বাপ্তবৃদ্ধৈরধিষ্ঠতম্।
শূদ্রাণাং ক্ষয়বৃদ্ধয়াদি মন্তব্যং বেতনানি চ।।২২।।
ক্ষোমকাপাসয়োবিদ্যাৎ সূত্রং পঞ্চমভাগকম্।
দেশকালাদিভাগাত্তু প্রত্যক্ষাদেব নির্ণয়ঃ।।২৩।।

কার্পাস, কৃমিকোশ, ঊর্ণ এবং ক্ষৌম প্রভৃতির কর্তমের কাজ কুনি, পঙ্গু এবং অন্ধ স্ত্রীদের দিয়ে এবং বিধবা স্ত্রীদের দ্বারা করাতে হবে।।১৮।।

বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ এবং কৃপণের বিষয়ে যা কর্তব্য হয় তার বিনিয়োগ প্রিয়ের উপগ্রহ পূর্বক অবশ্যই সব করতে হবে।।১৯।।

কাজের মধ্যে নিজ স্বামী কোথাও পরদেশে চলে গেলে নিত্য করা কার্যের অবিরোধ থেকে তার কর্ম্ম স্বয়ং স্ত্রীকে করে দিতে হবে।।২০।।

শূদ্রের স্থূলতা, সূক্ষ্মতা এবং বহুত্ব ও খরতা এবং বচনের বিশেষতা মেনে চেতনের প্রতিপত্তিতে করতে হবে।।২১।।

নিজ থেকে বড় এবং আপ্তের দ্বারা অধিষ্ঠিত বস্ত্র তথা ধান্য প্রভৃতির কার্য করাতে হবে। শূদ্রের বেতন, ক্ষয় এবং বৃদ্ধিকেও মানতে হবে।।২২।।

ক্ষৌম এবং কার্পাস এর মন্ত্রকে ১/৫ ভাগ জানতে হবে। দেশ ও কালের বিভাগ দ্বারা প্রত্যক্ষ হলেই এর নির্ণয় করতে হবে।।২৩।।

অবধানেন তুলস্য ক্ষয়ো বিংশতিভাগকঃ।
ছন্নাং ব্যাপ্তাং তু বাতেন তদ্বদুণাং প্রচক্ষতে।।২৪।।
পঞ্চাশদ ভাগিকীং হানিং সূত্রে কুর্বীত লক্ষণাৎ।
বৃদ্ধিস্তু মন্ডসংপকাদ্দশংকাদশিকা ভবেৎ।।২৫।।
শ্লক্ষ্মমধ্যমসূত্রাণামধাধিকসমং ভবেৎ।
স্থুলণাং তু পুণমূল্যৎ পাদোনং বালচেতনম্।।২৬।।
কর্মণো ভূরিভেদত্বাদ দেশকাল প্রভেদতঃ।
তদ্বিত্তয় এব বোদ্ধব্যো বালচেতননিশ্চয়ঃ।।২৭।।
স্থূলং দিবত্রয়ং দেয়ং মধ্যমং চ ত্রিরাত্রিকম্।
সূক্ষ্মমাপক্ষতো মৃষ্টং মাসাত্তাৎ পরিকর্মকম্।
যদত্র ক্ষয়বৃদ্ধয়াদি তদুৎ সর্গাৎ প্রদর্শিতম্।।২৮।।

তুলার অবঘাত থেকে ১/২০ ভাগ ক্ষয় হয়। বায়ু দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ছন্ন সেও ঐপ্রকারে প্রসিদ্ধ হয়।।২৪।।

সূত্রের লক্ষণ থেকে ১/৫০ ভাগ ক্ষয় করতে হবে। মান্ডের সম্পর্ক করে দিলে সেখানে দশ বা একাদশ ভাগ বৃদ্ধি হয়।।২৫।।

যা শ্লক্ষ্ন মধ্যম সূত্র হয় তার অর্ধাধিক সমান হয়। যা স্থুল হয় তার পুনর্মূল্যায়ন হলে বালচেতন এক পদ কম হয়।।২৬।।

এই কর্মের অনেক ভেদ হওয়ার কারণে তথা দেশ ও কালের ভেদ-অভেদ হবার কারণে বালচেতনের ঠিক নিশ্চয় এর বিশেষজ্ঞ দ্বারাই জানা যোগ্য হয়।।২৭।।

যা স্থূল হয় তাকে তিনদিন দিতে হবে। যা মধ্যম অর্থাৎ স্থুল নয় আবার সূক্ষ্ম নয় তাকে তিনদিন ও তিন রাত পর্যন্ত দিতে হবে, যা সূক্ষ্ম তাকে এক পক্ষ থেকে এক মাস পর্যন্ত তার পরিকর্মক মৃষ্ট দিতে হবে। যা এর ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রভৃতি হয় তা তার স্বভাবে দেখা যায়।।২৮।।

কালকর্তাদিভেদেন ব্যভিচারেপি দৃশ্যতে।
শয্যাসনান্যনেকানি কম্বলাশ্চতুরাশ্রিকাঃ।।২৯।।
কম্বুকাশ্চাবকোযাশ্চ মধ্যা রক্তাশ্চ ভূরিশঃ।
গুরুবালাদি বৃদ্ধনামভ্যাগ জনস্য চ।।৩০।।
ভোগায়ানুগতো ভর্তা কুমাদ্বিবিধমাত্রকম্।
সদস্য শ্বশুরাদীণাং কলিপতং শয়নাদিকম্।।৩১।।
ভতুশ্চৈব বিশেযেন তদন্যেব ন কারয়েৎ।
বস্ত্রং মাল্যমংলকারং বিধৃতং দেবরাদিভিঃ।।৩২।।
ন ধারয়েন্ন চৈতেযামাক্রমেচ্ছয়নাণি বা।
পিণ্যাকনক কুট্টাশ্চ কালরূক্ষানি যানি চ।।৩৩।।
হেয়ং পর্যুষিতাদ্যত্রং গোভক্তেনোপয়োজয়েৎ।
কুলানাং বহুধেনুনাং গোধ্যক্ষব্রজজীতাম্।।৩৪।।

সময় এবং এই কার্যকারী কর্তার ভেদ থেকে যা কিছু বলা হয়েছে তাতে ব্যভিচারও দেখা যায়। শয্যা এবং আসন অনেক রকম হয়। কম্বল চতুরাশ্রিক, কম্বুক, চাপকোষ, মধ্য এবং অনেক লাল হয়। গুরু, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি অভ্যাগত জনের ভোগের জন্য অনুগত স্বামীর বিবিধ মাত্রাযুক্ত করতে হবে। যে শ্বশুর প্রভৃতির জন্য শয়নাদি কল্পিত করা হয়েছে।।২৯-৩১।।

তার এবং স্বামীর জন্য বিশেষ রূপে করা তা অন্য কোনও উপযোগ করার জন্য করানো উচিত নয়। দেবর প্রভৃতির দ্বারা ধারণ করা বস্ত্র, মাল্য এবং অলংকার ধারণ করবে না আর এর শয্যা কখনও আক্রমণ করা উচিত নয়।।৩২।।

পিণ্যাকনক এবং কুট্ট অর্থাৎ কোদ্র যা কালক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে গেছে তথা পর্যুষিত অন্ন প্রভৃতি দেওয়া হয়। এগুলি গরুকে দিয়ে উপযোগ করাতে হবে। যে কুলে (বংশে) অনেক গরু আছে এবং গোব্রজের স্বামী হয়ে উপজীবিত আছে তাদের কিলাট গবিকাদির ভক্তার্থ উপভোজন হয়। দই থেকে ঘি প্রাপ্ত

কিলাটগবিকাদীনাং ভক্তার্থমুপয়োজনম্।
দধ্নঃ সমাহরেৎ সর্পির্দুহেদ্বৎসান্ন পীড়য়েৎ।।৩৫।।
বর্ষাশরদ্বসন্তেষু দ্বৌ কালাবন্যদা সকৃৎ।
তক্রং বাপ্যুপযুঞ্জীত শ্ববরাহাদিপোষনে।।৩৬।।
পিন্যাক ক্লেদনার্থং বা বিক্রেয়ং বা তদহয়েৎ।
বৃত্তিং ধান্যহিরণ্যেন গোপাদীনাং প্রকল্পয়েৎ।।৩৭।।
তে হি ক্ষীরব্রতা লোভাদুপহন্যস্তদন্বয়ান্।
দোহকালং গবাং দোগ্ধা নাতিবর্তেত বৈ দ্বিজাঃ।।৩৮।
প্রসরোকয়োগোপা মহ্নকস্য চ মহ্নকাঃ।
মাসমেকং যথা স্তন্যং মাসমেকং স্তনদ্বয়ম্।।৩৯।।
তিলপিষ্টাভিঃ পিন্ডাভিস্তৃণেন লবনেন চ ।
বারিণা চ যথা কালং পুষ্ণীয়াদিতি বৎসকান্।।৪০।।

হয় এবং যখন দোহন করা হয় তখন বৎসকে পীড়িত করা উচিত নয়। তাৎপর্য হল এই যে গাই প্রভৃতির বৎসের পানের জন্য দুধ রেখে দেওয়া উচিত।।৩৩-৩৫।।

কুকুর এবং বরাহ প্রভৃতির পোষণে বর্ষা, শরৎ ও বসন্তে দু'বার এবং এছাড়া একবার তক্রের উপযোগ করতে হবে।।৩৬।।

অথবা পিণ্যাক ক্লেদন করার জন্য অথবা বিকিরি করার জন্য সে যোগ্য হয়। গোপ প্রভৃতি বৃত্তি ধান্য, হিরণ্য দ্বারা প্রকল্পিত করা উচিত।।৩৭।।

ক্ষীরব্রতকারী এই লালসার কারণে তার বংশের হনন করে। গরুর দোহনকারীর গোহনকাল কখনও অতিক্রমণ করা উচিত নয়।।৩৮।।

গোপ প্রসব এবং জল মন্থকের মন্থক হয়। গোদোহনকারীর চাই এক মাস পর্যন্ত গরুর ব্যাধি জানার পর এক স্তনের দুধ নেওয়া এবং এরপর একমাস দুই স্তনের দুধ নেওয়া উচিত।।৩৯।।

তিন পিষ্ট পিন্ড দ্বারা তৃণ দ্বারা লবণ দ্বারা ও জল দ্বারা সময় মতো বৎসের পোষণ করতে হবে।।৪০।।

জগদ গুর্গাভিণী বেনুবৎলা বৎসতরী তথা।
পঞ্চাণাং সমভাগেন খাসং যুথে প্রকল্পয়েৎ।।৪১।।
একো গোপালক স্তস্য এয়াণামথ বা দ্বয়ম্।
পঞ্চাণাং বৎসকশ্চৈকঃ প্রবরাস্তু পৃথং পৃথক্।।৪২।।
গোচরস্যানয়নাথং ব্যলানাং ত্রাসনায় চ।
ঘন্টাঃ কর্ণেষু বন্ধীয়ু শোভারক্ষঅথমেব চ।।৪৩।।
পশব্যে ব্যালনিমুক্তে দেশ ভূরিতৃণোদকে।
অভূত দুষ্টে বারণ্যে সদা কুর্বীত গোকুলম্।।৪৪।।
সগুপ্তমটবীবাসং নিত্যং কুর্যাদজাবিকম্।
উর্ণাং বর্ষেদ্বিরা দদ্যাচ্চৈত্রাশ্বমুজমাসয়োঃ।।৪৫।।
যুলে বৃষা দশৈতাসাং চত্বারঃ পঞ্চ বা গবাম্।
অশ্বোষ্ট্রমহিষাণাং চ যথা স্যুঃ সুখসেবিতাঃ।।৪৬।।

জগৎ, জুগর্ভিনী, ধেনু,বৎসা এবং বৎসতরী এই পাঁচজনকে যৌথভাবে সমভাগ ঘাস দিতে হবে।।৪১।।

একজন গোপালকের তিনের মধ্যে দুই অথবা পাঁচের মধ্যে একটি বৎস থাকলে তাদের পৃথক প্রবর থাকবে।।৪২।।

গোচরভুমি থেকে আনার জন্য তথা বাঘের ভয় থেকে মুক্তির জন্য এবং শোভা রক্ষা করার জন্য কানে ঘন্টা বেঁধে দিতে হবে।।৪৩।।

পশুর হিতকারী, হিংসারহিত, ভূতদুষ্ট তথা অনেক তৃণ এবং জল যুক্ত বনে গোকুল তৈরী করা উচিত অর্থাৎ গরু রাখার স্থান করতে হবে।।৪৪।।

ভেড়ার নিত্য সুরক্ষিত বনের নিবাস তৈরী করতে হবে। একবছরে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে দুবার তার ঊর্ণ নিতে হবে।।৪৫।।

এর সমানে দশটি বৃষ, গরুর সমানে চার বা পাঁচটি বৃষ হবে। ঘোড়া, উট এবং মহিষের যেমন সুখ সেবন হয় তেমনই হতে হবে।।৪৬।।

বিদ্যাৎকৃষীবলাদীনাং যোগং কৃষিককর্মসু।
ভক্তবেতনলাভং চ কর্মকালানুরূপতঃ।।৪৭।।
ক্ষেত্রকেদারবাটেযু ভূত্যানাং কর্ম কুবর্তাম্।
খলেযু চ বিজানীয়াৎ ক্রিয়াযোগং প্রতিক্ষনম্।।৪৮।।
যোগ্যতাতিশয়ং মত্বা কর্মযোগেষু কস্যচিৎ।
গ্রাসাচ্ছাদশিরোভ্যং গৈবিশেষং তস্য কারয়েৎ।।৪৯।।
পদ্মশাকাদিবাপানাং কাদবীজাদিজন্মনাম্।
সংগ্রহঃ সর্ব্বীজাণানাং কালে বাপঃ সুভূমিযু।।৫০।।
জাতাণাং রক্ষণং সমগ্রক্ষিতাণাং চ সংগ্রহঃ।
তেষং চ সংগৃহীতানাং যথাবন্নিবপক্রিয়া।।৫১।।
গৃহমূলং স্ত্রিয়শ্চৈব ধান্যমূলো গৃহাশ্রমঃ।
তস্মাদধান্যেযু ভক্তেযু ন কুযান মুক্তহস্ততাম্।।৫২।।

কৃষি কর্মে কৃষকের যোগ্যজ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে। তাকে কার্য এবং কালের অনুকুলেই তার ভক্ত এবং বেতনের লাভও জানতে হবে।।৪৭।।

খেত, কেদার এবং বাড়ীতে কাজ করা ভৃত্যের তথা খলিয়ানে কাজ করা চাকরের প্রতিক্ষণ ক্রিয়ার যোগ জানতে হবে।।৪৮।।

এই কর্মে যোগদানে কোন ভৃত্যের অত্যধিক যোগ্যতা, যা থেকে তাকে ভোজন, বস্ত্র এবং শিরোভ্যঙ্গ দ্বারা বিশেষ সম্মানিত করা উচিত।।৪৯।।

পদ্ম, শাকাদির রোপন বা কন্দও বীজাদি থেকে উৎপন্ন পদার্থ যথাসময়ে সংগ্রহ করা উচিত। যাতে সুন্দরভুমিতে সঠিক সময়ে বপন করা যায়।।৫০।।

উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ রক্ষণ, রক্ষিত পদার্থের সংগ্রহ তথা সংগৃহীত পদার্থের যথাবিহিত বয়ন করা কর্তব্য।।৫১।।

স্ত্রীগণ গৃহের মূল স্বরূপ আর গৃহাশ্রমের মূল হল ধান্য। এই জন্য বিভক্ত ধান্যের বিষয়ে কখনএ মুক্ত হস্ত হওয়া উচিত নয়।।৫২।।

ধান্যাং তু সঞ্চিতং নিত্যং মিতো ভক্তপরিব্যয়ঃ।
ন চান্নে মুক্তহস্তত্বং গৃহিনীণাং প্রশস্যতে।।৫৩।।
অল্পমিত্যেব নাবজ্ঞাং চরেদন্নেষু ব দ্বিজাঃ।
মধুবল্মীকয়োবৃদ্ধিং ক্ষয়ং দৃষ্টবাংজনস্য চ।।৫৪।।
যে কেচিদিহ নিদিষ্টা ব্যাপারাঃ পুরুযোটিতাঃ।
দম্পত্যোরৈক্যমাস্থায় তদ্ধিদানপ্রযংগতঃ।।৫৫।।
সংত্যেব পুরুষা লোকে স্ত্রীপ্রধানাঃ সহস্রশঃ।
তেষু তাসাং প্রয়োক্তত্বাদদোষ ইতি গৃহ্যতাম্।।৫৬।।
এবং যোগ্যতয়া যুক্তা সৌভাগ্যনোদ্যযেন চ।
সম্যগারাধ্য ভর্তরিং তত্রেণং বশমানয়েৎ।।৫৭।।

ধান্যের নিত্য সঞ্চয় এবং মিতব্যয়িতা করা উচিত। মুক্তহস্ততা কখনই সুগৃহিনীর লক্ষণ নয়।।৫৩।।

"এটি খুবই অল্প" -- এরূপ কখনই অন্ন সম্বন্ধে চিন্তা করে অন্নকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। মধু, বল্মীক বা অঞ্জনের ক্ষয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করা উচিত নয়।।৫৪।।

পুরুষদের জন্য এখানে দানের প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, দম্পতি ঐক্যমত হয়ে দান করবে।।৫৫।।

এই লোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়, -- তা দোষাবহ হয়না।।৫৬।।

এই প্রকারে যোগ্যতা, সৌভাগ্য এবং উদ্যমের দ্বারা স্ত্রীগণ নিজ নিজ স্বামীকে আরাধনপূর্বক তাঁদেরকে নিজবশে নিয়ে আসবেন।।৫৭।।

মধ্যম পর্ব

।। ধর্মস্বরূপ বর্ণনম্।।

স্বচ্ছং চন্দ্রাবদান্ত কবিকরমকরক্ষোভ সজ্ঞাত ফেনম্।
ব্রহ্মোদ্ভূতিপ্রসূক্তৈব্রত নিয়মপরৈঃ সেবিত বিপ্রমুখৈঃ।।
ওংকারালংকৃতেন ত্রিভূবনগুরুণাং ব্রহ্মণা দৃষ্টপূতম্।
সম্ভোগাভোগগম্যং জনকলুষহরং পৌষ্করং বঃ পুনাতু।।১।।
নমস্কৃত্য জগদযোনিং ব্রহ্মরূপধরং হরিম্।
বক্ষ্যে পৌরানিকীং দিব্যাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।।২।
যচ্ছ্রুত্বা পাপকর্মণি স গচ্ছেৎপরামং গতিম্।
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমিদানীং শৃণুন দ্বিজাঃ।।৩।।

।। মধ্যম পর্ব।।

।। ধর্ম স্বরূপ বর্ণন।।

এই অধ্যায়ের প্রথমে মঙ্গলাচরণ এবং পুনরায় ভবিষ্যপুরাণের প্রশংসা পূর্বক ধর্মস্বরূপ আলোচিত হয়েছে।।

স্বচ্ছ চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র, কবিকর মকর ক্ষোভসজ্ঞাত ফেনকের ন্যায়, ব্রহ্মোদ্ভূতি প্রমুক্ত, ব্রতনিয়ম পরায়ণ বিপ্রমুখে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করা উচিৎ। ওঁকার অলংকৃত ত্রিভুবনগুরু ব্রহ্মা যা পূর্বে দেখেছিলেন জনকলুষহারী পুষ্কর তীর্থ তোমাদের রক্ষা করুক।।১।।

শ্রী সূতজী বললেন, ব্রহ্মারূপধারী জগৎযোনি শ্রীহরিকে প্রণাম করে পাপনাশী এই দিব্য পৌরাণিক কথা বর্ণনা করছি।। যা শ্রবণ করে পাপকর্মত্যাগ করে মানব পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সে কথা পরম, পুণ্য, পবিত্র এবং আয়ু বৃদ্ধিকারী। হে দ্বিজগণ, এখন তোমরা এই কথা শ্রবণ কর।।২-৩।।

ভবিষ্য পুরাণমখিলং যজ্জগাদ গদাধরঃ।
মধ্যপর্ব হ্যথো বক্ষে প্রতিষ্ঠাদিবিনির্ণয়ম্।।৪।।
ধর্মপ্রশংসনং চাত্র ব্রাহ্মাণাদিপ্রশংসনম্।
আপদধমস্য কথনং বিদ্যামাহাত্ম্যবর্ধনম্।।৫।।
প্রতিমাকরনং চৈব স্থাপনাচিত্রলক্ষণম্।
কালব্যবস্থাসগাদিপ্রতিসর্গদিলক্ষণম্।।৬।।
পুরাণলক্ষণং চৈব ভূগোলস্য চ নির্ণয়ম্।
নিরূপণং তিথীনাং চ শ্রাদ্ধসংকল্পমন্তরম্।।৭।।
মুমূর্ষোরপি যৎকর্ম দানমাহাত্ম্যমেব চ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ যুগধর্মানুশাসনম্।।৮।।
এয়ানামাশ্রমাণাং চ গৃহস্থো যোনিরূচ্যতে।
অন্যেহপি সূপজীবন্তি তস্মাৎ শ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী।।৯।।

গদাধর - যে সম্পূর্ণ ভবিষ্যপুরাণ বর্ণনা করেছিলেন, তার মধ্যপর্বে প্রতিষ্ঠাদি বিশেষ নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে।।৪।।

এই পর্বে ধর্মের প্রশংসা ও ব্রাহ্মণাদির প্রশংসা করা হয়েছে, এই পর্বে আপদ্ধর্মের কথন এবং বিদ্যামাহাত্ম্য বর্ণন করা হয়েছে।।৫।।

প্রতিমাকরণ, স্থাপনাচিত্রের লক্ষণ, কাল ব্যবস্থা এবং সর্গাদি প্রতিসর্গাদি লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে।।৬।।

পুরাণের লক্ষণ, ভূগোল বিশেষ নির্ণয়, তিথি নিরূপণ, শ্রাদ্ধ সংকল্পা অন্তর বর্ণিত হয়েছে।।৭।।

মুমূর্ষ ব্যক্তির কর্ম ও দান মাহাত্ম তথা ভূত, ভব্য ও ভবিষ্যযুগধর্ম অনুশাসন এই পুরাণে বলা হয়েছে।।৮।।

তিনপ্রকার আশ্রমের উৎপত্তিস্থান 'গৃহস্থ' বলা হয়। গৃহস্থের সহায়তায় অন্য সকল আশ্রম উপজীবিত হয়। এই কারণে গৃহাশ্রমীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।।৯।।

একাশ্রমং গৃহস্থস্য এয়াণাং সূতিদর্শনম্।
তস্মাদ্রার্হস্থ্যমেবৈকং বিজ্ঞেয়ং ধর্মশাসনম্।।১০।।
পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্মবর্জিতৌ।
সর্বলোকবিরুদ্ধং চ ধর্মমপ্যাচরেন্ন তু।।১১।।
তড়াগস্য চ সন্নিধ্যে তড়াগং পরিবর্জয়েৎ।
প্রপাস্থানে প্রপা বজ্যা মঠস্থানে মঠংত্যজেৎ।।১২।।
ধর্মাৎ সজ্ঞায়তে হ্যার্থো ধর্মাৎ কমোহ ভিজায়তে।
ধর্মাদেবাপবর্গোহয়ং তস্মাদ্ধর্মং সমাশ্রয়েৎ।।১৩।।
ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিবর্গস্ত্রিগুণো মতঃ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি সস্মাদ্ধর্মং সমাশ্রয়েৎ।।১৪।।
উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃতিস্থা অধো গচ্ছন্ত্রি তামসা।।১৫।।

এক গৃহস্থাশ্রমই অন্য সকল আশ্রমের সূতিদর্শন বা উৎপত্তিস্থল। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমকেই ধর্মশাসন মনে করা উচিত।।১০।।

যা ধর্মরহিত, অর্থ ও কাম সংযুক্ত তা ত্যাগ করা উচিত। যা কিছু সমস্ত লোক বিরুদ্ধ ধর্ম, সেটিও কদাপি আচরণ করা উচিত নয়।।১১।।

তড়াগের সান্নিধ্যেই তড়াগকে ত্যাগ করা উচিত। প্রপাস্থানে প্রপা এবং মঠের স্থানে মঠ ত্যাগ করা উচিত।।১২।।

ধর্ম থেকে অর্থের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম থেকে কাম উৎপন্ন হয়। ধর্ম থেকেই অপবর্গের উদ্ভব। সুতরাং ধর্মের সমাশ্রয় অবশ্য কর্তব্য।।১৩।।

ধর্ম, অর্থ এবং কাম এদের ত্রিবর্গ বলা হয়। এই ত্রিবর্গ ক্রমান্বয়ে সত্ত্ব, রজ এবং তম — এই তিনগুণ। তাই ধর্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।।১৪।।

যিনি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করেন, তিনি উর্দ্ধে গমন করেন। রজঃ গুণ অবলম্বনকারী মধ্যভাগে থাকেন এবং জঘন্য গুণবৃত্তি অবলম্বনকারী বা তমোগুণাশ্রয়ী তামসব্যক্তি অধোভাগে গমন করেন।।১৫।।

যস্মিন্ ধর্মঃ সমাযুক্তো হ্যর্থকামৌ ব্যবস্থিতৌ।
ইহলোকে সুখী ভূত্বা প্রেত্যানন্ত্যায় কল্পতে।।১৬।।
তস্মাদর্থং চ কামং চ যুক্ত্বা ধর্মং সমাশ্রয়েৎ।
ধর্মাৎ সঞ্জায়তে কামো ধর্মাদথোভিজায়তে।।১৭।।

।। ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি বিস্তারবর্ণনম্।।

ইদানীং বিস্তরং বিভাগং রূপমৈশ্বরম্।
বক্ষে কল্পানুসারেন মন্বন্তরশতানুগম্।।১।।
আসীত্তমোময়ং সর্বমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
তত্র চৈকো মহানাসীদ্রুদ্রঃ পরমকারণম্।।২।।
আত্মাণা স্বয়মাত্মানং সঞ্চিত্য ভগবান বিভুঃ।
মনঃ সংসৃজতে পূর্বমহংকারং চ পৃষ্ঠতঃ।।৩।।
অহংকারাৎ প্রজানার্তি মহাভূতানি পঞ্চ চ।
অষ্টো প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ।।৪।।

যে মানব ধর্মসংযুক্ত অর্থ ও কাম স্বয়ং তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। সেই মানব এই লোকে সুখোপভোগ করে মৃত্যুর পর আনন্ত্যে কল্পিত হন।।১৬।।

সুতরাং মানবের ধর্ম, অর্থ ও কামকে যুক্ত করে ধর্মের স,মাশ্রয় করা উচিত। ধর্ম থেকে কাম ও অর্থের সমাশ্রয় হয়েই যায়।।১৭।।

।। ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি বিস্তার বর্ণন।।

এখন আমি এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বিস্তার বিভাগ ও ঐশ্বর রূপ বর্ণনা করবো এবং কল্পানুসারে মন্বন্তর শত'র অনুকূল চলার কথা বলব।।১।।

আরম্ভে যা সম্পূর্ণ তমোময়, অপ্রজ্ঞাত ও লক্ষণহীন ছিল। সেখানে এক মহান পরম কারণ রুদ্র ছিল।।২।।

ভগবান বিভু নিজ আত্মা থেকে নিজেকে স্বয়ং সঞ্চিত করে প্রথমে মন সৃজন করে এবং তারপর অহংকার সৃষ্টি করে।।৩।।

অহংকার থেকে পাঁচ মহাভূত উৎপন্ন করে। এইভাবে এই আট প্রকৃতির কথা বলা হয় এবং ষোড়শ বিকার বলা হয়।।৪।।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদনব্যানৌ তথৈব চ।।৫।।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাঃ প্রোক্তাস্তু তে ত্রয়ঃ।
তস্মাদ ভাগবতো ব্রহ্মা তস্মাদ বিষ্ণুরজায়ত।।৬।।
ব্রহ্মবিষ্ণুমোহনাথং ততঃ শম্ভুস্তু তেজসা।
অশরীরা বাসুদেবো হ্যনুৎপত্তিরয়োনিজঃ।।৭।।
ব্যামোহয়িত্বা তৎসর্বং তেজসাহমোহয়জ্জগৎ।
তস্মাৎপরতং নাস্তি তস্মাৎপরতং ন হি।।৮।।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ দ্বাবেতাবুদভূতৌ ভগবৎসুতৌ।
কল্পেকল্পে তু তৎসর্বং সৃজতেহসৌ জনং জগৎ।।৯।।
উপসহরতে চেব নানাভূতানি সর্বশঃ।
দ্বাসপ্ততিযুগান্যেব মন্বন্তর ইতি স্মৃতঃ।।১০।।
চতুদর্শ তু তান্যেবং কল্প ইত্যভিধীয়তে।
দিনৈকং ব্রহ্মণঃ প্রোক্তং নিশি কল্পস্তথোচ্যতে।।১১।।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ তথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান হয়।।৫।।

সত্ত্ব, রজ এবং তম যে গুণের কথা বলা হয়, সেগুলি তিনটি হয়। তা থেকে ভগবান ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উৎপন্নহন।।৬।।

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর মোহনের জন্য এর পর তেজ থেকে শম্ভু উৎপন্ন হয়। ভগবান বাসুদেব শরীরহীন, উৎপত্তিহীন এবং অযোনিজ।।৭।।

ওদের সকলকে ব্যামোহিত করে তেজ দ্বারা এই জগৎকে মোহিত করে।ওর পর কেউ নেই এবং ওর উপর অন্যও কিছু নেই।।৮।।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দু'জন এই ভগবানের পুত্র উৎভূত হয়েছিল। তা কল্প দ্বারা এই সবের জগৎ সৃষ্টি করেন।।৯।।

অনের প্রকার প্রাণীদের এবং সবের উপসংহারও করেন। বাহাত্তর যুগে এক মন্বন্তর বলা হয়।।১০।।

চৌদ্দ মন্বন্তর যখন সমাপ্ত হয় তখন এক কল্প হয়। এই কল্প ব্রহ্মার এক দিন বলা হয় এবং এই ভাবে অন্য দ্বিতীয় কল্প ব্রহ্মার রাত্রি হয়।।১১।।

এবং মাসশ্চ বর্ষঞ্চ তথা চাষ্টশতং দ্বিজাঃ।
এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়স্যাস্য বিষ্ণোশ্চ নিমিষঃ স্মৃতঃ।।১২।।
ব্রহ্মাদিস্তংবপর্যন্তং নিমেষশ্চ ধ্রুবস্য বৈ।
নিমেষজীবনং সর্বং সর্বং লোকচার চরম্।।১৩।।
ভূলোকহ্থ ভূবলোকং স্বর্লোকশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
জনস্তাপশ্চ সত্যং চ ব্রহ্মলোকশ্চ সপ্তমঃ।।১৪।।
পাতালং বিতলং তদ্ধি অতলং তলমেব চ।
পঞ্চমং বিদ্ধি সতুলং সপ্তং চ রসাতলম্।।১৫।।
এতেষু সপ্ত বিখ্যায়া অধঃপাতালবাসিনঃ।
তেষামাদৌ মধ্যে চ অন্তে রুদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ।।১৬।।
গ্রসতে জায়তে লোকান ক্রীনীর্থং তু মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মলোকপরীপযুনাং গতিরুধ্বং প্রকীর্তিতা।।১৭।।

এইভাবে মাস এবং বছর হয়। হে দ্বিজগণ! এইভাবে আটশত হয়। এভাবে এর বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় হয়। এই এত সময় ভগবান বিষ্ণুর এক নিমেষ হয়।।১২।।

ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্যন্ত ঔ ধ্রুবের নিমেষ হয়। এই সমস্ত চরাচর লোক নিমেষ মাত্র জীবনযুক্ত হয়।।১৩।।

ভূলোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোক বলা হয়। জনলোক, তয়োলোক, সত্যলোক এবং সপ্তম ব্রহ্মালোক হয়।।১৪।।

নীচ লোকের নাম পাতাল, বিতল, অতল। তল, পঞ্চম, সুতল এবং ৭ম রসাতল হয়।।১৫।।

এখানে নীচে সপ্তবিধ পাতালবাসী বিখ্যাত। এর প্রথমে, মধ্যে এবং শেষে রুদ্র বলা হয়।।১৬।।

মহেশ্বর ভগবান ক্রীড়ার জন্য লোকের উৎপন্ন করেন এবং গ্রাস করেন। যে ব্রহ্মলোকের পরীপ্সু হয় তার গতি ঊর্ধ্ব বলা হয়।।১৭।।

পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ দিশশ্চ বিদিশস্তথা।
সমুদ্রাণাং গিরীণাং চ অধস্তির্যক প্রসংখ্যয়া।।১৮।।
সমুদ্রাণাং চ বিস্তারং প্রমাণং চ ততঃ শৃণু।
স্থাবরাণাং চ শৈলানাং দেবানাং চ দিবৌকসাম্।।১৯।।
চতুষ্পদানাং দ্বিপদাম তথা ধর্মৈকভাষিণাম্।
সহস্রগুণমাখ্যাতং স্থাবরাণং প্রকীর্তিতম্।।২০।।
সহস্রগুণশীলাশ্চ ত্যািহ ভগবান্মুনিঃ।
ঋ ষিস্তু প্রথমং কুর্বন প্রকৃতিং নামনামতঃ।।২১।।
তস্যা ব্রহ্মা প্রকৃত্যাস্তু উৎপন্ন সহ বিষ্ণুনা।
তস্মাদ বুদ্ধয়া প্রকুরুতে সৃষ্টিং নৈমিত্তিকীং দ্বিজাঃ।।২২।।
তস্মাৎ স্বয়ম্ভুবো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণান্ সমতকল্পয়ৎ।
পাদহীনান ক্ষত্রিয়াংশ্চ তস্মাদ্ধীনাং স্তুবৈশ্যকান্।।২৩।।
চতুর্থ পাদহীণাংশ্চ আচারেষু বহিষ্কৃতাম্।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ দিশশ্চৈবাপ্যকল্পয়ৎ।।২৪।।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিক-বিদিক, সমুদ্র এবং পর্বতের প্রসংখ্যা থেকে অধঃ এবং তির্যক্ গতি হয়।।১৮।।

এখন সমুদ্রের বিস্তার এবং এর পর ওর প্রমাণ আমার থেকে শ্রবণ করো। স্থাবর, শৈল, দেবতা এবং দিবৌকসের, চতুস্পদ, দ্বিপদের তথা ধর্মভাষীর সহস্র গুণের কথা বলা হয়েছে।।১৯-২০।।

ভগবান মুনি বলেছেন যে, সহস্র গুণশীলযুক্ত হয়। ঋষি প্রকৃতি নামক তত্ত্বকে সবার আগে করেছেন।।২১।।

ঐ প্রকৃতি থেকে বিষ্ণুর সাথে ব্রহ্মা উৎপন্নহন। হে দ্বিজগণ! ওকে বুদ্ধি দ্বারা নৈমিত্তিক সৃষ্টি করা হয়েছে।।২২।।

এই স্বয়ম্ভূ থেকে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেন। তার থেকে এক পাদ হীন ক্ষত্রিয়দের ও তার থেকে এক পাদ হীন বৈশ্যদের সৃষ্টি করেন।।২৩।।

চতুর্থপাদহীন এবং আচারে বহিষ্কৃত শূদ্রদের সৃষ্টি করেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দিকসমূহের কল্পনা করেন।।২৪।।

লোকলোকস্য সংস্থা চ দ্বীপানামুদধেস্তথা।
সরিতাং সাগরাণাং চ তীর্থান্যায়তনানি চ।।২৫।।
মেঘস্তনিতনি ঘোষরোহিতেন্দ্রধনুংষি চ।
উল্কানিঘাতকেতুংশ্চ জ্যোতীষ্যায়নানি চ।।২৬।।
উৎপন্নং তস্য দেহেযু ভূয়ঃ কালেন পীড়য়েৎ।।২৭।।

।। পুরান ইতিহাস শ্রবণ মাহাত্ম্য।।

সমাখ্যামীহ বিপ্রেদ্রা ইতিহাসং পুরাতনম্।
শ্রবণেপি চ ধমাৎ মৎ শ্রুয়তাং যন্ময়াপুরা।।১।।
পৃষ্টোবোচন মহাতেজ বিরিঞ্চো ভগবান্ প্রভু।
হন্ত তে কথয়াম্যেষ পুরাণ শ্রবনো বিধিম্।।২।।
ইতিহাস পুরাণানি শ্রুত্বা ভক্ত্যা দ্বিজোত্তমা।
মুচ্যতে সর্বপা পেভ্যো ব্রহ্মহত্যাশতং চ যৎ।।৩।।

লোকালোক পর্বতের সংস্থা, দ্বীপের তথা সমুদ্রের, নদীর এবং সাগরের সংস্থাপনা করেন। তীর্থ ও আয়তন সৃষ্টি করেন।।২৫।।

মেঘ, ইন্দ্রধনু, উল্কা, নির্ঘাতকেতু এবং জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি ওর দেহ থেকে উৎপন্ন হয় এবং আবার কাল দ্বারা পীড়িত হয়।।২৬-২৭।।

।। পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ মাহাত্ম্য।।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এখানে আমি একটি পুরানো ইতিহাস বলছি। হে ধর্মাত্মন্! তা শ্রবণেও কল্যাণ হয়। আমি এটা আগে শুনেছি এখন তুমি শোনো।।১।।

যখন প্রশ্ন করা হল তখন মহান তেজস্বী ভগবান বিরঞ্চি প্রভু বলেন — আমি তোমাকে এই পুরাণ শ্রবণের বিধি বলছি।।২।।

হে দ্বিজোত্তম! ভক্তি ভাবে ইতিহাস পুরাণ শুনে সমস্ত পাপ মুক্ত হও। যদি তা ব্রহ্ম হত্যা জনিত পাপ হয় তবে তা থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে।।৩।।

সায়ং প্রাতস্তথা রাত্রৌ শুচিভূত্বা শৃনৌতিযঃ।
তস্য বিষ্ণুস্তথা ব্রহ্মা তুষ্যতে শংকরস্তথা।।৪।।
প্রত্যুষে ভগবানব্রহ্মা দিনান্তে তুষ্যতে হরিঃ।
মহাদেবস্তথা রাত্রৌ শৃণ্বতাং পঠতাং ণৃণাম্।।৫।।
শুক্লবত্রধরশ্চৈব চৈলাজিন কুশোত্তরঃ।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্মাদ্যা তস্থিন দেবতা গুরৌ।।৬।।
নায়ুচ্ছিতং নাতিনীচং স্বাসনং ভজতে ততঃ।
দিকপতিভ্যো নমস্কৃত্য ওংকারাধিষ্ঠিতানপি।।৭।।
পুস্তকং ধর্মশাস্ত্রস্য ধর্মাধিষ্ঠান শাশ্বতম্।
আগমানাং শিবো দেবস্তন্ত্রাদীনাং চ শারদা।।৮।।
জামলাণাং গণপতির্ডামরাণাং শতক্রতুঃ।
নারায়নো ভারতস্য তথা রামায়নস্য চ।।৯।।

যে মানুষ প্রাতঃকাল এবং সায়ংকালে শুদ্ধ হয়ে শ্রবণ করে তার প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর খুবই সন্তুষ্ট হয়।।৪।।

প্রাতঃকালে ভগবান ব্রহ্মা এবং দিনান্তে বিষ্ণু তুষ্ট হয়। মহাদেব রাত্রিতে শ্রবণকারী তথা পাঠকারীর উপর প্রসন্ন হয়।।৫।।

শুক্লবস্ত্র ধারণকারী, চৈল, অজিন বা কুশ উত্তরীয়ধারী যে ব্যক্তি তার মধ্যে দেবতা আছে, তার এবং গুরুর তিনবার প্রদক্ষিণ করা উচিত।।৬।।

আসন এমন হতে হবে যা খুব উঁচু নয় আবার খুব নীচু নয়। ঐ আসনে বসতে হবে। প্রথমে দিকসমূহের পতিদেরনমস্কার করে ওঁকারাধিষ্ঠি তাকেও প্রণাম করতে হবে।।৭।।

ধর্ম শাস্ত্রের বই শাশ্বত ধর্মের অধিষ্ঠান। বৈদিক দেবতা হল শিব এবং তন্ত্র প্রভৃতির দেবতা হলেন ভগবতী শারদা।।৮।।

জামলগণের দেবতা হলেন গণপতি এবং ডামরদের দেবতা হলেন শতক্রতু ইন্দ্র। ভারতের দেবতা তথা রামায়নের দেবতা হলেন নারায়ণ।।৯।।

বাসুদেবো ভবেদ্দেব সপ্তানাং শৃণু সত্তম্।
আদিত্যো বাসুদেবশ্চ মাধবো রামকেলশবৌ।।১০।।
বনমালী মহাদেবঃ সপ্তানাং সপ্তবসু।
বিষ্ণধর্মাদিকাণাং চ শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
অথ চাদিপুরাণস্য বিরিঞ্চি পরিকীর্তিতঃ।।১১।।
শুদ্ধোদনং সবক্ষীরং পায়সং কৃশরং তথা।
কৃশরান্নং চ বা দদ্যাৎকমাদ বলিগনং বিদুঃ।।১২।।
শালিভক্তং সগোধূফ তিলাক্ষতবিমিশ্রিতম্।
গব্যং চ সফলং চৈব দেয়শ্চৈভ্যস্ত্বয়ং বলি।।১৩।।
পৃথক্ পৃথক্ চৈব কাংস্যে বিন্য সেদ্দিক্ষু মধ্যতঃ।
পঠেচ্চাপি বিধানেন স যাগ যন্ময় পরঃ।।১৪।।
শীতোদকং মধুক্ষীরং সিতেম্বোশ্চ রসো গুড়।
সগর্ভশ্চপরো জ্ঞেয় মন্ময়শ্চাপরো বলিঃ।।১৫।।

হে মুণি সত্তম! সপ্তের দেবতা হলে শ্রীবাসুদেব। আদিত্য, বাসুদেব, মাধব, রাম, কেশব, বনমালী, মহাদেব সাত পর্বে সপ্ত দেবতা হন।।১০।।

বিষ্ণুধর্ম্ম প্রভৃতির দেবতা সনাতন শিব জানতে হবে। আদি পুরাণে বিরঞ্চি দেবতার কথা বলা হয়েছে।।১১।।

এখন এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে সমর্পিত উপাচারের কথা বলা হচ্ছে, শুদ্ধৌদন, যবক্ষীর, পায়স, কৃশর অথবা কৃশরান্ন ক্রমে এদের উপাচার সমূহ দেওয়া উচিত।।১২।।

গোধূমের সঙ্গে শালিভক্ত যা তিল ও অক্ষত দিয়ে বিশেষরূপে মিশ্রিত, ফলের সঙ্গে গব্য এই দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করা উচিত।।১৩।।

কাঁসার পাত্রে পৃথক পৃথক দিকে মধ্য ভাগে বলির বিন্যাস করতে হবে বিধানের সঙ্গে পড়তে হবে— এই যাগ যন্ময় এবং পর হয়।।১৪।।

ঠান্ডা জল, মধু, ক্ষীর এবং সিত ইক্ষুর রস বা গুড় এবং সগর্ভকে পর বলি বুঝতে হবে। অন্য দ্বিতীয়টি যন্ময় বলি হ্ব।।১৫।।

শালিতন্ডুলপ্রস্থং তু তদধং বা তদধকর্ম।
ক্ষীরেণাপি চ সন্তক্তং সবক্ষীরমিদং স্মৃতম্।।১৬।
ক্ষীরং ভাগাষ্টকং গ্রাহ্যং সপ্তভাগেন সংস্থিতম্।
হৈমন্তিকং সিয়াখ্যং চ তাভুলং প্রপচেচ্চরুম্।।১৭।।
গুড়মিশ্রেণ যো দদ্যাৎ সম্পর্কো জায়তে কৃচিৎ।১৮।।
সমাক্তং মাক্ষিকেণাপি দদ্যাদিক্ষুরসং বুধঃ।
গৃহীত্বা যাচকঃ শুদ্ধঃ শৃণুন দ্বিজসত্তমাঃ।।১৯।।
শৃণুতে বাধীয়ানো যো দদ্যাদ্ধস্তে চ পুস্তকম্।
সমুৎথায় চ গৃহ্ণীয়াৎ প্রণম্য বিনিবেদয়েৎ।।২০।।
পুর্বস্থঃ শ্রাবকো বিপ্রোবিখ্যাতস্ত দক্ষিনে।
পশ্চিমাশামুখেনৈব তর্জন্যাংগুয়ষ্ঠয়া সহ।।২১।।
প্রস্তরেনাপি হস্তেন বিন্যাস পন্ডিতৈঃ সদা।
ইতোন্যথা ন কর্তব্য কৃত্বা ন্যাসম থাপ্নুয়াৎ।।২২।

শালিচাল এক প্রস্থ বা তার অর্ধ ভাগ বা তারও অর্ধেক ভাগ ক্ষীরের সঙ্গে মেশাতে হবে — একে বলা হয় যবক্ষীর।।১৬।।

আট ভাগ ক্ষীর নিতে হবে যা সাত ভাগে পরিণত হয়। হৈগমন্তিক এবং সিতাখ্য চাল রান্না করলে তা হয় চরু।।১৭।।

যখন এই সময় মেনে সিদ্ধ হবে তখন তাকে প্রাপ্ত করতে হবে। আবার অর্ধভাগ মাক্ষিক অথবা মিশ্রী দিতে হবে। গুড় মিশ্রে যা কিছু দেবে এবং কোন সম্পর্ক হয়ে যাবে তখন বুধকে মাক্ষিকের দ্বারা মিশ্রণেও ইক্ষুরস দিতে হবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি শ্রবণ করো এটা গ্রহণ করে যাচক শুদ্ধ হয়।।১৮-১৯।।

শ্রবণকারীর জন্য বা পাঠকারী যে হাতে পুস্তক দেয় তা উঠে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রণাম করে নিবেদন করতে হবে।।২০।।

শ্রাবক বিপ্র পূর্বে স্থিত বিখ্যাত তার দক্ষিণে পশ্চিম দিকে এবং মুখ দ্বারা তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, প্রস্তর হাতেও পন্ডিতদের সর্বদা বিন্যাস করতে হবে। এর অন্যথা করা উচিত নয়, ন্যাস করে প্রাপ্ত করা উচিত।।২১-২২।।

অসকৃন্ন্যসেদ্বিপ্রা পাবমানীং জলে জপেৎ।
বেদান্তাগমবেদান্তবিধিরেষ স্মৃতো বুধৈঃ।।২৩।।
যমদিং সম্মুখে শ্রোতা বাচকশ্চেত্তরামুখঃ।
পুরাণভরাতাখ্যান এষ বৈ কথিতো বিধিঃ।।২৪।।
বৈপরীত্যেন বিধিনা বিজ্ঞেয়ো দ্বিজসত্তমাঃ।
রামায়ণে ধর্মশাস্ত্রে হরিবংশে চ সত্তমাঃ।।২৫।।
ইতোহন্যথা যাতুধানাং প্রলং পন্তি ফলং যতঃ।
তস্মাদ বিধি বিধানেন শৃনুয়াদথ বা পঠেৎ।।২৬।।
শ্রুত্বা প্রতি পুণ্যবিদ্যাং যোহশ্নীয়ান মাংসমেব তু।
স যাতি গর্দভীং যোনিং যদি মৈথুনিনঃ ক্বচিৎ।।২৭।।
যদি দেবালয়ে তীর্থ বাচয়েচ্ছৃণয়াদথ।
যস্য দেবগৃহে তস্য তীর্থস্য বর্ণনম্।।২৮।।

হে বিপ্র! বার বার বিন্যাস করবে এবং আচমনীয় জলে জপ করবে। মহামনীষীগণ বেদান্তাগমের বেদান্ত বিধি এটাই বলেছে।।২৩।।

শ্রবণকারী যমের দিকের এবং মুখযুক্ত ও বাচক উত্তর দিকের এবং মুখযুক্ত থাকো উচিত। পুরাণ এবং ভারতাখ্যানে ঐ বিধি বলা হয়েছে।।২৪।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রামায়ন, ধর্মশাস্ত্র এবং হরিবংশে এর বিপরীত বিধি জানা যাবে।।২৫।।

এর বিরুদ্ধ কাজ করলে যাতুধান লোক এর ফল প্রলুপ্ত করে দেবে। এজন্য বিধি, বিধানের অনেক বেশী আবশ্যকতা আছে। এর বিধানই শুনতে তথা পড়তে হবে।।২৬।।

এই পুণ্য বিদ্যা শুনে যে মাংস ভক্ষণ করবে সে গাধার যোনি প্রাপ্ত হব এবং যে শ্রবণ করে মৈথুন করে সেও গাধার শরীরে জন্মগ্রহণ করবে।।২৭।।

যদি কোন দেবালয় তীর্থে এর বাচন বা শ্রবণ করা হয় তবে যার এই দেবগৃহ তার তীর্থের বর্ণনা হয়।।২৮।।

গুরুভ্যো বদনং ব্যর্থং পিতরং যোন তর্পয়েৎ।
জীবন্ন তর্পয়েন মুখং গংগায়াং মরণেপি চ।
উভয়োস্তর্পণং নস্তি জীবন্নপি ন জীবতি।।২৯।।
পুরাণশ্রবণং পুণ্যং শূন্যং ভাগবতং যদি।
ব্যর্থং ভাগবতং বিপ্রা নারসিংহবিহীনকম্।।৩০।।
আদিপর্বনি হীনে তু ভারতাখ্যং ন ধারয়েৎ।
বিনাশ্বমেধিকং বিপ্রা বিনা যজ্ঞাননং বিনা।।৩১।।
দানকর্ম বিহীনং চ মোক্ষধমং ন ধারয়েৎ।
ভারতং চ দিবারোহধারনাদৌ বরং ব্রজেৎ।।৩২।।
বায়ুপুরাণমশ্রুত্বা শাস্ত্রং চ যৌগিকং বিনা।
বায়ুহীনং দেহিকুলং বৃথা তস্য ন ধারকম্।।৩৩।।
তথা বায়ুপুরাণং যদ বিহীণং শ্রব্যমন্যকম্।
যথা সুন্দরকান্ডেন আরণ্যং চ ন ধরয়েৎ।।৩৪।।

যদি পিতার তর্পণ ভালভাবে না করা হয় তবে তার গুরুর জন্য বন্দনা করা ব্যর্থ হয়। গঙ্গায় মৃত্যুর পরও জীবিত থেকেও জীবিত থাকে না।।২৯।।

পুরাণ শ্রবণ ব্যর্থ হয় যদি ভাগবত শ্রবণ না করা হয়। হে বিপ্রগণ! ঐ ভাগবত শ্রবণও নিষ্ফল যা নারসিংহ বিহীন হয়।।৩০।।

আদিপর্ব হীন ভারত পুরাণ কখনও ধারণ করবে না, দিবারোহ ধারণ প্রভৃতির মধ্যে ভারত পরম শ্রেষ্ঠ।।৩১।।

অশ্বমেধ ছাড়া ও যজ্ঞানন ছাড়া তথা দান কর্ম বা মোক্ষ ধর্মের ধারণ করা উচিত নয়।।৩২।।

বায়ুপুরাণ শ্রবণ না করে তথা যৌগিকশাস্ত্র বিনা এই বায়ুহীন দেহীরকুল বৃথা হয়ে যায় এবং তার ধারক হয়না।।৩৩।।

বায়ুপুরাণ এমনবাবে শ্রবণ করা উচিত যা ছাড়া অন্যসব শ্রব্য বিষয় ব্যর্থ হয় যেমন ভাবে সুন্দর কান্ড ছাড়া আরণ্যকান্ড কখনও ধারণ করা উচিত নয়।।৩৪।।

লংকা বিনা চাদিকান্ডং তল্লিখিত্বা ন ধারয়েৎ।
পারাশরং বিনা ব্যাসং যাজ্ঞকলং বিনা মখম্।।৩৫।।
দক্ষং বিনা ন শংখং চ শংখহীনং বৃহস্পতিম্।
বীহ্বয়ং শ্রবণাদেন ন চ যুক্তিমথাপয়েৎ।।৩৬।।
সংস্থাপনাদেব বিনা ন চ কিমপি রাক্ষমৈঃ।
ন দদেৎ প্রার্থকাদিভ্য ন বিক্রীয়েৎকথঞ্চন।।৩৭।।
ন হরেৎ পুস্তকং চাপি ন হরেৎ ক্ষরানি ষট্।
ব্রহ্মফরস্য হরণা দ্রৌরবান্ন নিবতর্তে।।৩৮।।
আদ্যৎক্ষরস্য হরণাম্রকুষ্ঠী ভবেদিহ।
মুখবৃত্তস্য হরণাদ্যবদাচন্দ্রতারকম্।।৩৯।।
কুবলে অসিপত্রে চ পততীহ ন সংশয়ঃ।
স্বাক্ষরস্য হরনে স্বমাতৃহরনেৎপি যৎ।।৪০।।

লঙ্কাকান্ড ব্যতীত আদি কান্ড লিখে কখনও ধারণ করা উচিত নয়। পরাশর বিনা ব্যাস এবং যাজ্ঞবল্ক্য বিনা মখ ব্যর্থ হয়।।৩৫।।

দক্ষ স্মৃতি বিনা শঙ্খ স্মৃতি এবং শঙ্খ স্মৃতি বিনা বৃহস্পতি স্মৃতি শ্রবণ ব্যর্থ হয়। বীষয় শ্রবণ দ্বারা যুক্তির স্থাপন করা উচিত নয়।।৩৬।।

সংস্থাপক ছাড়া এবং রাক্ষস বিনা প্রার্থকাদির জন্য কিছুও দেওয়া উচিত নয় এবং কোনও প্রকারে বিক্রয়ও করা উচিত নয়।।৩৭।।

বই কখনও হরণ করবে না এবং ষড় অক্ষরেরও হরণ করবে না। ব্রহ্মাক্ষর হরণ করলে কখনও রৌরব নরক থেকে নিবৃত্তি পাওয়া যায় না।।৩৮।।

আদ্যাক্ষর হরণ করলে তাম্রকুষ্ঠী হয়ে যায়। মুখবৃত্ত হরণ করলে যতক্ষণ সূর্য, চন্দ্র ও তারা এই ভূমন্ডলে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কুবল এবং অসিপত্র নরকে গিয়ে পড়ে। এতে সংশয় নেই। স্বাক্ষর হরণ করলে এবং স্বমাতৃ হরণ করলেও এই নরক প্রাপ্তি হয়। এর সাথে কোনও পুস্তক যে হরণ করেছে সে অবশ্যই নরকে যায়। ভারত বা পুরাণ যা শুধু স্তোত্র নয়। এই সব স্তোত্রের স্বরূপ।।৩৯-৪১।।

তস্মাৎ পুস্তকমাত্রং যো হরেন্নরক মাপ্নুয়াৎ।
যদ ভারতং যৎপুরাণং স্তোত্র রুপানি তানি চ।।৪১।।
পরমং প্রকৃতের্গুহ্যং স্থানং দৈবৈবিনির্মিতম্।
পুরয়েত্তাম্রলিংগেন অথ রৈত্যময়েন বা।।৪২।।
অশক্তো বিল্বকাষ্ঠস্য তথা শ্রীপনিকস্য চ।
ন কাষ্ঠস্য নরং শস্যংন লৌহং যোজয়েৎ ক্বচিৎ।।৪৩।।
প্রাগারম্ভশ্লোকশতং ধর্মশাস্ত্রস্য বৈ লিখেৎ।
সংহিতায়া পুরাণায়াং যুগ্মকল্পং তদধকর্ম।।৪৪।।
ব্রহ্মচর্যেন বিলিখেন্ন মোহাদ ব্রহ্মণঃ ক্বচিৎ।
তথাপি চাখিলব্যাস লেখনাৎ সন্ততিক্ষয়ঃ।।৪৫।।
অনামাত্বে হেমমুতাং বলাকং চিত্তমেব চ।
ন লিখেৎখিলভাগং চ হরি বংশস্য সত্তমাঃ।।৪৬।।
গাড়স্য চ স্কান্দস্য ন লিখেনমধ্যতন্ত্রকম্।
লেখনং হরিবংশস্য ব্রতস্থোনিয়মৈর্যুতঃ।।৪৭।।

প্রকৃতির পরম গুহ্য স্থান যা দেবতা দ্বারা নির্মিত হয়ছে তা তাম্রলিঙ্গ দ্বারা অথবা রৈত্যময় দ্বারা পূরিত করতে হবে।।৪২।।

যদি শক্তিহীনতা হয় তবে বেলকাঠ তথা শ্রী পর্ণিক কাঠ দিয়ে কর। কাঠের নব ফসল ভালো নয়। লৌহের কখনও যোজিত করা উচিত নয়।।৪৩।।

প্রথমে আরম্ভে ধর্মশাস্ত্রের একশত শ্লোক লিখতে হবে। পুরাণ সংহিতায় যুগ্ম কল্প তার অর্ধভাগ লেখা আছে।।৪৪।।

লেখা ব্রহ্মচর্যের নিয়মেই করতে হবে। মোহ দ্বারা কোথাও ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্যয়ের লেখা লিখলে সন্ততিদের ক্ষয় হয়।।৪৫।।

অনামাত্বে হেমযুতা, বলাক এবং চিত্তের কথা লিখতে হবে না। হে সত্তম! হরিবংশের সম্পূর্ণ ভাগ লিখতে হবে না।।৪৬।।

গরূড় এবং স্কন্দের মধ্য তন্ত্র লিখতে হবে না। হরিবংশের লিখন ব্রতে স্থিত হয়ে এবং নিয়মের দ্বারা যুক্ত থেকে করতে হবে।।৪৭।।

গৃহস্থোন লিখেদ গ্রন্থং লিখেচ্চ মথুরাং বিনা।
লেখনে পারিজাতস্য মৎস্যমাংসাশিনং লিখেৎ।।৪৮।।
বাল্মীকি সংহিতায়াশ্চ লেখনে চ তথা ক্বচিৎ।
স্তোত্রমাত্রং লিখেদ্বিপ্রা অব্রতী ন লিখেৎ ক্বচিৎ।।৪৯।।

।। পূর্তকর্ম তথা বৃক্ষারোপণ।।

অন্তবেদি প্রবক্ষামি ব্রহ্মনোক্তং যুগান্তরে।
বহিবেদং তথৈবোক্তং শস্তংস্যাদব্যাপরে কলৌ।।১।।
জ্ঞানসাধ্যং তু যৎকর্ম অন্তর্বেদীতি কথ্যতে।
দেবস্থাপনং পূজা বহিবেদিরুতাহৃতা।।২।।
প্রপাপূর্তাদিকং চৈব ব্রাহ্মণানাং চ তোষনম্।
গুরুভ্যঃ পরিচর্যা চ বহির্বেদী দ্বিধা মতা।।৩।।

গৃহস্থের গ্রন্থ লিখতে হবে না এবং লিখলেও মথুরা বিনা লিখতে হবে। লিখনে পারিজাতের মৎস্য মাংসাশী অংশ লিখতে হবে।।৪৮।।

বাল্মীকি সংহিতা কোন সময় লিখতে হলে শুধুমাত্র স্তোত্র লিখতে হবে এবং বিনা ব্রত হয়ে লিখলে চলবে না।।৪৯।।

।। পূর্তকর্ম তথা বৃক্ষ রোপণ।।

এখন আমি অন্তর্বেদির কথা বলবো যা যুগে যুগে ব্রহ্মা বলেছেন ওই প্রকাবে বহির্বেদিও বলেছেন যা দ্বাপর ও কলিযুগে প্রশংসিত হয়েছে।।১।।

যে কর্ম জ্ঞানদ্বারাসাধ্য তাকে অন্তর্বেদি কর্ম বলা হয়। দেবতার স্থাপন ও দেবতা পূজাকে বহির্বেদি কর্ম হলা হয়।।২।।

প্রপা পূর্ত প্রভৃতি কর্ম্ম ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান ও গুরুজনদের পরিচর্যা করা হল বহিবে'দি কর্ম যা দু'প্রকারের মনে করা হয়।।৩।।

অকামেন কৃতং কর্ম কর্মচ ব্যসনাদিকম্।
অন্তর্বেদী তদেবোক্তং বহির্বেদী বিপর্যয়।।৪।।
ধর্মস্য করণং রাজা ধর্মমেতদ ভবেন্নৃপঃ।
তস্মান্নৃপং সমাশ্রিত্য বহির্বেদী ততো ভবেৎ।।৫।।
সপ্তাশীতিবহির্বেদী সার মেষাং তৃতীয়কম্।
দেবতাস্থাপনং চৈব প্রাসাদকরণং তথা।।৬।।
তড়াগকরণং চৈব তৃতীয়ং চ চতুর্থকম্।
পঞ্চমং পিতৃপূজা চ গুরুপূজাপুরঃ সরা।।৭।।
অধিবাসঃ প্রতিষ্ঠা চ দেবতানামবিক্রিয়া।
প্রতিমাকরণং চৈব বৃক্ষানামথ রোপণম্ ।।৮।।
ত্রিবিধা সা বিনির্দিষ্টা উত্তমা চাথ মধ্যমা।
কনিষ্ঠা শেষকল্পশ্চ সর্বকার্যেষ্বয়ং বিধিঃ।।৯।।
ত্রিধা ভবতি সর্বত্র প্রতিষ্ঠাদিবিধিমতঃ।
পূজাহোমাদিভির্নৈমানতশ্চ ত্রিভাগতঃ।।১০।।

কামনা বিহীন কর্ম এবং ব্যসনদিক কর্ম যা বহির্বেদির বিপর্যয় তাদের অন্তর্বেদি কর্ম বলা হয়।।৪।।

ধর্মের কারণ হল রাজা এবং রাজার দ্বারাই ধর্ম হয়। এজন্য নৃপের সমাশ্রয় করে আবার বহির্বেদি হতে হবে।।৫।।

বহির্বেদি কুল হয় সাতাশি (৮৭) কিন্তু এসবের সার হল তিন, কোন দেবতার স্থাপন করা তথা কোন প্রাসাদ নির্মাণ করা এবং তড়াগ তৈরী করা। এদের অতিরিক্ত চতুর্থ নয় পঞ্চম হল পিতৃগণের পূজা, যা গুরুপূজা পুরঃসর।।৬-৭।।

অধিবাস প্রতিষ্ঠা এবং দেবতাদের অবিক্রিয়া প্রতিমা করা এবং বৃক্ষের রোপণ এই ভাবে তা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন প্রকারের করা হয়েছে। শেষ কল্পে সমস্ত কার্যের যে বিধি তাকে বলা হয়।।৮-৯।।

সে তিন ভাগযুক্ত হয় এবং সর্বত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিধি মানা হয়। পূজা হোম প্রভৃতি দান ও মান এর তিনভাগ করা বয়।।১০।।

শোধয়েৎ প্রথমং ভূতিমিতাং কৃত্বা ততৌ দ্বিজাঃ।
দশহস্তেন দন্ডেন পঞ্চহস্তেন বা পুনঃ।।১১।।
বাহয়েৎসদা বৃষভৈস্তড়াগাথেহপি ভূমিকাম্।
দেবাগারস্য যা ভূমিঃ শ্বৈতৈশ্চ বৃষভৈরপি।।১২।।
যা ভূমিগ্রহয়াগাথে তন্ন বাহৈরপি স্পৃশেৎ।
আরামার্থে কৃষ্ণবৃষৈঃ কূপার্থখননৈরপি।।১৩।।
বাহয়েত্রিদিনং বিপ্রাঃ পঞ্চব্রীহীংশ্চ বাপয়েৎ।
দেবপক্ষে সপ্তগুন আরামকরনে গুনঃ।।১৪।।
মুদমাষ্ঠৌ ধান্যতিলাঃ শ্যামাকশ্চেতি পঞ্চমঃ।
মসূরশ্চ কলায়শ্চ সপ্তব্রীহীগনঃ স্মৃতঃ।।১৫।।
সর্যপশ্চ কলায়শ্চ মুদগো মাষশ্চতুর্থকঃ।
ব্রীহিত্রয়ং মাষমুদগো শ্যামাকো মহিষোগনঃ।।১৬।।

হে দ্বিজগণ! সর্বপ্রথম ভূমি ভালভাবে শোধন করতে হবে, এরপর তা মিত করতে হবে অর্থাৎ দশহস্ত দন্ড দ্বারা বা পঞ্চহস্ত দন্ড দ্বারা তার মান ঠিক করে নিতে হবে।।১১।।

তড়াগ নির্মাণ করার জন্য ভূমি সর্বদা বালি দ্বারা বাহিত করাতে হবে। যে ভূমি দেবতার গৃহ তৈরীর জন্য নেওয়া হয়ছে তা শ্বেত বৃষভ দ্বারা দলিত করতে হবে।।১২।।

যে ভূমি গৃহবাসের জন্য তা হস্তস্পর্শ করা যাবে না, যা ভূমি আরামের জন্য অথবা কুয়া খননের জন্য আছে তা কৃষ্ণবর্ণের বৃষ দিয়ে দলিত করত হবে।।১৩।।

হে বিপ্রগণ! এইভাবে তিনদিন বাহন করাতে হবে এবং তাতে পঞ্চব্রীহি বপন করাতে হবে। দেবপক্ষে এবং আরামকরণে সাতগুণ অর্থাৎ সাত ধান্য বপন করাতে হবে। মুগ, মাষ, ধান্য, তিল ওবং পঞ্চম শ্যামাক, মসুর এবং কলাই এই হল সপ্তব্রীহিগণ।।১৪-১৫।।

সরিষা, কলাই, স্বর্ণ, মুগ, মাষ, ব্রীহিত্রয়, শ্যামাক এই হল মহিষগণ। স্বর্গ

সুবর্ণমৃত্তিকা গ্রাহ্যা বর্ণানামনুপূর্বশঃ।
বিল্ববৃক্ষৈরিয়ং কুযাদ ধূপশূনধ্বজে দিনে।।১৭।।
অরত্নিমাত্রং বিজ্ঞেয়ং প্রশস্তং যষ্টিহস্তকম্।
ঊর্ণাসূত্রময়ীং মূতিং কৃত্বা কুযাচ্চতুষ্টয়ম্।।১৮।।
ক্ষীরদারুগত মুতং দ্বাদশাংগুলমেব চ।।
জ্বালয়েত্তিলতৈলেন তথা কেশরজেন বা।।১৯।।
পূর্বদিকং প্রণবে সিদ্ধি পশ্চিমাশাগতিঃ শুভা।
মরণে দক্ষিণায়াং চ হানিঃ স্যাদুত্তরে স্থিতে।।২০।।
কল্পে বিপৎ বিদ্যাৎ তথা চৈব চ দিগগতে।
নারসিংহেন মনুনা চাগ্নিং প্রজ্বাল্য দ্বাপয়েৎ।।২১।।
মাসে ঘটে তথা মাসে কুর্যাদ ভূমি পরিগ্রহম্।
সূত্রয়েৎকীলয়েৎ পশ্চান্মহামানে দ্বিজোত্তমাঃ।।২২।।

মৃত্তিকা গ্রহণ করতে হবে যা বর্ণের আনুপূর্বিক। বেল গাছ দিয়ে একে যূপশূল ধ্বজ দিনে করতে হবে।।১৬-১৭।।

অরত্নি মাত্র যষ্টি হস্তক প্রশস্ত জানতে হব। সূত্রময়ী মূর্ত্তি চারটি করতে হবে।।১৮।।

ক্ষীর কাঠ গর্ত্ত দিয়ে যুক্ত এবং বার আঙ্গুল প্রমাণিত চুল তিলতৈল দিয়ে বা কেশরজ দিয়ে জ্বালাতে হবে।।১৯।।

পূর্বদিক প্রণবে সিদ্ধি লাভ করে। যদি পশ্চিমদিকে গতি হয় তবে তাও শুভ মানা হয়। দক্ষিণ দিক গতি হলে মৃত্যু হয় এবং উত্তরদিকে গতি হলে হানি হয়।।২০।।

কল্পের বিপত্তিকারী আছে এবং দিগ্‌গমনেও ঐভাবে হয়, নরসিংহ মন্ত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দিতে হবে।।২১।।

মাস ঘটে তথা মাসে ভূমি পরিগ্রহ করতে হবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পশ্চাৎ মহামানে তাকে সূত্রার্পিত এবং কীলিত করতে হবে।।২২।।

ততো বাস্তুবলিং দদ্যাৎখনিত্রং পরিপূজয়েত।
আব্রহ্মন্নিতি মন্ত্রেণ খনয়েনমধ্যদেশতঃ।।২৩।।
পত্রপুষ্পফলানাং চ রজোরেনু সমাগমাঃ।
পোযয়ন্তি চ পিতরং প্রত্যহং প্রতিকর্মণি।।২৪।।
যস্তু বৃক্ষং প্রকুরুতে ছায়াপুষ্পোফলোপগম্।
পলি দেবালয়ে চাপি পাপত্তারয়তে পিতৃন্।
কীর্তিশ্চ মানুযে লোকে প্রত্যভ্যে শুভং ফলম্।।২৫।।
অতীতানাগতাশ্চতঃ পিতৃন স শ্বর্গতো দ্বিজাঃ।
তারয়েদ বৃক্ষরোপি চ তস্মাদ বৃক্ষং প্ররোপয়েৎ।।২৬।।
অপুত্রস্য হি পুত্রত্ত্বং পাদপা ইহ কুর্বতে।
যত্নেনাপি চ বিপ্রেন্দ্রা অশ্বরোপণং করু।।২৭।।
শনৈঃ পুত্রসহস্রাণামেক এব বিশিষ্যতে।
কামেন রোপয়েদবিপ্রা একদ্বিত্রি প্রসংখ্যয়া।।২৮।।।

এরপর বাস্তুদেব এর জন্য বলি দিতে হবে এবং খনিত্রের পূজা করতে হবে। 'আ ব্রহ্মণ্''— ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধ্যদেশে খনন করাতে হবে।।২৩।।

পত্র, পুষ্প ও ফলের রেণুর সমাগম প্রতিদিন প্রতিকর্মে পিতৃগণের পোষণ করতে হবে।।২৪।।

যে বৃক্ষ ছায়া দেয়, পুষ্প ও ফল দেয় এবং পথে বা দেবালয়ে থাকে তা পিতৃগণের পাপ থেকে নিস্তার দেয়। এই সব স্থান সমারোপিত ছায়া, ফুল ও ফল দাত্রীবৃক্ষ এই মনুষ্য লোকে কীর্তিদায়ক এবং শুভ ফলপ্রাপ্তি ঘটায়।।২৫।।

বৃক্ষরোপণকারীর অতীত ও অনাগত পিতৃগণের উদ্ধার সাধিত হয়। এজন্য বৃক্ষরোপণ অবশ্য করাতে হবে।।২৬।।

এই লোকে যে মানুষ পুত্রহীন তার এই সমারোপিত হওয়া বৃক্ষ পুত্রলাভ করায়। এজন্য হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! যত্ন পূর্বকও অশ্বত্থ বৃক্ষের অবশ্য আরোপণ করা উচিত।।২৭।।

শত সহস্র পুত্রের মধ্যে একই বিশেষতা লাভ করে। অতএব কামনা দিয়ে এক, দুই, তিনটি সংখ্যায় বৃক্ষের আরোপণ অবশ্য করতে হবে।।২৮।।

মুক্তিহেতু সহস্রাণাং লক্ষকোটীনি যানি চ।
ধনী চাশ্বত্থবৃক্ষে চ াশোকঃ শোকনাশন্।।২৯।।
প্লক্ষো ভার্যাপ্রদশ্চৈব বিল্ব আয়ুষ্যদ স্মৃতঃ।
ধনপ্রদো জম্বুবৃক্ষো ব্রহ্মদঃ প্লক্ষবৃক্ষকঃ।।৩০।।
তিন্দু কাৎকুলবৃদ্বি স্যাদ্দাডিমী কামিনীপ্রদঃ।
বকুলো বজুলশ্চৈব পাপহা বলবুদ্ধিদঃ।।৩১।।
স্বর্গপ্রদা ধাতকী স্যাদ্বটো মোক্ষ প্রদায়কঃ।
সহকার কামপ্রদো গুবাক সিদ্ধিমাদিশেৎ।।৩২।।
স্বশস্যং বলবলে মধুকো চার্জুনে তথা।
কদম্বে বিপুলা কীর্তিস্তিতিডী ধর্মদূযিকঃ।।৩৩।।
জীবন্ত্যা রোগশান্তি স্যাৎকেশরঃ শত্রুমদনঃ।
ধনপ্রদশ্চৈব বটো বট শ্বেতবটস্তথা।।৩৪।।

লক্ষ কোটি এই অশ্বত্থ বৃক্ষের সমারোপণ মুক্তি প্রদানের হেতু হয়। সে সম্পদে ধনী হয়। আর অশোক বৃক্ষ সমারোপিত হয়ে শোক দূর করে।।২৯।।

প্লক্ষ বৃক্ষ আরোপিত হয়ে স্ত্রীর প্রদাতা হয় এবং বিল্ববৃক্ষ আয়ুষ্য প্রদান করে। জামগাছ ধন প্রদান করে তথা প্লক্ষ গাছ ব্রহ্মত্ব দান করে।।৩০।।

তিন্দুকের বৃক্ষ সমারোপণ করলে কুল বৃদ্ধি হয় এবং দাড়িম বৃক্ষ কামিনী দয়। বকুল ও বঞ্চুল বৃক্ষ পাপ হনন করে এবং বল তথা বুদ্ধি দান করে।।৩১।।

ধাতকী বৃক্ষ স্বর্গপ্রদান করে তথা বটবৃক্ষ মোক্ষ প্রদানকারী হয়। আমবৃক্ষ কামনা পূর্ণকারী হয় এবং গুবাক বৃক্ষ সিদ্ধি প্রদায়ক হয়।।৩২।।

বলবল, মধুক এবং অর্জুন বৃক্ষে সবপ্রকার শস্য দেবার সামর্থ্য হয়। কদম্ব বৃক্ষ আরোপণে বিপুল কীর্তি প্রাপ্তি হয়। তিন্তড়ী বৃক্ষ ধর্মদূষক হয়।।৩৩।।

জীবন্তীতে রোগশান্তি হয় এবং কেশর বৃক্ষ শত্রুমর্দনকারী হয়। বটবৃক্ষ ধন প্রদানকারী হয় এবং শ্বত বটও ধনপ্রদাতা হয়।।৩৪।।

পনসে মন্দবুদ্ধিঃ স্যাৎ কলিবৃক্ষঃ শ্রিয়ংহরেৎ।
কলিবৃক্ষং চ শাখোট উদরাবতকং তথা।।৩৫।।
তথা চ মর্কটীনীপরোপনাৎ সন্ততিক্ষয়ঃ।
শিশপাং চার্জুনং চৈব জয়ন্তী হরমারকর্তান।।৩৬।।
শ্রীবৃক্ষং কিংশুকং চৈব রোপণাৎস্বর্গমাদিশেৎ।
ন পূর্বাংরোপয়েজ্জাতু সমিধং কন্টকীমম্।
কুশং পদ্মং জলজানাং রোপনাদ দুর্গতিং ব্রজেৎ।।৩৭।
অথতন্ত্রবিধিং বক্ষ্যে পুরানেষ্যতি গীয়তে।
তন্ত্রে চৈব প্রতিষ্ঠাং চ কুমাদ পুণ্যতমেহহনি।।৩৮।।
শতবৃক্ষ ক্ষুদ্রবৃক্ষে দশদ্বাশ বৃক্ষকে।
দৃষ্টিমাত্রান্তরে সেতৌ কূপযাগে সমুৎসৃজেৎ।।৩৯।।
ন কূপমুৎ সৃজেজ্জাতু বৃক্ষ যাগে কথঞ্চন্।
তুলসীবনযাগে তুন চান্যং যাগমাচরেৎ।।৪০।।

পনস বৃক্ষে মন্দবুদ্ধি হয় এবং কলিবৃক্ষ শ্রীহরণকারী হয়। কলিবৃক্ষ, শাখোট, উদারাবর্তক, মর্কটী, নীপ এদের রোপণে সন্ততির ক্ষয় হয়। শিশু, অর্জুন, জয়ন্তী, হয়মারক, শ্রী, কিংশুক এই বৃক্ষগুলি রোপণ করলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।।৩৫-৩৬।।

পূর্বা বৃক্ষ কখনও রোপণ করবে না, সমিধ এবং কন্টকী, দ্রুম, কুশ, পদ্ম এবং জলজ বৃক্ষ রোপণে দুর্গতি প্রাপ্তি হয়।।৩৭।।

এখানে এখন আমি তন্ত্র বিধি বলবো যার পুরাণেও গান করা হয়েছে। তন্ত্রে প্রতিষ্ঠা কর্ম কোন পরম পুণ্যতম দিনে করতে হবে।।৩৮।।

ছোট শত বৃক্ষে, দশ-দ্বাদশ বৃক্ষে ইষ্টমাত্র অন্তরযুক্ত থেকে তোমাকে কূপযাগে সমুৎসৃজন করতে হবে।।৩৯।।

বৃক্ষযাগে যে কোনও প্রকারের কূপ কখনও উৎসৃজন করা উচিত নয়। তুলসী বন যাগে অন্য কোনও যাগ করা যাবে না।।৪০।।

তড়াগযাগে সেত্বাদীন্ন চারামে কদাচন্।
ন সেতুং দেবযাগে তু তড়াগং ন সমুৎসৃজৎ।।৪১।।
তন্ত্রে শ্রাদ্ধং পৃযড়নাস্তি কতুভেদ পৃথগভবেৎ।
শিবলিংগ স্থাপনাপং ন চান্যদ্দেব স্থাপনম্।।৪২।।
স্বদেশে বর্জয়েত্তং তং স্বতনেত্রন বিধীয়তে।
বিপরীতে কৃতে চাপি আয়ুঃক্ষয় ইতি স্মৃতঃ।।৪৩।।
তড়াগে পুষকরিন্যাং বা আরামেহমি দ্বিজোত্তমা।
মানহীনে মানপূনে দশহস্তে ন দূযনম্।।৪৪।।
দ্বিসহস্রাধিকং যত্র তৎপ্রতিষ্ঠাং সমাচরেৎ।
দশ দ্বাদশবৃক্ষে চ আরামে পূর্ববাদিবজাঃ।।৪৫।।
প্রতিষ্ঠাং বিল্ববৃক্ষে চ অন্যথা কর্নবেধনম।
কুর্যাদ্দোহদদানং চ তত্র নির্মযনাদিকম।।৪৬।।
অনন্তরং প্রদাতব্যা লাজামৃধ্ন্যক্ষতাদিকম্।।৪৭।।

তড়াগ যাগে এবং আরামে সেতু প্রভৃতির উৎসৃজন কখনও করবে না। দেবযাগে সেতু এবং তড়াগের উৎসৃজন করা যাবে না।।৪১।।

তন্ত্রে শ্রাদ্ধ পৃথক হয় না কেবল কর্তার ভেদ থেকেই তাদের পার্থক্য করা হয়। শিবলিঙ্গ স্থাপনে অন্য কোনও দেবতার স্থাপন করবে না।।৪২।।

তাকে নিজ দেশ থেকে বর্জিত করে দিতে হবে স্বতন্ত্র রূপ থেকে। এর বিপরীত করলে আয়ুক্ষয় হয় — এভাবে স্মৃতি বলেছে।।৪৩।।

হে দ্বিজত্তম! তড়াগে অথবা পুষ্করিণীতে বা আরামেও মানহীন, মানপূর্ণ এবং দশহাতে কোনও দূষণ হয় না।।৪৪।।

যেখানে দুসহস্রের বেশী হয় সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। হে দ্বিজগণ! দশ-দ্বাদশ বৃক্ষে আরামে পূর্ববৎ করতে হবে।।৪৫।।

বিল্ব বৃক্ষে প্রতিষ্ঠা কর অন্যথা কর্ণবেধন, দোহদ দান এবং সেখানে নির্মন্থাদিক করতে হবে।।৪৬।।

এরপর মূর্ধায় লাজ এবং অক্ষত প্রভৃতির প্রক্ষেপণ করতে হবে।।৪৭।।

।। বিবিধবিধিকুন্ড নির্ণয়।।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কুন্ডানামথ নির্ণয়ম্।
তস্যোদ্ধারং চ সংস্কারং শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ।।১।।
চতুরস্রং চ বৃত্তং চ পাদার্ধং চাধচ্চন্দ্রকম্।
যোন্যাকারং চন্দ্রকং চ অষ্টাধমথ পঞ্চমম্।।২।।
সপ্তাধং চ নবাধং চ কুন্ডং দশকমীরিতম্।
ভুমিং সংশোধ্য বিধিবত্তুযকেশাদিবাজিতম্।।৩।।
ভ্রাময়েচ্চোধ্বতস্তস্যা ভস্মাগবরানি যত্নতঃ।
অংকুরাপনকং কুযাৎ সপ্তাহাদেব বুদ্ধিমান্।।৪।।
স্থানং বিমদিতং কুমাদখনিত্বা সেচয়েজ্জলৈঃ।
পুষ্টিহস্তোচ্ছ্রায়মিতং কুযাদ পরিসূত্রয়েৎ।।৫।।

।। বিবিধ বিধিকুন্ড নির্ণয়।।

এই অধ্যায়ে কর্মবিশেষের প্রধানতার জন্য অনেক প্রকার বিধি কুন্ড নির্ণয় নিরূপণ করা হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন, অতঃপর আমি কুন্ড নির্ণয় বিষয়ে বলব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কুন্ডের উদ্ধার ও সংস্কার তুমি শ্রবণ কর।।১।।

চতুষ্কোণ, বৃত্তাকার, পাদার্ধ, অর্ধচন্দ্রক, যোনিকাকার, চন্দ্রক, অষ্টার্ধ, পঞ্চম, সপ্তার্ধ এবং নবার্ধ -- এই দশপ্রকার কুন্ডের কথা বলা হয়েছে। বিধি অনুসারে ভূমি সংশোধন করতে হবে, যাতে সেখানে তুষ বা কেশাদি পদার্থ না থাকে।।২-৩।।

তার উপরে যত্নসহকারে ভষ্মাঙ্গারের দ্বারা ভ্রামণ করতেহবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক সপ্তাহের মধ্যে অংকুর রোপন করবেন।।৪।।

কুন্ডস্থানে বিশেষরূপে মর্দিত করে এবং খনন করে জল সেচন করা উচিৎ। কুন্ডস্থান পুষ্টি হস্ত পরিমাণ উচ্চতা এবং তাকে পরিসূত্রিত করতে হবে।।৫।।

াকাং গুলমিতং সূত্রং চতুরস্ত্রং প্রকল্পয়েৎ।
অষ্টাজশংগকে ক্ষেত্রে ন্যসেদকং বহিস্ততঃ।।৬।।
মাপয়েত্তেন মানেন ত্রিবৃত্তং কুন্ডমুজ্জলম্।
পূর্ববদ্ভিভজয়েৎক্ষেত্রং ভাগৈকং পুরতো ন্যসেৎ।।৭।।
বৃত্তানি কালিকাদীনি বহিস্ত্রীনি বিবজয়েৎ।
পদ্মকুন্ডমিদং প্রোক্তং বিলোচনমনোহরম্।।৮।।
দশধা ভেদয়েৎক্ষেত্র উধ্বাধোধ্বাংগুলদ্বয়ম্।
সম্পারিপাতয়েৎ সূত্রং পাঠয়েত্তৎপ্রমানতঃ।।৯।।
পঞ্চধা ভেদিতে ক্ষেত্রে কামং বা বিভজেৎসুধা।
ন্যসেৎপুরস্তাদেবাংগং কোনাধ প্রমাণতঃ।।১০।।
যোনিস্থানং প্রতিষ্ঠাপ্য অশ্বত্থাস্য দলাকৃতি।
সূত্রদ্বয়ং ততো দদ্যাৎ কুন্ডং পরিমিতং ভবেৎ।।১১।।
চতুরস্ত্রং সমুদধৃত্য সূত্রং সংকল্পযোগতঃ।
দিশং প্রতি যথান্যায়ং পাতয়েচ্চ দ্বিজোত্তমা।।১২।।

দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ সূত্র চতুরস্ত প্রকল্পিত করে অষ্টাদশ অঙ্গমুক্ত ক্ষেত্রে এক একটি বিভক্ত করে বাইরে তার মাপ করবে। ত্রিংশত উজ্জ্বল কুন্ড হয়। এই প্রকারে পূর্বের ন্যায় ক্ষেত্রে বিভাজন করে একভাগ আগে রাখবে।।৬-৭।।

কুন্ডের বাইরে অঙ্গুলি পরিমাণ সূত্র
কালিকাদি তিনবৃত্ত বাইরে বিবর্জিত করতে হবে। এই কুন্ড পদ্মকুন্ড নামে পরিচিত। এই কুন্ড ভগবান বিলোচনের পরম প্রিয়।।৮।।

কুন্ডক্ষেত্রে দশপ্রকারে ভেদন করতে হয়। যথা — উর্দ্ধভাগ, অধোভাগ, দুই-অঙ্গুলি পরিমাণ এবং সূত্র সংপরিপাতিত করে সেই পরিমাণ মৃত্তিকা উৎপাটন করতে হয়।।৯।।

পাঁচ প্রকারে ভেদিত ক্ষেত্রে অথবা বিদ্বানগণের মতানুসারে কোণার্ধ প্রমাণ করবে ও অঙ্গন্যাস করবে, যোনিস্থান প্রতিস্থাপিত করে পীপল পাতা

শৃংগাটকং যুগ্মপুটং পড়স্র কুন্ডত্রয়ং বুধাঃ।
জলাশয়ারামকূপে নিত্যে গৃহময়ে যথা।।১৩।।
চতুস্রং ভবেৎকুন্ডং দ্বিজসংস্কারকর্মনি।
দেবপ্রতিষ্টা যাগে চ গৃহবাস্তৌ চতুর্থকম্।।১৪।।
বসুন্ধরাযোগভেদে প্রপঞ্চে বর্তমাদিশেৎ।
সোমেহষ্টো পংকজং প্রোক্তং নরমেধাশ্বমেধায়োঃ।।১৫
অংকুরাপর্নযাগে চ বৈষ্ণবে যাগকর্মনি।
শিবদেব্যোশ্চ জন্মাদাবষ্টম্যাং চার্ধচন্দ্রকম।।১৬।।
মাজার পৌষ্টিকে বৈরং রম্যে চ শান্তিকে তথা।
শান্তি প্রতিষ্ঠা যাগে তু শাক্তানাং কাম্যকর্মনি।।১৭।।
পুরশ্চরনকাম্যেযু জ্বরাদীনাং বিমোক্ষনে।
এবং বিধেষু কার্যষু যোনিকুন্ডং প্রশস্যতে।।১৮।।
দেবতাতীথযাত্রাদৌ মহাযুদ্ধ প্রবেশনে।
সৌরে শান্তে পৌষ্টিকে চ যটপুরং কুন্ডত্তমম্।।১৯।।

আকৃতি তৈরী করবে, যাতে দুটি সূত্র কুন্ড পরিমিত হবে। চতুরস্র সূত্র নিয়ে সংকল্প ক যোগে দিকসমূহ ন্যায়ানুসারে পাতন করবে।।১০-১২।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গাটক, যুগ্মপুট ও ষড়স্র এই তিন প্রকার কুন্ড হয়। দ্বিজসংস্কারকুন্ড চতুরস্র হয়। দেব প্রতিষ্ঠা যাগে গৃহ ও বাস্তুযাগে চতুর্থক হয়।।১৩-১৪।।

বসুন্ধরাযোগ ভেদে প্রপঞ্চে বর্তের আদেশ দেবে। সোমের আট, নরভেদ তথা অশ্বমেধে পঙ্কজ দেবে। অংকুরার্পণ যাগে বৈযক্ত যাগে, শিব ও দেবী জন্ম দিতে, অষ্টমীতে অর্ধ চন্দ্রককুন্ড নির্মাণ করবে।।১৫-১৬।।

মার্জার, পৌষ্টিক, শাক্ত কাম্যকার্যে, কাম্য পুরশরণ কর্মে তথা জ্বরাদি বিমোক্ষণ কর্মে এই প্রকার কর্মে যোনিকুন্ড প্রশস্ত দেবমাত্রাদিতে, মহাযুদ্ধে,

মারনোচ্চাটনে চৈব তথা রোগপশান্তয়ে।
বৈষ্ণবানাং কোটিহোমে নৃপানামতিশোচনে।।২০।।
অষ্টাস্রমজ্বকুন্ডং চ সপ্তাস্রং নিধিসাধনে।
রাজ্ঞা সাধ্যে চ পঞ্চস্রং কন্যাপ্রাপ্তৌত্রিরস্রকম্।।২১।।
যাবন্নিম্নং ভবেদেব বিস্তারস্তাদেব তু।
কুন্ডানুরুপতঃ কার্যা মেখলা সর্বতো বুধৈঃ।।২২।।
অযুতাদিষু হোমেষু মেখলাং যোজয়েৎ সুধীঃ।
নিম্নপ্রমানে চাত্রাপি মূলে সাধাংগুলং ত্যজেৎ।।২৩।।
কোনবেদর সৈমানং যথাযোষ্যমনুক্রমাৎ।
মুষ্টিইস্তে সমুৎ সেধো সাধাংগুলপরিস্কৃতঃ।।২৪।।
অরত্নিমাত্রে কুন্ডে ত্রিকাং গুলত এমাৎ।
এক হস্তমিতে কুন্ডে বেদাগ্নিনয়নাং গুলাঃ।।২৫।।
সপ্তমেখলকং মুক্তং লক্ষহোমেন শস্যতে।
পঞ্চমে খলকং লথকোঠ্যাং চ যোজয়েৎ।।২৬।।
একাংগুলাদিমানেন নেমি সংবধয়েৎ সুধী।
চতুহস্তমিতে কুন্ডে তাবদেব গুনাং গুলাঃ।।২৭।।

সৌর, শান্ত এবং পৌষ্টিক কর্মে ষড়পুর কুন্ড উত্তম, মারণ, উচাটন রোগপশান্তি ইত্যাদিতে অষ্টাগ্র কুন্ড প্রশস্ত, নিধি সাধনে সপ্তাস্র কুন্ড শ্রেষ্ঠ। রাজসাধ্যে পঞ্চাস্র কুন্ড, কন্যা প্রাপ্তির জন্য ত্রিরস্রক কুন্ড প্রশস্ত হয়।।১৭-২১।।

কুন্ডের গভীরতা ও প্রশস্ততা একই মাপের হতে হয়। বুধগণ কুন্ডের অনুরূপ মেখলা তৈরী করেন। সুধী পুরুষ অযুতাদি হোম মেখলা যোজিত করেন। কোণ বোধ রস থেকে যোগ্য অনুক্রমে মান নির্ণয় করবে। অরত্নিমাত্র কুন্ড তিন ও এক অঙ্গুলি ক্রমে রাখবে। একহস্ত পরিমিত কুন্ডে বেদ, অগ্নি ও শয়ন অঙ্গুল (৪,৩,২) মেখলা রাখা উচিৎ।।২২-২৫।।

লক্ষ কোটিতে পাঁচ মেখলাযুক্ত কুন্দ যোজনা করতে হয়। সুধীপুরুষ

বসুহস্তে ভনুপংক্তিযুগ্মহীনেহপি তাঃ ক্রমাৎ।
সর্বাঃ সমা গ্রহমখে মেখলাশ্চ সহস্রকে।।২৮।।
পার্শ্বতো যোজয়েত্তত্র মেখলাস্তা যথাক্রমম্।
সাধাংগুলাদিমানেন নেমি সংবধয়েৎ সুধীঃ।।২৯।।
একমেখলযাগেন যোজয়েচ্ছক্তিভাবতঃ।
হোমাধিক্যে বদুফলমন্যূনং নাধিকং ভবেৎ।।৩০।।
কুন্ডস্য রূপং জানীয়াৎপরমং প্রকৃতেবপুঃ।
ততো হোমে শতগুনং স্থন্ডিলে স্বল্পকং ফলম্।।৩১।।
যট চতুধা গুনায়ামবিস্তারোন্নতি শালিনী।
একাংগুলং তু যোন্যগ্রং কুর্যাদীযদধোমুখম্।।৩২।।
একৈ কাং গুলতো যোনিং কুন্ডশুন্যেষু বধয়েৎ।
সমমধ্যে মেখলায়াঃ সপযা যা সুলক্ষণা।।৩৩।।
স্থাপয়েৎ কুন্ডকোনেষু যোনিং তাং দ্বিজসত্তমাঃ।
কুন্ডানাং কল্পয়েন্নাভিং সফুটম স্বুজসন্নিভাম্।।৩৪।।
তত্তু কুন্ডানুরূপং বা সুব্যক্তং সুমনোহরম্।
যোনিকুন্ড যোনিমজং কুন্ডে নাভিং চ বজয়েৎ।।৩৫।।

একাঙ্গুলি মান দ্বারা সংবর্ধিত করে না চার হস্তপরিমিত কুন্ডে চারহাত মেখলা প্রয়োজন। ৮হাত পংক্তিতে ও অযুগ্মে বেদী ক্রমান্বয়ে হয়।।২৬-২৯।।

সেখানে মেখলা যথাক্রমে পার্শ্বে যোজিত করতে হয়। এক মেখলা যুক্ত ভাগ থেকে শক্তি ভাব অনুসারে যোজিত করা উচিৎ। হোমের অধিকর্তাতে বহু ফল হয়। অন্যূন অধিক হয়না। কুন্ডের রূপ জানা প্রয়োজন। তাহলে প্রকৃতি পরম বপু। তাতে হোম করলে শত গুণাধিক ফল লাভ হয়। ষট্ ও চার প্রকার গুণায়াস বিস্তার এবং উন্নত যোনিকুন্ডের অগ্রভাগ এক অঙ্গুলি পরিমাণ নীচে মুখ করা উচিৎ। এক অঙ্গুলি করে যোনিকুন্ড বাড়াতে হয়। মেখলার সম মধ্যে যে পূজা তা শুভ লক্ষণযুক্ত হয়। হে দ্বিজশেষ্ঠ সেই যোনি কুন্ড কোণে স্থাপিত করতে হয়। কুন্ডের নাভি বিকশিত কমলের ন্যায় হয়। যোনিকুন্ডে যোনিও কুন্ডে অবজ ও নাভি বর্জিত করতে হয়।।৩০-৩৫।।

যাবদবয় প্রমানেণ অধাংগুলক্রমাদবহিঃ।
নাভিং প্রবধয়েদকং কুন্ডানাং রূপতো যথা।।৩৬।।
তত্র তত্র ভবেৎ কুন্ডং বিম্বশূন্যং ন হোময়েৎ।
শিবশক্তি সমাযোগাৎ কাম উৎপদ্যতে যতঃ।।৩৭।।
অবটোপি উমাদেবী বিম্ব খ্যাত সদাশিবঃ।
ন কুর্মাদেকয়া হীনং মরনং চ সমুদ্দিশেৎ।।৩৮।।
এয়োদশাংগুলং হিত্বা বহ্নি হস্তযথাপি বা।
মহাতীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে যত্র শম্ভুগৃহে কুলে।।৩৯।।
তস্য দক্ষিণাদিগভাগে অগ্রতো মন্ডলং লিখেৎ।
তত্র পুজা প্রকর্তব্যা পূর্বমানেন চাশ্রয়েৎ।।৪০।।
অর্কহস্তান্তরে কুযাচ্ছতোধ্বান্তে শতেন বা।।৪১।।

।। হোমাবসানে ষোড়শপচারবর্ণনম্।।

নিত্যনৈমিত্তিকং চৈব যাগাদৌ চ সমাপ্তকে।
হোমাবসানে প্রজপেদুপচারাংশ্চ ষোড়শ।।১।।

যাবদ্ দ্বয় প্রমাণের বাইরে অর্ধ অঙ্গুলি পরিমাণ ক্রমে সমাযোগে কাম উৎপন্ন হয়। গর্ত ও উমাদেবী বিশ্বরাগে সমাখ্যাত। এক থেকে হীন কদাপি যেন না হয়। ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ত্যাগ করে অথবা বহ্নিহস্ত ত্যাগ করে সিদ্ধ ক্ষেত্রে বা মহাতীর্থে শিবগৃহে, কুল দেশের দক্ষিণ দিকে মঙ্গল এঁকে পরিপূর্ণরূপে পূজা করবে। অর্ক হস্তে শত বা তার উর্দ্ধে করবে।।৩৬-৪১।।

।। হোমাবসানে ষোড়শোপচার বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে নিত্য ও নৈমিত্তিক হোমাবসানে ষোড়শোপচার বর্ণনা করা হয়েছে।।

শ্রী সূতজী বললেন, যাগাদি সমাপ্ত হলে নিত্য ও নৈমিত্তিক জপ করবে এবং হোমাবসানে ষোড়শোপচারের দ্বারা জপ করা উচিৎ।।১।।

দদ্যাৎ সমীরণং পশ্চাৎ পীঠপূজাং সমাচরেৎ।
গৃহীত্বা রক্তপুষ্পং চ ধ্যায়েদ্বহ্নি যথাবিধি।।২।।
ইষ্টং শক্তিস্বস্তিকাভীতি মুচ্চৈর্দীর্ঘৈর্দোর্ভিধারয়ন্তং বরান্তম।
হেমাকল্পং পদ্মসংস্থং ত্রিনেত্র ধ্যায়েৎবহ্নি বদ্ধমৌলিং জটাভিঃ।।৩।।
পূর্বাদিদ্বারদেশেষু কামদেবং শতক্রতুম্।
বরাহং যন্মুখং চৈব গন্ধাদ্যৈঃ সাধু পূজয়েৎ।।৪।।
আবাহ্য স্থাপয়েৎ পশ্চাদষ্টো মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।
দত্ত্বাসনং স্বাগতং চ দদ্যাৎপাদ্যাকিত্রয়ম্।।৫।।
অতঃ পূর্বাদিপাত্রে মাবতা চ হুতাশনম্।
সুবর্নবর্নমমলং সমিদ্ধং সর্বতোমুখম্।।৬।।
মহোদবং মহাজিহ্বমাকাশেত্বেন পূজয়েৎ।
তারকাদীন সমাপ্তে চ গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ পৃথগবিধৈঃ।।৭।।

পবন পূজা করে পশ্চাতে পীঠ পূজা করবে। এরপর রক্ত পুষ্প গ্রহণ করে অগ্নির যথাবিধি ধ্যান করবে।।২।।

অগ্নিদেবের ধ্যান হল এইরূপ — অগ্নিদেব তাঁর দীর্ঘ হস্তে ইষ্ট, শক্তি, স্বস্তিক এবং অভীতি ধারণ করে আছেন। বরদানকারী, স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত, পদ্মাসন, ত্রিনেত্রযুক্ত এবং বদ্ধমৌলি অগ্নিদেবের ধ্যান করা উচিৎ।।৩।।

পূর্বাদি দিবা সকলের মধ্যে কামদেব, শতক্রতু, বরাহ, ষন্মুখ প্রমুখ দেবগণকে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করা উচিৎ।।৪।।

প্রথমে আবাহন করে পরে তাঁদের স্থাপনা করে, পুনরায় অষ্টমুদ্রা প্রদর্শন করা কর্তব্য। আসন ও স্বাগত জানিয়ে অর্ঘ্যপাদ্য ও আচমনীয় তিন দেবতাকে প্রদান করবে।।৫।।

এই জন্য পূর্বাদি পাত্রে সুবর্ণবর্ণের অমল হুতাশন সর্বতোমুখ সমিদ্ধ মহোদর এবং মহাজিহ্বা অগ্নিদেবকে আকাশত্বের দ্বারা পূজন করতে হবে এবং নানাবিধ গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা তারকাদির পূজাও করতে হবে।।৬-৭।।

তত্রৈব জিহ্বাস্ত্রিবিধা ধ্যায়েন মন্ত্র পুরঃ সরা।
বক্ষ মাত্রেন মন্ত্রেন উপচারৈরনন্তরম্।।৮।।
ত্বমাদি সর্বভূতানাং সংসারার্ণবতারকঃ।
পরমজ্যোতীরূপস্ত্বমাসনং সফলী কুরু।।৯।।
দদ্যাদাসনমেতেন পুষ্পগুচ্ছয়েন তু।
পুটাঞ্জলিং ততো বদ্ধা পৃচ্ছেৎ কুশলপূর্বকম্।।১০।।
বৈশ্বানর নমস্তেহস্তু নমস্তে হব্যবাহন।
স্বাগতং তু সুরশ্রেষ্ঠ শান্তি কুরু নমোহস্তুতে।।১১।।
নমস্তে ভগবন দেব আপোনরায়নাত্মক।
সর্বলোকহিতার্থায় পাদ্যং চ প্রতিগৃহ্যতাম্।।১২।।
নারায়ন পরং ধাম জ্যোতীরূপ সনাতন।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং বিশ্বরূপ নমোহস্তু তৈ।।১৩।।

সেখানে তিনপ্রকার জিহ্বামন্ত্র অগ্রে ধ্যান করতে হবে। পূর্বে বর্ণিত মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান করবে এবং এরপর উপাচারের দ্বারা ধ্যান করবে।।৮।।

এরপর অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে বলবে, হে অগ্নিদেব আপনি সমস্ত প্রাণীদের আদি স্বরূপ এবং এই সংসার সাগরের পারকারী। আপনি পরমজ্যোতি স্বরূপ। আপনি কৃপাপূর্বক এই আসন সফল করুন। এই মন্ত্রে অগ্নিদেবকে আসনদান পূর্বক পুষ্পের দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করতে হবে।।৯-১০।।

হে বৈশ্বানর, হে হব্যবাহন, আপনাকে প্রণাম জানাই। হে সুরশ্রেষ্ঠ, আপনাকে, স্বাগত। আপনি শান্তিবিধান করুন।।১১।।

হে ভগবান্, হে দেব, হে ভগবান্, আপনি নারায়ণাত্মক। আপনি সমস্ত লোকের হিতের জন্য এই পাদ্য গ্রহণ করুন।।১২।।

হে জ্যোতি স্বরূপ, হে সনাতন, আপনার নারায়ণপর। আপনি আমার দ্বারা সমর্পিত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনার প্রতি আমার প্রণাম স্বীকার করুন।।১৩।।

জগদাদিত্যরূপেন প্রকাশয়তি যঃ সদা।
তস্মৈ প্রকাশরূপায় নমস্তে জাতবেদসে।।১৪।।
ধনঞ্জয় নমস্তেহস্তু সর্বপাপপ্রনাশন।
স্থানীয়ং তে ময়া দত্তং সর্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।।১৫।।
তিাশনং মহাবাহো দেবদেব সনাতন।
শরণং তে প্রযচ্ছামি দেহি মে পরমং পদম্।।১৬।।
জ্যোতিযাং জ্যোতীরূপস্ত্বমনাদিনিধনাচ্যুত।
ময়া দত্তমলং কারমলং কুরু সমোস্তু তে।।১৭।।
দেবীদেবা মুদং যান্তি যস্য সম্যবং সমাগমাৎ।
সর্বদোযোপশান্তয়র্থং গন্ধোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।১৮।।
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং হি ব্রহ্মা চ জ্যোতিযাং গতিরীশ্বর।
গৃহান পুষ্পং দেবেশ সানুলেপং জগদভবেৎ।।১৯।।

যিনি সদা আদিত্য স্বরূপ এই জগতকে প্রকাশিত করেন, সেই প্রকাশরূপ জ্যোতিকে আমার প্রণাম।।১৪।।

হে ধনঞ্জয়, হে সর্বপাপনাশকারী আপনাকে আমার প্রণাম। সর্বকামনা সিদ্ধির জন্য এই স্নানীয় আপনাকে সমর্পিত করছি।।১৫।।

হে হুতাশন, হে মহাবাহো, হে দেবদেব, হে সনাতন, আমি আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনি আমাকে পরমপদ প্রদান করুন।।১৬।।

হে অনাদি নিধনচ্যুত, আপনি জ্যোতির জ্যোতিস্বরূপ। মৎ প্রদত্ত এই অলংকার গ্রহণ করে অলংকৃত হোন। আপনাকে আমার প্রণাম।।১৭।।

যাঁর সমাগমে দেব-দেবীগণ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন, সমস্ত দোযের উপশান্তিকারী অগ্নিদেব এই গন্ধ গ্রহণ করুন।।১৮।।

হে ঈশ্বর, আপনি বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং আপনি জ্যোতির গতি। হে দেবেশ এই পুষ্প গ্রহণ যাতে এই জগৎ সানুলেপন হয়ে যায়।।১৯।।

দেবতানাং পিতৃনাং চ সুখমেকং সনাতনম্।
ধূপোহয়ং দেবদেবেশ গৃহ্যতাং মে ধনজ্ঞয়।।২০।।
ত্বমেকং স্বভূতেষু স্থাবরেযু চরেযু চ।
পরমত্মা পরাকারঃ প্রদীপঃ প্রতিগৃহ্যতামা।।২১।।
নমোহস্তু যজ্ঞপতয়ে প্রভবে জাতবেদসে।
স্বলোকহিতার্থায় নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।।২২।।
দৃতাসন নমস্তুভ্যং নমস্তে রূক্মবাহন।
লোকনথ নমস্তে হস্তু নমস্তে জাতবেদসে।।২৩।।
ইত্যানেনতু মন্ত্রেণ দদ্যাদ্দিব্যেহপ্যধীতকম্।
সর্বস্বং যজ্ঞসূত্রং চ পরমান্নং সমাক্ষিকম।।২৪।।

হে দেবেশ, হে ধনঞ্জয়, দেবতাও পিতৃগণকে সুখপ্রদানকারী এই সনাতন ধূপ গ্রহণ করুন।।২০।।

এই প্রাণীসকলের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম যাই হোক না কেন আপনিই এক পরমাত্মা ও পরাকার। আপনি আমার দ্বারা নিবেদিত এই প্রদীপ গ্রহণ করুন।।২১।।

হে যজ্ঞপতি প্রভু জাতবেদা আপনাকে আমার প্রণাম। আপনি সমস্ত লোকের হিত সম্পাদনকারী আমার এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুন।।২২।।

হে হুতাশন, আপনাকে আমার প্রণাম। হে রুক্মবাহন, আপনাকে আমার নমস্কার। হে ত্রিলোকপতি আপনাকে আমার নমস্কার। হে জাতবেদা আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।।২৩।।

এই প্রকার মন্ত্রের দ্বারা দিব্যতে অধীতক দেওয়া উচিৎ। সর্বস্ব এবং যজ্ঞসূত্র এবং সাক্ষিকের সহিত পরমান্ন সমর্পিত করা উচিৎ।।২৪।।

।। যজ্ঞভেদাৎ বহ্নিণামবর্ণনম্।।

যজ্ঞভেদং ত্রিভেদং চ বক্ষ্যেশাস্ত্রমতং যথা।
যথাবেদানুসারেন যথাগ্রহন যোজনম।।১।।
শতার্ধ বহ্নিরুদ্দিষ্টঃ শতার্ধে কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
ঘৃতপ্রদীপকে বিষ্ণুস্তিলযাগে বনস্পতিঃ।।২।।
সহস্রে ব্রাহ্মনো নাম অযুতে হরিরুচ্যতে।
লক্ষহোমে তু বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে দৃতাশনঃ।।৩।।
বরুণঃ শান্তিকে জ্ঞেয়ো মারনে হ্যরুন স্মৃতঃ।
নিত্যহোমেহনলো নাম প্রায়শ্চিত্তে দৃতাসনঃ।।৪।।
লোহিতশ্চযজ্ঞে যো গ্রহণাং প্রত্যনুক্রমাৎ।
দেবপ্রতিষ্ঠামাগে তু লোহিতঃ পরিকীতিতঃ।।৫।।

।। যজ্ঞ ভেদে বহ্নিনাম বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে তিনপ্রকার যজ্ঞ এবং কর্মবিশেষে বহ্নির নামকরণ বর্ণন করা হয়েছে।

শ্রী সূতজী বললেন, যজ্ঞের তিনপ্রকার ভেদ আমি বর্ণনা করব। এই ভেদ শাস্ত্রানুমোদিত ও যার গ্রহণ ও যজন বেদসম্মত।।১।।

শতার্দ্ধে বহ্নি, কাশ্যপ, ঘৃত প্রদীপে বিষ্ণু এবং তিলযাগে বনস্পতি নামে পরিচিত।।২।।

সহস্রে ব্রাহ্মণে, অযুতে হরি নামে পরিচিত। লক্ষ হোম যেখানে হয়, সেখানে 'বহ্নি' এই নাম এবং কোটি হোমে হুতাশন নাম হয়।।৩।।

শানিতক হোমে বরুণ, মারণ কর্মের হোমে অরুণ এবং নিত্য হোমে 'অনল' ও প্রায়শ্চিত্ত হোমে হুতাশন এই নাম ব্যবহৃত হয়।।৪।।

অন্নযজ্ঞের অগ্নি 'লোহিত' গ্রহের অনুক্রমে করা হয়। দেবীপ্রতিষ্ঠার যাগে 'লোহিত' নাম ব্যবহৃত হয়।।৫।।

প্রজাপতিবাস্তুযাগে মন্ডপে চাপি পদ্মকে।
প্রপায়াং চৈব নাগাখ্যো মহাদানে হর্বিভূজঃ।।৬।।
গোদানে চ ভবেদ্রুদ্রঃ কন্যাদানে তু গোহজকঃ।
তুলাপুরুযদানে চ ধাতাগ্নি পরিকীতিতঃ।।৭।।
বৃষোৎসর্গে ভবেৎ সূর্যোহবসানান্তে রবি মৃতঃ।
পাবকো বৈশ্বদেবে চ দীক্ষাপক্ষে জনাদনঃ।।৮।।
আসনে চ ভবেৎ কালঃ ক্রব্যাদ শরদাহনে।
পর্নদাহে যমো নাম হ্যস্থিদাহে শিখন্ডিকঃ।।৯।।
গর্ভাধানে চ মরুতঃ সীমন্তে বিপংগলঃ স্মৃতঃ।
পুংসবে ত্বিদ্র আখ্যাতঃ প্রশস্তো যাগকর্মনি।।১০।।
নামসং স্থাপনে চৈবষ্মুপন্যস্তে চ পার্থিব।
নিযক্রমে হাটকশ্চৈব প্রাশনে চ শুচিস্তযা।।১১।।

বাস্তু যাগে ও পদ্মক মন্ডপে প্রজাপতি নামে অগ্নিদেব পরিচিত হন। প্রপাতে 'নাগ' এবং মহাদানে অগ্নির নাম 'হর্বির্ভুজ' হয়।।৬।।

গোদানে 'রুদ্র' এবং কন্যাদানে 'গোহজক' নামে অগ্নিদেব পরিচিত হন। তুলাপুরুষদানের অগ্নি 'ধাতাগ্নি' নামে পরিচিত।।৭।।

বৃষোৎসর্পে 'সূর্য' ও অবসানান্তে 'রবি' নামে অগ্নিদেব পরিচিত হন। বৈশ্বদেব যাগে 'পাবক' এবং দীক্ষাপক্ষে 'জনার্দন' নাম ব্যবহৃত হয়।।৮।।

আসন কর্মে 'কাল' নামক অগ্নি এবং শবদাহনে 'ক্রব্যাদ্' নামক অগ্নি পূজিত হন। পর্ণদাহে 'মর্ম এবং অস্থিদাহে 'শিখন্ডিক' অগ্নি পূজিত হন।।৯।।

গর্ভাদানে 'মরুৎ', সীমন্ত কর্মে 'পিঙ্গল', পুংসবনে ইন্দ্র, যাগকর্মে 'প্রশান্ত' – এই নামে অগ্নিদেব পরিচিত ।।১০।।

নামকরণ এবং উপন্যস্তে অগ্নিদেবের 'পার্থিব' নাম হয়। নিষ্ক্রম কর্মে হারক, প্রাশন কর্মে শুচি নামক অগ্নি পূজিত হন। চূড়াকর্মে 'ষড়ানন' নাম

যনাননশ্চ চুড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদভবঃ।
বীতিহোত্রশ্চোপনয়ে সমাবতে ধনঞ্জয়ঃ।।১২।।
উদরে জঠরাগ্নিশ্চ সমুদ্রে বনবানলঃ।
শিখায়াং চ বিভুজ্ঞেয়ঃ স্বরস্যাগ্নিঃ সরীসৃপঃ।।১৩।।
অশ্বাগ্নিমহ্নরো নাম রথাগ্নিজাতবেদসঃ।
গজাগ্নিংন্দরশ্চৈব সূর্যাগ্নিবিন্ধ্য সংজ্ঞকঃ।।১৪।।
তোয়াগ্নিবরুনোনাম ব্রাহ্মণাগ্নিহবিভূজঃ।
পর্বতাগ্নিঃ ক্রতুভূজো দাবাগ্নি সূর্য উচ্যতে।।১৫।।
দীপাগ্নিঃপাবকো নাম গৃহ্যাগ্নিঝরনীপতিঃ।
ঘৃতাগ্নিশ্চ নলো বায়ু সূতিকাগ্নিশ্চ রাক্ষসঃ।।১৬।।

অবিত্র, ব্রতাদেশে 'সমুদ্ভব' নামক অগ্নি, উপনয়নে 'বীতিহোত্র' তথা সমাবর্তনে 'ধনঞ্জয়' নামক অগ্নির পূজা করা হয়।।১১-১২।।

উদরে পাচনের জন্য 'জঠরাগ্নি' সমুদ্রে 'বড়বানল' শিখতে 'বিভু' এবং স্বরে বা সীসৃপ অগ্নির এইরূপ নাম ব্যবহৃত হয়।।১৩।।

অশ্বাগ্নির নাম মন্থর, রথাগ্নির নাম 'জাতবেদস্', গজাগ্নির নাম মন্দর এবং সূর্যাগ্নির নাম বিধ্য।। তোয়াগ্নির নাম 'বরুণ', ব্রাহ্মণাগ্নির নাম হবির্ভুজ।। পর্বতাগ্নি ক্রতুভুজ এবং সূর্য 'দাবাগ্নি' নামে পরিচিত।।১৪-১৫।।

দীপাগ্নি 'পাবক', গৃহ্যাগ্নি 'ধরণীপতি', ঘৃতাগ্নি 'নলবায়ু' এবং সূতিকাগ্নি 'রাক্ষস' নামে পরিচিত।।১৬।।

।। স্রুবা দর্বী পাত্র নির্মাণ।।

শ্রীপনী শিশপা ক্ষীরী বিল্ব খদির এব চ।
ক্রুবে প্রশস্তাস্তরবঃ সিদ্ধিদা যাগকর্মনি।।১।।
প্রতিষ্ঠায়াং প্রশস্তাস্তু ধাত্রীখদিরকেশরাঃ।
সংস্কারে শশিভিনৌ চ ধাত্রী ধাত্রে বিনিমির্তা।।২।।
সংপ্রাশে যস্রুবঃ প্রোক্তঃ সংস্কারে যজ্ঞসাধনে।
প্রতিষ্ঠায়াং তু কথিতাস্তদন্যে শাস্ত্রবেদিভিঃ।।৩।।
স্রুবং স্রূচমলো বক্ষে যদধীনশ্চ জায়তে।
যজ্ঞেন সর্বকং ধার্যমক্ষরেন চ ব্যত্যয়ঃ।।৪।।
তস্যাদৌ চস্রুবং বক্ষে যচ্চমানং দাস্পদম্।
কাষ্ঠং গৃহিত্বা বিল্বস্য রিক্তাদিতিথিবর্জিতে।।৫।।
সমুপোষ্য চ রচয়েদামিষাণি ন চ স্মরেৎ।
বর্জয়েদগ্রাম্যধর্মং চ ণিমানে স্রুবং স্রুবস্য বৈ।।৬।।

।। স্রুব-দর্বী-পত্রে নির্মাণ।।

এই অধ্যায়ে স্রুব, দর্বী প্রভৃতি পাত্র নির্মাণ এবং নির্মাতার বর্ণন করা হয়েছে। সূতজী বললেন, 'স্রুব' নির্মাণের জন্য শ্রীপর্ণী, শিংশপা, ক্ষীরী, বিল্ব খদির কাষ্ট প্রশস্ত। কারণ এই সকল কাষ্ঠ যজ্ঞ কর্মে সিদ্ধি প্রদানকারী।।১।।

প্রতিষ্ঠাকর্মে ধাত্রী, খদির এবং কেশর বৃক্ষ প্রশস্ত। সংস্কার কর্মে শশি বা ধাত্রী এবং ধাত্রা কাষ্ঠের দ্বারা নির্মাণ করতে হবে।।২।।

শাস্ত্রবেত্তাগণ বলেন, সংপ্রাশে ব্যবহৃত স্রুব অন্য সংস্কার, যজ্ঞসাধন এবং প্রতিষ্ঠাতেও ব্যবহৃত হয়।।৩।।

স্রুবা প্রতিষ্ঠাকার্যে, সম্প্রাশম তথা সংস্কারকর্ম এবং যজ্ঞাদি কর্মে ব্যবহৃত হয়।।৪।।

সর্বাগ্রে স্রুব সম্পর্কে বলবো যে সেটির কিরূপ মান এবং কি প্রকার আস্বাদ হওয়া উচিৎ। রিক্তা তিথি ব্যতীত দিনে বিল্বকাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক ঐদিন উপবাস করে রচনা করবে এবং ঐ সময় আমিষ বর্জন করবে। স্রুব নির্মাণ কার্যের সময় গ্রাম্য ধর্ম বর্জন করতে হবে।।৫-৬।।

কাষ্ঠং গৃহীত্বা বিভজেদভংগাংস্ত্রিংশত্তথা পুনঃ।
বিংশত্যংগুলমানং তু কুন্ডেদিসমোদরম্।।৭।।
কটাহাকারনিম্নং চ স্রবং কুর্যাদ বিচক্ষণঃ।
ধাত্রীফল সমাকারং স্বাধানিম্নং সুশোভনম্।।৮।।
বেদীং শূপাকৃতিং কুর্যাৎ কুন্ডানি পরিকল্পয়েৎ।
হংসবত্রিগুণা বাপি হস্তেনাহনুমুখং লিখেৎ।।৯।।
স্রুবং চতুবিংশতিভির্ভাগৈশ্চ রচয়েদ ধ্রবম্।
দ্বিত্রিংশ স্যাৎ কুন্ডমানমজৈবে তস্য কীতিতম।।১০।।
চতুভিরংগৈ রনাহং কর্যাদগ্রং ততঃ স্রুবম্।
অংগদ্বয়েন বিলিখেৎ পংকে মৃগমদাকৃতিম্।।১১।।
দন্ডমূলাশ্রয়ে দন্ডী ভবেৎ কংকনভূযিতঃ।
সৌবনস্য চ তাম্রস্য কার্যা দবী প্রমানতঃ।।১২।।

কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্বক তাকে ত্রিশ ভাগে বিভাজন করতে হবে। বিংশ অঙ্গুলী পরিমাণ কুন্ড বেদী সমোদর করতে হবে।।৭।।

কটাহের আকৃতি বিশিষ্ট নিম্নভাগ যুক্ত বিচক্ষণ ব্যক্তির দ্বারা করা উচিৎ। ধাত্রী ফলের সমান নিম্নভাগ সুশোভন রূপে নির্মাণ করবে।।৮।।

যজ্ঞবেদী শূর্পের ন্যায় নির্মাণ করে কুন্ড তৈরী করতে হবে। হংসের ন্যায় ত্রিগুণাহস্তের দ্বারা অনুমুখ লেখনী তৈরী করতে হবে।।৯।।

চতুর্বিংশভাগের দ্বারা অবশ্যই স্রুবা রচনা করবে। তাকে অদৈবে দ্বাত্রিংশ কুন্ডরূপে স্বীকার করা হয়।।।১০।।

চার অঙ্কের দ্বারা আনাহ এবং পুনরায় মৃগমদের ন্যায় 'স্রুব' প্রস্তুত করা উচিৎ।।১১।।

দন্ডমূলাশ্রয়ী কঙ্কনভূমিতে দন্ডী হওয়া উচিৎ। সুবর্ণ অথবা তাম্র নির্মিত প্রমাণদর্বী নির্মাণ করা উচিৎ।।১২।।

শ্রৈবনিকোদ ভবং যচ্চ ইন্দ্রবৃক্ষ সমুদ ভবম্।
ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্র ভূতং দ্বাদসশাংগুল সম্মিতম্।।১৩।।
দ্বয়ং গুলং মন্ডলং তস্য দবীং সা যজ্ঞসাধনে।
চত্বারিংশত্তোলিকাভিরিতি তাম্রময়স্য চ।।১৪।।
পঞ্চাগুলং মন্ডলং চ অষ্টহস্তং চ দন্ডকম্।
অত্রাদিপায়সবিধৌ দবীং যজ্ঞস্য সাধনে।।১৫।।
দশতৌলকমানেন সা চ দর্বী উদাহৃতা।
আজ্যসংশোধনাথং তু সা তু তাম্রময়স্য চ।।১৬।।
যোড়শাং গুলমানেন সর্বভাবে চ পৈপ্পলীম্।
আজ্যস্থালীং ঘৃতময়ীং মৃন্ময়ীং চ সমাশ্রয়েৎ।।১৭।।
অথ তাম্রময়ী কাযা ন চ যাং তত্র যোজয়েৎ।।১৮।।

কোদ্ভব শ্রৌবর্ণি বা ইক্ষুবৃক্ষ থেকে উৎপন্ন শ্রৌবর্ণি তথা ক্ষীরীজাতীয় বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন শ্রৌবর্ণি দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমাণ হওয়া উচিৎ।।১৩।।

দুই অঙ্গুলী মন্ডল বিশিষ্ট দর্বী যজ্ঞসাধনরূপে ব্যবহৃত হয়। এটি চল্লিশ তোলা তাম্রের দ্বারা নির্মিত।।১৪।।

পঞ্চাঙ্গুলী মন্ডল এবং আট হাত দন্ডক বিশিষ্ট দর্বী অনাদিপায়সবিধিতে যজ্ঞসাধনে ব্যবহৃত হয়। সেই দর্বী দশ তোলক পরিমাণ হবে। তাম্রময় এই দর্বী আজ্য শোধনে ব্যবহৃত হয়।।১৫-১৬।।

এই সবের অভাবে যোড়শাঙ্গুলী বিশিষ্ট কাষ্ঠের আজ্যস্থালীকে ঘৃতময়ী এবং মৃন্ময়ী সমাশ্রয় করতে হয়।।১৭।।

এরপর তাম্রময় পাত্র করতে হয় এবং সেটি সেখানে সংযোজন করা উচিৎ নয়।।১৮।।

।। ব্রাহ্মর্ণলক্ষণ তথা ব্রাহ্মণকর্তব্যবর্ণনম্।।

ত্রয়ানামেব বর্ণানাং জন্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।
সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব তপস্তপ্তবা দ্বিজোত্তমাঃ।।১।।
হব্যানামিহ কব্যানাং সর্বস্যাপি চ গুপ্তয়ে।
অশ্নন্তি চ মুখেনাষ্য হব্যানি ত্রিদিবৌকম্।।২।।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিং ভূতমধিকং ততঃ।
জন্মনা চোত্তমোহয়ং চ সর্বাচা ব্রাহ্মনোহইতি।।৩।।
স্বকীয়ং ব্রাহ্মনো ভুঙক্তে বিদধাতি দ্বিজোত্তমাঃ।
ত্রয়াণামিহ বর্ণানাং ভাবাভাবায় বৈ দ্বিজা।।৪।।
ভবেদ বিপ্র ন সন্দেহস্তুষ্টো ভাবায় বৈ ভবেৎ।
অভাবায় ভবেৎ ক্রুদ্ধস্তস্মাৎপূজ্যঃ সদা হি সঃ।।৫।।

।। ব্রাহ্মণ লক্ষণ তথা ব্রাহ্মণ কর্তব্য বর্ণনা।।

এই অধ্যায়ে ত্রৈবর্ণিকের প্রশংসা করে ব্রাহ্মণের লক্ষণ এবং কর্ত্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শ্রী সূতহী বললেন, তিনবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই হল প্রভু। হে দ্বিজোত্তম, তপস্যা করে প্রথমে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়।।১।।

এই লোকে হব্য এবং কাব্যের রক্ষার্থে দেবতা ব্রাহ্মণদের মুখ দিয়ে খাদ্যগ্রহণ করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণজনক সর্বোত্তম এবং ব্রাহ্মণ সকলের পূজা গ্রহণের যোগ্য।।২-৩।।

ব্রাহ্মণ স্বয়ং খাদ্যগ্রহণ করেন এবং তিনবর্ণের ভাব ভাবের জন্য তাদেরও দান করেন।।৪।।

বিপ্র ভাবের জন্য তুষ্ট থাকেন এবং অভাব পরিলক্ষিত হলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।। এই জন্য ব্রাহ্মণ সর্বদা পূজনীয়।।৫।।

গভাধানাদয়শ্চেহ্ সংস্কার যস্য সত্তমাঃ।
চত্বারিশংস্তথা চাষ্টো নির্বতা শাস্ত্রতো দ্বিজাঃ।
স যাতি ব্রহ্মনাঃ স্থানং ব্রাহ্মণত্বেন দ্বিজাঃ।।৬।।
সংস্কারপূতং প্রথমো বেদপুতো দ্বিতীয়কঃ।
বিদ্যাপূতস্তৃতীয় স্যাত্তীর্থপূতস্ত্বনন্তরম্।।৭।।
ক্ষেত্রপূতম প্রবিজ্ঞায় বিপূতং পূজয়েদ দ্বিজাঃ।
স্বগাপকাফলদমন্যথা শ্রমতায়িয়াৎ।।৮।।
পূতানাং পরমঃ পূতো গুরুণাং পরমো গুরুঃ।
সর্বসত্বান্বিতো বিপ্রো নিমিতো ব্রহ্মণ পুরা।।৯।।
পূজয়িত্বা দ্বিজান্দেবাঃ স্বর্গং ভূজ্ঞন্তিচাক্ষয়ম্।
মনুষ্যাশ্চাপি দেবত্বং স্বং স্বং রাজ্যংগতেন চ।।১০।।

হে দ্বিজবর্গ, এই লোকে গর্ভাধানাদি আটচল্লিশ সংস্কার যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে পূর্ণ করেন, তিনি ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হন এবং তিনি ব্রাহ্মণত্ব সংযুক্ত হন।।৬।।

যে ব্রাহ্মণ সংস্কার দ্বারা পবিত্র হন তিনি প্রথম, যিনি বেদাধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের দ্বারা পূত হন তিনি দ্বিতীয়। বিদ্যা-জ্ঞান দ্বারা পূত ব্রাহ্মণ তৃতীয় স্থানপ্রাপ্ত হন। অনন্তর তীর্থের দ্বারা নিজেকে পূত করতে হয়। ক্ষেত্রপূত ব্রাহ্মণকে বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়ে তাঁকে পূজা করতে হয়। অন্যথ্য স্বর্তাপর্কা ফল প্রদানকারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।।৭-৮।।

পূতগণের মধ্যে পরমপূত গুরুগণের মধ্যে পরমগুরু এবং সর্বসত্ত্বের দ্বারা অঙ্কিত বিপ্রকে ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে সৃষ্টি করেছেন।।৯।।

দ্বিজগণকে পূজা করে দেবতা অক্ষয় স্বর্গ উপভোগ করেন। মনুষ্যগণও ব্রাহ্মণ অর্চনের দ্বারা নিজ নিজ রাজ্য লাভ করে দেবত্ব প্রাপ্ত হন।। ব্রাহ্মণের অর্চনের দ্বারাই এইসব সম্ভব।।১০।।

যস্য বিপ্রা প্রসীদন্তি তস্য বিষ্ণু প্রসীদতি।
তস্মাদ ব্রাহ্মণপূজায়াং বিষ্ণুস্তুয্যতি তৎক্ষণাৎ।।১১।।
যস্মাদ বিষ্ণুমুখাদ বিপ্র সমুদ্ভূত পুরাদ্বিজা।
বেদাস্তত্রৈব স জ্ঞতা সৃষ্টি সংহারহেতব।।১২।।
তস্মাদ বিপ্রপ্রমুখে বেদাশ্চাপিতা পুরুযেন হি।
পূজার্থং ব্রহ্মলোকানাং স্বজ্ঞানথতো ধ্রুবম।।১৩।।
পিতৃযজ্ঞবিবাহেযু বহ্নিকাযেযু শান্তিষু।
প্রশস্তা ব্রাহ্মণা নিত্যং সর্বস্ব স্ত্যয়নেষু চ।।১৪।।
দেবাভুঞ্জন্তি হব্যানি বলিং প্রেতাদয়োহ্ সুরাঃ।
পিতরো হব্যানি বিপ্রস্যৈব মুখাদ ধ্রুবম্।।১৫।।
দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যো দদ্যাদ্যজ্ঞকর্মসু।
দানং হোমং বলিং চৈব বিনা বিপ্রেন নিষসালম্।।১৬।

ব্রাহ্মণ যার উপর প্রসন্ন হন, ভগবান বিষ্ণুও তার উপর প্রসন্ন হন। এই কারণে ব্রাহ্মণপূজন করলে বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হন।।১১।।

হে দ্বিজগণ, ভগবান বিষ্ণুর যে মুখ থেকে প্রথমে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়েছেন, বেদসকল সেখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে যা জগৎ সৃষ্টির ও সংহারের হেতু। এই কারণে প্রথমে পুরুষ দ্বারা বিপ্রের মুখে বেদকে তিনি অর্পিত করেন। সকলের জ্ঞানার্থে নিশ্চিতরূপে বেদের সমর্পণ ব্রহ্মলোকের পূজা জন্য।।১২-১৩।।

পিতৃযজ্ঞ, বিবাহ, বহ্নিকার্য, শান্তিকার্য এবং সমস্ত স্বস্ত্যয়ন কর্মে ব্রাহ্মণগণ প্রশস্ত।।১৪।।

ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে দেবগণ হব্য, প্রেতাদি অসুরগণ বলি এবং পিতৃগণ কব্য ভোগ করে থাকেন।।১৫।।

যে ব্যক্তি যজ্ঞকর্মে দেবগণের জন্য এবং পিতৃগণের জন্য দান, হোম এবং বলি প্রদান করেন তিনি ব্রাহ্মণের মাধ্যমে দান করে সফল বন, অন্যথা সকল দান নিষ্ফল হয়।।১৬।।

বিনা বিপ্রং চ যো ধর্ম প্রয়াসফলমাত্রকঃ।
ভূঞ্জতে চাসুরাস্তত্র প্রেতা ভূতাশ্চ রাক্ষসা।।১৭।।
তস্মাদ ব্রাহ্মণমাহুয় তস্য পূজাচ কারয়েৎ।
কালে দেশে চ পাত্রে চ লক্ষকোটি গুনং ভবেৎ।।১৮।।
শ্রদ্ধয়া চ দ্বিজং দৃষ্টা প্রকযাদ অভিবাদনম্।
দীর্ঘায়ুস্তস্য বাক্যেন চিরঞ্জীবী ভবেন্নরঃ।।১৯।।
অনভিবাদিনাং বিপ্রে দ্বেষাদ শ্রদ্ধয়াপি চ।
আয়ু ক্ষীনং ভবেৎ পুংসা ভূমিনাশশ্চদুগতিঃ।।২০।।
আয়ুবৃদ্ধিযশোবৃদ্ধি বৃদ্ধি বিদ্যা ধমস্য চ।
পূজয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্টান ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।২১।।

ন বিপ্রপাদোদক কদমানি
ন বেদশাস্ত্রপ্রতিগজিতানি।
স্বাহাস্বধাস্বস্তি বিবাজিতানি
শ্মশানতুল্যানি গৃহানি তানি।।২২।।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত যিনি ধর্মকার্য করেন, তাতে কেবল চেষ্টাই সার হয়, অন্য সবকিছু নিষ্ফল হয়। সেখানে অসুর, প্রেত, ভূত এবং রাক্ষস সেই ফল ভোগ করে। এই কারণে ব্রাহ্মণের আবাহন করে, তাঁকে পূজা করতে হয়। দেশ কাল এবং পাত্রে লক্ষকোটিগুণ ফল প্রাপ্ত করা যায়। অর্থাৎ সমুচিৎ সময়, পবিত্র স্থান এবং পরমযোগ্য ব্রাহ্মণের পূজা অনেক গুণ ফল প্রদান করে।।১৭-১৮।।

ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধার সংগে দর্শন করতে হয়, এবং বিধিবৎ অভিবাদন করতে হয়। তিনি যে আশীর্বাণী প্রদান করেন, তাতে প্রণামকারী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হন এবং চিরকাল জীবিত থাকেন।।।১৯।।

কোন প্রকার দ্বেষ বা হিংসাবশতঃ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করেন না তিনি ক্ষীণায়ু হন এবং তাঁর ভূমিনাশ হয় ও তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত হন।।২০।।

এই লোকে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের পূজার্চনা করলে আয়ু, যশ এবং ধন সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।।২১।।

যে ব্যক্তির গৃহ ব্রাহ্মণের পাদোদকে কর্দমাক্ত হয়নি, যে ব্যক্তির গৃহ বেদ

যড়বিংশতি দোষমাহুনরা নরকভীরব।
বিমুচৈব্য বসেতীর্থ গ্রামে বা পত্তনে বনে।।২৩।।
তে স্বগে পিতৃলোকে চ ব্রহ্মলোকেস্ববস্থিতাঃ২৪।।
অন্যথা ন বসেদ বাসস্তস্মাৎস্তেয়ী ন পালয়েৎ।
অর্ধমো বিমমশ্চৈব পশুশ্চ বিশুনস্তথা।।২৫।।
পাপিষ্ঠো নষ্ট কষ্টো চ রুষ্টো দুষ্টশ্চ পুষ্টক।
হৃষ্টঃ কুষ্ঠশ্চ অন্ধশ্চ কানশ্চৈব তথাপবঃ।।২৬।।
চন্ড খন্ডশ্চ বক্তাং চ দত্তস্যাপহরস্তথা।
নীচঃ খলশ্চ বাচাল কদর্মশ্চপল স্তর্থা।।২৭।।
মলীমসশ্চ তে দোসা যডবিংশতিরমী মতাঃ।
এতেষাং চাপি বিপ্রেন্দ্রা পশ্চাশীতিনিগদ্যতে।।২৮।।
শৃনুত্বং দ্বিজশাদূলা শাস্ত্রে স্থিনধ্রুবত ক্রমাৎ।
অধমোহত্র ত্রিধা বিদ্যাদ্বিযম স্যাদ্বিধোচিতঃ।।২৯।।

এবং শাস্ত্রমন্ত্র দ্বারা ধ্বনিত হয়নি, যে ব্যক্তির গৃহ স্বাবাও স্বধা তথা স্বস্তি বচনে রহিত সেই গৃহ শ্মশানতুল্য।।২২।।

নরকভীত মনুষ্য ছাব্বিশ (যড়বিংশ) প্রকার দোষের কথা বলেন। এই দোষ থেকে নিবৃত্ত হতে তীর্থে, আশ্রমে, নগরে, বনে নিবাস করা উচিৎ। এই রকম মনুষ্য স্বর্গে, পিতৃ-লোকে, ব্রাহ্মলোকে অবস্থান করেন।।২৩-২৪।।

এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার নিবাস করা উচিৎ নয়। স্তেয়ী অর্থাৎ চোরকে পালন করা অনুচিত। অধর্মী, বিযম, পশু, পিশুন, পারিষ্ট, নষ্ট। কষ্ট, রুষ্ট, হৃষ্ট, পুষ্টক, দুষ্ট, কুষ্ট, অন্ধ, কাণা এবং চন্ড, বক্তা, দত্তাপহারক নীচ, খল, বাচাল, কদর্য, চপল, মলীমস — এইগুলি যড়বিংশতি দোষের অন্তর্গত।। হে বিপ্রেন্দ্র, এই সকল দোষকে পৈশাচী বলে।।২৫-২৮।।

হে দ্বিজ শার্দুল, অতঃপর আপনি শাস্ত্রানুসারে ঐ সকল দোষ ক্রমানুসারে শ্রবণ করুন। অধম তিন প্রকার, বিযম দুই প্রকারের হয়। পশু চার প্রকার,

পশুশ্চতুর্বিধশ্চৈব কৃপনোপি হি বৈ দ্বিধা।
দ্বিধাযাপি চ পাপিষ্ঠো নষ্টা সপ্তবিধ স্মৃত।।৩০।।
কষ্ট স্যাৎপঞ্চধা জ্ঞেয়ঃ রুষ্টোপি স্যাদদ্বিধা দ্বিজা।
দুষ্ট স্যাদ যড়বিধো পুষ্টশ্চৈবভবেৎ দ্বিবা।।৩১।।
হৃষ্টচাষ্টবিধং প্রোক্তাং কুষ্ঠাশ্চৈব ত্রিধোদিতঃ।
অন্ধঃ কানশ্চ তৌ দ্বৌ দ্বৌ স্যাদ্বৌ চ সগুণোহগুণঃ।।৩২
দ্বৌ চন্ডৌ চপলশ্চৈকাবন্ডচন্ডৌ দ্বিগুভবেৎ।
দন্ডপন্ডৌ তথা জ্ঞেয়ৌ খলনীচৌ চতুদ্বয়ম্।।৩৩।।
বাচালশ্চ কদর্যশ্চ ক্রমাত্রিভিরুদাহাতঃ।
কদর্যশ্চপলশ্চৈব তথা জ্ঞেয় মলীমসঃ।।৩৪।।
দ্বাবেকৌ চতুরশ্চৈব স্তেয়ী চৈকবিধো ভবেৎ।
পৃথগলক্ষণমেতেষা শৃনুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ।।৩৫।।
সম্যগ্যস্য পরিজ্ঞাং নরো দেবত্বমাপ্নুয়াৎ।
উপানচ্ছত্রধারী চ গুরুদেবাগ্রতশ্চরন্।।৩৬।।

কৃপণ দুই প্রকারের বলা হয়। পাপিষ্ট দুই রকমের এবং নষ্ট সাত প্রকারের হয়।।২৯-৩০।।

কষ্ট পাঁচ প্রকার রুষ্ট দুই প্রকার এবং দুষ্ট ছয় প্রকার, পুষ্ট দুই প্রকার, হৃষ্ট আট প্রকার ভেদ বিশিষ্ট। কুন্টের ভেদ তিন প্রকার, অন্ধ ও কাণা দুই প্রকারের এবং সগুণও অগুণ দুই প্রকারের হয়।।৩১-৩২।।

চন্ড ও চপল দুই প্রকারের। দন্ড ও পন্ড এক প্রকারের এবং খল ও নীচ চার প্রকার বিশিষ্ট হয়।।৩৩।।

বাচাল ও কদর্য ক্রমান্বয়ে তিন প্রকারের হয়। মলীমসও তিনপ্রকারের হয়।। এগুলি এক, দুই ও চার প্রকারেরও হয়, স্তেয়ী এক প্রকারেরই হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এবার এর পৃথক লক্ষণ শ্রবণ কর।।৩৪-৩৫।।

সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত মনুষ্য দেবত্বপ্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি উপানৎ ও ছত্রধারণপূর্বক গুরু এবং দেবতার অগ্রে চলেন এবং যিনি গুরুদেবের থেকে

উচ্চাসনং গুরোরগ্রে তীর্থযাত্রং করোতিযঃ।
যানমারুহ্য বিপ্রেন্দ্রা সোপ্যেকত্রাধমো মতঃ।।৩৭।।
নিমজ্জ্য তীর্থে বিধিবদগ্রাম্যধমেন বর্তয়ন্।
দ্বিতীয়শ্চাধম প্রোক্তা নিন্দিত পরিকীতিত।।৩৮।।
বাকচৈব মধুরাশলক্ষ্মা হৃদি হলাহলং বিষম্।
বাদত্যন্যরোত্যন্যদবাবেতৌ বিষমৌ স্মৃতৌ।।৩৯।
মোক্ষচিন্তামতিক্রয্য মোহন্যচিন্তাপরিশ্রমঃ।
হরিসেবা বিহীনো য স পশুমোনিতঃ পশুঃ।।৪০।।
প্রয়াগে বিদ্যমানেহপি যোহন্যত্র স্নামমাচরেৎ।
চৃষ্টং দেবং পরিত্যজ্য অদৃষ্টং ভজতে তুর্যঃ।।৪১।।
আয়ুযস্তু ক্ষায়াথায় শাস্ত্রেয়মৃষিসম্মতঃ।
যোগাভ্যাসং ততো হিত্বা তৃতীয়শ্চাধম পশুঃ।।৪২।।

উচ্চাসনে উপবিষ্ট হন তথা তীর্থযাত্রাকালে যানারূঢ় হন, হে বিপ্রেন্দ্র তিনি মনুষ্য হয়েও অধমরূপে পরিচিত হন।।৩৬-৩৭।।

তীর্থে নিমজ্জন করে যিনি গ্রাম্যধর্ম আচরণ করেন তিনি দ্বিতীয় প্রকার অধমরূপে পরিচিত হন এবং তিনি নিন্দিত হন।।৩৮।।

যে ব্যক্তির বচন মধুর কিন্তু হৃদয়ে হলাহল, যার বচন এবং কর্মের মধ্যে সঙ্গতি নেই তাকে বিষম বলা হয়।।৩৯।।

যে ব্যক্তি সংসারের জন্মমৃত্যু-বন্ধন থেকে মুক্তির কথা চিন্তা না করে অর্থাৎ মোক্ষ চিন্তা না করে অন্য চিন্তায় নিমগ্ন হন, তিনি পশুযোনি থেকে পশুত্ব প্রাপ্ত হন।।৪০।।

প্রয়াগে বিদ্যমান থেকেও তিনি অন্যত্র স্নান করেন এবং ইষ্ট চিন্তা ত্যাগ করে অদৃষ্ট চিন্তা করেন এবং আয়ুক্ষয়ের জন্য ঋষিপ্রোক্তা সমস্ত যোগাভ্যাস ত্যাগ করেন তিনি তৃতীয় প্রকার অধমরূপে এবং পশুরূপে পরিগণিত হন।।৪১-৪২।।

বহূনি পুস্তকানীহ শাস্ত্রানি বিবিধানি চ।
তস্য সারং ন জানাসি স এব জম্বুক পশুঃ।।৪৩।।
বলেনচ্ছলছযেন উপায়েন প্রবন্ধনম্।
সোহপি স্যাৎপশুনঃ খ্যাত প্রনয়া দ্বিতীয়কঃ।।৪৪।।
মধুরান্নং প্রতিষ্ঠাপ্য দৈবে পিত্র্যে চ কর্মানি।
ম্লানং চাপি চ তিক্তগন্নং য প্রযচ্ছতি দুর্মতিঃ।।৪৫।।
কৃপনঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ন স্বগী ন চ মোক্ষভাবং।
কুদাতা চ মুদ্রা হীন সক্রোধস্তুযজেত য।।৪৬।।
স এব কৃপন খ্যাত স্বধমবহিস্কৃতঃ।
অদোযেন শুভত্যাগী শুভ কাযোপবিক্রয়ী।।৪৭।।
পিতৃমাতৃগুরুত্যাসী শৌচাচারবিবজিতঃ।
পিত্রোরগ্রে সমশ্নাতি স পাপিষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ।।৪৮।।

এই সংসারের প্রভূতগ্রন্থরাশি এবং শাস্ত্র দর্শন করেও তার সার গ্রহণ করেন না যে ব্যক্তি তিনি জম্বুক তুল্য পশুরূপে পরিচিত।।৪৩।।

ছল, বল বা কৌশলের দ্বারা যিনি প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন করেন তিনি পিশুন বা প্রণয় রূপে খ্যাত।।৪৪।।

দৈব এবং পিতৃকর্মে যিনি মধুরান্ন প্রতিষ্ঠা করেও ম্লান এবং তিক্তান্ন প্রদান করেন, সেই দুর্মতিকে কৃপণ বলা হয়। তিনি স্বর্গের অধিকারীও হননা আবার মোক্ষপ্রাপ্তও হননা। কুৎসিৎ বস্তু প্রদানকারী আনন্দ এবং প্রসন্নতারহিত ও ক্রোধী – এইরূপ যজনকারী ব্যক্তিও কৃপণ হন। তিনি স্বধর্ম থেকে বহিস্কৃত হন। অদোষের দ্বারা তিনি শুভত্যাগী এবং শুভকার্যের উপবিক্রয়ী হন। মাতা, পিতা এবং গুরুত্যাগী তথাশৌচও আচারবর্জিত এবং মাতা-পিতার পূর্বে ভোজনকারী পাপিষ্ঠতম হন।।৪৫-৪৮।।

জীবৎপিতৃপরিত্যক্তং সুতং সেবেন্ন বা ক্বচিৎ।
দ্বিতীয়স্তু স পাপিষ্ঠো হোমলোপী তৃতীয়ক।।৪৯।।
সাধ্বাচারং চ প্রচ্ছাদ্য সেবনং চাপি দশয়েৎ।
স নষ্ট ইতি বিজ্ঞেয় ক্রয়ক্রীতং চ মৈথুনয।।৫০।।
জীবদ্দেলবৃতির্য ভার্যাবিপনজীবকঃ।
কন্যাশুলেকন জীবেদ্বা স্ত্রীধনেন চ বাক কচিৎ।।৫১।।
বডেব নষ্টা শাস্ত্রে চ ন স্কামোক্ষভাগিনঃ।
সদাক্রদ্ধং মনো যস্য হীনং দৃষ্টবা প্রকোপবান্।।৫২।।
ভ্রুকুটীকুটিল ক্রুদ্ধো রূষ্ট পঞ্চবিধোদিতঃ।
অকামে ভ্রমতে নিত্যং ধর্মাযেন ব্যবস্থিতঃ।।৫৩।।
নিদ্রালুব্যসনাসক্তো মদ্যপ স্ত্রীনিযেবক্।
দুষ্টে সহ্ সদালাপ স দুষ্ট সপ্তধাস্মৃতঃ।।৫৪।

কোনো সময়েই পিতৃপরিত্যক্ত পুত্রের সেবা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি তাঁর জীবিত পিতা-মাতাকে ত্যাগ করেন তিনি দ্বিতীয় প্রকার পাপিষ্ঠ।। যিনি হোম লোপ করেন তিনি তৃতীয় প্রকার পাপিষ্ঠ।।৪৯।।

সাধু আচার প্রচ্ছাদনপূর্বক যিনি সেবা করেন তিনি 'নষ্ট' রূপে পরিচিত হন। যিনি ক্রয়ের দ্বারা মৈথুন করেন তিনিও নষ্ট হন।।৫০।।

যিনি দেবপূজনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ্ করেন বা ভার্যার বিপণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ্ করেন, বা যিনি কন্যা শুল্কের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ্ করেন বা যিনি স্ত্রীধনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ্ করেন — এই প্রকার মনুষ্য নষ্ট হন। তাঁরা স্বর্গতথা মোক্ষ প্রাপ্ত হন না। শাস্ত্রে এঁদের নষ্ট বলা হয়। যাদের মন সদা ক্রোধে পরিপূর্ণ এবং নিজ অপেক্ষা হীনদের দেখে ক্রুদ্ধ হন এবং যারা সর্বদা তির্যক ভ্রূকুটিযুক্ত হন এবং ক্রুদ্ধ হন এই পাঁচপ্রকার ব্যক্তি 'রুষ্ট' নামে পরিচিত হন। এরা সর্বদা অধর্ম এবং অকার্য করে থাকেন।।৫১-৫৩।।

নিদ্রালু, ব্যসনাসক্ত এবং স্ত্রীনিষেক, দুষ্টের সংগে বার্তালাপকারী এইরূপ দুষ্ট সাত প্রকার।।৫৪।।

একাকী মিষ্টমশ্নাতি বঞ্চকঃ সাধুনিন্দকঃ।
যথা সূকরঃ পুষ্টঃ স্যাত্তথা পুষ্টঃ প্রকীতিতঃ।।৫৫।।
নিগমাগমতনন্ত্রানি নাধ্যাপয়তি যো দ্বিজঃ।
ন শৃনোতি চ পাপাত্মা স দুষ্ট ীতি চোচ্যতে।।৫৬।।
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে বিনিমিনে।
একেন বিকল কানো দ্বাভ্যামন্ধ প্রকীতিতঃ।।৫৭।।
বিবাদ সোদরৈ সাদ্বং পিত্রোরপ্রিয়কৃদ্বদেৎ।
দ্বিজাধম স বিজ্ঞেয়ঃ স চন্ড শাস্ত্রনিন্দিতঃ।।৫৮।।
পিশুনো রাজগামী চ শূদ্রসেবক এব চ।
শূদ্রাংগনাগমো বিপ্র স চন্ডশ্চ দ্বিজাধর্মঃ।।৫৯।।
পক্কান্নং শূদ্রগেহে চ যো ভুংক্তে সকৃদেব বা।
পঞ্চরাত্রং শূদ্রগেহে নিবাসী চন্ড উচ্যতে।।৬০।।

একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণকারী, বঞ্চক, সাধুব্যক্তির নিন্দাকারী পুষ্ট বলে পরিচিত।।৫৫।।

নিগম, আগম ও তন্ত্র যে দ্বিজ পাঠ করেন না বা শ্রবণ করেন না সেই পাপাত্মা 'দুষ্ট' নামে পরিচিত।।৫৬।।

শ্রুতি ও স্মৃতি-- এই দুই প্রকার ব্রাহ্মণের নেত্র। যিনি এই দুই প্রকারের মধ্যে কোনো এক প্রকার রহিত হন তিনি 'কাণা' বা যিনি দুই প্রকারই রহিত হন তিনি 'অন্ধ' বলে পরিচিত হন।।৫৭।।

সোদরের সংগে বিবাদকারী ব্যক্তি, মাতা-পিতাকে অপ্রিয় বচন প্রদানকারী দ্বিজ শাস্ত্রনিন্দিত এবং নরাধম হন। তাকে 'চন্ড' বলা হয়।।৫৮।।

যে বিপ্র পিশুন, রাজগামী, শূদ্রসেবক, শূদ্রাঙ্গনাগমনকারী সেই দ্বিজাধম 'চন্ড' বলে কথিত।।৫৯।।

শূদ্র গৃহে একবার পক্কান্ন ভোজনকারী এবং পাঁচরাত্রি বাসকারী বিপ্রকেও 'চন্ড' বলা হয়।।৬০।।

অষ্টকুষ্ঠান্বিতঃ কুষ্ঠী ত্রিকুষ্ঠী শাস্ত্রনিন্দিত।
এতৈ সহ সদালাপ স ভবেত্তৎ সমোধমঃ।।৬১।।
কীটবদ ভ্রমনং যস্য কুব্যাপারী কুপন্ডিত।
অজ্ঞানাচ্চ বদেদ্ধর্মগ্রবৃত্তি প্রধাবতি।।৬২।।
অবিমুক্তং পরিত্যজ্য যোহন্যদেশে বসেচ্চিরম্।
স দ্বিধা শূকরপশুনিন্দিতঃ সিদ্ধসম্মতঃ।।৬৩।।
কপোলেন হি সংযুক্তো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ।
নৃপবদ দন্ডয়েদ্যস্তু স দন্ড সমুদাহৃত।।৬৪।।
ব্রহ্মস্বহরণং কৃত্বা ণৃপদেবস্বমেব চ।
ধনেন তেন ইতরং দেবং বা ব্রাহ্মণানপি।।৬৫।।
সন্তপয়তি যোহশ্নাতি য প্রযচ্ছতি বা ক্বচিৎ।
স খরশ্চ পশুশ্রেষ্ঠ সর্ববেদেযু নিন্দিত।।৬৬।।
অক্ষরাভ্যসনিরতঃ পঠতেব ন বুধ্যতে।
পদশাস্ত্রপরিত্যক্ত স পশু স্যান্ন সংশয়।।৬৭।।

অষ্টকুষ্ঠী, কুষ্ঠী, ত্রিকুষ্ঠী শাস্ত্রনিন্দিত। এদের সঙ্গে সদাবার্তালাপকারীও সমান নিন্দিত।।৬১।।

যিনি কীটবৎ ভ্রমণ করেন, কুব্যাপারী ও কুপন্ডিত, যিনি অজ্ঞতার দ্বারা ধর্মব্যাখ্যা করেন এবং অগ্রবৃত্তি হয়ে প্রধাবন করেন, এ ছাড়া যিনি অবিযুক্তকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্য দেশে ভ্রমণ করেন তিনি দুই প্রকার শূকর পশুর ন্যায় -- একথা সিদ্ধ সম্মত।।৬২-৬৩।।

কপোল দ্বারা সংযুক্ত, ভ্রূকুটিপ্রদানকারী এবং কুটিলানন নৃপতুল্য দন্ড প্রদানকারী, তাকে 'দন্ড' বলা হয়।।৬৪।।

ব্রহ্মস্ব হরণ করে বা নৃপ ও দেবধন হরণ করে ইতর, দেবতা বা ব্রাহ্মণের তৃপ্তি বিধান করেন বা নিজে ভোগ করেন বা দান করেন তিনি বেদ নিন্দিত হন।।৬৫-৬৬।।

যিনি অক্ষরাভ্যাস থেকে নিরত বা যিনি কেবল পাঠ করেন অর্থ বোঝেন না তিনি পদশাস্ত্র পরিত্যক্ত পশুতুল্য — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।।৬৭।।

বদত্যন্যৎ করোত্যন্যদগুরুদেবাগ্রতো যত।
স নীচ ইতি বিজ্ঞেয়ো হ্যানাচারস্তথাপরঃ।।৬৮।।
যড গুণালং কৃতে সাধোদোষানমৃগয়তে খল।
বনে পুষ্পফলাকীনে কালভ কন্টকানিব।।৬৯।।
দৈবেন চ বিহীনো য কুসং ভাষাং বদেতু য।
স বাচাল ইতি খ্যাতো যো হ্যাপত্র পতায়ুত।।৭০।।
চান্ডলৈ সহ আলাপ পক্ষিণং পোষণ্যেরত।
মাজারৈশ্চাপি সংভুঙক্তে যৎকৃত্যং মকটোদিতম্।।৭১
তৃনচ্ছেদী লোষ্টমদী বৃথা মাংসাশনশ্চ য।
চপল সতু বিজ্ঞেয় পরভাযারতস্তথা।।৭২।।
স্নেহোদ্বর্তনহীনো যো গন্ধচন্দন বজিতঃ।
নিত্যক্রিয়া অকুবানো নিত্যং স চ মলীমসঃ।।৭৩।।

যে ব্যক্তি গুরু ও দেবতার সম্মুখে যা বলেন তা আচরণ করেন না তিনি নীচ এবং অনাচারী।।৬৮।।

ছয়প্রকার গুণে বিভূষিত সাধুব্যক্তিকেও যিনি 'খল' মনে করেন তিনি নিজে 'খল'। তিনি পুষ্প ও ফলে সমাকীর্ণ বনে শলভ কন্টক অন্বেষণকারী।।৬৯।।

দেববিহীন ও কুভাষা উচ্চারণকারী বাচাল লজ্জা রহিত হন।।৭০।।

চন্ডালের সংগে আলাপকারী, পক্ষী পোষণে রত, বিড়ালের সংগে যিনি ভোজন করেন, মর্কটের ন্যায় কৃত্যকারী ও যিনি তৃণ ছেদনকারী, বৃথা লোষ্টসর্দী এবং মাংস ভোজনকারী তথা পরস্ত্রীতে রত 'চপল' নামে পরিচিত।।৭১-৭২।।

যিনি স্নেহ তৈলাদি ও বর্তনহীন ও গন্ধচন্দনবর্জিত এবং নিত্য ক্রিয়া রহিত তিনি নিত্যমলীমস।।৭৩।।

অন্যায়েন গৃহং বিন্দেদন্যায়েন গৃহান্ধনম্।
শাস্ত্রাদন্যগৃহং মন্ত্রং স স্তেয়ী ব্রহ্মঘাতকঃ।।৭৪।।
দেবপুস্তকরত্নানি মনিমুক্তাষচমেব চ।
গোভূমি স্বর্ণহরন স স্তেয়োতি নিগদ্যতে।।৭৫।।
দেবোহপি ভাবয়েৎ পশ্চান্মানুযোহপি ন সংশয়।
অন্যোন্যভাবনা কাযা স স্তেয়ী যোন ভাবয়েৎ।।৭৬।।
গুরো প্রসাদাজয়তি পিত্রোশ্চাপি প্রসাদতঃ।
করোতি চ মথাহ্ চ স চ স্বর্গে মহীয়তে।।৭৭।।
ন পোষয়তি দুষ্টাত্মা স স্তেয়ো চাপর স্মৃতঃ।।৭৮।।
উপকারিজনং প্রাপ্য ন করোতি পরিযিক্রয়াম্।
স তপ্তনরকে শেতে শোনিতে চ পতত্যর্ধঃ।।৭৯।।
সর্বেষাং চ সবনানাং ধমতো ব্রাহ্মণপ্রভু।
পৃথিবীপালকো রাজা ধর্ম চক্ষুরুদাহূয়ঃ।।৮০।।

অন্যায়ভাবে গৃহপ্রাপ্তকারী, অন্যায়পূর্বক ঘর ও ধনসম্পদ লাভ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ গৃহ ও মান যিনি প্রাপ্ত হন তিনি ব্রহ্মঘাতক স্তেয়ী হন।।৭৪।।

দেবতা, পুস্তক, রত্ন, মণিমুক্তা, অশ্ব, গো ভূমি এবং সুবর্ণ হরণকারী স্তেয়ী।।৭৫।।

দেবতাভাবনাপূর্বক মনুষ্য ভাবনা করা উচিৎ — এতে কোনো সংশয় নেই। অন্যান্য ভাবনা বা একাগ্রচিত্তে ভাবনা করা উচিৎ।।৭৬।।

দেবতাভাবনাপূর্বক মনুষ্য ভাবনা করা উচিৎ — এতে কোনো সংশয় নেই। অন্যান্য ভাবনাও করা উচিৎ। যিনি যথাযথ তা করেন না তিনিও স্তেয়ী।।৭৭-৭৮।।

যিনি উপকারীজনপ্রাপ্ত হয়েও তাদের পরিস্ক্রিয় করেন না অর্থাৎ তাদের প্রত্যুপকার করেন না তিনি তপ্ত নরকে পতিত হন এবং রক্তে তাদের অধঃপতন ঘটে।।৭৯।।

সমগ্র সবর্ণধর্মে ব্রাহ্মণ প্রভু। পৃথিবী পালনকারী রাজা ধর্মের চক্ষুস্বরূপ।।৮০।।

প্রজাপতেমুখোদ্ভূতো হোরাতন্ত্রে যথোদিতম্।
তদ্বিদো গননাভিজ্ঞা অন্যবিপ্রাঃ প্রচক্ষতে।।৮১।।
গঙ্গাহীনো হতো দেশো বিপ্রহীনা যথা ক্রিয়া।
হোরাজ্ঞপ্তিবিহীনো যো দেশোহসৌ বিপ্লবপ্লব।।৮২।।
অপ্রদীপা যথা রাত্রিরনাদিত্যং যথা ণভঃ।
তথাহসাংবৎসরো রাজা ভ্রমত্যন্ধ ইবাধ্বনি।।৮৩।।
স্থাপয়েদ্ধমতো বিপ্রং ভাবয়েক্তর্মবৃদ্ধয়ে।
শ্মশ্রুযুক্তো দ্বিজঃ পূজ্য সূযোবিপ্রস্তু শ্মশ্রুলঃ।।৮৪।।
প্রত্যেকপ্রদর্শণাৎপুন্যং ত্রিদিং কল্মষাপহম্।
দশনে ব্রাত্যবিপ্রস্য সূর্যং দৃষ্টা বিশুধ্যতি।।৮৫।।
ন ব্রাত্যত্বং সূর্যবিপ্রে পূজয়েদ্যজ্ঞসিদ্ধয়ে।
জ্যোতিবেদস্যাধিকরঃ সূর্যবিপ্রস্য বৈ দ্বিজা।।৮৬।।

প্রজাপতির মুখ থেকে ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হন — হোরাতন্ত্রে এরূপ বলা হয়েছে। তাকে যিনি জ্ঞাত হন তিনি গণনাতে অভিজ্ঞ হন।।৮১।।

যে দেশ গঙ্গাহীন, বিপ্রহীন এবং ক্রিয়াহীন এবং যে দেশ হোরাক্রিয়াহীন সেই দেশ বিপ্লবের দ্বারা প্লাবিত হয়।।৮২।।

অপ্রদীপ রাত্রি ও আদিত্যহীন আকাশ যে দেশে সেখানে রাজা অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করেন।।৮৩।।

ধর্মের দ্বারা বিপ্রকে স্থাপনা করে কার্যবৃদ্ধির জন্য ভাবনা করতে হয়। শ্মশ্রুযুক্ত দ্বিজ পূজনীয় হন। তিনি সূর্যতুল্য।।৮৪।।

তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করলে পুণ্য হয় এবং ত্রিশ দিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করলে কলুষ দূরীভূত হয়। ব্রাত্য বিপ্রকে সূর্যের ন্যায় দর্শন করে বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়।।৮৫।।

সূর্য বিপ্রে ব্রাত্যত্ব নেই। যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য পূজা করা উচিৎ। হে দ্বিজ, বিপ্রের জ্যোতির্বেদে অধিকার আছে।।৮৬।।

জাতিভেদাশ্চ চত্বারো ভোজকঃ কথকস্তথা।
শিববিপ্রঃ সূর্যবিপ্রশ্চতুর্থঃ পরিপঠ্যতে।।৮৭।।
কথকো মধ্যমস্তেষাং সূর্যবিপ্রস্তথোত্তমঃ।
শিবলিঙ্গাচণরতঃ শিববিপ্রস্তু নিন্দিতঃ।।৮৮।।
সূর্যবিপ্রস্য বৈদ্যস্য চ নৃপস্য চ।
প্রবাসয়েদক্ষতেন সপুত্রপশুবান্ধবঃ।
অবধ্যঃ সর্বলোকেষু রাজা রাজ্যেন পালয়েৎ।।৮৯।।
বসুভির্বস্ত্রগন্ধাদ্যৈমালৈশ্চ বিবিধৈরপি।
দেশচক্রবিদঃ পূজ্যা হোরাচক্রবিদঃ পরাঃ।।৯০।।
সূর্যচক্রবিদঃ পূজ্যা নাবমন্যেৎকথঞ্চন।
সিদ্ধ্যদ্ধিং চ ধনদ্ধি চ য ইচ্ছেদায়ুষা সমম্।
গনবিপ্রসমঃ পূজ্যো দৈবজ্ঞ সমুদাহৃতঃ।।৯১।।

জ্ঞাতিভেদ চারপ্রকার। যথা ভোজক, কত্থক, শিববিপ্র এবং সূর্যবিপ্র।।৮৭।।

এই চারপ্রকারের মধ্যে কত্থক মধ্যম এবং সূর্য বিপ্র উত্তম বলা হয়। শিবলিংগ অর্চনেরত শিববিপ্র নিন্দিত হন।।৮৮।।

সূর্যবিপ্র, বৈদ্যবিপ্র এবং নৃপতি সপুত্র, সবান্ধব এবং অবধ্য। তিনি রাজ্যপালন করবেন।।৮৯।।

দেবচক্র ও হোরাচক্রজ্ঞাত বিদ্বান্ বহুবিধ ধনসম্পদ, বস্ত্র, গন্ধ ও মাল্যের দ্বারা পূজার যোগ্য।।৯০।।

সূর্যচক্রবিদ্ পূজনীয় হন। তাঁকে কদাপি অবমাননা করা উচিৎ নয়। ধনসম্পদ, সিদ্ধি ইত্যাদি আয়ুর তুল্য প্রার্থনা করলে তাঁকে পূজা করা আবশ্যক।। গণ বিপ্রতুল্য দেবজ্ঞ বিপ্র পূজ্য -- একথা বলা হয়।।৯১।।

জাতে বালে নিরূপ্যে চ লগ্নগ্রহ নিরূপনম্।
সংস্থানং সূর্যবিপ্রো যঃ সূর্যবিপ্রস্য সতমাঃ।
দ্বিমাত্রিকাং সমভ্যস্য সর্ববেদফলং লভেৎ।।৯২।।

।। গুরুজন মাহাত্ম্য বর্ণনম্।।

চতুর্ণামপি বণানাং নান্যো বন্ধুঃ প্রচক্ষতে।
ঋৃতে পিতুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠা ইতীয়ং নৈগমী স্মৃতিঃ।।১।।
এয়োহপি গুরবঃ শ্রেষ্ঠাস্তাভ্যাং মাতা পরো গুরু।
যে সোদারা জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠা উত্তরোত্তরতো গুরুঃ।।২।।
দ্বাদশ্যাং তু আমবাস্যামথ বা রবিসংক্রমে।
বাসাংসি দক্ষিণা দেয়া মনিমুক্তা যথারুচি।।৩।।
অযনে বিষুবে চৈব চন্দ্রসূর্যগ্রহে তথা।
প্রাপ্তে চাপরপক্ষে তু ভোজয়েচ্চাপি শক্তিতঃ।।৪।।

বালক জন্মগ্রহণ করলে তার লগ্ন, গ্রহ নিরূপণ করতে হয়। হে শ্রেষ্ঠবর্গ, সূর্য বিপ্রের যে সংস্থান তাও সূর্য বিপ্র। দ্বিমাত্রিকা সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করে সমস্ত বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপন করলে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।।৯২।।

।। গুরুজন মাহাত্ম্য বর্ণন।।

চারবর্ণের অন্য কোনও বন্ধু নেই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পিতাই এক পরম বন্ধু, পিতা ছাড়া অন্য কোন বন্ধু নেই -- এটা নৈগম স্মৃতি বলে।।১।।

এই তিনজনই গুরুগণের শ্রেষ্ঠ এবং ঐ দু'জন থেকে মাতা পরম গুরু। যে সোদর এবং জ্যেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে উত্তরোত্তর থেকে গুরু হয়।।২।।

দ্বাদশী বা অমাবস্যায় অথবা সূর্যের সংক্রমণ দিনে বস্ত্র দক্ষিণা দিতে হয় এবং নিজ রুচি ও শক্তি অনুসারে মুক্তাও দিতে হয়।।৩।।

অয়নে, বিষুবে, চন্দ্র তথা সূর্য গ্রহণে অণর পক্ষ প্রাপ্ত হলে শক্তিধর (ক্ষমতার) অনুরূপ ভোজনও করাতে হবে।।৪।।

পশ্চাৎপ্রবন্ধয়েপ্তাদৌ মন্ত্রেণানেন সত্তমাঃ।
বিধিবদ্ব ন্দনাদেব সবতীর্থফলং লভেৎ।।৫।।
স্বগাপর্বগপ্রদমেকমাদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং পিতরং নমামি।
যতো জগৎ পশ্যাতি চারুরূপং
তং তপয়ামঃ সলিলৈস্তিলৈর্যুতৈঃ।।৬।।
পিতরো জনয়ন্তীহ পিতরঃ পালয়ন্তি চ।
পিতরো ব্রহ্মরূপা হি তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ।।৭।।
যস্মাদ্বিজয়তে লোকস্তস্মাদ্বর্ম প্রবর্ততে।
নমস্তুভ্যং পিতঃ সাক্ষগৎব্রহ্মরূপ নমোহস্তু তে।।৮।।
যা কুক্ষিবিবরে কৃত্বা স্বয়ং রক্ষতি সর্বতঃ।
নমামি জননীং দেবীং পরাং প্রকৃতিরূপিনীম্।।৯।।
কৃচ্ছ্রে ণ মহতা দেব্যা ধারিতোহ হং যথোদরে।
ত্বপ্তরসাদাজ্জগৃষ্টং মাতরনিত্যং নমোহস্তুতে।।১০।।

হে সত্তম! এর পিছনে এই নিম্ন মন্ত্র দ্বারা চরণের বন্দনা করতে হবে। বিধি বিধানসহ বন্দনা করলেই সমস্ত তীর্থের ফল প্রাপ্তি ঘটে।।৫।।

মন্ত্র হল, স্বর্গ এবং মোক্ষপ্রদানকারী আদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বারা যুক্ত পিতাকে আমি প্রণাম করছি যা থেকে জগৎ চারুরূপকে দেখে তাকে তিল দ্বারা যুক্ত জল দ্বারা তৃপ্ত করছি।।৬।।

এই সংসারে পিতা উৎপাদন করে এবং পিতৃগণই পালনও করে। পিতা ব্রহ্ম-এর রূপযুক্ত হয়। অতএব তাঁর জন্য নিত্যই বারংবার নমস্কার।।৭।।

যা থেকে লোক বিজয় প্রাপ্ত হয় এবং তা থেকে ধর্ম প্রবৃত্ত হয়। হে পিতা! হে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ! আপনার জন্য নমস্কার, আপনাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি।।৮।।

যে নিজ কুক্ষি বিবরে থেকে স্বয়ং সর্বপ্রকারে আমার রক্ষা করে ঐ পরা প্রকৃতি স্বরূপ দেবী জননীকে আমি নমস্কার করছি।।৯।।

দেবী বড়ই কষ্টে যেভাবে আমাকে নিজ উদরে ধারণ করেছিল। হে মাতা! এই সমস্ত জগৎ আমি আপনারই প্রসন্নতায় দেখছি।।১০।।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরাদীনি সর্বশঃ।
বসন্তি যত্র তাং নৌমি মাতরং ভূতিহেতবে।।১১।।
গুরুদেব প্রসাদেন লধ্বা বিদ্যা যশস্করী।
শিবরূপ নমস্তস্মৈ সংসারাণবসেতবে।।১২।।
বেদ বেদাঙ্গশাস্ত্রণাং তত্ত্বং যত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
আধারঃ সর্বভূতানামগ্রজন্মন্নমোহস্তু তে।।১৩।।
ব্রাহ্মণো জগতাং তীর্থং পাবনং পরমং যতঃ।
ভূদেব হর মে পাপং বিষ্ণুরূপিন্নমোহস্তু তে।।১৪।।
কণিষ্ঠং তারহস্তং স্যাদুত্তমং পঞ্চবিংশতি।
সর্বোত্তমং চ দ্বাত্রিমশচ্চতুষ্কোণে মহাফলম্।।১৫।।

পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে এবং সব সাগর প্রভৃতি আছে এই সব যেখানে নিবাস করে সেই নিজ দেবী মাতাকে ভূতি হেতু নমস্কার করছি।।১১।।

গুরুদেবের প্রসাদে আমি যশ প্রদানকারী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছি। এইভাবে শিব স্বরূপ হল গুরুবর্ণ! এই সংসাররূপী সাগর পার হবার সেতুর জন্য আপনাকে আমার শত শত বার প্রণাম জানাচ্ছি।।১২।।

যেখানে বেদ বেদের অঙ্গস্বরূপ শাস্ত্রের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা সমস্ত প্রাণীদের আঠার স্বরূপ হে অগ্রজন্মা! আপনার জন্য আমার প্রণাম জানাচ্ছি।।১৩।।

ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের তীর্থ কেননা এটি হল পরম পাবন। হে ভূদেব! হে বিষুৎপূপী! আমার পাপ হরণ কর। আপনার জন্য আমার প্রণাম জানাচ্ছি।।১৪।।

এখন দেবায়তন নির্মাণ করানোর বিষয়ে বলা হচ্ছে যে, কনিষ্ঠ দেবালয় তার হস্ত হয় যা পঞ্চবিংশতি উত্তম। বত্রিশ সর্বোত্তম হয় এবং যা চতুষ্কোণ হয় তা থেকে মহাফল হয়।।১৫।।

পুরদ্বারং চ কতব্যং চতুরস্ত্রং সমং ভবেৎ।
অষ্টকোণং ন কতব্যং ত্রিপুরং চ কলৌ যুগে।।১৬।।
সুরবেশ্মানি যাবন্তো দ্বিজেন্দ্রা পরমানবঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে।।১৭।।
কতুদেশগুণং প্রোক্তমাপানপরিপালকঃ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্যস্তু স সর্বং ফলমশ্নুতে।।১৮।।
পতিতং পতমানং চ তথাদ্ধস্ফুটিতং তথা।
সমুদধৃত্য হরেবেশ্ম দ্বিগুনং ফলমাপ্নুয়াৎ।।১৯।।
পতিতস্য তু যঃ কর্ত্তা পতমানস্য রক্ষিতা।
বিষ্ণোরধিতলস্যৈব মানব স্বর্গভা ভবেৎ।।২০।।
যঃ কুথাদ্বিষ্ণুপ্রাসাদং জ্যোতিলিঙ্গস্য বা কৃচিৎ।
সূর্যস্যাপি বিরিঞ্চেশ্চ দুর্গায়া শ্রীধরস্য চ।।২১।।

পুরদ্বার চতুরস্ত্র এবং সম করতে হবে। এই কলিযুগে অষ্টকোণ ত্রিপুর তৈরী করা হবে না।।১৬।।

দেবালয়ে হে দ্বিজেন্দ্রগণ! যত পরমাণু আছে তত সহস্র বর্ষ পর্যন্ত ঐ মন্দির নির্মাতা স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।।১৭।।

যিনি দেবালয় তৈরী করান তাকে দশগুণ আপান পরিপালক বলা হয়। তিনি পতিত হয়েও ঐ সবার উদ্ধার করেন এবং সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন।।১৮।।

পড়ে গেছে বা পড়ন্ত তথা অর্ধেক ভাঙ্গা হরির আপতন ভালভাবে জীর্ণোদ্ধার করলে সে দুগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী হয়। নতুন তৈরীর অপেক্ষা জীর্ণ দেবালয় উদ্ধারের দু'গুণ ফললাভ করে।।১৯।।

পতিতের যে কর্তা এবং পতমানকারী হয় তার রক্ষা করলে সেই মানুষ বিষ্ণুর অধস্তলেরই স্বর্গভাগী হয়।।২০।।

যে বিষ্ণুর প্রসাদে তৈরী করে অথবা জ্যেতির্লিঙ্গ এর প্রাসাদ করে সূর্য, ব্রহ্ম, দুর্গা এবং শ্রীধরের প্রাসাদ তৈরী করে সে কোটি কল্প পর্যন্ত স্বর্গবাসী হয়।।২১।।

স্বয়ং স্বকুলমুদ ধৃত্য কল্পকোটিং বসেদ্দিবি।
স্বগাদ্রষ্টো ভবেদ্রাজা ধনী পূজ্যতমোপি বা।।২২।।
দেবীলিঙ্গেষু যোনৌ বা কৃত্বা দেবকুলং নরঃ।
স্মরত্বং প্রাপ্নুযোল্লোকে পূজিতো দিবি সবদা।।২৩।।
প্রাবৃটকালে স্থিতং তোয়মগ্নিষ্টোম ফলং লভেৎ।
শরৎকালস্থিতং তোয়ং যজ্ঞতোয়দ্বিশিষ্যতে।।২৪।।
নিদাঘকালে পানীয়ং যস্য তিষ্ঠতি বাপিনঃ।
স্বর্গং গচ্ছেস্ত নরকং ন কদাচিদবাপ্নুয়াৎ।।২৫।।
একাহং তু স্থিতং তোয়ং পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ।
কুলানি তারয়েত্তস্য সপ্ত সপ্ত পরানি চ।।২৬।।
পূবং পিতৃকুলে সপ্ত তদ্বন্মাতৃকুলে দ্বিজাঃ।
চতুদশমিদং জ্ঞেয়ং শতলেখং ততঃ শৃণু।।২৭।।

দেবালয় নির্মাণকারী চাইলে কোনও এক দেবতার গৃহ তৈরী করবে। নিজ বংশোদ্ধার করে কোটি কল্প পর্যন্ত স্বর্গলোকে থাকতে পারবে। যখন স্বর্গের উপভোগ সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন সে আবার এই মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে রাজা, ধনী বা পূজ্যতম হবে।।২২।।

হে মানুষ দেবীর লিঙ্গে অথবা যোনিতে দেবকুল করে সে লোকে স্মরস্বরূপ প্রাপ্ত করে এবং সর্বদা স্বর্গে পূজিত হয়।।২৩।।

বর্ষার সময় যার জল স্থিত হয় অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ করে, যার জল শরৎকালে স্থিত হয় যে যজ্ঞীয় জল থেকেও বিশেষতা রাখে।।২৪।।

যার পুকুরে গ্রীষ্ম ঋতুতে জল থাকে সেই পুকুর খননকারী মানুষ স্বর্গে চলে যায় এবং তাকে নরক কখনও প্রাপ্ত হয় না।।২৫।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পৃথিবী মন্ডলে এক দিনও স্থিত থাকা জল ঐ নির্মাতার পূর্বের এবং পরের সাত কুলের উদ্ধার করে।।২৬।।

প্রথমে পিতৃকুলে সাত এবং তারপর মাতৃকুলে সাত এইভাবে চোদ্দ কুল হয়ে যায়। এখন শত লেখ শ্রবণ কর।।২৭।।

পিতুরূধ্বং কুলং বিংশং মাতুরূধ্বং কুলং তথা।
তদ্ব গুরং বিজানীয়াদ্রাযায়াঃ পঞ্চ এব চ।।২৮।
পঞ্চ বৈ মাতৃতশ্চাস্য পিতুমাতামহে কুলে।
পঞ্চ পঞ্চ বিজানীয়ান্মাতুমাতামহস্য চ।।২৯।।
গুরোঃ পিতৃকুলে পঞ্চ তস্য মাতৃকুলে তথা।
আচাযস্য কুলে দ্বং দ্বং দশরাজকুলস্য চ।।৩০।।
রাজ্ঞো মাতামহকুলে পঞ্চ চৈব প্রকীতিতাঃ।
একোত্তরং শতকুলং পরিসংখ্যাতমেব চ।।৩১।।
আত্মনা সহ বিপ্রেন্দ্রা উদ্ধারঃ সংমতঃ স্মৃতঃ।
কুর্যাদ্দেবাচনং তীর্থে স্ববিমুক্তে দশাণবে।।৩২।।
সমুদ্ধরেৎকুলশতং শৃনু বিংশকুলং দ্বিজ।
পঞ্চ পঞ্চ চ পিত্রোশ্চ পিতুমাতামহস্য চ।।৩৩।।
মাতুমাতামহস্যৈব জাতিং দ্বন্দ্বমুদাহৃতম্।
গুরোঃ সন্তানকে দ্বন্দ্বং তদ্বদ্যাদবসাত্ত্বতৌ।।৩৪।।

পিতার ঊর্ধ্বের কুড়ি এবং এভাবে মাতার ঊর্ধ্বের কুড়ি এবং এরপর নিজ পত্নীর পাঁচ বুঝতে হবে।।২৮।।

এভাবে মাতা থেকে এর পাঁচ এবং পিতার মাতামহ কুলে পাঁচ পাঁচ তথা মাতামহকে জানতে হবে।।২৯।।

গুরুর পিতৃকুলে পাঁচ এবং মাতৃকুলে পাঁচ, আচার্যের কুলে দুই তথা রাজার কুলের দশজনের উদ্ধার করে দেয়।।৩০।।

রাজার মাতামহের কুলে পাঁচ বলা হয়েছে। এই প্রকারে একশ-রও অধিক অর্থাৎ একশ'এক কুলের সংখ্যা করা হয়েছে।।৩১।।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! নিজ আত্মার সঙ্গেই উদ্ধার হওয়াকে সম্মত বলা হয়। তীর্থে স্ববিমুক্ত দশার্ণবে দেবতার অর্চনা করা উচিৎ।।৩২।।

হে দ্বিজ! এইভাবে শতকুলের সমুদ্ধার করা উচিৎ। এবার বিংশকুল শ্রবণ কর। পাঁচ-পাঁচ মাতা এবং পিতার এবং পিতার মাতামহের ও মাতার

পরপক্ষস্য চৈকং স্যাদেকবিংশং কুলং ক্রমাৎ।
পানীয়মেতস্তকলং ত্রৈকোক্যং সচরাচরম্।।৩৫।।
পানীয়েন বিনা বৃত্তিলোকে নাস্তীতি কহিচিৎ।
বারস্বস্থং পুষ্পখন্তং তোয়ে পততি যাবতি।।৩৬।।
তাবৎকালং বসেৎস্বগে চান্তে ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাত্তেয়োপরি গৃহং প্রসাদোপরি বর্জয়েৎ।।৩৭।।
সূর্যরশ্মিযুতং যদ্বৈ তত্তোয়ং তু বিনিন্দিতম্।
চন্দ্ররশ্মিবিহীনং যন্নামৃতত্বায় কল্পতে।।৩৮।।
তস্মাদ্দশগুণং কুন্তে তস্মাদ্দশগুণং হ্রদে।
দেবানাং স্থাপনং কূর্যাদবিমুক্তপলং শুভম্।।৩৯।।
সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।
চালনাদ্রৌরবং যাতি ন স্বর্গং ন চ স্বর্গভাক।।৪০।।

মাতামহের দ্বন্দ্ব জাতির কথা বলা হয়েছে।গুরুর সন্তানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং এরপর যাদব সাত্বত এবং পরপক্ষের এক এই ক্রমে একবিংশ কুল আছে। এই দল সম্পূর্ণ চরাচর ত্রৈলোক্য-এর উদ্ধার করে।।৩৩-৩৫।।

পানীয় ছাড়া লোকে কোথাও বৃত্তি হয় না। যতক্ষণ বারস্বস্থ পুষ্পখন্ড জলে পড়ে ততক্ষণ স্বর্গে নিবাস করে এবং শেষে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি করে। এজন্য জলের উপর গৃহ এবং প্রাসাদের উপর গৃহ বর্জিত রাখতে হবে।।৩৬-৩৭।।

যে জল সূর্যের রশ্মির দ্বারা যুক্ত হয় তা বিনিন্দিত হয়। যে চন্দ্রমার রশ্মি বিহীন হয় তা অমৃতত্বের জন্য কল্পিত হয় না।।৩৮।।

এর থেকে দশগুণ কুন্ডে এবং তার থেকে দশগুণ হৃদয়ে দেবতাদের স্থাপন করতে হবে তা অবিমুক্ত ফল শুভ হয়।।৩৯।।

সুস্থিত বা দুঃস্থিত যেমনই হোক শিবলিঙ্গ চালিত করা উচিৎ নয়। এর

উচ্ছন্ননগরগ্রামে স্থানত্যাগে চ বিপ্লবে।
পুনঃ সংসারধমেন স্থাপয়েদবিচারয়ন্।।৪১।।
বাহুদন্তাদিপ্রতিমা বিষ্ণোশ্চান্যস্য সত্তমাঃ।
ন চালয়েৎস্থাপিতে চ বিপ্রব-ক্ষং ন চালয়েৎ।।৪২।।
কেশবং হরিবৃক্ষং চ মধুকং কিংশুকং তথা।
নাকালে স্থাপয়েজ্জাতু চালনাদবহ্মহা ভবেৎ।।৪৩।।
দেবালয়স্য পুরতঃ কুযাপুষ্করিনীং দ্বিজাঃ।
ব্রাহ্মণানাং সমাজে চ রাজদ্বারে চতুষ্পথে।।৪৪।।
দেবাথে ব্রাহ্মণাথে চ সুখং কুযাচ্চ সর্বতঃ।
পশ্চিমে পুষ্টিকামং তু উত্তরে সর্বকামদম।।৪৫।।
যাম্যে স্বাথং কুবীত কোণে তু নরকং ভবেৎ।
মুখং প্রকল্পয়েন্মধ্যে কেচিদুত্তরলঙ্খনম।।৪৬।।

চালনা করলে রৌরবকে জায়া করা হয় এবং স্বর্গে যায় না এবং স্বর্গের ভাগীও হয় না।।৪০।।

উচ্ছন্ন নগর-গ্রামে, স্থান ত্যাগে এবং বিপ্লবে পুনঃ সংসার ধর্ম বিনা কোন বিচার করে স্থাপনা করা উচিৎ।।৪১।।

হে সত্তম! বিষ্ণুর বা অন্যের বাহু, দন্ড প্রভৃতি প্রতিমা চালিত করা উচিৎ হয় এবং স্থাপিত করলে বিপ্র বৃক্ষকেও চালিত করবে না।।৪২।।

কেশব, হরিবৃক্ষ, মধুক এবং কিংশুক অকালে কখনও স্থাপিত করবে না এবং এর চালন করলে ব্রহ্মহা হয়।।৪৩।।

হে দ্বিজগণ! দেবালয়ের পুরোভাগে পুষ্করিণী তৈরী করা উচিৎ। ব্রাহ্মণ সমাজে রাজদ্বারে এবং চতুষ্পথে পুষ্করিণী হওয়া উচিৎ।।৪৪।।

দেবতাদের অর্থে এবং ব্রাহ্মণদের অর্থে সব প্রকারে সুখ করবে। পশ্চিমে পুষ্টি কামকে এবং উত্তরে সমস্ত কামনার দানকারী হয়।।৪৫।।

যাম্যদিকে স্বার্থ করবে না এবং কোণে করলে নরক হয়। এর মুখ মধ্যে প্রকল্পিত কর। কিছু বিদ্বান একে উত্তর লক্ষ্মণ বলেন।।৪৬।।

কুযাদ্দক্ষিণপূর্বে তু অর্থহস্তপ্রমানতঃ।
তড়াগে তু ফলাহস্তং হস্তিকং হ্রাসয়েক্রমাৎ।।৪৭।।
তৃপ্যে হস্তং নলিন্যাদাবতো হীনং ন কারয়েৎ।
গর্ততৃনং কলাহস্তং তনাগেহত্র প্রচক্ষ্যতে।।৪৮।।
হীনে হীনতরং কুলাদ্বস্তমানেন হ্রাসয়েৎ।
যুপস্তথা খাদির এব কার্যঃ শ্রৈপনিকো ধাত্রিসমুদ্রশ্চ।।৪৯।।

।। আহুতি হোমসংখ্যা বর্ণনম্।।

যস্য যজ্ঞস্য যন্মানং তত্তু তেনৈব যোজয়েৎ।
অমানেন হতো যজ্ঞস্তন্মানং ন হাপয়েৎ।।১।।
শতাধং প্রথমং মানং শতসাহস্রমেব চ।
অযুতং চ তথা লক্ষং কোটিহোমমতঃ পরম্।।২।।

বারহাত প্রমাণ দ্বারা দক্ষিণ পূর্বে করতে হবে। তড়াগে ফলাহস্ত ক্রমে হস্তিকের হ্রাস কর।।৪৭।।

তৃপ্যে নলিনীর দাব থেকে হস্তহীন করবে না। গর্ত্ততৃণ কলা হস্ত এই তড়াগে বলা হয়েছে।।৪৮।।

হীনে হীনতা কর এবং হস্তমান থেকে ব্রাসকারী তৈরী করবে। খদিরের, শ্রৈপর্ণিক বা ধাত্রী থেকে সমুৎপন্ন ধূপ করাতে হবে।।৪৯।।

।। আহুতি হোমসংখ্যা বর্ণন।।

যে যজ্ঞের যা মান তাকে সেই মান দ্বারা যোজিত করতে হবে। যে যজ্ঞ ছাড়াই মান করে সে হত হয়। এজনে মানের ত্যাগ কখনও করবে না।।১।।

এই যজ্ঞের প্রথম মান হল একশত আবার শতসহস্র মান হয়। অযুত মান হয় এবং লক্ষ তথা কোটির হোম সব থেকে বড় হয়।।২।।

অতঃ পরং তু বিভবে রাজা বান্যো দ্বিজোত্তমাঃ।
ন স সিদ্বমবাপ্লোতি অযাগফলভাগ্ভবেৎ।।৩।।
বিপাকং কর্মণাং সর্বং নরঃ প্রাপ্নোতি সর্বদা।
শুভাশুভং ততো নিত্যং প্রাপ্নোতি মনুজঃ কিল্।।৪।।
যুক্তাশ্চাপি গ্রহাস্তত্র নিত্যং শান্তিক পৌষ্টিকে।
তস্মাপ্তযন্ততো ভক্ত্যা নিত্যং পূজা যথাবিধি।।৫।।
অদ্রুতে চ তথা শান্তি কুযাদ্ভক্তি সমন্বিতঃ।
তস্মাদ গ্রহাভিনিত্যং শুভাশুভ ফলং খলু।।৬।।
অদ্রুতেষু চ সর্বেষু অযুতং কারয়েন্নরঃ।
হোমং যথাভিরুচিতং পৌষ্টিকে কাক্ষয়মনি।।৭।।
লক্ষহোমং কোটিহোমং রাজা কুযাদ্যথাবিধি।
অন্যঃ শতাদিকং কুযাদযুতং বিভবে সতি।।৮।।

এর থেকে উপর বিভব হলে রাজা হোক বা অন্য কেউ হোক, হে দ্বিজোত্তমা! যা কিছু করে সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়না এবং যাগের ফলভাগীও হয়না।।৩।।

এই সংসারে মানুষ সর্বদা কর্মের সমস্ত বিরাক প্রাপ্ত হয়। মানুষ এ থেকে নিত্য শুভ ও অশুভ ফল লাভ করে।।৪।।

সেখানে শান্তি বা পৌষ্টিক কর্মে নিত্যই গ্রহযুক্ত হয়। এ থেকে ভক্তিভাব দ্বারা প্রযত্নপূর্বক যথাবিধি পূজা করতে হবে।।৫।।

এবং অদ্ভুত ভক্তি সমন্বিত হয়ে শান্তি করে। এর গ্রহ দ্বারা অভিজনিত শুভ ও অশুভ ফল নিশ্চয়ই হয়।।৬।।

সমস্ত অদ্ভূতদের মধ্যে মানুষের অযুত করাতে হবে। পৌষ্টিক কাম্য কর্মে নিজ অভিরুচি অনুসারে হোম কর।।৭।।

রাজার লক্ষ হোম এবং কোটি হোম বিধি অনুসারে করতে হবে। অন্য পুরুষদের শতাদিত হোম করতে হবে। যদি বিভব হয় তবে অযুতও করতে হবে।।৮।।

গ্রহানাং লক্ষহোমস্তু কোটিহোমস্তথা কলৌ।
ন্ধিহোমং চাভিচারং তন্ন কুর্যাদগৃহাশ্রমী।।৯।।
যত্র যত্র জপঃ কাযো হোমো বা যত্র কুত্রচিৎ।
মানং নৈব চ কর্তব্যং মানাদৌ চাষ্টেকং ন্যসেৎ।।১০।।
যুগ্মসাধ্যং ন কতব্যং যুগ্মতো ভয়মাদিশেৎ।
লক্ষে সপ্ততলি সংখ্যা কোটিহোমে চ বিংশতি।।১১।।
একত্রিংশদিনৈবাপি ন কুর্যাত্যদ্যয়ং ক্বচিৎ।
আরম্ভস্ত্রিসহস্রঃ সৎদ্বিতীয়েৎ ষ্টসহস্রকঃ।।১২।।
তৃতীয়ে তু সহস্রং স্যাদগ্রহসাধ্যঃ স্মৃতো বিধিঃ।
পঞ্চাহে চ সমারম্ভে সহস্রং জুহুয়াদ বুধঃ।।১৩।।
দ্বিতীয়েহহ্নি দ্বিসাহস্রং তৃতীয়ে তু সহস্রকম্।
গুনাসাহস্রকং তুযে পঞ্চাহে শেষমীরিতম্।।১৪।।

গ্রহের লক্ষ হোম হয় এবং কলিযুগে কোটি হোম করতে হবে। নিধি হোম এবং অভিচার হলে গৃহাশ্রমীকে করতে হবে না।।৯।।

যেখানে যেখানে জপ কর অথবা যেখানে কেউ হোম করে এবং মান করতে চায়না, মানদিতে অষ্টকের ন্যাস করতে হবে।।১০।।

যুগ্ম সাধ্যকে করবে না যুগ্ম থেকে ভয় প্রভৃতি অদিষ্ট হয়। লক্ষে সপ্ত তালের সংখ্যা হয় এবং কোটি হোমে কুড়ি সংখ্যা হয়।।১১।।

অথবা একত্রিশ দিনে করতে হবে। এর অন্যথা কোথাও করা যাবে না। আরম্ভে তিন সহস্র হয় এবং দ্বিতীয়ে আট সহস্র হয়।।১২।।

তৃতীয় সহস্র হয়। গ্রহের দ্বারা সাধ্য বিধি বলা হয়। পাঁচদিনের সমারম্ভে বুধের এক সহস্র হবন করতে হবে। দ্বিতীয় দিনে দুই সহস্র তথা তৃতীয় দিনে সহস্র করতে হবে। চতুর্থে গুণ সহস্র করতে হবে এবং পঞ্চমে শেষ বলা হয়।।১৩-১৪।।

নবাহে কল্পয়েল্লক্ষমেকৈকাঙ্গং দিনে দিনে।
পঞ্চমে চ তথা ষষ্ঠে কুলে ভাগদ্বয়াধিকম্।।১৫।।
কোটিহোমে চ তিথ্যঙ্গে শতভাগেন কল্পয়েৎ।
ন ন্যুনং নাধিকং কার্যমেতপ্নানমুদাহৃতম্।।১৬।।
নিত্যমেকং দিনে দদ্যাৎপৃথঙনিত্যং ন চাচরেৎ।
স সমাজে জপেন্নিত্যং পঞ্চতারেন স্বিষ্টকৃৎ।।১৭।।
অযুতে লক্ষহোমে চ কোটিহোমে চ সর্বদা।
প্রথমে দিবসে কুযাদেবতানাং চ স্থাপনম্।।১৮।।
মহোৎসবে দ্বিতীয়ে তু বলিদানং তথৈব চ।
এ্যহসাধ্যে ত্রিরাত্রে পূনং কৃত্বা বিসজয়েৎ।।১৯।।
পঞ্চাহে তু তৃতীয়েহহ্নি বলিদানং প্রশস্যতে।
সমাহে চাষ্টদিবসে নবাহে পঞ্চমেৎহনি।।২০।।

নবাহে লক্ষের কল্পনা করতে হবে এবং দিনে দিনে এক-এক অঙ্গের করতে হবে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ কুলে ভাগ দুয়ের অধিক করতে হবে।।১৫।।

তিথ্যঙ্গ কোটি হোমে শতভাগ থেকে পল্পনা করতে হবে। না হলে ন্যুনই করতে হবে এবং অধিক করাই যাবেনা। এভাবে এর মান বলা হয়েছে।।১৬।।

দিনে এককে নিত্য দিতে হবে এবং নিত্য পৃথক আচরণ করা যাবে না। তাকে পঞ্চ তার দ্বারা স্বিষ্টকৃৎ হয়ে সমাজে নিত্য জপ করতে হবে।।১৭।।

অযুত হোমে, লক্ষ হোমে এবং কোটি হোমে সর্বদা প্রথম দিনে দেবতাদের স্থাপন করতে হবে।।১৮।।

দ্বিতীয় মহোৎসবে বলিদান করবে। তৃতীয় দিনে সাধ্যে এবং তিনরাত্রিতে সাধ্য হলে পূর্ণ করে বিসর্জন করবে।।১৯।।

যা পঞ্চাহ যাগ তার তৃতীয় দিনে বলিদান প্রশস্ত বলা হয়। সপ্তাহে অষ্টমদিনে এবং নবাহে পঞ্চম দিনে করতে হবে।।২০।।

পঞ্চাহে দ্বাদশাহে তু দ্বাত্রিংস্তাড়হশেহনি।
ইতোহন্যথা ন কুর্বীত নাত্র যজ্ঞফলং লভেৎ।।২১।।

।। কুন্ড সংস্কার বর্ণনম্।।

কুন্তানমেথ সংস্কারে বক্ষ্যে শাস্ত্রমতং যথা।
অসংস্কৃতে চাথহানিস্তস্মাস্তংস্কৃত্য হোময়েৎ।।১।।
অষ্টাদশ স্যু সংস্কারাঃ কুন্তানাং তত্র দর্শিতাঃ।
তারেণাবেক্ষয়েৎস্থানং কুশতোয়ৈঃ প্রসেচয়েৎ।।২।।
ত্রিসূত্রীকরণং পশ্চাদবৃত্তসূত্রং নিপাতয়েৎ।
বারেন কীলকং দধ্যান্নারসিংহেন কুডমলম্।।৩।।
জিহ্বাং প্রকল্পয়েপ্তশ্চত্তস্মাদগ্নিং সমাহরেৎ।
ন চ ম্লেচ্ছগৃহাদগ্নিং ন শূদ্রনিলয়াৎকচিৎ।।৪।।

পঞ্চাহে, দ্বাদশাহে বত্রিশ যোড়শ দিনে করবে। এর অন্যথা কখনও করবে না। বিপরীত করলে যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হবে না।।২১।।

।। কুন্ড সংস্কার বর্ণন।।

এরপার আমি কুন্ডের সংস্কার বিষয়ে শাস্ত্রের মত বলবো, যে কুন্ড অসংস্কৃত তাতে হোম করলে ক্ষতি হয় তাই কুন্ডের সংস্কার করেই হোম করতে হবে।।১।।

সেখানে কুন্ডের আঠারোটি সংস্কার দেখানো হয়েছে। তার দ্বারা স্থান আবেক্ষণ করতে হবে এবং কুশের জল দিয়ে প্রসেচন করতে হবে।।২।।

এর পিছনে ত্রিসূত্রীকরণ করবে এবং বৃত্ত সূত্রের নিপাতন করতে হবে, বার দিয়ে কীলক দেবে এবং নারসিংহ মন্ত্র দ্বারা কুড্মল দেবে।।৩।।

এরপর তাতে জিহ্বা প্রকল্পিত করতে হবে এবং তা দিয়ে অগ্নি সমাহরণ করবে। কোন ম্লেচ্ছ জাতির ঘর থেকে এবং কোনও শূদ্রের ঘর থকে কখনও অগ্নি নেওয়া যাবে না।।৪।।

নদীপর্বতশালাভ্যঃ স্ত্রীহেস্তাপ্তরিবর্জয়েৎ।
সংস্কৃত্য পরিগৃহ্নীয়াত্রিধা কৃত্বা সমুদ্ধবেৎ।।৫।।
তমগ্নিং পক্তিগৃহ্নীয়াদাত্মনোহভিমুখং যথা।
বহ্নিবীজেন মতিমাঞ্জিববীজেন পোক্ষয়েৎ।।৬।।
বাগীশ্চরীমৃতুস্রাতাং বাগীশ্চরসমাগতাম্।
ধ্যাত্বা সমীরেনং দদ্যাক্তামমুৎপদ্যতে ততঃ।।৭।।
কালবীজেন চৈশানাং যোনাবগ্নিং বিনিক্ষিপেৎ।
পশ্চাদ্দেবস্য দেব্যাশ্চ দদ্যাদাচমনীযকম্।।৮।।
পিতৃঙ্গল দহ দহ্ চযুগ্মমুদীর্থ চ।
সর্বজ্ঞাজ্ঞপয় স্বাহা মন্ত্রোয়ং বহ্নিপূজনে।।৯।।
বহ্নিবহিষি সংযুক্তা সাদিয়ান্তা সবিন্দবঃ।
বহ্নিমন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা দ্বিজানাং মন্ত্র ঈরিতঃ।।১০।।

নদী, পর্বত এবং শালা দ্বারা তথা স্ত্রীর হাত দিয়ে অগ্নি আনয়ন পরিবর্জিত করতে হবে। প্রথমে সংস্কার করে পরিগ্রহণ করতে হবে এবং তিন ভাগ করে সমুদ্ধৃত করবে।।৫।।

ঐ অগ্নি নিজ অভিমুখে করে প্রতিগ্রহণ করবে, বুদ্ধিমান পুরুষকে বহ্নি বীজদ্বারা এবং শিব বীজ দ্বারা প্রোক্ষণ করতে হবে।।৬।।

বাগীশ্বর থেকে সমাগত ঋতুস্নানকারী বাগীশ্বরীর ধ্যান করে বায়ু দিতে হবে তাকে যাতে ভালোভাবে যথেচ্ছ উৎপন্ন হবে।।৭।।

কাল বীজ দ্বারা ঈশান দিকের যোনিতে ঐ অগ্নি নিক্ষিপ্ত করবে। এরপর দেবী এবং দেবগণের আচমনীয় দিতে হবে।।৮।।

হে পিতৃ পিঙ্গল! দহন কর, দহন কর, এভাবে পাঁচজোড়া বার বলে অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ একে দু'বার বলে হে সর্বজ্ঞ! স্বাহাকে আজ্ঞা দাও, যা বহ্নি পূজার মন্ত্র।।৯।।

বহ্নি,বর্হিষে সংযুক্ত যদিয়ান্ত এবং সবিন্দু বহ্নির মন্ত্র সমুদ্দিষ্ট হয়। একে দ্বিজের মন্ত্র বলা হয়।।১০।।

জিহ্বাস্তাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা যজ্ঞদত্তেন সত্তমাঃ।
হিরণ্যামাজ্যহোমেষু হোময়েৎসংযতাত্মকঃ।।১১।।
ত্রিমধ্বক্তৈযত্র হোমং কণিকায়াং চ হোময়েৎ।
কনকাস্যাতু কৃষ্ণাস্যাদ্বিরন্যা শুভ্রতা তথা।।১২।।
বহুরূপাতিরূপা চ সাত্ত্বিকা যোগকর্মসু।
বিশ্বমূর্তিস্ফুলিঙ্গিনৌ ধূম্রবর্ণা মনোজবা।১৩।।
লোহিতাস্যাক্তালীভাসস্য ইত্যপি।
এতাঃ সপ্ত নিযুঞ্জীত বিজ্ঞেয়া ক্রুরকমসু।।১৪।।
সমিদ্ভেদেষু যা জিহ্বাস্তাস্ত তেনৈব যোজয়েৎ।
হিরণ্যামাজ্যহোমেষু হোময়েস্তংযতাত্মকঃ।।১৫।।
ত্রিমধ্বক্তৈযথা হোমং কণিকায়াং চ হোময়েৎ।
শুদ্ধক্ষীরেন রক্তায়াং নৈত্যিবৈষু প্রভা স্মৃতা।।১৬।।
বহু রূপা পুষ্পহোমে কৃষ্ণা চান্নেন পায়সৈঃ।
ইক্ষুহোমে পদ্মরাগা সুর্বণা পদ্মহোমকে।।১৭।।

ঐ জিহ্বা তিন প্রকার বলা হয় যা যজ্ঞ দত্ত দ্বারা বলা হয়েছে। হে সত্তম! আজ্য হোম সংযুতাত্মক হয়ে হিরণ্যের হোম করতে হবে।।১১।।

যেখানে ত্রিমধ্বক্ত দ্বারা হোম হয় সেখানে কণিকাতে হোম করতে হবে। কণকা হলে কৃষ্ণ হবে, হিরণ্য হলে শুভ্রতা হবে।।১২।।

বহুরূপা, অতিরূপা এবং সাত্ত্বিকা যোগে কর্মে আছে, বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণযুক্তা, মনোজবা, লোহিতা হয়। করালা হয়, কালী ভাসের হয়। এই সাতে নিযুক্ত করবে যা ক্রুর কর্মে জানতে হবে।।১৩-১৪।।

সমিধের ভেদে যে জিহ্বা আছে তা তার দ্বারা যোজিত করবে। আজ্যহোমে সংযত আত্মাযুক্ত হয়ে হিরণ্যার হোম করতে হবে।।১৫।।

ত্রিমধ্বক্তো দ্বারা হোম কর্ণিকাতে করতে হবে। রক্তাতে শুদ্ধ ক্ষীর দিয়ে করবে এবং নৈত্যিকে প্রভা বলা হয়।।১৬।।

পূণ্য হোমে বহুরূপা জিহ্বা আছে। অন্নের দ্বারা এবং পায়স দিয়ে হোমে কৃষ্ণা হয়। ইক্ষুহোমে পদ্মরাগ এবং পদ্মহোম সুবর্ণা হয়।।১৭।।

লোহিতা পদ্মহোমে চ শ্বেতা বৈ বিল্পএকৈ।
ধূমিনী তিলহোমে চ কাষ্ঠহোমে করলিকা।।১৮।।
লোহিতাস্যা পিতৃহোমে ততো জ্ঞেয়া মনোজবা।
বৈশ্বানরঃ স্থিতং হোমে সমিদ্ধোমেষু সত্তমাঃ।।১৯।।
সমানমাজ্যহোমে চ নিষন্নং শেষবস্তুষু।
আস্যাত্তু জুহুয়াদ্বহৌ পিপত্তি সর্বকমসু।।২০।।
কর্ণহোমে তু বৈ ব্যধিনেত্রে তদদ্বকীরিতম্।
নাসিকায়াং সনঃ পীড়া মস্তকেহধ্বা ন সংশয়ঃ।।২১।।
গুহ্যো বিপৎকরং চৈব তস্মাত্তত্র ন হোময়েৎ।
সাধারণমথো বক্ষ্যে বহ্নেডিহ্বোশ্চ কীতিতাঃ।।২২।।
প্রবক্ষ্যামি বিধিং কৃৎস্নং যদ্বিশেষং পুনঃ শৃনু।
ঘৃতাহুতৌ হিরণ্যাখ্যা গগনা পানিহোমতঃ।।২৩।।

পদ্মহোম লোহিতা ও বেলপাতা দিয়ে করা হোমে শ্বেতা হয়। তিলের হোমে ধূমিনী এবং কাঠের হোমে করালা বলা হয়।।১৮।।

পিতৃহোমে লোহিতাস্যা এবং এরপর মনোজবা জানতে হবে, যে হোম সমিদ্ধ তাতে হে সত্তমা! বৈশ্বানর স্থিত হোমে থাকে।।১৯।।

আজ্য হোমে সমান এবং শেষ বস্তুতে নিষন্ন থাকে। বহ্নিতে আজ্য দিয়ে হবন করতে হবে সে সমস্ত কর্মে পালন করে।।২০।।

কর্ণ হোমে ব্যাধি হয়। নেত্র হোমেও ঐভাবে বলা হয়েছে। নাসিকাতে মনের পীড়া হয় এবং মস্তকে মার্গ হয়, এতে লেশমাত্রও সংস্কার নেই।।২১।।

গোপনে বিপত্তিকারী থাকে এজন্য তাতে হোম করা যাবে না। এখনও পর্যন্ত বহ্নির জিহ্বা বিষয়ে বিশদভাবে বলা হল এখন সাধারণ বলা হবে।।২২।।

এখন আমি পূর্ণ বিধি বলবো যা কিছু বিশেষ আছে তা পুনরায় শ্রবণ কর। ঘৃতাহুতিতে হিরণ্য নামযুক্ত হয়। পানি হোমে হয় গগনা।।২৩।।

বক্রা খ্যাতা মহাহোমে কৃষ্ণভা সা ক্রতৌ মতা।
সুপ্রভা মোদিকবিধৌ বহুরূপাতিরূপিকাঃ।।২৪।।
পুষ্পপত্রবিধৌ হোমে বহ্নেজিহ্বাঃ প্রকীতিতাঃ।
ন বা সংকল্পয়েৎকুন্ডে শূদ্রাকারবিভেদতঃ।।২৫।।
ইন্দ্রকোষ্ঠং মস্তকং স্যাদীশাগ্নেয়ে চ মস্তকে।
তৎকাষ্ঠপার্শ্বে দ্বে নেত্রে দ্বৌ করৌ চ পদক্রমাৎ।।২৬।।
অবিশিষ্টং ভবেৎপুচ্ছং মধ্যে চোদর সম্ভবম্।
উদরে হোময়েৎ পুষ্টিমন্নং পায়সকং চ যৎ।।২৭।।
লুত্বা ব্রীহিগনং তত্র কর্ণে পুষ্পাহুতিং লুনেৎ।
বামকর্ণে বামনেত্রে লুনেদজ্যাদিকং বুধঃ।।২৮।।
শ্রবণে চৈব নেত্রে চ দক্ষিণে চেক্ষুখন্ডকম্।
বামপাদে বামকরে অভিবারেষু শস্যতে।।২৯।।

মহাহোমে বক্তা বলেছেন, ক্রতুতে বহু কৃষ্ণভা মানা হয়। মোদকবিধিতে সুপ্রভা হয়। বহুরূপা এবং অতিরূপিকা পুষ্পপত্র বিধিযুক্ত হোমে বহ্নির জিহ্বা পরিকীর্তিত করা হয়েছে অথবা শূদ্রকরের বিভেদ দ্বারা কুন্ডের সংকল্পন করা যাবে না।।২৪-২৫।।

ইন্দ্র কোষ্ট মস্তক হয় এবং ঈশাগ্নেয় মস্তক হয়। সেই কাঠের পার্শ্বে দুটি নেত্র এবং পদ ক্রম থেকে দুটি হাত হয়।।২৬।।

এবং মধ্যে উদর থেকে সম্ভাব্য অবিশিষ্ট পুচ্ছ হয়। উদরে পুষ্টি অন্ন এবং পায়সের হোম করতে হবে।।২৭।।

যেখানে ব্রীহিগণের হবন করে সেখানে কর্ণে পূণ্যাহুতির হবন করতে হবে। বুদ্ধিমান পুরুষকে বামকর্ণে এবং বাম নেত্রে অজ্ঞ প্রভৃতির হবন করতে হবে।।২৮।।

দক্ষিণ শ্রবণ ও নেত্রে ইক্ষুদন্ডের হবন করতে হবে। বাম পা এবং বাম হাতে হবন দ্বারা অভিচার কর্মে প্রশস্য অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য হয়।।২৯।।

মারণে পুষ্পদেশে তু ন চান্যং হোময়েৎক্কচিৎ।
বিপৎকরং বিজানীয়াদ্বনি সর্ববিনাশকৃৎ।।৩০।।
চন্দনাগরূকপূরপাটলাথিকানিভঃ।
পাবকস্য সুতো গন্ধ সমন্তাৎসুমহোদয়ঃ।।৩১।।
প্রদক্ষিণস্ত্যক্তকল্পা ছত্রাকা শিথিলা শিখা।
শুভদা যজমানস্য রাজস্যাপি বিশেষতঃ।।৩২।।
ছিন্নবৃত্তাঃ শিখাঃ কূর্যান্মৃত্যুধনপরিক্ষয়ঃ।
নিবাপ্যং মরনং বিদ্যান্নহাধূমাকুলেহপি চ।।৩৩।
এবং বিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
অষ্টাবিংশানুতীস্ত্যক্ত্বা ব্রাহ্মণানভোজয়েত্ততঃ।।৩৪।।
মূলেনাজ্যেন জুহুয়াজ্জুহুয়াৎপঞ্চবিশতিম্।
মহাস্নানং প্রকতব্যং ত্রিকালং হরিপূজনম্।।৩৫।।

মারণ পুষ্প দেশে অন্য কারুর কখনও হবন করা উচিৎ নয়। এভাবে হবন করা বিপত্তিকারী জানতে হবে। এই হবন সর্ব বিনাশকারী হয়।।৩০।।

চন্দন, অগরু, কর্পূর, পাটলা, যূথিকার তুল্য পাবকের যুত গন্ধ সব এবং সুন্দর মহান উদয়যুক্ত হয়।।৩১।।

প্রদক্ষিণ কল্প ত্যাগকারী, ছত্রাক, শিথিলা অগ্নির শিখা যজমানকে শুভ (মঙ্গল) দানকারী হয় এবং বিশেষ করে রাজ্য-এরও শুভদাত্রী হয়ে থাকে।।৩২।।

ছিন্নবৃত্তযুক্ত শিখা মৃত্যু এবং ধনের পরিক্ষয় করে। মহান ধূম দ্বারা আকুলেও মরণকে নির্বাপ্য জানতে হবে।।৩৩।।

এই প্রকার দোষে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আঠাশটি আহুতি ছাড়াও আবার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে।।৩৪।।

মূল দ্বারা আজ্য দিয়ে হবন করতে হবে এবং পঁচিশটির হবন করবে। মহাস্নান করতে হবে এবং ত্রিকালে হরির পূজনও করা হবে।।৩৫।।

।। বিবিধ মন্ডল নির্মাণ বর্ণনম্।।

অথাতো মন্ডলং বক্ষ্যে পুরানেষু যথোদিতম্।
যদধীনা ভবেৎসিদ্ধিস্তস্মাৎকুযাৎসমাহিতঃ।।১।।
দেবাঃ পদ্মাসনস্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি বসন্তি চ।
বিনাজ্বং নাচয়েদ্দেবমচিতে যক্ষিণী হরেৎ।।২।।
অতো মন্ডলবিচ্ছেদং যস্মাদ্দশগুণং ভবেৎ।
রজঃ সাধ্যে শতগুনং কেবলে দ্বিগুনং ফলম্।।৩।।
ত্রিশতং বনদনে সাধ্যে সহস্ত্রং চ রজোহষ্টকম্।
রজোভি ষোড়শৈবিবং শতংশতমনন্তকম্।।৪।।
যন্ত্রে মনৌ শালগ্রামে প্রতিমায়োং বিশেষতঃ।
মহালয়ে মহাযোনৌ রক্তলিঙ্গে চ সাধিকম্।।৫।।

।। বিবিধ মন্ডল নির্মাণ বর্ণন।।

এরপর মন্ডলের বিষয়ে বলা হবে যেভাবে পুরাণে বলা হয়েছে। মন্ডলেরই অধীন হল সিদ্ধিলাভ অতএব এই মন্ডলের রচনা খুবই সমাহিত হয়ে করতে হবে।।১।।

দেবগণ পদ্মাসনে বসেন এবং ওখানে বাসও করেন। এজন্য বিনা পদ্মে দেবগণের যজন করবে না এবং যে পদ্মবিনা অর্চনা করে সেই অর্চনাকে দক্ষিণী হরণ করে নিয়ে যায়।।২।।

এর থেকে দশগুণ মন্ডলের বিচ্ছেদ হয়। রজসাধ্য হলে শতগুণ এবং কেবলে দ্বিগুণ ফল হয়।।৩।।

বন্দন দিয়ে সাধ্যে তিনশ' গুণ হয় এবং রজোষ্টক সহস্রগুণ ফল হয়। রজ দ্বারা যে ষোড়শ হয়, বিম্ব করবে শত-শত এবং অনন্ত ফলদাত্রী হয়।।৪।।

যন্ত্রে, মণিতে, শালগ্রামে এবং প্রতিমাতে বিশেষরূপে হয়। মহালয়ে, মহাযোনিতে এবং রক্তলিঙ্গে সাধিত হয়।।৫।।

রজোযুক্তং লিখেদ্যস্তু পূজাকাযে বিভূতয়ে।
করণাদিফলং যস্মাত্তস্মাত্তেপরিবজয়েৎ।।৬।।
চতুরস্ত্রং নবং বৃহং ক্রৌঞ্চঘ্রাণং চতুবিধম্।
কামবীজং বজ্রনাথং বিঘ্নরাজং গজাহ্বয়ম্।।৭।।
পারিজাতং চন্দ্রবিবং সূর্যকান্তং চ শেখরম্।
শতপত্রং সহস্রারং নবনাভং চ মুষ্টিকম্।।৮।।
পঞ্চজুং চৈব মৈনকং কামরাজং চ পুষ্করম্।
অষ্টাস্ত্রং চৈব শ্রীবিবং ষড়স্ত্রং ত্র্যস্ত্রমেব তু।।৯।।
চত্বারিংশত্তথা পঞ্চস্বাধিকং পরিসংখ্যয়া।
চতুরস্ত্রং নববূঢ়ং বৈষ্ণবে যাগকর্মনি।।১০।।
প্রশস্ত্রং চাপি গোমেধে ক্রৌঞ্চং ঘ্রাণং চতুবিধম্।
সুভদ্রং চাশ্বমেধে চ নরমেধে নরাসনম্।।১১।।

যে রজোযুক্ত পূজাকার্যে লেখে সে বিভূতির জন্য হয়। যার করণাদি ফল হয় তাকে পরিবর্জিত করে দিতে হবে।।৬।।

চতুরস্র নব ব্যূহ হয় এবং ক্রৌঞ্চ ম্লান চার প্রকার হয়। কামবীজ, রজ্রনাভ, বিঘ্নরাজ এবং গজাহ্বয় নামধারী হয়।।৭।।

পারিজাত, চন্দ্রবিম্ব, সূর্যকান্ত, শেখর, শতপত্র, সহস্নার, লবনাভ এবং মুষ্টিক হয়।।৮।।

পঞ্চাজ, মৈনাক, কামরাজ, পুষ্কর, অষ্টাস্র, শ্রীবিম্ব, ষড়স্র এবং ত্র্যস্র নামক হয়।।৯।।

এই প্রকারে পরিসংখ্যা দ্বারা একচল্লিশ বৈষ্ণব যাগকর্মে চতুরস্র নবূব্যঢ় হয়।।১০।।

গোমেধে ক্রৌঞ্চ এবং ঘ্রাণ চার প্রকারে প্রশংসিত হয়। অশ্বমেধে সুভদ্র এবং নরমেধে নরাস হয় না।।১১।।

সর্বত্র সর্বতোভদ্রং চতুরস্রং সুভদ্রকম্।
কামরাজং তথা এ্যস্ত্রমষ্টাস্ত্রং চ যড়কস্ত্রম্।।১২।।
শক্তানাং কামপক্ষে চ পঞ্চসিংহাসনং মহৎ।
ধ্যানাবলে মেরুপৃষ্ঠং মনিমুক্তাচলেম্বপি।।১৩।।
সহস্রং শতপত্রং চ অন্নদানে তিলাচলে।
হরিবল্লভং রাজসূয়ে সোমযাগেষু শস্যতে।।১৪।।
প্রতিষ্ঠায়াং সুভদ্রাং চ সর্বতোভদ্রমেব চ।
জলাশয়প্রতিষ্ঠায়াং বিঘ্নরাজং প্রশস্যতে।।১৫।।
ঘটপ্রস্থাপনে চৈব গজাহ্বং তুরগাসনম্।
শতপত্রং লক্ষহোমে অযুতে চতুরস্রকম্।।১৬।।
যস্য যজ্ঞস্য যদ্বিম্বং তত্তু তেনৈব যোজয়েৎ।
ইতোহন্যথা ভবেদ্দোষো বিপরীতেম্বধোগতিঃ।।১৭।।

সর্বত্র সর্বতোভদ্র, চতুরস্র, সুভদ্রক, কামরাজ, ত্র্যস্র, অষ্টাস্র এবং ষড়স্র হয়।।১২।।

শাক্তের কামপক্ষে পঞ্চ সিংহাসন মহাগ হয়। ধ্যানাচলে মেরুপৃষ্ঠ হয় তথা মণি মুক্তাচলেও এটাই হয়।।১৩।।

অন্নদান এবং তিলাচলে সহস্র এবং শতপত্র হয়। রাজযুয় যজ্ঞে হরিবল্লভ এবং এই সোমযোগেও প্রশস্ত বলা হয়।।১৪।।

প্রতিষ্ঠাতে সুভদ্র এবং সর্বতোভদ্রই হয়। যেখানে জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা হয় সেখানে বিঘ্নরাজ প্রশস্ত মান্য হয়।।১৫।।

ঘটের প্রস্থাপনে গজহ্ব এবং তুরগামন হয়। লক্ষ হোমে শতপথ এবং অযুত হোমে চতুরস্রক হয়।।১৬।।

যে যজ্ঞের যা বিম্ব হয় তাকে তার দ্বারা যোজিত করতে হবে। এর অন্যথা করলে দোষ হয় এবং বিপরীত করলে অধোগতি হয়।।১৭।।

দ্বিহস্তা চতুরস্র চ বেদিকা পরিকীতিতা।
চতুরঙ্গুলোচ্ছ্র য়মিতা ষড়ংগুলা হ্যথাপি বা।।১৮।।
ষড়ঙ্গুলা নবব্যূহে বধয়েদ্যজ্ঞকোবিদঃ।
একাঙ্গুলসমুৎসেধঃ কর্তব্যস্মুসমাহিতৈঃ।।১৯।।
ক্রৌঞ্চপ্রানে তুর্যহস্তং মুষ্টিহস্তং সমুচ্ছ্রি তম্।
মধ্যদ্বয়ে হীনকরং কনিষ্ঠং এ্যঙ্গুলাধিকম্।।২০।।
কূর্যাদিবত্রি ক্রমাদ্ধীনমুচ্ছ্রায়ে দ্বজসত্তমা।
পাকিজাতাং চন্দ্রবিম্বং সূর্যকান্ত চ শেখরম্।।২১।।
গ্রহানাং পৌষ্টিকে পক্ষে বাহ্মগ্রামাদিসাধনে।
নিযোজয়েত্তত্রতত্র বেদিকাচক্রকত্রয়ম।।২২।।
প্রথমে মুষ্টিহস্তঃ স্যাৎসম্পূণে শেষমানকৈঃ।
নবলাভে চ পঞ্চজ্বং করত্রয়মুদ্রাহৃতম্।।২৩।।

চতুরস্রা বেদের দুই হাত বলা হয়েছে, চার আঙ্গুল উঁচু সেমিত অথবা ছয় আঙ্গুল উঁচু হয়।।১৮।।

যজ্ঞ বিধির বিদ্বান পুরুষকে নবব্যূহে ছয় আঙ্গুল উঁচু বেদি বর্জিত করতে হবে। ভালভাবে সমাহিত দ্বারা এক আঙ্গুল সমুৎসেধ করতে হবে।।১৯।। ক্রৌঞ্চ প্রাণে তূর্য হস্ত। মপষ্টি হস্ত সমুচ্ছ্রি ত মধ্যদ্বয়ে হীনকর এবং কনিষ্ঠ তিন আঙ্গুল অধিক হয়।।২০।।

হে দ্বিজসত্তম! দু'তিন ক্রমে উঁচুতে হীন করতে হবে। পারিজাত। চন্দ্রবিম্ব, সূর্যকান্ত এবং শেখর এদের গ্রহণ করলে পৌষ্টিক পক্ষে তথা বাহ্য গ্রামাদি সাধনে নিয়োজিত করতে হবে সেখানে-সেখানে বেদিক চক্রের তিনবার করবে।।২১-২২।।

প্রথমে হস্ত মুষ্টি করতে হবে যতক্ষণ শেষ মানদ্বারা সম্পূর্ণ হবে। নবলাভে পঞ্চাজ্জ এবং করত্রুয় উদাহৃত করা হয়েছে।।২৩।।

শেষা চৈব বরিষ্ঠা চ লবলী ভিত্তি বেদিকা।
বিজ্ঞেয়া দ্বিজশাদুলা যথাকাম্যেষু যোজয়েৎ।।২৪।।
অযথাব্যত্যয়ে দোষস্তস্মাদ্যত্নেন সাধয়েৎ।
দশহস্তে চাষ্টহস্তে অষ্টহস্তে চ ষোড়শম্।।২৫।।
মুষ্টিবাহুঞ্চ প্রাদেশং বর্ধয়েৎষোড়শাংশকে।
হস্তোৎসেধং চ কতব্য হীনে হীনং চ হ্রাসয়েৎ।।২৬।।
দপনাকরকং কুযাদ্যাগকে শান্তিকর্মনি।
হীনং কুযাৎপ্রযত্নেন বপ্রাকারং পরিস্তবে।।২৭।।
নিশারনৈর্গোময়ৈশ্চ বেদিকাং চ প্রলেপয়েৎ।
স্বণরত্নময়েস্তোয়ৈরভিষিচ্য কুশোদকৈঃ।।২৮।।
হীন বীযগবানাং চ পুরীযং বৈনুকং তথা।
কপিলায়াশ্চ যত্নেন কুন্ডমন্ডল লেপনে।।২৯।।

এবং শেষ বরিষ্ঠা, লবলী মাটি বেদিকা জানতে হবে। হে দ্বিজ শার্দুল! এদের যথা কাম্যে যোজিত করতে হবে।।২৪।।

অযথা ব্যত্যয়ে দোষ হয় অতএব বড় যত্নের সাথে সাধন করতে হবে। দশহস্তে, অষ্টহস্তে এবং অষ্টহস্তে ষোড়শ সাধন করবে।।২৫।।

মুষ্টিবাহুর এবং প্রাদেশকে ষোড়শাংশকে বর্ধিত করতে হবে। এক হাত উৎসেধ করতে হবে। যে হীন হয় তাকে হীন হ্রাসিত করে।।২৬।

শান্তিকর্মযুক্ত যাগে দর্পণা কারক করতে হবে। পরিস্তবে বপ্রাকার প্রযত্নে হীন করতে হবে।।২৭।।

নিশারণ ও গোময় দ্বারা বেদির প্রলেপন করাতে হবে। স্বর্ণারত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ কুশাদক জল দ্বারা অভিযোজন করবে।।২৮।।

কুন্ডমন্ডলের লেপন করার কাজে হীন্ন বীর্য, গোবর তথা ধেনুক ও কপিলার গোবর যত্নপূর্বক গ্রহণ করতে হবে।।২৯।।

বজেয়েৎ সর্বযাগেযু স্থন্ডিলেযু প্রযন্ততঃ।
বিনা সূত্রৈঃ কীলকে ন মন্ডলে নৈব সূত্রয়েৎ।।৩০।।
তস্মাৎ প্রযন্ততঃ কার্য যৎসুত্রং যচ্চ কীলকম্।
অর্কহস্তমিতং সূত্রং মৃদু লাক্ষায়ং তথা।।৩১।।
পীতকার্যস্রজং চৈব কীলকং স্বণনির্মতম্।
রৌপ্যতাম্রময়ং কুর্যাদি বৈষ্ণবে যাগকর্মনি।।৩২।।
গননায়কে সুপ্রশস্তং শৈযেপামাগমেব চ।
গ্রহপক্ষে তথেশস্য কচ্ছপস্য দ্বিজোত্তমাঃ।।৩৩।।
যোড়শে চাকহস্তে চ তত্র নেমিমুতং।।৩৪।।

সমস্ত যাগে স্থন্ডিলে প্রযত্নপূর্বক বর্জন করতে হবে। কীলকে সূত্রবিহীন করবে না এবং মন্ডলে সূত্রায়ন করবে না।।৩০।।

এজন্য যা সূত্র হয় এবং কীলক হয় তাকে প্রযত্নপূর্বক করতে হবে। সূত্র বার হাত হবে এবং লাক্ষাময় মৃদু হতে হবে।।৩১।।

বৈষ্ণব যাগকর্মে কীলক পীতকার্য স্রজ, স্বর্ণ নির্মিত তথা রৌপ্য তাম্রময় করতে হবে।।৩২।।

গণনায়কে শেষ এবং অপমার্গই প্রশস্ত হয়। হে দ্বিজোত্তমা! গ্রহপক্ষে এর কচ্ছপের প্রশস্ত হয়। যোড়শ এবং অর্কহস্তে ওখানে নেমিযুত হতে হবে।।৩৩-৩৪।।

।। প্রতিসর্গ - পর্ব।।

।। সুদর্শনান্তনর পতিরাজ্যকালবৃত্তান্ত।।

ভবিষ্যাখ্যে মহাকল্পে ব্রহ্মায়ুষি পরাদ্ধকে।
প্রথমেহদ্বেহ্নি তৃতীয়ে প্রাপ্তে বৈবস্বতেহন্তরে।।১।।
অষ্টাবিংশে সত্যযুগে কে রাজানোহভবন্মুনে।
তেষাং রাজ্যস্য বর্ষানি তন্মে বদ বিচক্ষন।।২।।
কল্পাখ্যে শ্বতবারাহে ব্রহ্মাদ্বস্য দিনত্রয়ে।
প্রাপ্তে সপ্তমুহূর্তে চ মনুর্বৈবস্বতোহভবৎ।।৩।।
স তপ্তা ঝরয়ুতীরে তপো দিব্যং শতং সমাঃ।
তচ্ছিক্কাতোহভবৎপুত্র ইক্ষাকুঃ স মহীপতিঃ।।৪।।
ব্রহ্মানো বরদানেন দিব্যং যানং স আপ্তবান।
নারায়নং পূজয়িত্বা হরৌ রাজ্যং নিবেদ্য চ।।৫।।

।। প্রতিসর্গ পর্ব ।।

।। সুদর্শনান্ত নরপতি রাজ্যকাল বৃত্তান্ত।।

ভবিষ্যনামক মহাকল্পে ব্রহ্মার আয়ুর পরার্দ্ধকে প্রথম বর্ষের দিনে তৃতীয় বৈবস্বতের মধ্যে ২৮তম সত্যযুগে কে রাজা হবে? হে মুণি! হে বিচক্ষণ! তাঁর রাজ্যের বর্ষ আমাকে বলুন।।১-২।।

শ্বেত বরাহ নামক কল্পে ব্রহ্মার বর্ষের তিন দিনে সাত মুহূর্ত প্রাপ্ত হলে বৈবস্বত মনু হয়।।৩।।

ঐ বৈবস্বত মনু সরযূ নদীর তটে দিব্য তপ করে যে শতবর্ষ পর্যন্ত তপস্যা করেছিলেন, তার তপস্যার প্রভাবে তার ইক্ষাকু মহীপতি পুত্র হয়েছিল।।৪।।

ঐ ইক্ষাকু রাজা নারায়ণের পূজা করে হরির জন্য রাজ্য সমর্পিত করে ৩৬ হাজার বর্ষ পর্যন্ত ঐ সময় রাজত্ব করেন। তা থেকে বিকুক্ষি নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। সেও পিতার শাসনকাল থেকে একশ বছর কম রাজত্ব করেন

যটত্রিংশচ্চ সহস্রাণামদ্বং রাজ্যং তদাকরোৎ।
তস্মাজ্জাতৌ বিকুক্ষিশ্চ শতহীনং তদব্দকম্।।৬।।
রাজ্যং কৃত্বা দিবং যাতস্তজ্জাতৌ রিপুংজয়।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তৎককুৎস্থসুতঃ স্মৃতঃ।।৭।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ততোহনেনাংস আত্মজঃ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো নৃপ পৃথুঃ।।৮।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং বিম্বগশ্বশ্চ তৎসুতঃ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাদাদ্রৌ নৃপোহভবৎ।।৯।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ভদ্রাশ্চস্তৎ সুতোহভবৎ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং যুবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ।।১০।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং শ্রবস্থস্তৎ সুত্তোহভবৎ।
সত্যপাদশ্চ সজ্জাতঃ প্রথমো ভারতেহন্তরে।।১১।।
উদয়াদস্তপর্যন্তং তৈনৃপৈভূমিমন্ডলম্।
ভুক্তং নীতিপরৈদেবৈঃ শ্রবস্থেন তু ভূর্তলে।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং বৃহদশ্বস্ততোহভবেৎ।।১২।।

এবং আবার স্বর্গলোকে চলে যান। তা থেকে রিপুঞ্জয় উৎপন্ন হয়। এ'ও শতাহীন রাজত্ব তরেন। এর পুত্রকে কুকৎস্থ বলা হয়।।৫-৭।।

ইনি শতাহীন রাজত্ব করে আবার এর থেকে পৃথু নৃপ উৎপন্ন হয়। এ'ও শতাহীন রাজত্ব করে। এর পুত্র বিম্বগশ্ব হয় এবং সে শতাহীন রাজত্ব করে। এর থেকে আর্দ্র নামক পুত্র সমুদ্রভূত হয়।৮-৯।।

ইনি শতাহীন রাজত্ব করেন। এর পুত্র ভদ্রাশ্ব এ'ও শতাহীন রাজত্ব করেন। এঞ্জ পুত্র যুবনাশ্ব।।১০।।

এর শাসনকালও একশ বর্ষ কম, পিতার থেকে এর শরেবস্থ এবং সত্যপাদ উৎপন্ন হয় যারা ভাকতের মধ্যে প্রথম।।১১।।

এই রাজারা উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত নীতিপরায়ণ হয়ে এই ভূমন্ডল ভোগ করেন। শ্রবস্থ তো ভূতলে শতহীন রাজত্ব করেন। এর থেকে বৃহদশ্ব উৎপন্ন হয়।।১২।।

শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাৎকুবলয়াশ্বক।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং দৃঢ়াশ্বস্তৎ সুতোহভবেৎ।।১৩।।
সহস্রহীনং রাজ্যং তত্তস্মাৎপুত্রো নিকুম্ভকঃ।
সহস্রহীনং রাজ্যং তৎসংকটাশ্বস্তু তৎসুতঃ।।১৪।।
সহস্রহীনং রাজ্যং তত্তস্মাজ্জাতঃ প্রসেনজিৎ।
সহস্রহীনং রাজ্যং তদ্রবনাশ্বস্তু তৎসুতঃ।।১৫।।
সহস্রহীনং রাজ্যং তন্মান্ধাতা তৎসুতোহভবৎ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং পুরুকুৎসস্তু তৎসুত।।১৬।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ত্রিংশদশ্বস্তু তৎসুতঃ।
রথে যস্য স্মৃতা বাহ্য বাজিনং স্ত্রিশতোবরাঃ।।১৭।।
অনরন্যস্ততো জাতো হ্যাষ্টাবিংশৎ সহস্রকম্।
রাজ্যং দ্বিতীয়চরনে স্মৃতং সত্যযুগাস্য বৈ।।১৮।।
পৃযদশ্বস্ততো জাতো রাজ্যং ষষ্ঠসহস্রকম্।
তদদ্বং ভূতলে কৃত্বা পিতৃলো কুমপাসযৌ।।১৯।।

ইনি শতহীন রাজত্ব করেন। ঐ বৃহদশ্ব থেকে কুবলয়াশ্বকের জন্ম হয়। ইনিও শতাহীন রাজত্ব করেন। কুবলয়াশ্বকের পুত্র দৃঢ়াশ্ব। ইনি নিজ পিতার থেকে এক সহস্র বর্ষ কম রাজত্ব করেন। এর পুত্র নিকুম্ভক। ইনিও সহস্রাহীন রাজত্ব করেন। এর পুত্র সংকটাশ্ব উৎপন্ন হয়।।১৩-১৪।।

সংকটাশ্ব সহস্রাহীন রাজত্ব করেন এবং প্রসেনজিৎ নামক পুত্রের জন্ম দেন। এর রাজত্বকাল সহস্রাহীন ছিল। এর পুত্র তদ্রবণাশ্ব। ইনি সহস্রাহীন রাজত্ব করেন। এর পুত্র মান্ধাতা নামক বালক রাজা ছিল। ইনি শতাহীন রাজত্ব উপভোগ করেন। এর পুত্র পুরুকুৎস। ইনি শতাহীন শাসন করেন। এর পুত্র ত্রিংশদশ্ব যার রথে ত্রিশটি খুব ভাল অশ্ব বহন করতো।।১৫-১৭।।

এরপর অনরণ্য উৎপন্ন হয় যার রাজত্ব ২৮ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত থাকে। এটি সত্যযুগের দ্বিতীয় চরণে বলা হয়েছে।।১৮।।

এরপর পৃযদশ্ব জন্মগ্রহণ করেন যার রাজত্ব কাল ছয়সহস্র বছর ছিল। ইনি এই ভূতলে রাজ্য শাসন করে আবার পিতৃলোতে চলে যান।।১৯।।

হর্যশ্বস্তু ততো জাতো বিষ্ণুভক্তকুলে নৃপঃ।
সহস্রহীনং রাজ্যং তত্তৎসুতৌ বসুমানস্মৃতঃ।।২০।।
সহস্রহীনং রাজ্যং তত্রিধন্বা তনয়স্ততঃ।
সহস্রহীনং রাজ্যং তত্তেন রাজ্ঞা চ সৎকৃতম্।।২১।।
সত্যপাদ সমাপ্তোহয়ং দ্বিতীয়ো ভারতেহন্তরে।
ত্রিধন্বনশ্চ নৃপতেস্ত্রপারন্যস্তু বৈ সুতঃ।।২২।।
সহস্রহীনং রাজ্যং তৎকৃত্বা স্বর্গমুপাযযৌ।
তস্মাজ্জাতস্ত্রিশংকশ্চ রাজ্যং বর্ষসহস্রকম্।।২৩।।
ছঘনা হীনতাং জাতো হরিশ্চন্দ্রস্তু তৎসুতঃ।
রাজ্যং বিংশৎসহস্রং চ রোহিতো নাম তৎসুতঃ।।২৪।
পিতুতুল্যং কৃতং রাজ্যং হারীত স্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং চঞ্চুভূপশ্চ তৎসুত।।২৫।।
পিতুস্তুল্যং হি রাজ্যং তদ্বিজয়ো নামতৎসুতঃ।
পিতুস্তুল্যং হি রাজ্যং তদ্রুরূকস্তনয়স্ততঃ।।২৬।।

এরপর হর্যশ্ব উৎপন্ন হয় যিনি রাজা বিষ্ণুর ভক্ত কুলে হন। উনি সহস্রাহীন রাজত্ব করেন। এর পুত্র বসুমান।।২০।।

বসুমানের রাজত্ব কালও সহস্রাহীন ছিল। এর থেকে তৎত্রিধন্বা পুত্র হয়। এর রাজ্যশাসনের সময় ছিল সহস্রাহীন। ঐ রাজা সৎকাজ করেছিলেন।।২১।।

ভারতের মধ্যে এই দ্বিতীয় সত্য পাদ সমাপ্ত হয়ে ত্রিধন্বা রাজার পুত্র এয়ারণ্য হয়।।২২।।

যে সহস্রহীন রাজত্ব করে শেষে স্বর্গে চলে যায়। এরপর ত্রিশঙ্কু সমুৎপন্ন হয় যার রাজ্যকাল ছিল এক সহস্র বর্ষ।।২৩।।

এ ছদ্ম থেকে হীনতাপ্রাপ্ত হয়। এর পুত্র হরিশ্চন্দ্র যিনি ২০ সহস্র বর্ষ রাজ্যশাসন উপভোগ করেন এর পুত্রের নাম রোহিত।।২৪।।

ইনিও নিজ পিতার সমান রাজ্য শাসন করেল এর পুত্রের নাম হারীত। এর রাজ্যকাল পিতারই মতো ছিল। এর পুত্রের নাম চঞ্চুভূপ। পিতার মতো এর রাজত্ব ছিল। এর পুত্রের নাম বিজয় যে পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। এর

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সগরস্তনয়োঽভবৎ।
ভূপাশ্চ বাহুসেনান্তা বৈষ্ণরা পরিকীর্তির্তা।।২৭।।
রাজ্য মানং কৃতং সম্যতাভূপৈ বৈবস্বতাদিভিঃ।
মনিস্বর্ন সমৃদ্ধিশ্চ বহ্বন্নং বহুদুগ্ধকম্।।২৮।।
পূনো ধর্মস্তদা ভূম্যাং মুনে সত্যযুগস্যবৈ।
তৃতীয়চরনে মধ্যে সগরো নাম ভূপতিঃ।।২৯।।
শিবভক্ত সদাচারস্তৎ পুত্রাঃ সাগরা স্মৃতা।
ত্রিংশৎ সহস্রবষং তদ রাজ্যং বৈ মুনিভি স্মৃতম্।।৩০।
নষ্টেষু সাগরেষ্বেবমস মঞ্জস আত্মজঃ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং মং শুমাংস্তৎ যুতোঽভবৎ।।৩১
শতহীনং কৃতং রাজ্যং দিলীপস্তৎ সুতোঽভবৎ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জতো ভাগীরথ।।৩২।।

পুত্রের নাম তদ্রূরূক। এরও রাজ্যকাল পিতার সমান। তারপুত্র সগর। বায়ু সেনার শেষ পর্যন্ত থাকা রাজা সমস্ত বৈষ্ণব বলা হয়।।২৫-২৭।।

বৈবস্বত প্রভৃতি রাজাসমূহ ভালো মনে রাজত্ব মেনে নেন। ঐ সময় ওদের রাজত্বে মণি, স্বর্ণের সমৃদ্ধি ছিল। প্রচুর অন্ন, প্রচুর দুধ,পূর্ণধর্ম ঐ সময়ে ভূমিতে ছিল। হে মুণি! সত্যযুগের তৃতীয় তরণে মধ্যে সগর নামধারী রাজা হন।।২৮-২৯।।

ঐ রাজা সগর শিবের পরম ভক্ত এবং সদাচারী। ওর পুত্র সব সাগর নামে প্রসিদ্ধ হয়। ওর রাজ্য মুণিগণ তিন সহস্র বছর ধরে বলেছেন।।৩০।।

সাগর নষ্ট হয়ে গেলে অসমঞ্জস পুত্র হয়। ইনি শতহীন রাজত্ব করেন এবং এর পুত্র অংশুমান।।৩১।।

এর রাজত্বকাল শতহীন ছিল। এর পুত্রের নাম রাজা দিলীপ। ইনিও শতহীন রাজত্ব করেন। এর থেকে জন্ম হয় ভগীরথের। এর রাজ্য শতহীন

শতহীনং কৃতং রাজ্যং শ্রুপ্তসেনস্ততোহভবৎ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং নাভাগস্তনয়স্তত।।৩৩।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং অম্বরীষ স্ততোহভবৎ।
শৈবাঃ ষটশ্রুসেনান্তা নাভাগোবৈষ্ণবো নৃপঃ।।৩৪।।
সত্যপাদ সমাপ্তোহয়ং তৃতীয়ো ভারন্তেতরে।
অম্বরীষেন ভূপেন শতহীনং কৃতং পদম।।৩৫।।
চতুথে চরনে তস্য চাষ্টাদশ সহস্রকম্।
অদ্বং রাজ্যং শুভং জ্ঞাতং কর্মভূম্যাং চ ভারতে।।৩৬।
একোনত্রিং শদ্বযানি রাজ্যং তত্রিংশতানি চ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং সিন্ধুদ্বীপোহম্বরীষজ।।৩৭।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং মযূতাশ্বস্ততোহভবৎ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং মৃতুপর্নস্তু তৎসুতঃ।।৩৮।।

হয়। এর পুত্রের নাম শ্রুতসেন। ইনি শতকম রাজত্ব করেন। এর নাভাগ নামক পুত্র হয়।।৩২-৩৩।।

এর রাজত্বকাল শতহীন ছিল। এর পুত্রের নাম ছিল অম্বরীশ। শ্রুতসেনের শেষ পর্যন্ত এই ছয় রাজা ছিল শৈব কেবল নাভাগ রাজাই একা বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণব ছিল।।৩৪।।

ভারতে এই তৃতীয় সত্যযুগের পাদ সমাপ্ত হল। রাজা অম্বরীশ শতহীন পদ করেছিলেন।।৩৫।।

চতুর্থ চরণে ওর আঠারো সহস্র বর্ষ পর্যন্ত শুভ রাজ্য এই ভারতে কর্মভূমিতে জানা যায়।।৩৬।।

তিনশ উনত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব ছিল। অম্বরীশ এর পুত্র সিন্ধুদ্বীপ শতহীন রাজত্ব করেছিলেন।।৩৭।।

এরপর ওর পুত্র অযুতাশ্চ শতহীন রাজত্ব করেছিলেন। এর পুত্র ঋতুপর্ণ নামধারী হয়েছিল যিনি শতহীন রাজত্বে করেছেন।।৩৮।।

শতহীনং কৃতং রাজ্যং সর্বকামো নৃপস্তত।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং নৃপ কলমাষপাদকঃ।।৩৯।।
শতহীনং কৃতং রজ্যং সুদাসস্তনয়োহভবৎ।
তস্মাদশমকশ্চৈব মদয়ন্ত্যা বশিষ্ঠজঃ।।৪০।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং হরিবর্মা ততো হভবৎ।
সপ্ত ভূপাঃ সুদাযাস্তা বৈষ্ণবা পরিকীর্তির্তা।।৪১।।
গুরুশাপাত্তু সৌদাসো রাজ্যাংগং গুরবেহপমৎ।
গোকণলিং গভক্তশ্চ শৈবঃ সময় উচ্যতে।।৪২।।
হরিবর্মা শমকজো বৈশ্যবৎ সাসাধু পূজকঃ।
ঊনত্রিংশৎ সহস্রানি তথাসপ্ত শতানি বৈ।।৪৩।।
হরিবমাহ করোদ্রাজ্যং তস্মাদ দশর থোহভবৎ।
পিতৃতুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ দিল্লীবয়স্ততঃ।।৪৪।।
পিতৃতুল্যং কৃতং রাজ্যং ভূপো বিশ্বাসহস্তত।
রাজ্যং দশসহস্রং তন্নিযজ্ঞ প্রাকৃতো নৃপঃ।।৪৫।।

এরপর সর্বকাম নামক রাজা হয়। এর রাজত্বকাল ছিল শতহীন। তারপর কল্মায পাদক রাজা হয়। ইনি শতহীন রাজ্য শাসন করে না।।৩৯।।

এর পুত্র হয় সুদাস। এর অটশমক মদয়ন্তী থেকে বশিষ্ঠ দ্বারা জন্ম হয়েছিল। ইনি শতহীন রাজত্ব করেন।।৪০।।

এরপর উৎপন্ন হরিকর্মা। ইনি সুদাসের শেষ পর্যন্ত সাত রাজা বৈষ্ণব ছিল। সৌদাস গুরুর শাপ দ্বারা রাজ্যাঙ্গ গুরুর জন্য সমর্পণ করেছিলেন। গোকর্ণলিঙ্গের ভক্ত ছিল এবং ঐ সময় শৈব বলা হত।।৪১-৪২।।

হরিবর্মা ছিল শমকের পুত্র এবং বৈশ্যের ভালো সাধু পূজক। হরিবর্মা ঊনত্রিশ সহস্র সাত শত বছর রাজ্য উপভোগ করেছিলেন। এরপর দশরথের উৎপত্তি হয়। ইনিও নিজ পিতারই তুল্য রাজত্ব করেছিলেন। এর দিল্লীবয় পুত্র হয়েছিল।।৪৩-৪৪।।

এর রাজ্যকালও পিতার মতোই ছিল। এরথেকে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল যিনি দশ সহস্র বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তল্লিযজ্ঞ প্রকৃত রাজা ছিলেন।।৪৫।।

তদধর্মপ্রতাপেন হ্যনাবৃষ্টিস্তদাহভবৎ।
শতবর্ষমনা বৃষ্টিসসর্বরাজ্যং ব্যনাশয়ৎ।।৪৬।।
যজ্ঞং কৃত্বাবশিষ্টস্তু রাজীবচন তৎপরঃ।
যজ্ঞাৎ খট বাংগ উৎপন্ন ঘটবাংগং শস্ত্রমুদ্বহন।।৪৭।।
ইন্দ্রসাহায্যমগদ্রাজ্যং ত্রিংশৎসহস্রকম্।
কৃত্বা তত্র বরং লধ্বা দেবেভ্যো মুক্তিতাং গতঃ।।৪৮।।
ঘটবাংগাদীঘবাহুশ্চ রাজ্যং বিংশ সহস্রকম্।
তস্মাৎ সুর্দশনো জাতো দেবীপূজনতৎপর।।৪৯।।
বৈষ্ণবা দাশরথ্যং তাস্রয়ো বিখ্যাতযদবলা।
ঘটবাংগো দীর্ঘবাহুশ্চ বৈষ্ণবৌ পরিকীতিতৌ।।৫০।।
সুদশনো মহাপ্রাজ্ঞ কাশীরাজ সুত নৃপঃ।
উদূহ্য ভূপতৃজ্জিত্বা দেবীসেবাপ্রসাদত।।৫১।।

ওর অধর্মের প্রতাপ থেকে ঐ সময় খুব ভারী অনাবৃষ্টি হয়েছিল। একশত বর্ষ পর্যন্ত বৃষ্টির সর্বথা অভাব ছিল। যার কারণে সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়েছিল।।৪৬।।

বশিষ্ঠ মুণি রাজ্ঞীর কথায় তৎপর হয়ে যজ্ঞ করেছিলেন। ঐ যজ্ঞ থেকে খট্বাঙ্গ উৎপন্ন হয় যে খট্বাঙ্গ শস্ত্র ধারণ করেছিলেন।।৪৭।।

তিন সহস্র বছর রাজ্য ইন্দ্রের সহায়তায় চলেছিল। ওখানে বরদান প্রাপ্ত করে দেবতাদের থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল।।৪৮।।

খট্বাঙ্গ থেকে বাহু হয় যিনি কুড়ি সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য করেছিলেন। ওর থেকে আবার সুদর্শন উৎপন্ন হয়েছিল যিনি দেবীর যজনার্চনে তৎপর থাকতেন।।৪৯।।

দাশরথির শেষ পর্যন্ত তিন বৈষ্ণব এবং বিখ্যাত বাৎসল্যযুক্ত রাজা হয়েছিল। খট্বাঙ্গ এবং দীর্ঘবাহুও বৈষ্ণব নামে পরিচিত ছিল।।৫০।।

সুদর্শন মহান পন্ডিত ছিলেন যিনি কাশীরাজের পুত্র রাজা ছিলেন। রাজাদের জিতে দেবীর সেবার প্রসাদ দিয়ে বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন।।৫১।।

রাজ্যং ভারত খন্ডান্তু মদধদ্ধমতো নৃপ।
বর্মপঞ্চ সহস্রানি রাজ্যং চক্রে সভূপতি।।৫২।।
স্বপ্নমধ্যে বচঃ প্রোক্তং মহাকাল্যে নৃপায় বৈ।
বৎস ত্বং প্রিয়য়া সাদ্ধং বশিষ্ঠাদিভিরন্বিতঃ।।৫৩।।
হিমাসয়ং গিরিং প্রাপ্য বাসং কুরু মহামতে।
মহাবায়ুপ্রভাবেন ক্ষয়ো ভরত খংড়কে।।৫৪।।
তন্তাকর পশ্চিমোহধিবস্তস্য দ্বীপাঃ ক্ষয়ং গতা।।৫৫।।
বাড়বোহদ্ধিদক্ষিনে চ তস্য দ্বীপা ক্ষয়ং গতা।
হিমাধ্বিরুত্তরে তস্য সগরে খনিতো হি সঃ।।৫৬।।
যে দ্বীপাস্তু সুবিখ্যাতাস্তেহপি সর্বে লয়ংগতা।
ভারতো বর্ষ এবাসৌ বৎসরে সপ্তমেহনি।।৫৭।।
সজীব প্রলয়ং যাযাত্তস্মাত্ত্বং জীবিতো ভব।
তথেতি মত্বা স নৃপ পর্বতং বৈ হিমালয়ংম্।।৫৮।।

এই রাজা ভরতখন্ডে পূর্ণ ধর্ম দিয়ে রাজত্ব করেছিলেন। এই রাজার রাজত্বকাল পাঁচ হাজার বর্ষ পর্যন্ত ছিল।।৫২।।

মহাকালী স্বপ্নের মধ্যে রাজা রাজার সঙ্গে এই কথা বলেছিলেন যে, হে বৎস হে মহামতিবান্! তুমি নিজ প্রিয়ার সাথে বশিষ্ঠ প্রভৃতির সাথে অন্বিত হয়ে হিমাচল পর্বতে চলে যাও এবং ওখানে বাস কর। মহান বায়ুর একটি এমন প্রভাব হবে যে এই ভরতখন্ডের বিনাশ হয়ে যাবে।।৫৩-৫৪।।

এর রত্নাকর পশ্চিম সাগরদের সমস্ত দ্বীপ ক্ষীণ হয়ে গেছে। মহোদর্ষি পূর্ব সাগর ওর দ্বীপও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে।।৫৫।।

দক্ষিণে বাড়ব অব্ধি ওর দ্বীপ ক্ষয়কে প্রাপ্ত হয়ে গেছে। হিমাব্ধি উত্তর ওর সাগরে ঘনিত আছে।।৫৬।।

যত প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে যেগুলি সব ক্ষয়কে প্রাপ্ত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষই হল এটি যা সাত বছরে দিনে সজীব প্রলয় প্রাপ্ত হয়। এরজন্য তুমি জীবিত আছ। এই মহাকালীর বচন স্বীকার করে ঐ রাজা হিমাচল পর্বতে চলে গিয়েছিলেন।।৫৭-৫৮।।

প্রাপ্তবান মুখ্যভূপৈশ্চ মুখ্যবৈশ্যৈর্দ্বিজৈ সহ।
পঞ্চবর্ষ প্রমাণেন বায়ুস্তেজঃ ক্রমাজ্জলম্।।৫৯।।
শর্করা চ মহীং প্রাপ্তাস্ততো জীবা ক্ষয়ং গতা।
পঞ্চবর্ষমিতে কালে জলং জাতা বসুন্ধরা।।৬০।।
শান্তো ভূত্বা পুনবায়ুজলং সর্বমশোষয়ৎ।
দশবর্ষান্তরে ভূমি স্থলীং ভূত্বা প্রদৃশ্যতে।।৬১।।

।। ত্রেতাযুগীয়ভূপ বৃত্তান্তবর্ণনম।।

বৈশাখশুক্লপক্ষে তু তৃতীয়াগুরুবাসরে।
সুদশনো জনৈ সাদ্ধময়োধ্যামগমৎপুনঃ।।১।।
মায়াদেবী প্রভাবেন পুরং সর্বং মনোহরম্।
মহবৃদ্ধিযুতং প্রতং বহ্বন্নং সর্বরত্নকম্।।২।।

ওর সাথে মুখ্য রাজা ছিল, প্রমুখ বৈশ্য ছিল এবং প্রধান দ্বিজও চলে গিয়েছিল। পাঁচ বছরের প্রমাণ থেকে বায়ু তেজ, জল ক্রমে শর্করা মহীকে প্রাপ্ত হয় এবং এরমধ্যে সমস্ত জীবক্ষয়কে প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, পাঁচ বছর পরিমাণ কালে এই সুন্দরায় জলই হয়ে গিয়েছিল।।৫৯-৬০।।

আবার বায়ু শান্ত হয়ে সমস্ত জল শোষণ করে নিয়েছিল। এভাবে দশ বছরের মধ্যে এই ভূমি স্থলী হয়ে দেখা দেবে।।৬১।।

।। ত্রেতাযুগীয়ভূপবৃত্তান্তবর্ণন।।

বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে গুরুবারে সুদর্শন জনগণের সঙ্গে আবার অযোধ্যায় গেলেন।।১।।

মায়াদেবীর অনুগ্রহে সমস্ত নগর পরম মনোহর হয়েছিল যেখানে মহাবৃদ্ধি হয়েছিল, প্রচুর অন্ন দ্বারা সম্পন্ন ছিল এবং সব প্রকার রত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল।।২।।

দশবর্ষ সহস্রানি রাজ্যং কৃত্বা সুদর্শনঃ।
প্রাপ্তবাঞ্ছাশ্বতং লোকং দলীপস্তৎ সুতোহভবৎ।।৩।।
নন্দিনীবরদানেন তৎপুত্রো রঘুরুত্তম্।
দশবর্ষসহস্রানি দিলীপো রাজ্যসৎকৃতঃ।।৪।।
রাজ্যং কৃতং চ রঘুনা দিলীপান্তে পিতুসমম্।
রঘুবংশস্তত খ্যাতস্ত্রেতায়াং ভৃগুনন্দন্।।৫।।
বিপ্রস্য বরদানেন তৎপুত্রোহজ ইতি স্মৃতঃ।
পিতুতুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাৎদশরথোহভবৎ।।৬।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্রামো হরিঃ স্বয়ম্।
একাদশ সহস্রানি রামরাজ্যং প্রকীতিতম্।।৭।।

দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত সুদর্শন এখানে রাজত্ব করে শেষে শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ওর দিলীপ নামে পুত্র হয়েছিল।।৩।।

নন্দিনী গরুর বরদান প্রাপ্ত করে দিলীপের উত্তম পুত্র রঘু নামধারী হয়েছিল। দশসহস্র বর্ষ পর্যন্ত দিলীপ রাজত্ব করেছিলেন।।৪।।

দিলীপের রাজত্ব শেষ হয়ে গেলে রাজা রঘু পিতার মতো রাজ্যসুখ উপভোগ করেন। হে ভৃগুনন্দন! তখন থেকেই ত্রেতাযুগে এই রঘুবংশ প্রখ্যাত হয়েছেল।।৫।।

ব্রাহ্মণের বরদানে রঘুর অজ নামে পুত্র জন্ম নিয়েছিল। ইনিও নিজের পিতার মতোই রাজ্যএর আনন্দ প্রাপ্ত করেন। এর দশরথ নামে পুত্র হয়েছিল।।৬।।

এই রাজা দশরথ পিতার মতোই রাজ্য ভোগ করেছিলেন। আবার শ্রীরাম মহারাজ দশরথের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হন যিনি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই ছিলেন। একাদশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত শ্রীরামের রাজত্ব কাল বলা হয়।।৭।।

তস্য পুত্র কুশো নাম রাজ্যং দশসহস্রকম্।
অতিথিনাম তৎপুত্র কৃতং রাজ্যং পিতু সমম্।।৮।।
নিবন্ধো নাম তৎপুত্র কৃতং রাজ্যং পিতুস্মমম্।
তস্মাজ্জাতো নল্যে নাম ত্রেতায়াং শক্তিপূজকঃ।।৯।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মান্নাভ সুতোহভবেৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং পুন্ডরীক সুতোহভবেৎ।।১০।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ।ং ক্ষেমধন্বা তু তৎসুতঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং দ্বারকো নাম তৎসুত্ত।।১১।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো হ্যহীনজ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং করুনাম সুতস্তত।।১২।।
কুরুক্ষেত্র কৃতং তেন ত্রেতায়াং শতযোজনম্।
ত্রেতাপাদসসমাপ্তোহয়ং প্রথমে ভারতেহন্তরে।।১৩।।

ভগবান দাশরথি শ্রীরামের কুশ নামে পুত্র হয় যিনি দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। অতিথি নামে ওঁনার পুত্র হয়েছিল। ইনি নিজ পিতার মতোই কাজ্য শাসন করেছিলেন।।৮।।

ওঁর নিবন্ধ নামে পুত্র হয় যিনি পিতার মতো রাজ্যসুখভোক্তা হন। ওনার নল নামে পুত্র হয় যিনি ক্রেতাযুগে শক্তির পূজাকারী ছিলেন।।৯।।

এই নল পিতার তুল্যই রাজত্ব করেছিলেন। এর নাভ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। এর রাজ্যকাল পিতার সমান ছিল। ওর পুন্ডরীক নামে পুত্র হয়েছিল। তিনিও পিতার মতো রাজ্যযুক্ত হন।।১০।।

ক্ষেম ধেন্বা ওনার পুত্র হিসাবে জন্ম নেয়। এর রাজ্যও ছিল পিতার মতো। এর পুত্র দ্বারক জন্ম গ্রহণ করেন যার রাজ্য ছিল পিতৃতুল্য।।১১।।

দ্বারক থেকে অহীন পুত্র হয় এর রাজ্যও পিতার মতোই ছিল। কুরু নামে তার পুত্র হয়েছিল। উনি ক্রেতাযুগ শতযোজন কুরুক্ষেত্র করেছিলেন। ভারতের মধ্যে এই ত্রেতার চরণ সমাপ্ত হয়।।১২-১৩।।

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং পারিয়াত্রঃ সুতোহভরৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং দলপালসসুত স্ততঃ।।১৪।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ছদ্মকারী তু তৎসুত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদুকৃঃ সুতোহভবৎ।।১৫।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বজ্রনাভিস্ততোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শংগনাভিস্ততোহভবৎ।।১৬।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ব্যুৎথনাভিস্ততোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বিশ্বপালস্ততোহভবৎ।।১৭।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং স্বর্ণনাভিস্তু তৎসুতঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং পুফাসেনস্তু তৎসুতঃ।।১৮।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ধ্রুবসন্ধিস্তু তৎসুত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং রাজ্যপর্বমাতু তৎসুতঃ।।১৯।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শীঘ্রগন্তা তু তৎসুত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মরুপালস্তু তৎসুত।।২০।।

ইনিও নিজ পিতার মতোই রাজ্য শাসন করেছিলেন। এর পুত্র পরিয়াত্র নামে উৎপন্ন হয়েছিল। ওনার পিতৃতুল্য রাজ্য ছিল। এর পুত্রের নাম দলপাল।।১৪।।

দলপালের রাজ্য ছিল পিতৃতুল্য। এর পুত্রের নাম ছদ্মকারী। ছদ্মকারীর পুত্র হল উকথ। উকেথর পুত্র ব্রজনাভি। এর পুত্র হল শঙ্গনাভি। এর ব্যুথনাভি পুত্র হয়। এর পুত্র হল বিশ্বপাল। এই সবার রাজ্য কাল নিজ নিজ পিতার সমানই হয়েছিল।।১৫-১৭।।

এর পুত্র স্বর্ণনাভি পুত্র হয়েছিল। স্বর্ণনাভির পুত্র হল পুষ্পসেন। এর পুত্রের নাম ধ্রুবসন্ধি। এর পুত্র হল অপবর্মা। এর পুত্র হল শীঘ্রগন্তা। ওনার পুত্রের নাম মরুপাল যিনি প্রসূত শ্রুত নামে পচিচিত ছিলেন। এর পুত্রের

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং প্রসূবশ্রুত উচ্যতে।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুসন্ধি স্তনয়োহভবৎ।
ত্রেতাপাদঃ সমাপ্তোহয়ং প্রথমে ভারতেন্তরে।।২১।।
উদায়াদুদয়ং যাবদ্রাজ্ঞ তত্র সুসন্ধিনা।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মামর্বস্তনয়স্ততঃ।।২২।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মহাহশ্বস্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বৃহদবালসুতস্তত।।২৩।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বৃহদেশান এবতৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃত রাজ্যং মরুক্ষেপস্ততোহভবৎ।।২৪।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বৎসপালস্তু তৎসুত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বৎস ব্যুহস্ততোহভবৎ।।২৫।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং প্রতিব্যোমা ততো নৃপঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুতো দেবকরস্ততঃ।।২৬।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সহদেবস্ততোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বৃহদশ্চস্ততো নৃপ।।২৭।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ভানুরত্নস্ততোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুপ্রতীকস্ততোহভবৎ।।২৮।।

নাম সুসন্ধি। এই সকলের রাজত্ব কালও পিতাদের মতোই ছিল। এই ভারতের মধ্যে প্রথম ক্রেতা পাদ সমাপ্ত হয়েছিল।।১৮-২১।।

যেখান পর্যন্ত উদয় থেকে উদয় হতো সেখান পর্যন্ত সুসন্ধি রাজা রাজত্ব করেছিলেন পিতার মতো। এর পুত্র হল মামর্ব। এর পুত্র হল মহাশ্ব। মহাশ্বের পুত্রের নাম বৃহদ্‌বাল। এর পুত্র বৃহদৈশান। এর পুত্র হল মরুক্ষেপ। এর পুত্রের নাম হল বৎস পাল। এর পুত্র হল বৎসব্যূহ। এর থেকে প্রতিব্যোমা হল। এঁরা সব নিজ নিজ পিতার সমানই রাজত্ব করেছিলেন। এর দেবকর হয় যিনি পিতৃতুল্য রাজ্যযুক্ত ছিলেন।।২২-২৬।।

নাম ভানুরত্ন। এর থেকে সুপ্রতীক নামে পুত্র জন্ম হয়। এই সবার রাজ্যোপভোগ নিজ পিতার সমান ছিল।।২৭-২৮।।

পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং মরুদেবসসুতস্তত।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সুনক্ষত্রস্ততোহভবৎ।।২৯।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সুত কেশীনরস্তত।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং রাজ্যমন্তরিক্ষস্ততো নৃপঃ।।৩০।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সুর্বনাংগো নৃপোহভবৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্য পুত্রো হ্যমিত্রজিক।।৩১
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং বৃহদ্রাজস্ততোহভবৎ।।৩২।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং ধর্মরাজস্ততো নৃপ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতঃ কৃতজ্জয়ঃ।।৩৩।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জতো রণজ্জয়।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সজ্জয়স্তৎসুতঃ স্মৃত।।৩৪।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তৎপুত্র শাক্যবধর্ন।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং ক্রোধদানস্তু তৎসুর্ত।।৩৫।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদতুলবিক্রমঃ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং স্তস্থাজ্জাতঃ প্রসেনজিৎ।।৩৬।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তৎপুত্র শূদ্রকঃ স্মৃতঃ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সুরথস্তৎ সুতোহভবৎ।।৩৭।।

সুপ্রতীকের পুত্রের নাম ছিল মরুদেব। এর পুত্র হল সুনক্ষত্র। এর পুত্র কেশীনর। এর পুত্রের নাম রাজা অন্তরীক্ষ। এর পর হয় সুবর্ণাঙ্গ। বর্ণাঙ্গের পুত্রের নাম অভিজ্জজিৎ। এর পুত্র বৃহদ্রাজ। এর পুত্র ধর্মরাজ এবং ধর্মরাজের পুত্র হল কৃতঞ্জয়। কৃতঞ্জয়ের পুত্র হল রণঞ্জয়। এর পুত্র হল সঞ্জয়। এর পুত্রের নাম শাক্যবর্ধন। এর আবার ক্রোধদান নামে পুত্র হয়। এই সবাই নিজ নিজ পিতার সমানই রাজ্যভোগ করেন।।২৯-৩৫।।

ক্রোধদানের প্রতুল নামে পরাক্রমশালী পুত্রের জন্ম হয় যিনি পিতার মতো রাজত্ব করেন এর প্রসেনজিৎ এর থেকে শূদ্রকের উৎপত্তি হয়।এর থেকে সুরথ জন্ম গ্রহণ করে। এই সকলে পিতৃতুল্য রাজ্যসুখ উপভোগ

পিতুরদ্ধং কৃতং রাজ্যং সবেতু রঘুবংশজা।
পঞ্চযষ্টি পিতাভূপা দেবীপূজন তৎপরা।।৩৮।।
হিংসাযজ্ঞপরা সর্বে স্বর্গলোকমিতো গতা।
বুদ্ধা জাতাশ্চ যে পুত্রাস্তে সর্বে বর্ণসংকরা।।৩৯।।
ত্রেতাতৃতীয় চরন প্রারম্ভেন নবতাং গতা।
ইন্দ্রেণ প্রেষিতো ভূমৌ চন্দমা রোহিনীপতি।।৪০।।
প্রায়াগনগরে রম্যে ভূমিরাজ্য মচীকরং।
বিষ্ণুভক্তশ্চন্দ্রমাশ্চ শিবপূজনতৎপর।।৪১।।
মায়াদেবীপ্রসন্নাথে শতং যজ্ঞমচীকরৎ।
অষ্টাদশসহস্রানি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গত।।৪২।।
তস্যপুত্রো বুধো নাম মেরুদেবস্য বৈ সুতঃ।
ইলামুদ্বাহ্য ধমেন তস্মাজ্জাতঃ পুরুরবা ।।৪৩।।

করেছিলেন। সমস্ত রঘুবংশে উৎপন্ন বংশধররা পিতার অর্ধেক রাজত্ব করেন। যে ৬৫ জন রাজা হন, যারা পিতা ছিলেন এবং দেবীর পূজা করতে তৎপর ছিলেন।।৩৬-৩৮।।

এই সব হিংসা যজ্ঞের পরায়ণ ছিল এবং সকলে এখান থেকে স্বর্গলোকে চলে গেছেন। যে পুত্র বুদ্ধ উৎপন্ন হয় তারা সব বর্ণ সঙ্কর ছিল।।৩৯।।

ত্রেতাযুগের তৃতীয় চরণের আরম্ভ হলে হলে এই নবীনতাকে প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রদেব এই ভূমন্ডলে রোহিনী পতি চন্দ্রমাকে প্রেষিত করেছিলেন।।৪০

উনি রম্য প্রমাগ নগরে ভূমিরাজ্য করেছিলেন। চন্দ্রমা বিষ্ণুর ভক্ত এবং শিবের পূজা কালে সদা তৎপর ছিলেন।।৪১।।

ইনি মায়াদেবীর প্রসন্নতার জন্য একশত যজ্ঞ করেন। আঠারো সহস্র বছর পর্যন্ত এখানে রাজ্য সুখের অনুভব করে স্বর্গলোকে যান।।৪২।।

এর পুত্রের নাম বুধ যিনি মেরুদেবের পুত্র ছিলেন। ইনি ইলার থেকে ধর্ম বিধির সাথে বিবাহ করেন এবং ওর থেকে পুরূরবার জন্ম হয়।।৪৩।।

চতুর্দশ সহস্রানি ভূমিরাজ্যমচীকরৎ।
উর্বশীং সোঽপি স্ববেশ্যাং সময়ে নৈব ভোগ্যবান।।৪৪
আয়ুনাম সুতো জাতো ধমাত্মা বিষ্ণুতৎপরঃ।
যটত্রিশচ্চ সহস্রানি রাজ্যং কৃত্বা পুরুরবা।।৪৫।।
গন্ধবলোক সম্প্রাপ্য মোদতে দিবি দেববৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং আয়ুযো নহুযসসুতঃ।।৪৬।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং ততঃ শক্রত্বমাগত।
ত্রিলোকীং স্ববশং চক্রে বর্যমেকসহস্রকম্।।৪৭।।
মুনেদুবাসস শাপানৃপোঽজগরতাং গতঃ।
পঞ্চ পুত্রা যমাতেশ্চ ত্রয়ো ম্লেচ্ছত্বমাগতা।।৪৮।।
দ্বৌ তথায়ত্বমাপ্নৌ যদুজ্যেষ্ঠ পুরুলঘুঃ।
তপোবলপ্রভাবেন রাজ্যং লক্ষাব্দসমিতম্।।৪৯।।

এই পুরূরবা রাজা চোদ্দ সহস্র পর্যন্ত রাজত্ব করেন। উনিও সময়ে উর্বশী নামক স্বর্গের অপ্সরাকে ভোগ করেন।।৪৪।।

এর আয়ু নামে পুত্র হয় যিনি পরম ধর্মাত্মা ছিলেন এবং বিষ্ণু ভগবানের আরাধনায় তৎপর ছিলেন। পুরুরবা ছত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত রাজত্ব করে আবার গন্ধর্ব লোকে পৌঁছান এবং স্বর্গে দেবীদের ভাল আনন্দোপভোগ করেছিলেন। পিতৃতুল্য আয়ু রাজত্ব করেন। এর পুত্র হল নহুষ।।৪৫-৪৬।।

এই রাজা নহুষ নিজ সময় পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন এবং ইন্দ্রত্ব এর পদবী প্রাপ্ত হন। এক সহস্র বর্ষ পর্যন্ত ইনি ত্রিলোকীকে নিজ বংশে পরিণত করেছিলেন।।৪৭।।

মহাক্রোধী দুর্বাসা মুনির শাপে রাজা অজগর হয়ে গিয়েছিল। যযাতির পাঁচপুত্র ছিল তাদের মধ্যে তিনজন ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।।৪৮।।

বাকি দু'জন আর্যত্ব প্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হল যদু এবং কনিষ্ঠ হল পুরু। তপস্যার বলে একলক্ষ বর্ষ পর্যন্ত রাজ্যসুখ ভোগ করে ভগবান

কৃত্বা বিষ্ণু প্রসাদেন ততো বৈকুণ্ঠমাগত।
যদো পুত্র স্মৃত ক্রোষ্টা রজ্যং যষ্টি সহস্রকম্।।৫০।।
বৃজিনঘ্নসসুতস্তস্মাদ্রা রাজ্যং বিংশৎ সহস্রকম্।
তস্মাৎ স্বাহাচন পুত্র কৃতং রাজ্যং পিতুস্মমম্।।৫১।।
তস্মাৎ চিত্ররথ পুত্র কৃতং রাজ্যং পিতুমম্।
অরবিন্দসসুতস্তস্মাৎ কৃতং রাজ্যং পিতু সমম্।।৫২।।
অথ শ্রবাস্ততো জাততেজস্বী বিষ্ণুতৎপর।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ।ং তৎপুত্র তামস স্মৃতঃ।।৫৩।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদুশনস্মৃতঃ।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং শীতাশুকনৃপোহভবৎ।।৫৪।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং কমালাং শুস্ততোহভবৎ।।৫৫
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং পারাবত সুতস্ততঃ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং জামধস্তৎ সুতোহভবৎ।।৫৬।

বিষ্ণুর প্রসাদে এর পর বৈকুণ্ঠ লোকে চলে গিয়েছিল। যদুর পুত্র ক্রোষ্ঠা ষাট হাজার বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।।৪৯-৫০।।

এর পুত্র হল বৃজিনঘ্ন। উনি কুড়ি সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। এর পুত্র স্বহার্চন নিজ পিতার মতোই সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।।৫১।।

এর পুত্র চিত্ররথও পিতার ন্যায় রাজত্ব করেছিল। এই চিত্ররথের পুত্র হল অরবিন্দ। ইনি পিতার সমান রাজত্ব করেছিলেন।।৫২।।

এরপর জন্ম নেয় শ্রবা, যে বড় তেজস্বী এবং বিষ্ণু ভক্তিতে তৎপর ছিল। ইনি পিতার শাসনকালের অর্ধেক সময় পর্যন্ত রাজ্য করেছিলেন। এর পুত্র তামস, ইনি পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। এর থেকে উৎপন্ন হয় উশন। ওর শীতাংশুক নামে পুত্র হয়। এই সবাই নিজ পিতার সংয়ের মতোই রাজ্যসুখ প্রাপ্ত হয়েছিল। এর পুত্র হল জামঘ।।৫৩-৫৬।।

পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং বিদর্ভস্তৎসুতোহভবৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং ক্রাথো নাম সুতস্ততঃ।।৫৭।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং কুন্তিভোজশ্চ তৎযুতঃ।
পুরুদৈত্যসুতাপুত্র পাতালে বৃষপর্বন।।৫৮।।
উষিত্বা নগরে তস্মিমনমায়াবিদ্যস্ততোহভবৎ।।
প্রয়াগস্য প্রতিষ্ঠানে পুরে রাজ্যমথাকরোৎ।।৫৯।।
দশবষসহস্রানি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গত।
দেবীভক্ত স নৃপতিস্তৎ পুত্রো জনমেজয়।।৬০।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং প্রচিন্বাং স্তৎসুতোহভবৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং প্রবীরস্তনয়োহভবৎ।।৬১।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং নভস্যস্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং ভবদস্তৎ সুত স্মৃত।।৬২।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সুদ্যুন্মস্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং পুত্রো বাহুগর স্মৃচত।।৬৩।।

এই জামঘও পিতৃতুল্য রাজত্ব করেছিলেন। এর পুত্র হল বিদর্ভ এবং বিদর্ভের পুত্র হল ক্রাথ। এই দুজন পিতার সমানই রাজত্ব করেছিলেন। ক্রাথ এর পুত্র কুন্তিভোজ। পুরু দৈত্যসপতার পুত্র। বৃষপর্বণ পাতালে বাস করতো। ওই নগরে ওর পুত্র মায়াবিদ্য ছিল। ইনি প্রয়াগের প্রতিষ্ঠান পুরে রাজ্য শাসন করতেন।।৫৭-৫৯।।

ইনি দশ সহস্র বছর পর্যন্ত রাজত্ব করে শেষে এই স্বর্গংলাকে চলে গিয়েছিলেন। এই রাজা দেবীর পরম ভক্ত হন। এর হল জনমেজয়।।৬০।।

এর রাজত্ব কালও পিতার সমান ছিল। এর পুত্র প্রাচিন্বান, এর পুত্র প্রবীর। প্রবীরের পুত্র নভস্য এবং এর পুত্র হল ভবদ। এই সবার রাজত্ব কাল নিজ নিজ পিতার সমান ছিল। ভবদের পুত্র সুদ্যুম্ন। ইনিও নিজ পিতার মতোই রাজত্ব করেছিলেন। এর বাহুগর নামে পুত্র হয়েছিল।।৬১-৬৩।।

পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সংযাতিস্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং ধনয়াতিস্ততোহভবৎ।।৬৪।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং রাজ্যমৈন্দ্রাশ্চস্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্রন্তিনর সুতঃ।।৬৫।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তৎপুত্র সুতপা স্মৃত।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সরনস্তনয়স্তত।।৬৬।।
হিমালয় গিরৌ প্রাপ্তে তপ কতুং মনো দধত।
শতবর্ষং ততে সূর্যস্তপতীং নাম কন্যকাম।।৬৭।।
সংবরনায় দদৌ তুষ্টা রবিলোকং নৃপো গত।
ততো মায়াপ্রভাবেন যুগং প্রলয়মাগতম।।৬৮।।
চত্বার সাগরা বৃদ্বা ভারতং ক্ষয়তাং গতম।
দ্বিবযে সাগরা ভূমিরুযিত্ত্বা ভূধরৈ সহ।।৬৯।।
মহাবায়ুপ্রভাবেন সাগরা শুষ্কতা গতা।
অগস্ত্যতেজসা ভূমি স্থলীভূত্বা প্রদৃশ্যতে।।৭০।।

ইনিও পিতৃতুল্য রাজত্ব করেছিলেন। এর পুত্র সংযাতি, এর রাজত্বকাল পিতার মতোই ছিল। ওর ধনয়াতি নামক পুত্র হয়। ধনয়াতির ঐন্দ্রাশ্ব নামক পুত্র হয় এবং এর রন্তিনর নামক পুত্র হয়। এর পুত্র হল সুতপা এবং সুতপার পুত্র হল সবরণ। এই সকলের রাজত্ব কাল নিজ নিজ পিতাদের রাজত্ব কালের সমান ছিল।।৬৪-৬৬।।

সবরণ হিমাচলে গিয়ে তপস্যা করার ইচ্ছা করেছিল এবং ওখানে একশ বছর তপস্যা করেছিল। এই তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে সূর্যদেব তপতী নামক কন্যা সবরণকে দিয়েছিলেন। রাজা পরম সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যলোকে চলে গিয়েছিলেন। এর পর মায়ার প্রভাবে প্রলয়ের যুগ এসে গিয়েছিল।।৬৭-৬৮।।

চার মহাসমুদ্র এত বেড়ে গিয়েছিল যে এই ভারত দেশ ক্ষয়তাপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ভূমি সমস্ত ভূধরের সঙ্গে দুই বছর পর্যন্ত সাগরেই নিবাস করেছিল। এরপর মহাবায়ুর প্রভাবে এই সাগর শুষ্ক হয়েছিল। অগস্ত্যের তেজে এই ভূমি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে হয়ে গেলে এই সমস্ত

পঞ্চবর্ষান্তরে ভূমি বৃক্ষদূর্বাদি সংযুতা।
সূর্যাজ্ঞয়া চ সংবন স্তপথ্যা মুনিনা সহ।।৭১।।
বশিষ্ঠেন ত্রিবর্ণৈশ্চ মুখৈ সাদ্ধং সমাগতঃ।।৭২।।

।। দ্বাপরযুগীয়ভূপ বৃত্তান্তবর্ণনম্।।

সংবর্ণশ্চ মহীপাল কস্মিনকালে সমাগত।
লোমহর্ষেন মে ব্রুহি দ্বাপরস্য নৃপংস্তথা।।১।।
ভাদ্রস্য কৃষ্ণপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং ভৃগৌ দিনে।
সংবনো মুনিভি সাদ্ধাং প্রতিষ্ঠানে সমাগত।।২।।
প্রতিষ্ঠানং কৃতং রম্যং পঞ্চযোজনমায়তম্।
অদ্ধক্রোশোন্নত্রং হর্ম্যং রচিতং বিশ্বকর্মনা।।৩।।
বুদ্ধিবংশে প্রসেনস্য সক্তায়া ভূপতি কৃত।
যদুবংশে সাত্বতশ্চ মধুরাভূপতি কৃত।।৪।।

ভূমন্ডল, বৃক্ষ তথা বৃক্ষাদি দ্বারা ভুক্ত হয়েছিল। ভগবান সূর্যের আজ্ঞায় সবরণ তপতীকে সাথে নিয়ে মুণি বশিষ্ঠ এবং প্রমুখ ত্রিবর্ণের সাথে এখানে এসেছিলেন।।৬৯-৭২।।

।। দ্বাপর যুগীয় ভূপবৃত্তান্ত বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে দ্বাপর যুগীয় নৃপতিগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

শৌনক মুণি বললেন, হে লোমহর্ষণ সংবর্ণরাজা কোন্ সময়ে সমাগত হয়েছেন – তা বলুন এবং দ্বাপর যুগের নৃপতিগণের বিষয়ে কৃপাপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলুন। সূতজী বললেন, ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবার রাজা সংবর্ণ মুণিদের সংগে প্রতিষ্ঠানে আগমন করেন।।১-২।।

সেই প্রতিষ্ঠান পঞ্চযোজন বিস্তৃত পরম সুন্দর ছিল। বিশ্বকর্মা অর্ধক্রোশ বিস্তৃত উচ্চহর্ম নির্মাণ করেছিলেন।।৩।।

বুদ্ধিবংশের রাজা প্রসেনকে সক্তার ভূপতি করা হয়েছিল।।৪।।

ম্লেচ্ছবংশে শ্মশ্রূপালো মরুদেশস্য ভূপতি।
ক্রমেন বর্দ্ধিতা ভূপা প্রজাভি সহিতাভূবি।।৫।।
দশবর্ষ সহস্রানি সংবনো ভূপতি স্মৃতঃ।
তস্যাত্মজোহযমচাঙ্গ কৃতং রাজ্যং পিতু স্মৃত।।৬।।
তস্য পুত্র সূরিজাপী পিতুরর্দ্ধং চ রাজ্যকৃৎ।
সূর্যযজ্ঞস্তস্য পুত্র সৌরস্বজ্ঞপরায়ন।।৭।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাদাতিথ্যবধন্।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং দ্বাদশাত্মা তু তৎসুত।।৮।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো দিবাকর।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাজজতো প্রভাকর।।৯।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ভাস্বদাত্মা চ তৎসুত।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং বিবস্বজজ্ঞস্তদাত্মজঃ।।১০।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং হরিদশ্বাচনস্তত।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্বৈকতন সুত।।১১।।

ম্লেচ্ছ বংশের শ্মশ্রূপাল মরুদেশের রাজা ছিলেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে নৃপতিগণ ভূমন্ডলে প্রজাগণের সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন।।৫।।

রাজা সংবর্ণ দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র অর্চাঙ্গ পিতৃতুল্য রাজত্ব করেছিলেন।।৬।।

অর্চাঙ্গের পুত্র সুরিজাপী পিতার রাজত্বকালের অর্ধকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র সুরিয়জ্ঞ সৌরযজ্ঞ পরায়ণ ছিলেন সূর্যযজ্ঞ শতহীন রাজত্ব করেন। তার পুত্র আতিথ্য বর্ধন পিতার রাজত্বকালের শতবর্ষকাল রাজত্ব করেন। তার পুত্র দ্বাদশাত্মা পিতার থেকে শতবর্ষ কম রাজত্ব করেন। দ্বাদশাত্মা পুত্র দিবাকর তাঁর পুত্র প্রভাকর, তাঁর পুত্র ভাস্বদাত্মা এবং ভাস্বদাত্মা পুত্র বিস্বভঙ্গ। তাঁর পুত্র হরিদশ্বার্চন, তাঁর পুত্র বৈকর্তন — এঁদেরসকলের রাজত্বকাল পিতার অপেক্ষা শতবর্ষ করে কমছিল।।৭-১১।।

শতহীনং কৃতং রাজ্যং স্তস্মাদকেষ্টিমান সুত।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মান মাতন্ডবৎসলঃ।।১২।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং মিহিরার্থস্তু তৎসুত।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাদরুন পোষণ।।১৩।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্দয়ুমনি বৎসল্।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাত্তরনিযজ্ঞকঃ।।১৪।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মানমৈত্রেষ্টিবধনঃ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং চিত্রভানূজকস্ততঃ।।১৫।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্বৈরোচন সমৃতঃ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং হংসন্যায়ীতু তৎসুতঃ।।১৬।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্বদ প্রবধন।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাৎসাবিত্র উচ্যতে।।১৭।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ধনপালস্ততোহভবৎ।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ম্লেচ্ছহন্তা সুত স্মৃতঃ।।১৮।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মাদান।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ধর্মপালসুতস্ততঃ।।১৯।।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং ব্রহ্মভক্ত সুতস্ততঃ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ ব্রহ্মোষ্টিবদ্ধনঃ।।২০।

বৈকর্তনের পুত্র পৌত্রাদিগণ হলেন অর্কেষ্ঠিমান, মার্তন্ডবৎসল, মিহিরার্ষ, অরুণপোষণ, ধূমণিবৎসল, তরণিযজ্ঞক, মৈত্রেষ্টিবর্ধন, চিত্রভাযুর্জক বৈরাচন ও হংসন্যায়ি এঁরা সকলে তাঁদের পিতার থেকে একশতবর্ষ কম রাজত্ব করেছিলেন। হংসন্যায়ী পুত্র বেদপ্রবর্ধন, তাঁর পুত্র সাবিত্র, সাবিত্র পুত্র ধনপাল, তাঁর পুত্র ম্লেচ্ছহন্তা, তাঁর পুত্র আনন্দবর্ধন, তাঁর পুত্র ধনপাল। তাঁর পুত্র ব্রহ্মভক্ত। এই সকল রাজাগণ পিতার থেকে একশত বর্ষ কম রাজত্ব করেন।

পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদআত্ম প্রপূজক।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং পরমেষ্ঠী সুতস্ততঃ।।২১।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্ধেরন্য বদ্ধনঃ।
শতহীনং কৃতং ধাতৃযাজী তু তৎসুতঃ।।২২।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তদ্ধিধাতৃ প্রপূজক।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্বেদুহিনঃ ক্রতুঃ।।২৩।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্বৈরঞ্চ্য উচ্যতে।
শতহীনং কৃতং রাজ্যং তৎপুত্রঃ কমলাসনঃ।।২৪।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং শমবর্তী তুতৎসুত।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং শ্রাদ্ধদেবস্তু তৎসুতঃ।।২৫।।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্বৈ পিতৃবদ্ধনঃ।
পিতুস্তল্যং কৃতং রাজ্যং সৌমদতস্তু তৎসুতঃ।।২৬।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সৌমদত্তিস্তদাত্তজঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদ্বৈ সৌমবদ্ধন্।।২৭।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং অবতংস সুতস্তত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং প্রতংস স্তনয়স্তত।।২৮।।

ব্রহ্মভক্ত কেবল পিতার তুল্য রাজত্ব করেন। ব্রহ্মভক্ত পুত্র ব্রহ্মোষ্টিবর্ধন, তাঁর পুত্র রাজা আত্মপ্রপূজক এবং তাঁর পুত্র পরমেষ্ঠী। এঁরা সকলেই পিতৃতুল্য রাজত্বকাল উপভোগ করেছিলেন।।১২-২১।।

পরমেষ্ঠী পুত্র হৈরণ্য শতহীন রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র ধাতৃযাজী এবং পৌত্রাদিগণ ধাতৃপ্রপূজক, দ্রুহিণক্রতু, বৈরষ্য, কমলাগণ, শমবর্ত্তী, শ্রাদ্ধদেব। এই সকল রাজাগণ পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন।।২২-২৫।।

শ্রাদ্ধদেব থেকে পিতৃবর্ধন, তাঁর পুত্র সোমদত্ত, তাঁর পুত্র থেকে সোমদত্তি জন্মলাভ করেন। তাঁর পুত্র সোমবর্দ্ধক ও তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিগণ হলেন অবতাংস, প্রতংস-এঁরা সকলে পিতার রাজত্বকালের তুল্য রাজত্ব করেন।।২৬-২৮।।

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং পরান্তসস্তগাত্মজঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্য ময়তং সস্ততোহভবৎ।।২৯।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সমান্তসস্ত তৎসুত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং অনুতংস স্তদাত্মজঃ।৩০।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমভিতংসস্তোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমভিতংসস্তাদাত্মজঃ।।৩১।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সমুন্তং সস্ততোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তন্তোনাম সুতোহভবৎ।।৩২।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং দুষ্যন্ত স্তনয়স্তত।
শকুন্তলায়াং তস্মাচ্চ ভরতো নাম ভূপতিঃ।।৩৩।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং দুষ্যন্তঃ স্বর্গতিং গতঃ।
ভরতো নাম তৎপুত্র দেবপূজন তৎপরঃ।।৩৪।।
মহামায়াপ্রভাবেন যটাত্রিংশদ্বর্য জীবনম্।
যটত্রিংশাদ্ব সহস্রানি নৃপায়ুবদ্বিতং তথা।।৩৫।।
তস্য নাম্না স্মৃত খন্ডো ভারতো নাম বিশ্রুতঃ।
তেন ভূমেবিভাগশ্চ কৃতং রাজ্যং পৃথক চিরম্।।৩৬।।

প্রতংসের পরবর্তী বংশধরগণ হলেন পরাতংস, অয়তংস, সমাতংস, অনুতংস, অধিতংস, অভিতংস, সমুত্তংস, তংস এ দুষ্যন্ত। এই সকল রাজাগণ পিতার রাজত্বকালের ন্যায় সমান রাজত্ব করে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। দুষ্যন্তজায়া শকুন্তলার গর্ভে 'ভরত' নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি সদা দেবপূজার্চনাতে তৎপর ছিলেন। মহামায়ার প্রভাবে তিনি ছত্রিশ বর্ষের জীবন থেকে ছত্রিশহাজার বর্ষ পর্যন্ত আয়ুলাভ করেন।।২৯-৩৫।।

সেই ভরত রাজা খন্ড ও ভারত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ভূ-বিভাগপূর্বক চিরকাল পৃথক রাজ্য গঠন করেছিলেন।।৩৬।।

দিব্য বষশতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো মহাবলঃ।
দিব্যং বর্ষশতং রাজ্যং ভরদ্বাজস্ততোহভবৎ।।৩৭।।
দিব্যং বর্ষশতং রাজ্যং তস্মাদভবনমন্যুমান্।
অষ্টাদশ সহস্রানি সমা রাজ্যং প্রকীতিতম্।।৩৮।।
বৃহৎক্ষেত্রস্ততো হ্যসীৎপিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
সুহোত্রস্তনয়স্তস্য পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৩৯।।
বীতিহেত্রস্তস্য সুতো রাজ্যং দশ সহস্রকম্।
যজ্ঞহোত্রস্ততোহপ্যাসীৎ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৪০।
শক্রহোত্রস্ততো জাত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
প্রসন্নো ভগবানিন্দ্রস্তং নৃপং স্বর্গমাপ্তবান্।।৪১।।
তদায়োধ্যাপতি শ্রীমান প্রতাপেন্দ্রো মহাবলঃ।
ভরতং বর্ষমদধদ্বর্ষ দশসহস্রকম্।।৪২।।
মন্ডলীকস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
বিজয়েন্দ্রস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৪৩।।

দিব্য শতবর্ষ রাজত্বের পর ভরতের পুত্র মহাবল জন্মলাভ করেন। এর দিব্যশতবর্ষ রাজত্বের পর ভরদ্বাজ উৎপন্ন হয়। তাঁর দিব্য শতবর্ষ রাজত্বের পর ভবন মন্যুমান্ জাত হন। এই ভাবে তাঁরা অষ্টাদশ সহস্রবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।।৩৭-৩৮।।

রাজা মন্যুমানের পুত্র বৃহৎক্ষেত্র ও পৌত্র সুহোত্র পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। সুহোত্রের পুত্র বীতহোত্র দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র যজ্ঞহোত্র ও পৌত্র শত্রুহোত্র পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেন। এরপর অযোধ্যাপতি শ্রীমান প্রতাপেন্দ্র ভারতবর্ষকে দশসহস্র বর্ষ পর্যন্ত শাসন করেন।।৩৯-৪২।।

রাজা প্রতাপেন্দ্রের পুত্র মন্ডলীক এবং তাঁর পুত্র বিজয়েন্দ্র পিতার সমতুল্য রাজত্ব করেন।।৪৩।।

ধনুদাপ্তস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যাং কৃতং পদম্।
ইন্দ্রজ্ঞয়া শক্রহোত্রো ধৃতাচ্যা সহ ভূতলে।।৪৪।।
প্রাপ্তবান সধনুদীপ্তং জিত্বা রাজ্যং মচীকরৎ।
হস্তীনাম সতো জাত ঐরাবত সুতং গজম্।।৪৫।।
আরুহ্য পশ্চিমে দেশে হস্তিনানাগরী কৃতা।
দশমোজন বিষ্ণীনা স্কাংগায়াস্তটে শুভা।।৪৬।।
রাজ্যং দশসহস্রং চতত্র বাসং চকার সঃ।
তৎপুত্রস্ত্বজমীঢ়াখ্য পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৪৭।।
তস্মাজ্জাতো রক্ষপাল পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
সুশম্যণস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৪৮।।
তস্য পুত্র কুরুনাম পিতুরদ্ধং কৃতং পদম্।
ইন্দ্রস্য বরদানেন সন্দেহ স্বর্গমাগত।।৪৯।।
তদা সাত্ত্বতবং শোহস্তিন বৃষ্ণিনাম মহাবলঃ।
মথুরায়াং স্থিতো রাজ্যং স্বং স্ববশমাপ্তবান।।৫০।।

রাজা বিজয়েন্দ্রের পুত্র ধনুর্দীপ্ত পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় রাজা শত্রুহোত্র ভূমন্ডলে ঘৃতাচীর সংগে বাস করেন। তিনি ধনুদীপ্তকে জয় করে পরম সুখভোগ করেন। তাঁর হস্তী নামক পুত্র ঐরাবত পুত্র গজে আরোহণ পূর্বক পশ্চিম দেশে হস্তিনা নগরী স্থাপন করেন। এই নগরী দশযোজন বিস্তৃত ছিল এবং স্বর্গঙ্গার তীরে পরমশুভ নগরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।।৪৪-৪৬।।

তেনে সেই নগরীতে বাস করে দশসহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র অজমাঢ়, পৌত্র রক্ষপাল ও তাঁর পুত্র সুশর্মণ পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। রাজা সুশম্যর্ণের পুত্র কুরু পিতা অর্ধপদ লাভ করেন। তিনি ইন্দ্রদেবের বরে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্ত হন।।৪৭-৪৯।।

সেই সময় সাত্বত বংশে বৃমিত্ত নামক মহান বলবান্ রাজা ছিলেন। যিনি মথুরাতে নিজ রাজত্ব স্থাপন করে সমগ্র রাজত্ব নিজের বশে আনেন। এই

ভগবতো বরদানেন হরের দভূতকর্মনঃ।
পঞ্চবর্ষ সহস্রং চ স্বং রাজ্যং বশী কৃতম্।।৫১।।
নিরাবৃত্তিস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
দশারী তস্য তনয় পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৫২।।
বিষামুনস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
জীমূতস্তস্য তনয় পিতুস্তুল্য কৃতং পদম্।।৫৩।।
বিকৃতিস্তস্য তনয় পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
তস্মাজ্জাতো ভীমরথ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৫৪।।
তস্মাজ্জাতো নবরথ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
তস্মাজ্জাতো দশরথ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৫৫।।
তস্মজ্জাতশ্চ শকুনি পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
তস্মাজ্জাতো কুশুম্ভশ্চ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৫৬।।
তস্মাজ্জাতো দেবরথ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
দেবক্ষেত্রস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যংে কৃতং পদম্।।৫৭।।
তস্য পুত্রো মধুনাম পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
ততো নবরথ পুত্র পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৫৮।।
কুরুবৎসস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
তস্মাদনুরথ পুত্র পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৫৯।।

অদ্ভূত কর্মসম্পাদনের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর বরদানে তিনি পঞ্চ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য বশীভূত করেন।।৫০-৫১।।

রাজা বৃষ্ণির বংশধরগণ হলেন নিরাবৃত্তি, দশারী, বিয়ামুন, জীমূত, বিকৃতি, ভীমরথ, নবরথ, দশরথ, শকুনি এবং কুশুম্ভ। এই সকল রাজাগণ পিতার রাজত্বকালের তুল্য রাজত্ব করেন।।৫২-৫৬।।

রাজা কুশুম্ভের পরবর্তী রাজগণ হলেন দেবরথ, দেবক্ষেত্র, মধু, নবরথ, কুরুবৎস, অনুরথ, পুরহোত্র, বিচিত্রাঙ্গ, সাত্বত, ঊজমান, বিদূরথ, সুরভক্তা। এরা সকলেই পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন।।৫৭-৬২।।

পুরুহোত্র সুত্রস্তস্য পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
বিচিত্রাং গস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬০।।
তস্মাৎ সাত্বতবানপুত্র পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
ভজমানস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬১।।
বিদুরথস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
সুরভক্তস্তস্য কৃতং পতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬২।।
তস্মাচ্চ সুমনা পুত্র পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
ততিক্ষেত্রস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬৩।।
স্বায়ম্ভুবস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
হরিদীপক এবাসৌ তস্য রাজ্যং পিতু সমম্।।৬৪।।
দেবমেধাসসুস্তস্য পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
সুরপালস্তদা জাত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬৫।।
শক্রাজ্ঞয়া কুরুশ্চৈব দ্বাপর ত্রিতয়ে পদে।
ব্যতীতে চ সুকেশ্যাস স স্ববেশ্যায়া পত প্রভু।।৬৬।।
আগতো ভারতে খন্ডে কুরুক্ষেত্রং তদ্যা কৃতম্।
বিংশদ্যোজন বিস্তীণং পুন্যক্ষেত্রং স্মৃতং বুধে।।৬৭।।

সুরভক্তের পুত্র পৌত্রাদিগণ হলেন সুমনা, তত্বিক্ষেত্র, স্বায়ম্ভুব, হরিদীপক, দেবমেধা, সুরপাল। এই সকল রাজগণ পিতার তুল্য পদাধিকারী ছিলেন।।৬৩-৬৫।।

দ্বাপর যুগের তৃতীয় চরণ ব্যতীত হলে দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় রাজা কুরু স্বর্গের অপচয় সুকেশীর পতিরূপে ভারত ভূখন্ডের আগমনপূর্বক কুরুক্ষেত্র রচনা করেন। এই ক্ষেত্র বিংশ যোজন বিস্তৃত। মহামনীষীগণ এই ক্ষেত্রকে পরমপুণ্য ক্ষেত্র বলেছেন।।৬৬-৬৭।।

দ্বাদশাব্দসহস্রং চ কুরুনা রাজ্যসাৎ কৃতম্।
তস্মাজ্জাহ্নুসসুতো জাত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬৮।।
তস্মাচ্চ সরথো জাত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদগম্।
বিদুরথস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬৯।।
সার্বভৌমস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
জয়সেনস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৭০।।
তস্মাদনব এবাসৌ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
চতূসসাগরগামী চ পিতুস্তুল।ং কৃতং পদম্।।৭১।।
অযুতায়ুস্তস্য সুতো রাজ্যং দশসহস্রকম্।
অক্রোধনস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৭২।।
তস্মাদৃক্ষসসুতো জাত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
ভীমসেনস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৭৩।।
দিলীপস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
প্রতীপস্তস্য তনয়ো রাজ্যং পঞ্চসহস্রকম্।।৭৪।।
শন্তনুস্তস্য পুত্রশ্চ রাজ্যমেকসহস্রকম্।
বিচিত্রবীর্যস্তৎপুত্রো রাজ্যং বৈ দ্বিশন্ত সমা ।।৭৫।।

কুরুরাজ দ্বাদশসহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র জহ্নু পিতৃতুল্য রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্রপৌত্রাদি হলেন সুরথ, বিদূরথ, সার্বভৌম এবং জয়সেন। এঁরা সকলে পিতার সমান রাজত্ব করেছিলেন।।৬৮-৭০।।

জয় সেনের পুত্র অর্ণব, তাঁর পুত্র চতুসাগরগামী, তাঁর পুত্র অযুতায়ু এঁরা সকলে পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন এবং অযুতায়ু দশসহস্র বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। রাজা অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তাঁর উত্তরসুরীগণ হলেন ঋক্ষ, ভীমসেন, দিলীপ। এই সকল রাজগণ পিতার ন্যায় রাজত্ব করেছিলেন। দিলীপের পুত্র প্রতীপ পঞ্চসহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজ্যসুখ ভোগ করেন।।৭১-৭৫।।

পাণ্ডুশ্চ তনয়ো যস্মিন রাজ্যং পঞ্চশতং কৃতম্।
যুধিষ্ঠিরস্তস্য সুতো রাজ্যং পঞ্চশদব্দকান্।।৭৬।।
সুযোধনেন ষষ্ঠয়দ্বং কৃতং রাজ্যং ততঃ পরম্।
যুধিষ্ঠিরেন নিধনং তস্য প্রাপ্তং কুরুস্থলে।।৭৭।।
পূর্বে দেবাসুরে যুদ্ধেয় দৈত্যাশ্চ সুরৈর্হতা।
তে সর্বে শন্ত রাজ্যং জন্মবন্ত প্রতস্থিরে।।৭৮।।
লক্ষমক্ষৌহিনী তেষাং তদভারেন বসুন্ধরা।
শক্রস্য শরনং প্রাপ্ত বতারং চ ততোহরে।।৭৯।।
স সৌরেবসুদেবস্য দেবক্যাং জন্মনাবিশৎ।
এবং কৃষ্ণো মহাবিযো রোবিনীনিলয়ং গত।।৮০।।
পঞ্চত্রিংশদুত্তরং চ শতং বর্ষ চ ভূতলে।
উষিতবা কৃষ্ণ চন্দ্রশ্চ ততো গোলকমাগত।।৮১।।

প্রতীপের পুত্র শান্তনু একসহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র বিচিত্রবীর্য কেবল দুইশত বর্ষ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র পাণ্ডু পাঁচশত বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠীর পঞ্চাশবর্ষ পর্যন্ত এবং তারপর দুর্যোধন ষাট বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কুরুক্ষেত্রে তার নিধন হয়েচিল।।৭৬-৭৭।।

পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণ দেবতাদের দ্বারা নিহত হন। তারা সকলে রাজা শান্তনুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন।।৭৮।।

তাদের এক অক্ষৌহিনী সেনা ছিল, যাদের ভারে উৎপীড়িত পৃথিবী দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। এরপর ভগবান্ শ্রীহরি অবতার রূপধারণ করেন।।৭৯।।

ভগবান শ্রীহরি সৌরি বসুদেব পত্নী দেবকীর মধ্যে জন্মের দ্বারা প্রবেশ করেছিলেন। এই প্রকারে মহাবীর্য শ্রীহরি ভগবান্ কৃষ্ণ রোহিণীর নিলয়ে যান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে একশত পঁয়ত্রিশবর্ষ পর্যন্ত বাস করে অন্তে গোলোকধামে চলে যান।।৮০-৮১।।

চতুর্থে চরনান্তে চ হরেজন্ম স্মৃতং বুধে।
হস্তিনাপুরনধ্যস্যাভিম স্তনয়স্তত।।৮২।।
রাজ্যমেক সহস্রং চ ততোহভূজ্জলমেজয়।
ত্রিসহস্রং কৃতং রাজ্যং শতানীকস্ততোহভবৎ।।৮৩।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং যজ্ঞদত্তস্তত সুত।
রাজ্যং পঞ্চসহস্রং চ নিশচক্রস্তনয়োহভবৎ।।৮৪।।
সহস্রমকং রাজ্যং তদুষ্টপালস্ততোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাচ্চিত্ররথসসুতঃ।।৮৫।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ধৃতিমানস্তনয় স্তত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুযেন স্তনয়োহভবৎ।।৮৬।।
পিতুস্তুল্যয়ং কৃতং রাজ্যং সুনীথস্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মখপাল সুতোহভবৎ।।৮৭।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ন চক্ষুস্তনয়স্তত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুখবন্তস্ততোহভবৎ।।৮৮।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাৎপরিপ্লবসযুত।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুনয়স্তৎসুতোহভবৎ।।৮৯।।

বিদ্বানগণ চতুর্থচরণের অন্তে ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম বৃত্তান্ত বলেছেন। হস্তিনাপুরের মধ্যে অভিমণ্যুর পুত্র জনমেজয়ের রাজ্যকাল একসহস্র বর্ষ পর্যন্ত ছিল। তিনি ত্রিসহস্র রাজ্য নিজে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরপর শতানীক রাজত্ব করেন। তিনি পিতৃতুল্য রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর পুত্র যজ্ঞদত্ত পাঁচসহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর নিশচক রাজত্ব করেন।।৮২-৮৪।।

নিশচক একসহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিগণ হলেন তদুষ্ঠপাল, চিত্ররথ, ধৃতিমান্, সুষেণ, সুনীথ, মখপাল, নচক্ষু এই সকল রাজগণ পিতৃতুল্য রাজ্যসুখ ভোগ করেন। অতঃপর নচক্ষুর পুত্র সুখবন্ত

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মেধাবী তৎসুতোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো কৃপজ্ঞয়।।৯০।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মৃদুস্তত্তনয়োহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তিগ্মজ্যোতিস্তু তৎসুত।।৯১।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো বৃহদ্রথ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বসুদানস্ততোহভবৎ।।৯২।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শতানীকস্ততো হভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাদউদ্যান উচ্যতে।।৯৩।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো হ্যহীনর।
পিতুস্তুল ।ং কৃতং রাজ্যং নিমিত্রস্তনয়োহভবৎ।।৯৪।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ক্ষেমক স্তৎসুতোহভবৎ।
রাজ্যং ত্যত্বা স মেধঅবী কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।।৯৫।।
ম্লেচ্ছেশ্চ মরনং প্রাপ্তো যমলোকম তো গত।
নারদস্যোদেশেন প্রদ্যোতস্তয়স্ততঃ।।৯৬।।
ম্লেচ্ছযজ্ঞ কৃতস্তেন ম্লেচ্ছা হননমাগতা।।৯৭।।

জন্মলাভ করেন। তিনিও পিতৃতুল্য রাজ্যপালন করেন। তাঁর বংশধরগণ হলেন পারিপ্লব, সুনয, মেধাবী, কৃপঞ্জয়, মৃদু, নিম্নজ্যোতি। এঁরা সকলেই পিতৃতুল্য রাজ্যপালন করেছিলেন।।৮৫-৯১।।

রাজা নিম্নজ্যোতি পরবর্তী রাজগণ হলেন যথাক্রমে বৃহদ্রথ, বসুদান, শতনীক, উদ্যান, অহীনর, নির্মিত্র। এই সকল রাজগণ পিতার নীতি নিয়মানুসারে রাজ্যপালন করেন। রাজা নির্মিত্রের পুত্র ক্ষেমক রাজ্য ত্যাগ করে মেধাবী কলাপ নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ম্লেচ্ছদের হাতে নিহত হন। তাঁর পুত্র প্রদ্যোত দেবর্ষি নারদের উপদেশে ম্লেচ্ছ যজ্ঞ করে ম্লেচ্ছকুল ধ্বংস করেন।।৯২-৯৭।।

।। ম্লেচ্ছযজ্ঞবৃত্তান্ত বর্ণনম্, কলিকৃতবিষ্ণুস্তুতিঃ।।

কথং যজ্ঞঃ কৃতস্তেন প্রদ্যোতেন বিচক্ষণ্।
সর্বে কথয় মে তাত ত্রিকালজ্ঞ মহামুনে।।১।।
একদাহস্তিননিগরে প্রদ্যোত ক্ষেমকান্তজঃ।
আস্থিত স কথামধ্যে নারদ্যোহভ্যাগমত্তদা।।২।।
তং দৃষ্টাব হমিতো রাজা পূজয়ামাস ধমবিৎ।
সুখোপবিষ্ট সমুনি প্রদ্যোতং নৃপমব্রতীৎ।।৩।।

।। ম্লেচ্ছযজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণন, কলিকৃত বিষ্ণু স্তুতি।।

এই অধ্যায়ে ম্লেচ্ছ হননের জন্য প্রস্তুত যজ্ঞ বৃত্তান্ত তথা কলির দ্বারা কৃত স্তুতি বর্ণন করা হয়েছে।

শৌনক বললেন, হে বিচক্ষণ রাজা প্রদ্যোত কিরূপ যজ্ঞ করেছিলেন, হে তাত, হে ত্রিকালজ্ঞ কৃপাপূর্বক আপনি তা বলুন। শ্রীসূতজী বললেন, একবার হস্তিনানগরে ক্ষেমকের পুত্র প্রদ্যোত বসেছিলেন এবং কথা বলতে বলতে তিনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন, সেই সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হন।।১-২।।

সেই সময় নারদমুনিকে দেখে রাজা পরম হৃষ্ট হয়ে বিধিবদ্ তার পূজন করেন। সুখে আসীন হয়ে নারদমুণি রাজা প্রদ্যোতকে বলেছিলেন, দেখ ম্লেচ্ছগণ তোমার পিতা ক্ষেমককে হত্যা করেছে এবং তিনি যমলোকে চলে গেছেন। এই কারণে ম্লেচ্ছ যজ্ঞ অবশ্য করা উচিত। যার প্রভাবে তোমার পিতার স্বর্গলাভ হবে।।৩।।

ম্লেচ্ছৈহতস্তব পিতা মমলোক মতো গত।
ম্লেচ্ছযজ্ঞ প্রভাবেন স্বর্গতিভাবিতা হি সঃ।।৪।।
তচ্ছ্রু ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষো ব্রাহ্মনাম্বেদবিত্তমান্।
আহূয় স কুরুক্ষেত্রে ম্লেচ্ছযজ্ঞং সমারভৎ।।৫।।
যজ্ঞকুন্ডং চতু যেকানং যোজনান্বেব ষোড়শ।
রচিত্বা দেবতা ধ্যাত্বা ম্লেচ্ছাং শ্চজুহুয়ানুপঃ।।৬।।
হারহূণান্বর্বরাংশ্চ গুরুংডাংশ্চ শকান্থসান্।
যবনাপ্নল্লবাংশ্চৈব রোমজাষ্থরসংভবান্।।৭।।
দ্বীপস্থিতাক্লামরূশ্চ চীনান্সাগরমধ্যগান্।
প্রাহূয় ভস্মসাৎকুর্বন্ধেদমন্ত্রপ্রভাবতঃ।।৮।।
ব্রাহ্মণান্দক্ষিণাং দত্ত্বা অভিষেকমকারয়ৎ।
ক্ষেমকো নাম নৃপতি স্বর্গলোকং ততোঃ গতঃ।।৯।।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে প্রদ্যোত ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে দ্রুত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করে ম্লেচ্ছ হননের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন।।৪-৫।।

ষোড়শ যোজন বিস্তৃত চতুষ্কোণ কুন্ড নির্মাণ করে তিনি দেবগণের ধ্যান করে ম্লেচ্ছদের আহুতি দিতে লাগলেন।।৬।।

ম্লেচ্ছগণ হার, হূণ, বর্বর, গরুড়, শক, খস, যবন, পহ্লব, রোমক, খর সম্ভব– এই প্রকার ছিলেন। তারা দ্বীপে, কামরুতে, চীন এক সাগরের মধ্যে বাস করতেন। তাদের সকলকে আহ্বান করে বেদ মন্ত্রের প্রভাবে ভস্ম করে দিয়েছিলেন।।৭-৮।।

এরপর রাজা ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়ে অভিষেক করেছিলেন। এর ফলে ম্লেচ্ছগণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পিতা ক্ষেমক স্বর্গবাসী হয়েছিলেন।।৯।।

ম্লেচ্ছহন্তা নাম তস্য বিখ্যাতং ভুবি সবত।
রাজ্যং দশসহস্রাং কৃতং তেন মহাত্মনা।।১০।।
স্বর্গলোকং গতো রাজা তৎপুত্রো বেদবানস্মৃতঃ।
দ্বিসহস্রং কৃত রাজ্যং তদা ম্লেচ্ছঃ কলিঃস্বয়ম্।
নারায়ণং পূজয়িত্বা দিব্য স্ততিমথাকরোৎ।।১১।।
নমোহনন্তায় মহতে সর্বকাল প্রবর্তিনে।।১২।।
চতুযুগকৃতে তুভ্যং বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
দশাবতারায় হরে নমস্তুভৎং নমোনমঃ।।১৩।।
নমঃ শস্ত্যবতারায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।
নমো মৎস্যাবতারায় মহতে গৌরবাসিনে।।১৪।।
নমো ভক্তাবতারায় কল্পক্ষেত্রনিবাসিনে।
রাজ্ঞা বেদবতা নাথ মম স্থানং বিনিনাশিতম্।
মম প্রিয়স্য ম্লেচ্ছস্য তৎপিত্রা বংশনাশনম্।।১৫।।

এরপর রাজা প্রদ্যোত জগতে ম্লেচ্ছ হন্তা নামে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই মহাত্মা দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং অন্তে স্বর্গবাসী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বেদবাস্ দুই সহস্র বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময় কলি স্বয়ং ম্লেচ্ছ ছিলেন। তিনি ভগবান নারায়ণের পূজন স্তুতি আরম্ভ করেন। কলি বললেন – সমস্ত কালের প্রবর্তক, মহানন্ত স্বরূপ, চতুর্যগের সৃষ্টিকারী সাক্ষী স্বরূপ বাসুদেব ভগবান আপনাকে প্রণাম।।১০-১২।।

হে হরি, দশাবতার ধারণকারী আপনাকে বারবার নমস্কার। শক্তাবতার রাম এবং কৃষ্ণ রূপধারী আপনাকে প্রণাম। মৎসাবতার রূপধারণকারী আপনাকে প্রণাম।।১৩-১৪।।

ভক্তের জন্য অবতারগ্রহণকারী তথা কল্প ক্ষেত্রে নিবাসকারী অপনাকে প্রণাম। হে নাথ, বেদবান্ রাজা আমার স্থান বিনাশ করে দিয়েছেন এবং আমার পরম প্রিয় ম্লেচ্ছগণকে তার পিতা বিনষ্ট করেছেন।।১৫।।

ইতি স্তুতস্তু কলিনা ম্লেচ্ছস্য সহ ভাযয়া।।১৬।।
প্রাপ্তবান্ন হরি সাক্ষাদ্ভগবান ভক্তবৎসলঃ।
কলিং প্রোবাচ স হরিযুষ্মদথে যুগোত্তমম্।।১৭।।
বহুরূপমহং কৃত্বা তবেচ্ছাং পূরযাম্যহম্।
আদমো নাম পুরুষঃ পত্নী হব্যবতী তথা।।১৮।।
বিষ্ণুকর্দমতো জাতৌ ম্লেচ্ছবংশপ্রবধনৌ।
হরিস্ত্বন্তদর্ধে তত্র কলিংরানন্দসংকূলঃ।।১৯।।
গিরিং নীলাচলং প্রাপ্য কিঞ্চিৎকালমবাসয়ৎ।
পুত্রো বেদবতো জাত সুনন্দো নাম ভূপতিঃ।।২০।।
পিতু স্তুল্যং কৃতং রাজ্যমনপত্যো মৃতিং গত।
আর্যদেশা ক্ষীনবন্তো ম্লেচ্ছবংশা বলন্বিতা।।২১।।
ভবিষ্যন্তি ভৃগু শ্রেষ্ঠ তস্মাচ্চ তুহিনাচলম্।
গত্বা বিষ্ণুং সমারাধ্য গমিষ্যামো হরেঃ পদম্।।২২।।

সূতজী বললেন এই প্রকার ম্লেচ্ছ ভার্যার সংগে কলি ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি করছিলেন। তখন ভক্তের প্রতি ভালোবেসে ভগবান্ শ্রীহরি প্রকট হয়ে তাকে বলেন, দেখ, তোমার ভালোর জন্য যুগোত্তম বহুরূপ ধারণ পূর্বক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। আদম নামক পুরুষ তথা হব্যবতী নামক পত্নী রূপে জন্মগ্রহণ করব।।১৬-১৮।।

বিষ্ণু কর্দম থেকে ম্লেচ্ছের বংশ প্রবর্ধনকারী উৎপন্ন হয়েছিল। ভগবান শ্রীহরি সেখান থেকে অন্তর্ধান করেন এবং কলি আনন্দিত হন।।১৯।।

ভগবান বিষ্ণু নীলাচলে কিয়ৎকাল বাস করছিলেন রাজা বেদবানের পুত্র সুনন্দ জন্মলাভ করে এবং তিনি রাজা হন। তিনি পিতৃতুল্য রাজ্যশাসন করতে থাকেন। কিন্তু তার কোনো সন্তান ছিলনা। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। আর্য দেশ সেই সময় ম্লেচ্ছ দেশে পরিণত হয়।।২০-২১।।

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, সেই স্থান থেকে তুহিনাচলে শ্রীবিষ্ণু আরাধনা করে হরিপদ প্রাপ্ত হবে – সমস্ত দ্বিজ এই কথা শ্রবণ করে নৈমিষারণ্যে বাস করতে থাকেন। তারা বিশালাতে গিয়ে বিষ্ণুগাথা প্রচার করতে থাকেন। সেখানে

ইতি শ্রুত্বা দ্বিজা সর্বে নৈমিষারন্যবাসিনঃ।
অষ্টাশীতসহস্রানি গতাস্তে তুহিনাচলম।।২৩।।
বিশালায়ং সমাসাদ্য বিষ্ণুগাথাং প্রচক্ষিরে।
ইতি ব্যসনে কথিতং বাক্যং কলিবিশারদম্।
শ্রোতারং সঃ মন কৃত্বা ভবিষ্যং সমুদীরয়ৎ।।২৪।।
মনঃ শৃনু ততো গাথাং ভাবীং সূতেন বণিতাম্।
কলেযুগস্য পূণাং তাং তচ্ছ্রুত্বা তৃপ্তিমাবহ।।২৫।।
ষোড়শাব্দসহস্রে চ শেষে তদ্বাপরে যুগে।
বহুকীতিমতী ভূমিরাযদেশস্য কীতিতা।।২৬।।
ক্বচিদ্বিপ্রাঃ স্মৃতা ভূপা ক্বচিদ্রাজ ন্যবংশজাঃ।
ক্বচিদ্বৈশ্যা ক্বচিচ্ছুদ্রাঃ কুত্রচিদ্বর্ণ সংকরাঃ।।২৭।।
দ্বিশতাষ্টসহস্রে দ্বে শেষে তু দ্বাপরে যুগে।
ম্লেচ্ছদেশস্য যা ভূমিভবিতা কীতিমালিনি।।২৮।।
ইন্দ্রিয়ানি দমিত্বা যো হ্যাত্মধ্যানপরায়ন।
তস্মাদাদমনামাসৌ পত্নী হব্যবতী স্মৃতা।।২৯।।

ব্যাসদেব কলি বিশারদের নিকট এই কথা বলেন। সেখানে তিনি মনকে শ্রোতা করে ভবিষ্য কথন করতে শুরু করেন। ব্যাসজী বললেন, হে মন, তুমি এখন শ্রবণ কর যে ভাবী গাথা সূত বর্ণিত করেছেন। সেটি কলির পূর্ণ গাথা। তা শ্রবণ করে তৃপ্তিলাভ কর।।২২-২৫।।

সূতজী বললেন, দ্বাপর যুগের শেষ ষোড়শবর্ষের পর আর্যদেশ অনেক কীর্তির দ্বারা ভূষিতা হবে।।২৬।।

আর্য হাজার দুইশত বর্ষ দ্বাপরের শেষ হলেই এই আর্যভূমি ম্লেচ্ছ দেশে পরিণত হবে। কোথাও বিপ্রগণ, কোথাও ক্ষত্রিয়গণ, কোথাও শূদ্রগণ আবার কোথাও বা বর্ণসংকর রাজত্ব করবেন।।২৭-২৮।।

ইন্দ্রিয়দমনকারী, ধ্যানপরায়ণ যিনি ছিলেন তিনি হলেন আদম ও তাঁর পত্নী - হব্যবতী।।২৯।।

প্রদাননগরস্যৈব পূর্বভাগে মহাবনম্।
ঈশ্বরেন কৃতং রম্যং চতুঃ ক্রোশায়তং স্মৃতম্।।৩০।।
পাপবৃক্ষতলে গত্বা পত্নীদশনতৎপরঃ।
কলিস্তত্রাগতস্তনং সপরূপং হি তৎকৃতম্।।৩১।।
বঞ্চিতা তেন ধূতেন বিষ্ণবাজ্ঞা ভঙ্গতাং গতা।
খাদিত্বা তৎফলম রম্যং লোকমার্গপ্রদং পতিঃ।।৩২।।
উদুম্বরস্য পত্রেশ্চ তাভ্যাং বায়শনং কৃতম্।
সুতো পুত্রাস্ততো জাতাঃ সর্বেম্লেচ্ছা বভূবিরে।।৩৩।।
ত্রিংশোত্তরং নবশতং তস্যায়ুঃ পরিকীতিতম্।
ফলানাং হবনং কুর্বপ্নত্ন্যা সহ দিবং গতঃ।।৩৪।।
তস্মাজ্জাত সুত শ্রেষ্ঠঃ শ্বেতনামেতি বিশ্রুতঃ।
দ্বাদশোত্তরবষং চ তস্যায়ু পরিকীর্তিতম্।।৩৫।।
অনুহস্তস্য তনয় শতহীনং কৃতং পদম্।
কীনাশস্তস্য তনয় পিতামহসমং পদম্।।৩৬।।

পূর্বভাগে মহাবনযুক্ত, চতুক্রোশ বিস্তৃত নগর ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন।।৩০।।

আদম তার পত্নী হব্যবতীকে পাপবৃক্ষের নীচে দর্শন করতে তৎপর হন। কলি সেখানে সর্পরূপ ধারণ করে চলে আসেন।।৩১।।

সেই ধূর্ত বিষ্ণুর আজ্ঞাপালন না করে তাদেরকে বঞ্চিত করেছিল। পতি আদম লোকমার্গপ্রদ রম্যফল ভক্ষণ করে। তারা দুজনে উদুম্বর পাতার দ্বারা বায়ুকে অশন করেন। এরপর সৃতপুত্র হয়েও সকলে ম্লেচ্ছ হয়ে গেল।।৩২-৩৩।।

নয়শতত্রিশ বর্ষ তার আয়ু ফলের হবনকারী তিনি পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দিব্যলোকে চলে যান। তার শ্বেত নামক শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মলাভ করে-- যিনি পরম প্রতিষ্ঠ এবং তার আয়ু ছিল দ্বাদশোত্তর বর্ষ।।৩৪-৩৫।।

তার পুত্র অনুহ শতহীন রাজত্ব করেন। তার পুত্র কীনাহা পিতৃতুল্য পদলাভ করেন।।৩৬।।

মহল্ল লস্তস্য সুত পঞ্চহীনং শত নব।
তেন রাজ্য কৃতং তত্র তস্নাম্না নগরং স্মৃতম্।।৩৭।।
তস্মাচ্চ বিরদো জাতো রাজ্যং ষষ্ট্যুত্তরং সমাঃ।
জ্ঞেয়ং নবশতং তস্য স্বনাম্না নগরং কৃতম্।।৩৮।।
হনুকস্তস্য তনয়ো বিষ্ণু ভক্তিপরায়নঃ।
ফলানাং হবনং কুর্বংস্তত্ত্বং হ্যসি জয়ন্সদা।।৩৯।।
ত্রিশতং পঞ্চষষ্টি রাজ্যং বর্ষানি তৎস্মৃতম্।
সদেহঃ স্বর্গমায়াতো ম্লেচ্ছ ধর্মপরায়ণঃ।।৪০।।
আচারশ্চ বিবেকশ্চ দ্বিজতো দেবপূজনম্।
কৃতান্যেতানি তেনৈব তস্মাম্লেচ্ছঃ স্মৃতোবুধৈঃ।।৪১।।
বিষ্ণুভক্ত্যগ্নিপূজা চ হ্যহিংসা চ তপো দম্।
ধর্মান্যেতানি মুনিভিম্লেচ্ছানাং হি স্মৃতানি বৈ।।৪২।।
মতোচ্ছিলস্তস্য সুতো হনুকস্যৈব ভাগব।
রাজ্যং নবশতং তস্য সপ্ততিশ্চ স্মৃতাঃ সমাঃ।।৪৩।।

তাঁর পুত্র মহল্লল নয়শতবর্ষের থেকে পাঁচ বর্ষ কম রাজত্ব করেছিল। রাজা মহল্ললের পুত্র বিরদষষ্ঠযুক্ত বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য পালন করেন। অর্থাৎ নয়শ সাত বর্ষ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তার নিজের নামে নগরও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র হনুক বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। তিনি ফল হবন করে সর্বদা তত্ত্ব উৎপন্ন করতেন।।৩৭-৩৯।।

তাঁর রাজত্ব ছিল তিনশত পয়ষট্টি বর্ষ পর্যন্ত। তিনি স্বদেহে স্বর্গে আসেন, তিনি ম্লেচ্ছ ধর্মপরায়ণ ছিলেন।।৪০।।

আচার এবং বিবেক, দ্বিজতা এবং দেবপূজন এই সকল তিনিই করেছিলেন। এই পন্ডিতগণ তাঁকে ম্লেচ্ছ বলতেন। বিষ্ণু ভক্তি, অগ্নিপূজা, অহিংসা, তপ, দম এই ধর্ম মুণিগণ ম্লেচ্ছ সৃষ্টি করেন।।৪১-৪২।।

তাঁর পুত্র মতোচ্ছিল হনূক নামে পরিচিত ছিলেন। হে ভার্গব, তাঁর রাজত্বকাল নয়শত সত্তর বর্ষ।।৪৩।।

লোমকস্তস্য তনয়ো রাজ্যং সপ্তশতং সমাঃ।
সপ্তসপ্ততিরেবাস্য তপ্তশ্চাৎস্বর্গতিং গতঃ।।৪৪।।
তস্মাজ্জাত সুতো ন্যূহো নির্গতস্তুহ্ এব সঃ।
তস্মান্ন্যূহঃ স্মৃতঃ প্রাজ্ঞৈ রাজ্যং পঞ্চশতং কৃতম্।।৪৫।
সীমঃ শমশ্চ ভাবশ্চ এয় পুত্রা বভূবিরে।
ন্যূহঃ স্মৃতো বিষ্ণু ভক্তসেসাহহং ধ্যানপরায়ন।।৪৬।।
একদা ভগবান্বিষ্ণুস্তৎস্বপ্নে তু সমাগতঃ।।৪৭।।
বৎস ন্যূহ শৃনুষ্বেদং প্রলয় সপ্তমেহহনি।
ভবিতা ত্বং জনৈসসার্ধ নবমারুহ্য সত্বরম্।।৪৮।।
জীবনং কুরু ভক্তেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠো ভবিষ্যসি।
তথেতি মত্বা স মুনি নাবং কৃত্বা সুপুষ্টিতাম্।।৪৯।।
হস্তত্রিশতলম্বাং চ পঞ্চাশদ্বস্তবিস্তৃতাম্।
ত্রিংশদ্বস্তোচ্ছ্রি তাং রম্যাং সর্বজীব সমন্বিতাম্।।৫০।।

তাঁর পুত্র লোমক সাতশতবর্ষ রাজত্ব করেন। রাজত্ব কালের সত্তর বৎসর পর তিনি স্বর্গলাভ করেন। তাঁর ন্যূহ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রাজ্ঞগণ তাঁর ন্যূহ নামকরণ করেন। তিনি পাঁচশতবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।।৪৪-৪৫।।

রাজা ন্যূহের তিন পুত্র সীম, শম এবং ভাব। তিনি বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা 'সোহহং' ধ্যান পরায়ণ থাকতেন।।৪৬।।

একবার ভগবান বিষ্ণু স্বপ্নে তাঁকে দেখা দেন এবং বলেন, — হে বৎস ন্যূহ, তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। আজ থেকে সপ্তম দিনে প্রলয় হবে। তুমি মনুষ্যগণকে সংগে নিয়ে শীঘ্র নৌকারোহন করে জীবন রক্ষা করবে। হে ভক্তেন্দ্র, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। সেই স্বপ্নে প্রদত্ত আজ্ঞা স্বীকার করে তিনি সুপুষ্টিত নৌকা নির্মাণ করেছিলেন যা তিনশ হাত লম্বা এবং পঞ্চাশ হাত বিস্তৃত ছিল। এছাড়া সেটি ছিল ত্রিশ হাত উচ্চ এবং মনোরম ও সমস্ত জীব সমন্বিত।।৪৭-৫০।।

আরুহ্য স্বকুলৈস্মাদ্ধং বিষ্ণুধ্যানপরোহভবৎ।
সাংবতকো মেঘগনো মহেন্দ্রেন সমন্বিতঃ।।৫১।।
চত্বাবিংশদ্দিনান্যেব মহাবৃষ্টিমকারয়ৎ।
সবং তু ভারতং বষং জুলৈ প্লাব্য তু সিন্ধব।।৫২।।
চত্বারো মিলিতা সর্বে বিশালায়াং ন চা গতাঃ।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনয়ো ব্রহ্মবাদিন।।৫৩।।
ন্যূহশ্চ স্বকুলৈসসাধং শেষাসসর্বে বিনাশিতাঃ।
তদা চ মুনয়সসর্বে বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবু।।৫৪।।
নমো দেব্যৈ মহাকাব্যৈ দেবক্যৈ চ নমো নমঃ।
মহালক্ষ্ম্যৈ বিষ্ণুমাত্রে রাধা দৈব্যৈ নমোনমঃ।।৫৫।।
রেবত্যৈ পুষ্পবত্যৈ চ স্বণবত্যৈ নমোনমঃ।
কামাক্ষায়ৈ চ মায়ায়ৈ নমো মাত্রে নমোনমঃ।।৫৬।।

সেই নৌকায় নিজ কুলের সঙ্গে সমারোহণ পূর্বক তিনি বিষ্ণুর ধ্যানে তৎপর ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সমন্বিত সংবর্ত্তক মেঘগণ চল্লিশ দিন মহাবৃষ্টি ঘটিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ জলে প্লাবিত হয়ে মহাসিন্ধুর রূপ ধারণ করেছিল।।৫১-৫২।।

চার সাগর সেই মহাপ্লাবনে মিলে গিয়েছিল। অষ্টাশী হাজার মুণি সেখানে ব্রহ্মবাদ কথনের জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং ন্যূহ নিজ কুলের সংগে সেখানে ছিলেন বাকী সব বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন সব মুণিগণ ভগবান্ বিষ্ণু মায়ার স্তব করতে লাগলেন।।৫৩-৫৪।।

মুণিগণ বললেন, হে দেবী মহাকালী, আপনাকে আমাদের সকলের প্রণাম, হে দেবী দেবকী আপনাকে বার বার নমস্কার। মহালক্ষ্মী বিষ্ণুমাতা, রাধাদেবী আপনাকে বার বার আমাদের সকলের প্রণাম। দেবী রেবতী, পুষ্পবতী, স্বর্গবতী, কামাক্ষা, মায়ামাতা বারবার আপনাকে প্রণাম।।৫৫-৫৬।।

মহাবাতপ্রভাবেন মহা মেঘরবেন চ।
জলধারাভিরুগরাভির্ভয়ং জাতং হি দারুণম্।।৫৭।।
তস্মাদ্ভায়াদ্ভৈরবি ত্বমস্মান্সংরক্ষ কিংকরান্।
তদা প্রসন্না সা দেবী জলং শান্তং তয়া কৃতম্।।৫৮।।
অব্দান্তরে মহী সর্বা স্থলী ভূত্বা প্রদশ্যতে।
আরাচ্চ শিষিণা নাম হিমাদ্রেস্তট ভূময়।।৫৯।।
ন্যূহস্তত্র স্থিতো নাব মারুহ্য স্বকুলৈসসহ।
জলান্তে ভূমিমাগত্য তত্র বাসং করোতি সঃ।।৬০।।

।। ম্লেচ্ছাবংশ বর্ণনম্।।

সাম্প্রতং বর্ততে যো বৈ প্রলয়ান্তে মুনীশ্বর।
দিব্যদৃষ্টি প্রভাবেন জ্ঞাতং ব্রূহি ততঃ পরম্।।১।।

এই মহাবায়ুর প্রভাবে, এই মহামেঘের গর্জনে তথা এই পরম উগ্র জলধারাতে আমাদের মহাভয় উৎপন্ন হচ্ছে, হে ভৈরবি, এই ভয়ের থেকে তুমি এই দাসেদের রক্ষা করো। সেই সময় দেবী প্রসন্ন হয়ে জলবর্ষণ শান্ত করেছিলেন।।৫৭-৫৮।।

এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী স্থলীরূপে পরিণত হয়েছিল এবং শীঘ্র হিমাদ্রি তটভূমিতে "শিষিণা" নামক এক স্থলে নিজ কুলের সংগে রাজা ন্যূহ অবতরণ করে বাস করতে লাগলেন।।৫৯-৬০।।

।। ম্লেচ্ছ বংশ বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে রাজা ন্যূহের বংশ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ম্লেচ্ছ ভাষার বর্ণনা রয়েছে এবং বিভিন্ন ম্লেচ্ছ বংশের বর্ণনা রয়েছে।

শৌনকজী বললেন, এই প্রলয়ের অন্তে যা কিছু বর্তমান ছিল তা আপনার দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে জ্ঞাত আছেন। কৃপাপূর্বক আমাকে সেই সকল বৃত্তান্ত বলুন।।১।।

ন্যূহো নাম স্মৃতো ম্লেচ্ছো বিষ্ণুমোহং তদাকরোৎ।
তদা প্রসন্নো ভগবাংস্তস্য বংশ প্রবদ্ধিতঃ।।২।।
ম্লেচ্ছভাষা কৃতা তেন বেদবাক্যপরাভমুখা।
কলেশ্চ বৃদ্ধয়ে ব্রাহ্মীং ভাষাং কৃত্বাহপশব্দগাম্।।৩।।
ন্যূহায় দত্তবান্দেবো বুদ্ধীশো বুদ্ধিগঃ স্বয়ম্।
বিলোমং চ কৃতং নাম ন্যূহেন ত্রিসুতস্য বৈ।।৪।।
সিমশ্চ হামশ্চ তথা যাকূতো নাম বিশ্রুতঃ।
যাকূতঃ সপ্তপুত্রশ্চ জুম্রো মাজূজ এব সঃ।।৫।।
মাদী তথা চ যূনানস্তূবলোমসকস্তথা।
তীরাসশ্চ তথা তেষাং নামভিদেশ উচ্যতে।।৬।।
জুম্রা দশ কনাজ্বশ্চ রিফতশ্চ তজরুর্ম।
তন্নাম্না চ স্মৃতা দেশা যূদ্যা যে সুতা স্মৃতাঃ।।৭।।
ইলীশেস্তরলীশশ্চ কিত্তীহূদানিরুচ্যতে।
চতুভিনামদেশাস্তেষাং তেষাং প্রচক্রিরে।।৮।।

সূতজী বললেন, ন্যূহ নামক ম্লেচ্ছ সেইসময় ভগবান্ বিষ্ণুকে মোহিত করেছিলেন। তখন ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে তার বংশকে বৃদ্ধি করেছিলেন।।২।।

তিনি বেদবাক্যকে পরান্মুখ ম্লেচ্ছের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং কলির বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মীভাষাতে অপশব্দের প্রয়োগ করেছিলেন।।৩।।

বুদ্ধিগ এবং বুদ্ধিশদের স্বয়ং সেই ভাষা ন্যূহকে দিয়েছিলেন। ন্যূহ তিনপুত্রের নাম বিলোপ করেছিলেন। তাদের নাম ছিল সিম, হাম তথা যাকূত, সপ্তপুত্র, জুম্র, মাজূজও তিনিই ছিলেন। মাদী তথা যূনান তথা স্তূবলোমসক, তীরাস তার এই প্রকার নাম ছিল।।৪-৬।।

জুম্রাদশ, কনাবজশ্ব, রিযাত, তজরুর্ম এই সকল নামে দেশ এবং যূনাদি নামে পুত্রগণ পরিচিত ছিল।।৭।।

ইলীশ, তরলীশ্চ, কিত্তী এবং হূদ এই চারনামে তিনি দেশ সকলের নামকরণ করেছিলেন।।৮।।

দ্বিতীয়তনয়াদ্ধামাস্তুতাশ্চত্বার এব তে।
কুশো মিশ্রশ্চ কূজশ্চ কনআংস্তত্র নামভিঃ।।৯।।
দেশা প্রসিদ্ধা ম্লেচ্চানাং কুশাত্তটত নয়া স্মৃতাঃ।
স বা চৈব হবীলশ্চ সর্বতোর গমস্তথা।।১০।।
তথা সবতিকা নাম নিমরুহে মহাবলঃ।
তেষাং পুত্রাশ্চ কলন সিনারোরক উচ্যতে।।১১।।
অক্কদো বাবুনশ্চৈব রসনাদেশকাশ্চ তে।
শ্রাবয়িত্বা মুনীন্সুতো যোগনিদ্রাবশংগত।।১২।।
দ্বিসহস্রে শতাদ্বান্তে বুদ্ধা পুরথাব্রবীৎ।
সিমবংশং প্রবক্ষ্যামি সিমো জ্যেষ্ঠ স ভূপতি।।১৩।।
রাজ্যং পঞ্চশতং বষং তেন ম্লেচ্ছেন সৎকৃতম্।
অর্কস্নাদস্তস্য সুতশ্চতু স্ত্রিংশচ্চ রাজ্যকম্।।১৪।।
চতুশশতং পুনর্জ্ঞেয়ং সিংহুস্তত্তনয়োহ ভবৎ।
রাজ্যং তস্য স্মৃতং তত্র ষষ্টযুত্তরচতু শতম্।।১৫।।

দ্বিতীয় তনয় ধামের চারপুত্র জন্মলাভ করেছিলেন। কুশ, মিশ্র, কূজ এবং কনআন্ — এই হল্ তাদের নাম। এই ভাবে ম্লেচ্ছ কেশ প্রসিদ্ধ হয়েছিল। কুশের ছয় পুত্র ছিল। তাঁরা হলেন বহ, হবীল, সর্বতোরগম, সব তিকা, নিমরূহ, মহাবল। তাদের পুত্র কলন, সিনা, রেবেক নামে পরিচিত। এছাড়া অকদ, বাবলু, রসন দেশক এই নামে তাদের পুত্রগণ ছিলেন। এই প্রকারে সূতজী মুণিগণকে বলে যোগনিদ্রাভিভূত হয়ে গেলেন।।৯-১২।।

দুই হাজার একশত বর্ষের অন্তে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি বললেন আমি সিমবংশের বর্ণনা করব। সিম সকলের থেকে বড় ছিলেন তাই তিনি রাজা হন। সেই ম্লেচ্ছ রাজা পাঁচশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তারপুত্র ছিলেন অর্কস্দদ, তিনি চারশ কুড়ি বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। তার এক পুত্র ছিল, তার নাম ছিল সিংহু। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল চারশ ষাট বৎসর।।১৩-১৫।।

ইব্রতস্য সুতো জ্ঞেয় পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
ফলজস্তস্য তনয়শ্চত্বারিংশদ্বয়ং শতম্।।১৬।।
রাজ্যং কৃতং তু তস্মাচ্চ রউ নাম সুতঃ স্মৃত।
সপ্তত্রিংশচ্চ দ্বিশতং তস্য রাজ্যং প্রকীর্তিতম।।১৭।।
তস্মাচ্চ জুজ উৎপন্ন পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
নহূরস্তস্য তনয়ো বয় ষষ্ঠযুত্তরং শতম্।।
রাজ্যং চকার নৃপতির্বহুশত্রূন্বিহিমসয়ন।।১৮।।
তাহরস্তস্য তনয় পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
তস্মাৎপুত্রোহবিরামশ্চ নহুরো হারনস্ত্রয়।।১৯।।
এবং তেষাং স্মৃতা বংশা নামমাত্রেণ কীর্তিতাঃ।
সরস্বত্যাশ্চ শাপেন ম্লেচ্ছভাষা মহাধমাঃ।।২০।।
তেষাং বৃদ্ধি কলৌ চাসীস্নংক্ষেপেন প্রকীর্তিতা।
সংস্কৃতস্যৈব বানী তু ভারতং বর্ষমুহ্যতাম।।২১।।

রাজা সিহ্লের পুত্র ইব্রতস্য, তিনি পিতৃতুল্য রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর পুত্র ফলজ। তিনি দুইশত চল্লিশ বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর জুজ নামক পুত্র ছিল তিনি পিতার ন্যায় রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র নহুর, একশ যাট বর্ষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি অনেক শত্রুদমন করে রাজ্যশাসন করেছিলেন।।১৬-১৮।।

রাজা নহুরের পুত্র তাহার পিতৃতুল্য রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর অবিরাম নামক পুত্র জন্মলাভ করে। এছাড়া দ্বিতীয় নহুর এবং হারণ জন্মলাভ করে। এই তিনপুত্র তাঁর বর্তমান ছিল। এই প্রকার তার বংশ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হল এবং তার নামমাত্র পরিচয় দেওয়া হল। ম্লেচ্ছগণের ভাষা ভগবতী সরস্বতীর অভিশাপ বলা হয়ে থাকে। এই জন্য সেই ভাষাকে মহা অধম ভাষা বলা হয়।।১৯-২০।।

সেই ভাষার বৃদ্ধি কলিযুগে যা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হচ্ছে। সংস্কৃত হল এমন এক বাণী যার দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ প্রফুল্লিত।।২১।।

অন্যখন্ডে গতা সৈব ম্লেচ্ছা হ্যানন্দিনোহ ভবন।
এবং তে বিপ্র কথিতং বিষ্ণুভক্তদ্ধিজৈস্নহ।।২২।।
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়সসহর্বে বিশালোয়াং নিবাসিনঃ।
নরং নারায়ণং দেবং সংপূজ্য বিনয়ান্বিতাঃ।।২৩।।
ধ্যানং চক্রুমুদা যুক্তা দ্বিশতং পরিবস্তরান্।
তৎপশ্চাদ্বোধিতাসসর্বে শোনকাদ্য মুনীশ্বরাঃ।।২৪।।
সংধ্যাতপনদেবাচাঃ কৃত্বা ধ্যাত্বা জনদ্দনম্।
লোমহর্ষণমাসীনং পপ্রচ্ছুবিনয়ান্বিতাঃ।।২৫।।
ব্যাসশিষ্য মহাভাগ চিরং জীব মহামতে।
সাম্প্রতং বততে যো বৈ রাজা তন্মে বদ প্রভো।।২৬।।
ত্রিসহস্রাব্দসম্প্রাপ্তে কলৌ ভাগবনন্দন।
আবন্তে শংখনামাহসৌ সাম্প্রতং বততে নৃপ।।২৭।।

অন্য খন্ডে কথিত সেই ভাষা ম্লেচ্ছ, কারণ ম্লেচ্ছগণ সেই ভাষার আনন্দ গ্রহণ করেছে। হে বিপ্র, এই প্রকারে তোমাকে পূর্বে সকল বৃত্তান্ত বলেছি, যা বিষ্ণু ভগবানের পরম ভক্ত দ্বিজগণের সাথে পূর্ণ বর্ণন করা হয়েছে।।২২।।

শ্রী ব্যাসজী বললেন, বিশালাতে নিবাসকারী সমস্ত মুণিগণ এই সকল শ্রবণ করে নর-নারায়ণ দেবের পূজা পরম বিনয়ের সাথে করেছিলেন। সেই সকল মুণিগণ পরমানন্দে দুইশতবর্ষ পর্যন্ত ধ্যান করেছিলেন। এরপর শৌনকাদি সমস্ত মুণীশ্বরের বোধপ্রাপ্তি ঘটে।।২৩-২৪।।

সন্ধ্যা, তর্পণ, দেবার্চনা করে তথা ভগবান জনার্দনের ধ্যান করে বিনয়ী সেই মুণিগণ সূতজ্যীক জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্যাসজী শিষ্য, হে প্রভো এই মহামতি আপনি চিরকাল জীবিত থাকুন। হে প্রভো এই সময় যে রাজা বিদ্যমান্ তাঁর বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন।।২৫-২৬।।

সূতজী বললেন — হে ভার্গব নন্দন, তিন সহস্র বর্ষ কলিযুগের সম্প্রাপ্ত হলে, সেই সময় আবন্তে শংখ নামক রাজা বর্তমান ছিলেন।।২৭।।

ম্লেচ্ছদেশে শকপতিরথ রাজ্যং করোতি বৈ।
শৃনু তৎকারনং সর্বে যথা যস্য বিবধনম্।।২৮।।
দ্বিসহস্রে কলৌ প্রাপ্তে ম্লেচ্ছবংশ্ববদ্ধিতা।
ভূমিম্লেচ্ছময়ী সর্বা নানাপথবিবদ্ধিতা।।২৯।।
ব্রহ্মাবর্তমৃতে তত্র সরস্বত্যাস্তটং শুভম্।
ম্লেচ্ছাচার্যশ্চ মূশাখ্যস্তন্মতৈঃ পূরিতঃ জগৎ।।৩০।।
দেবাচনং বেদভাষা নষ্টা প্রাপ্তে কলৌ যুগে।
তল্লক্ষণং শৃনু মুনে ম্লেচ্ছভাষাশ্চতুবিধাঃ।।৩১।।
ব্রজভাষা মহারাষ্ট্রী যাবনী চ গুরুন্ডিকা।
তাসাং চতুলক্ষবিধা ভাষাশ্চান্যাস্তথৈব চ।।৩২।।
পানীয়ং চ স্মৃতং পানী বুভুক্ষা ভূখ উচ্যতে।
পানীয়ং পাপডীভাষা ভোজনং কক্কণং স্মৃতম্।।৩৩।।

ম্লেচ্ছ দেশে শংখপতি রাজ্যশাসন করছিলেন। আপনারা সকলে সেই কারণ শ্রবণ করুন কি প্রকারে তার বৃদ্ধি হয়েছিল।।২৮।।

কলিযুগ যখন দুইসহস্র বর্ষ প্রাপ্ত হয়েছিল তখন ম্লেচ্ছবংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে এই সমস্ত ভূ-মন্ডল ম্লেচ্ছগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই বৃদ্ধির অনেক পথ ছিল।।২৯।।

ব্রহ্মাবর্ত মৃত হলে সেখানে সরস্বতী নদীর পরম শুভ তট ছিল। সেখানে মুসা নামে ম্লেচ্ছ আচার্য বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত জগৎ পূজিত হয়ে গিয়েছিল।।৩০।।

কলিযুগ প্রাপ্তির পর দেবার্চন এবং বেদের ভাষা সকল কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হে মুণি, সেই লক্ষণ শ্রবণ করুন। ম্লেচ্ছভাষা চার প্রকারের ছিল। ব্রজভাষা, মহারাষ্ট্র ভাষা, যাবনী ভাষা এবং গুরুণ্ডিকা ভাষা — এই চার প্রকারের ভাষা ছিল। সেই চার প্রকারের চারলাখ প্রকার ভাষা এবং সেই রকম অন্য ভাষাতে ছিল।।৩১-৩২।।

পানীয়কে 'পানী' এবং বুভুক্ষাকে 'ভুখ' বলা হত। পানীয় পাপড়ী ভাষা এবং ভোজন কক্কন ভাষা।।৩৩।।

ইষ্টিশুদ্ধরবঃ প্রোক্তহস্তিনী মসপাবনী।
আলুতির্বৈ আজু ইতি দদাতি চ দধাতি চ।।৩৪।।
পিতৃপৈতরভ্রাতা চ বাদরঃ পতিরেব চ।
সেতি সা যাবনী ভাষা হ্যশ্বশ্চাস্পস্তথাপুনঃ।।৩৫।।
জানুস্যানে জৈনুশব্দঃ সপ্তসিন্ধুস্তথৈব চ।
সপ্তহিন্দুযাবনী চ পুনর্জ্ঞেয়া গুরুন্তিকা।।৩৬।।
রবিবারে চ সন্ডে চ ফাল্গুনে চৈব ফর্বরী।
ষষ্টিশ্চ সিক্সটী জ্ঞেয়া তদুদাহারজীদৃশম্।।৩৭।।
যা পবিত্রা সপ্তপুরী তাসু হিংসা প্রবর্ততে।
দস্যবঃ শবরা ভিল্লা মুর্খা আর্যে স্থিতা নরাঃ।।৩৮।।
ম্লেচ্ছদেশে বুদ্ধিমন্তো নরা বৈ ম্লেচ্ছধর্মিনঃ।
ম্লেচ্ছাধীনা গুনা সর্বেহবগুণা আর্যদেশকে।।৩৯।।

ইষ্টি শুদ্ধখ এবং হস্তিনী মসপাবনী আহুতি আজু এবং দদাতীকে দধাকি বলে জানা যায়।।৩৪।।

পিতৃকে পৈবর, ভ্রাতাকে বাদর এবং পতিত্ত বলা হয়। যাবনী ভাষাতে অশ্বকে আস্য বলা হয়।।৩৫।।

জনু স্থানে জৈনুশব্দ তথা সপ্তসিন্ধুকে সপ্তহিন্দু এই যাবনী ভাষাতে বলা হয়। এক্ষণে গুরুন্ডিকা ভাষা বিষয়ে কিছু জ্ঞানপ্রাপ্ত করা উচিৎ।।৩৬।।

গুরুন্ডিকা ভাষাতে রবিবার স্থলে সন্ডে এবং ফাল্গুণের স্থানে ফেব্রুয়ারী প্রযুক্ত করা হয়। ষষ্ঠিস্থানে সিক্স্টী হয়। এই প্রকারে ঐ সকল ভাষার উদাহরণ হয় যা জানা উচিৎ।।৩৭।।

যা সাত পরম পুরী বলে মানা হয় সেখানে হিংসা প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই আর্যদেশে দস্যুগণ, শবর, মিল্ল, মূর্খ মনুষ্য আছেন।।৩৮।।

ম্লেচ্ছ দেশে বুদ্ধিমান মনুষ্যও ম্লেচ্ছের ন্যায় আচরণ করেন। সমস্ত পুন ম্লেচ্ছের অধীনে থাকে এবং এই আর্যদেশে অবগুণে ভরে গেছে।।৩৯।।

ম্লেচ্ছরাজ্যং ভারতে চ তদ্বীপেষু স্মৃতং তথা।
এবং জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ হরিং ভজ মহামতে।।৪০।।
তচ্ছ্রুত্বা মুনয় সর্বে রোদনং চক্রিরে বহু।।৪১।।

।। আর্যবর্তে ম্লেচ্ছো আগমন।।

ব্রহ্মাবর্তে কথং ম্লেচ্ছা ন প্রাপ্ত কারণং বদ।
সূতঃ প্রাহ শৃণুষ্বেদং সরস্বত্যা প্রভাবতঃ।।১।।
ম্লেচ্ছাঃপ্রাপ্ত ন সহস্থানে কাশ্যপো নাম বদ্বিজঃ।
কলৌ প্রাপ্তে সহস্রাব্দে স্বর্গাপ্রাপ্ত সুরাজ্ঞয়া।।২।।
আর্যাবতী চ তৎপত্নী দশ পুত্রানকল্মষান্।
কাশ্যপাস্তা লব্ধবতী তেষাং নামাণি মে শৃণু।।৩।।

ভারতে ম্লেচ্ছ রাজ্য এবং তার দ্বীপগুলিতেও ম্লেচ্ছাচারে ভরে গেছে। হে মুণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হে মহামতি, এই জন্য ভগবান শ্রীহরির ভজনা করা উচিৎ।।৪০।।

সূতজীর এইরূপ কথা শ্রবণ করে মুণিগণ অত্যন্ত রোদন করতে লাগলেন।।৪১।।

।। আর্যাবর্তে ম্লেচ্ছগণের আগমন।।

এই অধ্যায়ে আর্যাবর্তে ম্লেচ্ছগণের আগমন বৃত্তান্ত ও তার কারণ কথিত হয়েছে। এছাড়া কাশ্যপ ব্রাহ্মণগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

শৌনকজী বললেন, ব্রহ্মাবর্তে ম্লেচ্ছগণ কেন প্রাপ্ত হলেন না, তার কারণ বর্ণনা করুন। সূতজী বললেন, শোনো, সরস্বতী নদীর প্রভাবেই এই রকম হয়েছে।।১।।

ঐ স্থানে ম্লেচ্ছগণ পৌঁছোতে পারেন নি, কারণ কাশ্যপ নামধারী কোনো এক দ্বিজ সেখানে কলিযুগের একসহস্র বর্ষ হওয়ার পরে সেখানে দেবতাদের আদেশে স্বর্গপ্রাপ্ত করেন। সেই দ্বিজপত্নীর নাম আর্যবতী। তিনি কাশ্যপের

উপাধ্যায়ো দীক্ষিতশ্চ পাঠকঃ শুক্লমিশ্রকৌ।
অগ্নিহোত্রী দ্বিবেদী চ ত্রিবেদী পান্ড্য এব চ।।৪।।
চতুর্বেদীতি কথিতা নামতুল্যগুণা স্মৃতাঃ।
তেষাং মধ্যে কাশ্যপশ্চ সর্বজ্ঞানমসন্বিতঃ।।৫।।
কাশ্মীরে প্রাপ্তবান্সোহপি জগদম্বাং সরস্বতীম্।
তুষ্টাব পূজনং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈস্তথাক্ষতৈঃ।।৬।।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈ পুষ্পাঞ্জলিসমন্বিতঃ।।৭।।
মাতঃ শংকরদয়ি তে ময়িতে করুণা কুতো নাস্তি।
ভোহসি ত্বং জগদম্বা জগত কিংমাং বহির্নি যসি।।৮।।
দেবিত্বং সুরহেতোধর্মদ্রোহিণমাশু হংসি মাতঃ।
উত্তমসংস্কৃত ভাষা ত্বং কুরু ম্লেচ্ছাংশ্চ মোহয়েঃশীঘ্রম্।।৯।।

দ্বারা দশটি নিষ্পাপ পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখন সেই দশপুত্রের নাম শ্রবণ করো। উপাধ্যায়, দীক্ষিত, পাঠক, শুক্ল, মিশ্র, অগ্নিহোত্রী, দ্বিবেদী এবং পান্ড্য।।২-৪।।

চতুর্বেদী নামক একপুত্র ছিল যিনি নামে তুল্য গুণ সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল পুত্রগণের মধ্যে কাশ্যপের সকলগুণ বর্তমান ছিল।।৫।।

তিনি আবার কাশ্মীরে জগদম্বা সরস্বতীর রক্তপুষ্প এবং অক্ষত দ্বারা পূজন করে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তথা ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দ্বারাও পূজন করেছিলেন।।৬-৭।।

কাশ্যপ বললেন, হে মাতা, হে শংকরপত্নী আমার উপর কি আপনার করুণা নেই? আপনি তো এই জগতের মাতা এই জগৎ থেকে কি আপনি আমাকে বাইরে রাখতে চান?।।৮।।

হে দেবী, হে মাতা, আপনি দেবতাদের হিত সম্পাদনের জন্য ধর্মের দ্রোহকারীদের হত্যা করেছেন। আপনি সর্বোত্তম সংস্কৃত ভাষা বিস্তারের জন্য এই ম্লেচ্ছগণকে শীঘ্র মোহিত করে দাও।।৯।।

অম্ব ত্বং বহুরূপা লুঙ্কারা দ্ধূম্রলোচনং হংসি।
ভীমং দুর্গা দৈত্যং হত্বা জগতাং সুখং নয়সি।।১০।।
দম্ভং মোহ ঘোরং গর্বং হত্বা সদা সুখং শেষে।
বোধয় মাতজগতো দুষ্টান্নষ্টকুরু ত্বং বৈ।
তদা প্রসন্না সা দেবী ভো মুনেস্তস্য মানসে।।১১।।
বাসং কৃত্বা দদৌ জ্ঞানং মিশ্রদেশে মুনির্গতঃ।
সর্বানম্লেচ্ছান্মোহয়িত্বা কৃত্বাথ তান্দ্বিজন্মনঃ।।১২।।
সংখ্যাদশসহস্রং চ নরবৃন্দং দ্বিজন্মনাম্।
দ্বিসহস্রং স্মৃতা বৈশ্যা শেষা শূদ্রসুতাঃস্মৃতা।।১৩।।
তৈঃ সার্দ্ধমার্যদেশে স সরস্বত্যা প্রসাদতঃ।
অবসদ্ধে মুনি শ্রেষ্ঠা মুনিকার্যরত সদা।।১৪।।
তেষামার্যসমূহালাং দেব্যাশ্চ বরদানতঃ।
বৃদ্ধিভবতি বহুলা চতুষ্কোটিনরা স্ত্রিয়ঃ।।১৫।।

হে অম্ব, আপনার অনেকরূপ। আপনি তো এক হুংকারে ধুম্রলোচন দৈত্যকে বধ করেছেন। দুর্গ দৈত্যকে হনন করে জগতের সুখ উৎপাদন করেছেন।।১০।।

দম্ভ, মোহ, লোভ, গর্বের হনন করে সদা সুখপূর্বক শয়ন করেন। হে মাতা জগৎকে জ্ঞানপ্রদান করুন এবং আপনি এই সকল দুষ্টকে বিনষ্ট করুন — এই প্রকারে স্তবন করলে সেই সময় দেবী পরম প্রসন্ন হয়ে তার মানসে বাস করে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেইমুণি মিশ্র দেশে চলে গিয়েছিলেন। সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে মোহিত করে তাদেরকে দ্বিজন্মা করেছিলেন।১১-১২।।

দশসহস্র নরগণের মধ্যে দ্বিজ ছিলেন মাত্র দুই সহস্র শেষ ছিলেন বৈশ্য এবং শূদ্র সূত।।১৩।।

তাদের সংগে সেই আর্যদেশে তারা সরস্বতীর প্রসাদে বসবাস করছিলেন। তারা মুণিশ্রেষ্ঠ এবং মুণিদের কাজেই সদা রত ছিলেন।।১৪।।

সেই আর্য সমূহের মধ্যে দেবীর বরদানে অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। পুরুষ ও স্ত্রী মিলিত ভাবে চার কোটি ছিল। সেই স্ত্রী পুরুষের পুত্র পৌত্রাদিও ছিল।

তেষাং পুত্রাংশ্চ পোত্রাশ্চ তদ্ভপঃ কাশ্যপো মুনিঃ।
বিংশোত্তরশতং বর্ষং তস্য রাজ্যং প্রকীর্তিতম্।।১৬।।
রাজৎপুত্রাখ্যদেশে চ শূদ্রাশ্চাষ্ট সহস্রকাঃ।
তেষাং ভূপশ্চার্য পৃথুস্তস্মাজ্জাতস্ম মাগধঃ।।১৭।।
মাগধং নাম তৎপুত্রমভিষিচ্য যযৌ মুনিঃ।
ইতি শ্রুত্বা ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ শৌনকো হর্ষমাগতঃ।।১৮।।
সূতং পৌরাণিকং নত্বা বিষ্ণুধ্যানপরোহভবৎ।
পুনশ্চ শ্রুতিবর্ষান্তে বোধিতা মুনয়স্তথা।।১৯।।
নিত্যনৈমিত্তিকং কৃত্বা পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ।
লোমহর্ষণ মে ব্রূহি কে রাজানশ্চ মাগধাৎ।।২০।।
কলৌ রাজ্যং কৃতং যৈস্তু ব্যাসশিষ্য বদস্বনঃ।
মাগধো মাগধে দেশে প্রাতবান্কাশ্যপাত্মজঃ।।২১।।

এই সকল স্ত্রী পুরুষের রাজা ছিলেন কাশ্যপ মুণি। একশকুড়ি বর্ষ পর্যন্ত সেই কাশ্যপ মুণি রাজ্য শাসন করেছিলেন।।১৫-১৬।।

রাজ্যপুত্র নামক দেশের আট সহস্র শূদ্রের রাজা ছিলেন আর্যপৃথু। তাঁর পুত্র মাগধ রাজ্যের রাজা হন। একথা বলে মুণি প্রস্থান করলেন। একথা শ্রবণ করে ভৃগু শ্রেষ্ঠ শৌনক পরম হর্ষিত হলেন।

পুনরায় তিনি পৌরাণিক সূতজীকে প্রণাম করে বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হন এবং শ্রুতি বর্ষের অন্তে মুণিগণকে বোধিত করেছিলেন।।১৭-১৯।।

মুণিগণ তাদের নিত্য এবং নৈমিত্তিক কার্য সম্পাদন করে সূতজীকে পরমাদরে বললেন, হে লোমহর্ষণ, মাগধের কোন্ রাজা কলিযুগে রাজত্ব করছিলেন। হে ব্যাসশিষ্য আপনি কৃপাপূর্বক সে কথা বলুন। শ্রীসূতজী বললেন, কাশ্যপ পুত্র মার্গধ দেশপ্রাপ্ত হয়েচিলেন। তিনি পিতার রাজ্য স্মরণ করে আর্যদেশেকে পৃথক করে দিয়েছিলেন।।২০-২১।।

পিতৃরাজ্যং স্মৃতং তেন ত্বার্যদেশ পৃথস্কৃতঃ।
পাঞ্চালাৎপূর্বতো দেশো মাগধঃ পরিকীর্তিতঃ।।২২।।
আগ্নেয্যাং চ কলিঙ্গশ্চ তথাবন্তস্তু দক্ষিণে।
আনতদেশো নৈর্ঋত্যাং সিন্ধুদেশস্তু পশ্চিমে।।২৩।।
বায়ব্যাং কেকয়ো দেশো মদ্রদেশস্তথোত্তরে।
ঈশানে চৈব কোনিন্দশ্চার্যদেশশ্চ তৎকৃতঃ।।২৪।।
দেশনাম্না তস্য সুতা মগধস্য মহাত্মনঃ।
তেভ্যোংশানি প্রদত্তানি তৎপশ্চাৎক্রতুমুদ্বহন্।।২৫।।
বলভদ্রস্তদা তুষ্টো যজ্ঞভাবেন ভাবিতঃ।
শিশুনাগ ক্রতোজ্জাতো বলভদ্রামশসদ্ভবঃ।।২৬।।
শতবর্ষং কৃতং রাজ্যং কাকবর্মা সুতোহভবৎ।
তদ্রাজ্যং ন বতিবর্ষং ক্ষেমধর্মা ততোহভবৎ।।২৭।।
অশীতিবর্ষং রাজ্যং তৎক্ষেত্রৌজাস্তৎ সুতোহভবৎ।
দশহীনং কৃতং রাজ্যং বেদমিশ্রস্ততোহভবৎ।।২৮।।

পাঞ্চাল দেশের পূর্ব দেশ হল মাগধ দেশ। দক্ষিণ দিকে কলিঙ্গ দেও ও অবন্তী দেশ। নৈঋত কোণে আনর্ত্ত দেশ এবং পশ্চিম দিকে সিন্ধু দেশ। বায়ু কোণে কৈবায় দেশ ছিল তথা উত্তর দিকে ছিল ভদ্র দেশ। ঈশান কোণে ছিল কোণিন্দ দেশ এবং আর্য দেশ।।২২-২৪।।

সেই মহাত্মা মগধ দেশের নামপুত্র ছিলেন।। তার জন্য একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর তিনি ক্রতুকে উদ্বহন করেছিলেন।।২৫।।

যজ্ঞের ভাবে পরম ভাবিত হয়ে ভগবান্ বলভদ্র সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ক্রতুর থেকে বলভদ্রের অংশ সম্ভূত শিশুনাগ উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি একশ বর্ষ রাজত্ব করেছিলেন। তার পুত্র কাকবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। তার রাজ্য কাল ছিল নব্বই বর্ষ। এরপর তার পুত্র ক্ষমবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। তার রাজ্যকাল ছিল আশী বৎসর। তাঁর পুত্র ক্ষেত্রৌজা পিতার থেকে দশবর্ষ কম রাজত্ব

দশহীনং কৃতং রাজ্যং ততোহজাতীরপুসসুতঃ।
দশহীনং কৃতং রাজ্যং দর্ভকস্তনয়োহভবৎ।।২৯।।
দশহীনং কৃতং রাজ্যমুদয়াশ্বস্ততোহভবৎ।
দশহীনং কৃতং রাজ্যং নন্দবর্ধন এব তৎ।।৩০।।
দশহীনং কৃতং রাজ্যং তস্মান্নন্দসুতোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শূদ্রীগর্ভসমুদ্ভবঃ।।৩১।।
নন্দাজ্জাত প্রনন্দশ্চ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
তস্মাজ্জাতঃ পরানন্দ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৩২।।
তস্মাজ্জাতস্মমানন্দো বিংশোশদ্বর্ষ কৃতং পদম্।
তস্মাজ্জাতঃ প্রিয়ানন্দঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৩৩।।
দেবানন্দস্তস্য সুত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
যজ্ঞভঙ্গ সুতরতস্মাৎপিতুরদ্ধং কৃতং পদম্।।৩৪।।
মৌযনিন্দস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
মহানন্দস্ততো জাত পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৩৫।।

করেন। তাঁর পুত্র বেদ মিত্রও পিতার থেকে দশ বর্ষ কম রাজত্ব করেন। রাজা বেদমিত্রের পুত্র অজাতীর পুত্রও পিতার থেকে দজহীন রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র উদয়াশ্ব দশহীন রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র নন্দ পিতার তুল্য রাজ্যপালন করেন। তিনি শূদ্রীগর্ভ সম্ভূত ছিলেন।।২৬-৩১।।

রাজা নন্দের থেকে প্রনন্দ জন্মলাভ করেন। তিনিও পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তাঁর পুত্র পরমানন্দও পিতৃতুল্য পদলাভ করেন। তাঁর পুত্র সমানন্দ বিংশশৎবর্ষ কাজত্ব করেন। রাজা প্রিয়ানন্দ পিতৃতুল্য পদলাভ করেন। তাঁর আত্মজ রাজা যজ্ঞভর্ঙ্গ পিতার রাজত্ব কালের অর্ধভাগ রাজত্ব করেন। রাজা মৌর্যানন্দ তাঁর পিতা যজ্ঞভঙ্গের ন্যায় রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পুত্র মহানন্দের রাজত্ব কালও একই ছিল।।৩২-৩৫।।

এতস্মিন্নেব কালে তু কলিনা সংস্মৃতো হরিঃ।
কাশ্যপাদুদ্ভবো দেবো গৌতমো নাম বিশ্রুতঃ।।৩৬।।
বৌদ্ধধর্মং চ সংস্কৃত্য পট্টণে প্রাপ্তবাহ্‌হরি।
দশবর্ষং কৃতং রাজ্যং তস্মাচ্ছাক্যমুনি স্মৃতঃ।।৩৭।।
বিংশদ্বর্ষং কৃতং রাজ্যং তস্মাচ্ছুদ্ধোদনোহভবৎ।
ত্রিশদ্বর্ষং কৃতং রাজ্যং শাক্যসিংহস্ততোহভবৎ।।৩৮।।
শতাদ্রৌ দ্বিসস্রেহব্দে ব্যতীতে সোহভকন্নৃপ।
কলেঃ প্রথম চরণে বেদমার্গো বিনাশিতঃ।।৩৯।।
ষষ্টিবষং কৃতং রাজ্যং সর্ববৌদ্ধানরা স্মৃতাঃ।
নরেষু বিষ্ণৃণৃপতিযথা রাজা তথা প্রজা।।৪০।।
বিষ্ণোর্বোর্যানুসারেন জগদ্ধর্মঃ প্রবর্ত্ততে।
তস্মিহ্‌রৌ যে শরণং প্রাপ্তা মায়া পতৌ নরাঃ।।৪১।।
অপি পাপসমাচারা মোক্ষবন্ত প্রকীর্তিতা।
শক্যসিমহাদ্বুদ্ধসিংহ পিতুরর্দ্ধং কৃতং পদম্।।৪২।।

এই কালেই কলি ভগবান শ্রীহরিকে স্মরণ করেছিলেন। কাশ্যপের থেকে উৎপন্ন দেব গৌতম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করে হরিপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি দশবর্ষ রাজত্ব করেন এবং শাক্যমুণি তাঁর থেকে জন্ম লাভ করে। তিনি কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর থেকে শুদ্ধোধন জন্মলাভ করে। তিনিও ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা শাক্য সিংহ তাঁর থেকে জন্মলাভ করেন। শতাদ্রিতে দুই সহস্র বৎসর ব্যতীত হলেও তিনি রাজা ছিলেন। কলির প্রথম চরণের বেদের মার্গ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।।৩৬-৩৯।।

এইভাবে সমস্ত বৌদ্ধ নৃপতি ষাট বৎসর রাজত্ব করেছিলেন এবং তারা নর নামে পরিচিত ছিল। নরগণের মধ্যে বিষ্ণুর তুল্য নৃপতি এবং তৎতুল্য প্রজাও ছিলেন।।৪০।।

বিষ্ণুবীর্য অনুসারে জগদ্ধর্ম প্রবৃত্ত হয়। সেই হরির যিনি স্মরণে যান, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন। রাজা শাক্য সিংহের থেকে বুদ্ধিসিংহ জন্মলাভ করেন। তিনি পিতার রাজত্বকালের অর্ধভাগ সময় রাজত্ব করেন।।৪১-৪২।।

চন্দ্রগুপ্তস্তস্য সুতঃ পৌরসাধিপত্তে সুতাম্।
সুলুবস্য তথোদ্বাহ্য যাবনীবৌদ্ধতৎপরঃ।।৪৩।।
ষষ্টিবর্ষং কৃতং রাজ্যং বিন্দুসাহস্ততোহভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমশোকস্তনয়োহভবৎ।।৪৪।।
এতস্মিন্নেব কালে তু কান্যকুজ্বো দ্বিজোত্তমঃ।
অর্বুদং শিখরং প্রাপ্য ব্রহ্মহোমমথাকরোৎ।।৪৫।।
বেদমন্ত্রপ্রভাবাচ্চ জাতাশ্চত্বারিক্ষত্রিয়া।
প্রমর স্সামবেদী চ চপহানিযজুর্বিদ।।৪৬।।
ত্রিবেদী চ তথা শুক্লোথবা স পরিহারকঃ।
ঐরাবতকুলে জাতাগ্নজানারুহ্যতে পৃথক্।।৪৭।।
অশোকং স্ববশ চক্রুস্সর্বে বৌদ্ধা বিনাশিতাঃ।
চতুর্লক্ষা স্মৃতা বৌদ্ধা দিব্যশস্ত্রৈ প্রহারিতাঃ।।৪৮।।
অবন্তে প্রমরো ভূষশ্চতুর্যোজনবিস্তৃতাম।
অম্বাবতীং নাম পুরীমধ্যাস্য সুখিতোহভবৎ।।৪৯।।

রাজা বুদ্ধি সিংহের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত তিনি পৌরসাধিপতি সুলূবের পুত্রীকে বিবাহ করেন। যার ফলে যাবনী বৌদ্ধ তৎপর হয়েছিল। তিনি ষাট বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বিন্দুসার নামক পুত্র জন্মলাভ করে। তিনি পিতৃতুল্য পদ লাভ করেন। তার থেকে সম্রাট অশোক উৎপন্ন হন। এই সময় কান্যকুঞ্জ দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্বুদ শিখরে গিয়ে ব্রহ্মহোম করেছিলেন।।৪৩-৪৫।।

বেদমন্ত্রের প্রভাবে চার ক্ষত্রিয় সমুদ্ভূত হয়েছিল। তারা হলেন — প্রমর, সামবেদী, চপহানি এবং যজুর্বেদ। এছাড়া ত্রিবেদী তথা শুক্ল অথর্বা, পরিহারক। এঁরা ঐরাবতের কুলে উৎপন্ন পৃথক গজেও আরোহণ করেছিলেন।।৪৬-৪৭।।

এরা অশোককে নিজবশে এনে সমস্ত বৌদ্ধকে দিব্যশাস্ত্রের দ্বারা প্রহারিত করা হয়েছিল।।৪৮।।

অবন্ত দেশে প্রমর ভূষছিলেন যিনি চার যোজন বিস্তৃত অম্বাবতী গৃহে মহা সুখে বাস করতেন।।৪৯।।

।। কলিংজর অজমেরপুর আদি বর্ণন।।

চিত্রকূটগিরেদেশে পরিহারো মহীপতিঃ।
কলিংজরপুরং রম্যমক্রোশায়তনং স্মৃতম্।।১।।
অধ্যাস্য বৌদ্ধহন্তা সুখিতোভবদূর্জিতঃ।
রাজপুত্রাখ্যদেশে চ চপহানিমহীপতিঃ ।।২।।
অজমেরপুরং রম্যং বিধিশো ভাসমন্বিতম্।
চাতুর্বর্ন্যযুতং দিব্যমধ্যাস্য সুখিতোহভবৎ।।৩।।
শুক্লো নাম মহীপালো গত আনতহমন্ডলে।
দ্বারকাং নাম নগরীমধ্যাস্য সুখিতোহভবৎ।।৪।।
তেষামগ্ন্যুদ্ভবানাং চ যে ভূপা রাজ্যসৎকৃতাঃ।
তান্মে ব্রূহি মহাভাগে সূতো বাক্যমথাব্রবীৎ।।৫।।

।। কলিঞ্জর অজমরপুরাদি বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে কলিঞ্জর অজমরপুর এবং দ্বারকা নগরীতে প্রমরচপহানি তথা শুক্লোস্থিতির বর্ণন রয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন, চিত্রকূট গিরি দেশে পরিহার নামক তাজা ছিলেন। সেখানে কলিঞ্জরপুর নামক পরম রম্য অক্রোশায়তন ছিল।।১।।

সেখানে বৌদ্ধ হননকারী সেই রাজা সেখানে মহাসুখে বাস করছিলেন এবং রাজপুত্র নামক দেশে চপহানি মহীপতি হয়েছিলেন।।২।।

অজমেরপুর অত্যন্ত রমণিক ছিল যা বিধি শোভা দ্বারা পূর্ণ ছিল। সেই পুর চারবর্ণে মুক্ত এবং দিব্য ছিল। তিনি এখানে পরম সুখে বাস করছিলেন।

রাজা শুক্ল অনর্ত্ত মন্ডলে চলে গেলেন। সেখানে দ্বারকানগরীতে বিনাস করে তিনি পরমসুখী ছিলেন।।৩-৪।।

শৌনক বললেন, অগ্নি থেকে সম্ভূত যে রাজা রাজ্য সংকৃত ছিলেন আপনি তার বিষয়ে বলুন। সূতজী বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ আপনারা এখন চলে যান,

গচ্ছধ্বং ব্রাহ্মণা সর্বে যোগনিদ্রাবশো হ্যহম্।
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বিষ্ণোর্ধ্যানং প্রচক্রিরে।।৬।।
পূনেদ্বে চ সহস্রান্তে সূতো বচনমব্রবীৎ।
সপ্তত্রিংশশতে বর্ষে দশাব্দে চাধিকে কলৌ।।৭।।
প্রমরো নাম ভূপাল কৃতং রাজ্যং চ ষট্সমাঃ।
মহামদস্ততো জাত পিতুরর্ধং কৃতং পদম্।।৮।।
দেবাপিস্তনয়স্তস্য পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
দেবদূতস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং স্মৃতঃ পদম্।।৯।।
তস্মাদগন্ধবসেনশ্চ পঞ্চশদব্দভূ পদম্।
কৃত্বা চ স্বসুতং শংখমভিষিচ্য বনং গতঃ।।১০।।
শঙ্খেন তৎপদং প্রাপ্তং রাজ্যং ত্রিংশৎসমা কৃতম্।
দেবাঙ্গনা বীরমতী শক্রেন প্রেষিতা তদা।।১১।।
গন্ধর্বসেনং সংপ্রপ্য পুত্ররত্নমজীজনেৎ।
সুতস্য জন্মকালে তু নভস পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।।১২।।

আমি যোগনিদ্রা বশীভূত হয়ে গেছি। একথা শ্রবণ করে সমস্ত মুনিগণ ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করতে লাগলেন।।৫-৬।।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে সূতজী বললেন, সাঁইত্রিশ শত দশবর্ষ কলিযুগ অতিক্রম করলেও প্রমর নামক রাজা ছয়বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।।৭।।

এই সময়ে তাঁর মহামহ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। তিনি নিজ কিতার রাজত্বকালের অর্ধভাগ সময় রাজত্ব করেছিলেন।।৮।।

তাঁর পুত্র দেবাপি পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। তাঁরপুত্র গন্ধর্বসেন পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। এরপর তিনি নিজ নিজ পুত্র শংখকে রাজ্যসনে অভিষিক্ত করে বনে প্রস্থান।।৯-১০।।

রাজা শংখ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। সেই সময় বীরমতী নামক এক দেবাঙ্গনা দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি গন্ধর্বসেনের সংগে বাসকরে একপুত্র রত্নের জন্ম দিয়েছিলেন। পুত্রের জন্মের সময় আকাশ থেকে

পেতুর্দুর্মুয়ো নেদুবাতি বাতা সুখপ্রদা।
শিবদৃষ্টিদ্বিজো নাম শিষ্যৈস্সার্দ্ধং বনং গতঃ।।১৩।।
বিংশব্দিঃ কর্মযোগং চ সমারাধ্য শিবোঽভবৎ।
পূর্ণেত্রিংশচ্ছতে বর্ষে কলৌ প্রাপ্ত ভয়ঙ্করে।।১৪।।
শকানাং চ বিনাশার্থমাযধর্মবিবৃদ্ধয়ে।
জাতশিশবাজ্ঞয়া সোঽপি কৈলাসাদগুহ্যকালয়াৎ।।১৫।।
বিক্রমাদিত্যনামানং পিতা কৃত্বা মুমোদ হ।
স বালোঽপি মহাপ্রাজ্ঞ পিতৃমাতৃপ্রিয়ঙ্করঃ।।১৬।।

পুষ্প বৃষ্টি হয়েছিল। দুন্দভি বেজে উঠেছিল এবং পরমসুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হয়েছিল।।১১-১৩।।

তিনি বিংশ বৎসর পর্যন্ত সাধন করেছিলেন এবং শিব স্বরূপ ধারণ করেছিলেন। এই সময় তিনশত বৎসর ভয়ংকর কলিযুগপ্রাপ্ত হয়েছিল।।১৪।।

শক বংশের বিনাশার্থে এবং আর্যধর্ম বৃদ্ধির জন্য তিনি গুহ্যকালয় কৈলাশ থেকে ভগবান শিবের আজ্ঞা প্রাপ্ত করেই তিনি সমুৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর পিতা তাঁর নাম বিক্রমাদিত্য রেখেছিলেন এবং তাঁর মনে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বাল্যাবস্থা থেকেই মহা বুদ্ধিমান্ পন্ডিত ছিলন এবং মাতা পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।।১৫।।

যখন তার আয়ু পাঁচ বৎসর ছিল, তখন তিনি তপস্যার জন্য বনে চলে যান। সেখানে বিক্রমাদিত্য বার বৎসর পর্যন্ত অত্যন্ত প্রযত্নের সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন।।১৬।।

পঞ্চবর্ষে বয় প্রাপ্ত তপসোহথে বনং গতঃ।
দ্বাদশাব্দং প্রযত্নেন বিক্রমেন কৃতং তপঃ।।১৭।।
পশ্চাদম্বাবতীং দিব্যাং পুরীং যাতে শ্রিয়ান্বিতঃ।
দিব্যং সিংহাসনং রম্যং দ্বাত্রিংশন্মূতিসং যুতম্।।১৮।।
শিবেন প্রেষিতং তস্মৈ সোপি তৎপদমগ্রহীৎ।
বৈতালস্তস্য রক্ষার্থং পার্বত্যা নির্মিতো গতঃ।।১৯।।
একদ স নৃপো বীরো মহাকালেশ্বরস্থলম্।
গত্বা সম্পুজয়ামাস দেবদেবং পিনাকিনম্।।২০।।
সভা ধর্মময়ী তত্র নির্মিতা ব্যূহবিস্তরা।
নানাধাতুকৃতস্তম্ভা নানামণিবিভূষিতা।।২১।।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণা পুষ্পবল্লীভিরন্বিতা।
তত্র সিংহাসনং দিব্যংস্থাপিতং তেন শৌনক।।২২।।
আহূয় ব্রাহ্মণান্মুখ্যান্বেদবেদাঙ্গপারগান্।
পূজয়িত্বা বিধানেন ধর্মগাথাহশুনোৎ।।২৩।।

এরপর তিনি শ্রীলাভ করে দিব্য অম্বাবতী পুরীতে চলে যান। এক পরম সুন্দর এবং বত্রিশ মূর্ত্তিযুক্ত সিংহাসন ভগবান শিবজী তার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর রক্ষার জন্য পার্বতী বেতালকে নিযুক্ত করেছিলেন।।১৭-১৯।।

একবার সেই পরমবীর রাজা মহাকালেশ্বরের কাছে গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবকে পূজন করেছিলেন। সেখানে ব্যূহ বিস্তৃত পরম ধর্মময়ী সভা নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে অনেক ধাতু নির্মিত স্তম্ভ ছিল। সেই সভা বিভিন্ন মন্ত্রীদের দ্বারা বিভূষিত ছিল।।২০-২১।।

সেই সভা অনেক প্রকার বৃক্ষের সমাকীর্ণ ছিল এবং বিভিন্ন পুষ্পের দ্বারা সমন্বিত ছিল। হে শৌনক, সেখানে দিব্য সিংহাসন তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেদ এবং বেদাংগ শাস্ত্রের মহা মনীষিগণ এবং পারঙ্গত পন্ডিত মুখ্য ব্রাহ্মণদের সেখানে সমাহ্বান করে তার পূজা করে বিধি বিধান দ্বারা ধর্ম এবং গাথা তিনি শ্রবণ করেছিলেন।।২২-২৩।।

এতস্মিনন্তরে তত্র বৈতালো নাম দেবতা।
স কৃত্বা ব্রাহ্মণং জয়োশীভিঃ প্রশস্ত তম।।২৪।।
উপবিশ্যাসনে বিপ্রোরজনমিদনব্রবীৎ।
যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা বিক্রমাদিত্যভূপতে।।২৫।।
বর্ণয়ামি মহাখ্যানমিতি হাসসমুচ্চয়ম।।২৬।।

।। পদ্মাবতীকথাবর্ণনম্।।

ইত্যুক্তস্স তু বৈতালো মহাকালেশ্বরস্থিতঃ।
শিবং মনসি সংস্থাপ্য রাজানমিদমব্রবীৎ।।১।।
বিক্রমাদিত্যভূপাল শৃণু গাথাং মনোরমাম্।।
বারাণসী পুরী রম্যা মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।।২।।
চাতুর্বর্ণ্যপ্রজা যত্র প্রতাপমুকুটো নৃপ।
ম হাদেবী চ মহিষী ধর্মজ্ঞস্য মহীপতে।।৩।।

এর মধ্যে যেখানে বেতাল নামক দেবতা ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে জয়রূপ আশীর্বাদের দ্বারা তার প্রশংসা করেছিল। সেই বিপ্র আসনে স্থিত হয়ে রাজাকে বলেছিলেন, হে বিক্রমাদিত্য নৃপ, যদি আপনি শ্রদ্ধার সংগে শ্রবণ করেন, তাহলে আমি এক ইতিহাসের সমুচ্চয় স্বরূপ এক আখ্যানের বর্ণনা দেবো।।২৪-২৬।।

।। পদ্মাবতী কথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে পদ্মাবতীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রী সূতজী বললেন, পূর্বকথিত বেতাল মহাকালেশ্বরে ছিলেন। ভগবান শিবকে মনে সংস্থাপিত করে রাজাকে সে বলেছিল, হে ভূপাল বিক্রমাদিত্য, এখন তুমি এক মনোরম গাথা শ্রবণ কর। বারাণসী নামে খুব রম্য এক নগরী ছিল, সেখানে ভগবান শিব স্বয়ং অবস্থান করতেন।।১-২।।

সেখানে প্রজাবর্গের মধ্যে চার বর্ণের লোক ছিল এবং যেখানের রাজা ছিলেন প্রতাপ মুকুট, তাঁর রাণী ছিলেন মহাদেবী। তাঁর পুত্রের নাম ছিল বজ্র

তৎপুত্রো বজ্রমুকুটো মন্ত্রিন সুতবল্লভা।
ষোড়শাব্দেহথ সংপ্রাপ্তে হয়ারূঢ়ো বনং গত।।৪।।
অমাত্যতনয়শ্চৈব বুদ্ধিদক্ষ ইতি শ্রুতঃ।
হয়ারূঢ়ো গতঃ সার্ধং সমানবয়সা বনে।।৫।।
স দৃষ্ট্বা বিপিনং রম্যং মৃগপক্ষিসমন্বিতম্।
মুমোদ বজ্রমুকুট কামাশয়বশং গতঃ।।৬।।
তস্য কুলে শিবস্থানং মুনিবৃন্দৈ প্রপূজিতম্।।৭।।
দৃষ্ট্বা তত্র গতৌ বীরৌ পরমানন্দমাপতুঃ।
এতস্মিন্নন্তরে ভূপ করর্ণাটকভূপতে।।৮।।
দন্তবক্তসৎ তনয়া নামা পদ্মাবতী মতা।
কামদেবং নমস্কৃত্য কামিনী কামরূপিনী।।৯।।
চিক্রীড় সখিভি ক্রিড়াং সরোমধ্যে মনোহরা।
তদা তু বজ্রমুকুটো মন্দিরাদাগতো বহি।।১০।।

মুকুট। তিনি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করলে তিনি অশ্বচালনা করে বনে যান। মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিদক্ষও অশ্বারোহন করে বনে যান। তারা দুইজনেই সমবয়স্ক ছিলেন।।৩-৫।।

সেই রাজকুমার মৃগ এবং পক্ষি সমন্বিত সুন্দর বন দেখেছিলেন এবং পরম প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে সেই রাজকুমার কামাশায় বশীভূত হয়ে গিয়েছিলেন।।৬।।

সেই বনে এক অত্যন্ত রম্য এবং পরম দিব্য সরোবর ছিল, যা বিভিন্ন পক্ষিগণে সুন্দর নিনাদ যুক্ত ছিল। সেই সরতটেমুণিসমূহের দ্বারা পূজিত ভগবান শিবের এক স্থান ছিল।।৭।।

সেই শিবালয়টিকে দেখে দুই যুবক সেখানে গিয়ে মহা অনন্দলাভ করলেন। হে ভূপ, এরমধ্যে সেখানে কর্ণাটকের রাজা দন্তবক্তের পুত্রী পদ্মাবতী সেখানে আসেন। তিনি কামিনী স্বরূপিনী ছিলেন। তিনি কামদেবকে প্রণাম করে পরম সুন্দরী সখীদের সঙ্গে সেই সরোবরে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। সেই সময়

দৃষ্ট্বা পদ্মাবতীংবালাং তু রূপগুণান্বিতাম।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ সা দৃষ্ট্বা তু মুমোহ বৈ।।১১।।
প্রবুদ্ধো বজ্রমুকুটো মাং পাহি শিবশঙ্কর।
ইত্যুক্ত্বা ভূপতনয়ঃ পুনর্বালাং দদর্শ হ।।১২।।
শিরসঃ পদ্মকুসুমং সা গৃহীত্বা তু কর্ণয়োঃ।
কৃত্বা চখান দর্শণৈঃ পাদয়োর্দধতী পুণঃ।।১৩।।
পুণগৃহীত্বা তৎপুষ্পং হৃদয়ে সংপ্রবেশিতম্।
ইতি ভাবং চ সা কৃত্বাহহলিভিঃ সার্ধং যযৌ গৃহম্।।১৪
তীর্থার্থং চ সমং পিত্রা সংপ্রাপ্তা গিরিজাবলে।
তস্যাং গতয়াং স নৃপো মারবাণেন পীড়িতঃ।।১৫।।
মহতীং মানসীং পীড়াং প্রাপ্তবান্মোহমাগেলঃ।
উন্মাদীব ততো ভূত্বা খাদ্যপানবিবর্জিতঃ।।১৬।।

রাজকুমার বজ্রমুকুট মন্দির থেকে বাইরে নির্গত হয়ে সমান রূপ ও গুণবতী পদ্মাবতীকে দেখে মোহিত হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর বজ্রমুকুটের চেতনা ফিরলে তিনি প্রবুদ্ধ হয়ে বলেন — হে শিবশংকর আমাকে রক্ষা করুন। এই বলে তিনি পুনরায় সেই কন্যাকে দেখতে লাগলেন।।৮-১২।।

সেই কন্যা মাথার পদ্মপুষ্প গ্রহণ করে কর্ণে রেখে, পুনরায় দশনের পুনঃপুনঃ খেতে লাগলেন এবং পুনরায় তা হৃদয়ে প্রবেশ করালেন। এই প্রকার ভাব করে তিনি পুনরায় সখিদের সংগে গৃহে চলে গেলেন।।১৩-১৪।।

এরপর তীর্থ করতে পিতার সংগে গিরিজা বনে চলে গেলেন, তাঁর বনে যাওয়ার পরে নৃপ কামবানের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে ছিলেন। খুব কঠিন মানসিক পীড়াতে আক্রান্ত হয়ে মোহিত হয়ে গেলেন। তিনি অহর্নিশ পদ্মাবতীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে মৌনী হয়ে রইলেন। তিনি এইভাবে খাদ্য ভোজন ত্যাগ করে

ধ্যাত্বা পদ্মাবতীং বালাং মৌনব্রতমচীকরৎ।
তদা কোলাহলো জাতঃ প্রতাপমুকুটান্তিকে।।১৭।।
কুমারঃ কাং দশাং প্রাপ্ত ইতি হাহেতি সর্বতঃ।
ত্রিদিনান্তে মন্ত্রিসুতো বুদ্ধি দক্ষো বিশারদঃ।।১৮।।
অব্রবীদ্বজ্রমুকুটং সত্যং কথয় ভূপতে।
স আহ কারণং সর্বং যথা জাতং সরোবরে।।১৯।।
তচ্ছ্রুত্বা বুদ্ধিদক্ষশ্চ বিহস্যাহ মহীপতিম্।
মহাকষ্টেন স দেবী মিত্রত্বং হি গমিষ্যতি।।২০।।
করণাটকভূপস্য দন্তবক্তস্ত সা সুতা।
পদ্মাবতীতি বিখ্যাতা দধতী ত্বাং স্বমানসে।।২১।।
পুষ্পাভাবেন জ্ঞাত্বাহং ত্বাং নয়ামি তদন্তিকে।
ইত্যুক্ত্বা তস্য পিতরং প্রতাপমুকুটং প্রতি।।২২।।
আহাজ্ঞাং দেহি ভূপাল যা স্যেহং করণাটকে।
ত্বৎসুতস্য চিকিৎসার্থং স বজ্রমুকুটোহচিরম্।।২৩।।

মানসিক রোগীর ন্যায় আচরণ করতে লাগলেন। এই সংবাদ পদ্মাবতীর কাছে রাজা প্রতাপ মুকুটের কাছে কোলাহলের সংগে পৌঁছান।।১৫-১৭।।

কুমারের এই অবস্থা দর্শনে সকলের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। তিনদিন পর মন্ত্রীপুত্র পরম পন্ডিত বুদ্ধিদক্ষ বজ্রমুকুটকে বলেছিলেন, হে ভূপতি, সত্য বলুন কি ব্যাপার। তখন রাজকুমার সমস্ত কারণ তাকে বলেছিলেন – বনের মধ্যে যা ঘটনা ঘটেছিল সেই সকল কথা রাজকুমার বুদ্ধিদক্ষকে বলেছিলেন।।১৮-১৯।।

এই কথা শ্রবণ করে বুদ্ধিদক্ষ হেসে উঠে মহীপতিকে বলেছিলেন, মহাদেবীর সংগে মিত্রতাপ্রাপ্তি অনেক কষ্টকর বিষয়। তিনি কর্ণাটক রাজ্যের রাজা দন্তবক্রের পুত্রী। তাঁর নাম পদ্মাবতী। তিনি আপনাকে মনে ধারণ করে রেখেছেন। আমি পুষ্পভারের কথা শুনে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বুদ্ধিদক্ষ একথা বলে সেই রাজকুমারের পিতা প্রতাপ মুকুটকে বললেন -- হে

আয়ামি নাহত্র সন্দেহো যদি জীবয়সে সুতম্।
তথেতি মত্বা স নৃপঃ প্রাদাৎপুত্রং চ মন্ত্রির্ণে।।২৪।।
হয়ারূঢ়ৌ গতৌ শীঘ্রং দন্তবক্তস্য পত্তনে।
কাচিদ্বৃদ্ধাঅস্থি তত্র তস্যা গেহং চ তৌ গতৌ।।২৫।।
বহুদ্রব্যং দদৌ তস্যৈ বুদ্ধিদক্ষো বিশারদঃ।
উষতুর্মন্দিরে তস্মিন্নাত্রিং ঘোরতমোবৃতাম্।।২৬।।
প্রাতঃ কালে তু সা বৃদ্ধা গচ্ছন্তীং রাজমন্দিরম্।
তামাহ মন্ত্রিতনয়ঃ শৃণু মাতর্বচো মম।।২৭।।
পদ্মাবতীং চ সংপ্রাপ্যৈকান্তে মদ্বচনং বদ।
জ্যেষ্ঠশুক্লস্য পঞ্চম্যামিন্দুবারে সরোবরে।।২৮।।
যো দৃষ্টঃ পুরুষো রম্যস্ত্বদর্থে সমুপাগতঃ।
ইতি শ্রুত্বা যযৌ বৃদ্ধা পদ্মং তস্যৈ ন্যবেদয়ৎ।।২৯।।

ভূপাল, আপনি আজ্ঞা করুন। আমি আপনার পুত্রের চিকিৎসার জন্য সেখানে যাচ্ছি। বজ্রমুকুট ও আমি অতিশীঘ্র ফিরে আসব। যদি আপনি পুত্রকে জীবিত রাখতে চান তাহলে সেখানে যাবার আজ্ঞা দিন। রাজা তাকে আজ্ঞা দিয়ে পুত্রকে তার সঙ্গে কর্ণাটকে পাঠালেন।।২০-২৪।।

তারা দুজনে অশ্বারূঢ় হয়ে শীঘ্র রাজা দন্তবক্রের নগরে পৌঁছালেন। সেখানে কোনো এক বৃদ্ধা স্ত্রী ছিলেন। তারা দুজনে তার ঘরে চলে গেলেন।।২৫।।

পরম পন্ডিত বুদ্ধিদক্ষ অনেক ধন সম্পদ বৃদ্ধাকে দিয়ে ঘোর অন্ধকার রাত্রে সেই মন্দিরে বসবাস করতে লাগলেন। প্রাতঃকালে সেই বৃদ্ধা রাজ মন্দিরে যাচ্ছিসেন। সেই সময় মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিদক্ষ তাঁকে বললেন, হে মাতা, আমার কথা শ্রবণ করুন, আপনি পদ্মাবতীর কাছে গিয়ে আমার কথা তাকে বলুন যে, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে চন্দ্রবারে যে রম্য পুষ্প তুমি দেখেছিলে, সেটি তোমার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছে। একথা শ্রবণ করে বৃদ্ধা চলে গেলেন এবং সেই বৃত্তান্ত পদ্মাবতীকে গিয়ে নিবেদন করলেন।।২৬-২৯।।

রুষ্টা পদ্মাবত্রী প্রাহ চন্দনাদ্রাঙ্গুলীয়িকা।
গচ্ছ গচ্ছ মহাদুষ্টে তলেনোরস্যতাড়য়ৎ।।৩০।।
অঙ্গুলীভিঃ কপোলৌ চ তস্যাঃ স্পৃষ্ট্বা যযৌ গৃহম্।
সা তু বৃদ্ধা বুদ্ধিদক্ষং সর্বং ভাবং ন্যবেদয়ৎ।।৩১।।
সমিত্রং দুঃখিতং প্রাহ শৃণু মিত্র শুচং ত্যজ।
ত্বামাহ ভূপতেঃ কন্যা প্রাণপ্রিয় বচঃ শৃণু।।৩২।।
ত্বদর্থে তাড়িতং বক্ষঃ কদা মিত্রং ভবিষ্যসি।
শ্রুত্বা তন্মধুরং বাক্যং রজো দেহে সমাগতম্।।৩৩।।
রজস্বলান্তে ভো মিত্র তবাস্যং চুম্বিতাস্ম্যহম্।
ইতি শ্রুত্বা ভূপসুতঃ পরমানন্দমাযযৌ।।৩৪।।
ত্রিদিনান্তে তু সা বৃদ্ধাপদ্মাবত্যৈ ন্যবেদয়েৎ।
ত্বামুৎসুকঃ স ভূপালস্তব দর্শন লালসঃ।।৩৫।।

চন্দনার্দ্র অঙ্গুলীয়ক যুক্ত পদ্মাবতী রুষ্ট হয়ে বললেন, হে মহাদুষ্টা, চলে যাও। এই বলে তিনি সেই বৃদ্ধাকে তাড়না করলেন। অঙ্গুলী দ্বারা সেই বৃদ্ধার কপোল স্পর্শপূর্বক গৃহে চলে গেলেন। পুনরায় বৃদ্ধা এসে বুদ্ধিদক্ষকে সেই সম্পূর্ণ ভাব নিবেদন করলেন।।৩০-৩১।।

সেই মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিদক্ষ দুঃখিত মিত্রকে বললেন, হে মিত্র শ্রবণ করুন, আপনি চিন্তা ত্যাগ করুন। রাজকন্যা কি বলেছে শ্রবণ করুন, তিনি বক্ষঃস্থল তাড়িত করেছেন কারণ তিনি বলতে চান যে, "তুমি কবে আমার মিত্র হবে। তার মধুর বাক্য শ্রবণ করে দেহে রজঃ প্রবৃত্তি হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন রজস্থলতা হলে আমি তোমাকে চুম্বন করব।" এই কথা শ্রবণ করে রাজ পুত্রের পরম আনন্দ হয়েছিল।।৩২-৩৪।।

তিনদিন ব্যাতীত হলে সেই বৃদ্ধা পদ্মাবতীর সমীপে গিয়ে বললেন, ভূপাল তোমাকে দর্শন করতে অতি উৎসুক হয়েছেন।।৩৫।।

তং ভজস্বাদ্য সুশ্রোণি সফলং জীবনং কুরু।
ইতি শ্রুত্বা মহাহৃষ্টা সা মস্যাদ্রাঙ্গুঁলীয়কম।।৩৬।।
গবাক্ষদ্বারি নিষ্কাস্য তলে পৃষ্ঠে চ তাড়িতা।
তথৈব বৃদ্ধা তং প্রাপ্য মন্ত্রিণং চাব্রবীদ্ব চঃ।।৩৭।।
প্রসন্নো বুদ্ধিদক্ষশ্চ মিত্রং প্রাহ শৃণুষ্ব ভোঃ।
পশ্চিমে দিশি ভোঃ স্বামিগ্নবাক্ষং তব নির্মিতম্ ।।৩৮।
আর্দ্ধরাত্রে তু সংপ্রাপ্য ভজ মাং কামবিহ্বলাম্।
শ্রুত্বা তদ্বজ্রমুকুটঃ প্রিয়াদর্শনলালসঃ।।৩৯।।
যযৌ শীঘ্রং মহাকামী রমণীং তামরাময়ৎ।
মাসান্তে কামশিথিলো মিত্র দর্শন লালসঃ।।৪০।।
পদ্মাবতীং প্রিয়াং প্রাহ শৃণু বাক্যং বরাননে।
যেন প্রাপ্তবতী মহ্যং ত্বং সুভ্রূঃ সুরদুর্লভা।।৪১।।

হে সুশ্রোণী, তুমি আজ রাজকুমারের সেবা করে নিজের জীবন সফল করো। একথা শ্রবণ করে পদ্মাবতী অত্যন্ত হর্ষিত হলেন ও বৃদ্ধাকে মসীরার্দ্র অঙ্গুলীয়কের দ্বারা গবাক্ষের দ্বারে বার করে দিয়ে তল ও পৃষ্ঠে তাড়িত করেছিল। এই কথা বৃদ্ধা মন্ত্রীর কাছে নিবেদন করেছিল।।৩৬-৩৭।।

এই কথা শ্রবণ করে বুদ্ধিদক্ষ মিত্রকে বললেন, হে রাজকুমার, শোনো হে স্বামিন্, সে পশ্চিমদিকে তোমার গবাক্ষ তৈরী করেছেন। অর্ধরাত্রে তুমি গমন করে কাম বিহ্বলা সে রমণীকে সেবন কর। এই কথা শ্রবণ করে বজ্রমুকুট প্রিয়া দর্শনের লালসায় পূর্ণ হয়ে গেলেন।

সেই রাজকুমার শীঘ্র সেখানে গিয়ে সেই রমণীকে উত্তমরূপে রমণ করলেন। একমাস পূর্ণ হলে তিনি কাম শিথিল হলেন এবং মিত্রের সংগে দর্শনের ইচ্ছায় লালসান্বিত হলেন।।৩৮-৪০।।

তখন সেই রাজকুমার পদ্মাবতীকে বললেন, হে বরাননে, আমার বচন শ্রবণ করো, যার জন্য তুমি আমাকে প্রাপ্ত হলে সেই মিত্র হলেন আমার মিত্র

তন্মিত্রং বুদ্ধিদক্ষশ্চ কিং নু তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্।
আজ্ঞাং দেহি প্রিয়ে মহ্যং দৃষ্ট্বাযাস্যামি তেহন্তিকম্।।৪২।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য নিষ্ঠুরং কুলিশোপমম্।
মিষ্টান্নং সবিপ কৃত্বা মন্ত্রিণে সান্যবেদয়ৎ।।৪৩।।
তদা তু বুদ্ধিদক্ষশ্চ চিত্রগুপ্ত প্রপূজকেঃ।
জ্ঞাত্বা তৎকারণং সর্বং ন তু ভক্ষিতবান্দয়ম্।।৪৪।।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো ভূপতিস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
বিবেকবন্তং মিত্রং তং দৃষ্ট্বা প্রাহ রুষান্বিতঃ।।৪৫।।
কস্মান্ন খাদিতং মিত্রং ভোজনং মৎপ্রিয়াকৃতম্।
বিহস্য বুদ্ধি দক্ষস্তু সারমেয়ে দদৌ হি তৎ।।৪৬।।
ভুক্ত্বা স মরণং প্রাপ্তঃ স দৃষ্ট্বাব বিস্মিতো নৃপঃ।
স্ত্রীচরিত্রং চ বিজ্ঞায় স্নেহং ত্যক্ত্বাহ ব্রবীতম্।।৪৭।।
মিত্রগচ্ছ গৃহং শীঘ্রং ময়া ত্যক্তা চ পাপিনী।
স আহ শৃণু ভূপাল গচ্ছ শীঘ্রং প্রিয়ান্তিকম্।।৪৮।।

বুদ্ধিদক্ষ। এখন তিনি এখানে আছেন কিনা। তুমি আমাকে আজ্ঞা দাও। আমি তার সঙ্গে দেখা করে শীঘ্র তোমার কাছে চলে আসব।।৪১-৪২।।

রাজকুমারের বজ্রসম অত্যন্ত কঠোর বাক্য শ্রবণ করে রাজপুত্রী তাকে বিষযুক্ত মিষ্টান্ন প্রদান করে ছিল। সেই মিষ্টান্ন রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রকে নিবেদন করলে চিত্রগুপ্তের প্রপূজক বুদ্ধিদক্ষ সমস্ত কারণ দেখে সেই মিষ্টান্ন ত্যাগ করেছিল।।৪৩-৪৪।।

ইতিমধ্যে রাজকুমার সেখানে এসে বিবেকবান্ সেই মিত্রকে দেখে ভয়ংকর ক্রোধে বলেছিল — হে মিত্র আমার প্রিয়ার দেওয়া মিষ্টান্ন কেন ভোজন করোনি, এই কথা শুনে বুদ্ধিদক্ষ হেসে কুকুরকে সেই মিষ্টান্ন খেতে দিয়েছিল, কুকুর সেই মিষ্টান্ন ভোজন করে মারা গেল। এই ঘটনা দেখে রাজকুমার বিস্মিত হন এবং স্ত্রী চরিত্র বুঝে তার স্নেহ ত্যাগ করার কথা মিত্রকে বলেছিলেন, হে মিত্র তুমি শীঘ্র ফিরে চলো। আমি সেই পাপিনীকে ত্যাগ করেছি। মিত্র

তদলঙ্কারমাহৃত্য ত্রিশূলং জানুনি।
প্রসুপ্তাং ত্যজ ভো মিত্র যা হি ত্বং মা বিচারয়।।৪৯।।
ইতি শ্রুত্বা যযৌ ভূপস্তথা কৃত্বা সমাগতঃ।
স্বমিত্রেণ যযৌ সার্ধং শ্মশানে রুদ্রমন্ডপে।।৫০।।
শিষ্যং কৃত্বা নৃপং তং স যোগিরূপো হি ভূষণম।
বিক্রয়ার্থং দদৌ তস্মৈ স্বমিত্রায় স বুদ্ধিমান্।।৫১।।
স বজ্রমুকুটো মত্বা তদাজ্ঞাং নগরং গতঃ।
চোরোয়মিতি তং মত্বা বদ্ধা রাজ্ঞো হি রক্ষিণঃ।।৫২।।
শীঘ্রং নিবেদয়ামাসুদন্তবক্ত্রস্তমব্রবীৎ।
ক্ব প্রাপ্তং ভূষণম্ রম্যং সর্বং কথয় পুরুষঃ।।৫৩।।
জটিলঃ প্রাহ ভো রাজশ্মশানে মদগুরুঃ স্থিতঃ।
তেন দত্তং বিক্রয়ার্থং ভূষণং স্বর্ণগুণ্ঠিতম্।।৫৪।।
ইতি শ্রুত্বা স নৃপতি স্তূর্ণমাহুয় তদ্‌গুরুম্।
ভূষণং পৃষ্টাবান্নাজা যোগী প্রাহ শৃণুষ্ব ভোঃ।।৫৫।।

বললেন - হে ভূপাল, শোনো, তুমি শীঘ্র নিজের প্রিয়ার কাছে যাও এবং তার অলংকার সমূহ গ্রহণ করে তার জানুতে ত্রিশূল বিদ্ধ কর। হে মিত্র, তুমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ত্যাগ করবে, যাতে করে তোমাকে সে বিচার করতে পারবে না। এই কথা শ্রবণ করে রাজকুমার সেখানে গেল এবং পূর্বে আলোচনা মত কাজ করে নিজ মিত্রের সঙ্গে রুদ্রমন্ডপ শ্মশানে গিয়েছিল।।৪৫-৫০।।

শ্মশানে বুদ্ধিদক্ষ মিত্র বজ্রমুকুটকে শিষ্য করে নিজে যোগীরূপ ধারণ করলেন। এরপর রাজপুত্রী অলংকার সকল বিক্রয়ার্থে শিষ্যরূপী রাজকুমারকে নগরে পাঠালেন। সেই অলকার দেখে রাজরক্ষীগণ তাকে রাজার কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে এলেন। রাজা তাকে অলংকার প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছিল, তার গুরুদেব সেগুলি বিক্রয়ার্থে পাছিয়েছেন। রাজা সেই যোগীগুরুকে রাজসভায় আনিয়ে অলংকারের বিষয়ে প্রশ্ন করলে, সেই গুরু বলেছিল, শ্রবণ করুন, "যোগীরূপে আমি শ্মশানে থাকার সময় এক পিশাচী আমার কাছে এসেছিল। আমি সে পিশাচীর বামজানুতে ত্রিশূল চিহ্ন

শ্মশানে সন্ধিতং মন্ত্র ময়া যোগিস্বরূপিণা।
পিশাচী প্রাপিতা কাচিত্তস্যাশ্চিহ্নং ময়া কৃতম্।।৫৬।।
বামজানুনি শূলেন তয়া দন্তং হি ভূষণম্।
জ্ঞাত্বা তৎকারণ রাজা সুতা নিকাসিতা গৃহাৎ।।৫৭।।
স বজ্রমুকুটস্তাং তু গৃহীত্বা গৃহমাযযৌ।
বিহস্য প্রাহ বৈতালঃ শৃণু বিক্রম ভূপতে।।৫৮।।
কস্মৈ পাপং মহৎপ্রাপ্তং চতুর্ণাং মে বদাধুনা।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিক্রমো নাম ভূপতিঃ।।৫৯।।
বিহস্য ভার্গবং প্রাহ প্রাপ্তং পাপং হি ভূপতেঃ।
মিত্রকার্যমমাত্যেন স্বামিকার্যং চ রক্ষিভিঃ।।৬০।।
ভূপ পুত্রেণার্থসিদ্ধ কৃতং তস্মাচ্চ ভূপতেঃ।
মহৎপাপং চ সংপ্রাপ্তং তেনাসৌ নরকংগতঃ।।৬১।।
রজোবতীং সুতাং দষ্টা ন বিবাহেন যো নরঃ।
স পাপী নরকং যাতি ষষ্টিবর্যসহস্রকম্।।৬২।।

অংকন করেছিলাম। সেই পিশাচী আমাকে অলংকার সকল প্রদান করেছে। রাজা এই ঘটনায় প্রকৃত কারণ জেনে পুত্রী পদ্মাবতীকে গৃহ থেকে ত্যাগ করলেন।।৫১-৫৭।।

রাজপুত্র বজ্রমুকুট তাকে গ্রহণ করে পুনরায় নিজের গৃহে নিয়ে এলেন, বেতাল হেসে রাজাকে বললেন — হে ভূপতি বিক্রম, এই চার জনের মধ্যে কোন্ জন পাপী। পূতজী বললেন, বিক্রমরাজ বেতালের প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, রাজা হলেন পাপী। কারণ মন্ত্রীপুত্র তার মিত্রকে রক্ষা করেছে। রাজপুত্র নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। রাজরক্ষীগণ নিজ স্বামীর আজ্ঞা পালন করেছেন কিন্তু যে পিতা রজমতী নিজ পুত্রীকে দেখেও তার বিবাহ দেন না, তিনি মহাপাপী এবং তিনি ষাটহাজার বছর নরক বাস করেন। সেই কামিনী রাজপুত্রী গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন। তা বিচার না করে রাজা অবিবেচকের

গান্ধর্বং চ বিবাহং বৈ কামিন্যা চ কৃতং য়য়া।
তস্যা বিঘ্নকরো যো বৈ স পাপী যমপীড়িতঃ।।৬৩।।
অদৃষ্ট দোষাং যঃ কন্যাং বিবেকেন বিনা ত্যজেৎ।
স পাপী নরকং যাতি লক্ষবর্ষ প্রমানকম্।।৬৪।।
ইতি শ্রুত্বা স বৈতালো ধর্মগাথাং নৃপেরিতাম্।
প্রসন্নহৃদয়ং প্রাহ ভূপতিং ধর্মতৎ পরম্।।৬৫।।

।। মধুমতীবরনির্ণয় কথাবর্ণনম্।।

প্রসন্নমনসং ভূপং মহাসিংহাসনে স্থিতম্।
দ্বিজবর্য স বৈতালো বচঃ প্রাহ প্রসন্নধীঃ।।১।।
একদা যমুনাতীরে ধর্মস্থলপুরী শুভা।
ধনধান্যসমাযুক্তা চতুবর্ণ সমন্বিতা।।২।।
গুণাধিপো মহীপালস্তত্র রাজ্যং চকার বৈ।
হরিশর্মা পুরোদাস্তু স্নানপূজনতৎপরঃ।।৩।।

মতো তাকে ত্যাগ করলেন। এইরূপ বিঘ্নকারী ব্যক্তি পাপী ও মর্মতাড়িত হন। যে ব্যক্তি বিনা কারণে অবিবেচকের মতো কন্যাকে ত্যাগ করেন সেই পাপী মনুষ্য নরকগামী হন এবং একবর্ষ পর্যন্ত নরকে যন্ত্রণা ভোগ করেন।,

রাজা মুখে বেতাল এইরূপ ধর্মগাথা শুনে হৃদয়ে পরমানন্দ পেয়েছিলেন এবং ধর্ম তৎপর রাজাকে তিনি তা জানিয়েছিলেন।।৫৮-৬৫।।

।। মধুমতী বর নির্ণয় কথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে মধুমতীর বর নির্ণয়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন, সিংহাসনস্থিত মহান্ রাজাকে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ প্রসন্ন বুদ্ধি বেতাল এই কথা বলেছিলেন যে, যমুনা নদীর তটে পরম শুভ্র ধর্মস্থল পুরী ছিল, সেই পুরী ধনধান্যাদি পূর্ণ ছিল এবং ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের উত্তম নিবাস স্থল ছিল। সেখানে গুণাধিপ মহীপাল রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর পুরোহিত হরিশর্মা স্নান এবং পূজণে তৎপর ছিলেন।।১-৩।।

তস্য পত্নী সুশীলা চ পতিব্রতপরায়ণা।
সত্যশীলঃ সুতো জাতো বিদ্যাধ্যয়ন তৎপরঃ।।৪।।
তস্যানুজা মধুমতী শীলরূপগুণান্বিতা।
দ্বাদশাব্দবয়ঃ প্রাপ্তে বিবাহার্থং পিতা যদা।।৫।।
ভ্রাতা বভ্রাম তৌ সর্বং চিনুতশ্চ সুতাবরম্।
কদাচিদ্রাজ পুত্রস্য বিবাহে সমতো দ্বিজঃ।।৬।।
পঠনার্থে তু কাশ্যাং বৈ সত্যশীলঃ স্বয়ং গতঃ।
একস্মিন্নন্তরে রাজন্দ্বিজঃ কশ্চিৎসমাগতঃ।।৭।।
বামনো নাম বিখ্যাতো রূপশীলবয়োর্বৃতঃ।
সুতা মধুবতী তং চ দৃষ্ট্বা কামাতুরাহভবৎ।।৮।।
ভোজনং ছাদনং পানং স্বপ্ন ত্যক্ত্বা চ বিহ্বলা।
চকোরীব বিনা চন্দ্রং কামবাণ প্রপীড়িতা।।৯।।
দৃষ্ট্বা সুশীলা তং বালা বামনং ব্রাহ্মণং তথা।
বারয়ামাস তাম্বূলৈঃ স্বর্ণদ্রব্যসমন্বিতৈঃ।।১০।।

পুরোহিতের পত্নী ছিলেন সুশীলা, তিনি পরম পতিব্রতা ছিলেন। তাদের পুত্র সত্যশীল বিদ্যাধ্যায়নে তৎপর ছিলেন। পুত্রী মধুমতী শীল-রূপ এবং অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি দ্বাদশবর্ষের অধিকারী হলে তাঁর পিতা ও ভ্রাতা তাঁর বিবাহের জন্য ভ্রমণ করতে লাগলেন। কদাচিৎ রাজপুত্রের বিবাহে পাঠের জন্য সত্যশীল কাশীতে গমন করলেন। হে রাজন, এই সময়ে সেই ব্রাহ্মণগৃহে কোনো এক ব্রাহ্মণ আগমন করলেন।।৪-৭।।

বামন নামক সেই ব্রাহ্মণ রূপবান্ ছিলেন। তাঁকে দর্শন করে ব্রাহ্মণপুত্রী মধুমতী কামাতুর হয়ে পড়লেন। ভোজন, পান, ছাদন, নিদ্রা ইত্যাদি ত্যাগপূর্বক মধুমতী অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি চন্দ্রবিনা চকোরী পক্ষীর ন্যায় কামবান পীড়িতা হলেন। সুশীলা সেই বালা বামন নামক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদ্রব্য সমন্বিত তাম্বুলের দ্বারা বরণ করলেন।।৮-১০।।

হরিশর্মা প্রয়োগে চ দ্বিজং দৃষ্টা ত্রিবিক্রমম্।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং সুতার্থেঽবরয়ত্তদা।।১১।।
সত্যশীলস্তু কাশ্যাং বৈ গুরুপুত্রং চ কেশবম্।
বরিত্বা ত ভগিন্যর্থে যযৌ গেহং মুদান্বিতঃ।।১২।।
মাঘকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং ভৃগৌ লগ্নং শভং স্মৃতম্।
ত্রয়ো বিপ্রাস্তদা প্রাপ্তাঃ কন্যার্থে রূপমোহিতাঃ।।১৩।
তস্মিন্কালে তু সা কন্যা ভূজঙ্গৈনৈব দক্ষিতা।
মৃতা প্রেতত্বমাপন্না পূর্বকম্ প্রভাবতঃ।।১৪।।
তদা তে ব্রাহ্মণা যত্নং কারয়ামাসুরুত্তমম্।
ন জীবনবতী বালা গরলেন বিমোহিতা।।১৫।।
হরিশর্মা তু তৎসর্বং কৃত্বা বেদবিধানতঃ।
আযযৌ মন্দিরং রাজন্তসুতাগুণ বিমোহিতঃ।।১৬।।
ত্রিবিক্রমস্তু বহুদা দুঃখং কৃত্বা স্মরানুগঃ।
কথাধারী যতিভূত্বা দেশাদ্দেশান্তরং যযৌ।।১৭।।

অপর দিকে হরিশর্মা প্রয়াগে ত্রিবিক্রম নামক বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র জ্ঞাতা কোনো এক ব্রাহ্মণকে দেখে নিজ পুত্রী জন্য বরণ করলেন। আবার সত্যশীল কাশীতে নিদগুরুপুত্র কেশবকে ভগিনী বর রূপে বরণ করে সানন্দে ঘরে নিয়ে এলেন।।১১-১২।।

বিবাহের জন্য মাঘমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শুক্রবার নির্দিষ্ট ছিল। সেই সময় মধুমতী ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য রূপবান্ তিন বিপ্র উপস্থিত হলেন। সেই সময় মধুমতী পূর্বকর্মানুসারে সর্পদষ্টা হয়ে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হলেন।।১৩-১৪।।

সেই সময় তিন ব্রাহ্মণ উত্তম যত্ন করলেও সর্প বিষে বিমোহিত মধুমতী জীবন ফিরে পেলেন না। হরিশর্মা বেদবিধানানুসারে সবকিছু সম্পন্ন করে পুত্রীর গুণে বিমোহিত হয়ে মন্দিরে চলে গেলেন।।১৫-১৬।।

দ্বিজ ত্রিবিক্রম বেদজ্ঞানী হয়েও অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কন্থাধারী হয়ে যতিরূপে দেশান্তরে চলে গেলেন। সত্যশীলের গুরুপুত্র কেশব মহাদুঃখী হয়ে

কেশবস্তু মহাদুঃখী প্রিয়াস্থীতি গৃহীতবান্।
তীর্থাত্তীর্থান্তরং প্রাপ্ত ঃ কামবাণেন পীড়িতঃ।।১৮।।
ভস্মগ্রাহী বামনস্তু বিরহাগ্নি প্রপীড়িতঃ।
তস্থৌ চিতায়াং কামার্তঃ পত্নীধ্যান পরায়ণঃ।।১৯।।
একদা সরযূতীরে লক্ষ্মণাখ্যপুরে শুভে।
ত্রিবিক্রমস্তু ভিক্ষার্থে সংপ্রাপ্তো দ্বিজমন্দিরে।।২০।।
চস্মিন্দিনে রামশর্মা শিবধ্যান পরয়াণঃ।
যতিনং বরয়ামাস ভোজনার্থং স্বমন্দিরে।।২১।।
তস্য পত্নী বিশালাক্ষী রচিত্বা বহুভোজনম্।
আহুয় যতিনং রাজনপাত্রমালভমাকরোৎ ।।২২।।
তস্মিন কালে চ তদ্বালো মৃতঃ পাপবশং গতঃ।
অরোদীত্তস্য সৈরন্ধ্রী বিশালাক্ষ্যপি ভর্ত্সিতা।।২৩।।
ন রোদনং ত্যক্তবতী পুত্রশোকাগ্নিতাপিতা।
রামশর্মা তদা প্রাপ্তো মন্ত্রং সংজীবনং শুভম্।।২৪।।

প্রিয়ার অস্থি গ্রহণ করে তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। বামন পত্নীর ধ্যানে রত হলেন।।১৭-১৯।।

একদা সরযূ নদীর তীরে লক্ষ্মণনামক শুভ্রনগরে দ্বিজ ত্রিবিক্রম ভিক্ষার্থে এক দ্বিজ মন্দিরে গিয়েছিলেন। সেই দিন ভগবান্ শিবের ধ্যানরত রামশর্মা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য নিজ মন্দিরে সেই ব্রাহ্মণকে বরণ করে নিয়ে গেলেন। তাঁর পত্নী বিশালাক্ষী প্রভূত প্রকারের উত্তমভোজন প্রস্তুত করেছিলেন। হে রাজন, বিপ্র ত্রিবিক্রম খাদ্য পাত্র স্পর্শ করা মাত্র সেই ব্রাহ্মণের পুত্র পাপবংশগত হয়ে মারা গেল। তখন তার স্ত্রী রোদন করতে লাগলেন এবং মাতা বিশালাক্ষী ত্রিবিক্রমকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। তিনি পুত্র শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে রোদন করতে লাগলেন। সেই সময় রামশর্মা এসে সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা জপ এবং মার্জনা করে পুত্রকে জীবিত করলেন। এরপর বিনয়াবনত হয়ে তিনি বিপ্র ত্রিবিক্রমকে ভোজন করিয়ে সেই মন্ত্র প্রদান করলেন। ত্রিবিক্রম

জপিত্বা মার্জনং কৃত্বা জীবয়ামাস বালকম্।
বিনয়াবনতো বিপ্রস্তং চ সংন্যাসিনং তদা।।২৫।।
ভোজনং কারয়িত্বা তু মন্ত্রং সংজীবনং দদৌ।
ত্রিবিক্রমস্তু তং মন্ত্রং পঠিত্বা যমুনাতটে।।২৬।।
প্রাপ্তবান্যত্র সা নারী দাহিতা হরিশমর্ণা।
এ তস্মিন্নন্তরে তত্র রাজপুত্রো মৃতিং গতঃ।।২৭।।
দাহিতস্তনয়ঃ পিত্রা শোক কত্রা তদামুনা।
জীবনং প্রাপ্তবান্বালস্তস্য মন্ত্রপ্রভাবতঃ।।২৮।।
গুণাধিপস্য তনয়ো রাজ্ঞো ধর্মস্থলীপতেঃ।
ত্রিবিক্রমং বচঃ প্রাহ বীরবাহুর্মহাবলঃ।।২৯।।
জীবনং দত্তবান্মহ্যং বরয়াদ্য বরং মম।
স বিপ্রঃ প্রাহ ভো রাজনেকশবো নাম যোদ্বিজঃ।।৩০।
গৃহীত্বাস্থি গতস্তীর্থে তমন্বেষয় মা চিরম্।
বীরবাহুস্তথা মত্বা দূতমার্গেণ তং প্রতি।।৩১।।
প্রাপ্তস্তং কথয়ামাস কথা প্রাপ্তং হি জীবনম্।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কেশবোহস্থিস সন্বিতঃ।।৩২।।

সেই মন্ত্র গ্রহণ করে হরিশর্মা যমুনা তটে যেখানে পুত্রীকে দাহ করেছিলেন সেখানে গেলেন। ইতিমধ্যে সেখানে এক রাজপুত্র মারা গিয়েছিলেন। শোকার্ত পিতা নিজপুত্রকে সেই যমুনা তটে দাহ করেছিলেন। সেই রাজপুত্র দ্বিজত্রিবিক্রমের মন্ত্রের দ্বারা জীবনলাভ করেছিল।।২০-২৮।।

ধর্মস্থলীর রাজা গুণাধিপের পুত্র বীরবাহু ত্রিবিক্রমকে বললেন, – হে মহাবল আপনি আমার জীবনদান করেছেন। সুতরাং কিছু বর প্রার্থনা করুন। সেই ব্রাহ্মণ বললেন, হে রাজন, কেশব নামক এক ব্রাহ্মণ তীর্থে তীর্থে মধুমতীর অস্থি নিয়ে ভ্রমণ করছেন, সেই ব্রাহ্মণকে এখানে এনে দিন। বীরবাহু সেই প্রার্থনা স্বীকার করে দূত মার্গের দ্বারা বিপ্র কেশবের গিয়ে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। কেশব সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে অস্থি সকল নিয়ে বিপ্র ত্রিবিক্রমের

প্রগত্যাস্থীনি সর্বাণি দদৌ তস্মৈ দ্বিজাতয়ে।
পুনঃ সংজীবিতা বালা কেশবাদীন্বচোঽব্রবীৎ।।৩৩।।
যোগ্যা ধর্মেণ যস্যাহং তস্মৈ প্রাযামি ধর্মিণে।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা মৌনবন্তস্ত্রয় স্থিতাঃ।।৩৪।।
অতস্ত্বং বিক্রমাদিত্য ধর্মজ্ঞ কথয়স্ব মে।
কস্মৈ যোগ্যা চ সা বালা নাম্না মধুমতী শুভা।।৩৫।।
বিহস্য বিক্রমাদিত্যো বৈতালং প্রাহ নম্রধীঃ।
যোগ্যা মধুমতী নারী বামনায় দ্বিজন্মনে।।৩৬।।
প্রাণদাতা তু যো বিপ্রঃ পিতেব গুণতৎপরঃ।
অস্থিদাতা তু যো বিপ্রো ভ্রাতৃতুল্যস্স বেদবিৎ।।৩৭।।

কাছে এলেন এবং অস্থি প্রদান করলেন। ত্রিবিক্রম মন্ত্রের দ্বারা মধুমতীকে পুনর্জীবিত করলেন। পুনর্জীবন প্রাপ্ত মধুমতী কেশবাদি বিপ্রগণকে বলেছিলেন যে "আমি ধর্মের দ্বারা যার যোগ্য সেই ধার্মিককে বরণ করব"। একথা শ্রবণ করে সেই তিন বিপ্র মৌন রইলেন।।২৯-৩৪।।

হে ধর্মজ্ঞ, বিক্রমাদিত্য – এবার আপনি আমাকে বলুন কোন্ ব্রাহ্মণ মধুমতীকে গ্রহণের যোগ্য।।৩৫।।

একথা শ্রবণ করে সহাস্যে বিক্রমাদিত্য বললেন, হে বেতাল, মধুমতী দ্বিজ বামনের যোগ্য। কারণ যে ব্যক্তি জীবনদান করেন তিনি গুণতৎপর পিতার তুল্য। যিনি অস্থি প্রদান করেন বেদবিদ্গণ বলেন তিনি ভ্রাতৃতুল্য। সুতরাং বিপ্র বামনই মধুমতীর বিবাহ যোগ্য।।৩৬-৩৭।।

।। সত্যনারায়ণকথাবর্ণনম্।।

একদা নৈমিষারণ্যে ঋষয়ঃ শৌনকাদয় ঃ।
পৃচ্ছন্তি বিনয়েনৈব সূতং পৌরাণিকং খলু।।১।।
ভগবন্ব্রূহি লোকানাং স্থিতাথয়ি চতুযুগে।
কঃ পূজ্যঃ সেবিতব্যশ্চ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ।।২।।
বিনায়াসেন বৈ কামং প্রাপ্নুযুর্মানবাঃ শুভম্।
সত্যং ব্রহ্মান্বদোপায়ং নরাণাং কীর্তিকারকম্।।৩।।
নবাংভোজনেত্রং রমাকেলিপাত্রং চতুর্বাহুচামী-
করাচারুগাত্রম্ জগত্রাণহেতুং রিপৌ ধূম্মকেতুং
সদা সত্যনারায়ণং সংকরুণং স্তোমি দেবম্।।৪।।

।। সত্যনারায়ণ কথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ কথা বর্ণনা এবং নারদের প্রতি ভগবান্ নারায়ণের ব্রত বিধি বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীব্যাসদেব বললেন, একসময় নৈমিষারণ্যে শৌনচাকাদি ঋষিগণ সবিনয়ে পৌরাণিক সূতজীকে বললেন -- হে ভগবন্, চতুর্যুগে লোকাহিতের জন্য কোন্ পূজা যোগ্য বা কোন্ পূজা যোগ্য বা কোন্ সেবা যোগ্য মনোবাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করে।।১-২।।

মানব বিশেষ কোনো পরিশ্রম বিনা নিজ শুভকামনার বর প্রাপ্ত হয় এমন কোনো সত্য উপায় বলুন।।৩।।

সূতজী বললেন, নবীনকমল সদৃশ নেত্রযুক্ত রমাকেলিপ্রাত্র চতুর্বাহু, সুবর্ণকান্তি দেহধারী, জগৎত্রাণহেতু, শত্রুর প্রতি ধুম্রকেতু সত্যনারায়ণ দেবকে দেবতাগণ স্তুতি করেন।।৪।।

শ্রীরামং সহলক্ষণং সংকরুনং সীতান্বিতং।
সাত্ত্বিকং বৈদেহীমুখপদ্ম লুব্ধমধুপং পৌলস্ত্য
সংহারকম। বন্দে বন্দ্যপদাম্বুজং সুরবরং ভক্তা
নুকম্পাকরং শত্রুঘ্নেন হনূমতা চ ভরতেনাসেবিতং রাঘবম্।।৫।।
কলিকলুষ বিনাশং কামসিদ্ধিপ্রকাশং সুরবর
মুখভাসং ভূ সুরেন প্রকাশম বিবুধবুধবিলাসং
সাধুচর্যবিশেষং নৃপ তিবরচরিত্রং ভোঃ শৃনুষ্বেতিহাসম্।।৬।।
ইতিহাসং তথা রাজ্ঞা ভিল্লানাং বণিজোহস্য চ।
কথান্তে প্রণমেদ্ভক্ত্যা প্রসাদং বিভজেত্ততঃ।।৭।।
লব্ধং প্রসাদং ভুঞ্জীত মানয়ন্ন বিচারয়েৎ।
দ্রব্যাদিভিন মে শান্তির্ভক্ত্যা কেবলয়া যথা।।৮।।
বিবীনানেন বিপ্রেন্দ্র পূজয়ন্তি চ যে নরাঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈর্যুক্তা ভুক্ত্বা ভোগননুত্তমান্।।৯।।

লক্ষ্মণের সঙ্গে বিদ্যমান দয়াবান্, দেবী সীতার সঙ্গে বিরাজমান, পরমতাত্ত্বিক, বৈদেহী মুখপাত্র লোভী, পৌলস্ত্য সংহারকারী, বন্দনার যোগ্য পাদপদ্মযুক্ত, শত্রঘ্ন, ভরত ও হনুমানের দ্বারা সেবিত রাঘবেন্দ্র শ্রীরামকে আমি বন্দনা করি।।৫।।

কলিযুগের কলুষবিনাশকারী, কামনাসিদ্ধির প্রকাশ, ব্রাহ্মণ্যভাবযুক্ত মুখমন্ডল, দেব ও বিদ্বানগণের বিলাস স্বরূপ, সাধুচর্যাবিশেষ, নৃপতি শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষের চরিত্র ইতিহাস শ্রবণ কর। এছাড়া রাজা, ভিল্ল অর্থাৎ ম্লেচ্ছগণের এবং বণিকগণের ইতিহাস শ্রবণ কর। কথান্তে ভক্তিভাবে প্রণাম করা এবং প্রসাদ গ্রহণ করা উচিৎ।।৬-৭।।

প্রসাদ অভিমান ত্যাগ করে গ্রহণ করা উচিৎ। দ্রব্যাদির দ্বারা শান্তিলাভ সম্ভব নয়, কেবল ভক্তিভাবেই তা সম্ভব। হে বিপ্রেন্দ্র, যে মানব, এই বিধানে পূজা করেন তিনি পুত্র পৌত্রাদি এবং ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম

অন্তে সান্নিধ্যমাসাদ্য মোদন্তে তে ময়া সহ।
যংযং কাময়তে কামং সুব্রতী তত্তমাপ্নুয়াৎ।।১০।।
ইত্যুক্ত্বান্তদধে বিষ্ণু বিপ্রোপি সুখ মাপ্তবান্।
প্রণম্যাগাদ্যথাদিষ্টং মনসা কৌতুকাকুলঃ।।১১।।
অদ্য ভৈক্ষ্যেণ লভ্যেন পূজ্যো নারায়ণো ময়া।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা ভিক্ষার্থী নগরং গতঃ।।১২।।
বিনা দেহীতি বচনং লব্ধা চ বিপুলং ধনম্।
কৌতুকায়াসমনসা জগাম নিজমালয়ম্।।১৩।।
বৃত্তান্তং সর্বমাচখ্যৌ ব্রাহ্মণী সান্বমোদত।
সাদরং দ্রব্যসম্ভারমাহৃত্য ভর্তুরাজ্ঞয়া।।১৪।।

উত্তম সাংসারিক ভোগ্যবস্তু উপভোগ করে দেহান্তে আমার সান্নিধ্যে এসে আনন্দ উপভোগ করেন। সুব্রতী মনে যে কামনা করেন তা অবশ্যই প্রাপ্ত হন।।৮-১০।।

এইকথা বলে ভগবান্ অন্তর্হিত হলেন এবং বিপ্রও পরম সুখ লাভ করলেন। তিনি প্রণাম করে যথোদ্দিষ্ট স্থানে কৌতুকাকুল হয়ে চলে গেলেন।।১১।।

সেই দিন তিনি মনে মনে সংকল্প নিলেন যে, আজ যা ভিক্ষা তিনি পাবেন তার দ্বারা ভগবানের পূজন করবেন। মনে এইরূপ বিচার করে তিনি নগরে চলে গেলেন।।১২।।

'আমায় কিছু ভিক্ষা দিন' — এ কথা না বলেও ভগবানের কৃপাতে সেদিন তিনি ভিক্ষার অধিক ধন পেয়েছিলেন। কৌতুক এবং আয়াসযুক্ত মনে তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন।

নিজ গৃহে গিয়ে সেই ব্রাহ্মণ সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ব্রাহ্মণী প্রসন্ন চিত্তে তা অনুমোদন করলেন। পরমাদরে তিনি স্বামীর আজ্ঞায় দ্রব্য সম্ভার একত্রিত করে নিকটস্থ বন্ধু-আত্মীয়গণকে বললেন, "আজ আমি আপনাদের সংগে নিয়ে ভগবান সত্য নারায়ণ দেবের যজন করব।।১৩-১৪।।

আহুয় বন্ধুমিত্রানি তথা সান্নিধ্যবর্তিনঃ।
সত্যনারায়ণং দেবং যজামি স্বগনৈর্বৃতঃ।।১৫।।
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্সত্যনারায়ণঃ স্বয়ম্।
কামং দিৎসুঃ প্রাদুরাসীৎকথান্তে ভক্তবৎসলঃ।।১৬।।
বব্রে বিপ্রোহভিলষিতমিহামুত্র সুখপ্রদম্।
ভক্তিং পরাং ভগবতি তথা তৎসঙ্গিঁণাং ব্রতম্।।১৭।।
রথং কুঞ্জরং মঞ্জুলং মন্দিরং চ হয়ং চারু চামী করালং কৃতং চ।
ধনং দাসদাসীগণং গাং মহীং চ লুলায়াঃ সদুগ্ধ হরে দেহি দাস্যম্।।১৮।।
তথাস্ত্বিতি হরিঃ প্রাহ ততশ্চান্তদর্ধে প্রভুঃ।
বিপ্রোহপিকৃত কৃত্যোহ ভূৎসর্বে লোকা বিসিস্‌সিরে।।১৯।।
প্রণম্য ভুবি কায়েন প্রসাদং প্রাপুরাদরান্।
স্বং স্বং ধাম সমাজগ্মুধন্যধন্যেতি বাদিনঃ।।২০।।

এইপ্রকার ভক্তিতে ভগবান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে কামনা পূরণকারী ভগবান ভক্তের উপর সন্তুষ্ট চিত্ত হয়ে তাঁর কথা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকট হলেন। ব্রাহ্মণ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত সুখপ্রদ অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করলেন।

বিপ্র বললেন, ভগবান্ পরমভক্তি, সৎসংগিব্রত, রথ, হাতী, সুন্দর মন্দির, অশ্ব, সুন্দর সুবর্ণের অলংকার, দাস-দাসীগণ, ভূমি, দুগ্ধবতী গাভী এই সকল প্রদান করে আপনার দাস্য আমাকে দিন।।১৫-১৮।।

বিপ্রের প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান্ বললেন এই রকম হইবে। এইবলে ভগবান্ অন্তর্হিত হলেন, সেই ব্রাহ্মণও কৃতকৃত্য হয়ে সমস্ত লোকের বিস্ময় উৎপাদন করতে লাগলেন।।১৯।।

সকলে ভূমিতে স্পর্শ করে প্রণাম পরমাদরে প্রসাদ গ্রহণ করলেন এবং ধন্য ধন্য করে নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন।।২০।।

প্রচ্চার ততৌ লোকে সত্যনারায়ণাচনম্।
কামসিদ্ধিপ্রদং মুক্তিভুক্তিদং কলুষাপহম্।।২১।।

।। সত্যনারায়ণব্রতে চন্দ্রচূড়নৃপকথাবর্ণনম্।।

রাজাসীদ্ধমিকঃ কশ্চিক্তেদারমণি পূরকে।
চন্দ্রচূড় ইতি খ্যাতঃ প্রজাপালনতৎতপরঃ।।১।।
শান্তো মধুরবাঙ্ধীরো নারায়ণপরায়ণঃ।
বভূবুঃ শত্রবস্তস্য ম্লেচ্ছা বিন্ধ্যনিবাসিনঃ।।২।।
তস্য তৈরবভবদ্যুদ্ধমতিপ্রবলদারুণৈঃ।
ভুশুন্ডী যুদ্ধনিপুনঃ ক্ষেপনৈ ঃ পরিঘায়ুধৈঃ।।৩।।
চন্দ্রচূড়স্য মহতী সেনা যমপুরে গতা।
শতং রথাস্তথা নাগা সহস্রং তু হয়াস্তথা।।৪।।

এরপর থেকে লোকের মধ্যে যজন কামনা সিদ্ধির প্রদানকারী ভোগ এবং মোক্ষ প্রদানকারী, সমস্ত পাপ বিনাশকারী ভগবান্ সত্য নারায়ণের কথা প্রচার হয়।।২১।।

।। সত্যনারায়ণ ব্রতে চন্দ্রচূড়নৃপ কথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ ব্রতে চন্দ্রচূড় নৃপকথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন, কেদারমণিপুরকে কোনো পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন, তাঁর নাম ছিল চন্দ্রচূড়।।১।।

সেই রাজা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের, মধুর বাক্য ব্যবহারকারী এবং ভগবান্ নারায়ণের প্রতি সেবা পরায়ণ। বিন্ধ্যাচলে বসবাসকারী ম্লেচ্ছ তাঁর শত্রুতে পরিণত হল। অত্যন্ত প্রবল সেই শত্রুর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। তারা ভুশুন্ডী যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া ক্ষেপণ ও পরিখার দ্বারা তারা

পত্তয়ঃ পঞ্চসাহস্রা মৃতাঃ স্বর্গপুরং যযুঃ।
দস্যবঃ পঞ্চসাহস্রা মৃতাঃ কৈতবয়োধিনঃ।।৫।।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈম্লেচ্ছৈদম্ভয়োধিভিঃ।
ত্যক্ত্বা রাষ্ট্রং চ নগরং সৈকাকী বনমাযযৌ।।৬।।
তীর্থব্যাজেন স নৃপ পুরীং কাশীং সমাগতঃ।
তত্র নারায়ণ দেবং বন্দ্যং সর্বগৃহে গৃহে।।৭।।
দদর্শ নগরীং চৈব ধনধান্যসমন্বিতাম্।
যথা দ্বারাবতী জ্ঞেয়া তথা সা চ পুরী শুভা।।৮।।
বিস্মিতশ্চন্দ্রচূড়শ্চ দৃষ্ট্বাশ্চর্যমনুত্তমম্।
সত্যেন রোধিতাং লক্ষ্মীং শীলধর্মসমন্বিতাম্।।৯।।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা সদানন্দং সত্যদেবপ্রপূজকম্।
পতিত্বা তচ্চরণয়োঃ প্রণনাম মুদা যুতঃ।।১০।।

রাজা চন্দ্রচূড়ের প্রচুর সৈন্যকে যমপুরীতে পাঠিয়েছিলেন। শতরথ নাগ এবং একসহস্র অশ্ব, পাঁচসহস্র পদাতিক সৈন্য সেই যুদ্ধে মারা যায়। পাঁচ সহস্র দস্যু কৈতব যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।।২-৫।।

মহাভাগ রাজা চন্দ্রচূড় দম্ভের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে ম্লেচ্ছগণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজ রাজ্য ত্যাগ করে একলা বনে চলে গিয়েছিলেন।।৬।।

তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সেই রাজা কাশীপুরীতে গিয়েছিলেন। সেখানে ভগবান্ নারায়ণ প্রত্যেকগৃহে পূজিত হতেন।।৭।।

সেখানে ধন্য-ধান্যে পূর্ণনগরীও তিনি দেখেছিলেন। দ্বারাবতী নগরীর ন্যায় পরমশুভ নগরী সেখানে ছিল।।৮।।

রাজা চন্দ্রচূড় সেই পরমোত্তম নগরী দেখে বিস্মিত হন। সত্যের দ্বারা অবরুদ্ধ শীল ধর্মযুক্ত লক্ষ্মীকে দেখে এবং সদানন্দরূপ সত্যদেবের প্রপূজক শ্রবণ পূর্বক তিনি তাঁর চরণে পতিত হলেন এবং প্রভূত আনন্দমগ্ন হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।।৯-১০।।

দ্বিজরাজ নমস্তুভ্যং সদানন্দ মহামতে।
ভ্রষ্টরাজ্যং চ মাং জ্ঞাত্বা কৃপয়া মাং সমুদ্ধর।।১১।।
যথা প্রসন্নো ভগবাঁল্লক্ষ্মীকান্তো জনার্দনঃ।
তথা তদ্বদ যদ্যোগ্যং ব্রতং পাপপ্রণাশনম্।।১২।।
দুঃখশোকাদিশমনং ধনধান্য প্রবধদম্।
সৌভাগ্যসন্ততিকরং সর্বত্র বিজয়প্রদম্।।১৩।।
সত্যনারায়নব্রতং শ্রীপতেস্তুষ্টি কারকম্।।
যস্তিমক্নস্মিন্দিনে ভূপ যজেচ্চৈব নিশামুখে।।১৪।।
তোরণাদি প্রকর্তব্যং কদলীস্তম্ভমণ্ডিতম্।
পঞ্চভি ঃ কলশৈর্যুক্তং ধ্বজপঞ্চসমন্বিতম্।।১৫।।
তন্মধ্যে বেদিকাং রম্যাং কারয়েৎস ব্রতী দ্বিজৈঃ।
তত্র স্থাপ্য শিলারূপং কৃষ্ণং স্বর্ণ সমন্বিতম্।।১৬।।

হে দ্বিজরাজ, হে মহামতি, হে সদানন্দ, আপনাকে প্রণাম। আমি রাজ্যভ্রষ্ট, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন – এইরূপ বাক্য দ্বারা চন্দ্রচূড় সত্যনারায়ণ দেবের চরণবন্দনা করলেন।।১১।।

ভগবান্ জনার্দন যেরূপে প্রসন্ন হন তা আমাকে বলুন।।১২।।

সদানন্দ বললেন – দুঃখ এবং শোকাদি শমনকারী তথা ধম-ধান্য বৃদ্ধিকারী এবং সৌভাগ্য এবং সন্ততি প্রদানকারী, সর্বত্র বিজয় দানকারী ভগবান্ সত্যনারায়ণ দেবের ব্রত পালন করলে শ্রীপতি তুষ্ট হন। হে নৃপ, যে কোনো নিশারম্ভে তাঁর যজন করা উচিৎ।।১৩-১৪।।

সেই দিন তোরণাদি প্রস্তুত করে কাদলীর স্তম্ভের দ্বারা মন্ডপ তৈরী করতে হয়।।১৫।।

ব্রতীকে সেখানে শিলারূপ কৃষ্ণ স্থাপন করে প্রেম, ভক্তিভাব দ্বারা গন্ধ, অক্ষত, পুষ্পাদি উপাচারের দ্বারা তাঁর পূজা করতে হয়।

কুর্যাদগন্ধাদিভিঃ পূজাং প্রেমভক্তিসমন্বিতঃ।
ভূমিশায়ী হরিং ধ্যায়ন্সপ্তরাত্রং ব্যতীতয়েৎ।।১৭।।
ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ কাশ্যাং দেবমপূজয়ৎ।
রাত্রৌ প্রসন্নো ভগবান্দদৌ রাজ্ঞেহসিমুত্তমম্।।১৮।।
শত্রুপক্ষক্ষয় করং প্রাপ্য খড়্গং নৃপোত্তমঃ।
প্রণম্য চ সদানন্দং কেদারমনিমাযযৌ।।১৯।।
হত্বা দস্যূন্ষষ্টিশতাংস্তেষাং লব্ধা মহদ্ধনম্।
হরিং প্রপূজয়ামাস নর্মদায়াস্তটে শুভে।।২০।।
পৌর্ণমাস্যাং বিধানেন মাসি মাসি নৃপোত্তমঃ।
অপূজয়ৎসত্যদেবং প্রেমভক্তিসমন্বিতঃ।।২১।।
তদব্রতস্য প্রভাবেন লক্ষগ্রামাধিপোহ ভবৎ।
রাজ্যং কৃত্বা স ষষ্ট্যব্দমন্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ।।২২।।

ভূমিতে শয়ন করে তাঁর ধ্যান করে সাতরাত্রি সেখানে ব্যতীত করতে হবে।।১৬-১৭।।

এই কথা শ্রবণ করে রাজা কাশীতে দেবনারায়ণের পূজা করেছিলেন। রাত্রে প্রসন্ন হয়ে ভগবান্ রাজাকে একটি অত্যুত্তম তলোয়ার দিয়েছিলেন। এরপর নৃপশ্রেষ্ঠ শত্রু বিনাশকারী খড়্গ প্রাপ্ত হয়ে সদানন্দকে প্রণাম করে কেদারমণিতে চলে গেলেন।।১৮-১৯।।

অতঃপর ছয়সহস্র দস্যুকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ গ্রহণ করে সেই রাজা নর্মদাতীরে হরি ভজনা করেছিলেন।।২০।।

প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি নৃপ চন্দ্রচূড় প্রেমভক্তিভাবে ভগবান্ সত্যদেবের পূজা করতেন।।২১।।

সত্যদেবের ব্রতের প্রভাবে তিনি পুনরায় একলক্ষ গ্রামের অধিপতি হয়েছিলেন। এইভাবে পরমানন্দে ষাট বৎসর তিনি সেখানে রাজত্ব করেছিলেন এবং দেহান্তে বিষ্ণুপুর প্রাপ্ত হয়েছিলেন।।২২।।

।। সত্যনারায়ণব্রতে ভিল্লকথাবর্ণনম্।।

অথেতিহাসং শৃণুত যথা ভিল্লাঃ কৃতার্থিনঃ।
বিচরন্তো বনে নিত্যং নিষাদাঃ কাষ্ঠবাহিনঃ।।১।।
বনাক্কাষ্ঠানি বিক্রেতুং পুরীং কাশীং যযুঃ ক্বচিৎ।
একস্তৃষাকুলো যাতো বিষ্ণুদাসাশ্রমং তদা।।২।।
দদর্শ বিপুলৈশ্চর্যং সেবিতং চ দ্বিজৈইরিম্।
জলং পীত্বা বিস্মিতোহভূদ্ভিক্ষুকস্য কুতো ধনম্।।৩।।
যো দৃষ্টোহকিঞ্চনো বিপ্রো দৃশ্যতেহদ্য মহাধনঃ।
ইতি সংচিত্য হৃদয়ে স পপ্রচ্ছ দ্বিজোত্তমম্।।৪।।
ঐশ্বর্যং তে কুতো ব্রহ্মন্দুর্গতিস্তে কুতো গতা।
আজ্ঞাপয় মহাভাগ শ্রোতুমিচ্ছমি তত্ত্বতঃ।।৫।।

।। সত্যনারায়ণ ব্রতে ভিল্লকথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ ব্রতে ভিল্ল কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন, এরপর তুমি এক ইতিহাস শ্রবণ কর, যেখানে ভিল্লবনে নিত্য বিচরণকারী কাষ্ঠ বহনকারী এক নিষাদ কৃতার্থ হয়েছিলেন।।১।।

কোনো এক সময় বনে কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থে সেই নিষাদ কাশীপুরী গিয়েছিলেন। তেনে তৃষ্ণাকুল হয়ে এক বিষ্ণুদাসের আশ্রয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য এবং ব্রাহ্মণসেবিত হরিকে দর্শন করেছিলেন। সেখানে জলপান করে তিনি ভিক্ষুকের এই বিপুল ঐশ্বর্য দেখে এর কারণ জানতে ব্যাকুল হয়েছিলেন।

যে ব্রাহ্মণকে তিনি পূর্বে দরিদ্র দেখেছিলেন, তিনি বর্তমানে ধনবান রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই মনে মনে চিন্তা করে – তিনি সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – আপনি এই ঐশ্বর্য কিভাবে, কোথার থেকে প্রাপ্ত হলেন, পূর্বে আপনি দরিদ্র ছিলেন, এখন দারিদ্রতা কিভাবে দূর হল, হে মহাভাগ, আপনি স্পষ্টরূপে সেকথা বলুন, আমি তত্ত্বপূর্বক সেকথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।।২-৫।।

সত্যনারায়ণস্যাঙ্গ সেবয়া কিং ন লভ্যতে।
ন কিঞ্চিৎসুখমাপ্নোতি বিনা তস্যানুকম্পয়া।।৬।।
অহো কিমিতি মাহাত্ম্যং সত্যনারায়ণার্চনে।
বিধানং সোপচারং চ হ্যপদেষ্টুং ত্বমর্হসি।।৭।।
সার্ধূনাং সমচিত্তানামুপকারহতাং সতাম্।
ন গোপ্যং বিদ্যতে কিঞ্চিদার্তানামিতি নাশনম্।।৮।।
ইতি পৃষ্টো বিধিং বক্তুমিতিহাসমথাব্রবীৎ।
চন্দ্রচূড়ো মহীপালঃ কেদারমনিপূরকে।।৯।।
মমাশ্রমং সমাযাতঃ সত্যনারায়ণার্চনে।
বিধানং শ্রোতুকামোহসৌ মামাহ সাদরং বচঃ।।১০।।
ময়া যৎকথিতং তস্মৈ তন্নিবোধ নিষাদজ।
সংকল্প্যমনসা কামং নিষ্কামো বা জনঃ ক্বচিৎ।।১১।।

সদানন্দ বললেন, হে অংগ, ভগবান্ সত্য নারায়ণ দেবের সেবা করে এই সংসারে সবকিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁর সেবা ব্যতীত প্রাণী সুখ-সমৃদ্ধি কিছুই প্রাপ্ত হন না।।৬।।

নিষাদ বললেন, ওহে সত্যনারায়ণ পূজার মাহাত্ম্য কি তা বলুন। উপাচারের সংগে পূজা পূর্ণ বিধান আপনি আমাকে বলুন।।৭।।

পরমসাধু ব্যক্তি, সমচিত্ত মহাপুরুষ তথা পরোপকারীব্যক্তি দুঃখদূরকারী কোনো কিছু গোপন রাখেন না।।৮।।

নিষাদ এই ভাবে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সকল বিধি বলতে লাগলেন -- কেদারমণি পূরের মহীপাল চন্দ্রচূড় শ্রীসত্যনারায়ণ দেবের পূজার সময় আমার আশ্রমে এসেছিলেন, এই বিধান শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনিও আমাকে এ কথা বলেছিলেন।।৯-১০।।

হে নিষাদপুত্র, আমি তাকে যেকথা বলেছিলোম তা তুমিও শ্রবণ কর। মনে কিছু কামনা করে অথবা নিষ্কাম হয়ে মনুষ্য যেকোনো সময় পাদার্ধ

গোধূমচূর্ণং পাদাধং সেটকাদ্যৈঃ সুচূর্নকম।
সংস্কৃতং মধুগন্ধাজ্যৈর্নৈবেদ্যং বিভবেহপয়েৎ।।১২।।
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য চন্দনাদ্যৈশ্চ পূজয়েৎ।
পায়সাপূপসং যাবদধিক্ষীরমথো হরেৎ।।১৩।।
উচ্চাবচঃ ফলৈঃ পুষ্পৈধূপদীপৈর্মনোরমৈঃ।
পূজয়েৎপরায়া ভক্ত্যা বিভবে সতি বিস্তরৈঃ।।১৪।।
ন তুষ্যেদ্রব্যসম্ভারৈর্ভক্ত্যা কেবলায়াযথা।
ভগবানপরিতঃ পূর্নো ন মানঃ বৃণুয়াত্ত্বচিৎ।।১৫।।
দুর্যোধনকৃতাং ত্যক্ত্বা রাজপূজাং জনার্দনঃ।
বিদুরস্যাশ্রমে বাসমাতিথ্যং জগৃহেবিভুঃ।।১৬।।
সুদান্নস্তন্ডুলকর্ণাঞ্জগ্ধা মানুষ্যদুর্লভাঃ।
সংপদোহদাদ্ধরিঃ প্রীত্যা ভক্তিমাত্রমপেক্ষ্যতে।।১৭।।

গোধূমচূর্ণ সংস্কৃত করে মধু ও গন্ধ ও ঘৃতের দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করে বিভু ভগবান্ সত্য দেবকে সমর্পণ করবে।।১১-১২।।

পঞ্চামৃতের দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে পায়স, পিষ্টক, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি দ্বারা এবং ফল, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি মনোরম উপাচারের দ্বারা যথাশক্তি পরমভক্তি যুক্ত হয়ে পূজা করবে।।১৩-১৪।।

দ্রব্যের দ্বারা তিনি যে সন্তুষ্টি লাভ করবেন, তার চেয়ে বেশী ভক্তিভাবের দ্বারা সন্তুষ্ট হবেন। ভগবান্ হলেন পূর্ণ, কদাপি তাঁকে মানের দ্বারা বরণ করবে না।।১৫।।

ভগবান্ জনার্দন দুর্যোধনের রাজপূজা ত্যাগ করে বিদুরের আশ্রমে গিয়ে প্রেমভাবের দ্বারা আতিথ্য স্বীকার করে ছিলেন।।১৬।।

সুদামা ব্রাহ্মণের তন্ডুলকণা গ্রহণ করে মনুষ্যগণের পরম দুর্লভ সম্পত্তি শ্রীহরি প্রীতিভরে তাঁকে দিয়েছিলেন।।১৭।।

গোপোগৃধ্রো বণিগ্ব্যাধো হনুমান্সবিভীষণঃ।
যেহন্যে পাপাত্মকা দৈত্যা বৃত্রকায়াধবাদয়ঃ।।১৮।।
নারায়ণন্তিকং প্রাপ্য মোদিন্তেহদ্যাপি যদ্বশাঃ।
ইতি শ্রুত্বা নরপতিঃ পূজাসম্ভারমাদরাৎ।।১৯।।
কৃতবান্স ধনং লব্ধা মোদতে নর্মদাতটে।
নিষাদ ত্বমপি প্রীত্যা সত্যনারায়ণং ভজ।।২০।।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য চান্তে সান্নিধ্যমাপ্লুয়াঃ।
কৃতকৃত্যো নিষাদোহভূৎপ্রনম্য দ্বিজপুঙ্গবম্।।২১।।
একদা নারদো যোগী পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া।
পর্যটন্বিবিধাল্লোকান্মর্ত্যলোকমুপাগমৎ।।২২।।
তত্র দৃষ্ট্বা জনান্সবান্না নাক্লেশসমন্বিতান্।
আধিব্যাধিযুতানাতাপ্নচ্যমানাস্বকর্মভিঃ।।২৩।।
কেনোপায়েন চৈতেষাং দুঃখনাশো ভবেদধ্রুবম্।
ইতি সংশ্চিত্য মনসা বিষ্ণুলোকং গতস্তদা।।২৪।।

গোপ, গৃধ, বণিক, ব্যাধ, হনুমান, বিভীষণ এবং অন্য পাপাত্মক বৃত্র কায়াধবাদি দৈত্য ছিলেন তারা ভগবান নারায়ণের সান্নিধ্যে এসে পরম আনন্দ লাভ করেছেন। এ কথা শ্রবণ করে নরপতি পরমাদরে পূজা করে নর্মদাতটে পরমসুখে রাজত্ব করেছিলেন। হে নিষাদ তুমিও প্রীতিভরে দেবনারায়ণের সেবা করো।।১৮-২০।।

এই লোকে সুখ প্রাপ্তির পর দেহান্তে ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। এই নিষাদ কৃতকৃত্য হলেন এবং দ্বিজপুঙ্গবকে প্রণাম করলেন।।২১।।

একবার দেবর্ষি যোগিরাজ ভগবান্ নারদজী অন্যের প্রতি অনুগ্রহের ইচ্ছায় অনেক লোক পর্যটন করে শেষে এই পৃথিবীলোকে এলেন।।২২।।

পৃথিবীতে মানুষ অনেক প্রকার ক্লেশ, আধি, ব্যধিতে পীড়িত দেখেছিলেন। এছাড়া মানুষকে পরম দুঃখী এবং নিজ কর্মে পচ্যমান দেখেছিলেন। তিনি এই দুঃখের অবসানের উপায়ের কথা চিন্তা করতে করতে বিষ্ণুলোকে গিয়েছিলেন।।২৩-২৪।।

তত্র নারায়ণং দেবং শুক্লবর্ণং চতুর্ভুজমে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনংমালাবিভূষিতম্।।২৫।।
প্রসন্নবদনং শান্তং সনকাদ্যৈরভিষ্টুতম্।
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং স্তোতুং সমুপচক্রমে।।২৬।।
নমো বাঙ্মনসাতীতরূপায়ানন্তশক্তয়ে।
নাদি মধ্যান্তদেবায় নির্গুনায় মহাত্মনে।।২৭।।
সর্বেষাদিভূতায় লোকানামুপকারিণে।
অপারপরিমানায় তপোধাম্নে নমোনমঃ।।২৮।।
ইতি শ্রুত্বা স্তুতিং বিষ্ণুনারদং প্রত্যভাষত।
কিমর্থমাগতোহসি ত্বং কিং তে মনসি বর্ততে।।২৯।।
কথয়স্ব মহাভাগ তৎসর্বং কথয়ামি তে।
শ্রুত্বা তু নারদো বিষ্ণুমুক্তবান্সর্বকারণম্।।৩০।।

বিষ্ণুলোকে তিনি শুক্লবর্ণ চতুর্ভূজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং আয়ুধধারী, বনমালাশোভিত প্রসন্ন মুখ তথা শান্ত স্বরূপ এবং সনকাদি ঋষির দ্বারা অভিষ্টুত দেবদেবেশ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করে তাঁর স্তুতি করলেন।।২৫-২৬।।

নারদজী বললেন, বাণী এবং মনের অতীত, অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ, আদি ও মধ্যান্তরহিত নির্গুণ মহাত্মা আপনাকে প্রণাম। সকলে আদিভূত এবং লোকের উপকার সাধনকারী অপার পরিমাণযুক্ত তপোধাম আপনাকে বারংবার প্রণাম।।২৭-২৯।।

সূতজী বললেন, এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি করে নারদজীকে বিষ্ণু ভগবান্ বললেন - হে দেবর্ষিবর, আপনি এখানে কি প্রয়োজনে এসেছেন এবং আপনার মনে কি কথা রয়েছে? হে মহাভাগ, আপনি আমাকে সব কিছু বললে আমি সমাধান করে দেবো। এই কথা শ্রবণ করে নারদজী ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত কারণ বললেন।।৩০।।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সাধুসাধ্বিত্যপূজ্যয়ৎ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি ব্রতমেকং সনাতনম্।।৩১।।
কৃতে ত্রেতাযুগে বিষ্ণুদ্বপিরেহনেকরূপধৃক্।
কলৌ প্রত্যক্ষফলদঃ সত্যনারায়ণো বিভুঃ।।৩২।।
চতুষ্পাদো হি ধর্মশ্চ তস্য সত্যং প্রসাধনম্।
সত্যেন ধার্যতে লোকে সত্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতম্।।৩৩।।
সত্যনারায়ণ ব্রতমতঃ শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্।
ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং নারদঃ পুনরব্রবীৎ।।৩৪।।
কিং ফলং কিং বিধানং চ সত্যনারায়ণার্চনে।
তৎসর্বং কৃপয়া দেব কথয়স্ব কৃপানিধে।।৩৫।।
নারায়ণার্চনে বক্তুং ফলং নালং চতুর্মুখঃ।
শৃণু সংক্ষেপতো হ্যেতৎকথয়ামি তবাগ্রতঃ।।৩৬।।

দেবর্ষি নারদের কথা শুনে ভগবান্ বিষ্ণু "সাধু সাধু" একথা বলে তার সৎকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন - হে নারদ, শোনো, সত্যনারায়ণ দেবের এক পরম সনাতন ব্রতকথা বলছি। কৃতযুগ, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে অনেক রূপদারণকারী পরম সনাতন শ্রীবিষ্ণু কলিতে সত্যনারায়ণ রূপে পূজিত এবং প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী।।৩১-৩২।।

ধর্মের চার চরণের মধ্যে সত্য তার প্রসাধন। সত্যের দ্বারা তিনি লোকধারণ করেন। সত্যের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সত্যনারায়ণ ব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীহরির এই বাক্য শ্রবণ করে নারদজী পুনরায় তাকে বললেন সত্যনারায়ণের অর্চনার কি বিধান বা তার ফল কি কৃপাপূর্বক সবকিছু বলুন।।৩৩-৩৫।।

শ্রীভগবান্ বললেন সত্যনারায়ণ দেবের অর্চনা করলে যা ফল হয় তা ভগবান্ ব্রহ্মাও বলতে সমর্থ হননা, তবুও অতি সংক্ষেপে তা তোমাকে বলছি। তুমি শ্রবণ কর।।৩৬।।

নিধনোপি ধনাঢয়ঃ স্যাদপুত্রঃ পুত্রবান্ভবেৎ।
ভ্রষ্ট রাজ্যো লভেদ্রাজ্যমন্ধোহপি স্যাৎসুলোচনঃ।।৩৭
মুচ্যতে বন্ধনাদ্বদ্ধো নির্ভয়ঃ স্যাদ্ভয়াতুরঃ।
মনসা কাময়েদ্যং যং লভতে তং বিধানতঃ।।৩৮।।
ইহ জন্মনি ভো বিপ্র ভক্ত্যা চ বিধিনার্চয়েৎ।
লভেৎকামং হি তচ্ছীঘ্রং নাত্র কার্যা বিচারণ।।৩৯।।
প্রাতঃস্নায়ী শুচিভূত্বা দন্তধাবন পূর্বকম্।
তুলসীমঞ্জরীং ধৃত্বা ধ্যায়েৎসত্যস্থিতং হরিম্।।৪০।।
নারায়ণংসান্দ্রঘনাবদাতং চতুর্ভূজং পীতমহাহবার্সসম্।
প্রসন্নবক্রং নবকজ্জলোচনং সনন্দনাদ্যৈরূপসেবিতং ভাজ।।৪১।।
করোমি তে ব্রতং দেব সায়ং কালে ত্বদর্চনম।
শ্রুত্বা গাথাং ত্বদীয়াং হি প্রসাদং তে ভজাম্যহম্।।৪২।

এই ব্রতার্চনার দ্বারা নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করে, অপুত্রক পুত্র লাভ করে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্যলাভ করে, এবং অন্ধ ব্যক্তিও নেত্রলাভ করে।।৩৭।।

বদ্ধ বন্ধন মুক্ত হয়, ভয়াতুর নির্ভয়ে বসবাস করে। এছাড়া বিধি বিধানপূর্বক পূজার্চনা করে - মনের সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়।।৩৮।।

হে বিপ্র, এই জন্মে ভক্তিভাবপূর্বক বিধিবদ্ধ হয়ে যে ব্যক্তি অর্চনা করেন, তিনি অতিশীঘ্র কামনা প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।।৩৯।।

প্রাতঃকালে দন্তধাবন তথা স্নানাদি কর্ম করে তুলসী মঞ্জরী নিয়ে সত্যস্থিত শ্রীহরির ধ্যান করবে।।৪০।।

সঘন মেঘের ন্যায় শুভ্র, চতুর্ভূজ শোভিত, পীত কেশধারী,প্রসন্নবদন, কমলনয়ন এবং সনকাদি ঋষিগণের দ্বারা সেবিত নারায়ণের সেবা করা উচিৎ।।৪১।।

হে দেব, আমি আপনার ব্রত পালন করছি এবং সায়ংকালে আমি আপনার অর্চনা করব। আপনার গাথা শ্রবণ করে প্রসাদ গ্রহণ করব। মনে মনে এইরূপ

ইতি সংকল্প্য মনসা সায়ংকালে প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চভিঃ কলশৈর্জুষ্টং কদলীতোর নান্বিতম্।।৪৩।।
শালগ্রামং স্বর্ণযুক্তং পূজয়েদাত্মসূক্তকৈঃ।
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য চন্দনাদিভির র্চয়েৎ।।৪৪।।
ওঁ নমো ভগবতে নিত্যং সত্যদেবায় ধীমহি।
চতুঃপদার্থদাত্রে চ নমস্তুভ্যং নমোনমঃ।।৪৫।।
জপ্তেত্যষ্টোত্তরশতং জুহুয়াত্তদ্দশংশকম্।
তর্পণং মার্জনং কৃত্বা কথাং শ্রুত্বা হরোরিমাম্।।৪৬।।
ষড়ধ্যায়ীং সত্যমুখ্যাং তৎপশ্চাত্তৎপ্রসাদকম্।
সম্যগ্বিভজ্যতৎ সর্বং দাপয়েচ্ছ্রোতৃকায় চ।।৪৭।।
আচার্যায়াদিভাগং চ দ্বিতীয়ং স্বকুলায় সঃ।
শ্রোতৃভ্যশ্চ তৃতীয়ং চ চতুর্থং চাত্মহেতবে।।৪৮।।

সংকল্প করে সায়ংকালে পূজা করা উচিৎ। মন্ডপে পঞ্চকল্প ও কলার তোরণ দ্বারা লমন্বিত হতে হবে।।৪২-৪৩।।

স্বর্ণমন্ডিত শালগ্রাম আত্মসুক্ত অর্থাৎ পুরুষসূক্ত পাঠ পূর্বক পূজা করবে। পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করিয়ে চন্দনাদি দ্বারা অর্চনা করবে।।৪৪।।

"ওঁ নমো ভগবতে নিত্য সত্য দেবায় ধীমহী"। চতুঃপদার্থদাত্রে নমস্তুভ্যং নমোঃ নমঃ — এই মন্ত্রে একশ আটবার জপ করে এর দশম ভাগহবন করবে। এই হবনের দশাংশ তর্পণ এবং এর দশাংশ মার্জন করবে এবং ভগবান্ শ্রীহরির কথা শ্রবণ করবে। ছয় অধ্যায় বিশিষ্ট এই কথার মধ্যে সত্য প্রধান। কথা শ্রবণান্তে প্রসাদ পরিপূর্ণভাবে বিতরণ করবে। প্রত্যেক শ্রোতাকে প্রসাদ প্রদান করবে।।৪৫-৪৭।।

প্রসাদের আদিভাগ আচার্য দেব এবং দ্বিতীয়ভাগ নিজ স্বজনবর্গের মধ্যে এবং তৃতীয়ভাগ শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করবে। চতুর্থভাগ নিজের জন্য রাখবে।।৪৮।।

বিপ্রেভ্যো ভোজনং দদ্যাৎস্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।
দেবর্ষেহনেন বিধিনা সত্যনারায়ণার্চনম্।।৪৯।।
কারয়েদ্যদি ভক্ত্যা চ শ্রদ্ধয়া চ সমন্বিতঃ।
ব্রতী কামানবাপ্নোতি বাঞ্ছিতানিহ জন্মনি।।৫০।।
ইহ জন্মকৃতং কর্ম পরিজন্মনি পদ্যতে।
পরজন্মকৃতং কর্ম ভোক্তব্যং সর্বদা নরৈঃ।।৫১।।
সত্যনারায়ণ ব্রতমিহ সর্বান্কামান্দদাতি হি।
অদ্যৈব জগতীমধ্যে স্থাপয়ামি ত্বদাঞ্জয়া।।৫২।।
ইত্যুক্ত্বাংহতর্দধে দেবো নারদঃ স্বর্গতিং যযৌ।
স্বয়ং নারায়ণো দেবঃ কাশ্যাং পূর্যাং সমাগমঃ।।৫৩।।

ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে নিজে মৌন হয়ে ভোজন করবে। হে দেবর্ষি, এই বিধি বিধানে সত্য নারায়ণ দেবের অর্চন করবে।।৪৯।।

যদি এই ব্রত তথা অর্চনা ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে কর তাহলে এই জন্মেই অভীষ্ট প্রাপ্ত হব।।৫০।।

এই জন্মে কৃত কর্মের ফল পর জন্মে মানুষ প্রাপ্ত হয় এবং পর জন্মে কৃতকার্যের ফল মানুষ সর্বদা এখানে ভোগ করে।।৫১।।

সত্যনারায়ণ ব্রত এখানে সমস্ত কামপ্রদান করে। আমি তোমার আজ্ঞায় জগতে এই ব্রত স্থাপন করব– একথা নারদজী বললেন। অতঃপর তিনি অন্তর্হিত হলে দেবর্ষি নারদ স্বর্গে গমন করলেন। দেবনারায়ণ কাশীপুরীতে চলে এলেন।।৫৩।।

।। শতানন্দব্রাহ্মণ কথাবর্ণনম্।।

কৃপয়া ব্রাহ্মণদ্বারা প্রকটীকৃতবাস্ত্বকম্।
ইতি হাসমিমং বক্ষ্যে সংবাদং হরিবিপ্রয়োঃ।।১।।
কাশীপুরীতি বিখ্যাতা তত্রাসাদ্ ব্রাহ্মণো বরঃ।
দীনো গৃহাশ্রমী নিত্যং ভিক্ষুঃ পুত্রকলত্রবান্।।২।।
শতানন্দ ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
একদা পথি ভিক্ষার্থং গচ্ছতস্তস্য শ্রীপতিঃ।।৩।।
বিনীতস্যাতিশন্তস্য স বভূবাক্ষিগোচরঃ।
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেষেন পপ্রচ্ছ ব্রাহ্মণং হরি ঃ।
ক্ক যাসীতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃত্তিঃ কামেন কথ্যতাম্।।৪।।
ভিক্ষাবৃত্তিরহং সৌম্য কলত্রাপত্যহেতবে।
যাচিতুং ধনিনাং দ্বারি ব্রজামি ধনমুত্তমম্।।৫।।

।। শতানন্দ ব্রাহ্মণ কথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে নারায়ণ ব্রত কথা পালনকারী কাশীস্থ শতানন্দ ব্রাহ্মণ কথা বর্ণনা করব।

শ্রী সূতজী বললেন-- ব্রহ্মণ দ্বারা আপনাকে প্রকট করেছি। এখন আমি হরি-বিপ্র সংবাদ শ্রবণ করতে উৎসুক। কৃপাপূর্বক আপনি তা বলুন।।১।।

কাশীপুরী পরম বিখ্যাত, সেখানে শ্রেষ্ঠ কিন্তু দরিদ্র ও নিত্য ভিক্ষাকারী সদার পুত্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার নাম শতানন্দ, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সেবা পর১৭ায়ণ ছিলেন। একদিন যখন তিনি পথে ভিক্ষা করতে যাচ্ছিলেন তখন শান্ত, বিনীত সেই ব্রাহ্মণকে শ্রীপতি প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন। হরি এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তার সামনে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -- দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনি এই সময় কোথায় যাচ্ছেন। আপনি কি করেন তা বলুন।।২-৪।।

শতানন্দ বললেন, হে সৌম্য, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের নিমিত্ত আমি ভিক্ষাবৃত্তি করি। ধনী ব্যক্তির গৃহে ধন সম্পদ প্রর্থনা করলে উত্তম সম্পদ

।। শতানন্দব্রাহ্মণ কথাবর্ণনম্।।

কৃপয়া ব্রাহ্মণদ্বারা প্রকটীকৃতবাত্মকম্।
ইতি হাসমিমং বক্ষ্যে সংবাদং হরিবিপ্রয়োঃ।।১।।
কাশীপুরীতি বিখ্যাতা তত্রাসাদ্ ব্রাহ্মণো বরঃ।
দীনো গৃহাশ্রমী নিত্যং ভিক্ষুঃ পুত্রকলত্রবান্।।২।।
শতানন্দ ইতি খ্যাতো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
একদা পথি ভিক্ষার্থং গচ্ছতস্তস্য শ্রীপতিঃ।।৩।।
বিনীতস্যাতিশন্তস্য স বভূবাক্ষিগোচরঃ।
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেষেন পপ্রচ্ছ ব্রাহ্মণং হরি ঃ।
ক্ব যাসীতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃত্তিঃ কামেন কথ্যতাম্।।৪।।
ভিক্ষাবৃত্তিরহং সৌম্য কলত্রাপত্যহেতবে।
যাচিতুং ধনিনাং দ্বারি ব্রজামি ধনমুত্তমম্।।৫।।

।। শতানন্দ ব্রাহ্মণ কথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে নারায়ণ ব্রত কথা পালনকারী কাশীস্থ শতানন্দ ব্রাহ্মণ কথা বর্ণনা করব।

শ্রী সূতজী বললেন— ব্রহ্মণ দ্বারা আপনাকে প্রকট করেছি। এখন আমি হরি-বিপ্র সংবাদ শ্রবণ করতে উৎসুক। কৃপাপূর্বক আপনি তা বলুন।।১।।

কাশীপুরী পরম বিখ্যাত, সেখানে শ্রেষ্ঠ কিন্তু দরিদ্র ও নিত্য ভিক্ষাকারী সদার পুত্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার নাম শতানন্দ, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সেবা পর১৭ায়ণ ছিলেন।একদিন যখন তিনি পথে ভিক্ষা করতে যাচ্ছিলেন তখন শান্ত, বিনীত সেই ব্রাহ্মণকে শ্রীপতি প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন। হরি এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তার সামনে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনি এই সময় কোথায় যাচ্ছেন।আপনি কি করেন তা বলুন।।২-৪।।

শতানন্দ বললেন, হে সৌম্য, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের নিমিত্ত আমি ভিক্ষাবৃত্তি করি। ধনী ব্যক্তির গৃহে ধন সম্পদ প্রর্থনা করলে উত্তম সম্পদ

ভিক্ষাবৃত্তিস্ত্বয়া দীর্ঘকালং দ্বিজ সদা ধৃতা।
তদ্বারক উপযোযং বিশেষেণ কলৌ কিল।।৬।।
মমোপদেশতো বিপ্র সত্যনারাণং ভজ।
দারিদ্রযশোকশমনং সন্তাপহরণং হরেঃ।
চরণং শরণং যাহি ভোক্ষদং পদ্মলোচনম্।।৭।।
এবং সম্বোধিতো বিপ্রো হরিণা করুমাত্মনা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রোসৌ সত্যনারায়ণৌ হি কঃ।।৮।।
বহু রূপ সত্যসন্ধঃ সর্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ।
ইদানীং বিপ্ররূপেণ তব প্রত্যক্ষমাগতঃ।।৯।।
দুঃখোদধিনিমন্নণাং তরনিশ্চরণৌ হরেঃ।
কুশলাঃ শরণং যান্তি নেতরে বিষয়াত্মিকাঃ।।১০।।

পাওয়া যাবে, তাই সেখানে যাচ্ছি। নারায়ণ বললেন -- হে দ্বিজ, আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই ভিক্ষাবৃত্তি করছেন। এখন এই বৃত্তি ত্যাগ করার উপায় আছে।।৫-৬।।

হে বিপ্র, আমার উপদেশে ভগবান্ সত্য নারায়ণ দেবের পূজা করুন। তাঁকে সেবা করলে দারিদ্র, শোক প্রশমিত হয় এবং সন্তাপ দূর হয়। তুমি সত্যনারায়ণ দেবের শরণে চলে যাও। সেই পদ্মলোচন মোক্ষ প্রদানকারী।।৭।।

ভগবান্ সত্য নারায়ণ সম্পর্কে এই প্রকার পরিপূর্ণ জ্ঞান সেই ব্রাহ্মণকে করুণাত্মা শ্রীহরি প্রদান করলেন। তখন বিপ্র সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন সত্য নারায়ণ দেব কে? ।।৮।।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, সত্য নারায়ণের অনেক রূপ আছে, সত্য প্রতিজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং নিরঞ্জন -- এই সময় বিপ্ররূপে তোমার প্রত্যক্ষ গোচর।।৯।।

শ্রীহরি চরণ দুঃখ রূপী সমুদ্রে নৌকার ন্যায়। কুশল পুরুষ তাঁর শরণে চলে যান। অন্য বিষয়ে লিপ্ত মানুষ তা করেন না।।১০।।

আহৃত্য পূজায়সম্ভারাহ্নিতায় জগতাং দ্বিজ।
অর্চয়ংস্তমনুধ্যায়ং স্বমেৎপ্রকটী কুরু।।১১।।
ইতি ব্রুবন্তং বিপ্রাসৌ দদর্শ পুরুযোত্তমম্।
জলদশ্যামলং চারুচতুর্বাহুং গদাদিভিঃ।।১২।।
পীতাম্বরং নবাম্ভোজলোচনং স্মিতপূর্বকম্।
বনমালামধুব্রাত চুম্বিতাংস্রিসরোরুহম্।।১৩।।
নিশম্য পুলকাঙ্গোসৌ প্রেমপূর্ণসুলোচনঃ।
স্তবগদ্গদগদয়া বাচা দন্ডবৎপতিতো ভুবি।।১৪।।
প্রণমামি জগন্নাথং জগৎকারণকারকম্।
অনাথনাথং শিবদং শরণ্যমনঘং শুচিম্।।১৫।।
অব্যক্তং ব্যক্ততাং যাতং তাপত্রয়বিমোচণম্।।১৬।।

হে দ্বিজ। পূজা সামগ্রী নিয়ে সংসারী লোকের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সত্য নারায়ণের অর্চন এবং তার ধ্যান করে তুমি এই ব্রতার্চন প্রচার কর।।১১।।

ভগবান্ শ্রীহরি এরূপ বলে সেই বিপ্রকে দর্শন দিলেন। ঘনশ্যাম গাত্র, সুন্দর চতুর্ভূজযুক্ত গদা পদ্মাদি বিভুষিত, কমলনয়নযুক্ত, স্মিত হাস্য, বনমালাধারী সেই ভ্রমরের দ্বারা চুম্বিত পদযুগল বিশিষ্ট শ্রীহরির অপরূপ রূপ সেই ব্রাহ্মণ দর্শন করলেন।।১২-১৩।।

ভগবানের মুখে একথা শ্রবণ করে শতানন্দের শরীর পুলকিত হয়েছিল এবং প্রেমাবেশে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল।

শতানন্দ ভগবানের স্তব করে এবং গদ্‌গদ কণ্ঠে স্তুতি করে দন্ডের ন্যায় ভগবৎচরণে পতিত হলেন।।১৪।।

শতানন্দ বললেন — এই জগৎকারণের কারক, বিশ্বনাথ, অনাথের নাথ, কল্যাণ প্রদানকারী, শরণ্য, অনঘ এবং শুচি আপনাকে প্রণাম করছি।।১৫।।

ত্রিতাপ বিমোচনকারী আপনি অব্যক্তস্বরূপ হয়েও ব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়েছেন।।১৬।।

নমঃ সত্যনারায়ণায়াস্য কত্রেনমঃ সুদ্ধ সত্ত্বায় বিস্বস্য ভর্ত্রে।
করালায় কালায় বিশ্বস্য হত্রে নমস্তে জগন্মঙ্গলায়ত্মমূর্তে।।১৭।।
ধন্যোস্ম্যযদ্যকৃতী ধান্যে ভবোদ্য সফলো মম।
বাঙ্মনোগোচরো যস্ত্বং মম প্রত্যক্ষমাগতঃ।।১৮।।
দিষ্টং কিং বর্ণয়াম্যাহো ন জানে কস্য বা ফলম্।
ক্রিয়াহীনস্য মন্দস্য দেহোয়ং ফলবাঙ্কৃতঃ।।১৯।।
পূজনং চ প্রকর্তব্যং লোকনাথ রমাপতে।
বিধিনা কেন কৃপায় তদাজ্ঞাপয় মাং বিভো।।২০।।
হরিস্তমাহ মধুরং সস্মিতং বিশ্বমোহনঃ।
পূজায়াং মম বিপ্রেন্দ্র বহু নাপেক্ষিতং ধনম্।।২১।।
অনায়াসেন লব্ধেন শ্রদ্ধামাত্রেণ মাংযজ।
গ্রাহগ্রস্তোজামিলো বা যথাহভূন্মুক্তসঙ্কটঃ।।২২।।

হে সত্যনারায়ণদেব, আপনাকে প্রণাম, হে জগৎকর্তা আপনাকে প্রণাম, শুদ্ধ, সত্ত্ব এবং বিশ্ব ভরণকারী আপনাকে প্রণাম। করালকাল স্বরূপ মঙ্গলের জন্য আপনাকে বার-বার প্রণাম।।১৭।।

আজ আমি পরমধন্য আমার জন্মগ্রহণেও সার্থক কারণ আপনি আজ আমার সামনে প্রকট হয়েছেন।।১৮।।

অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং পরমানন্দের এই কথা আমার কাছে অনির্বচনীয়। না জানি কার সৌভাগ্য আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার এই শরীর ক্রিয়াহীন এবং পরম মন্দ। হে ভগবান্ আপনি আজ এই শরীরকে ফলবান্ করুন।।১৯।।

হে রমাপতি, হে লোকনাথ, আপনার পূজা কোন্ বিধিতে করব তা কৃপাপূর্বক বলুন। অতঃপর বিশ্ব বিমোহিতকারী শ্রীহরি স্মিত হাস্যে তাকে বললেন-- হে বিপেন্দ্র, আমার পূজাতে প্রচুর ধনসম্পদ লাগেনা।।২০-২১।।

বিনা আয়াসে প্রাপ্ত সম্পদ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে যজন কর। গ্রাহগ্রস্থ গজ অথবা অজামিল সংকটমুক্ত হয়েছিলেন সেই প্রকার তুমিও সংকটমুক্ত হয়ে যাবে।।২২।।

বিধানং শৃনু বিপ্রেন্দ্র কাময়েৎফলম্।
পূজাসম্ভৃত সম্ভারঃ পূজাং কুর্যাদ্যথা বিধি।।২৩।।
গোধূমচূর্ণং পাদার্দ্ধং সেটকাদিপ্রমাণতঃ।
দুগ্ধেন তাব তা যুক্তং মিশ্রিতং শকরাদিভিঃ।।২৪।।
তচ্চূর্ণং হরয়ে দদ্যাদ্ ঘৃতযুক্তং হরিপ্রিয়ম্।
গোদুগ্ধৈনৈব দধিনা গোঘৃতেন সমন্বিতম্।।২৫।।
গঙ্গাঁজলেন মধুনা যুক্তং পঞ্চামৃতং প্রিয়ম।
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য শালগ্রামোদ্ভবাং শিলাম্।।২৬।।
গন্ধপুষ্পাদি নৈবেদ্যৈবেদবামণোহরৈঃ।
ধূপৈদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তাম্বূলাদিভিরচয়েৎ।।২৭।।
মিষ্টান্নপানসন্মানৈর্ভ ক্ষ্যৈভোজ্যৈঃ ফলৈস্তথা।
ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।।২৮।।
ব্রাহ্মণৈঃ স্বজনৈশ্চৈব বেষ্টিতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্বয়া সার্দ্ধং মম কথাং শৃনুয়াৎ পরমাদরাৎ।।২৯।।

হে বিপেন্দ্র, এখন পূজা বিধান শ্রবণ কর। প্রথমে মনে মনে ফল কামনা করে পূজা সম্ভার সম্ভূত করে যথাবিধি পূজা করবে।।২৩।।

সেটকাদি প্রমাণ পাদার্থ গোধূমচূর্ণ, এই পরিমাণ দুগ্ধ এবং শর্করাদি ঘৃত মিশ্রিত করে শ্রীহরিকে সমর্পিত করতে হয়। এই নৈবেদ্য শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। গোদুগ্ধ। মধু, গোঘৃত। গোদধি এবং গঙ্গাজল দ্বারা প্রস্তুত পঞ্চমৃত দ্বারা শালগ্রাম শিলাকে স্নান করাবে।।২৪-২৬।।

গঙ্গাক্ষত। পুষ্পাদি, নৈবেদ্য এবং মনোহর বেদবাদ্য তথা ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুলাদি দ্বারা দেবনারায়ণের অর্চনা করবে।।২৭।।

ভক্তিভাবে মিষ্টান্ন, পান, সম্মান, ভক্ষ্য, ভোজ্য, ফল এবং পুষ্পের দ্বারা পূজন করবে।।২৮।।

ব্রাহ্মণ এবং স্বজন বেষ্টিত হয়ে পরম শ্রদ্ধায়, পরম আদরে সকলকে আমার কথা শ্রবণ করাবে।।২৯।।

স গত্বা স্বগণানাহ মাহাত্ময়ং হরিসেবনে।
তে হৃষ্টমনসঃ সর্বে সময়ং চক্র রাদৃতাঃ।।৩০।।
সত্যনারায়ণে পূজাং কাষ্ঠলব্ধেন যাবতা।
বয়ং কুলৈঃ করিষ্যামঃ পুণ্যবৃক্ষবিধানতঃ।।৩১।।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা কাষ্ঠং বিক্রীয় লেভিরে।
চতুর্গুণং ধনং হৃষ্টাঃ স্বং স্বং ভবনমাযযুঃ।।৩২।।
মুদা স্ত্রীভ্যসমাচখ্যুবৃত্তান্তং সর্বমাদিতঃ।
তাঃ শ্রুত্বাহৃষ্টমনসঃ পূজনং চক্রুয়াদরাৎ।।৩৩।।
কথান্তে প্রণমন্ভক্ত্যা প্র সাদং জগৃহুস্ততঃ।
স্বজাতিভ্যঃ পরেভ্যশ্চ দদুস্তচ্চূর্ণমুক্তমম্।।।৩৪।।
পূজাপ্রভাবতো ভিল্লাঃ পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ।
লব্ধা ভূমিতলে দ্রব্যং জ্ঞানচক্ষুমহোত্তমম্।।৩৫।।
ভুক্ত্বা ভোগান্যথেষ্টন্তে দরিদ্রান্ধা দ্বিজোত্তম্।
জগ্মুস্তে বৈষ্ণবং ধাম যোগি নামপি দুর্লভম্।।৩৬।।

সেই কথা শ্রবণ করে শতানন্দ নিজ লোকেদের হরি সেবন মাহাত্ম্য বললেন। তারা সকলে প্রসন্ন হয়ে পরমাদরে এই ব্রত পালনের প্রতিজ্ঞা করল।।৩০।।

কাষ্ঠ বিক্রয় করে অর্জিত সম্পদের দ্বারা সত্যনারায়ণের পূজা করব। সকলে মনে এই নিশ্চয় করে কাষ্ঠ বিক্রয় করে চতুর্গুণ ধনপ্রাপ্ত হল। তারা প্রসন্ন হয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে এল এবং সানন্দে সকল কৃত্তান্ত নিজ নিজ স্ত্রীদের কাছে বর্ণনা করল। স্ত্রীগণও পরম প্রসন্ন হয়ে পরমাদরে পূজন করেছিল।।৩১-৩৩।।

কথান্তে প্রণাম করে পুনঃ ভক্তিভাবে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। পূজার প্রভাবে ভিল্ল দারাপুত্রাদি প্রাপ্ত হলেন। এই ভূমণ্ডলে দ্রব্যসহ মহান জ্ঞানচক্ষু লাভ করলেন।।৩৪-৩৫।।

হে দ্বিজোত্তম, যেখানে যথেষ্ট ভোগ করার পর সেই দরিদ্রান্ধ যোনিগণ মৃত্যুর পর বৈষ্ণব ধাম প্রাপ্ত হলেন।।৩৬।।

।। সাধু-বণিক কথা বর্ণনম্।।

অথ তে বর্ণয়িষ্যামি কথাং সাধুপচারিতাম্।
নৃপোপদেশতঃ সাধুঃ কৃতাথোহ ভূদ্বানিগ্যথা।।১।।
মনিপূরপতী রাজা চন্দ্রচূড়ো মহাযশাঃ।
সহ প্রজাভিরানর্চ সত্যনারায়ণং প্রভুম্।।২।।
অথ রত্নপুরস্থায়ী সাধুলক্ষপতিবণিক্।
ধনৈরাপূয তরণীঃ সহ গচ্ছন্নদীতটে।।৩।।
দদর্শ বহুলং লোকং নানাগ্রামবিলাসিনম্।
মনিমুক্তাবিরচিতৈবি তানৈসসমলংকৃতম্।।৪।।
বেদবাদাংশ্চশুশ্রাব গীতবাদিত্রসংগতান্।
রম্যং স্থানং সমালোক্য কর্ণধারং সমাদিশৎ।।৫।।
বিশ্রামযাত্র তরণীরিতি পশ্যামি কৌতুকম্।
ভত্রাদিষ্টস্তথা চক্রে কর্ণদার ঃ সভৃত্যকৈঃ।।৬।।

।। সাধু-বণিক কথা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ ব্রতে সাধু বণিক কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন, — সাধু বর্ণিত উপচরিত্র কথা বর্ণন তোমাদের শোনাব। নৃপের উপদেশে বণিক সাধু উপকৃত হন।।১।।

মণিপুরপতি মহাযশ চন্ডচূড় নৃপতি নিজ প্রজাগণের সাথে সত্য নারায়ণদেবের পূজা করতেন। অনন্তর রত্নপুর নিবাসী বণিক সাধু নৌকা নিয়ে নদী তটে গমন করছিলেন। তিনি মণিযুক্ত বিভূষিত অনেক লোক দর্শন করেন ও বেদমন্ত্র স্বরণ করেন। তাদেখে কর্ণধারকে নৌকা ঐস্থানে নিয়ে যেতে বলেন। তঁর আদেশে নৌকা ঐ স্থানে নিয়ে গেলে তিনি মল্ললীলা দর্শন করেন। সেই বণিক নিজ লোকজনের সাথে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন -- তোমরা কার পূজা করছ? তারা উত্তরে বলেন যে — তারা প্রভু সত্যনারায়ণের পূজা করছেন। তার প্রভাবে তাঁরা নিমকমটর রাজ্য ভোগ করেন। তাঁর অর্চনা করলে পুত্র মিত্র ধনসম্পদ ইত্যাদি পার্থিব কামনা পূর্ণ হয় ও ভয়

তটসীম্নঃ সমুত্তীর্ণ মল্ললীলাবিলাসিনঃ।
কর্ণধারা নগা বীরা যুযুধুৰ্ম্মললীলয়া।।৭।।
স্বয়মুত্তীর্য সামাত্যো লোকাপ্নপ্রচ্ছ সাদরম।
যজ্ঞস্থানং সমালোক্য প্রশস্তং সমুদো যযৌ।।৮।।
কিমত্র ক্রিয়তে সভ্যা ভবদ্ভিলোক পূজিতৈঃ।
সভ্যাট্রচুশ্চ তে সর্বে সত্যনারায়ণো বিভুঃ।।৯।।
পূজ্যতে বন্ধুভিঃ সার্ধং রাজ্ঞা লোকানুকম্পিনা।
প্রাপ্তং নিষ্কন্টকং রাজ্যং সত্যনারায়ণার্চনাৎ।।১০।।
ধনার্থী লভতে দ্রব্যং পুত্রার্থী সুতমুত্তমম্।
জ্ঞানার্থী লভতে চক্ষুনির্ভয়ঃ স্যাদ ভয়াতুরঃ।।১১।।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি নরঃ সত্য সুরাচর্নাৎ।।
বিধানং তু ততঃ শ্রুত্বা চৈলং বদ্ধা গলেহ সকৃৎ।।১২
দন্ডবৎ প্রনিপত্যাহ কামং সভ্যানমোদয়ৎ।
অনপত্যোহস্মি ভগবন্ বৃথৈশ্বর্যো বৃথোদ্যম্।।১৩।।
পুত্রং বা যদি বা কন্যাং লভেয়ং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
পতাকাং কাঞ্চনীং কৃত্বা পূজয়িষ্যে কৃপানিধিম্।।১৪।।

বিদূরিত হয়। তারপর তিনি পূজার সমস্ত আচরণ শ্রবণ করে পুত্র কামনায় গলবস্ত্র হয়ে সত্যনারায়ণকে বললেন — হে দেব, আমি পুত্রহীন, তাই আমার ঐশ্বর্যের সঙ্গে সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ। আপনি কৃপাপূর্বক পুত্র বা কন্য প্রদান করুন। তাহলে আমি সুবর্ণ পতাকা নির্মাণ করে আপনার পূজা করব।।২-১৪।।

তার প্রার্থনা শ্রবণ করে সভ্যগণ বললেন — তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এরপর হরি ভক্তগণকে প্রণাম জানিয়ে তিনি প্রসাদ ভক্ষণ করেন ও নিজ গৃহে ফিরে আসেন। তারপর নানা মঙ্গল দ্রব্য আনয়ন করে তিনি নারীগণের দ্বারা বিচিত্র কার্য সম্পন্ন করেন। অনন্তর তার স্ত্রী গর্ভবতী হন ও কমল নয়না চঞ্চল এক কন্যার জন্ম দেন। সাধু মহানন্দে ধনদান করেন। বেদজ্ঞ মহর্ষিগণকে

শ্রুত্বা সভ্যা অব্রকস্তে কামনাসিদ্ধিরস্তু তে।
হরিং প্রণম্য সভ্যাংশ্চ প্রসাদং ভুক্তবাং স্তদা।।১৫।।
জগাম স্বালয়ং সাধুমনসা চিন্তয়ন্ হরিম্।
স্বগৃহে হ্যাগতে তস্মিন্নাযো মংগলপাণয়ঃ।।১৬।।
মংগলানি বিচিত্রানি যলোচিত মকারয়ন্।
বিবেশন্তঃ পুরে সাধুমহাকৌতুকমং গলম্।।১৭।।
ঋতুস্নাতা সতী লীলাবতী পর্যচরৎ পতিম্।
গভং ধৃতাবতী সধ্বী সময়ে সুমুবে তু সা ।।১৮।।
কন্যাং কমললোলাক্ষীং বান্ধবামোদকারিণীম্।
সাধুঃ পরাং মুদলেভে বিততার ধনং বহু।।১৯।।
বিপ্রনাহুয় বেদজ্ঞান কারয়ামাস মংগলম্।
লেখয়িত্বা জন্মপত্রীং নাম চক্রে কলাবতীম্।।২০।।
প্রৌঢ়া কালেন তাং দৃষ্টা বিবাহাথর্মচিন্তয়ৎ।।২১।।
নগরে কাঞ্চন পুরে বণিক্ শংখপতিঃ শ্রুতঃ।।২২।।
কুলীনো রূপসং পত্তিশীলৌদার্যগুণান্বিত।।২৩।।
বরয়ামাস তং সাধু দুহিতুঃ সদৃশং বরম্।
শুভে লগ্নে বহুবিধৈমং গলৈরগ্নি সন্নিধৌ।।২৪।।
বেদবাদিত্রনির্দৈর্দদৌ কন্যাং সথাবিধি।
মনিমুক্তা প্রবালানি বসনং ভূষণানি চ।।২৫।।
মহামোদমনাঃ সাধুমং গলার্থং দদৌ চ হ।
প্রেম্না নিবাসয়ামাস গৃহে জামাতারং ততঃ।।২৬।।

ডেকে মঙ্গল কার্য সম্পন্ন করেন। জন্মপত্রী তৈরী করে পুত্রীর নাম কলাবতী রাখেন। ক্রমে বিবাহের কাল উপস্থিত হলে কাঞ্চনপুরের পরমকুলীন ও সম্পদশালী বণিক শঙ্খপতির সাথে তার বিবাহ দেন। শুভলগ্নে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বণিক তার কন্যাকে মণি, সুক্তা, প্রবাল, বস্ত্র, ভূষণ প্রদান করে আনন্দিত হন এবং জামাতাকে নিজগৃহে রেখেছেন। অনেকদিন

ত্বং মেনে পুত্রবৎ সাধুঃ স চ তং পিতৃবৎসুধীঃ।
অতীতে ভূয়সঃ কালে সত্য নারায়ণার্চনম্।।২৭।।
বিস্মৃত্য সহ জামাত্রা বানিজ্যায় মসৌ পুনঃ।
অথ সাধুঃ সমাদায় রত্নানি বিবিধানি চ।।২৮।।
নৌকাঃ সংস্থাপ্য স সমৌদেশদেশান্তরং প্রতি।
নগরং নর্মদাতীরে তত্র বাসং চকারঃ সঃ।।২৯।।
কুর্বনক্রয়ং চ চিরং তস্থৌ মহামনাঃ।
কর্মণা মনসা বাচা ন কৃতং সত্যসেবনম্।।৩০।।
ততঃ কর্মবিপাকেন তাপসাপাচিরাদ্বনিক্।
কস্মিশ্চিদ্ দিবসে রাত্রৌ রাজ্ঞো গে হে তমাবৃতে।।৩১
জ্ঞাত্বা নিদ্রাগতান সর্বানহৃতং চৌরৈমহাধনম্।
প্রভাতে বাচিতো রাজ্ঞা সূতমা গন্ধাবন্দিভিঃ।।৩২।।

অতিক্রান্ত হলে সত্যনারায়ণ পূজার কথা তিনি ভুলে যান। পুনঃ জামাতাকে নিয়ে তিনি বাণিজ্য করতে চলে যান।।১৫-২৭।।

সূতজী বললেন — অনেক রত্ন নিয়ে সাধুবণিক নর্মদা তীরের এক তটে উপস্থিত হন। সেখানে অনেক দিন ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্য করলেও কর্ম, মন ও বচন দ্বারা সত্যনারায়ণ পূজা করলেন না। এরপর কর্ম বিপাকে পরে তিনি তাপিত হন, সেই রাজ্যের রাজা ও রক্ষীগণ নিদ্রাভিভূত হলে চোরে সকল কিছু হরণ করে। রাজা তা রাজসেবকদের কাছ থেকে হানতে পারেন। রাজা ক্রোধিত হয়ে — চোরের অনুসন্ধানে অনুচর নিয়োগ করেন। তাদের আদেশ দেন তারা যেন সকল চুরি যাওয়া ধনসম্পদ নিয়ে তার কাছে আনে। না হলে তাদের মৃত্যুর কথা বলেন। তা শ্রবণ করে অনুচরবর্গ চোরের অন্বেষণ করতে থাকে। কিন্তু অনেক অন্বেষণের পরেও তা না পেয়ে তারা রাজরোষ থেকে

প্রাতঃ কৃত্যং নৃপঃ কৃত্বা সদঃ সংপ্রাবিশচ্চ সঃ।
ততস্তত্র সমায়াতঃ কিংকরো রাজবল্লভঃ।।৩৩।।
উবাচ স তদা বাক্যং শৃনুস্ব ত্বং ধর্মপতে।
মুক্তপমালাশ্চ বহুদা রত্নানি বিবিধানি চ।।৩৪।।
মুমূর্ষু শ্চৌরা গতাঃ সর্বে ন জানীমো বয়ং নৃপঃ।
ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা পুণ্যশ্লোক শিখামনিঃ।।৩৫।।
উবাচ ক্রোধতাম্রাক্ষো যূয়ং সংযাত মা চিরম্।
সচৌরং দ্রব্যমাদায় মৎপার্শ্বং ত্বমুপানয়।।৩৬।।
নো চেদ্ধনিষ্যে সগরানিতি দূতান্ সমাদিশৎ।
নৃপবাক্যং সমাকর্ণ্য প্রজাগ্মুস্তে চ কিংকরাঃ।।৩৭।।
বহুযত্নৈর্ণ সংশোধ্য দ্রব্যং চৌর সমন্বিতম্।
একীভূত্বা নিশি তদা মহাচিন্তাতুরোহভবৎ।।৩৮।।
হন্তা মাং সর্গণং রাজা কিং করোমি কুতঃ সুখম্।
নৃপদন্ডাচ্চ মে মৃত্যুঃ প্রেতত্বায় ভবেদিহ।।৩৯।।
নর্মদায়াং চ মরণং শিবলোক প্রদায়কম্।
ইত্যেবং সম্মতং কৃত্বা নর্মদায়াস্তটং যযুঃ।।৪০।।
বিদেশিনোহস্য বণিজো দদর্শ বিপুলং ধনম্।
মুক্তাহারং গলে তস্য লুণ্ঠিতং বণিজোহস্য চ।।৪১।।
চৌরোহয়মিতি নিশ্চিত্য তৌ ববন্ধাত্মরক্ষণাৎ।
সধনং সহ জামাত্রা নৃপন্তি মুপানয়ৎ।।৪২।।

রক্ষা পাওয়ার উপায় চিন্তা করে। তারা চিন্তা করে যে রাজার হাতে মৃত্যু হলেও প্রেতত্ব প্রাপ্তি ঘটবে কিন্তু নর্মদা সলিলে ডুবে মরলে শিবত্ব প্রাপ্তি হবে, তাই তারা নর্মদা সলিলে আত্মহত্যা করার জন্য নদীতটে আসে। সেখানে তারা বিদেশী বণিকের কাছে অনেক ধনরত্ন দেখতে পায়। ভগবান্ হরি প্রতিকূল হলে রাজা সেই বণিককে জামাতাসহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে বন্দী করে। এরপর সেই বণিক বিলাপ করে জামাতাকে বলে - হে জামাতা আমাদের

প্রতিকূলে হরৌ তস্মিন্নাজ্ঞাপি চ বিচারিতম্।
ধনাগারে ধনং নীত্বা বন্ধীত তৌ সুদুমতী।।৪৩।।
কারাগারে লোহময়েঃ শৃংখলৈরগপাদয়ো।
ইতি রাজাজ্ঞয়া দূরস্তথা চক্রনিবন্ধনম্।।৪৪।।
জামাত্রা সহিতঃ সাধুবিললাপ ভৃশং মুহুঃ।।
হা পুত্র তাত তাতেতি জামাতঃ ক্ব ধনং গতম্।।৪৫।।
ক্ব স্থিত্বা চ সুতা ভার্যা পশ্য ধাতুবিপর্যয়ম্।
নিমগ্নৌ দুঃখজলধৌ কো বাং পাস্যতি সংকটান্।।৪৬।
ময়া বহুতরং ধাতুবিপ্রিয়ং হিপুরা কৃতম্।
তৎ কর্মণঃ প্রভাবোহয়ং ন জানে কস্য বা ফলম্।।৪৭।
সমং শ্বশুরজামাত্রৌ দ্বাদশেষু বিষাদিনৌ।।৪৮।।

।। সাধুবণিজঃ কারাগারানমুক্তিঃ বর্ণন।।

তাপত্রয়হরং বিষ্ণোশ্চরিতং তস্য তে শিবম্।
শৃন্বন্তি সুধিয়ো নিত্যং তে বসন্তি হরেঃ পদম্।।১।।
প্রতিকূলে হরৌ তস্মিন্যাস্যন্তি নিরয়ানবহূন্।
তৎপ্রিয়া কমলা দেবী চত্বারস্তস্য চাত্মজাঃ।।২।।
ধর্মো যজ্ঞো নৃপশ্চৌরঃ সর্বে লক্ষ্মীপ্রিয়ং করা।
বিপ্রেভ্যশ্চাতিথিভ্যশ্চ যদ্দানং ধর্ম উচ্যতে।।৩।।

সকল ধনরাশি কোথায় চলে গেল। আমার ভার্যা ও কন্যা কোথায়? এইভাবে দুঃখ করতে থাকেন। তিনি বলেন — আমি পূর্বে বিধাতার অপ্রিয় কোনো কাজ করেছি তাই এই দুঃখ ভোগ করতে হল। জানিনা কোন কর্মের ফল আজ ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর জামাতাও এইরূপ দুঃখ করতে থাকেন।।২৮-৪৮।।

।। সাধু-বণিক কারাগারমুক্তি বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে সাধু বণিক কারাগারমুক্তি বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।
সূতজী বললেন — ত্রিতাপ হরণকারী পরম মঙ্গলময় বিষ্ণু চরিত্র শ্বরণ

মাতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ স্বধা স্বাহেতি বৈ মখঃ।
ধর্মস্যৈব মখস্যৈব রক্ষকো নৃপতিঃ স্মৃতঃ।।৪।।
দ্বয়োর্হন্তা হি চৌরঃ সতে সর্বে ধর্মকিংকরাঃ।
যত্র সত্যং ততো ধর্মস্তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরা ভবেৎ।।৫।।
সত্যহীনস্য তৎসাধোধনং মত্ত দগৃহে স্থিতম্।
হৃতবানবনীপালঃ চৌরৈভার্যাতিদুঃখিতা।।৬।।
বাসোলংকরণাদীনি বিক্রীয় বুভুজে কিল।
নাস্তি তৎপচ্যতে কিঞ্চিত্তদা কযমগাহত।।৭।।
অথৈকস্মিন্দিতে কন্যা ভোজনাচ্ছাদনং বিনা।
গতা বিপ্রগৃহেহপশ্যৎ সত্যনারায়ণার্চনম্।।৮।।
প্রার্থয়ন্তং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা সা প্রাথয়দ্বহিম্।
সত্যনারায়ণ হরে পিতা ভর্তা চ মে গৃহম্।।৯।।
আগচ্ছৎ বর্চয়িষ্যামি ভবন্তমিতি সার্চয়ে।
তথাস্তু ব্রাহ্মনৈরূক্তা ততঃ সা ত্বাশ্রমং যযৌ।।১০।।

করলে তার পদে স্থান পাওয়া যায়। তিনি প্রতিকূল হলে প্রাণী নরকে স্থান পায়। তাঁর প্রিয়া দেবী কমলার চারপুত্র ধর্ম, যজ্ঞ, নৃপ ও চৌর। তারা সকলে লক্ষ্মীদেবীর প্রিয়। বিপ্র ও অতিথিগণের জন্য দান ধর্ম, মাতা ও দেবগণের জন্য স্বাহা ও স্বধা কর্মযজ্ঞ। ধর্মের রক্ষক নৃপ ও ধর্ম ও যজ্ঞহরণকারী চৌর। সত্য যেখানে ধর্ম সেখানে থাকে এবং তথা লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করেন।।১-৫।।

সত্যহীন সাধুর ধন ও গৃহস্থিত ধম রাজা হরণ করেন। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখে নিজ অলংকার বিক্রয় করে উদর পূর্ত্তি করতে লাগলেন। একবার তার কন্যা ভোজনাচ্ছাদন বিনা কোনো এক বিপ্রের গৃহে উপস্থিত হল। সেখানে তিনি সত্যনারায়ণ দেবের পূজা দেখেছিলেন। সে জগন্নাথের প্রার্থনা শ্রবণ করে শ্রীহরি সত্যনারায়ণের কাছে প্রার্থনা করে যে-- আমার পিতা ও পতি গৃহে ফিরে এলে তোমার অর্চনা করব। তখন সেই বিপ্র বললেন, তাই হবে। একথা বলে তিনি নিজ আশ্রমে চলে গেলেন।।৬-১০।।

মাত্রা নির্ভৰ্ত্সিতেয়ন্তং কালং কুত্র স্থিতা শুভে।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস সত্যনারায়ণার্চনে।।১১।।
কলৌ প্রত্যক্ষ ফলদঃ র্স্বদা ক্রিয়তে নরৈঃ।
কর্তুমিচ্ছামহং মাতরনুজ্ঞাতুং ত্বমর্হসি।।১২।।
দেশমায়াতু জনকঃ স্বামী চ মম কামনা।
রাত্রৌ নিশ্চিত্য মনসা প্রভাতে সাকলাবতী।।১৩।।
শীলাপালস্য গুপ্তস্য গেহে প্রাপ্তাধনার্থিনী।
বন্ধো কিঞ্চিদ্ধনং দেহি যেন সত্যার্চনং ভবেৎ।।১৪।।
ইতি শ্রুত্বা শীলপালাঃ পঞ্চনিষ্কং ধনং দদৌ।
ত্বৎপিতুশ্চ ঋণং শেযং ময়ীত্যেব কলাবতি।।১৫।।
ইত্যুক্ত্বা সোহনৃণো ভূত্বা গয়াশ্রাদ্ধায় সংযযৌ।
সুতাপি তেন দ্রব্যেন কৃতং সত্যার্চনং শুভম্।।১৬।।
লীলাবতী সহ তয়া ভক্ত্যাকার্যীৎপ্রপূজনম্।
পূজনেন বিশেষেণ তুষ্টো নারায়ণোহভবৎ।।১৭।।
নর্মদাতীরনগরে নৃপঃ সুস্বাপ মন্দিরে।
রাত্রি শেষে সুপর্য্যংকে নিদ্রাং কুর্বতি রাজনি।
উবাচ বিপ্ররূপেন বান্ধয়ঙ্খলক্ষণয়া গিরা।।১৮।।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্রতৌ সাধু পরিমোচয়।
অপরাধং বিনা বদ্ধৌ নৌ চেচ্ছং ন ভবেতব।।১৯।।

কন্যা গৃহে ফিরে এলে তার মা বললেন — এত সময় কার্যত তুমি কোথায় ছিলে? সে তখন সত্যনারায়ণ ব্রতের কথা মাতাকে বলেন। দেব সত্যনারায়ণ কলিযুগে প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী। তুমি আমাকে পূজা করার আজ্ঞা দাও। পিতা ও পতি দেশে ফিরে আসুক এই আমার কামনা। এই ইচ্ছাতে সে প্রাতঃকালে শীলপাল গুপ্তের ঘরে পূজার জন্য ধন আনতে গেল। সেই শীলপাল কলাবতীর পিতার নিকট ঋণ হিসাবে নেওয়া ধন শোধ করে দিয়ে ঋণযুক্ত হল ও শ্রাদ্ধ করতে গেল। কলাবতী সেই ধন দেব সত্যনারায়ণ পূজায় ব্যয় করলেন। বিশেষ ভক্তিপূর্বক পূজা করলে শ্রীহরি তুষ্ট হন। এদিকে নর্মদা

ইত্যেবং ভূপতিশ্চৈব বিপ্ররূপেন বোধিতঃ।
তদা হ্যান্তদর্ধে বিষ্ণুবিনিদ্রৌ নৃপতিস্তদা।।২০।।
বিস্মিতঃ সহসোতাম্ দধ্যো ব্রহ্ম সনাতনম্।
সভায়াং মন্ত্রিনে রাজা স্বপ্রহেতুং ন্যবেদয়ৎ।।২১।।
মহামন্ত্রী চ ভূপালং প্রাহ সত্যেন ভো দ্বিজ।
ময়াপি দর্শিতং স্বপ্নং বৃদ্ধবিপ্রেণ বোধিতম।
অতস্তৌ হি সমানীয় সংপৃচ্ছবিবিধনৃপ।।২২।।
আনীয় সাধুং প্রপচ্ছ সত্যমালংব্য ভূপতিঃ।
কুত্রত্যৌ বাংকুলং কিং বা বসতিঃ কস্যবাপুরে।।২৩।।
রম্যে রত্নপুরে বাসৌ বণিগজতৌ জনিমম্।
বানিজ্যাথং মহরাজ বানিজ্যং জীবিকাবতৌ।।২৪।।
মনিমুতপদি বিকেতুং ক্রেতুং বা তব পত্তনে।
প্রাপ্তৌ দূতৈশ্চ বদ্ধাবাং ত্বৎসমীপ মুগাপতৌ।।২৫।।
প্রতিকূলে বিধো কো বা দশং নাপ্নোতি বৈপুমান্।
বিনাপরাধং রাজেন্দ্র মনিচৌরানবাদয়ন্।।২৬।।
আবাং চৌবৌ রাজেন্দ্র তত্ত্বতস্ত্বা বিচারয়।
শ্রুত্বা তন্নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা তয়োর্বন্ধনকারণম্।।২৭।।
ছেদয়িত্বা দৃঢ়ং পাশং লোমশাতিমকারয়ৎ।
কারয়িত্বা পরিস্কারং ভোজয়মাসতৌ নৃপঃ।।২৮।।

তীরের মন্দিরে শায়িত রাজাকে সত্যনারায়ণ শেষ রাত্রে স্বপ্নে বলেন — হে রাজেন্দ্র এঠ, জাগো আর দুই সাধুকে কারাগারমুক্ত কর। তারা বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করছে। এতে তোমার ভালো হবে। এই বলে ভগবান্ অন্তর্হিত হলে রাজা বিনিদ্র রজনীযাপন করেন। তারপর সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করেন। প্রাতে রাজসভায় মন্ত্রীগণের সাথে পরামর্শ করে দুইজন সাধুকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাদের নিবাসস্থান কুল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে তিনি জানলেন যে তারা বাণিজ্যের জন্য সেখানে এসেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে চোর নয়। তা শ্রবণ করে রাজা তাদের মুক্ত করে ভোজন করলেন। তারপর তাদের

নগরে পূজয়মাস বস্ত্রাভূষণবাহনৈঃ।
অব্রবীক পূজিতঃ সাধুভূপতিঃ বিনয়ান্বিতঃ।।২৯।।
কারাগারে বহুবিধ প্রাপ্তং দুঃখমতঃ পরম্।
আজ্ঞাপয় মহারাজ দেশং গন্তুং কৃপানিধে।।৩০।।
শ্রুত্বা সাধুবচো রাজ্ঞা প্রাহকোশধিকারিণম্।
মুদ্রাভিস্তরনীঃ সদ্যঃ পূরয়াশু মদাজ্ঞয়া।।৩১।।
জামাত্রা সহিতঃ সাধুগীতবাদিত্রমংগলৈঃ।
স্বদেশং তলিতোহদ্যাপি ন চক্রে হরিসেবনম্।।৩২।।
সত্যনারায়ণো দেবঃ প্রত্যক্ষ ফলদঃ কলৌ।
স এব তাপসো ভূত্বা চক্রে সাধু বিড়ম্বনম্।।৩৩।।
ধর্মঃ কিং নৌ ষু তে সাধো মামনাদৃত্য যাসিভোঃ।
প্রত্যুত্তরমদাৎ সাধুঃ ক্ষিপ নৌকাশ্চ সত্বরম।।৩৪।।
ভোঃ স্বামিন মে ধনং নাস্তি লতাপ্তাদি পূরিতম্।
নৌভিগচ্ছামি স্বস্থানং বিরোধে নাত্র কিং ফলম্।।৩৫।
ইত্যুক্তস্তাপসঃ প্রাহ তথাস্তিতি বচঃ ক্ষণাৎ।
ধনমন্তদধে সাধোলতাপত্রাবশোষিতম্।।৩৬।।
ধনং নৌকাসু নাস্তীতি সাদুশ্চিন্তাতুরোহ ভবৎ।
কিমিদং কস্য বা হেতোর্ধনং কুত্র গতং মম।।৩৭।।
বজ্রপাতাহত ইব ভৃশং দুঃখিত মানসঃ।
ক্ব যাস্যামি ক্ব তিষ্ঠামি কিং করোমি ধনং কুতঃ।।৩৮।।

বস্ত্র, ভূষণ, বাহনাদি দিয়ে বিদায় জানালেন। তারপর সাধু জামাতার সঙ্গে নিজদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু তখনও তিনি হরিসেবন করলেন না। সত্যদেব তাপসের ছদ্মবেশে সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন — তোমার নৌকাতে কি আছে? সাধু উত্তরে বললেন — তাতে লতাপত্রাদিতে পূর্ণ আছে। আমরা নৌকা করে নিজ দেশে যাচ্ছি। এইরূপ বচন শুনে তিনি বললেন — তাই হোক। এরফলে সাধুর সমস্ত ধনসম্পদ লতাপাতাতে পরিপূর্ণ হল। সাধু তা

ইতি মূর্চ্ছাগতঃ সাধুবিললাপ পুনঃ পুনঃ।
জামাত্রা বোধিতঃ পশ্চত্তাপসং তং জগমা হ।।৩৯।।
গলে বসন মাদায় প্রণনাম স তাপসম্।
কো ভবানিতি প্রপচ্ছ দেবো গন্ধর্ব ঈশ্বরঃ।।৪০।।
দেবদেবোহথ বা কোহপি ন জানে তব বিক্রমম্।
আজ্ঞাপয় মহাভাগ তদ্বিড়ম্বন কারণম্।।৪১।।
আত্মা চৈবাত্মনঃ শত্রুস্তথাত্র চ প্রিয়োহ প্রিয়ঃ।
ত্যজ মৌঢ়য়মতিং সাধোপ্রবাদং মা বৃথা কৃথাঃ।।৪২।।
ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সাধুন্ বুবোধ মহাধনঃ।
পুনঃ স তাপস প্রাহ কৃপয়া পূর্বকর্মনঃ।।৪৩।।
চন্দ্রচূড়ো মবানচ সত্যনারায়ণং নৃপঃ।
অনপত্যেন সুচিরং পুত্রকন্যার্থিনা ত্বয়া।।৪৪।।
প্রার্থিতংন স্মৃতং হ্যেব ইদানীং তপ্যসে বৃথা।
সত্যনারায়ণো দেবো বিশ্বব্যাপী ফলপ্রদঃ।।৪৫।।
তমনাদৃত্য দুর্বুদ্ধে কৃতঃ সম্যগ ভবেত্তব।
পুরা লব্ধবরং স্মৃত্বা সস্থার জগদীশ্বরম্।।৪৬।।
সত্যনারায়ণং দেবং তাপসং তং দদর্শহ।
প্রণম্য ভূবি কায়েন পরিক্রম্য পুনঃ পুনঃ।
তুষ্টাব তাপসং তত্র সাধুগদ গদ যাগিরা।।৪৭।।

দেখে চিন্তাতুর হরেন। বজ্রপাতের আঘাতের ন্যায় আহত হয়ে মূৰ্চ্ছিত হলেন ও বারংবার বিলাপ করতে লাগলেন। তখন জামাতা পুনরায় সেই তাপসের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — আপনি কে? আমি আপনার বিক্রন জানিনা। হে মহাভাগ — আপনি বলুন কিরূপে এই রকম হল। তাপস বললেন — আত্মাই আত্মার শত্রু। সাধু নির্বোধ। একথা বলে তিনি মূঢ়তা ত্যাগের পরামর্শ দেন ও সাধুর পূর্বে সত্যনারায়ণ পূজা করার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দেন। তারপর বলেন সত্যদেব সর্বব্যাপী, তাঁর অনাদর করলে কিভাগে কল্যাণ হবে। সেই তাপসকে সত্যদেব রূপ দেখে সাধু বণিক গদ গদ বাণীতে সন্তুষ্ট করেন।।১১-৪৭।।

সত্যরূপং সত্যসন্ধং সত্যনারায়ণং হরিম্।
যৎ সত্যত্বেন জগতস্তং সত্যং ত্বাং নমাম্যহম্।।৪৮।।
ত্বনমায়ামোহিতাত্মানো ন পশ্যন্ত্যাত্মনঃ শুভম্।
দুঃকাম্ভোধো সদা মগ্না দুঃখে চ সুখ মানিনঃ।।৪৯।।
দোহং ধনগর্বেণ মদান্ধীকৃতলোচনঃ।
মা জানে স্বাত্মানঃ ক্ষেমং কথং পশ্যামী মূঢ়ধী।।৫০।।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং তপো ধাম্নে হরে নমঃ।
আজ্ঞাপয়াত্মদাস্যং মে যেন তে চরণো স্থরে।।৫১।।
ইতি স্তুত্বা লক্ষমুদ্রাং স্থাপিতাঃ স্বপুরোধসি।
গত্বাবাসং পূজয়িষ্যে সত্যনারায়ণং প্রভুম্।।৫২।।
তুষ্টো নারায়ণঃ প্রাহ বাঞ্ছা পূর্ণা ভবেত্তু তে।
পুত্রপৌত্র সমাযুক্তো ভুক্ত্বা ভোগানস্ত্বনুত্তমান্।
অন্তে সান্নিধ্যমাসাদ্য মোদসে ত্বং ময়া সহ।।৫৩।।
ইত্যুক্ত্বান্তদর্ধে বিষ্ণু সাধুশ্চ স্বাশ্রয়ং যযৌ।
সপ্তাহেন গৃহং প্রাপ্তঃ সত্যদেবেন রক্ষিতঃ।।৫৪।।
আগত্য নগরাভ্যাশে প্রাহিণোদদ্রুতমাশ্রমম্।
গৃহমাগত্য দূতোপি প্রাহ লীলাবতীং প্রতি।।৫৫।।
জামাত্রা সহিতঃ সাধু কৃত কৃত্য সমাগতঃ।
সত্যনারায়ণার্চায়াং স্থিতা সাধ্বী সকন্যকা।।৫৬।।
পূজাভারং সুতায়ৈ সা দত্ত্বা নৌকান্তিকং যযৌ।
সখীগনেঃ পরিবৃতা কৃতকৌতুকমংগলা।।৫৭।।

সাধু বণিক বলেন — সত্য প্রতিজ্ঞ সত্যনারায়ণ আপনাকে প্রথম, মায়া মোহিত হয় ফল। আপনাকে না দেখে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়। আমি ধনগর্বে গর্বিত হয়েছিলাম আমাকে ক্ষমা করুন। এইভাবে স্তুতি করে তিনি একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গৃহে ফিরে সত্যনারায়ণ পূজা করার কথা বলেন। তখন সত্যনারায়ণ সন্তুষ্ট হয়ে দেহান্তে পরমপদ প্রাপ্তির কথা বলেন। একথা

কলাবতী ত্ববজ্ঞায় প্রসাদং সত্বরা যযৌ।
পাতুং পতিমুখাম্ভোজং চকোরীব দিনাত্যয়ে।।৫৮।।
অবজ্ঞানাৎ প্রসাদস্য নৌকাশংখ পতেরথ।
নিমগ্না জলমধ্যে তু জামাত্রা সহ তৎক্ষণাৎ।।৫৯।।
মগ্নং জামাতরং পশ্যন্বিললাপ স মূর্চ্ছিতঃ।
লীলাবতী তু তদৃষ্ট্বা মুর্চ্ছিতা বিললাপহ।।৬০।।
ততঃ কথাবতী দৃষ্টা পপাত ভূবি মূর্চ্ছিতা।
রম্ভেব বাতবিহতা কান্ত কান্তেতিবাদিনী।।৬১।।
হা নাথ প্রিয় ধর্মন্ন করুণা করকৌশল।
ত্বয়া বিরহিতা পত্যা নিরাশা বিধিনা কৃতা।
পত্যুরদ্ধং গতং কস্মাদর্দ্ধাংগং জীবনং কথম্।।৬২।।
কলাবতী চারুকশাসু কৌশলা
প্রবালরক্তাং ঘ্রিতলাতি কোমলা।।
সরোজনেত্রাম্বুকণান্বিমুঞ্চতী
মুক্তাবলীভি স্তনকুড্মলাঞ্চিতা।।৬৩।।

বলে তিনি অন্তর্হিত হন। সত্যদেব দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সেই সাধু সপ্তাহ মধ্যে নিজগৃহে ফিরে আসেন। গৃহে গিয়ে কলাবতীকে দূত বলেন সাধু তার জামাতার সাথে ফিরে গেল। সেই সময় সাধু ভার্যা ও বণিতা পূজা করছিলেন। সাধু ভার্যা কন্যাকে পূজার ভার দিয়ে নৌকার কাছে চলে গেলেন। কলাবতী সমীগণের সাথে কৌতুক করতে গিয়ে সত্যনারায়ণের ইচ্ছাতে সে নৌকার কাছে চলে যায়। তা দেখে কলাবতী বিলাপ করতে করতে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়।।৪৮-৬২।।

সূতজী বললেন — তারা কলাকুশল, প্রবালরূপ রক্তচরণ সত্যনারায়ণকে রোরুদ্যমানা কলাবতী বললেন — এই পতি বিয়োগ থেকে আমকে উদ্ধার

হা সত্যনারায়ণ সত্যসিন্ধো
মগ্নং হি মামুদ্ধর তদ্বিয়োগে।।
শ্রুত্বার্তশব্দ ভগবানুবাচ
বচস্তদাকাশসমুদ্ভবং চ।।৬৪।।
সাধো কলাবতী ক্ষিপ্রং মৎপ্রসাদং হি ভোজয়েৎ।
তৎপশ্চাদিহ সংপ্রাপ্য পতিং প্রাপস্যতিমা শুচঃ।।৬৫।
ইত্যাকাশে বচঃ শ্রুত্বা বিস্থিতা তচ্চকার সা।
নারায়ণস্য কৃপয়া পতিং প্রাপ্তা কলাবতী।।৬৬।।
তত্রৈব সাধুঃ সাহ্লাদো ভক্ত্যা পরময়া মুতঃ।
পূজনং লক্ষমুদ্রাভি সত্যদেবস্য চাকরোৎ।।৬৭।।
তেন ব্রত প্রভাবেন পুত্র পৌত্র সমন্বিতঃ।
ভুক্ত্বা ভোগানমুদ্রা যুক্তো মৃতঃ স্বার্পুরং যযৌ।।৬৮।।
ইতিহাসমিমং ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্যো হি মানবঃ।
সোহপি বিষ্ণুপ্রিয়তরঃ কামসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।।৬৯।।
ইতি তে কথিতং বিপ্র ব্রতাণামুতমং ব্রতম্।
কলিকালে পরাং পুণ্যং ব্রাহ্মণস্যং মুখোদভবম্।।৭০।।

কর। তখন আকাশবাণী তাকে বলল — কলাবতীকে আমার প্রসাদ খাওয়াও। তারপর সে পতিকে প্রাপ্ত করবে। তা শুনে বিস্মিত হয়ে তারা প্রসাদ গ্রহণ করল। কলাবতী নিজ পতিকে ফিরে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হল। সাধু তারপর অত্যন্ত ভক্তি সহকারে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সত্যনারায়ণ পূজা করল। সেই ব্রতের প্রভাবে তিনি পুত্র পৌত্রাদিসহ সাংসারিক সুখ প্রাপ্ত হন। এই পাবন ইতিহাস যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে শ্রবণ করে সে দেব বিষ্ণুর প্রিয় হয়। সমস্ত সিদ্ধি ও কামনা প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত আমি অত্যন্ত যত্নের সাথে বললাম। তা কলিকালে ব্রাহ্মণ মুখে শ্রবণ করলে পরম পুণ্য হয়।।৬৩-৭০।।

।। পাণিনিমহর্ষিবৃত্তান্তবর্ণনম্।।

ভগবন্ সর্বতীথানাং দানানাং কিং পরং স্থিতম্।
যৎকৃত্বা চ কলৌ ঘোরে পরাং নিবৃতিমাপুয়াৎ।।১।।
সামনস্য সুতঃ শ্রেষ্ঠঃ পাণিনির্নাম বিশ্রুতঃ।
কণভুগবরশিষ্যৈশ্চ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ স পরাজিতঃ।।২।।
লজ্জিতঃ পাণিনিস্তত্রগতস্তীথান্তেরং প্রতি।
স্নাত্বা সর্বাণি তীর্থানি সন্তপ্য পিতৃদেবতারঃ।।৩।।
কেদারমুকং পীত্বা শিবধ্যানরোভৎ।
পর্নাশী সপ্তদিব সাঞ্জল ভক্ষস্ততোহ ভবৎ।।৪।।
ততো দশদিনান্তে স বায়ুভক্ষো দশাহনি।
অষ্টাবিংশদ্দিনে রুদ্রো বরং ব্রুহি বচোহব্রবীৎ।।৫।।
শ্রুত্বামৃতময়ং বাক্যমস্তৌদগদগদা গিরা।
সর্বেশং স্বলিংগেশং গিরিজাবল্লভং হরম্।।৬।।
নমো রুদ্রায় মহতে সর্বেশায় হিতেমিনে।
নন্দীসংস্থায় দেবায় বিদ্যাভয় করায় চ।।৭।।
পাপান্তকায় ভগায় নমোনন্তায় বেধসে।
নমো মায়াহরেশায় নমস্তে লোকশর।।৮।।

।। পাণিনি মহর্ষি বৃত্তান্ত বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে পাণিনি মহর্ষি বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

শৌনকাদি ঋষি বললেন — হে ভগবান্, সমস্ত তীর্থ আর অনেক দানের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা বলুন। কিভাবে এই ঘোর কলিযুগে মানব নিবৃত্তি লাভ করবে।

সূতজী বললেন — সামন ঋষিপুত্র পাণিনি নামে বিখ্যাত। তিনি একবার বাণভুগ্বর শিষ্যের দ্বারা পরাজিত হন। লজ্জিত হয়ে তিনি সমস্ত তীর্থে স্নান করে দেব ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন। পুনঃ তিনি কেদারের জল পাল করে

যদি প্রসন্নো দেবেশ বিদ্যামূলপ্রদোভব।
পরং তীর্থং হি মে দেহি দ্বৈমাতুর পিতুর্নমঃ।।৯।।
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ সূত্রাণি প্রদদৌ মুদা।
স্ববর্ণ ময়ান্যেব অইডণদিশুভানি বৈ।।১০।।
জ্ঞানহ্রদে সত্যজলে রাগ দ্বেষমলাপহে।
যঃ প্রাপ্তো মানসে তীর্থে স্বর্তীথফলং র্ভজেৎ।।১১।।
মানসং হি মহতীর্থং ব্রহ্মদর্শনকারকম্।
পাণিনে তে দদৌ বিপ্র কৃতকৃত্যো ভবান্ ভব।।১২।।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে রুদ্রঃ পাণিনিঃ স্বগৃহং যযৌ।
সূত্রপাঠং ধাতুপাঠং গণপাঠং তথৈব চ।।১৩।।

শিবের ধ্যান করেন। সাতদিন পাতা ভোজন করে ও জলপান করেছিলেন। পুনঃ দশদিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করেছিলেন। ২৮দিন পর মহাদেব তুষ্ট হয়ে বর দিলেন। তখন পাণিনি গদ্গদ্ চিত্তে তাঁকে বললেন — হে ঈশ, লিঙ্গস্বামী, গিরিজাপতি, আপনাকে প্রণাম। নদীস্থিত, বিদ্যা ও অভয়প্রদানকারী, পাপনাশক, ভর্গ, অখন্ড, লোককল্যাণকামী আপনাকে বারংবার প্রণাম। হে দেব, আপনি যদি আমার উপর কৃপা করেন তাহলে মূল বিদ্যা প্রদান করুন।।১-৯।।

সূতজী বললেন — মহাদেব প্রসন্ন চিত্তে তাঁকে 'অইউণ' ইত্যাদি বর্ণময় সূত্র প্রদান করলেন। জ্ঞানরূপসাগর যেখানে রাগদ্বেষাদি মল অপহৃত হয়। তাতে স্নান করলে সমস্ত তীর্থস্নানের ফল লাভ করা যায়। মানস সাগর হল মহাতীর্থ যেখানে ব্রহ্ম দর্শন হয়। হে বিপ্র, ভগবান্ শিব পাণিনিকে সেই সূত্র প্রদান করে কৃত্যকৃত্য করলেন। অতঃপর রুদ্রদেব অন্তর্হিত হলে পাণিনি গৃহে এসে সূত্রপাঠ, ধাতুপাঠ, গণপাঠ তথা লিঙ্গসূত্র রচনা করে পরম নির্বাণ

লিংগসূত্রং তথা কৃত্বা পরং নির্বাণমাপ্তবান্।
তস্থাক্কং ভাগবশ্রেষ্ঠ মানসং তীর্থমাচর।।১৪।।
যতো মাতা স্বয়ং গঙ্গাঁ স্বতীর্থময়ী শিবা।
গঙ্গাঁতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতংন ভবিষ্যতি।।১৫।।

।। তীতাদরীস্থবোপ দেববৃত্তান্ত বর্ণনম্।।

তীতাদর্যাং দ্বিজা কশিদ্বোপদেব ইতি শ্রুতঃ।
বভূব কৃষ্ণ ভক্তশ্চ বেদবেদাংগ পারগঃ।।১।।
গত্বা কৃদাবশং রম্যং গোপগোপীনিষেবিতম্।
মনসা পূজয়ামাস দেব দেবং জনার্দ্দনম্।।২।।
বর্ষান্তে চ হরি সাক্ষাদ্দদৌ জ্ঞানমুত্তমম্।
তেন জ্ঞানেন সংগ্রাসাহাদি ভাগবতী বাথা।।৩।।
শুকেন বণিতা যা বৈ বিযুত্তরা তায় ধীমতে।
তাং কথাং বর্ণয়অমাস মোক্ষমূর্তিং সনাতনীম্।।৪।।

প্রাপ্ত হলেন। সুতরাং হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, তোমরা মানসতীর্থের আচরণ কর। কারণ তার থেকে গঙ্গার উৎপত্তি এবং তা পরম পবিত্র তীর্থ। যা আগেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে।।১০-১৫।।

।। তোতাদরীস্থবোপ দেববৃত্তান্ত বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে তোতাদরীস্থবোপ দেববৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

সূতজী বললেন — তোতাদরীতে বোপদেব নামক কোনো এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের পরমভক্ত ও বেদাঙ্গ পরায়ণ গোপ-গোপিনী নিষেবিত পরম বৃন্দাবনে গিয়ে ভগবান্ হরির পূজন করেন। একবর্ষ পরে ভগবান্ স্বয়ং তাকে জ্ঞান প্রদান করেন। শুকদেব প্রথমে পরীক্ষিতকে যা বলেছিলেন সেই মোক্ষমূর্তি সনাতনী ভাগবৎ কথা তিনি জ্ঞাত হন।।১-৪।।

বাথ্যান্তে ভগবানবিষ্ণু প্রাদুরাসী জনার্দনঃ।
উবাচ স্নিগ্ধয়া বাচা বরং ব্রুহি মহামতেঃ ।।৫।।
নমস্তে ভগবানবিষ্ণো লোকানু গ্রহকারকম্।
ত্বয়া ততমিদং বিশ্বং দেবতিযঙ্ নরাদিকম্।।৬।।
ত্বন্নাম্না দত্তং ভাগবতং শ্রীমদ্বয়াসেন নির্মিতম্।
মাহাত্ম্যং তস্য মে ব্রূহি যদি দত্তো বরস্ত্বয়া।।৭।।
একদা ভগবান্রুদ্রো ভবান্যা সহ শংকর।।৮।।
বৌদ্ধরাজ্যে জগৎ প্রাপ্তে দন্ড খন্ডনির্মিতে।
দৃষ্টা কাশ্যাং ভূমিতুংগং প্রণনাম্ মুদাযুতঃ।
জয় সচ্চিদান্দ বিভো জগদানন্দ কারক।।৯।।
ইতি শ্রুত্বা শিবা প্রাহ কো দেবোহস্তি তবোত্তমঃ।
স হোবাচ মহাদেবি যজ্ঞঃ সপ্তাহ মত্রবৈ।।১০।।
তস্থাদ ভূমি পবিত্রত্বমিহ প্রাপ্তং বরাননে।
স্বতীর্থাধিকত্বং চ স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।।১১।।
ইতি শ্রুত্বাশিবা দেবী প্রাপ্তাসীদ্ গুহ্যকালয়ম্।
রুদ্রেণ সহিতাতত্র ভূমিশুদ্ধি মগরয়ৎ।।১২।।
চন্ডীশাস্ত্রং গণেশাশ্চ নন্দিনো গুহ এব চ।
রক্ষার্থং স্থাপিতাস্তত্র দেবদেবেন ভো দ্বিজ।।১৩।।

কথান্তে শ্রীহরি প্রাদুর্ভূত হয়ে বর দিলেন। বোপদেব তাঁকে প্রণাম করে ভাগবৎ মাহত্ম্য বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন।।৫-৭।।

শ্রীভগবান্ বললেন — একবার ভগবান্ শংকর ভবানীর সাথে কাশীতে ভূমিতুঙ্গকে দেখে আনন্দ পেলেন। তিনি সানন্দে প্রণাম করে বলল, হে সচ্চিদানন্দ হে বিভু, হে জ্ঞাদানন্দ আপনার জয় হোক। আপনার থেকে উত্তর কোণ দেবতা আছেন। প্রত্যুত্তরে মহাদেব বললেন — এখানে সপ্তাহ যজ্ঞ হয়েছিল সেই কারণে এই ভূমি পবিত্র। হে বরাননে, স্বয়ং সনাতন ব্রহ্ম সমস্ত তীর্থের অধিক। তা শ্রবণ করে শিবাদেবী গুহ্যকালয় প্রাপ্ত হলেন। তিনি ভূমি শুদ্ধ করে তার রক্ষার জন্য চন্ডীশ, গণেশ, নন্দিন ইত্যাদি সকলকে

শৃণু দেবি কথাং রম্যাংমম মানস সংস্থিতাম্।
ইত্যুক্ত্বা ধ্যানমাস্থায় সপ্তাহেন স্ববর্ণয়ৎ।।১৪।।
অষ্টাহ নেত্র উনমীল্য দৃষ্ট্বা নিদ্রাতাং শিবাম্।
বোধয়ামাস ভগবান্ কথান্তে লোকশংকরঃ।।১৫।।
কিয়তীতে শ্রুতা গাথা শ্রুত্বাহ জগদম্বিকা।
সুধামনহ পার্থন্তং চরিত্রং শিবয়েরিত ম্।।১৬।।
কোট রস্থঃ শুবাঃ শ্রুত্বা চিরংজীবত্বমাগতঃ।
পার্বত্যা রক্ষিতোষ্ঠে বৈ শুকঃ পরম সুন্দর।।১৭।।
স্থিত্বা শিবস্য সদনে মম ধ্যানপরোহ ভবৎ।
মমাজ্ঞায়া শুকঃ সাক্ষাত্ত্বদীয় দয়স্থিতঃ।।১৮।।
তেন প্রাপ্তং বাগবত্তং মাহাত্ম্যং চাস্য দুর্লভম্।
ত্বং বৈ গন্ধর্বসেনায় পিত্রে বিক্রমভূপতেঃ।।১৯।।

স্থাপন করলেন। তারপর বললেন — আমার মনস্থিত এক পরম রম্য কথা শ্রবণ কর। তারপর ধ্যান পরায়ণ হয়ে ৭দিন ধরে বর্ণনা দিয়েছিলেন। ৮ দিনে নেত্র উন্মোচন করে দেখলেন শিবা নিদ্রামগ্না হয়েছেন। কথাতে তিনি শিবাদেবীকে প্রবুদ্ধ করেন।।৮-১৫।।

পার্বতী কত পর্যন্ত কথা শ্রবণ করেছেন তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে তিনি সুধামন্থন পর্যন্ত শ্রবণ করেছেন। সেখানে কোবরস্থিত একটি শুক সেই কথা শ্রবণ করে চিরজীবত্ব প্রাপ্ত হল। পার্বতী দেবী সেই সুন্দর শুককে রক্ষা করলেন। শিবা সদনে থেকে সে ধ্যান পরায়ণ হল। শিবাদেবীর আদেশে দুর্লভ ভাগবৎ কথা নর্মদাতীরে বিক্রম ভূপতির পিতা গন্ধর্ব সেনকে শ্রবণ করালেন।।১৬-১৯।।

নর্মদাকূলমাসাদ্য স্রাবয়স্বং কথাং শুভাম্।
হরিমাহাত্ম্যদানং হি স্বদান পরং স্মৃতম্।।২০।।
সৎ পাত্রায় প্রদাতব্যং বিষ্ণুত ভক্তায় ধীমতে।
বুভুক্ষিতান্নদানং চ তদ্দানস্য সমং ন হি।।২১।।
ইত্যু ক্তাংদধে দেবো বোপদেনঃ প্রসন্নধী।।২২।।

।। পতঞ্জলি বৃত্তান্ত বর্ণনম্।।

চিত্রকূটে গিরৌ রম্যে নানাধাতু বিচিত্রিতে।
তত্রাবসন মহাপ্রাজ্ঞ উপাধ্যায়ঃ পতঞ্জলিঃ।।১।।
বেদবেদাংগতত্ত্বজ্ঞো গীতাশাস্ত্র পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্ত সত্যসন্ধো ভাষ্যশাস্ত্র বিশারদঃ।।২।।
কদাচিৎ স তু শুদ্ধাত্মা গতস্তীর্থান্তর প্রতি।
কাশ্যাং কাত্যায়নে নৈব তস্য বাদো মহানভূৎ।।৩।।

এই পরম কথা সৎপাত্রে করা উচিৎ। এই দান ক্ষুধার্তকে অন্নদানের থেকেও শ্রেষ্ঠ। একথা বলে ভগবান্ শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন এবং বোপদেব পরম প্রসন্ন হলেন।।২০-২২।।

।। পতঞ্জলি বৃত্তান্ত বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে মহাভায্যকার পতঞ্জলির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন – পরমরম্য চিত্রকূট পর্বতে পতঞ্জলি উপাধ্যায় নিবাস করতেন। তিনি বেদ- বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন। কোনো এক সময় তিনি তীর্থান্তরে কাশীতে গেলেন। সেখানে কাত্যায়ন নামক এক বিদ্বানের সঙ্গে তার বাদানুবাদ হয়। তিনি পরাজিত ও লজ্জিত হয়ে দেবী সরস্বতীকে প্রসন্ন করেন। তিনি বললেন – হে বিযুওযায়ে, শিবা, সর্বমঙ্গলা, আপনাকে প্রণাম।

বর্ষান্তে চ তদা বিপ্রো দেবীভক্তেন নির্জিতঃ।
লজ্জিতঃ স তু ধর্মাত্মা সন্তুষ্টাব সরস্বতীম্।৪।।
নমো দেব্যৈ মহামূর্ত্যৈ সর্বমূর্ত্যৈ নমো নমঃ।
শিবায়ৈ সর্বমাংগল্যৈ বিযুক্তমায়ে চ তে নমঃ।।৫।।
ত্বমেব শ্রদ্ধা বুদ্ধিস্ত্বং মেধা বিদ্যা শিবং করী।
শান্তিবাণী ত্বমেবাসি নারায়ণি নমোনমঃ।।৬।।
ইত্যুক্তে সতি বিপ্রেতু বাগুবাচাশরীরিনী।
বিপ্রোত্তম চরিত্রং মে তপ চৈকাগ্রমানসঃ।।৭।।
তচ্চরিত্র প্রভাবেণ বিপ্রস্য রাজসংজ্ঞামুদ্ধত্তম্।
মদবক্ত্যা তেন সংপ্রাপ্তং পরাজয় পতঞ্জলে।।৮।।
ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা বিন্ধবাসিনি মন্দিরম্।
গত্বা তাং পূজয়ামাসতুষ্টাব স্তোত্র পাঠতঃ।।৯।।
জ্ঞানাং প্রসাদজং বিপ্র প্রাপ্য বিষ্ণুপরায়ণম্।
কাত্যায়ণং পরাজিত্য পরাং মুদমবাপহ।।১০।।
উর্দ্ধপুন্ড্রং চ তিলকং তুলসী বাষ্ঠমালিকাম্।
কৃষ্ণমন্ত্রং চ শিবদং স্থাপয়িত্বা গৃহে গৃহে।।১১।।

আপনিই বুদ্ধি ও শিবঙ্করী বিদ্যা। তাঁর স্তুতি শ্রবণ করে দেবী বললেন — তুমি একাগ্রচিত্তে আমার চরিত্র একাগ্র চিত্তে জপ কর। তার প্রভাবে তুমি সত্য ও জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। কাত্যায়ন বিপ্র উদ্ধত রাজ সজ্ঞানে তা প্রাপ্ত হয়েছে তুমি তাকে পরাজিত কর।।১-৮।।

একথা শুনে বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজন ও স্তোত্রপাঠ তাকে সন্তুষ্ট করলেন। বিপ্র জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বিষ্ণুভক্ত কাত্যায়নকে পরাজিত করলেন ও পরম আনন্দ পেলেন। উর্দ্ধ পুন্ডতিলক, তুলসী মালা ও কৃষ্ণমন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করে তিনি মহাভাষ্য রচনা করলেন ও চিরজীবত্ব প্রাপ্ত হলেন।

জনে জনে তথা কৃত্বা মহাভাষ্যং মুদরয়ৎ।
তিরবজীবিত্ব মগমদ্বিষ্ণুমায়া প্রসাদতঃ।।১২।।
ইতি তে কথিতো বিপ্র জাপ্যানামুত্তমো জপঃ।
কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছন্তি শৌনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ।।১৩।।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদুঃখ ভাগ্ ভবেৎ।।১৪।।
মংগলং ভগবান বিষ্ণুমংগলং গরুড়ধ্বজঃ।
মংগলং পুন্ডরীকাক্ষো মংগলা যতনো হরি।।১৫।।
শুচির্য্যো হি নরো নিত্যমিতিহাস সমুচ্চয়ম্।
শৃণুযাদ্ধর্য কামার্থী স যাতি পরমাং গতিম্।।১৬।।

।। জায়মানৈতিহাসিক বৃত্তান্তবর্ণনম্।।

ভগবন্বিমাখ্যানকালোহয়ং ভবতোদিতঃ।
শতদ্বাদশ মর্যাদো দ্বাপরস্য সমো ভূবি।।১।।
অস্মিন্ কালে মহাভাগ লীলা ভগবতা কৃতা।
তামেতাং কথয়াস্থন্বে সর্বজ্ঞোহস্তি ভবানসদা।।২।।

হে শৌনকাদি মহর্ষি লোক কল্যাণ কর এই বাহিনী তোমাদের বললাম। ভগবান্ বিমুত্ত, গরুড়ধ্বজ, পুন্দরীকাক্ষ সদা মঙ্গলময়। যিনি পবিত্র চিত্তে এই ইতিহাস কথা শ্রবণ করে তিনি দেহান্তে পরম প্রাপ্ত হন।।৯-১৬।।

।। জায়মান ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

শৌনকাদি ঋষি সূতজীকে বললেন – আপনি সেই বিক্রমাখ্যান বলুন যা শতদ্বাদশ মর্যাদা সম্পন্ন দ্বাপরতুল্য।।১।।

হে মহাভাগ, ভগবান্, এই সময় কী লীলা করেছেন তা বলুন। সূতজী বললেন, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে তথা ব্যাসদেবকে প্রণাম করে জয় শব্দ উচ্চারণ করা উচিৎ। ভবিষ্যাস্য মহাকল্পে বৈবস্বত

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।৩।।
ভবিষ্যাখ্যে মহাকল্পে প্রাপ্তে বৈবস্বতেন্তরে।
অষ্টাবিংশদ্বাপরান্তে কুরুক্ষেত্রে রনৌহ ভবৎ।।৪।।
পান্ডবৈনির্জিতাঃ সর্বে কৌরবা মুদ্ধদুমর্দাঃ।
অষ্টাদশো চ দিবসে পান্ডবানাং জয়োহ্ ভবৎ।।৫।।
দিনান্তে ভগবান্ কৃষ্ণো জ্ঞাত্বা কালয্য দুর্গতিম্।
শিবং তুষ্টাব মনসা যোগরূপং সনাতনম্।।৬।।
নম শান্তায় রুদ্রায় ভূতেশায় কপর্দিনে।
কালকর্ত্রে জগদকর্ত্রে পাপহর্ত্রে নমোনমঃ।।৭।।
পান্ডবন্নক্ষ বগবন্মদ্ ভক্তাভূততীরুকান্।
ইতি শ্রুত্বা স্বয়ং রুদ্রো নন্দিয়ানোপরি স্থিতঃ।
রক্ষার্থং শিবিরাণাং চ প্রাপ্তবাঞ্ছলহস্তধৃক্।।৮।।
তদা নৃপজ্ঞয়া কৃষ্ণঃ স গতে গজসাহ্বয়ম্।
পান্ডবাঃ পঞ্চ নির্গত্য সরস্বত্যা স্তচৈহ্বসন্।।৯।।
নিশীথে দ্রৌনিভোজৌ চ কৃপস্তত্র সমাসয়ুঃ।
তুষ্টুবুর্মনসা রুদ্রং তে ভৌ মার্গ শিবোদদাৎ।।১০।।

মন্বন্তরে অষ্টবিংশতি দ্বাপরের অন্তে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল। কৌরবগণ পরাজিত হন, পান্ডবগণ অষ্টাদশ দিনে জয়ী হন। দিনান্তে ভগবান্ কৃষ্ণ কালের দুর্গতি দেখে যোগরূপ সনাতন শিবকে প্রসন্ন করলেন। তিনি বললেন —শান্ত, রুদ্র, ঈশকে প্রণাম। হে ভগবান্ ভূতভীরুক আমার ভক্তপান্ডবগণকে রক্ষা করো। এই স্তব শ্রবণ করে নন্দীপতি শিব ত্রিশূল হস্তে শিবির রক্ষার জন্য সেখানে গেলেন। সেই সময় নৃপোজ্ঞাতে হস্তিনাপুরে কৃষ্ণগমন করলেন। পঞ্চপান্ডব শিবির থেকে বেরিয়ে এসে সরস্বতী নদীতীরে এসে উপস্থিত হল। অর্ধরাত্রে অশ্বত্থামা, জপ ও ভোজ সেখানে এলেন। তারা একাগ্রচিত্তে

অশ্বত্থামা তু বলবাঞ্ছিবদত্তমসি সদা।
গৃহীত্বা স জখনাশু ধৃষ্টদ্যুম্নপুরঃ সরান্।।১১।।
হত্বা যথেষ্টমগদ্ দ্রৌনি স্তাভ্যাং সমন্বিত্তঃ।।১২।।
পার্যতস্যৈব সূতশ্চ হতশেযো ভয়াতুরঃ।
পান্ডবান্ বর্ণয়ামাস যথা জাতো জনক্ষয়ঃ।।১৩।।
আবিস্কৃতং শিবং জ্ঞাত্বা ভীমাদ্যা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
সায়ুধৈস্তাড়য়ামাস দেবদেবং পিনাকিনম্।।১৪।।
অস্ত্রশস্ত্রানি তেষাং তু শিবদেহে সমাবিশন্।
দৃষ্ট্বা তে বিস্থিতাঃ সর্বে প্রজঘ্নুস্তল মুষ্টিভিঃ।।১৫।।
তাঞ্ছশাপ তদা রুদ্রো যূয়ং কৃষ্ণ প্রপূজকাঃ।
অতোহসসাভী রক্ষিণীয়া ধবয়োগ্যাশ্চ বৈভুবি।।১৬।।
পুনর্জন্ম কলৌ প্রাপ্য ভোজ্যতে চাপরাধকম্।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেব- পান্ডবা দুঃখিতাস্তদা।।১৭।।
হরিং সরণমাজগ্মুরপরাধ নিবৃত্তয়ে।
তদা কৃষ্ণমুতাঃ সর্বে পান্ডবা দুঃখিতাস্তদা।।১৮।।

রুদ্রদেবের স্মরণ করলেন। তাদের শিব পথ দিয়ে দিলেন। অশ্বত্থামা বড় বলবান্ ছিলেন। তিনি শিব প্রদত্ত তরোয়ারী দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা তিনজন মিলিত হলেন। পার্যত ভয়াতুর সূত পান্ডবদের সেই কথা শ্রবণ করালেন। শিবের এইরূপ কর্মে ভীমসেন ক্রোধিত হয়ে পিনাকীকে মারতে লাগলেন।।২-১৪।।

তাদের অস্ত্রশস্ত্র শিবের দেহে প্রবেশ করল। তারা এইসব দেখে পরম বিস্মিত হলেন আর মুষ্টি দ্বারা হনন করতে লাগলেন। তখন রুদ্রদেব তাদের অভিশাপ দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কৃষ্ণের প্রপূজক এবং আমার দ্বারা বধ্য। তোমরা কলিযুগে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে অপরাধ ভোগ করবে। একথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। এরপর পাণ্ডবগণ দুঃখিত চিত্তে অপরাধ

তুষ্টুবর্মণ সা রুদ্রং প্রাদুরভূচ্ছিবঃ।
বরং বরয়ত প্রাহ কৃষ্ণঃ শ্রুত্বা ব্রবীদিদম্।।১৯।।
শস্ত্রণ্যস্ত্রানি যান্যেব ত্বদংগে ক্ষিপতানি বৈ।
পান্ডবেভ্যশ্চ দেহি ত্বং সাপস্যানুগ্রহং কুরু।।২০।।
ইতি শ্রুত্বা শিবঃ প্রাহ কৃষ্ণদেব নমোহস্তুতে।
অপরাধো ন স্বামিন্মোহিতোহ হং তবজ্ঞয়া।।২১।।
তদ্বশেন ময়া স্বামিন্দত্তঃ শাপো ভয়ংকরঃ।
নান্যথা বচনং মে স্যাদংশাবতরণং ভবেৎ।।২২।।
বৎস রাজস্য পুত্রত্বং গমিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ।
বলকানিরিতি খ্যাতঃ শিরীযাখ্যপুরাধিপঃ।।২৩।।
ভীমো দুর্বচনাহুষ্টো ম্লেচ্ছযোনৌ ভবিষ্যতি।
বীরনো নাম বিখ্যাতঃ যবনর সাধিপঃ।।২৪।।
অর্জুনাংশশ্চ মদ্বক্তো জনিষ্যতি মহামতিঃ।
পুত্রঃ পরিমলস্যৈব ব্রহ্মানন্দ ইতি স্মৃতঃ।।২৫।।

নিবৃত্তির জন্য হরিশরণ নিলেন। তখন কৃষ্ণ শস্ত্র রহিত হয়ে মন দিয়ে পান্ডবগণকে সঙ্গে নিয়ে রুদ্র স্তুতি করতে লাগলেন। ভগবান্ রুদ্র তুষ্ট হয়ে বরদান দিতে চাইলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন, আপনার দেহে ক্ষোপিত অস্ত্রসমূহ আপনি ফিরিয়ে দিন এবং পান্ডবদের শাপমুক্ত করুন। একথা শ্রবণ করে মহাদেব বললেন -- হে কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম। আপনার মায়াতে মোহিত হয়ে আমি এরূপ কর্ম করেছি। হে স্বামিন্, মোহাবিষ্ট হয়ে আমি এরূপ ভয়ংকর শাপ দিয়েছি। কিন্তু আমার বচনের তো অন্যথা হবে না কিন্তু তার অংশাবতরণ হতে পারে। যুধিষ্ঠির বৎসরাজের পুত্র বলখানি নামে প্রসিদ্ধ হবে। ভীম দুর্বচনের জন্য বীরণ নামে ম্লেচ্ছ বংশে জাত হবে এবং বনরম অধিপ হবে। অর্জুনের অংশে ব্রহ্মানন্দ নামে পরিমল পুত্ররূপে জাত হবে

কান্যকুব্জে হি নকুলো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
রত্ন ভানুসুতো সৌ বৈ লক্ষনো নাম বিশ্রুতঃ।।২৬।।
সহদেবস্তু বলবাঞ্জনিষ্যতি মহামতিঃ।
ভীষ্মসিংহ সুতো জাতো দেবসিংহ ইতি স্মৃতঃ।।২৭।।
ধৃতরাষ্ট্রাংশ এবাসৌ জনিষ্যত্যমেরকে।
পৃথিবীরাজ ইতি স দ্রৌপদী তৎসুতা স্মৃতা।।২৮।।
বেলা নামা চ বিখ্যাতা তারকঃ কর্ণএব হি।
রক্তবীজস্তথা রুদ্রোভবিষ্যতি মহীতলে।।২৯।।
কৌরবাশ্চ ভবিষ্যন্তি মহামুদ্ধবিশারদাঃ।
পান্ডুপক্ষাসচ তে সর্বে ধর্মিণো বলশালিনঃ।।৩০।।
ইতি শ্রুত্বা হরিঃ প্রাহ বিহস্য পরমেশ্বরন্।
ময়া শক্ত্যবতারেণ পক্ষণীয়া হি পান্ডবা।।৩১।।
মহাবতী পুরী রম্যা মায়াদেবীবিনির্মিতা।
দেশরাজ সুতস্তত্র মমাংশো জনিষ্যতি গুরুর্মম।।৩২।।

এবং শিবভক্ত হবে। কান্যকুব্জে রত্নভানুর পুত্র লক্ষণ নামে মহাবল নকুল জন্মগ্রহণ করবে। ভীষণসিংহ পুত্র দেবসিংহরূপে সহদেব জন্মগ্রহণ করবে। ধৃতরাষ্ট্র পৃথ্বীরাজ নামে আজমীরে জাত হবেন এবং দ্রৌপদী তাঁর কন্যা রূপে বেলা নামে বিখ্যাত হবেন। তারক কর্ণরূপে তথা রক্তবীজ রুদ্র মহীতলে জাত হবেন। কৌরবগণ যুদ্ধে অতিদক্ষ হবেন এবং পান্ডুপক্ষে ধর্মী ও বলশালীগণ থাকবেন।।১৫-৩০।।

সূতজী বললেন — একথা শ্রবণ করে শ্রীহরি সহাস্যে বললেন, আমার শক্তির অবতার পান্ডবগণকে রক্ষা করবে। মায়াদেবী দ্বারা নির্মিত মহাবতী নামক পরম রম্যপুরীতে দেবরাজপুত্র দেবকীর গর্ভজাত আমার অংশাবতার

হত্বাগ্নিবংশজান্ ভূপান্স্যাং পয়িষ্যামি বৈ কলিম্।
ইতি শ্রুত্বা শিবো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।।৩৩।।

।। ভরতখন্ডস্থাষ্টাদশরাজ্যস্থান।।

প্রাতঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে পান্ডবাঃ পুত্রশোকিনঃ।
প্রেতকার্মাণি তে কৃত্বা ভীষ্মান্তিক মুপাযযুঃ।।১।।
রাজধর্মান্ মোক্ষধর্মান্দানধর্মান্বিভাগশঃ।
শ্রুত্বায়জন্নশ্বমেধাস্ত্রভিরুত্তম কর্মভিঃ।।২।।
ষট্‌ত্রিংশব্দরাজ্যং হি কৃত্বা স্বর্গপুরং যযুঃ।
জনিষ্যন্তে তদংশা বৈ কলিধর্ম বিবৃদ্ধয়ে।।৩।।

উদয়সিংহ নামে জাত হবেন। আমার ধামের অংশ আহ্লাদ আমার গুরুরূপে জাত হবেন। অগ্নি বংশের পর ভূপগণকে কলিতে স্থাপিত করব। একথা বলে বলে ভগবান্ শিব অন্তর্হিত হলেন।।৩১-৩৩।।

।। ভরতখন্ডের অষ্টাদশ রাজ্য স্থান বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে ভরত খন্ডে ১৮টি রাজ্যের স্থান বিভাগ বর্ণনা করা হয়েছে।

সূতজী বললেন, — প্রাতঃকালে পুত্রশোতপ্রাপ্ত পান্ডবগণ প্রেতকর্ম করে ভীষ্ম পিতামহের কাছে গেলেন। তিনি রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম, দানধর্ম শ্রবণ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ছত্রিশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করে স্বর্গে চলে যান। পরে নিজ নিজ অংশে ধর্মের বৃদ্ধির জন্য কলিযুগে উপস্থিত হলেন।।১-৩।।

ইত্যুক্ত্বা স মুনি র্স্বান্ পুনঃ সূতো বদিষ্যতি।
গচ্ছধ্বং মুনয়ঃ সর্বে যোগনিন্দাবশো হ্যহম্।
চক্রতীর্থে সমাধিস্থো ধ্যায়েহ হং ত্রিগুর্ণাৎ পরম্।।৪।।
ইতি শ্রুত্বা তু মুনয়ো নৈমিষারণ্য বাসিনঃ।
যোগসিদ্ধিং সমাস্থায় গমিষ্যন্ত্যাত্মনোন্তিকে।।৫।।
দ্বাদশাব্দশয়ে কালেহতীতে তে শৌনকাদয়ঃ।।৬।।
উত্থায় দেবখাতে চ স্নানধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃত্বা সূতান্তিকং গত্বা বদিষ্যন্তি পুনর্বচঃ।।৭।।
বিক্রমাখ্যানকালোহয়ং দ্বাপরে চ শিবাজ্ঞয়া।
বিনীতান্ ভগবান্ ভূমৌ তদা তান্নৃপতীন্ বদ।।৮।।
স্বর্গতে বিক্রমাদিত্যে রাজানো বহুধাহ ভবন্।
তথাষ্টাদশ রাজ্যানি তেষাং নামানিমে শৃণু।।৯।।
পশ্চিমে সিন্ধুন দ্যন্তে সেতুবন্ধে হি দক্ষিণে।
উত্তরে বদরীস্থানে পূর্বে চ কপিলান্তিকে।।১০।।

শ্রীব্যাসদেবজী বললেন — হে মুনিগণ তোমরা সকলে যাও আমি এই সময় যোগনিদ্রায় গমন করব। চক্রতীর্থে সমাধিতে স্থিত হয়ে ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্মের ধ্যান করব। একথা শ্রবণ করে নৈমিষারণ্যে সকল মুনিগণ যোগ সিদ্ধিতে সমাহিত হয়ে আত্মার নিকট গমন করল। বারোশ বর্ষ ব্যতীত হলে শৌনকাদি ঋষিগণ উত্থিত হয়ে দেবখ্যাততে স্নান করে সূতজীকে বললেন -- দ্বাপরে শিবাজ্ঞাতে বিক্রমাখ্যাত নৃপতিগণের কাহিনী বলুন। সূতজী বললেন — রাজা বিক্রমাদিত্য স্বর্গে গেলে অনেকে রাজা হল। তাঁর ১৮টি রাজ্য ছিল। তোমরা তাদের নাম শ্রবণ কর। পশ্চিমে সিন্ধুর তীরে, দক্ষিণে সেতুবন্ধতে, উত্তরে বদরীতে তথা পূর্বে কপিল সমীপে মধ্যে এরূপ ১৮টি

অষ্টাদশৈব রাষ্ট্রানি তেষাং মধ্যে বভূবিরে।
ইন্দ্র প্রস্থং চ পাঞ্চালং কুরুক্ষেত্রং চ কাপিলম্।।১১।।
অন্তর্বেদী ব্রজথৈ্যবাজমেরং মরুধন্ব চ।
গৌর্জ্জরং চ মহারাষ্ট্রং দ্রাবিড়ং চ কলিং গকম্।।১২।।
আবন্ত্যং চোড়ুপং বংগং গৌড়ং মাগধমেব চ।
কৌশল্যং চ তথা জ্ঞেয়ং তেষাং রাজা পৃথক্ পৃথক্।।১৩।।
নানাভাষাঃ স্থিতাস্তত্র বহুধর্ম প্রবর্তকাঃ।
এবমব্দশতং জাতং ততস্তে বৈ শকাদয়ঃ।।১৪।।
শ্রুত্বা ধর্মবিনাশং চ বহুবৃন্দৈঃ সমান্বিতাঃ।
কেচিত্তীর্ত্বা সিন্ধুনদীমার্য্যদেশং সমাগতাঃ।।১৫।।
হিমপর্বতমার্গেণ সিন্ধুমার্গেনি চাগমন্।
জিত্বায্যল্লিঠায়িত্বা তান্ স্বদেশং পুনরাযযু।।১৬।।
গৃহীত্বা যোষিতস্তেষাং পরং হর্ষামুপাযয়ুঃ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শালিবাহন ভূপতিঃ।।১৭।।
বিক্রমাদিত্যপৌত্রশ্চ পিতৃরাজ্যং গৃহীতবান্।
জিত্বা শকান্দুরাধর্ষাশ্চীনতেত্তিরিদেশজান্।।১৮।।

রাজ্য ছিল। তাদের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঞ্চাল, কুরু, ক্ষেত্র, কপিল, অন্তভেদী, ব্রজমহা, আজমীঢ়, মরুধন্ব, গীর্জর, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, আবর্ত্য, চোড়ুপ, বংগ, গৌড়, মাগধ এবং কৌশল্য। এই রাজ্যগুলির পৃথক ২জন রাজা ছিলেন। কাজ্যগুলিতে অনেক প্রকার ভাষা ছিল এবং অনেক ধর্ম প্রবর্তক ছিলেন। এইভাবে ১০০বছর ব্যতীত হল। তারপর শকাদিগণ রাজা হলেন।।৪-১৪।।

ধর্মের বিনাশের ফলে অনেকে সিন্ধুনদী পেরিয়ে আর্যদেশে চলে এলেন। তারা হিমাচল পর্বতমার্গে ও সিন্ধুমার্গে এসেছিলেন। আর্যদের এসে তারা লুণ্ঠন করে পুনঃ নিজদেশে ফিরে যান। তাদের স্ত্রীসকলকে গ্রহণ করে তারা পরমহর্ষ প্রাপ্ত হলেন। ইতিমধ্যে সেখানে শালিবাহন নৃপতিগণ পিতার রাজ্য গ্রহণ করেন। চীনও তৈত্তির দেশের দুর্ধর্ষ শকগণ তাদের জয় করলেন। বাহ্লিক, কামরূপ, রোমজ, খুরজ, শঠগণকেও তারা জয় করলেন। তাদের কেশ গ্রহণ

বাহ্লীকান্‌কামরূপাশ্চ রোমজানখুরজাঙ্গ্ঠান্।
তেষাং কোশান্ গৃহীত্বা চ দন্ডয়োগ্যানকারয়ৎ।।১৯।।
স্থাপিতা তেন মর্য্যাদা ম্লেচ্ছার্যানাং পৃথক পৃথক্।
সিন্ধুস্থানমিতি জ্ঞেয়ং রাষ্ট্রমার্য্যস্য চোত্তমম্।।২০।।
ম্লেচ্ছস্থানং পরং সিন্ধোঃ কৃতং তেন মহাত্মনা।
একদা তু শকাধীশো হিমতুংগং সমাযযৌ।।২১।।
হূনদেশস্য মধ্যে বৈ গিরিস্থং পুরুষং শুভম্।
দদর্শ বলবান্নাজা গৌরাংগং শ্বেতবস্ত্রকম্।।২২।।
কো ভবানিতি তং প্রাহ স হোবাচ মুদান্বিতঃ।
ইশা পুত্রং চ মাং বিদ্ধি কুমারী গর্ভসংভবম্।।২৩।।
ম্লেচ্ছধর্মস্য বক্তারং সত্যব্রত পরায়ণাম্।
ইতি শ্রুত্বা নৃপঃ প্রাহ ধর্মঃ কো ভবতো মতঃ।।২৪।।
শ্রুত্বোবাচ মহারাজ প্রাপ্তে সত্যস্য সংক্ষয়ে।
নির্মর্যাদে ম্লেচ্ছদেশে মসীহোহ হং সমাগতঃ।।২৫।।
ইশামসী চ দস্যুনাং প্রাদুর্ভূতা ভয়ংকরী।
তামহং ম্লেচ্ছতঃ প্রাপ্য মযীহত্বমুপাগতঃ।।২৬।।

করে দন্ড দিলেন। তাঁরা ম্লেচ্ছদের পৃথক পৃথক মর্যাদা দিলেন। আর্যদের উত্তমরাষ্ট্র সিন্ধুস্থান নামে তা খ্যাত হল।।১৫-২০।।

সেই মহাত্মাগণ সিন্ধুর ওপারে ম্লেচ্ছদের স্থান দিয়েছিলেন। একবার শকাধীশ হিমতুঙ্গ এলেন হূণ দেশের মধ্যে গিরিতে তিনি শুভ্র পুরুষকে দেখলেন যিনি বলবান্ গৌরাঙ্গও শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন - আপনি কে? উত্তরে সেই পুরুষ বললেন — কুমারীর গর্ভজাত আমাকে ঈশপুত্র বলে জানবে। আমি ম্লেচ্ছ ধর্মের বক্তা ও সত্য পরায়ণ। সেই উত্তর শ্রবণ করে রাজা বললেন— আপনার ধর্ম কি? তিনি বললেন — সত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হলে ও ম্লেচ্ছদেশ মর্যাদাহীন হলে মসীহ আমি এসেছি। দস্যু ভয়কারী ঈশামসী প্রাদুর্ভূত হয়। তাকে আমি ম্লেচ্ছগণের থেকে প্রাপ্ত করেছি পুনঃ আমি মসীহত্ব প্রাপ্ত করেছি।।২১-২৬।।

ম্লেচ্ছেষু স্থাপিতো ধর্মো ময়া তচ্ছ্রুণু ভূপতে।
মানসং নির্মলং কৃত্বা মলং দেহে শুভাশুভম্।।২৭।।
নৈগমং জপমাস্থায় জপেত নির্মলং পরম্।
ন্যায়েন সত্যবচসা মনসৈক্যেন মানবঃ।।২৮।।
ধ্যানেন পূজয়েদীশং সূর্যমন্ডলং সংস্থিতম্।
অচলোহয়ং প্রভুঃ সাক্ষাত্তথা সূর্যোচলঃ সদা।।২৯।।
তত্ত্বানাং চলভূতানাং কর্মণঃ স সমংতলঃ।
ইতি কৃত্যেন ভূপাল মহীসা বিলয়ং গতা।।৩০।।
ইশমূর্তির্হৃদি প্রাপ্ত নিত্যশুদ্ধা শিবংকরী।
ইশমসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম্।।৩১।।
ইতি শ্রুত্বা স ভূপালো নত্বাতং ম্লেচ্ছপূজকম্।
স্থাপয়ামাস তং তত্র ম্লেচ্ছস্থানে হি দারুণে।।৩২।।
স্বরাজ্যং প্রাপ্তবান্ রাজা হয়মেধমচীকরৎ।
রাজ্যং কৃত্বা স যষ্ঠয়ব্দং স্বর্গলোকমুপাযযৌ।।৩৩।।
স্বর্গতে নৃপতৌ তস্মিন্যথা চাসীত্তথা শৃণু।।৩৪।।

হে ভূপতি, আমি ম্লেচ্ছধর্ম স্থাপন করেছি তা শ্রবণ করে মানসিক ও দৈহিক ভাবে নির্মল হোন। অর্থাৎ নিগমোক্ত জপ করে নির্মল হন। মানবগণের ন্যায়, সত্য বচন ও মন একপ্রকারে তা পালন করা উচিৎ। সূর্যমন্ডলস্থিত ঈশের ধ্যান ও পূজন করা উচিৎ কারণ তিনি সূর্যের ন্যায় অচল। চলভূত তত্ত্ব তিনি কর্ষণ করেন। হে ভূপাল, এই কৃত্য দ্বারা মসীহা লয় প্রাপ্ত হয়। ঈশমূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করে ঈশা মসীহা নামে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। একথা শ্রবণ করে সেই রাজা তার পূজন করে ম্লেচ্ছস্থানে স্থারন করলেন। অতঃপর নিজ রাজ্যে ফিরে এসে তিনি অশ্বমেঘ যজ্ঞ করেন। তারপর ৬০বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গে চলে যান। এরপর কি ঘটেছিল তা শ্রবণ কর।।২৭-৩৪।।

।। শালিবাহন বংশীয় নৃপতি বর্ণনম্।।

শালিবাহনবংশে চ রাজানো দশ চা ভবন্।
রাজ্যং পঞ্চদশাব্দং চ কৃত্বা লোকান্তরং যযুঃ।।১।।
মর্য্যায়া ক্রমতে লীনা জাতা ভূ মন্ডলে তদা।
ভূপতিদশমো র্যো বৈ ভোজরাজ ইতি স্মৃতঃ।
দৃষ্ট্বা প্রক্ষীণমর্যাদাং বলী দিগ্বিজয়ং যযৌ।।২।।
সেনয়া দশসাহস্ত্র্যা কালিদাসেন সংযুতঃ।
তথান্যৈব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং সিন্ধুপারমুপাযযৌ।।৩।।
জিত্বা গান্ধারজান্ ম্লেচ্ছান্কাশ্মীরান্নারবাঞ্ছঠান্।
তেষাং প্রাপ্য মহাকোশং দন্ডয়ো গ্যানকারয়ৎ।।৪।।
এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছঃ আচার্য্যেণ সমন্বিতঃ।
মহামদ ইতি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিতঃ।।৫।।
নৃপশ্চৈব মহাদৈনং মরুস্থলনিবাসিনম্।
গংগাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈঃ।।
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ্যৈ তুষ্ট্বা মনসা হরম্।।৬।।

।। শালিবাহন বংশীয় নৃপতি বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে শালিবাহন বংশের রাজাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন — রাজা শালিবাহন বংশে দশরাজা ছিলেন। তারা সকলে পাঁচশত বৎসর রাজ্য শাসন করেছিলেন এবং অন্তে পরলোক প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে দশম রাজা ভোজরাজ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজবংশের মর্যাদাহীনতা দেখে দিগ্বিজয় করতে গমন করলেন। দশসহস্র সেনা তথা কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে অন্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে সিন্ধু তীরে চলে গেলেন। তিনি গান্ধার, ম্লেচ্ছ, কাশ্মীর ইত্যাদি জয় করে প্রভূত কোশ প্রাপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে আচার্য সমন্বিত ম্লেচ্ছ মহামদ মহাদেবকে পূজার্চনা দ্বারা তুষ্ট করলেন।।১-৬।।

নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে।
ত্রিপুরাসুরনাশোয় বহুমায়াপ্রবর্তিনে।।৭।।
ম্লেচ্ছৈগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিনে।
ত্বং মাং হী কিং করং বিদ্বিশরণার্থমুপাগতম্।।৮।।
ইতি শ্রুত্বা স্তবং দেবঃ শব্দমাহ নৃপায়তম্।
গন্তব্যম্ ভোজরাজেন মহাকালেশ্বর স্থলে।।৯।।
ম্লেচ্ছৈঃ সুদূষিতা ভূমির্বাহীকা নাম বিশ্রুতা।
আর্য্যধর্মো হি নৈবাত্র বাহীকে দেশ দারুণে।।১০।।
বহুবাত্র মহামায়ী যোহসৌ দগ্ধৌ ময়া পুরা।
ত্রিপুরো বলিদৈত্যেন প্রেযিতঃ পুনরাগতঃ।।১১।।
অযোনি স বরো মত্তঃ প্রাপ্তবান্দৈত্য বর্দ্ধণঃ।
মহামদ ইতি খ্যাতঃ পৈশাচকৃতিৎপরঃ।।১২।।
নাগন্তব্যং ত্বয়া ভূপ পৈশাচে দেশধূর্তকে।
মৎপ্রসাদেন ভূপাল তবশুদ্ধি প্রজায়তে।।১৩।।
ইতি ভূ ত্বাননৃপশ্চৈব স্বদেশান পুনরাগমৎ।
মহামদশ্চ তৈঃ সার্দ্বং সিন্ধুতীর মুপাযয়ৌ।।১৪।।

ভোজরাজ বললেন -- হে গিরিজানাথ, মায়াময়, কুরুস্থল নিবাসী, সচ্চিদানন্দরূপী তোমাকে প্রণাম। আমি আপনার দাস। তাঁর এই স্তুতি শ্রবণ করে দেবাদিদেব বললেন, তুমি কালেশ্বর স্থানে যাও সেখানে বাহিক নামক ভূমি ম্লেচ্ছ দ্বারা দূষিত। সেখানে আর্যধর্ম নেই। সেই মহাযায়ী উপস্থিত হয়েছে, পূর্বে আমি তা দগ্ধ করেছি। সেই ত্রিপুর দৈত্য পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়েছে। মহামদ নামক সেই দৈত্য আমার বর পেয়ে সে প্রসিদ্ধ হয়েছে। তোমার সেখানে যাওয়া উচিৎ নয়। সেকথা শুনে রাজা ফিরে এলেন। তার সাথে মহামদও সিন্ধুতীরে ফিরে এলেন।।৭-১৪।।

উবাচ ভূপতি প্রেম্না মায়ামদ বিশারদঃ।।
তব দেবৌ মহারাজ মমদাসত্বমাগতঃ।।১৫।।
মমোচ্ছিষ্টং সম্ভুজীয়াদ্যাথা তৎপশ্য ভো নৃপ।
ইতি শ্রুত্বা তথা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতঃ।।১৬।।
ম্লেচ্ছধর্মে মতিশ্চাসীত্তস্য নৃপস্য দারুণে।।১৭।।
তচ্ছ্রুত্বা কালিদাসস্তু রূষা প্রাহ মহা সদম্।
মায়া তে নির্মিতা ধূর্তে নৃপমোহনহে তবে।।১৮।।
হনিষ্যামি দুরাচারং বাহীকং পুরুষাধমম্।
ইত্যুক্ত্বা স দ্বিজঃ শ্রীমান্নবাণ জপতৎ পরঃ।।১৯।।
জপ্ত্বা দশসহস্রং তদ্দশাংশং জুহাব সঃ।
ভস্ম ভূত্বা স মায়াবী ম্লেচ্ছ দেবত্বমাগতঃ।।২০।।
ভয়ভীতাস্তু তচ্ছিষ্যা দেশং বাহিকমাময়ুঃ।
গৃহীত্বা স্বগুরোর্ভস্ম মদহীনত্বসাগতম্।।২১।।
স্থাপিতং তৈশ্চ ভূমধ্যে তত্রোযুর্মদতৎপরাঃ।
মদহীনং পুরং জাতং তৈষাং তীর্থং সমংসমৃতম্।।২২।।

মহামদ প্রেমপূর্বক রাজাকে বললেন -- তোমার প্রভু আমার দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। আমার উচ্ছিষ্ট তিনি গ্রহণ করেন তা তুমি দেখ। রাজা ভোজ তা দেখে বিস্মিত হলেন। সেখানে ম্লেচ্ছধর্ম অতি বিস্তৃত হয়েছে তা দেখলেন।

একথা শ্রবণ করে কালিদাস ক্রোধিত হলেন। তিনি বললেন — রে রাজন্, আমি সেই দুরাচারী অধম বাহীককে হত্যা করব। তারপর তিনি নবার্য মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। দশসহস্র জপ করে দশাংশ ভাগ হবন করলেন। সেই মায়াবী ম্লেচ্ছ ভষ্ম হয়ে দেবত্ব প্রাপ্ত হলেন।।১৫-২১।।

ভূমধ্যে তারা সেই ভষ্ম স্থাপিত করে বাস করতে লাগলেন। সেই মায়াবী পন্ডিত দেবদেহ প্রাপ্ত হয়ে রাত্রে পৈশাচিক দেহ ধারণ ক্র ভোজরাজকে

রাত্রৌ স দেবরূপশ্চ বহুমায়াবিশাপদঃ।
পৈশাচং দেহসাস্থায় ভোজরাজং হি সোঽব্রবীৎ।।২৩।।
আর্যধর্মো হি তে রাজন্ সর্বধর্মোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ঈশাজ্ঞয়া করিষ্যামি পৈশাচং ধর্মদারুণম্।।২৪।।
লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী স দূষকঃ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনো মম।।২৫।।
বিনা কৌলং চ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মত্তা মম।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরির ভবিষ্যতি।।২৬।।
তস্মান্মুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্মদূষকাঃ।
ইতি পৈশাচধর্মশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ।।২৭।।
ইত্যুক্তা প্রময়ৌ দেবঃ স রাজা গেহমায়য়ৌ।
ত্রিবর্ণে স্থাপিতা বাণী সাংস্কৃতী স্বর্গদায়িনা।।২৮।।
শূদ্রেষু প্রাকৃতীভাষা স্থাপিতাতেন ধীমতা।
পঞ্চাশদব্দকালম তু রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ।।২৯।।
স্থাপিতা তেন মর্যাদা সর্বদেবোপমানিনী।
আর্যাবর্তঃ পুণ্যভূমিমধ্যং বিন্ধ হিমালয়োঃ।।৩০।।

বললেন – হে রাজন্ তোমার আর্যধর্ম অত্যুত্তম। আমি ভগবৎ আজ্ঞাতে পৈশাচ ধর্ম পালন করব। মনুষ্য লিঙ্গ ছেদন, শিখা ছেদন, শ্মশ্রুশোভিত, দূষক, উচ্চৈস্বরে আলাপ কর্ম তথা সকল কিছু ভক্ষণ করব। কৌল ব্যতীত সমস্ত পশু (প্রাণী) মুষলের দ্বারা কুশের ন্যায় সংস্কার করব। তা থেকে মুষল জাতির উদ্ভব হবে। একথা বলে সে চলে গেল। রাজাও নিজ দেশে ফিরে এসে তিন বর্ণের সংস্কারকারী সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করলেন।।২২-২৮।।

তিনি শূদ্রদের জন্য প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ করালেন। তারপর পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। অনন্তর দেবগণে নিজ নিজ মর্যাদায় স্থাপিত করে বিন্ধ্য ও হিমাচলের মধ্যে আর্যাবর্ত পরমপুণ্য ভূমিতে পরিণত করলেন। বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চাতে বর্ণসংকর উৎপন্ন হল। মুসলমান ব্যক্তি সিন্ধু পারে

আর্যাবর্ণাঃ স্থিতাস্তত্র বিন্ধ্যান্তে বর্ণসংকরাঃ।
নরা মুসলবন্তশ্চ স্থাপিতাঃ সিন্ধু পাবজাঃ।।৩১।।
বর্বরে তুষদেশে চ দ্বাপো নানাবিধে তথা।
ঈশামসীহ্ ধর্মাশ্চ সুবৈঃ রাজ্ঞৈব সংস্থিতাঃ।।৩২।।

।। ভোজরাজ বংশ্যানেক ভূপাল রাজ্য বর্ণনম্।।

স্বগতে ভোজ রাজে তু সপ্তভূপাস্তদন্বয়ে।
জাতাশ্চলপায়ুযো মন্দস্ত্রিশতাব্দান্তরে মৃতাঃ।।১।।
বহু ভূপবতী ভূমিস্তেষাং রাজ্যে বভূব হ।
বীরসিংহশ্চ যো ভূপঃ সপ্তমঃ সংপ্রকীর্তিতঃ।।২।।
তদন্বয়ে ত্রিভূপাশ্চ দ্বিশতাবাদান্তরে মৃতাঃ।
গংগা সিংহশ্চ যো নৃপো দশমঃ স প্রকীর্তিতঃ।।৩।।
কল্পক্ষেত্রে চ রাজ্যং স্বং কৃতাবান্ধ মতো নৃপঃ।
অন্তর্বেদ্যাং কান্যক্যুব্জে জয়চন্দ্রো মহীপতিঃ।।৪।।
ইন্দ্রং প্রস্থেনং গপাল স্তোমরান্বয়সং ভবঃ।
অন্যে চ বহবো ভূপা বভূ ভুগ্রাম রাষ্ট্রপাঃ।।৫।।

স্থাপিত হল। নানা প্রকার দ্বীপে রাজা দৈবাজ্ঞায় ইসামসীয় ধর্ম স্থাপন করলেন।।২৯-৩২।।

।। ভোজরাজ বংশের অনেক ভূপাল রাজ্য বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে ভোজরাজ বংশের অনেক ভূপালগণের রাজত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সূতজী বললেন — ভোজরাজের মৃত্যুর পর তাঁর বংশে অল্পায়ু ও মন্দবুদ্ধি রাজগণ তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন। বীরসিংহ নামক রাজা হলেন ৭ম নৃপতি। তাঁর বংশের তিনজন রাজা দুইশত বর্ষের মধ্যে মারা যান। দশম রাজা জয়চন্দ্র রাজা হন। ইন্দ্রপ্রস্থে অনঙ্গ পাল তোমর বংশের হন। এ ছাড়া আরও

অগ্নিবংশস্য বিস্তারো বভূব বলবত্তরঃ।
পূর্বে তু কপিলেস্থানে বাহীকান্তে তু পশ্চিমে।।৬।।
উত্তরে চীন দেশান্তে সেতুবন্ধে তু দক্ষিণে।
যষ্টিলক্ষাশ্চ ভূপালা গ্রামপা বলবত্তরাঃ।।৭।।
অগ্নিহোত্রস্য কর্তারো গোব্রাহ্মণ হিতৈষিণঃ।
বভূবু দ্বাপরসমা ধর্মকৃত্যবিশারদাঃ।।৮।।
দ্বাপরাখ্যসমঃ কালঃ সর্বত্র পরিবর্ততে।
গেহগেহ স্থিতং দ্রব্যং ধর্মশ্চৈব জনে জনে।।৯।।
গ্রামে গ্রামে স্থিতো দেবো দেশেদেশে স্থিতোমখঃ।
আয়ুধর্মকরা ম্লেচ্ছা বভূবুঃ সর্বতো মুখাঃ।।১০।।
ইতি দৃষ্ট্বা কলিঘোরো ম্লেচ্ছয়া সহ ভীরুকঃ।
নিলাদ্রৌ প্রাপ্য মতিমান্ হরি শরণ মাযযৌ।।১১।।
দ্বাদশাব্দমিতে কালে ধ্যান যোগপরোহ ভবৎ।
ধ্যানেন সচ্চিদানন্দ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সনাতনম্।।১২।।
তুষ্ট্বা মনসা তত্র রাধয়া সহিতং হরিম্।
পুরাণ মজরং নিত্যং বৃন্দাবন নিবাসিনম্।।১৩।।

অনেক রাজা গ্রাম রাষ্ট্রপ ছিলেন। অগ্নিবংশের বিস্তার অত্যন্ত হয়েছিল। পূর্বে কপিলস্থানে, পশ্চিমে বাহীকান্তে। উত্তরে চীন দেশে ও দক্ষিণে সেতুবন্ধে ষাটলক্ষ ভূপাল রাজা হন।।১-৭।।

অগ্নিহোত্রকারী, ব্রাহ্মণের হিতকারী ও ধর্মে পন্ডিত রাজগণ দ্বাপর তুল্য ছিলেন। দ্বাপরাখ্য তুল্য কাল সর্বত্র পরিবর্তিত ছিল। ঘরে ঘরে অনেক দ্রব্য ও জনে জনে ধর্মচর্চা হতো। গ্রামে গ্রামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা ছিল। ম্লেচ্ছগণ সর্বতোমুখ হয়ে আর্যধর্মের অনুসরণ করত। সেই সময় এই অবস্থা দেখে ঘোর কলি ম্লেচ্ছগণের সাথে পরম ভীত হয়ে নীলগিরি পর্বতে ভগবান্ শ্রীহরির শরণ নিলেন। দ্বাদশবর্ষ তিনি ধ্যানযোগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তব করলেন। কলি বললেন — হে ঈশ্বর, হে প্রভু, আমার ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার শরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করুন। হে সর্বপাপহারী, আপনি সত্যযুগে

সাষ্টাংগং দন্ডবৎস্বামিন্ গৃহাণ মমচেশ্বর।
পাহি মাং শরণং প্রাপ্তং চরণে তে কৃপানিধে।।১৪।।
সর্বপাপহরস্ত্বং বৈ সর্বকালো করো হরিঃ।
ভবান্ গৌরঃ সত্যযুগে ত্রেতায়াং রক্তরূপকঃ।।১৫।।
দ্বাপরে পীতরূপশ্চ কৃষ্ণত্বং মম দিষ্টকে।
মৎপুত্রাশ্চ স্থৃতাম্লেচ্ছা আর্য্যধর্মত্বামাগতাঃ।।১৬।।
চতুর্গেহং চ মে স্বামিন দ্যূতং মদ্যং সুবর্ণকম্।
স্ত্রী হাস্যং চাগ্নিং বশ্যৈশ্চ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ বিনাশিনম্।।১৭।।
ত্যক্তদেহস্ত্যক্তকুলস্ত্যরাষ্ট্রো জনার্দন।
ত্বৎপাদাম্বুজমাধার স্থিতোহ হং শরণং ত্বয়ি।।১৮।।
ইতি শ্রুত্বা স ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহস্যতম্।
ভো কলে তব রক্ষার্থং জনিয্যেহং মহাবতীম্।।১৯।।
মমাংশো ভূমিমাসাদ্য ক্ষয়িয্যতি মহাবলান্।
ম্লেচ্ছবংশস্য ভূপালান্ স্থাপয়িষ্যতি ভূতলে।।২০।।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ সাক্ষাত্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কলিস্তু ম্লেচ্ছয়া সার্ধং পরমানন্দমাপ্তবান্।।২১।।

গৌরবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে-পীতবর্ণ এবং কলিতে কৃষ্ণবর্ণরূপী, আমার ম্লেচ্ছকপুত্র এখন আর্যধর্মে স্থিত রয়েছে। হে প্রভু, দ্যূত, মদ্য, সুবর্ণ ও স্ত্রীহাস্য এই চারটি হল ধর মা অগ্নিবংশের লোকের বিনাশ করেছি।।৮-১৭।।

হে জনার্দন, বর্তমানে আমি কুল, রাষ্ট্র ও দেহ ত্যাগ করতে চলেছি, আমাকে রক্ষা করুন। এই প্রকার আর্তস্তুতি শ্রবণ করে ভগবান্ সহাস্যে বললেন— আমি তোমার রক্ষার জন্য মহাবতী নগরে জাত হব। আমার অংশ পৃথিবীতে মহাবল ক্ষয়কারী হবে। পুনঃ ম্লেচ্ছ বংশের রাজাদের ভূতলে স্থাপিত করব। একথা বলে শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন। এতে করে কলি পরমানন্দ লাভ করলেন।।১৮-২১।।

এত স্থিন্নন্তরে বিপ্র যথা জাতং শৃনুস্ব তৎ।
আভীরী বাকসরে গ্রামে ব্রতপানাম বিশ্রুতা।।২২।।
নবর্গাব্রতং শ্রেষ্ঠং নব বর্ষং চকার হ।
প্রসন্না চন্ডিকা প্রাহ পরং বরয় শোভনে।।২৩।।
সাহ তাং যদি মে মাতর্বরো দেয়স্ত্বয়েশ্বরি।
রামকৃষ্ণ সমৌ বালৌ ভবেয়াতাং মমান্বয়ে।।২৪।।
তথেত্যুক্ত্বা তু সা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
বসুমান্নাম নৃপতিস্তস্যা রূপেণ মোহিতঃ।।২৫।।
উদ্বাহ্য ধর্মতো ভূপঃ স্বগেহে তামবাসয়ৎ।
তস্যাং জাতৌ নৃপাৎ পুত্রৌ দেশরাজস্তু তদ্বরঃ।।২৬।।
আবায়ো বৎসরাজশ্চ শতহস্তি সমো বলে।
জিত্বা তৌ মাগধান্ দেশান্ রাজ্যবন্তৌ বভূবতুঃ।।২৭
শতয়ত্তঃ স্মৃতো ম্লেচ্ছঃ শরো বনরসাধিপঃ।
তৎপুত্রো ভীমসেনাংশো বীরনো ভূচ্ছিবাজ্ঞয়া।।২৮।।
তাল বৃক্ষ প্রামানৈন চোধ্ববেগোহি তস্য বৈ।
তালনো নাম বিখ্যাতঃ শতয়ত্তেন বৈ কুতঃ।।২৯।।

হে বিপ্র, ইতিমধ্যে বাক্সর গ্রামে ব্রতপা নামক আভীরী ছিলেন। তিনি পরমশ্রেষ্ঠ নবদুর্গা ব্রত নয় বৎসর ধরে করেছিলেন। দেবিকা চন্ডিকা খুশি হয়ে তাকে বর দেন। সে কন্যা দেবীর কাছে রামকৃষ্ণ তুল্য পুত্র প্রার্থনা করেন। একথা বলে দেবী 'তাই হোক' বলে অন্তর্হিত হন। বসুমান্ নামক একরাজা তার রূপে মুগ্ধ হন। সেই রাজা তাকে বিবাহ করেন ও তাঁদের দুই পুত্র লাভ হয়। দেশরাজ ও বৎসরাজ। তারা মগধ দেশ জয় করে রাজত্ব করতে থাকেন। বনরসাধিপ শরযত্তের পুত্র ভীম সেনের অংশ বীরন জাত হন। তিনি পরে তালন নামে বিখ্যাত হন। সেই দুই রাজা মহাযুদ্ধ করেন।

তাভ্যাং নৃপাভ্যান্ত দ্যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
যুদ্ধেন হীনতাং প্রাপ্তস্তালনো বলবত্তরঃ।।৩০।।
তদা মৈত্রী কৃতা তাভ্যাং তালনেন সমন্বিতা।
জয়চন্দ্রপরীক্ষার্থে ত্রয়ঃ শূরাঃ সমাযযুঃ।।৩১।।

।। জয়চন্দ্র তথা পৃস্বীরাজ কী উৎপত্তি।।

ইন্দ্র প্রস্থেহনং গোপালোনপত্যশ্চ মহীপতি।
পুত্রার্থং কারয়ামাস শৈবং যজ্ঞং বিধানতঃ।।১।।
কন্যকে চতদা জাতে শিবভাগ প্রসাদতঃ।
চন্দ্র কান্তিশ্চ জ্যেষ্ঠা বৈ দ্বিতীয়া কীর্তিমালিনী।।২।।
কান্যকুব্জাধিপায়ৈব চন্দ্রকান্তি পিতাদদৎ।
দেবপালায় শুদ্ধায় রাষ্ট্রপালান্বয়ায় চ।।৩।।

বলবান্ তালন যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন তারা মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। তারা তিনজন হয় চন্ডের পরীক্ষার জন্য এসেছিলেন।।২২-৩১।।

।। জয়চন্দ্র তথা পৃথ্বিরাজের উৎপত্তি।।

এই অধ্যায়ে জয়চন্দ্র তথা পৃথ্বিরাজের উৎপত্তির কথা তথা আর্যদেশ সম দুইভাগে বিভক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

সূতজী বললেন — ইন্দ্রপ্রস্থে অনঙ্গ পাল রাজা সন্তানহীন ছিলেন। তিনি পুত্র প্রাপ্তির জন্য শৈবযজ্ঞ করেন। শিবপ্রসাদে তাঁর দুই কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয়। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা চন্দ্রকান্তি ও কনিষ্ঠা কীর্তিমালিনী। পিতা চন্ডকান্তিকে কান্যকুব্জ রাজ্য প্রদান করেন। কীর্তিমালিনীকে রাষ্ট্রপাল বংশের অজমেঢ়াধীপ সোমেশ্বর রাজাকে দান করলেন। সেই সময় জয়শর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ হিমালয়ে সমাধিস্থিত ছিলেন। তিনি পরম রম্য এই ভূপকে দেখে রাজ্যপ্রাপ্তি কামনা করেন। তিনি নিজদেহত্যাগ করে শুদ্ধাখ্যা চন্দ্রকান্তির পুত্ররূপে জাত

সোমেশ্বরায় ভূপায় তপহানিকুলায় তু।
অজমেরাধিপায়ৈব তয়া বৈ কীর্তিমালিনীম্।।৪।।
জয়শর্মা দ্বিজঃ কশ্চিৎসমাধিস্তো হিমালয়ে।
দৃষ্টা ভূপোৎস্বং রম্যং রাজ্যার্থং স্বমেনোহ দধৎ।।৫।।
ত্যক্তা দেহং স শুদ্ধাত্মা চন্দ্রকান্ত্যাঃ সুতোভবৎ।
জয়চন্দ্র ইতি খ্যাত বাহুশালী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রত্নভানুশ্চ সংজজ্ঞে শূরস্তস্যানুজো বলী।।৬।।
স জিত্বা গৌড়বংগাদীন্ মরুদেশান্ মদোৎকটান্।
দন্ড্যান্ কৃত্বা গৃহং প্রাপ্য ভ্রাত্রাজ্ঞাতৎপরোহ ভবৎ।।৭।
গংগাসিংহস্য ভগিনী নাম্না বীরবতী শুভা।
রত্নভানোশ্চ মহিষী বভূব বরবর্নিনী।।৮।।
নকুলাংশস্তদা ভূমৌ তস্যাং জাতঃ শিবাজ্ঞয়া।
লক্ষণো নাম বলবান্ খংগযুদ্ধ বিশারদঃ।
স সপ্তাব্দান্তরে প্রাপ্তে পিতুস্তুল্যো বভূব হ্।।৯।।
ত্রয়শ্চ কীর্তিমালিন্যাং পুত্রা জাতা মদোৎকচাঃ।
ধুন্ধকারশ্চ প্রথমস্তত কৃষ্ণ কুমারকঃ।
পৃথিবীরাজ এবাসৌ ততোনুজ ইতি স্মৃতঃ।।১০।।

হন। তিনি জয়চন্দ্র নামে খ্যাত হন। তার অনুজ রত্নভানু নামে পরিচিত। তিনি গৌড়বঙ্গাদি মদোৎকট মরুদেশ জয় করে তাদের দন্ডিত করে গৃহে এসে ভ্রাতার আদেশ পালনে তৎপর ছিলেন।।১-৭।।

গঙ্গাসিংহ ভগিনী বীরবতীকে রত্নভানু বিবাহ করেন। তিনি ৭বছর পর পিতৃতুল্য হন। কীর্তিমালিনী তিনপুত্র যথা ধুন্ধুকার, কৃষ্ণকুমার ও পৃথ্বীরাজের জন্ম দেন। দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করলে তিনি সিংহের সঙেগে খেলা করতেন।

অনঙ্গপাল তাকে রাজ্য প্রদান করেন ও হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানপরায়ণ হন। মথুরাপুরে ধুন্ধুকার ও অজমেঢ়ে তার ভাই রাজা হন। তিনি নীতিবিদ্ ছিলেন। তাঁরা পিতৃ আজ্ঞা পালনে তৎপর ছিলেন। প্রদ্যোত ও বিদ্যোত চন্ডবংশে

দ্বাদশাব্দবয়ঃ প্রাপ্ত সিংহলেঘস্ততোহ ভবৎ।
শ্রুত্বাচানং গপালশ্চ তস্মৈ রাজ্যং স্বয়ং দদৌ।।১১।।
মথুরায়াং ধুন্ধকায়োহজমেরে ততোনুজঃ।
রাজাবভূবনীতিজ্ঞস্তৌ সুতৌ পিতুরাজ্ঞয়া।।১২।।
প্রদ্যোতশ্চৈব বিদ্যোতঃ ক্ষত্রিয়ৌ চন্দ্রবংশজৌ।
মন্ত্রিণোতস্য ভূপস্য বলবন্তৌ মদোৎ কচৌ।।১৩।।
প্রদ্যোততনয়ো জাতো নাম্না পরিমলো বলী।
লক্ষসেনাধিপঃ সো হি তেন রাজ্ঞেব সংস্কৃতঃ।।১৪।
বিদ্যোতাদ্ভীষ্মসিংহশ্চ গজসেনাধিপোহ ভবৎ।
স্বর্গতেহ নংপালে তু ভূমিরাজো মহীপতিঃ।।১৫।।
দৃষ্ট্বা তান্বিপ্রিয়ান্ সর্বান্নিজ রাজ্যান্নিরাকরোৎ।
প্রদ্যোতাদ্যাশ্চ চত্বারঃ স্বশূরেদ্বিশর্তে যুত্তাঃ।।১৬।।
কান্যকুব্জ পুরং প্রাপ্য জয়চন্দ্রমবর্ণনম্।
জয়চন্দ্র মহীপাল ত্বন্মাতৃস্ব সৃজো নৃপঃ।।১৭।।

জাত ও ধুন্ধুকারদের মন্ত্রী হন। প্রদ্যোতের পুত্র পরিমল একলক্ষ সেনার অধিপতি ছিলেন। বিদ্যেত ভীষ্ম সিংহ নামক পুত্রের জনক হন। তিনি গজপতি ছিলেন। রাজা অনঙ্গপালের মৃত্যুর পর ভূমি নামক রাজা সিংহাসনে বসেন। তিনি নিজের অপ্রিয় লোকেদের সিংহাসন চ্যুত করেন। প্রদ্যোতাদি চারজন দুইশত নৃপতিকে নিয়ে রাজা জয়চন্দ্রকে বললেন -- তোমার মাতৃস্বসা পুত্র পৃথ্বিরাজ তোমার মাতামহের রাজ্যপ্রাপ্ত করেছে। এর অর্ধভাগ তোমার। আমরা তোমাকে এই ন্যায় কথা বললাম। একথা শ্রবণ করে জয়চন্দ্র বললেন- আমার অশ্বারোহী সেনার অধিপতি হবে তোমার পুত্র। বীর পরিমল আমার মন্ত্রী হোক। আর বিদ্যোত পুত্র মন্ত্রী হলে ভীষ্মক গজসেনার অধিপতি তিনি হন। আপনাদের আমি মহাবতী পুরী প্রদান করলাম। তারা একথা শ্রবণ করে

মাতামহস্যতে রাজ্যং প্রাপ্তবান্নিভয়ো বলী।
ন্যায়েন কথিতোহ স্থাভিরর্দ্ধরাজ্যং হিতে স্মৃতম্।।১৮।
স্বরাজ্যং কথং ভুংক্ষে শ্রুত্বা হি তেন নিরাকৃতাঃ।
ভবন্তং শরণং প্রাপ্ত যথাযোগ্যং তথা কুরু।।১৯।।
ইতি শ্রুত্বা মহীপালোজয়চন্দ্রং উবাচ তান্।
অশ্বসৈন্যে মদীয়ে চাধিকা তে সুতো ভবেৎ।।২০।।
নাম্না পরিমলঃ শূরস্ত্বং মন্থন্ত্রী ভবাধুনা।
বিদ্যোতশ তথা মনত্রী গজ সৈন্যে হি ভীস্মকঃ।।২১।।
বৃত্ত্যর্থে চ ময়া বো বৈ পুরী দত্তা মহাবত্রী।
মহীপতেশ্চ ভূপস্য নগরী সা প্রিয়ং করী।।২২।।
ইতি শ্রুত্বা তুতে সর্বে তথা মত্বা মুমো দিরে।
মহীপতিস্তু বলবাদুখাৎ সন্ত্যজ্য তাং পুরীম্।।২৩।।
কৃত্বৌধীযাং পুরীমন্যাং তত্র বাসমকারয়ৎ।
অগমা মলনা চৈব ভগিন্যৌ তস্য চোত্তমে।।২৪।।
অগমা ভূমিরাজায় চান্যা পরিমলায়সা।
দত্তা ভ্রাতা বিদানেন পরমানন্দ মাপতুঃ।।২৫।।
বিবাহান্তে চ ভূরাজা দুর্গমন্যকারয়ৎ।
কৃত্বা চ নগরীং রম্যাং চতুর্বননিবাসিনীম্।।২৬।।
দেবলী সুমূহূর্তেন দুর্গদ্বারে সুরোপিতা।
গতা সা যোজনান্তে বৈ বৃদ্ধিরূপা সুকলিতঃ।।২৭।।

প্রসন্ন হল। মহাপতির বলবান্ ছিলেন কিন্তু তিনি অবীর্য হয়ে দুঃখের সঙ্গে সেই পুরী ত্যাগ করলেন। তাঁর অগমা ও মলিনা নামক দুই ভগিনী ছিল। তিনি অগমাকে ভূমিরাজ ও মলিনাকে পরিমল রাজার জন্য দান করলেন। বিবাহান্তে ভূরাজা অন্য দুর্গ নির্মাণ করলেন। সেখানে চারবর্ণের মনুষ্য বাস করতে লাগল। শুভ মুহূর্তে দুর্গদ্বারে দেহলী নগরীর প্রতিষ্ঠা হল। তা পরবর্তী সময়ে যোজনান্ত বিস্মৃত হল।।৮–২৭।।

বিস্থিতঃ স নৃপো ভূত্বা দেহলীনাম চাকরোৎ।
দেহলী গ্রাম ইতি চ প্রসিদ্ধোহ ভূন্ নৃপাজ্ঞয়া।।২৮।।
ত্রিবর্ষান্তে চ ভো বিপ্রা জয়চন্দ্রো মহীপতিঃ।
লক্ষযোড়শ সৈন্যাচ্যস্তত্র প্রত্রমচোদয়ৎ।।২৯।।
কিমর্থং পৃথিবী রাজ মদ্দায়ং মেন দত্তবান্।
মাতামহস্য বৈ দায়ং চা দ্ধে মে চ সমর্পয়।।৩০।।
নো চেত্থচ্ছস্ত্রকবি নৈঃ ক্ষয়ং মাস্যন্তি সৈনিকাঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা মহীরাজো বিংশল্লক্ষাধিপো বলী।।৩১।।
দূতং বৈ প্রেযয়ামাস রাজ রাজো মদোৎকটঃ।
জয় চন্দ্র মহীপাল সাধ্বানাং শৃণুম্ব তৎ।।৩২।।
যদা নিরাং কৃতা ধূর্তা ময়ী তে চন্দ্রবংশিনঃ।
ততঃ প্রভৃতি সেনাগে বিশল্লক্ষং সমাহৃতম্।।৩৩।।
ত্বয়া যোড়শলক্ষং চ যুদ্ধসৈন্যং সমাহৃতম্।
সর্ব বৈ ভারতে ভূপা দন্ডযোগ্যাসচ মে সদা।।৩৪।।

রাজা বিস্মিত হয়ে তার নাম দেহলী রাখলেন। তিনবর্ষ পরে ১৬লক্ষ সেনা যুক্ত জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন — আমার মাতামহের অর্ধভাগ রাজ্য আমার, যেটি তুমি অধিকার করে আছ। সেই ভাগ আমাকে প্রদান কর। যদি তুমি না দাও তাহলে কঠিন দ্বারা তোমার সৈনিকদের হত্যা করব। রাজা পৃথ্বীরাজ উত্তরে বললেন — হে মহীপাল জয়চন্দ্র, তুমি সাবধান থাকো। কারণ আমি ২০লক্ষ সেনার অধিপতি যা তোমার ১৬লক্ষ সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম। ভারতের সমস্ত নৃপতি আমার দন্ডযোগ্য কিন্তু আমি কদাপি তোমাকে দন্ড দিতে চাইনি। আপনি বলবান্ হলেও আমাকে করদানের যোগ্য। যদি তা না হয় তাহলে আমার সৈন্য তোমার বলক্ষয় করবে। এইভাবে তাদের মধ্যে শখ্যতা তৈরী হল, আর জয়চন্দ্র সদা ভীত

ভবান্ন দন্ড্যো বলাবান্ করং মে দাতুমর্হন্তি।
নৌ চেন্মৎ কঠিনৈ বানৈঃ ক্ষয়ং সৈনিকাঃ।।৩৫।।
ইতি জ্ঞাত্বা তয়ো র্ধৌরং বৈরং চা সীন্ মহীতলে।
ভূমিরাজশ্চ বলবাঞ্জয় চন্দ্রভয়াদির্তিঃ।।৩৬।।
জয়চন্দ্রশ্চ বলবান্ পৃথিবীর রাজ ভীরুকঃ।
জয়চন্দ্রশ্চার্যদেশমদ্ধ রাষ্ট্র মকলায়ৎ।।৩৭।।
পৃথিবীরাজ এবাসৌ তদার্দ্ধং রাষ্ট্রমানয়ৎ।
এবং জাত্তং তয়োর্বৈর মগ্নি বংশ প্রণাশনম্।।৩৮।।

।। সংযোগিনী স্বয়ম্বর বর্ণন।।

একদা রত্ন ভানুর্হি মহীরাজেন পালিতাম্।
দিশং যাম্যাং স বৈ জিত্বা তেষাং কোশানুপাহরৎ।।১।
মহীরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা পরং বিষময়মাগতঃ।
রত্নভানোশ্চ তিলকো বভূব বহুবিস্তারঃ।।২।।

থাকত। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের সৃষ্ট অর্ধভাগ রাজ্য গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে বৈরীতা তৈরী হয় তা অগ্নিবংশকে বিনাশ করে।।২৮-৩৮।।

।। সংযোগিনী স্বয়ম্বর বর্ণনা।।

এই অধ্যায়ে সংযোগিত স্বয়ম্বর বর্ণনা প্রসঙ্গে পৃথ্বীরাজ প্রতিমা সংযোগিনী বর্ণন করা হয়েছে।

সূতজী বললেন -- একবার রত্নভানু মহীরাজের দ্বারা পালিত মান্যদেশ জয় করে তার সমস্ত কোশ হরণ করেছিলেন। মহারাজ একথা শুনে বিস্মিত হলেন। রত্নভানুর জয়তিলক বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। শুভবীরবতীনগরী তিলকা নামে বিখ্যাত ছিল। সেখানে বারজন রাণী ছিল। তারমধ্যে লক্ষণের মাতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাজা জয়চন্দ্রের ষোড়শ রাণী ছিল। তারমধ্যে কেউই পূর্বকর্ষ দোষে পুত্রবতী ছিলেন না। গৌড় দেশের রাজকন্যা বিভাবতী ছিলেন রাজ

তিলকা নাম বিখ্যাত যা তু বীরবতী শুভা।
শ্রেষ্ঠা দ্বাদথারাজীনাং জননীং লক্ষণস্য বৈ।।৩।।
জয়চন্দ্রস্য ভূপস্য যোষিতঃ ষোড়শাভবৎ।
তাসাং ন তনয়ো হ্যাসীৎ পূর্ব কর্মবিপাবতঃ।।৪।।
গৌড়ভূপস্য দুহিতা নাম্না দিব্যবিভাবরী।
জয়চন্দ্রস্য মহিসী তদ্দাসী সুর ভানবী।।৫।।
রূপযৌবন সংযুক্তা রতি কেলি বিশারদা।
দৃষ্ট্বা তাং সনৃপঃ কামী বুভুজে লস্মরপী ড়িতঃ।।৬।।
তস্যাং জাতা সুতা দেবী নাম্না সংযোগিনী শুভা।
দ্বাদশব্দয়ঃ প্রাপ্তা সা বভূব বরাংগনা।।৭।।
তস্যা স্বয়ং বরে রাজাহ্বয়দ্ভু পান্মহা শুভান্।
ভূমিরাজস্তু বলবাচ্ছ্রুত্বা তদ্রূপমুতমম্।।৮।।
বিবাহার্থে মহশ্চসীচ্চন্দ্রভট্র মচোদয়কে৷
মনিত্রবর ভো মিত্র চন্দ্রভট মম প্রিয়।।৯।।
কান্য কুকাপুরীং প্রাপ্য মন্মূর্তি স্বর্গনির্মিতাম্।
স্থাপয়ত্বং সভামধ্যে মদবৃত্তন্তিং তু সেবদ।।১০।।

মহিষী। তাঁর দাসী সুরভানবী রূপ যৌবন সম্পন্না ছিলেন। তিনি কামকলাতেও পারদর্শী ছিলেন। রাজা জয়চন্দ্র তার প্রতি আসক্ত হন। রাজা তাকে উপভোগ করলে তিনি সংযোগিনী নামক পুত্রীর জন্ম দেন। সেই কন্যা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করলে রাজা স্বয়ংবরের জন্য শ্রেষ্ঠ রাজগণকে ভূমিরাজ মহাবলবান্ ছিলেন। তিনি সংযোগিনীর রূপ বৃত্তান্ত জানতেন। সেই রাজা তাঁর চন্দ্রভট্টকে বললেন — হে মন্ত্রী প্রবর, তুমি সেই রাজ্যে গমন করে সভামধ্যে আমার স্বর্ণময় মূর্তি স্থাপন কর এবং সেখানে কি হল তা আমাকে বলুন।।১-১০।।

ইতি শ্রুত্বা চন্দ্রভট্টো ভবানীভক্তিতৎপরঃ।
গত্বা তত্র ভৃগুশ্রেষ্ঠ যথা প্রোগস্তথঅকরোৎ।।১১।।
স্বয়ম্বরে চ ভূপাশ্চ নানা দেশ্যাঃ সমাগতাঃ।
ত্যক্ত্বা সংযোগিনী তান্বৈ নৃপমূর্তিবিমোহিতা।।১২।।
পিতরাং প্রাহ কামাক্ষী যস্য মূর্তিরিয়ং নৃপ।
ভবিষ্যতি স মে ভর্তা স্বলক্ষণলক্ষিতঃ।।১৩।।
জয়চন্দ্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা চন্দ্র ভট্রমুবাচতম্।
যদিতে ভূপতিশ্চৈব স্বং সৈন্যসমন্বিতঃ।।১৪।।
সঞ্জয়েদ্যোগিনীমেতাং তর্হি মেহতি প্রিয়ো ভবেৎ।
চন্দ্রভট্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা তত্তু সর্বমর্বণয়ক।।১৫।।
পৃথিবীরাজ এবাসৌ শ্রুত্বা সৈন্যমচোদযৎ।
একলক্ষ্যা গজাস্তস্য সপ্তলক্ষাস্থরং গমা।।১৬।।
রথা পঞ্চসহস্রাশ্চ ধনুর্বাণবিশারদাঃ।
লক্ষ পদাতয়ো জ্ঞেয়া দ্বাদশেব মহাবলাঃ।।১৭।।
রাজানস্ত্রিশতান্যে মন্ত্রীরাজপদানুগাঃ।
সার্দ্ধং দ্বাভ্যাং চ বন্ধুভ্যাং কান্য কুবেদ নৃপোহ বামৎ।।১৮।।
ধুন্ধকারশ্চ তদবধুর্গজানীকপতিসদা।
হয়ানীবাপতিঃ কৃষ্ণ কুমারো বলবত্তরঃ।।১৯।।

একথা শ্রবণ করে ভবানী প্রিয় চন্দ্রভট্ট সেখানে গিয়ে রাজার কথা মত কাজ করলেন। স্বয়ংবর সভাতে আগত অনেক রাজা এসেছিলেন, সংযোগিনী সকলকে ত্যাগ করে সেই স্বর্ণমূর্তিতে মোহিত হলেন। তিনি বললেন -- এই সর্বলক্ষণ মূর্তি আমার পতি হওয়ার যোগ্য। সে কথা শুনে রাজা চন্দ্রভট্টকে বললেন -- তোমার প্রভু সকলকে সেনা সমন্বিত হয় তাহলে আমাকে তা জানাও। সেনা সহ তিনি যদি সংযোগিনীকে জয় করলে আমি প্রীত হতাম। চন্দ্রভট্ট সেকথা রাজাকে জানালেন। রাজা পৃথ্বীরাজ তখন একলক্ষ হাতী, সাতলাখ অশ্ব পাঁচ হাজার রথ, বারলক্ষ ধনুর্ধাকী ও তিনশত অনুযায়ী রাজাদের

পদাতীণাং নৃপতয়ঃ পতয়স্তত্র চা ভবন্।
মহান্ কোলাহলো জাতঃ স্থলীং শূন্যামকারয়ন্।।২০।
বিংশৎ কোশ প্রমানৈন স্থিতং তস্য মহাবলম্।
জয়চন্দ্রস্তু সংজ্ঞায় মহীরাজস্য চাগত্মম্।।২১।।
স্বসৈন্যং কল্পয়ামাম্ লক্ষষোড়শসম্মিতম্।
একলক্ষা গজাস্তস্য সপ্তলক্ষাঃ পদাতয়ঃ।।২২।।
বাজিনশ্চাষ্টলফাশ্চ সর্বযুদ্ধবিশারদাঃ।
দ্বিশতান্যেব রাজানঃ প্রাপ্তাস্তত্র সমাগত্মে।।২৩।।
আগস্কৃতং মহীরাজং মত্বা তে শুক্লবংশিনঃ।
যুদ্ধার্থিনঃ স্থিতাস্তত্র পুঃমাপস্কৃতং হ্যভূতত্।।২৪।।
ইশনদ্যাঃ পরে কুলে তদ্দোলা স্থাপিতা তদা।
নানা বাদ্যানি রম্যানি তত্র চক্রুমহারবম্।।২৫।।
রত্ন ভানুর্গজানীকে রূপানীকে হি লক্ষণঃ।
তাভ্যাং সেনাপতিম্যাং তৌ সাংগুপ্তৌ বলঞ্চরৌ।।২৬
প্রদ্যোর্তশ্চেব বিদ্যোতো রত্নভানুং বরযাতুঃ।
ভীষমঃ পরিমলশ্চৈব লক্ষণং চন্দ্রবাশজঃ।।২৭।।

নিয়ে এবং নিজ ভ্রাতাদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে কান্যকুব্জে গেলেন। গজারোহী সেনাপতি ধুন্ধুকার, অশ্বারোহী সেনাপতি কৃষ্ণ কুমার ও পদাতিক সৈন্যদের অধিপতি সেখানে গিয়ে মহাকোলাহলে স্থলীশূন্য করলেন।।১১-২০।।

সেই মহা সৈন্যদল তিন ক্রোশ জুড়ে ছিল। জয়চন্দ্র তখন বুঝতে পারলেন মহীরাজ এসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি নিজের ১৬লক্ষ সেনা যথা একলক্ষ হাতী, আটলক্ষ অশ্ব, সাতলক্ষ পদাতিক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন। এরসাথে দুইশত অনুগত রাজা সেখানে সমাগত হলেন। পৃথ্বীরাজকে অপরাধী মনে করে যুদ্ধ করার ইচ্ছাতে সেখানে উপস্থিত হলেন। ঈশানদী অপর তীরে দোলাস্থাপিত করে সুন্দর বাদ্যধ্বনি করে পৃথ্বীরাজও অগ্রসর হলেন।

ভূপাঃ দাতিসৈন্যে চ সংস্থিতা মদবিহ্বলাঃ।
ততোশাসীন্ মহদ্যুদ্ধং দারুণং সৈন্য সংক্ষয়ম্।।২৮।।
হয়া হয়ৈর্মৃতা জাতাগজাস্বৈব গজৈস্তথা।
পদাতয়র পদাতৈশ্চ মৃত্তাশ্চান্যে ক্রযাদ্রনৈ।।২৯।।
ভূপৈশ্চ রক্ষিতাঃ সর্বৈ নির্ভয়ারণ মায়ায়ু।
মাবৎ সূর্যঃ স্থিতো ব্যোন্মি তাবদ্যুদ্ধবর্ত্তন।।৩০।।
এবং পঞ্চদিনং জাতং যুদ্ধং বীরজনথায়ম্।
গজা দশাসহস্রানি হয়া লক্ষানি সংক্ষিতা।।৩১।।
পঞ্চলক্ষ্যং মহীভর্তুর্হতা স্তত্র পদাতয়ঃ।
রাজানো দ্বে শতে তত্র রথাশ্চ ত্রিশতং তথা।।৩২।।
কান্য কৃব্দাধিপস্যৈব গজা নবসহস্রকাঃ।
সহস্রেবাং রথাজ্ঞেযাস্ত্রি লক্ষং চ পদাতয়ঃ।।৩৩।।
একলক্ষং হয়াস্তত্র মৃতাঃ স্বর্পাপুরং যযুঃ।
ষষ্ঠা হে সমনুপ্রাপ্তে পৃথিবী রাজ এব সঃ।।৩৪।।
দুঃখিতো মনসাদেবা রুদ্রং তুষ্টাব ভক্তিমান্।
সন্তুষ্টস্থ মহাদেবো মোহয়া মাস তদ্বলম্।।৩৫।।

গজসেনাকে রত্নভানু ও রূপানীক নেতৃত্বে দিলেন। প্রদ্যোত ও বিদ্যোত রত্নভানুকে রক্ষা করেছিলেন। চন্দ্রবংশীয় ভীষ্ম ও পরিমল লক্ষণকে রক্ষা করেছিলেন। পদাতিক সেনাদলের মধ্যে মদগর্বিত নৃপ ছিলেন। এরপর যখন দুইদল সেনা একত্রিত হল তখন দারুণ যুদ্ধ শুরু হল।।২১-২৯।।

পাঁচদিন ধরে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে লাগল। অশ্বের দ্বারা অশ্ব, গজের দ্বারা গজ, পদাতিক সৈন্যের দ্বারা পদাতিক সৈন্য মারা যেতে লাগল। এই ভাবে লোকক্ষয় হতে হতে যুদ্ধ সমান সমান হতে লাগল। দশসহস্র হাতী, একলক্ষ ঘোড়া যুদ্ধে মারা গেল। পৃথ্বীরাজের পাঁচলক্ষ পদাতিক সৈন্য

প্রসন্নস্তু মহীরাজো গতঃ সংযোগিনীং প্রাতঃ।
দৃষ্ট্বা তৎসুন্দরং রূপং মুমোহ বসুধাদিপঃ।।৩৬।।
সংযোগিনী নৃপং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিত্বা বাভৎক্ষণাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা তদ্দোলামনয়দ্বলাজা।।৩৭।।
জগামদেহলীং ভূপঃ স্বসৈন্যসমন্বিতঃ।
যোজনান্তে গতে তস্থিন্ বোধিতাস্তে মর্দোদ্ভটাঃ।।৩৮।
দৃষ্টানৈব তদা দোলাং প্রজগ্মুর্বেগবত্তরাঃ।
শ্রুত্বা কোলাহলং তেষাং মহীরাজো নৃপোত্তমঃ।।৩৯।
অর্দ্ধৈসৈন্যং চ সংস্থাপ্য স্বয়ং গেহমুপাগমৎ।
উভৌ দদভ্রাতরৌ বীরো চাদ্ধসৈন্যসমন্বিত্তৌ।।৪০।।
সুকরক্ষেত্রমাসাদ্য যুদ্ধায় সযুপস্থিতৌ।
এতস্মিন্নন্তরে সর্বে প্রদ্যোতাদিমহাবলাঃ।।৪১।।
স্বসৈয্যৈঃ সহ সংপ্রাপ্য মহদ্যুদ্ধমবারমন্।
হয়াহয়ৈসশ্চ সংজগ্মুসর্গ অথ গজৈর সহ।।৪২।।

মারা গেল দুইশত রাজা, তিনশত রথ মারা গেল। কান্যকুব্জের রাজারও নয় হাজার হাতী, এক হাজার রথ, তিনলক্ষ পদাতিক ও একলক্ষ অশ্ব মারা গিয়েছিল। ষষ্ঠদিনে দুঃখিত হৃদয়ে পৃথ্বীরাজ রুদ্রদেবের স্তুতি করেছিলেন। সেই স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বিপক্ষ রাজার সেনাদেরকে মোহিত করলেন। পৃথ্বীরাজ তখন প্রসন্নচিত্তে সংযোগিনীর কাছে গিয়ে তার পরম সুন্দর রূপ লাবণ্য দেখে মোহিত হলেন। সংযোগিনীও রাজাকে দেখে মূর্চ্ছিত হলেন। রাজা নিজ শক্তিতে দোলা এনে সমস্ত সেনাদের নিয়ে দিল্লী চলে গেলে কান্যকুব্জ সেনার বোধ হল। তারা সংযোগিনীর দোলা দেখে অত্যন্ত বেগে পশ্চাতে চলতে লাগল। মহীরাজ ও তার দুই ভাই নিজেদের অর্ধেক সেনা সমন্বিত হয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল। শূকল ক্ষেত্রে প্রদ্যোত নিজ সেনাদের নিয়ে এলেন এবং মহাযুদ্ধ শুরু হল।।৩০-৪২।।

বাংকুলশ মহানাসীদ্দারুণো লোহহর্ষনঃ।
দিনাস্তে সংক্ষয়ং যাতাং তয়োশ্চৈব মহদ্বলম্।।৪৩।।
ভলভীতা পরৈ তত্র জ্ঞাতা রাত্রিং তমো বৃতাম্।
প্রদুদুবুর্ভয়াদ্বীরা হয় শেষাস্ত্ত চেহলীম্।।৪৪।।
প্রদ্যোতাদ্যাশ্চ তেবীরা দেহলীং প্রতি সংযযুঃ।
পুনস্তরোমর্হদ্যুদ্ধং হ্যভবল্লোমহর্ষনম্।।৪৫।।
ধুন্ধুকারশ্চ প্রদ্যোতং হৃদি বানৈরতাড়য়ৎ।
ত্রিভিশ বিষনিধূর্তৈ মূর্চ্ছিতর য মমার চ।।৪৬।।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্টা বিদ্যোতশ্চ মহাবলঃ।
অজগাম গজারুঢ়ো ধুন্ধকারমতাড়য়ৎ।।৪৭।।
ত্রিভিশ্চ তোমরেঃ সোহপি মূর্চ্ছিতো ভূমি মাগতম্।
মূর্চ্ছিতং ভ্রাতরং দৃষ্টা ধুন্ধুকারং মহাবলম্।।৪৮।।
তদা কৃষ্ণ কুমারোহসৌ গজসহস্থরিতো যযৌ।
রূপাবিষ্টশ্চতং বীরং ভল্লেনৈবমতাড়য়ৎ।।৪৯।।
ভল্লেন তেন সংভিন্নো মৃতঃ স্বর্গ পুরং যযৌ।
বিদ্যোত নিহতে তস্মিন্ সর্বসৈন্যচভূপতৌ।।৫০।।
রত্নাভানুর্মহাবীরোহয়ুধ্যত্তেন সমান্বিতঃ।
এতস্থিন্নন্তরে রাজা সহস্র গজসংযুতঃ।।৫১।।

দিনান্তে অন্ধকার শুরু হলে সেনাদল ভীত হয়ে দিল্লী নগরীতে ফিরে এলেন। হত শেষ বীরগণ নিজেদের মধ্যে এবার মহাযুদ্ধ শুরু করলেন। ধুন্দুকার প্রদ্যোতের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করলেন। বিদ্যোত ভাইকে মূর্চ্ছিত দেখে তিনি তিনটি শরের দ্বারা ধুন্ধুকারকে মূর্চ্ছিত করলেন। তা দেখে কৃষ্ণকুমার অগ্রসর হলে রূপাবিষ্ট তাকে ভল্লের দ্বারা তাড়িত করলেন। এর ফলে তিনি মারা গেলেন। বিদ্যোতের মৃত্যুর পর রত্নভানু সেনাদের নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভগবান্ শিবের কাছে বরদান প্রাপ্তকারী রাজা ভীষ্ম, পরিমল ও লক্ষণকে মোহিত করে দিল। এই দেখে রত্নভানু নিজ বৈষ্ণব শরের দ্বারা

লক্ষণং সহিতং তাভ্যাং ক্রুদ্ধং তং সমসুধ্যত।
শিবদত্তবরো রাজা ভীষ্মং পরিমলং রুষা।।৫২।।
রুদ্রাস্ত্রৈমোহয়ামাস লক্ষণং বলবত্তরম্।
মূর্চ্ছিতাংস্তান্ মালোক্য রত্নভানু শরৈর্নিজৈঃ।।৫৩।।
ধুন্ধুকারং মহীরাজাং বৈষ্ণবৈঃ সমমোহয়ন্।
কৃষ্ণকো রত্নভানুশ্চ যযুদাতে পরস্পরম্।।৫৪।।
বভৌ সমবলৌ বীরৌ গজপৃষ্ঠস্থিতৌ রণে।
অন্যোন্যনিহতৌ নাগৌ খংগহস্তৌ মহীহবলে।।৫৫।।
যুযুধাতে বহুন্ মার্গান্ কৃতবন্তৌ সুদুর্জয়ৌ।
প্রহরান্তং রণং কৃত্বা মরণায়োপজগ্মতুঃ।।৫৬।।
হতে তস্মিন মহাবীর্যে কান্যকুব্জা ভয়াতুরাঃ।
মূর্ছিতান্ স্ত্রীন্ সমাদায় পঞ্চলক্ষবলৈর্যুতাঃ।।৫৭।।
রণং ত্যক্ত্বা গৃহং জগ্মুনৃপশোকপরায়নাঃ।
রত্নভানৌ চ নিহতে হতোৎ সাহাশ্চ ভূমিপাঃ।।৫৮।।
স্বং স্বং নিবেশানং জগ্মুর্মহারাজ ভয়াতুরাং।
দেবানারাধয়ামাসূর্যভেষ্টং তে গৃহে গৃহে।।৫৯।।
মহীরাজস্তু বলবান্ সপ্তলক্ষবলান্বিতঃ।
ধুন্ধুকারেণ সহিতো বন্ধুকৃত্যোধ্বমাচরৎ।।৬০।।

ধুন্ধুকার মহীরাজকে মোহিত করে কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।।৪৩-৫৪।।

এই দুই বীর গজারূঢ় হয়ে যুদ্ধ করছিলেন, নিজের হাতী মারা গেলে তারা খর্গ হাতে নিয়ে ভূমিতলে যুদ্ধ করতে লাগলেন। পরিশেষে মৃত্যুবরণ করলেন।।৫৫-৫৬।।

সেই দুই মহাবীর মারা গেলে কান্যকুব্জের রাজা ভয়াতুর হয়ে রণভূমি ত্যাগ করলেন। রত্নভানুর মৃত্যুর পর মহীরাজ নিজ রাজ্যে ফিরে এসে দেবারাধনা করতে লাগলেন। সাতলক্ষ মহা বলবান্ সেনা নায়ক মহীরাজ

তথাভীষ্ম পরিমলো লক্ষণঃ পিতরং স্বকম্।
গ্বংগাকূলে সমাগম্য বোধদৈহিকমাচরৎ।।৬১।।
ভূমিরাজস্ব বিজয়ো জয়চক্রয়শো রণে।
প্রসিদ্ধমভবদ্ভূযৌ গেহে গেহে জনে জনে।।৬২।।
জয়চন্দ্রঃ কান্যকুব্জে দেহল্যাং পৃথিবী পতিঃ।
উৎসবং কারয়িত্বা তু পরমানন্দমাযযৌ।।৬৩।।

।। ইন্দ্র কা বরদান।।

ভীষমঃ সিংহস্থিতে গংগাকূলে শকপ্রজকঃ।
শক্রং সূর্যময়ং জ্ঞাত্বা তপষা সমতোষয়ৎ।।১।।
মাসান্তে ভাবানিদ্রো জ্ঞাত্বা তদ্ভক্তি মুত্তমাম্।
বরং বরয় চ প্রাহ শ্রুত্বা শূরোব্রবীদিদম্।।২।।
দেহি মে বড়বাং দিব্যাং মদি তুষ্টো ভবান প্রভুঃ।
ইতি শ্রুত্বা তদা তস্থৈ বড়বাং হরিনীং শুভাম্।।৩।।
দদৌ স ভগবানিদ্রস্তত্রৈবান্ত র্হিতো ভবৎ।।৪।।

ধুন্ধুকারের প্রতি বন্ধুকৃত্য করলেন। এইভাবে ভীষ্ম, পরিমল ও লক্ষণ নিজ নিজ পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া গঙ্গাতটে সম্পন্ন করলেন। ভূমিরাজের বিজয় জনমধ্যে প্রচারিত হল। কান্যকুব্জে জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে উৎসব করে পরমানন্দ লাভ করলেন।।৫৭-৬৩।।

।। ইন্দ্রের ঘোটকী দান।।

এই অধ্যায়ে ভীষ্মরাজের তপস্যায় সন্তুষ্ট ইন্দ্রদেবের বরদানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

সূতজী বললেন — গঙ্গাতটে ভীষ্মসিংহ সূর্যময় শক্রকে তপের দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন। একমাস পরে ভগবান্ ইন্দ্র তার সর্বোত্তম ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে

তস্মিন্ কালে পরিমলঃ পিতৃশোক পরায়ণঃ।
পার্থিবে পূজয়ামাস মহাদেব মুমাপতিম্।
পরীক্ষার্থে শিবঃ সাক্ষাৎ স্পরোগেন তং প্রসৎ।।৫।।
ব্যতীতে পঞ্চমে মাসে নৃপের শক্তি বির্বর্জিতঃ।
ন তত্যাজ মহাপূজাং মহাক্লেশ সমন্বিতঃ।।৬।।
মরণায় যযৌ কাশীং স্বপত্ন্যা সহিতো নৃপঃ।
উবাস বট মূলান্তে রাত্রৌ রোগপ্রপীড়িতঃ।।৭।।
এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিৎপন্নগো মূলসংস্থিতঃ।
শব্দং চকার মধুরং শ্রুত্বা রুদ্রাহিরামযৌ।।৮।।
রুদ্রাংহি পন্নগঃ প্রাহ ভবান্নিদয় মন্দধীঃ।
শিবভক্তং নৃপমিযং পীড়য়েৎ প্রত্যহং খলঃ।।৯।।
মুখোহয়ং ভূপতিঃ সাক্ষাদারনালং পিবেন্নহি।
ইতি শ্রুত্বা স রুদ্রাহিরাহ রে পন্নগাধম।।১০।।
রাজ্ঞো দেহে পরং হর্ষং প্রত্যহং প্রাপ্ত বাহনম্।
স্বগেহং দুঃখস্ত্যাজ্যং কথং ত্যাজং ময়াশঠ।।১১।।

বললেন -- বরদান প্রার্থনা কর। সেকথা শুনে সেই বীর বললেন -- যদি আপনি আমার তপস্যায় প্রসন্ন হন তাহলে আমাকে দিব্য ঘোটকী প্রদান করুন। তার কথা শ্রবণ করে ইন্দ্র পরম সুন্দরী ঘোটকী তাকে দিলেন। সেই সময় রাজা পরিমল নিজ পিতার শোকে কাতর ছিলেন। তিনি পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজন করেছিলেন। পরীক্ষার জন্য শিব তাকে সর্পরোগে গ্রাস করলেন। পাঁচমাস ব্যতীত হলে রাজা শক্তি বর্জিত হয়ে গেল। কিন্তু মহাক্লেশযুক্ত হয়েও তিনি মহাদেবের পূজা ত্যাগ করেন নি। নিজ পত্নীর সাথে রাজা মৃত্যুর জন্য কাশী চলে গেলেন। সেখানে বটমূলান্তে রোগ পীড়িত হয়ে বাস করতে লাগলেন। এতিমধ্যে কোনো পন্নগ মূলে পতঙ্গের শব্দ শুনে মহাদেবের সর্প সেখানে এসে উপস্থিত হল। সেই মধুর শব্দ শ্রবণ করে পন্নগ বলল -- তুমি তো অত্যন্ত নির্দয়ী, রাজাকে খলের ন্যায় নিত্য পীড়া দিচ্ছ। প্রত্যুত্তরে সর্পটি

মুর্খোত্র ভুপতির্য়ো বৈ তৈলোষ্টং যন্ন দত্তবান্।
ইত্যুক্বান্ তর্গতো দেহে শ্রুত্বা সামলনা সতী।।১২।।
চ কার পন্নগোক্তং তদ্ গতরোপো নৃপোহভবৎ।
তৈলষ্ণৈ বিলযা পূর্য চ খান্ চ সতী স্বয়ম্।।১৩।।
ততো জাতং স্বয়ং লিংগমংষ্ঠাভং সনাতনম্।
জ্যোতিরূপং বিদানন্দং সর্বলক্ষ্মণ সমান্বিতম্।।১৪।।
নিশীথে তম উদভূতে দিক্ষু সূর্যত্বমাগতম্।
দৃষ্ট্বা স বিস্থিতো রাজা পূজয়ামাস শংকরম্।।১৫।।
মহিন্ম স্তবাপাঠৈশ্চ তুষ্ট্বা গিরিজাপতিম্।
তদা প্রসন্নো ভগবান্ বরং ব্রুহি তমব্রবীৎ।।১৬।।
শ্রুবাহ নৃপতি দে যদি তুষ্টো মহেশ্বর।
শ্রীপতিমৈ গৃহং প্রাপ্য বমেনমৎপ্রিয় কারকঃ।।১৭।।

বলল - রে অধম পন্নগ, রাজা তো বড় মুর্খ, কেননা আরনাল তিনি সেবন করেন না। রাজার শরীরে আমি প্রত্যহ পরম হর্ষ প্রাপ্ত করি, নিজ গৃহ কোন্ দুঃখে ত্যাগ করব। রাজা এতই মূর্খ যে যিনি তৈলোষ্ণ দেন না। একথা বলে সে দেহে প্রবেশ করল। রাজপত্নী মলনাসতী একথা শ্রবণ করে রাজাকে বললেন। সেই কথা শ্রবণ করে রাজা রোগমুক্ত হলেন। উষ্ণ তৈলে বিল পূরিত করলে সেখানে অঙ্গুল পরিমাণ সনাতন লিঙ্গ উৎপন্ন হল। সেই লিঙ্গ জ্যোতিরূপ চিদানন্দ ও সমস্ত লক্ষণ সংযুক্ত ছিল। অর্ধরাত্রে অন্ধকারে উৎপন্ন হলে চতুর্দিকে সেই জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ল। রাজা তা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি ভগবান্ শংকরের পূজা করলেন। মহিম্ন স্ত্রোত্রপাঠ পূর্বক তিনি গিরিজাপতির স্বরণ করলেন। তাতে করে ভগবান্ প্রসন্নচিত্তে তাঁকে বর দিলেন। রাজা ভগবানের কাছে বললেন — যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন তা হলে যেন শ্রীপতি প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং আমার গৃহে অবস্থান করেন যাতে আমার ভালো হয়।।১-১৭।।

তথেত্যুক্ত্বা মহাদেবো লিংগরূপত্ব মাগতঃ।
প্রত্যহং ভারসেবং চ সুর্বণং সুষুবে তনোঃ।।১৮।।
তদা মলস্ত্ত সন্তুষ্ট প্রাপ্তোবোহং মহাবতীম্।
ভীষ্ম সিংহেন সহিত পরমানন্দমাম্বযৌ।।১৯।।
ততঃ প্রভৃতি বর্ষান্তে জয়চন্দ্র পুরী যযৌ।
দৃষ্ট্বাপরিমলং রাজা কৃত কৃত্যত্বমাগতঃ।।২০।।
দিষ্ট্যা তে সংক্ষিতো রোগো দিষ্ট্যা তে দর্শিতং মুখম্।
ভবান্নিজপুরীং প্রাপ্য সুখী ভবতু মাচিরক্ষ।।২১।।
যদা মে বিঘ্ন আভূয়াত্তদা ত্বং মাং সমাচর।
ইতি শ্রুত্বা পরিমলো গত্বা স্থান মবা সয়ৎ।।২২।।
তদা তু লক্ষণো বীরো ভগবন্তমুমা পতিম্।
জগন্নাথ মুপাগম্য সমভ্যর্চ্চাপরোহ ভবৎ।।২৩।।
পক্ষ মাত্রান্তরে বিষুঞ্জগন্নাথ উষাপতিঃ।
বরং ব্রুহি বচশ্চেতি লক্ষণং প্রাহ হর্ষতঃ।।২৪।।

'তাই হোক' — একথা বলে ভগবান্ শংকর লিঙ্গ স্বরূপ প্রাপ্ত হলেন। তিনি প্রত্যহ একভার সুবর্ণ নিজ দেহ থেকে প্রসব করতে লাগলেন। মলনা নিজগৃহে ফিরে এলেন ও রাজার সঙ্গে প্রভূত আনন্দিত হলেন। একবর্ষ পরে তাঁরা জয়চন্দ্রের পুরে গেলেন। রাজা পরিমল দেখলেন ও কৃতকৃত্যত্ব হলেন। তিনি বললেন — তোমার রোগমুক্তি ও সুখ দেখে আমার প্রভূত আনন্দ হচ্ছে। এখন নিজ পুরীতে গমন কর। কোনোরূপ বিঘ্ন এলে আমাকে স্মরণ করবে।।১৮-২১।।

একথা শ্রবণ করে পরিমল নিজ স্থানে ফিরে এলেন। সেই সময় বীর লক্ষণ জগন্নাথপুরীতে গিয়ে উমাপতি ভগবান্‌কে অভ্যর্চন করলেন। একপক্ষের মধ্যে উমাপতি জগন্নাথ বিষ্ণু তাঁকে বর দিলেন। তখন তিনি

ইত্যুক্তঃ স তু তং দেবং নত্বোবাচ বিনম্রধীঃ।
দেহি মে বাহনং দিব্যং সর্বশক্রুবিনাশনম্।।২৫।।
ইতি শ্রুত্বা জগন্নাথর শক্তি মেরাবতাদ গজাৎ।
সযু পাদ্য দদৌ তস্থৈ দিব্যামৈরাবতীং মুদ্ধা।।২৬।।
আরুহ্যৈরাবতীং রাজা লক্ষণো গেহমাযযৌ।
সর্বৈ পরিমলো রাজা জগাম চ মহাবতীম্।।২৭।।
এতস্থিনন্তরে বীরাস্তালনাদ্যা মদোৎকটাঃ।
মহাবতীং পুরীং প্রাপ্য দদৃশুস্তং মহীপতিম্।।২৮।।
তেন সার্দ্ধং চ মহতীং প্রীতিং কৃত্বান্য বাসয়ন।
মাসান্তে চ পুনস্তে বৈ রাজানো বিনয়ান্বিতাঃ।।২৯।।
উচুস্তা শৃনু ভূপাল চয়ং গচ্ছামেহে পুরীঃ।
তদা রাজাপি তান প্রাহ স্বর্নক্ষতি পতীনথ।।
দত্ত্বাধিকারং পুত্রেভ্যদাহ হ্স্মাস্যানি বোহন্তিকম্।।৩০
তথেত্যুক্তাস্তু তে রাজ্ঞা স্বগেহং পুনরাযযুঃ।
সীনুঙ্গে দেশরাজস্তু দ্বিজেভ্যঃ স্বপুরং দদৌ।।৩১।।

ভগবান্ বিষ্ণুর কাছে শক্রনাশকারী দিব্যবাহন প্রার্থনা করলেন। তখন পরম প্রসন্ন বিষ্ণু তাঁকে ঐরাবত হস্তীর শক্তি সম্বলিত ঐরাবতী শক্তি প্রদান করলেন। রাজা লক্ষণ সেই হস্তীতে আরোহণ করে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন এবং রাজা পরিমল ও নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন।।২২-২৭।।

এই সময় তালনাদিবীর অত্যন্ত মদোৎকট হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা মহাবতীপুরে গিয়ে রাজাকে দেখলেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সেখানে থাকতে লাগলেন। মাসান্তে সবিনয়ে রাজাকে বললেন — হে ভূপাল, আমরা এখন নিজ পুরীতে যাচ্ছি। রাজাও তখন সেই সমস্ত ক্ষিতিপতিকে বললেন — পুত্রের অধিকারে আমি তোমাদের কাছে যাব। 'তাই হবে' — বলে তারা নিজরাজ্যে ফিরে গেল।।২৮-৩১।।

পুত্রেভ্য স্তালনোবীরো দদৌ বারানসীং পুরীম্।
অলিকোল্লামতিঃ কাল পত্রঃ পুষ্পোদরী বরী।।৩২।।
করীনরী সুললিতস্তেষাং নামনি বৈক্রমাৎ।
দ্বৌ দ্বৌ পুত্রৌ স্মৃতৌ তেষাং পিতুস্তুল্যপরাক্রমৌ।।৩৩
সর্ব্বে পুত্রাজ্ঞয়া শূরস্তালনো রাক্ষসপ্রিয়াঃ।
যাতুধানময়ং দৈবং তুষ্টাব ম্লেচ্ছপূর্ব্যনেঃ।।৩৪।।
তথা বসুমতঃ পুত্রৌ ভূপতী দেশবৎসজৌ।
শক্রং সূর্যং সমারাধ্য কৃতকৃত্যৌ বভূ বতুঃ।।৩৫।।
সিংহিনীং নাম বড়বাং মাতু দত্তা ভয়ানকা।
আরুহ্য বলাবঞ্ছুরো গমনায় মনো দধৌ।।৩৬।।
পঞ্চশব্দং মহানাগমিন্দ্রদক্তং মনোরমম্।
দেশরাজসত্তমারুহ্য গমনায় মনো দধো।।৩৭।।
হয়ং পপীহবাং নাম সূর্যদক্তং নরস্বরম্।
বৎসরাজস্তমারুহ্য গমনায় মনো দধে।।৩৮।।
এয় শূরাঃ সমাগম্য নগরীং তে মহাবতীম্।
উযুস্তত্র মহাত্মানো বহুমানেন সৎকৃতাঃ।।৩৯।।
সেনাষষ্টিস্থস্রং তত্তেযোং স্বামী স তালনঃ।
মন্ত্রিনো ভ্রাতরো তৌ চ নৃপতেশ্চন্দ্রবংযিনঃ।।৪০।।
তৈবীরৈ রক্ষিতো রাজা কৃত কৃত্যত্বমাগতঃ।।৪১।।

বীর তালন পুত্রদের জন্য বারাণসী পুরী দিয়েছিলেন। তাদের নাম হল অলিকোল্লামতি, কাল, পত্র, পুষ্পোদরী, বরা, কারী, নরী, এবং সুললিত। তাদের দুইপুত্র পিতৃতুল্য পরাক্রমী ছিলেন।।৩২-৩৩।।

সিংহিনী নামক ঘোটকীতে তালন ইন্দ্রদত্ত পঞ্চশব্দ মহানাগ অশ্বে দেশরাজ আরোহণ করে গমন করলেন। তিনবীর মহাবতী নগরীতে এসে বহু মানুষের দ্বারা সৎকৃত হয়ে বাস করতে লাগলেন। সেখানে ষাট হাজার সেনার রাজা ছিলেন তালন এবং চন্দ্রবংশী দুই ভাই হলেন মন্ত্রী। তাদের দ্বারা রক্ষিত রাজা সফল হলেন।।৩৬-৪১।।

।। কৃষ্ণাংশচারিত্র বর্ণনম্।।

নবমাব্দং বয়ঃ প্রাপ্তে কৃষ্ণাংশো বলবত্তরঃ।
পধিত্বান্ধীক্ষিকীং বিদ্যাং চতুঃষষ্টিকলাস্তথা।।১।।
ধর্মশাস্ত্রং তথৈবাপি সর্বশ্রেষ্ঠো বভূব হ।
তস্মিন্‌কালে ভৃগুশ্রেষ্ঠ মহীরাজো নৃপোত্তমঃ।।২।।
করার্থং প্রেষয়ামাস স্বসৈন্যং চ মহাবতীম্।
তে বৈ লক্ষং মহাশূরাঃ সর্বশাস্ত্রাস্ত্রধরিণঃ।।৩।।
উচুঃ পরিমলং ভূপং শৃণু চন্দ্রকুলোদ্ভব।
সর্বে চ ভারতে বর্ষে যে রাজানো মহাবলাঃ।।৪।।
ষড়ংশং করমাদায়াস্মদ্রাজায় দদন্তি বৈ।
ভবান্নরে হি তস্যৈব যোগ্যা ভবতি সাম্প্রতম্।।৫।।
অদ্যপ্রভৃতি চেদ্রাজ্ঞে তস্মৈ দদ্যাৎকরং ন হি।
মহীরাজস্য রৌদ্রাস্ত্রৈ ক্ষয়ং যাস্যতি সৈনিকৈঃ।।৬।।
যে ভূপা জয়চন্দ্রস্য পক্ষগাস্তে হি তদ্ভয়াৎ।
দদন্তে ভূমিরজায় দন্তং তস্পিন্ সৎকৃতাঃ।।৭।।

।। কৃষ্ণাংশ চরিত্র বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণাংশ চরিত্র তথা রাজাগণকে করদ করার বৃত্তান্তের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন —কৃষ্ণাংশ নবমবর্ষে পদার্পণ করলে বলবান্ হন। তিনি আন্বিক্ষিকী বিদ্যা, চতুঃষষ্ঠি কলা, ধর্মশাস্ত্র এই সকল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ সেই সময়, নৃপোততেম মহীরাজ নিজ সেনা মহাবতীপুরে কর গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। সেই সময় দলে একলক্ষ মহান্‌শূরবীর অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেছিলেন।।১-৩।।

তারা পরিমল রাজার কাছে এসে বললেন — হে চন্দ্রকুলোদ্ভব শ্রবণ করুন, সমস্ত ভারতবর্ষে বলবান্ সব রাজার ন্যায় এক-ষষ্ঠাংশ কর আমাদের রাজাকে প্রদান করুন। যদি তা না করেন তাহলে মহারাজের রৌদ্র শরের আঘাতে আপনার সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।।৪-৭।।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিস্তস্মৈ রাজ্ঞে মহাত্মনো।
করং ষড়ংশমাদায় দদৌ প্রীতিসমন্বিতঃ।।৮।।
দশলক্ষমিতং দ্রব্যং গৃহীত্বা তে সমাযযুঃ।
মহীরাজ প্রসন্নাত্মা পূর্ববৈরমপাহরৎ।।৯।।
তদা তে লক্ষশূরাশ্চ কান্যকুব্জমুপাযযুঃ।
জয়চন্দ্রং তু নত্বোচু শৃণু লক্ষণকোবিদ।।১০।।
পৃথ্বিরাজো মহারাজো দন্ডং তত্ত্বঃ সমিচ্ছতি।
ইত্যুক্তস্তৈবৈষ্ণবাস্ত্রী লক্ষণাস্তানুবাচ হ।।১১।।
মদ্দেশে মন্তলিকাশ্চ বহবঃ সন্তি সাম্প্রতম্।
ভূমিরাজো মন্ত লিকো ময়ি জীবতি মা ভবেৎ।।১২।।
ইত্যুক্ত্বা বৈষ্ণবাস্ত্রং তাৎক্রুদ্ধঃ স চ সমাদধৎ।
তদস্ত্রজ্বালতঃ সর্বে ভয়ভীতাঃ প্রদুদ্রুবুঃ।।১৩।।
মহীরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা মহদ্ভয়মুপাগমৎ।
দশাব্দং চ বয়ঃ প্রাপ্তে কৃষ্ণাংশে মল্লকোবিদে।।১৪।।
নানামল্লাঃ সমাজগ্মুস্তেন রাজ্ঞেব সৎকৃতাঃ।
তেষাং মধ্যে স কৃষ্ণাংশো বাহুশালী বভূব হ।।১৫।।

সৈনিকগণের একথা শ্রবণ করে রাজা পরিমল এক-ষষ্ঠাংশ কর মহাত্মা মহীরাজকে প্রীতিযুক্ত হয়ে দিয়েছিলেন। দশলক্ষ প্রমাণ দ্রব্য নিয়ে পরম আনন্দে মহীরাজ চলে এলেন এবং সমস্ত বৈরীতা দূর করে দিলেন। পুনঃ সেইসময় একলক্ষ শূরবীর কান্যকুব্জ দেশে চলে গেল। তারা জয়চন্দ্রকে নমস্কার করে বললেন — হে লক্ষ্মণকোদ্বিদ্ শ্রবণ করুন, মহারাজ পৃথ্বীরাজ আপনার দন্ড গ্রহণে ইচ্ছুক। তারা এইকথা বললে বৈষ্ণবাস্ত্রী লক্ষণ তাদের বললেন, আমার দেশ এইসময় প্রভূত মন্ডলিক। আমি জীবিত থাকতে ভূমিরাজ মান্ডলিক হবেন না। একথা বলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বৈষ্ণবাস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সেই অস্ত্রের জ্বালাতে সকলে ভয়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন। মল্লের পরম পন্ডিত কৃষ্ণাংশ যখন দশবর্ষের হলেন তখন সেখানে অনেক মল্লবিদ্ এলেন।।৮-১৫।।

উর্বীয়াধিপতেঃ পুত্রঃ ষোড়শাব্দবয়া বলী।
শতমল্লৈশ্চ সহিতঃ কদাচিত্ত সমাগতঃ।।১৬।।
পিতৃষ্বসৃপতিং ভূপং নত্বা নাম্মাহ ভয়ো বলী।
উবাচ শৃণু ভূপাল কৃষ্ণোহয়ং মদমত্তরঃ।।১৭।।
তেন সার্দ্ধ ভবেন্মযুদ্ধং মম নৃপোত্তম।
ইতি বজ্রসমং বাক্যং শ্রুত্বা রাজা ভয়াতুরঃ।।১৮।।
উবাচ শ্যালজং প্রেম্না ভবান্যুদ্ধবিশারদঃ।
অষ্টাব্দোহয়ং সুতঃ স্নিগ্ধো মম প্রাণসমো ভূবি।।১৯।।
কৃভবান্বজ্র সদৃশ ক্ব সুতোহয়ং সুকোমলঃ।
অন্যৈর্মল্লৈর্মদীয়ৈশ্চ সার্দ্ধং যোগ্যো ভবারণে।।২০।।
ইতি শ্রুত্বা নৃপঃ শ্যালো মহীপতিরিতি স্মৃতঃ।
স তমাহ রুষাবিষ্টো বালোহয়ং বলবত্তরঃ।।২১।।
শৃণু তৎকারণং ভূপ যথা জ্ঞাতো ময়া শিশুঃ।
আবিস্কৃতং মহীরাজং মত্বা সলিলকঃ সুতম্।।২২।।

সেই রাজার আমন্ত্রিত বহু মল্লবিদ্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে কৃষ্ণাংশ বাহুশালী ছিলেন। উর্বীয়াধিপতির পুত্র ষোড়শ বর্ষের মহামল্লবান্ যোদ্ধা একশত মল্লের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পিতৃস্বসাপতি রাজাকে প্রণাম করে অভয় নাম্নী বলবান্ বললেন – হে ভূপাল, শ্রবণ করুন, কৃষ্ণাংশ অত্যন্ত বলবান্ মল্লযোদ্ধা। তার সাথে আমার মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করুন। বজ্রগর্ভ এইবচন শ্রবণ করে রাজা ভয়াতুর হলেন। পুনরায় রাজা নিজ শ্যালকপুত্রকে প্রেমপূর্বক বললেন – তুমিতো মল্লযুদ্ধে মহাবীর, আর এই অষ্টমবর্ষীয় বালকপুত্র আমার প্রাণপ্রিয়। তোমার এই শরীর তার কোমল শরীরের যোগ্য নয়। তোমাদের মধ্যে অনেক অন্তরও রয়েছে। তুমি বরং আমার অন্য মল্লের সাথে যুদ্ধ কর।।১৬-২০।।

একথা শ্রবণ ক্র শ্যালক মহীরাজ ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বললেন, হে ভূপ, এই বালক অত্যন্ত বলবান্। আমি যে কারণে একথা বলছি তা শ্রবণ কর। মতিলক সূত মহীরাজকে আগস্কৃত মনে করে পণ্ডিতগণকে আহ্বান করে

পন্ডিতাংশ্চ সমাহুয় মুহূর্তং পৃষ্টাবান্মুদা।
গণেশো নাম মতিমাঞ্জ্যোতিশাস্ত্রবিশারদঃ।।২৩।।
লক্ষণং বচনং প্রাহ মহীরাজমনুত্তমম্।
শিবদত্তবরো রাকুবের ইব সাম্প্রতম্।।২৪।।
কৃষ্ণাংশস্তস্য যোগ্যোহয়ং দেশরাজ সুতোহবরঃ।
নান্যোহস্তি ভূতলে রাজন্নত্যং সত্যং ব্রবীম্যহম্।।২৫।।
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষণো বীরঃ পূর্বে বহিষ্মতীং প্রতি।
কল্পক্ষেত্রং দক্ষিণে চ ভূমিগ্রামং তু পশ্চিমে।।২৬।।
উত্তরে নৈমিষারণ্যং স্বকীয়ং রাষ্ট্রমাদধতঃ।
অতঃ শ্রেষ্ঠ কুমারোহয়ং কান্যকুব্জেময়া শ্রুতঃ।।২৭।।
নাগোৎসবে চ ভূপাল পঞ্চম্যাং চ নভসিসতে।
দৃশ্যমাত্রং কুমারাঙ্গং তস্মাদ্যোগ্যো হ্যয়ং সুতঃ।।২৮।।
ইতি শ্রুত্বা স কৃষ্ণাংশো বাক্ছরেণ প্রপীড়িতঃ।
অভয়ো শীঘ্রং গৃহীত্বা সোহযুধদ্বলী।।২৯।।
ক্ষণমাত্রং রণং কৃত্বা ভূমিমধ্যে তমক্ষিপৎ।
অভয়স্য ভূজো ভগ্নস্তত্র জাতো বলেন বৈ।।৩০।।

মুহূর্ত জিজ্ঞাসা করলেন। গণেশ নাম্নী এক পরম বুদ্ধিমান্ জ্যোতিষ মহীরাজের বিষয়ে বললেন, হে রাজন, উনি ভগবান্ শিবের বর প্রাপ্ত এবং এই সময় কুচের তুল্য।।২১-২৪।।

সেই কৃষ্ণাংশ তার যোগ্য ও তিনি দেশরাজের অবরপুত্র। হে রাজন, এর অন্যথা এই ভূতলে হবে না, এই হল পরম সত্য।।২৫।।

একথা শ্রবণ করে বীর লক্ষণ পূর্বে বর্হিষমতীর প্রতি, দক্ষিণে কলক্ষেত্র পশ্চিমে ভূমিগ্রাম এবং উত্তরে নৈমিষারণ্য নিজরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ কুমার একথা আমি কান্যকুব্জে শ্রবণ করেছি। হে ভূপাল নাগোৎসবে নমস্থিত পঞ্চমীতে কুমারাঙ্গ দৃশ্যমাত্র। এতে এই সুতযোগ্য।

মুর্চ্ছিতং স্বসুতং জ্ঞাত্বা খড়্গহস্তো মহীপতিঃ।
প্রেষয়ামাস তান্মল্লাকৃষ্ণাংশস্য প্রহারণে।।৩১।।
রুষাবিষ্টাংশ্চ তাঞ্জাত্বা কৃষ্ণাংশো বলত্তরঃ।
তানেকৈকং সমাক্ষিপ্য বিজয়ী স বভূব হ।।৩২।।
পরাজিতে মল্লবলে খড়্গহস্তো মহীপতিঃ।
মরণায় মতিং চক্রে কৃষ্ণাংশস্য প্রভাবতঃ।।৩৩।।
জ্ঞাত্বা তমীদৃশং ভূপং বারয়ামাস ভূপতিঃ।
অভয়ং নীরুজং কৃত্বা প্রেন্মা গেহমবাসয়ৎ।।৩৪।।
নবাব্দাঙ্গে চ কৃষ্ণাংশে চাহ্লাদাদ্যা কুমারকাঃ।
মৃগয়ার্থে দধুশ্চিত্তং তমূচুর্ভূপতিং প্রিয়ম্।।৩৫।।
নমস্তে তাত ভূপাগ্রয় সর্বা নন্দপ্রদায়ক।
অস্মভ্যং ত্বং হয়ান্দেহি মতিপ্রয়াক্লরুমাকরঃ।।৩৬।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং তথেত্যুক্তা মহীপতিঃ।
ভূতলে বাসিনোহ শ্বান্বৈ দিব্যান্নাটূ চতুরোবরান্।।৩৭।

একথা শ্রবণ করে সেই কৃষ্ণাংশ বচনবাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত পীড়িত হলেন। তিনি অতি শীঘ্র অভয়কে বাহুতে গ্রহণ করে এতক্ষণ যুদ্ধ করে ভূমিতে ফেলে দিলেন। অত্যন্ত আঘাতে তার হস্তভগ্ন হল। নিজ পুত্রকে মূর্চ্ছিত দেখে মহীরাজ কৃষ্ণাংশকে হত্যার জন্য অন্য মল্ল প্রেরণ করলেন। রাজা রাগান্বিত দেখে কৃষ্ণাংশ তাদেরও হত্যা করে বিজয়ী হলেন। এবার মহীরাজ নিজে কৃষ্ণাংশকে হত্যা করতে খর্গ হস্তে উদ্যত হলে রাজা তাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য নিবৃত্ত করলেন। অভয়কে রোগমুক্ত করে নিজগৃহে প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণাংশ নবমবর্ষে পদার্পণ করলে আহ্লাদাদি কুমার রাজার কাছে মৃগয়ার আর্জি জানালেন।।২৬-৩৫।।

তারা বলল, হে তাত, হে ভূপশ্রেষ্ঠ, আপনাকে প্রণাম। আপনি আমাদের প্রিয় অশ্ব প্রদান করুন। তাদের এইকথা শ্রবণ করে রাজা বললেন — ঠিক

দদৌ তেভ্যো মুদা যুক্তা হরিণী গর্ভসংভবান্।
ত্বন্মুখেন শ্রুতং সূত হরিণী বড়বা যথা।।৩৮।।
ভীষ্ম সিংহায় সম্প্রাপ্তা শক্রাদ্দেবেশতো মুনে।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ কুতো জাতাস্তুরঙ্গমাঃ।।৩৯।।
দিব্যাঙ্গাঁ ভূষণাপন্না নভসসলিলগামিনঃ।
দেশরাজেন ভূপেন পুরা ধর্মযুতেন বৈ।।৪০।।
সেবনং ভাস্করস্যৈব কৃতং চ দ্বাদশাব্দিকম্।
সেবান্তে ভগবান্ সূর্যো বরং ব্রূহি তমব্রবীৎ।।৪১।।
প্রাহ দেব নমস্তুভ্যং যদি দেয়ো বরস্ত্বয়া।
হয়ং দিব্যময়ং দেহি নভস্থলজলাতিগম্।।৪২।।

আছে, এই রকমই হবে। ভূতলে বাসকারী দিব্য তথা শ্রেষ্ঠ হরিণী গর্ভজাত চার অশ্ব রাজা তাদের সহর্ষে দিয়েদিলেন।।৩৬-৩৮।।

ঋষিগণ বললেন, হে সূতজী, আপনার মুখে শুনেছি যে হরিণী বড়া শুকদেবের কাছে ভীমসিংহকে প্রাপ্ত করেছিলেন, যে অশ্ব দিব্য অঙ্গযুক্ত, সাভূষণসম্পন্ন আকাশ তথা জল সর্বত্র গমনশীল। সূতজী বললেন – রাজা দেশরাজ ধর্মযুক্ত হয়ে দ্বাদশ বৎসর ভাস্করের সেবা করেছিলেন। সেবান্তে ভগবান্ সূর্য তাঁকে মনোবাঞ্ছিত বর দিতে চাইলেন। তিনি উত্তরে বললেন, হে দেব, আকাশ, স্থল ও জলে গমনশীল একটি অশ্ব আমাকে প্রদান করুন।।৩৯-৪২।।

তথেত্যুক্ত্বা রবি সাক্ষাদ্দদৌ তস্মৈ পপিহকম্।
লোকাপ্লাতি পপীজ্ঞেয়স্তস্যেদং নাম চোত্তমম্।।৪৩।।
অতঃ পপীহকো নাম লোকপালনকর্মবান্।
স হয়ো মদমত্তশ্চ হরিণীং দিব্য রূপিনীম্।।৪৪।।
বুভুজে স্মরবেগেন তস্যাং জাতাস্তুরঙ্গমাঃ।
মনোরথশ্চ পীতাঙ্গ করাল কৃষ্ণরূপকঃ।।৪৫।।
একগর্ভে সমুদ্ভূতৌ শৈব্যসুগ্রীবকাংশকৌ।
যস্মিন্দিনে সমুদ্ভূতৌ জিষ্ণুবিষ্ণুকলাংশতঃ।।৪৬।।
তদা জাতৌ হরিণ্যাশ্চ মেঘপুষ্পবলাহকৌ।
বিন্দুলশ্চ সুর্বমাঙ্গঃ শ্বেতাঙ্গৌ হরিনাগরঃ।।৪৭।।
দিব্যাঙ্গাস্তে হি চত্বারঃ পূর্বং জাতা মহাবলাঃ।
পশ্চাদংশাবতারাশ্চ জাতাস্তেষাং মহাত্মনাম্।।৪৮।।
ইতি তে কথিতং বিপ্র শৃণু তত্র কথাং শুভাম্।
ভূতলে তে হয়াঃ সর্বে প্রাপ্তাশ্চোপরি ভূমিগাঃ।।৪৯।।

ভগবান্ রবি বললেন -- তাই হোক, এই বলে তিনি পপীহক অশ্ব প্রদান করলেন। লোকরক্ষক বলে তা 'পপী' নামে পরিচিত। সুতরাং পপীহক লোকরক্ষক ছিল। সেই অশ্ব অত্যন্ত মদমত্ত ছিল। তাকে দিব্য ইরিণী উপভোগ করেছিল। ফলে তার থেকে তুরঙ্গম্ উৎপন্ন হয়েছিল। মনোরথ, পাতাঙ্গ, করাল ও কৃষ্ণ ইত্যাদি তুরঙ্গমের নাম ছিল। এক গর্ভে শৌব্য, সুগ্রীব, কাংশক উৎপন্ন হয়েছিল। সেই দিন জিষ্ণু, বিষ্ণু কলাংশ থেকে উৎপন্ন হয়। সেই সময় হরিণীর মেঘপুষ্প, বলাশক, কিদুল, সুবর্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, হরিনাগর, মহাবলী, দিব্য চার মহাত্মার অংশাবতার উৎপন্ন হয়। হে বিপ্র, এই সকল কথা তোমাকে বললাম। এবার তুমি শুভকথা শ্রবণ কর। ভূতলে এই অশ্ব ভূমিতে গমন করতে পারত।।৪৩-৪৯।।

দেবসিংহায় বসিনে দদৌ চাশ্বং মনোরথম্।
আহ্লাদায় করালং চ কৃষ্ণাংশয়ৈব বিন্দুলম্।।৫০।।
ব্রহ্মানন্দায় পুত্রায় প্রদদৌ হরিনাগরম্।
তে চত্বারো হয়ারূঢ়া মৃগয়ার্থং বনং যযুঃ।।৫১।।
হরিণীং বড়বাং শুভ্রাং বলখানিঃ সমারুহৎ।
তদনু প্রযযৌ বীরো বনং সিংহনিষেবিতম্।।৫২।।
আহ্লাদেনৈব শার্দূলো হতঃ প্রাণিভয়ঙ্করঃ।
দেবসিংহেন সিংহশ্চ সূকরো বল খানিনা।।৫৩।।
ব্রহ্মানন্দেন হরিণো হতস্তত্র মহাবনে।
মৃগাঃ শতং হতাস্তৈশ্চ তাগৃহীত্বা গৃহং যযুঃ।।৫৪।।
এতস্মিন্নন্তরে দেবী শারদা চ শুভাননা।
মৃগী স্বর্ণময়ী ভূত্বা তেষামগ্নে প্রধাবিতা।।৫৫।।
দৃষ্ট্বা তাং মোহিতাঃ সর্বে স্বৈঃ স্বৈর্বাণৈরতাড়য়ন্।
শশস্তু সংক্ষয়ং জগ্মুমৃগ্যঙ্গেং বলবত্তরাঃ।।৫৬।।
আহ্লাদাদ্যাশ্চ তে শূরা বিস্মি তাশ্চ বভূবিরে।
তস্মিন্কালে স কৃষ্ণাংগো বাণেনৈব হ্যতাড়য়ৎ।।৫৭।।

বলবান্ দেবসিংহ মনোবাঞ্ছিত অশ্ব পেলেন, আহ্লাদ করাল নামক অশ্ব, কৃষ্ণাংশ বিন্দুল, ব্রহ্মানন্দপুত্র হরিনাগর, নামক অশ্বে মৃগয়ায় গমন করলেন। পরমশুভ্র হরিণী নামক অশ্বে বলখানি আরোহণ করে পশ্চাতে বীরসিংহকে নিয়ে বনে চলে গেলেন।।৫০-৫২।।

আহ্লাদ সকলের ভয়সৃষ্টিকারী শার্দুল হত্যা করলেন দেবসিংহ সিংহ, বলখানি শূকর, ব্রহ্মানন্দ হরিণ বধ করলেন। এইভাবে তাঁরা একশত হরিণ শিকার করে সেগুলি নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। ইতিমধ্যে দেবী শারদা স্বর্ণময়ী মৃগীরূপ ধারণ করে অগ্রে দৌড়ালেন। তাকে দেখে সকলে মোহিত হয়ে গেল এবং বাণের দ্বারা তাকে প্রহার করতে লাগল। কিন্তু সমস্ত শরক্ষয় হয়ে গেল, সেগুলি মৃগীর অঙ্গে ক্ষীণ হয়ে গেল। আহ্লাদ প্রভৃতি শূর বিস্মিত

তদা চ পীড়িতা দেবী ভয়ভীতা যযৌ বনম্।
কৃষ্ণাংশঃ ক্রোধতাম্রা স্তৎ পশ্চাৎপ্রযযৌ বলী।।৫৮।।
বনান্তরং চ সংপ্রাপ্য দেবী ধৃত্বা স্বকং বপুঃ।
তমুবাচ প্রসন্নাক্ষী পরীক্ষা তে ময়া কৃতা।।৫৯।।
যদা তে চ ভয়ং ভূয়াত্তদা ত্বং মাংসদাস্মর।
সাধয়িষ্যামি তে কার্যং কৃষ্ণাংশো হি ভবান্বিভুঃ।।৬০।
ইত্যুক্ত্বান্তহিতা দেবী শারদা সর্বমঙ্গলা।
কৃষ্ণাংশস্তু যযৌ গেহং তৈশ্চ সার্দ্ধং মুদা যুতঃ।।৬১।।
তদা পরাক্রমং তেষাং দৃষ্টা রাজা সুখোহ ভবৎ।
গৃহে গৃহে চ সর্বেষাং লক্ষ্মীদেবী সমাবিশৎ।।৬২।।

।। মহীরাজপরাজয়াদি বৃত্তান্ত ।।

দশাব্দে চ বয়ঃ প্রাপ্তে বিষ্ণোঃ শক্ত্যবতারকে।
বসন্ত সময়ে রম্যে যযুস্তে প্রমাদাবনম্।।১।।
ঊষুস্তত্র ব্রতাচারে মাধবে কৃষ্ণবল্লভে।
স্নাত্বা চ সাগরে প্রাতঃ পূজয়ামাসুরং বিকাম্।।২।।

হয়ে গেল। সেই সময় কৃষ্ণাংশ একটিই বাণ নিক্ষেপ করলে সেই দেবী পীড়িত হয়ে ভয়ভীত হয়ে বনে চলে গেল। ক্রোধে তাম্রবর্ণ চক্ষু কৃষ্ণাংশ তার পশ্চাতে গমন করল। সেই মৃগী অন্য বনে গিয়ে প্রসন্ন নেত্রে কৃষ্ণাংশকে বলল — আমি তোমার পরীক্ষা করছিলাম। যখন তুমি বিপদে পড়বে তখন আমার স্মরণ নেবে। আমি তোমার কামসাধন করব। একথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন। তারপর তারা সকলে গৃহে ফিরে এসে তাদের পরাক্রম দেখে রাজা প্রসন্ন হলেন। তাদের গৃহে লক্ষ্মীদেবী বাস করতে লাগলেন।।৫৩-৬২।।

।। মহীরাজ পরাজয়াদি বৃত্তান্ত ।।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণাংশ মহীরাজ পরাজয়াদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীসূতজী বললেন — বিষ্ণু অবতার দশবর্ষপ্রাপ্ত হলে পরমরম্য বসন্তকালে

ত্রমৃতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈদূপৈদী পৈবিধানতঃ।
জপ্ত্বা সপ্তশতীস্তোত্রং দধ্যুঃ সর্বকরীং শিবাম্।।৩।।
কন্দমূলফলাহারা জীবহিংসাবিবর্জিতাঃ।
তেষাং ভক্তিং সমালোক্য মাসান্তে জগম্বিকা।।৪।।
দদৌ তেভ্যো বরং তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ।
আহ্লদায় সুরত্বং চ বলত্বং বলখানয়ে।।৫।।
কালজ্ঞত্বং চ দেবায় ব্রহ্মজ্ঞত্বং নৃপায় চ।
কৃষ্ণাংশয়ৈব যোগত্বং দত্ত্বা চান্তদর্ধে শিবা।।৬।।
কৃতাকৃত্যাস্তদা তে বৈ স্বগেহং পুনরাযযুঃ।
তেষাং প্রাপ্তে বরে রম্যে মলনা পুত্রমূর্জিতম্।।৭।।
শ্যামাঙ্গং সাত্যকেরংশং সুষুবে শুভলক্ষণম্।
স জ্ঞেয়ো রনজিচ্ছূরো রাজন্যপ্রিয়কারকঃ।।৮।।

প্রমদা বনে গিয়েছিলেন। সেখানে কৃষ্ণবল্লভ মাধব ব্রতাচারে ছিলেন। প্রাতঃকালে সাগরে স্নান করে অম্বিকা দেবীর পূজন করতেন। সেই ঋতুতে উৎপন্ন পুষ্প এক ধূপ, দীপ দ্বারা পূজন করে বিধিপূর্বক সপ্তশতী পাঠ পূর্বক পুণ্যকারী শিবার ধ্যান করতেন।।১-৩।।

কন্দ, মূল এবং ফলাহার করে তিনি জীবহিংসা রহিত ছিলেন। এইভাবে তাঁর ভক্তিভাবে তুষ্ট অম্বিকা একমাস পরে তাঁকে বর দিয়েছিলেন। এখন একাগ্র চিত্তে তা তোমরা শ্রবণ কর।

দেবী অম্বিকা আহ্লাদকে দেবত্বের বর দিয়েছিলেন। বলখানিকে বলত্বের বর দিয়েছিলেন। দেবকে কালত্ব জ্ঞান ও নৃপকে ব্রহ্মজ্ঞত্বের বর দিয়েছিলেন। কৃষ্ণাংশকে যোগত্বের বর দিয়ে দেবী শিবা অন্তর্হিত হলেন।।৪-৬।।

তখন তারা কৃতকৃত্য হয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। এই বর প্রাপ্তির পর মলনা এক পরম অর্জিত, শ্যামাঙ্গ, শুভলক্ষণযুক্ত সাত্যকির অংশ পুত্র প্রসব করলেন। সেই পুত্র রণজিৎ শূর ছিলেন, যিনি রাজগণের প্রিয় ছিলেন।।৭-৮।।

আষাঢ়ে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণাংশো হয়বাহনঃ।
উর্বীয়াং নগরীং প্রাপ্ত একাকী নির্ভয়ো বলী।।৯।।
দৃষ্ট্বা স নগরীং রম্যাং চতুর্বর্ণ নিষেবিতাম্।
দ্বিজশালাং যযৌ শূরো দ্বিজধেনুপ্র পূজকঃ।।১০।।
দত্ত্বা স্বর্ণং দ্বিজাতিভ্যঃ সন্তর্প্য দ্বিজদেবতাঃ।
মহীপতি গৃহং রম্যং জগাম বলবত্তরঃ।।১১।।
নত্বা স মাতুলং ধীমাস্তথান্যাঁশ্চ সভাসদঃ।।১২।।
তদা নৃপাজ্ঞায়া শূরা বন্ধনায় সমুদ্যতাঃ।
খড়্গহস্তা সমাজগ্মুর্যথা সিংহং গজাঃ শশাঃ।।১৩।।
মোহিতং তং নৃপং কৃত্বা দুষ্টবুদ্ধির্মহীপতিঃ।
কৃত্বা লোহময়ং জালং তস্যোপরি সমাদধেঃ।।১৪।।
এতস্মিন্নন্তরে বীরো বোধিতো দেবমায়য়া।
আগস্কৃতান্নিপূঞ্জাত্বা খড়্গহস্ত সমাবধীৎ।।১৫।।
হত্বা পঞ্চশতং শূরো হয়ারূঢ়ো মহাবলী।
উর্বীয়াং নগরীং প্রাপ্য জলপানে মনো দধৌ।।১৬।।

আষাঢ় মাসে কৃষ্ণাংশ অশ্বারূঢ় হয়ে একাকী নির্ভয় এবং বলবান্ উর্বীয়ানগরীতে গিয়ে পৌঁছালেন। তিনি অত্যন্ত রম্য সেই নগরীতে চারবর্ণের লোকেদের দেখলেন। সেই শূর সেখানে দ্বিজশালাতে দ্বিজ ও ধেনু প্রপূজক দেখলেন। সেখানে দ্বিজাতিগণকে স্বর্ণদান করে ও তাঁদের দ্বিজ দেবতাগণকে তর্পণ দিয়ে রম্য গৃহে চলে গেলেন। সেই ধীমান মাতুলকে নমস্কার করে তথা অন্য সভাসদ্গণকে প্রণাম করে নৃপাজ্ঞাতে শূরবন্ধনের জন্য উদ্যত হলেন। খড়্গ হস্তে ধারণ করে শশ যেমন সিংহের কাছে আসে তেমন সেই শূরগণ আসতে লাগলেন। দুর্বুদ্ধি মহীপতি সেই রাজাকে মোহিত করে লৌহময় জাল বিস্তার করে তার উপর চাপিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে দেবগণের মায়াতে সেই বীর বোধিত হয়ে তিনি অগ্রস্থিত শত্রুগণকে খড়্গহস্তে মেরে দিলেন। সেই শূরবীর পাঁচশ সৈন্যকে হত্যা করে অশ্বারূঢ় হয়ে উর্বীয় নগরীতে গিয়ে জলপান করলেন।।৯-১৬।।

কূপে দৃষ্টা শুভ নাযো ঘট পূতিকরীস্তদা।
উবাচ মধুরে বাক্যং দেহি সুন্দরি মে জলম্।।১৭।।
দৃষ্টা তাঃ সুন্দরং রূপং মোহনায়োপচক্রিরে।
ভিত্ত্বা তাসাং তু বৈ কুম্ভাপ্নয়য়িত্বা হয়ং জলম্।।১৮।।
বনং গত্বা রিপুং জিত্বা বদ্ধা তমুভয়ং বলী।
চন্ডিকাপার্শ্বমাগম্য তদ্বধায় মনোদধে।।১৯।।
শ্রুত্বা স করুণং বাক্যং ত্যক্ত্বা স্বনগরং যযৌ।
নৃপন্তিকমুপাগম্য বর্ণয়ামাস কারণম্।।২০।।
শ্রুত্বা পরিমলো রাজা দ্বিজা তিভ্যো দদৌ ধনম্।
সমাঘ্রায় স কৃষ্ণাংশং কৃতকৃত্যেহ ভবন্নৃপঃ।।২১।।
সম্প্রাপ্তৈকাদশব্দে তু কৃষ্ণাংশে যুদ্ধ দুর্মদে।
মহীপতিনিরুৎসাহঃ প্রযযৌ দেহলীং প্রতি।।২২।।
বলিং যথোচিতং দত্ত্বা ভগিন্যৈ ভয়কাতরঃ।
রুরোদ বহুধা দুঃখং দেশরাজাত্মজপ্রজম্।।২৩।।

কূপের মধ্যে ঘটপূর্ণকারী সুন্দরী স্ত্রীগণকে তিনি দেখেছিলেন। তাঁদের দেখে মধুর বাক্যে বললেন — হে সুন্দরী, আমাকে জলপান করাও। সেই স্ত্রীগণ পরমসুন্দর মোহনরূপ দেখে বিবশ হয়ে গেলেন। তাদের ঘট নিয়ে জলপান করে, অশ্বদের জলপান করিয়ে বনমধ্যে শত্রুগণকে জয় করে সেই বলী সেই দুইজনকে বন্ধন করে চন্ডিকাদেবী সমীপে নিয়ে গেলেন এবং তাদের বধ করার কথা চিন্তা করলেন।।১৭-১৯।।

তাদের বারুণ বচন শ্রবণ করে তাদের ত্যাগ করে নিজনগরে চলে গেলেন। রাজার কাছে গিয়ে সমস্ত কারণ বর্ণনা করলেন। রাজা পরিমল তা শ্রবণ করে ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধনদান করলেন এবং কৃষ্ণাংশের মস্তক আঘ্রাণ করে কৃতকৃত্য হলেন।।২০-২১।।

সেই কৃষ্ণাংশ যখন এগারো বর্ষের ছিলেন, তখন যুদ্ধ দুর্মদ তাকে দেখে মহীপতি উৎসাহহীন হয়ে দেহলীনগরে চলে গেলেন। যথোচিত বলী দিয়ে ভয়কাতর ভগিনীকে দেখে দেশরাজ পুত্রের আচরণে দুঃখিত হয়ে অত্যন্ত

অগমা ভগিনী তস্য দৃষ্ট্বা ভ্রাতরমাতুরম্।
স্বপতিং বর্ণয়ামাস শ্রুত্বা রাজাব্রবীদিদম্।।২৪।।
অদ্যাহং স্ববলৈঃ সার্দ্ধংগত্বা তত্র মহাবতীম্।
হনিষ্যামি মহাদুষ্টং দেশরাজসুতং রিপুম্।।২৫।।
ইত্যুক্ত্বা ধুন্ধুকারং চ সমাহূয় মহাবলম্।
সৈন্যমাজ্ঞাপয়ামাস সপ্তলক্ষং তনুত্যজম্।।২৬।।
কেচিচ্ছূরা হয়ারূঢ়া উষ্ট্রারূঢ়া মহাবলাঃ।
গজারূঢ়া রথারূঢ়া সংযযুশ্চ পদনয়ঃ।।২৭।।
দেবসিংহস্তু কালজ্ঞঃ শ্রুত্বা চাগমনং রিপোঃ।
নৃপপার্শ্বং সমাগম্য সর্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ।।২৮।।
শ্রুত্বা পরিমলো রাজা বিহ্বলোহ ভূদ্ভয়াতুরঃ।
বলখানিস্তমুত্থায় হর্ষযুক্ত ইবাহ চ।।২৯।।
অদ্যাহং চ মহীরাজং ধুন্ধুকারং সসৈন্যকম্।
জিত্বা দন্ডবং চ ভবতঃ করিষ্যামি তবাজ্ঞয়া।।৩০।।
ইত্যুক্ত্বা তং নমস্কৃত্য সেনাপতিঃ ভূন্মুনে।
তদা তু বির্ভয়া বীরা দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্।।৩১।।

বেদন করেছিলেন। তাঁর অগমা ভগিনী ভ্রাতাকে ভয়কাতর দেখে নিজ পতির কাছে তা বর্ণনা করেছিলেন। সে কথা শুনে রাজা বললেন, — আজই আমি সৈন্যসহ মহাবতী গিয়ে সেই দেশরাজ পুত্রকে মারব। একথা বলে তিনি ধুন্ধুকারকে ডেকে মহাবল বালী সেনাকে আদেশ দিয়েছিলেন, নিজ শরীরের প্রতি মায়া না করে সাতলক্ষ সেনা সেই আদেশ পালন করেছিল।।২২-২৬।।

সেই সেনা দলে অশ্বারোহী, গজারূঢ়, উষ্ট্রারূঢ়, পদাতিক সকল সেনা ছিল। দেবসিংহ বরদানী কালের জ্ঞাতা ছিলেন। তিনি শত্রুর আগমন শ্রবণ করে রাজার সমীপে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত রাজাকে বর্ণন করলেন।।২৭-২৮।।

পরিমল রাজা সকল কিছু শ্রবণ করে ভয়বিহ্বল হলেন। বলখানি তাকে উঠিয়ে হর্ষিত হয়ে বললেন — আজ আমি মহীরাজ, ধুন্ধুকার ও সকল সেনাকে

চতুলক্ষবলৈঃ সার্দ্ধং তে যুদ্ধায় সমাযযুঃ।
শিংশপাখ্যং বনং ঘোরং ছেদয়িত্বা রিপোস্তদা।।৩২।।
ঊষুস্তত্র রণে মত্তাঃ শর্বশত্রুভয়ঙ্করা।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ধুন্ধুকারাদয়ো বলাঃ।।৩৩।।
কৃত্বা কোলাহলং শব্দং যুদ্ধায়ু সমুপাযযুঃ।
পূর্বাহ্নে তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ সন্নদ্ধাস্তে শতঘ্নিপাঃ।।৩৪।।
শতঘ্নীভিস্ত্রিসাহস্রৈঃ পঞ্চসাহস্রকা যযুঃ।
দ্বিসহস্রশতঘ্নীভিঃ সহিতা শ্চন্দ্রবংশিনঃ।।৩৫।।
সৈন্যং ষষ্টিসহস্রং চ স্বর্গলোকমুপাযযৌ।
তদর্দ্ধং চ তথা সৈন্যং মহীরাজস্য সংক্ষিপ্তম্।।৩৬।।
দুদ্রুবুর্ভীরুকাঃ শূরাঃ বলখানেদিশো দশ।
রথা রথৈ রণং ইন্যুর্গজাশ্চৈব গজৈস্তথা।।৩৭।।

জয় করে যোগ্য দন্ড প্রদান করব। একথা বলে তাকে নমস্কার করে সেই সেনাপতি চলে গেলেন। তখন বীর রাজাকে আতুর দেখে নির্ভয় হয়ে গেলেন। তারা সকলে চারলক্ষ সেনা সহিত যুদ্ধের জন্য চলে গেলেন। সেই সময় শিংশয়া নামক ঘোর রিপু বনছেদন করে সেখানে রণে মত্ত হয়ে সমস্ত শত্রুর প্রতি ভয়ংকর হলেন। সেই সময় ধুন্ধুকার প্রভৃতি মহাবল প্রভূত কোলাহল পূর্বক যুদ্ধের জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, পূর্বাহ্নে তারা শতঘ্নী সন্ধস্ত হয়ে গেল। তিন সহস্র ও পাঁচ সহস্র শতঘ্নী পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগল। চন্দ্রবংশীগণ সহস্র শতঘ্নীর সঙ্গে ছিলেন।।২৯-৩৫।।

এইভাবে ষাটহাজার সেনা মারা গেলে মহীরাজের সৈন্যবল অর্ধেক হয়ে গেল। বলখানির ভয়ে শূরবংশ দশদিকে পলায়ন করল। রথের দ্বারা রথ,

হয়া হয়ৈস্তথা উষ্ট্রা উষ্ট্রপৈশ্চ সমাহনন্।
এবং সুতুমুলে জাতে দারুনে রোমহর্ষণে।।৩৮।।
হাহাভূতাস্বকীয়াংশ্চ সৈন্যান্দৃষ্ট্বা মহাবলান্।
অপরাহ্নে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পঞ্চ শূরাঃ সমাযযুঃ।।৩৯।।
ব্রহ্মানন্দঃ শবৈঃ শত্রূননয়দ্যমসাদনম্।
দেবসিংহস্তথা ভল্লৈরাহ্লাদস্তত্র তোমরৈঃ।।৪০।।
বলখানি স্বশঙ্খেন কৃষ্ণাংশস্তু তথৈব চ।
দ্বিলক্ষাক্ষত্রিয়াঞ্জন্মুঃ সর্বসৈন্যে সমন্ততঃ।।৪১।।
দৃষ্ট্বা পরাজিতং সৈন্যং ধুন্ধুকারো মহাবলঃ।
আহ্লাদং চ স্বভল্লেন গজারূঢ়ঃ সমাবধীৎ।।৪২।।
আহ্লাদে মূর্চ্ছিতে তত্র দেবসিংহো মহাবলঃ।
ভল্লেন ভ্রাতরং তস্য দংশয়ামাস বেগতঃ।।৪৩।।
স তীক্ষ্মব্রণমাসাদ্য গজস্থঃ সম্মুমোহ বৈ।
আগতাঃ শতরাজানো নানাদেশ্যা মহাবলাঃ।।৪৪।।

গজের দ্বারা গজ, অশ্বের দ্বারা অশ্ব, উষ্ট্রের দ্বারা উষ্ট্র মারা গেল। এইভাবে সেখানে তুমুল রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হল। মহান বলবান্ হাহাভূত নিজ পাঁচহাজার শূর সৈন্য নিয়ে অপরাহ্নে এলেন।।৩৬-৩৯।।

ব্রহ্মানন্দ শরাঘাতে শত্রুগণকে যমরাজ্যে প্রেরণ করলেন। এইভাবে দেবসিংহ ভল্লের দ্বারা, আহ্লাদ তোমরের দ্বারা শত্রুগণকে যমপুরে পাঠালেন। বলখানি ও কৃষ্ণাংশ খর্গ দ্বারা চতুর্দিকে সমস্ত সৈন্যসহ দুই-তিনলক্ষ ক্ষত্রিয়ের বধ করলেন। মহাবল ধুন্ধুকার সেনাদের পরাজিত হতে দেখে গজারূঢ় হয়ে ভল্লের দ্বারা আহ্লাদকে বধ করলেন। আহ্লাদকে মূর্চ্ছিত হতে দেখে বলী দেবসিংহ অত্যন্ত বেগে ধুন্ধুকারের অগজকে ভল্লের দ্বারা দংশিত করল। তিনি আহত হয়ে গজের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। তখন বিভিন্ন দেশের একশত মহাবলী

শস্ত্রাণ্যস্ত্রানি তেষাং তু ছিত্ত্বাং খড়্গেন বৎসজঃ।
স্বখড়্গেন শিরাং স্যেষাং পাতয়ামাস ভূতলে।।৪৫।।
হতে শত্রুসমূহে তু তচ্ছেষাস্তু প্রদুদ্রুবুঃ।
মহীরাজস্তু বলবান্দৃষ্ট্বা ভগ্নং স্বসৈন্যকম্।।৪৬।।
আজগাম গজারূঢ়ঃ শিবদত্তবরো বলী।
রৌদ্রেণাস্ত্রেন হৃদয়ে চাবধীদ্বৎ সজং রিপুম্।।৪৭।।
আহ্লাদং চ তথা বীরং দেবং পরিমলাত্মজম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা মহবীরাঞ্চ্ক্রুসৈন্যমুপাগমৎ।।৪৮।।
পূজয়িত্বা শতঘ্নীশ্চ মহাবধমকারয়ৎ।
রোপণস্ত্বরিতো গত্বা রাজ্ঞে সর্বমবর্ণয়ম্।।৪৯।।
এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ সুখখানিমর্হাবলঃ।
কপোতং হয়মারুহ্য নভোমার্গেণ চাগমৎ।।৫০।।

রাজা যুদ্ধে উপস্থিত হলেন। বৎসজ নিজ খর্গ দ্বারা তার মস্তক খন্ডিত করলেন।।৪০-৪৫।।

এইভাবে সমস্ত শত্রু হত হয়ে গেলে অবশিষ্ট জীবিতগণ পলায়ন করল। মহীরাজ নিজ সেনাদের রণেভঙ্গ দিতে দেখে শিবদত্ত বলবান্ হাতীতে চেপে রৌদ্র অশ্বের দ্বারা বৎসজ সেনাদের হত্যা করলেন। তথা আহ্লাদও দেবসিংহকে মূর্চ্ছিত করে শত্রুসেনা দলে চলে এলেন।।৪৬-৪৮।।

পূজা করে শতঘ্নীগণকে বধ করলেন। গোপন অতি শীঘ্র এইসব বৃত্তান্ত কাজাকে বললেন। ইতিমধ্যে মহাবলবান্‌বীর মুখখানি নিজ কপোত নামক অশ্বে সমারোহণ করে আকাশ মার্গে সেখানে পৌঁছালেন। তিনি মহীরাজকে মূর্চ্ছিত করে নিজবন্ধুদের বাহন দিয়ে রাজাকে পাশ দ্বারা বেঁধে. ফেললেন। সেই সময় মহাদেব মহীরাজকে বোধিত করলে তিনি ক্রোধিত হয়ে পুনরায়

মূর্চ্ছয়িত্বা মহীরাজং স্ববন্ধুংশ্চ সবাহনান্।
কৃত্বা নৃপান্তমাগম্য বন্ধনায় সমুদ্যতঃ।।৫১।।
তদোত্থায় মহীরাজো মহাদেবেন বোধিতঃ।
পুনস্তান্‌স্বশরৈ রৌদ্রৈর্মূর্চ্ছয়ামাস কোপবান্।।৫২।।
সুখখান্যদিকাচ্ছুরাস্নংবধ্য নিগড়ৈর্দৃঢ়ৈঃ।
নৃপং পরিমলং প্রাপ্য পুন যুর্দ্ধমচীকরৎ।।৫৩।।
হাহাভূতং স্বসৈন্যং চ দৃষ্ট্বা স উদয়ো হরিঃ।
নভোমার্গে হয়ং কৃত্বা তাঃ শতঘ্নী নাশয়ৎ।।৫৪।।
মহীরাজ গজং প্রাপ্য বদ্ধা তং নিগড়ৈবলী।
আহ্লাদপার্শ্বমাগম্য ভ্রাত্রে ভূপং সমর্পয়ৎ।।৫৫।।
তদা তু পৃথিবীরাজো লজ্জিতস্তেন নির্জিতঃ।
পঞ্চকোটিধনং দত্ত্বা স্বগেহং পুনরাযযৌ।।৫৬।।
দেবসিংহাজ্ঞয়া শূরো বলখানির্হি বৎসজঃ।
তৈর্দ্রব্যৈনগরীং রম্যাং কারয়ামাস সুন্দরীম্।।৫৭।।

রুদ্র শরের দ্বারা সুখখানিকে মূর্চ্ছিত করলেন। সুখখানি প্রভৃতি শূরদের দৃঢ় নিগড়ে বেঁধে রাজা পরিমলের সঙ্গে নিজ সেনাদের দেখে নিজ অশ্বে আরোহণ করে সেই শতাঘ্নীগণকে নাশ করলেন।।৪৯-৫৪।।

গজারোহী মহীরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে নিগড়ে বন্ধন করলেন ও আহ্লাদের কাছে গিয়ে রাজাকে সমর্পণ করলেন।।৫৫।।

তখন পৃথ্বীরাজ নির্জিত হয়ে লজ্জিত হলেন। তিনি পাঁচকোটি ধনসম্পদ দিয়ে মুক্তিলাভ করে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। দেবসিংহের আজ্ঞায় বৎসজশূর বলখানি নিজ নগরীকে পরমসুন্দর ও রম্য করেছিলেন। সেই নগরীর নাম রেখেছিলেন শিরীষ। সেই নগরীতে সমস্ত বর্ণের লোক নিবাস করতেন এবং তা ছিল দ্বিক্রোশ আয়ামযুক্ত। সেখানে বীর বৎসজ নিজ বংশের লোকেদের

শিরীষাখ্যাং পুরং নাম তেন বীরেন বৈ কৃতম্।
সর্ব্ববর্ণসমাযুক্তং দ্বিক্রোশযামসংমিতম্।।৫৮।।
তত্রৈব ন্যবসদ্বীরো বৎসজঃ স্বকুলৈঃ সহ।
ত্রিংশৎক্রোশে কৃতং রাষ্ট্রং তত্রৈব বলখানিনা।।৫৯।।
শ্রুত্বা পরিমলো রাজা তত্রাগত্য মুদান্বিতঃ।
আঘ্রায় বৎসজং শূরং দেবরাজ সুতং তথা।।৬০।।
ব্রহ্মানন্দেন সহিতঃ স্বগেহং পুনরাযযৌ।।৬১।।

।। কৃষ্ণাংশ কে পাস রাজাত্তং কা আগমন।।

দ্বাদশাব্দে হি কৃষ্ণাংশে যথাজাতং তথা শৃণু।
ইষশুলক্লদশম্যাং চ রাজাং জাতঃ সমাগমঃ।।১।।
কান্যকুব্জে মহারাম্যে নানাভূপাঃ সমাযযুঃ।
শ্রুত্বা পরাজয়ং রাজ্ঞো মহীরাজস্য লক্ষণঃ।।২।।

সঙ্গে নিবাস করতেন। বলখানি সেখানে তিন ক্রোশ ব্যাপী রাষ্ট্র নির্মাণ করেছিলেন। রাজা পরিমল একথা শুনে আনন্দিত চিত্তে সেখানে এলেন। শূরবৎসজ তথা দেশরাজ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে নিজগৃহে ফিরে গেলেন।। ৫৬-৬১।।

।। কৃষ্ণাংশের কাছে রাজগণের আগমন।।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণাংশের সমীপে রাজমণ্ডলের আগমন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীসূতজী বললেন, দ্বাদশ বৎসর আয়ুষ্কালের পর কৃষ্ণাংশের কি হয়েছিল তা শ্রবণ করো। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি রাজগণের সমাগম হয়েছিল।।১।।

মহান রমণীয় কান্যকুব্জ দেশে অনেক রাজা এসেছিল। লক্ষ্মণ মহারাজ রাজার পরাজয় শুনেছিলেন এবং তারপর থেকে তার কৃষ্ণাংশ দর্শন করার

কৃষ্ণাংশদর্শনে বাঞ্ছা তস্য চাসীত্তদা মুনে।
পিতৃব্যং ভূপতিং প্রাহ দ্রষ্টুং যাস্যামি তংশুভম্।।৩।।
জিতো যেন মহীরাজঃ সর্বলোকপ্রপূজিতঃ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য জয়চন্দ্রো মহীপতিঃ।
ভ্রাতৃজং প্রণতং প্রাহ শৃণু শুক্লযশস্কর।।৪।।
রাজরাজপদং তে হি কথং সংহর্তুমিচ্ছসি।
ইত্যুক্ত্বা জয়চন্দ্রস্তু তদাজ্ঞাং নৈব দত্তবান্।।৫।।
রাজানস্তে চ সহিতাঃ স্বসৈন্যৈঃ পরিবারিতাঃ।
কৃষ্ণাংশং দ্রষ্টুমিচ্ছন্তঃ সংযযুশ্চ মহীপতিম্।।৬।।
শিরীষাখ্যপুরস্থং চ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণাংশমুত্তমম্।
মহীপতিং পুরস্কৃত্য সমাজগ্মুনৃপাস্তদা।।৭।।
দদৃশুস্তং মহাত্মানং পুন্ডরীকনিভাননম্।
প্রসন্নবদনাঃ সর্বে প্রশশংসুঃ সমন্ততঃ।।৮।।

ইচ্ছা হয়েছিল। হে মুনে, তিনি নিজ পিতৃব্য ভূপতিকে বললেন, আমি সেই শুভ দর্শন করতে যাব।।২-৩।।

সমস্ত লোকের দ্বারা প্রপূজিত মহীরাজকে যিনি জয় করলেন তাকে অবশ্যই দেখতে যাব। একথা শ্রবণ করে মহীপতি জয়দ্রথ সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন – হে শুক্ল যশস্কর, শোনো তুমি নিজের রাজরাজ্যপদকে কিভাবে সংহত রাখবে। একথা বলে জয়চন্দ্র তাকে যাবার আদেশ দিলেন। সেই রাজগণ নিজ নিজ সেনাগণের সঙ্গে পরিবারিত হয়ে কৃষ্ণাংশকে দর্শন করবার ইচ্ছায় মহীপতির নিকটে গিয়েছিলেন।।৪-৬।।

শিরীষ নামধারী পুরে স্থিত উত্তম কৃষ্ণাংশকে জ্ঞাত হয়ে সেই মহীপতির সম্মুখে এলেন।।৭।।

সেখানে পুণ্ডরীকের সমান মুখমণ্ডল বিশিষ্ট সেই মহাত্মাকে দেখে সকলে প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।।৮।।

তদা মহীপতি ক্রুদ্ধো বচনং প্রাহ ভূপতীন্।
যস্যেয়ং চ কৃতা শ্লাঘা যুষ্মাভিদূরবাসিভিঃ।
পিতরৌ তস্য বলিনৌ মাহিষ্মত্যাং মৃতিং গতৌ।।৯।।
জম্বুকো নাম ভূপালো নার্মদীয়ৈঃ সমন্বিতঃ।
বদ্ধা তৌ প্রযযৌ গেহং লুণ্ঠয়িত্বা ধনং বহু।
শিলাপত্রে সমারোপ্য তয়োর্গাত্রমচূর্ণয়ৎ।
শিরসী চ তয়োশ্ছিত্ত্বা বটবৃক্ষে সমারুহৎ।।১০।।
অদ্যাপি তৌ স্থিতৌ বীরৌ হা পুত্রেতি প্রভাষিণৌ।
প্রেতদেহে চ পিতরৌ যস্য প্রাপ্তৌ মহাবলৌ।
তস্যোদয়ো বৃথা জ্ঞেয়ো বৃথাকীর্তিঃ প্রিয়ঙ্করী।।১১।।
ইতি শ্রুত্বা স কৃষ্ণাংশো ভূপতীনপ্রাহ নম্রধীঃ।
গতৌ মৎপিতরৌ সার্দ্ধং গুর্জরে যত্র বৈরণঃ।।১২।।
ম্লেচ্ছৈর্নরাশনৈঃ সার্দ্ধং তন্নৃপেণ রণোহ ভবৎ।
দেশরাজো বৎসরাজো যুদ্ধং কৃত্বা ভয়ঙ্করম্।
ম্লেচ্ছৈস্তৈশ্চ হতৌ তত্র শ্রুতেয়ং বিশ্রুতা কথা।।১৩।।

তখন মহীপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজগণকে বললেন, তোমরা যার প্রশংসা করছো, তার দ্বারা পিতা মাতা মাহীষ্মতীতে মারা গেছেন।।৯।।

জম্বুক নামধারী রাজা নামদীপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই দুজনকে বেঁধে এবং প্রভূত ধন সম্পদ লুঠ করে নিজ ঘরে চলে এলেন। শিলাপত্রে সমারোপিত করে সেই দুইজনের শরীর চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাদের মস্তক ছেদন করে বটবৃক্ষে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।।১০।।

আজও দুই বীর সেখানে 'হাপুত্র' একথা বলে ক্রন্দন করে। যার পিতা মাতা মহাবলী হয়েও প্রেত দেহ প্রাপ্ত হন, তাঁর সবকিছুই বৃথা।।১১।।

এই কথা শ্রবণ করে কৃষাঁংশ ভূপতিগণকে নম্রধী হয়ে বললেন — আমি পিতার সাথে গুর্জর দেশের রণে গিয়েছিলাম। মনুষ্যভক্ষণকারী ম্লেচ্ছগণের সাথে ভয়ংকর যুদ্ধ করে সেই ম্লেচ্ছগণের হাতে পিতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। একথা সেখানে পরম প্রসিদ্ধ হয়েছিল।।১২-১৩।।

মাতুলেনাদ্য কথিতং নবীনং মরণং তয়োঃ।
চেৎসত্যং বচনং তস্য পৌরুষং মম পশ্যত।।১৪।।
ইত্যুক্ত্বা তান্স কৃষ্ণাংশো মাতরং প্রাহ সত্বরম্।
হেতুং চ বর্ণয়ামাস ভাষিতং চ মহীপতেঃ।।১৫।।
শ্রুত্বা বজ্রসমং বাক্যং রুরোদ জননী তদা।
নোত্তরং প্রদদৌ মাতা পতি দুঃখেন দুঃখিতা।।১৬।।
জ্ঞাত্বা পিতৃবধং শ্রুত্বা জম্বুকং শিবকিঙ্করম্।
মনসা স চ কৃষ্ণাংশস্তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্।।১৭।।
জয় জয় জয় জগদম্ব ভবানি হ্যখিললোক সুরপিতৃমুনিখানি।
ত্বয়া ততং সচরাচরমেব বিশ্বং পাতমিদং হৃতমেব।।১৮।।
ইতি ধ্যাত্বা স কৃষ্ণাংশঃ সুষ্বাপ নিজসদ্মনি।
তদা ভগবতী তুষ্টা তালনং বলবত্তরম্।
মোহয়িত্বাশু তৎপার্শ্বে প্রেষয়ামাস সর্বগা।।১৯।।

মাতুল আজ তাদের দুইজনের মৃত্যুর নতুন এক ইতিহাস বললেন, যদি সেই বচন সত্য হয় তাহলে আমার পৌরুষ দেখো।।১৪।।

কৃষ্ণাংশ এই কথা বলে শূঘ্র মাতাকে তার কারণ এবং মহীপতির কথা বললেন। সেকথা শ্রবণ করে তার মাতা রোদন করতে লাগলেন। পতির দুঃখে দুঃখিত মাতা নিরুত্তর রইলেন।।১৫-১৬।।

পিতার বধের কাহিনী শ্রবণ করে জম্বুককে শিবকিংকর জেনে মনে মনে কৃষ্ণাংশ পরমেশ্বরীর ধ্যান করতে লাগলেন।।১৭।।

হে জগদম্বা, সমগ্রলোক সুর-পিতৃ এবং মুনিগণের জননী আপনার জয় হোক। আপনি এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী এবং আপনিই বিশ্বের পূর্ণরক্ষাকর্ত্রী তথা সংহারকর্ত্রী। এইরূপ ধ্যান করে কৃষ্ণাংশ নিজগৃহে শয়ন করলেন। অতএব ভগবতী প্রসন্নচিত্তে অধিক বলবান্ তালনকে মোহাবিষ্ট করে তার পাশে প্রেরণ করলেন।।১৮-১৯।।

চতুর্লক্ষবলৈঃ সার্দ্ধ তালনঃ শীঘ্রমাগতঃ।
স্বসৈন্যং চোদয়ামাস চৈকলক্ষং মহাবলম্।।২০।।
বলখানিস্তদা প্রাপ্তশ্চৈকলক্ষবলান্বিতঃ।
অনুজং তত্র সংস্থাপ্য শিরীষাখ্যে মহাবলঃ।।২১।।
সজ্জীভূতান্সমালোক্য তানুদ্যানে সসৈন্যকান্।
ভীতঃ পরিমলো রাজা কৃষ্ণাংশং প্রতি চাযযৌ।।২২।।
বিহ্বলং নৃপমালোক্য কৃষ্ণাংশোহহশ্চাসযন্মুদা।।২৩।
লক্ষসৈন্যং তদীয়ং চ গৃহীত্বা চাধিপোহ ভবৎ।
শতঘ্ন্যঃ পঞ্চসাহস্রা নানাবর্ণাঃ সুবাহনাঃ।।২৪।।
পতাকাঃ পঞ্চসাহস্রাঃ সাহস্রং কাষ্ঠকারিণঃ।
গজা দশসহস্রাশ্চ রথাঃ পঞ্চসহস্রকাঃ।।২৫।।
ত্রিলক্ষাশ্চ হয়াঃ সর্ব উষ্ট্রা দশসহস্রকাঃ।
শেষা পদাতয়ো জ্ঞেয়াস্তস্মিন্সৈন্যে ভয়ানকে।।২৬।।

চারলক্ষ সেনা সঙ্গে নিয়ে তালন শীঘ্র সেখানে এলেন এবং মহাবলবান্ একলক্ষ সেনাকে প্রেরণ করলেন।।২০।।

সেই সময় একলক্ষ সেনা সমন্বিত বলখানিও প্রাপ্ত হলেন। মহাবল নিজভ্রাতাকে শিরীষাখ্যপুরে সংস্থাপিত করলেন।।২১।।

সজ্জীভূত নিজ সৈনিকগণকে উদ্যানে দেখে ভীত পরিমল কৃষ্ণাংশের কাছে গেলেন।।২২।।

সেই নৃপতিকে অত্যন্ত বিহ্বল দেখে কৃষ্ণাংশ আনন্দের সঙ্গে আশ্বস্ত করে, নিজের একলক্ষ সেনা নিয়ে অধিপ হয়ে গেলেন, পঞ্চসহস্র শতঘ্নী তথা অনেক বর্ণ বাহন, পাঁচহাজার রথ, তিনলক্ষ অশ্ব, দশসহস্র উট এবং পদাতিক সৈন্য সেই ভীষণ সেনা দলে ছিল।।২৩-২৬।।

তালনশ্চ সমাযাতঃ সর্বসেনাধিপোহ ভবৎ।
দেবসিংহো রথানাং চ সর্বেষামীশ্চরোহ ভবৎ।।২৭।।
বলখানির্হযানাং চ সর্বেষামধিপোহ ভবৎ।
পত্তীনাং চৈব সর্বৈষাং কৃষ্ণাংশ শ্চাধিপোহ ভবৎ।।২৮।।
নত্বা তে মলনাং ভূপো দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
সমাযযুশ্চ তে সর্বে দক্ষিণাশাং বলান্বিতাঃ।।২৯।।
পক্ষমাত্রগতঃ কালো মার্গে তস্মিন্ননৈষিণাম্।
ছিত্ত্বা তত্র বনং ঘোরং নানাকন্টকসংযুতম্।
সেনাং নিবাসমাসুনির্ভয়াস্তে মহাবলাঃ।।৩০।।
দেবসিংহমতেনৈব যোগিনস্তে তদাভবন্।
নর্তকশ্চৈব কৃষ্ণাংশশ্চাহ্লাদো ডমরুপ্রিয়ঃ।।৩১।।
মড্ডুধারী তদা দেবো বীণাধারী চ তলনঃ।
বৎসজঃ কাস্যধারী চ বলখানিমর্হাবলঃ।।৩২।।

তালন সেই সমগ্র সেনার অধিপ হলেন, দেবসেন সমস্ত রথ, বলখানি সমস্ত অশ্ব, আহ্লাদ সমস্ত গজের অধিপ হলেন। এছাড়া সমগ্র পদাতিক সৈন্য দলের অধিপ কৃষ্ণাংশ স্বয়ং ছিলেন। তাঁরা মললাকে প্রণাম করে এবং প্রভূত সম্পদদান করার ফলে তিনি সকল সেনা সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে এলেন।।২৭-২৯।।

সেই যুদ্ধে যোগদান করতে ইচ্ছুক রাজগণ পথে একপক্ষকাল ব্যতীত করলেন। তারপর সেখানে কাঁটাযুক্ত ঘনবন পরিস্কার করে সেনা নিবাস প্রস্তুত করলেন। এইরূপ সেই মহাবলীগণ নির্ভয় রইলেন।।৩০।।

দেবসিংহের কথায় সকলে মহাযোগীরূপ ধারণ করলেন। কৃষ্ণাংশ পরমাহ্লাদে ডমরুর নিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন, দেবসিংহ মড্ডুধারণ করলেন, তালন বীণা ধারণ করলেন, বৎস এবং বলখানি বীণাধারণ করলেন।।৩১-৩২।।

মাতুরগ্রে স্থিতা স্তে বৈ ননৃতুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ।
মোহিতা দেবকী চাসীন্ন জ্ঞাতং তত্র কারণম্।।৩৩।।
মোহিতাং মাতরং দৃষ্ট্বা পরং হর্ষপাযযুঃ।
তদা তাং কথয়ামাসুবয়ং তে তনয়া হি ভোঃ।।৩৪।।
নত্বা তাং প্রযযুঃ সর্বে পুরীং মাহিষ্মতীং শুভাম্।
নগরং মোহয়ামাসুর্বাদ্যগান বিশারদাঃ।।৩৫।।
দূত্যা সার্দ্ধং রিপোর্গেহং যযুস্তে কার্যতৎপরাঃ।
নৃত্যগানসুবাদ্যৈশ্চ রাজ্ঞাস্তে মোহনে রতাঃ।।৩৬।।
বিসংজ্ঞাং মহিষীং কৃত্বা কৃষ্ণাংশ সর্বমোহনঃ।
প্রাপ্তবামস্তত্র যত্রাসৌ তসুতা বিজয়ৈষিণী।।৩৭।।
দৃষ্ট্বা সা সুদরং রূপং শ্যামাঙ্গং পুরুষোত্তমম্।
মুমোহ বশমাপন্না মৈথুনার্থং সমুদ্যতা।।৩৮।।

তারা সকলে মাতার কাছে এসে প্রেম বিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। দেবকী মোহিত হলেও কোনো কারণ জানাতে পারলেন না।।৩৩।।

মাতাকে মোহিত হতে দেখে তাদের পরম হর্ষ হয়েছিল। সেই সময় তারা বললেন --"আমরা আপনার পুত্র।" সকলে তাঁকে প্রণাম করে শুভ মাহিষ্মতীপুরীতে প্রস্থান করলেন। বাদ্যকর ও গীতিকারগণ সম্পূর্ণ নগর মোহিত করলেন।।৩৪-৩৫।।

কার্য তৎপর দূতীর সাথে প্রাসাদে প্রবেশ করে গান ও সুন্দর বাদ্যের দ্বারা রাজাকে মোহিত করে রাণীকে সংজ্ঞাহীন করে পেললেন। তারপর তার পুত্রী বিজয়ৈষিণীর কাছে গেলেন। বিজয়ৈষিণী তার পুরুষোত্তম শ্যাম অঙ্গ দর্শন করে মৈথুনার্থে উদ্যত হলেন।।৩৬-৩৮।।

দষ্ট্বা তথা গতাং নারীং কৃষ্ণাংশ শ্লক্ষ্ময়াগিরা।
শত্রোভেদং চ পপ্রচ্ছ কামিনীং মদবিহ্বলাম্।।৩৯।।
সাহ ভো দেবকীপুত্র যদি পাণি গ্রহীষ্যসি।
তর্হি তে কথয়িষ্যামি পিতৃভেদং হি দারুণম্।।৪০।।
তথেত্যুক্ত্বা স বলবাঁস্তস্যাঃপাণি গৃহীতবান্।
জ্ঞাত্বা ভেদং রিপো সর্বং তামাস্বাস্য যযৌমুদা।।৪১।।
এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞী বাধিতা প্রাহ যোগিনম্।
দেশরাজপ্রিয়াহারং নবলক্ষস্য মূল্যকম্।
তুভ্যং দাস্যামি সন্তুষ্টা নৃত্যগানবিমোহিতা।।৪২।।
ইতি শ্রুত্বা বৎসসুতস্তাং প্রশস্য গৃহীতবান্।
প্রযযৌ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং জম্বুকে যত্র তিষ্ঠতি।।৪৩।।
ননর্ত তত্র কৃষ্ণাংশো বলখানিরগায়ত।
আহ্লাদস্তালনো দেবো দধ্মুর্বাদ্যগতোমুর্দা।।৪৪।।

সেই নারী এই প্রকার দশা দেখে অত্যন্ত শ্লক্ষ্ণ বাণীর দ্বারা কৃষ্ণাংশ শত্রুর ভেদ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন — যদি আপনি আমার পাণি গ্রহণ করেন, তাহলে আমি পিতার সমস্ত ভেদ বলে দেব।কৃষ্ণাংশ তার কথা মেনে নিয়ে পাণি গ্রহণ করলেন। এইভাবে শত্রুর সমস্ত ভেদ জেনে তাকে আশ্বস্ত করে কৃষ্ণাংশ সেখান থেকে চলে গেলেন।।৩৯-৪১।।

এরমধ্যে বাধিতা যোগীকে রাণী বললেন — দেশরাজ প্রিয়ার হারের মূল্য নয়লক্ষ, সেটি আমি তোমাকে প্রদান করব। কারণ তোমার নৃত্য-গানে আমি বিশেষরূপে মোহিত হয়েছি। একথা শ্রবণ করে বৎস স্তুত প্রশংসাপূর্বক তা গ্রহণ করলেন এবং বন্ধুগণের সঙ্গে জম্বুকের কাছে গেলেন। কৃষ্ণাংশ সেখানে নৃত্য করলেন এবং আহ্লাদ-তালন-দেব মহানন্দে বাদ্য করেছিলেন।।৪২-৪৪।।

মোহিতোহভূন্নৃপস্তত্র কালিয়ঃ স্বজনৈঃ সহ।
কামং বরয় কৃষ্ণাংগ যচ্চতে হৃদয়ে স্থিতম্।।৪৫।।
ইতি শ্রুত্বা বচঃ সত্রোবর্লখানিমহাবলঃ।
তমাহ ভো মহীপাল লক্ষাবর্তির্বরাঙ্গঁণা।
স্ববিদ্যাং দর্শয়েন্মহ্যং তদা তৃপ্তিং ব্রজাম্যহম্।।৪৬।
ইতি শ্রুত্বা তথা মত্বা লক্ষাবর্তি নৃপোত্তমঃ।
সভায়াং নর্তয়ামাস দেশরাজপ্রিয়াং তথা।।৪৭।।
স বেশ্যা সুতমাহ্লাদং জ্ঞাত্বা যোগিত্বমাগতম্।
রুরোদ তত্র দুঃখতা নেত্রাদশ্রুণি মুঞ্চতী।।৪৮।।
রুদিতাং তাং সমালোক্য রুদন্নাহ্লাদ এব সঃ।
স্বভূজৌ তাড়য়ামাস তৎপ্রিয়ার্থে মহাবলঃ।।৪৯।।
কৃষ্ণাংশস্তত্র তং হারং তস্যা কণ্ঠেপ্রদত্তবান্।
উবাচ ক্রোধতাম্রক্ষস্তামাশ্বাস্য পুনঃ পুনঃ।।৫০।।
অহং চোদয়সিংহোহয়ং পিতুর্বৈরার্থমাগতঃ।
হনিষ্যামি রিপুং ভূপং সাত্মজং সবলং তথা।।৫১।।

সেখানে কালিয় নৃপ মোহিত হয়ে কৃষ্ণাংশকে কর দিতে চাইলেন।।৪৫।।

মহাবলবান্ বলখানি শত্রুর এরূপ বচন শ্রবণ করে তাঁকে বললেন – হে মহীপাল, লাক্ষাবর্ত্তী বারাঙ্গনা তার স্বীয় বিদ্যা আমাকে প্রদর্শন করলে আমি পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করব। একথা শ্রবণ করে এবং তা গ্রহণ করে দেশরাজ প্রিয়া লক্ষবর্ত্তী সভাতে নৃত্য প্রদর্শন করলেন। ঐ বারাঙ্গনা যোগিত্বপ্রাপ্ত আহ্লাদসূতর পরিচয় জেনে দুঃখে কাতর হয়ে অশ্রুপাত করছিলেন।।৪৬-৪৮।।

বারাঙ্গনাকে রোদন করতে দেখে আহ্লাদও রোদন করছিলেন। মহাবল নিজহস্তে তার প্রিয়াকে তাড়ন করেছিলেন। কৃষ্ণাংশ সেখানে সেই হার তার গলায় পরিয়ে দিলেন এবং ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তাকে বললেন – আমি উদয়সিংহ পিতার বৈরীতার জন্য এখানে এসেছি। এখন আমি সপুত্র শত্রু রাজাকে এবং তার সেনাদেরকে মেরে ফেলব।।৪৯-৫১।।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কালিয়ো বলত্তরঃ।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য শতব্যূহসমন্বিতঃ।।৫২।।
তেষাং চ বন্ধনায়ৈব কপাটং সমরুদ্ধ সঃ।
তাঞ্চত্রূন্সমনুজ্ঞায় পাশহস্তন্সশস্ত্রগান্।।৫৩।।
স্বং স্বং খড়গং সমাকৃষ্য ক্ষত্রিয়াস্তে সমাঘ্নত।
শতশূরে হতে তৈশ্চ কালিয়ো ভয়কাতরঃ।।৫৪।।
ত্যক্ত্বা তাতং প্রদুদ্রাব তে তু গেহাদ্বহির্যযুঃ।
স্বসৈন্যং শীঘ্রমাসাদ্য যুদ্ধায় সমুপস্থিতৈঃ।।৫৫।
কৃত্বা তু নর্মদাসেতুং নল্বমাত্রং সুপুষ্টিদম্।
স্বসৈন্যং তারয়ামাস চতুরঙ্গঁসমন্বিতম্।।৫৬।।
রুরোধ নগরীং সর্বা বলখানির্বলৈর্যুতঃ।
শতঘ্নীরগ্রতঃ কৃত্বা মহাশব্দকরীস্তদা।
মাহিষ্মত্যাশ্চ হর্ম্যাণি পাতয়ামাস ভূতলে।।৫৭।।
নরাশ্চ স্বকুলৈঃ সার্দ্ধং মুখ্যদ্রব্যসমন্বিতাঃ।
বিন্ধ্যাদ্রেশ্চ গুহাং প্রাপ্য তত্রোযুর্ভয়কাতরাঃ।।৫৮।।

তাঁর এইরূপ বচন শ্রবণ করে বলবান্ কালিয় পিতার আজ্ঞা পেয়ে শতব্যূহ সমন্বিত হয়ে তাকে বন্ধন করার উদ্দেশ্যে দ্বার বন্ধ করলেন। তখন শত্রুগণকে চিহ্নিত করে খড়্গের দ্বারা কৃষ্ণাংশ এবং তার সহযোদ্ধাগণ হত্যা করল। শতশূরকে মারা যেতে দেখে কালিয় ভয় কাতর হয়ে গেল।।৫২-৫৪।।

কালিয় পিতাকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। শীঘ্রই সে নিজ সেনা নিয়ে উপস্থিত হল। নর্মগাতীরে কৃষ্ণাংশ সেনা শিবির ছিল। সুপুষ্টিদায়ী নর্মদাতে নল্বমাত্র সেতু বন্ধু করে চতুরঙ্গ সেনা পার করে দিল।।৫৫-৫৬।।

বলখানি সেনা সমন্বিত হয়ে সম্পূর্ণ নগরী ভূলুণ্ঠিত করল। মনুষ্যগণ প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে ভয়ভীত হয়ে বিন্ধাচলের গুহাতে নিবাস করতে লাগলেন।।৫৭-৫৮।।

কালিয়স্তু গজানীকে পঞ্চশব্দগজে স্থিতঃ।
হস্তিপা দশসাহস্রা যুদ্ধায় সমুপাযযুঃ।।৫৯।।
তস্যানুজ সূর্যবর্মা ত্রিলক্ষৈস্তুরগৈর্যুতঃ।
তুন্দিলশ্চ রথৈঃ সার্দ্ধং রথস্থশ্চ সহস্রকৈঃ।।৬০।।
রঙ্কণো বঙ্কণশ্চোভো চতুলর্ক্ষ পদাতিভিঃ।
জগ্মতুস্তৌ মহাম্লেচ্ছৌ ম্লেচ্ছভূপসহস্রকৈঃ।
দাক্ষিণাত্যগ্রামপাস্তে তৌ পুরস্কৃত্য সংযযুঃ।।৬১।।
উভে সেনে সমাসাদ্য যুদ্ধায় সমুপস্থিতে।
তয়োশ্চ তুমলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্যণম্।।৬২।।
ত্রিযামে রুধিরৈস্তেষাং নদী প্রাবর্তত দ্রুতম্।
দৃষ্ট্বাংস্নজাং নদীং ঘোরাং মাংসকর্দমবাহিনাম্।
বলখানিরমেয়াত্মা খড়গ পাণির্নরোযযৌ।।৬৩।।
ভল্লহস্তস্তদা দেবো মনোরথ হয়ে স্থিতঃ।
বিন্দুলস্থশ্চ কৃষ্ণাংশ খড়েগনৈব রিপূহনম্।।৬৪।।

কালিয় পঞ্চশব্দ গজারূঢ় হয়ে এবং দশসহস্র হস্তিপ নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তার অনুজ সূর্যবর্মা তিনলক্ষ অশ্ব এবং তুন্দিল সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন। রংকণ এবং কংকণ এই দুই মহাম্লেচ্ছ চারলক্ষ পদাতিক সৈন্য এবং একলক্ষ ম্লেচ্ছ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন।।৫৯-৬১।।

দুইপক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে সেখানে উপস্থিত হল। দুপক্ষের ভীষণ রোমাঞ্চকারী তুমুল শব্দ উৎপন্ন হল। তিনপ্রহরের মধ্যে রুধিরের নদী সেখানে প্রবাহিত হয়। সেই রক্তের নদী এবং কর্দমরূপ মাংস দেখে অমোয়াত্মা বলখানি খড়্গহস্তে সেখানে এলেন।।৬২-৬৩।।

ভল্ল হস্তে দেব মনোরথ অশ্বারূঢ় হয়ে, কৃষ্ণাংশ বিন্দুল নামক অশ্বে আরোহণ করে খড়্গহস্তে শত্রু দমন করতে লাগলেন। আহ্লাদ গদার দ্বারা সেনাগণকে প্রোথিত করতে লাগলেন। রূপণ নামক শূদ্র হস্তের দ্বারা শত্রু

আহ্লাদশ্চ গদাহস্তঃ পোথয়ামাস বাহিনীম্।
রূপণো নাম শূদ্রশ্চ শক্তিহস্তোন্যহত্রিপূন্।
তালনো হস্তিনিস্ত্রিশো মাহিষ্মত্যাং হনন্যযৌ।।৬৫।।
এবং মহাভয়ে জাতে রণে তস্মিন্মহাবলে।
দুদ্রুবুঃ সর্বতো বীরাঃ পাহিত্যথাব্রুবন্।।৬৬।।
ফ্রভগ্নং স্ববলং দৃষ্ট্বা কালিয়ো বলখানিকম্।
গজস্থস্তাড়য়ামাসে স্ববানৈস্তং মহাবলঃ।।৬৭।।
হরিণী বড়বা তস্য জ্ঞাত্বা স্বায়িনমাতুরম্।
গজোপরি সমাস্থায় স্বপাদৈস্তমপাতয়ৎ।।৬৮।।
পতিতে কালিয়ে বীরে পঞ্চশব্দো মহাগজঃ।
শৃঙ্খলৈস্তাড়য়ামাস শূরাংস্তান্মদত্তকান্।।৬৯।।
মূর্চ্ছিতে পঞ্চশূরে তু রূপণো ভয়কাতরঃ।
দেবকীং বর্ণয়ামাস যথাজাতং গজেন বৈ।।৭০।।

হনন করতে লাগলেন। তালন হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নগরী মধ্যে শত্রু হনন করতে লাগলেন।।৬৪-৬৫।।

এইরূপ মহাবল ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হলে সকল বীর 'ত্রাহি ত্রাহি' রব করে পলায়ন করতে লাগলেন। সেই সময় কালিয় নিজ সেনাদেরকে রণভঙ্গ হতে দেখে গজারূঢ় হয়ে বলখানিকে বাণের দ্বারা তাড়না করতে লাগলেন। তার হরিণী নামক ঘোটকী প্রভুকে সন্তস্ত্র দেখে গজোপরি উত্থিত হয়ে কালিয়কে ভূপতিত করল। বীর কালিয় পতিত হলে পঞ্চশব্দ নামক মহাগজ শুঁড়ের দ্বারা বীরগণের মধ্যে তাড়না করতে লাগল।।৬৬-৬৯।।

পঞ্চশূর মূর্চ্ছিত হয়ে গেলে রূপণ ভয়ভীত হয়ে গজারূঢ় হয়ে দেবকীকে যথাপূর্বক বর্ণনা করলেন।।৭০।।

তদা তু দুঃখিতা দেবী দোলামারুহ্য সত্বরা।
তং গজং চ সমাসাদ্য বর্ণয়ামাস কারণম্।।৭১।।
গজরাজ নমস্তুভ্যং শক্রদত্ত মহাবল।
এতে পুত্রাস্তুতে বীর পালনীয়া যথা পিতুঃ।।৭২।।
ইতি শ্রুত্বা দিব্যগজো দেবমায়াবিশারদঃ।
দেবকীং শরণং প্রাপ্য ক্ষমস্বাগস্কৃতং মম্ঃ।।৭৩।।
ইত্যুক্তে গজরাজে তু কৃষ্ণাংশো বলত্তরঃ।
ত্যক্ত্বা মূর্চ্ছাং যযৌ যত্রাহ্লাদশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।।৭৪।।
তমুত্থাপ্য করস্পর্শেবলখানিসমন্বিতঃ।
পিতুগর্জং মহামত্তমাহ্লাদায় প্রদত্তবান্।
করালমশ্বং দিব্যাঙ্গঁং রূপণায় তদা দদৌ।।৭৫।।
মূর্চ্ছিতং কালিয়ং শক্রং বদ্ধা স নিগড়ৈর্দৃঢ়ৈঃ।
সেনান্তং প্রেষয়ামাস বলখানির্মহাবলঃ।।৭৬।।
সূর্যবর্মা তদা জ্ঞাত্বা বদ্ধং বন্ধুং চ কালিয়ম্।
প্রযযৌ শক্রসেনান্তং ক্রোধেন স্ফুরিয়াধরঃ।।৭৭।।

সেই সময় দেবকী প্রভৃত দুঃখিত হয়ে শীঘ্র স্বয়ং দোলারূঢ় হয়ে গজের সমীপে এসে তার স্তব করতে লাগলেন, হে গজরাজ, হে শক্রদত্ত মহাবল, তোমাকে আমার প্রণাম। হে বীর, এই তোমার পুত্র, একে তুমি পিতার ন্যায় অবশ্য পালন করবে।।৭১-৭২।।

এই কথা শ্রবণ করে দেবমায়া বিশারদ দিব্যগজ দেবকীর শরণ প্রাপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন।।৭৩।।

গজরাজকে একথা বলার পর বলবান্ কৃষ্ণাংশ মূর্চ্ছা ত্যাগ করে মূর্চ্ছিত আহ্লাদের কাছে গেল। বলখানিকে সঙ্গে নিয়ে করস্পর্শে তাকে তুলে পিতার মহামত্তগজকে আহ্লাদকে দিয়েদিলেন এবং করাল অশ্ব রূপণকে দিয়ে দিলেন। তখন মূর্চ্ছিত কালিয়কে নিগড়ের দ্বারা বন্ধন করে বলখানি তাকে তার সেনাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন সূর্যবর্মা নিজ বন্ধুকে এইরূপ অবস্থায় দেখে সমুচিত বেশে শক্র সেনার কাছে গেল।।৭৪-৭৭।।

তমায়ান্তং সমালোক্য তে বীরো যুদ্ধদুর্মদাঃ।
রথস্থং মন্ডলীকৃত্য স্বংস্বমস্ত্রং সমাক্ষিপন্।।৭৮।।
কুণ্ঠিতেহস্ত্রে তদা তেষাং বিস্মিতাস্তেহ ভবন্সুখে।
চিন্তাং চ মহতীং প্রাপ্তুঃ কথং বধ্যো ভবেদয়ম্।।৭৯।।
তস্যাস্ত্রৈস্তে মহাবীরা ব্রহ্মার্তি ভয়পীড়িতাঃ।
ত্যক্ত্বা যুদ্ধং পুনর্গত্বা রণং চক্রুঃ পুনঃ পুনঃ।।৮০।।
এবং কতি দিনান্যেব বভূব রণ উত্তমঃ।
আহ্লাদো বৎসজো দেবস্তালনো ভয়সংযুতঃ।
কৃষ্ণাংশং শরণ জগ্মৃস্তেন বীরেণ মোহিতাঃ।।৮১।।
কৃষ্ণস্তু তং তথা দষ্ট্বা দেবীং বিশ্ববিমোহিনীম্।
তুষ্ট্বা মনসা বীরো রাত্রিসূক্তং পঠহৃদি।।৮২।।
তদা তুষ্টা জগদ্ধাত্রী দুর্গা দুর্গাতি নাশিণী।
মোহয়িত্বা তু তং বীরং তত্রৈবান্তরধীয়তঃ।।৮৩।।
নিদ্রয়া মোহিত দৃষ্টা কৃষ্ণাংশস্তু মহাবলঃ।
ববন্ধ নিগড়ৈস্তং চ দেবক্যন্তে সমাগমাৎ।।৮৪।।

যুদ্ধে দুর্মদবীরগণ তাকে আসতে দেখে নিজেদের মধ্যে মন্ডল তৈরী করে তাকে ঘিরে ফেলল এবং নিদ নিজ অস্ত্রের দ্বারা তাকে আঘাত করতে লাগল। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র কুণ্ঠিত হয়ে গেলে তাঁরা বিস্মিত হন এবং কি করে সূর্যবর্মাকে বধ করবেন এনিয়ে চিন্তান্বিত হন।।৭৮-৭৯।।

সূর্যবর্মার অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাঁরা ভয়ভীত হন। যুদ্ধ ত্যাগ করে বারংবার তারা যুদ্ধ করতে থাকেন। এই প্রকার কতদিন ধরে হয়েছিল তখন তারা সব কৃষ্ণাংশের শরণে যান। কৃষ্ণাংশ তাদের এরূপ অবস্থা দেখে মনে মনে বিশ্বমোহিনী দেবীর স্তব করতে লাগলেন এবং বীরগণ রাত্রিসূক্ত পাঠ করতে লাগলেন। তখন জগদ্ধাত্রী, দুঃখবিনাশিনী দুর্গা প্রসন্ন হয়ে বীর সূর্যবর্মাকে মোহিত করে অন্তর্হিত হন।।৮০-৮৩।।

যখন তিনি নিদ্রাভিভূত হলেন তখন মহাবল কৃষ্ণাংশ তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিগড়বদ্ধ করে দেবীর সমীপে নিয়ে গেলেন।।৮৪।।

তুন্দিলশ্চ তথা জ্ঞাত্বাবাতৃশোক পরিপ্লুতঃ।
আজগাম হয়ারূঢ়ঃ খগড়হস্তো মহাবলঃ।
রিপুসৈন্যস্য মধ্যে তু বহুশূরান্ তাড়য়ৎ।।৮৫।।
মাহিষ্মত্যাশ্চ তে শূরা রংকণেন সমন্বিতাঃ।
ততসৈন্যং ভঞ্জয়ামাসুস্তালননেন প্রপালিতম্।।৮৬।।
প্রদ্রুতং স্বং বলং দৃষ্টা তালনঃ পরিঘাযুধঃ।
শিরাংসিপোথয়ামাস ম্লেচ্ছানাং চ পৃথক পৃথক্।।৮৭।
বঙ্কণং চ তথা হত্বা খড়েগনৈব চ রঙ্কণম্।
তুন্দিলং চ তথা বদধ্বা দিনান্তে শিবিরং যযৌ।।৮৮।।
কালিয়ে চ রিপৌ বদ্ধে সুবদ্ধে সূর্যবর্মণি।
তুন্দিলে চ তথা বদ্ধে রংকণে বংকণে হতে।।৮৯।।
সহস্রং ম্লেচ্ছরাজানো হতশেষা বলন্বিতাঃ।
পক্ষমাত্রমহোরাত্রং যুদ্ধং চক্রুঃ সমন্ততঃ।।৯০।।

তুন্দিল ভ্রাতাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখে শোকাতুর হয়ে খড়্গ হস্তে অশ্বারোহনপূর্বক সেখানে আগত হলেন। শত্রু মেলার মধ্যে তিনি অনেক বীর যোদ্ধাকে হত্যা করেন।।৮৫।।

মাহিষ্মতী নগরীতে তুন্দিল রংকনকে সঙ্গে নিয়ে তালনের সেনা ভঞ্জন করেছিলেন। তালন তার সেনাদের পলায়ন করতে দেখে তিনি পরিঘ অস্ত্রের দ্বারা ম্লেচ্ছগণের মস্তক ছিন্নভিন্ন করেছিলেন।।৮৬-৮৭।।

কংকন এবং রংকনকেও খড়্গের দ্বারা হত্যা করলেন এবং তুন্দিলকে বেঁধে নিয়ে দিনান্তে শিবিরে ফিরে এলেন।।৮৮।।

কালিয়, সূর্যবর্মা, তুন্দিল শত্রুগণের বধ্য জেনে এবং কংকন ও রংকনকে মৃত দেখে অবশিষ্ট একসহস্র ম্লেচ্ছ রাজা অবশিষ্ট সেনাদের সঙ্গে নিয়ে এক পক্ষকাল যুদ্ধ করেছিল।।৮৯-৯০।।

প্রত্যহং তালনো বীর সেনাপতিরমর্ষণঃ।
ষষ্টিং ভূপাঞ্জঘানাশু শক্রসৈন্যভয়ঙ্করঃ।।৯১।।
ভয়ভীতা রিপোঃ শূরা হতা ভূপা হতৌজসঃ।
হতশেষা যযুর্গেহমর্দ্ধসৈন্যা ভয়াতুরাঃ।।৯২।।
জম্বুকস্তু তথা শ্রুত্বা দুঃখিতো গেহমাযযৌ।
ব্রতং হ্যনশণং কৃত্বা রাত্রৌ শোচন্নশেত সঃ।।৯৩।।
নিশীথে সমনুপ্রাপ্তে তৎসুতা বিঝয়ৈষিনী।
পূর্ণা তু সা কলা জ্ঞেয়া রাধায়া ব্রজবাসিনী।।৯৪।।
আশ্বাস্য পিতরং তং চ যযৌ মায়াবিশারদা।
রক্ষকাঙ্ক্ষিবিরাণাং চ মোহয়িত্বা সমাযযৌ।।৯৫।।
ভ্রাতরো তত্র গত্বাসৌ যত্র সর্বানবোধয়ৎ।
কৃত্বা সা রাক্ষসীং মায়াং পঞ্চবীরা নমোহয়ৎ।।৯৬।।
নিরস্ত্রকবচান্বন্ধুনতিদোলাং সমারুহৎ।
পিতুংরতিকমাসাদ্য তস্মৈ ভ্রাতৃন্দদৌ মুদা।।৯৭।।

প্রতিদিন বীর তালন এবং অমর্ষণ সেনাপতিকে ষাট্ হাজার সেনাকে শীঘ্র হত্যা করলেন, কারণ তারা শত্রু সেনার কাছে মহাভয়ংকর ছিলেন।।৯১।।

ভয়বীত যত্রু সেনার নৃপতিগণ মারা গেল পর অবশিষ্ট সেনা ভয়াতুর হয়ে পলায়ন করেছিল। জম্বুক একথা শ্রবণ করে পরমদুখে নিজ গৃহে ফিরে এসেছিল। তিনি অনশন ব্রত রালন করে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন। অর্ধ রাত্রির পরে তার কন্যা বিজয়ৈষিণী রাধার ব্রজনিবাসের পূর্ণ কলা জানতে ইচ্ছা করলেন।।৯২-৯৪।।

মায়া বিশারদ সেনা কন্যা পিতাকে আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন। ঐ শিবিরের রক্ষককে মোহিত করে চলে এলেন। শিবিরে এসে তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে তাদের বোধিত হয়ে পঞ্চবীরকে রাক্ষসী মায়াতে মোহিত করলেন। নিরস্ত্রকবচ সকল বন্ধুগণকে দোল দিয়ে পিতার প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনতে ভ্রাতাদের তার কাছে অর্পণ করলেন।।৯৫-৯৭।।

প্রভাতে বোধিতাঃ সর্বে স্নানধ্যানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃত্বা যযু রিপো শালাং দৃষ্টবন্তো ন তাংস্তদা।।৯৮।।
বভূবুদুঃখিতাঃ সর্বে কিমিদং কারণং কথম্।
তানুবাচ তদা দেবঃ প্রাপ্তঃ হ্যত্র রিপোঃ সুতা।।৯৯।।
কৃত্বা সা রাক্ষসীং মায়াং হৃত্বা তাগ্নেহমায়যৌ।
তস্মাদূয়ং ময়া সার্দ্ধং গত্বা যত্রৈব তদগুরুঃ।।১০০।।
বিধ্যোপরি মহারণ্যে নানাসত্ত্বনিষেবিতে।
কুটীরং তস্য তত্রৈত্র ব্রাহ্মৈবৈলবিলী হি সঃ।
যোগসিদ্ধিযুতঃ কামী রাক্ষসেভ্যো হি নির্ভয়ঃ।।১০১।।
জম্বুকস্য সুতা তত্র প্রত্যহং স্বজনৈর্যুতা।
একাকিনী চ সা রাত্রৌ স্বং গুরুং তমরীরমৎ।।১০২।।
কৃতেয়ং চৈলবিলিনা মায়া মনুজমোহিনী।
কার্যসিদ্ধিং গমিষ্যামো গত্বা তং পুরুষাধমম্।
ইতি শ্রুত্বা তু চত্বারো বিনাহ্লদং যযুবনম্।।১০৩।।

প্রাতঃকালে সকলে জেগে উঠে স্নান, ধ্যানাদি ক্রিয়া করার পর গৃহে তুন্দিলকে কেউ দেখতে পেলেন না। তখন সকলে দুঃখিত হয়ে চিন্তা করলেন নিশ্চয় এর কোনো কারণ আছে। সেই সময় তাকে দেব বললেন, রাত্রে শত্রুকন্যা এসেছিল। তিনি রাক্ষসী মায়াবলে তাকে হরণ করে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন তোমরা আমার সাথে তার গুরুর কাছে চল।।৯৮-১০০।।

বিন্ধ্যাচলের উপর বিশাল বনে অনেক প্রকার পিশাচাদি বসবাস করে সেখানে তার কুটীর। তার নাম ঐলীবিলী। তিনি যোগসিদ্ধ কালী এবং রাক্ষসদের সঙ্গে সদা নির্ভয়ে বাস করে।।১০১।।

জম্বুকসূতা প্রত্যহ স্বজনবর্গের সাথে বা একলা সেখানে গিয়ে নিজ গুরুকে রমণ করেন। ঐ ঐলীবিলী মনুষ্যকে মোহিক করার মায়া করেছেন। সেই অধমপুরুষের কাছে গিয়ে আমরা কার্য সিদ্ধি করব। এইকথা শ্রবণ করে আহ্লাদ ছাড়া বাকী চারজন বনে গেল।।১০২-১০৩।।

গীতনৃত্যপ্রবাদ্যৈশ্চ মোহয়িত্বা চ তং দিনে।
বাসং চক্রুশ্চ তত্রৈব ধূর্তং মায়াবিশারদম্।।১০৪।।
স তু পূর্বভবে দৈত্যশ্চিত্রো নাম মহাসুরঃ।
বাণকন্যামুষাং নিত্যমবাঞ্ছচ্ছিব পূজকঃ।
জাত ঐলবিলী নাম পক্ষপূজী স বেগবান্।।১০৫।।
তয়োর্মধ্যে প্রামাণোহয়ং বিবাহো মে যদা ভবেৎ।
তদাহং ত্বাং ভজিষ্যামি সংত্যক্তোদ্বাহিতং পতিম্।।১০৬।।
হতে তস্মিন্মহাধূর্তে গত্বা সংমগ্রামমূর্দ্ধনি।
জম্বুকস্য যযুদুর্গং দৃষ্ট্বা তে তং সমারুহন্।
হত্বা তত্র স্থিতান্বীরাঞ্ছতঘ্ন্য পরিখাকৃতাঃ।।১০৭।।
তদা তু জম্বুকো রাজা শিবদত্তবরো বলী।
জিত্বা পঞ্চ মহাবীরান্বদূধ্বা তান্নিগড়ৈদৃঢ়ৈঃ।।
শৈবং যজ্ঞং চ কৃতবাংস্তেষাং নাম্নোপবৃংহিতম্।।১০৮।

দিনে নৃত্য, গীত, বাদ্যের দ্বারা তাকে মোহিত করে রাত্রে সেখানেই তারা থেকে গেলেন। ধূর্ত্ত ঐলীবিলী পূর্ব জন্মে চিত্র নামক মহাসুর ছিলেন। তিনি শিবপূজা করে বাণকন্যা ঊষাকে পাবার ইচ্ছা করেছিল। বর্তমানে তিনি পক্ষপূজী ঐলীবিলী নামে উৎপন্ন হয়েছেন।।১০৪-১০৫।।

তাদের দুইজনের মধ্যে প্রমাণ ছিল যে, তাদের বিবাহ হলে বাণকন্যা তার পতিকে ত্যাগ করে ঐলীবিলীর সেবা করবে।।১০৬।।

সেই মহাধূর্ত্তকে হত্যা করে তারা জুম্বকের দুর্গে প্রবেশ করল। তত্রস্থিত বীরগণকে হত্যা করে তারা সেখানে শতঘ্নী পরিখা তৈরী করল। সেই সময় শিববরে বলীয়ান রাজা জম্বুক সেই পঞ্চবীরকে জয় করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল এবং তাদের নামে উপবৃংহিত শৈবযজ্ঞ করেছিল।।১০৭-১০৮।।

রূপেণস্তু তথা জ্ঞাত্বা দেবকীং প্রত্যবর্ণয়ৎ।
তদা তু দুঃখিতা দেবী ভবানীং ভয়হারিণীম্।
মনসা চ জগামাশু শরণ্যাং শরণং সতী।।১০৯।।
তদা তুষ্টা জগাদ্ধাত্রী স্বপ্রান্তে তামবর্ণয়ৎ।
অহো দেবকি কল্যাণি পুত্রশোকং ত্যজধুনা।।১১০।।
যদা তু জম্বুকো রাজা শিবদত্তবরে বলী।
হেমং কর্তা স মন্দাত্মা তেষাং চ বলিহে তবে।।১১১।।
মোহয়িত্বা তদাহং তং মোচয়িত্বা চ তে সুতান্।
বিজয়ং তে প্রদাস্যামি মা চ শোকে মনঃ বৃথাঃ।।১১২
ইতি শ্রুত্বা সতী দেবী নমস্কৃত্য মহেশ্বরীম্।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ধু পদীপোপহারকৈঃ।।১১৩।।

রূপণ এই বৃত্তান্ত জানতে পেরে দেবকীর স্তব করেছিল। তখন দুঃখিত দেবী ভয়দূরকারী মাতা ভবানীকে একমনে ধ্যান করেছিল কারণ তিনিই হলেন বড় আশ্রয় এবং শীঘ্র রক্ষিকা।।১০৯।।

জগন্মাতা প্রসন্ন দেবকীকে স্বপ্নান্তে বলেছিলেন- হে দেবকী, হে কল্যাণী, এখন তুমি পুত্র শোক পরিত্যাগ কর। রাজা জম্বুক ভগবান্ শিবের বরে বলীয়ান্ হলেও যজ্ঞে তোমার পুত্রদের বলি দেওয়ার সময় সেই সদাত্মাকে বলি দিয়ে আমি তোমার পুত্রদের মুক্ত করে বিজয় তোমাকে অর্পণ করব। এখন মনে শোক ত্যাগ কর।।১১০-১১২।।

দেবকী একথা শ্রবণ করে মহেশ্বরীকে প্রণাম করে ধূপ-দীপসহ বিধিপূর্বক তার পূজা করেছিলেন।।১১৩।।

এতস্মিন্নন্তরে রাজা দেবমায়াবিমোহিতঃ।
সুষ্বাপ তত্র হোমান্তে তে চ জাতো হ্যবন্ধনাঃ।।১১৪।।
তৈর্বদ্ধো জম্বুকো রাজা নিগডৈরায় সৈ দৃঢ়ৈঃ।
তে তং বদধ্ব যযু শীঘ্রং দেবকীং প্রতিনির্ভয়াঃ।।১১৫।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কালিয়াদ্যাস্ত্রয়ঃ সতাঃ।
ত্রিলক্ষং সৈন্যমাদায় যুদ্ধায় সমুপাযযুঃ।।১১৬।।
পুনর্যুর্দ্ধমভূদ্ধোরং সেনয়োরু ভয়োস্তদা।
তালনাদ্যাশ্চ চাত্বারো হত্বা তাং রিপুবাহিনীম্।।১১৭।
ত্রীঞ্চুত্রূক্নোষ্ঠকীকৃত্য স্বশস্ত্রৈর্জঘুরূর্জিতাঃ।
এবং দিনানি কতিচিত্তত্র জাতো মহারণঃ।।১১৮।।
কালিয়ো দুঃখিতে ভূত্বা সস্মায় মনসা হরম্।
মোহনং মন্ত্রমাসাদ্য মোহয়ামাস তান্নিপূন্।।১১৯।।
এতস্মিন্নন্তরে দেবী দেবকী পতিদেবতা।
পাতিব্রত্যস্য পুণ্যেন সতান্তিকমুপাগতা।।১২০।।

ইতিমধ্যে দেবমায়ার দ্বারা বিমোহিত করে রাজা জম্বুক শয়ন করলেন, সেই সময় হোমান্তে কৃষ্ণাংশ প্রভৃতি বন্ধন রহিত হয়ে জম্বুককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নির্ভয়ে দেবকীর কাছে চলে গেলেন।।১১৪-১১৫।।

এরমধ্যে কালিয় প্রভৃতি জম্বুকের তিনপুত্র তিনলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সমুপস্থিত হলেন এবং দুইপক্ষের সেনার মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হল। তালন প্রভৃতি বীর প্রচুর সেনা হত্যা করে সেই তিন শত্রুকে গৃহবন্দী করল। এ প্রকারে কিছুদিন মহাযুদ্ধ হল।।১১৬-১১৮।।

কালিয় অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ভগবান্ শ্রীহরির স্মরণ নিল এবং ভগবান্ শিবের থেকে মোহন মন্ত্র প্রাপ্ত হয়ে শত্রুগণকে মোহন করল।।১১৯।।

ইতিমধ্যে দেবী দেবকী নিজ পতিব্রত পুণ্যের বলে পুত্রগণের সমীপে

বোধয়িত্বা তু কৃষ্ণাশং পঞ্চশব্দগজস্থিতম্।
পুনস্তুষ্টাব জননীং সর্ববিশ্ববিমোহিনীম্।
তদা তুষ্টা স্বয়ং দেবী বোধয়ামাস তান্মুদা।।১২১।।
আহ্লাদঃ সূর্যবর্মানং কালিয়ং চ ততেহনুজঃ।
জঘানবলখানিস্তং তুন্দিলং জম্বুকাত্মজম্।।১২২।।
তে তু পূর্বভবে বিপ্র জরাসন্ধঃ সকালিয়ঃ।
দ্বিবিদো বানরঃ শূরঃ সূর্য্যবমেগহ চাভবৎ।।১২৩।।
ত্রিশিরাস্তুন্দিলো জাতঃ শৃগালঃ স চা জম্বুকঃ।
নিত্যবৈরকরাঃ সর্বে ভূপাশ্চাসন্মহীতলে।।১২৪।।
হতেষু শত্রুপুত্রেষু দেবকী জম্বুকং রিপুম্।
খড়োগন তর্জয়ামাস পতিশোকপরায়ণা।।১২৫।।
কৃষ্ণাংশ শিরসী পিত্রোগৃহীত্বা স্নেহকাতরঃ।
জম্বুকস্যৈব হৃদয়ে স্থাপয়ামাস বিহ্বলঃ।।১২৬।।

উপগত হয়ে পঞ্চশব্দ গজস্থিত কৃষ্ণাংশকে বোধিত করেছিল। এরপর বিমোহিনী দেবীর স্তুতি করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে সকলে বোধিত করলেন।।১২০-১২১।।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আহ্লাদ সূর্যবর্মাকে তার অনুজ কালিয়কে এবং বলখানি তুন্দিলকে হত্যা করল। হে বিপ্র, পূর্বজন্মে কালিয় জরাসন্ধ, সূর্যবর্মা শূর দ্বিবিদ এবং তুন্দিল ত্রিশির ছিলেন। তারা বর্তমানে ঐরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাজা জম্বুক শৃগাল ছিলেন। এই সকল ভূপতিগণ পৃথিবীতে বৈরিতা সৃষ্টি করেছিলেন।।১২২-১২৪।।

শত্রুপক্ষ হত হলে পতি শোকে কাতর দেবকী খড়্গের দ্বারা জম্বুককে তর্জিত করেছিল।।১২৫।।

কৃষ্ণাংশ স্নেহ কাতর হয়ে পিতার শির গ্রহণ করে জম্বুকের হৃদয়ে স্থাপিত করেছিল।।১২৬।।

বিহস্যতৌ তদা তত্র প্রোচতুর্বচনং প্রিয়ম্।
চিরং জীব হি কৃষ্ণাংশ গয়াং কুরু মহামতে।
ইতি বাণী তয়োর্জাতা বলিনোঃ প্রেতদেহয়োঃ।।১২৭।
খড়্গহস্তা চেদয়ামাস স্বপুত্রাহ্বর্যসংযুতা।।১২৮।।
হে পুত্রাঃ স্বপিতঃ শত্রুং জম্বুকং পুরুষাধমম্।
খন্ড খন্ডং চ তিলশঃ কৃত্বানন্দসমন্বিতাঃ।।১২৯।।
সংচূর্ণয়ত তদগত্রং তত্তৈলৈর্মদনির্মিতৈঃ।
স্নাস্যাম্যহং তথেত্যুক্ত্বা রুরোদ জননী ভৃশম্।।১৩০।।
তথা কৃত্বা তু তে পুত্রা মহিষীং সসুতাং তদা।
বলখানিযুতাস্তত্রাহূয় চক্রুশ্চ তৎক্রিয়াম্।।১৩১।।
তদা পরিমলং রাজ্ঞী দৃষ্টা স্বামিনমাতুরম্।
মরণায়োন্মুখং বিপ্র পঞ্চতত্বমগমন্মুনে।।১৩২।।
তৎসুতা খড়্গমানীয় বলখানিভুজং পতি।
কৃতিত্বা মূৰ্হয়িত্বা তং তৎপক্ষানন্বধাবত।।১৩৩।।

তারা তখন সহাস্যে বলেছিল – হে কৃষ্ণাংশ, তুমি চিরকাল জীবিত থাক। হে মহামতি, এবার তুমি দয়া করে যাও। সেই দুই প্রেত একথাই বলেছিল।।১২৭।।

দেবকী শিলাযন্ত্রে শত্রুকে সংস্থাপিত করে আনন্দিত হয়ে পুত্রকে বলেছিল – হে পুত্র তোমার পিতার শত্রু পুরুযাধম এই জম্বুককে তিলের ন্যায় খন্ডখন্ড করে তার গাত্র চূর্ণ কর।।১২৮-১২৯।।

তার দ্বারা মহা নির্মিত তৈলে আমি স্নান করব। একথা বলে জননী প্রভূত রোদন করেছিল।।১৩০।।

তার পুত্রগণ সেকাজ করে জম্বুকের পুত্রের মহিষীকে সেখানে ডেকে পারলৌকিত ক্রিয়াকার্য করেছিল।।১৩১।।

মহিষী স্বামাকে মরণোন্মুখ দেখে সেখানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তার পুত্রী খড়্গের দ্বারা বলখানির হস্ত ছেদন করে পলায়ন করল।।১৩২-১৩৩।।

তলনং দেবসিংহং চ রামাশং চ তথাবিধম্।
কৃত্বান্যাংশ্চ তথা শত্রূনগচ্ছৎকলকন্তরা।।১৩৪।।
কৃষ্ণাংশং মোহয়িত্বাশু মায়য়া চ সমাহরৎ।
হতে তত্র শতে শূরে বলখানিরমর্ষিতঃ।
তচ্ছিরশ্চ সমাহৃত্য চিতায়াং চ সমাক্ষিপৎ।।১৩৫।।
তদা বাণী সমুৎপন্না বলখানে শৃণুষ্ব ভোঃ।
অবধ্যা চ সদা নারী ত্বয়া বধ্যা হ্যর্মিণঃ।।১৩৬।।
ফলমস্য বিবাহে স্বে ভোক্তব্যং পাপকর্মণঃ।
ইতি শ্রুত্বা তদা দুঃখী বলখানিযযৌ পুরম্।।১৩৭।।
ততস্তু সৈনিকাঃ সর্বে মহাহর্ষসমন্বিতাঃ।
শতোষ্ট্র ভারবাহ্যানি লুণ্ঠয়িত্বা ধনানি চ।।১৩৮।।
মহাবতীং সমাজগ্মুঃ কৃতকৃত্যত্বমাগতাঃ।
হতশৈষৈশ্চার্দ্ধসৈন্যৈঃ সহিতা গেহমাযযুঃ।।১৩৯।।

তখন দেবসিংহ এবং রামাংশকে ঐরূপ করে অন্য শত্রুগণ চলে গিয়েছিল।।১৩৪।।

কৃষ্ণাংশকে মায়া মোহিত করে সমাহিত করল। সেখানে একশত শূর হত হলে বলখানি অমর্ষিত হয়ে গেল এবং তার শিরগ্রহণ করে চিতাতে ফেলে দিল।।১৩৫।।

সেই সময় আকাশে দৈববাণী হল — হে বলখানি শোনো নারী সর্বদা অবধ্য। তুমি নারী হত্যা করে অধর্ম করেছো। এর ফল তোমাকে বিবাহের দ্বারা ভোগ করতে হবে। একথা শ্রবণ করে বলখানি পরম দুঃখে গৃহে চলে গেলেন।।১৩৬-১৩৭।।

অনন্তর সমস্ত সৈনিক মহাহর্ষে একশ উটের বহনযোগ্য ধনসম্পদ লুঠ করে কৃতকৃত্য প্রাপ্ত হল। যারা জীবিত ছিল তারা অবশিষ্ট সেনার সঙ্গে নিজগৃহে ফিরে গেল।।১৩৮-১৩৯।।

ভবিষ্য পুরাণ

(দ্বিতীয় খন্ড)

।। পৃথ্বীরাজ দ্বারা গুর্জর রাজ্য গ্রহণ ।।

কস্মিন্ মাস্যভবদ্যুদ্ধং তয়োঃ কতিদিনানি চ।
তৎপশ্চাৎস্বপুরীং প্রাপ্য তদা কিমভবন্মুনে।।১।।
পৌষমাস্যভবদ্যুদ্ধং তয়ো শতদিনানি চ।
জ্যেষ্ঠে মাসি গৃহং প্রাপ্তা দধ্মুর্বাদ্যান্যনেকশঃ।।২।।
শ্রুত্বা পরিমলো রাজা স্বসুতাজ্জয়িনো বলীন্।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যঃ সুখং জাতং গৃহে গৃহে।।৩।।

ভবিষ্য পুরাণ

(দ্বিতীয় খন্ড)

।। পৃথ্বীরাজ দ্বারা গুর্জর রাজ্য গ্রহণ ।।

এই অধ্যায়ে পৃথ্বীরাজের দ্বারা বলখানির কাছ থেকে গুর্জর রাজ্য গ্রহণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋষিগণ বলক্লেন, পৃথ্বীরাজ এবং বলখানির যুদ্ধ কোন্ মাসে শুরু হয় এবং তা কতদিন পর্যন্ত চলে, তৎপশ্চাৎ নিজ পুরী প্রাপ্ত হয়ে কি হয়েছিল হে মুণি, তা বলুন।।১।।

সূতজী বললেন, তাদের যুদ্ধ পৌষমাসে শুরু হয় এবং তা একশ দিন পর্যন্ত চলে ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে তার নিজ গৃহ ফিরে যান, সেখানে তখন অনেক প্রকার বাদ্য বেজেছিল।।২।।

রাজা পরিমল নিজ বলবান্ পুত্রের জয় শ্রবণ করে ব্রাহ্মণগণকে অনেক প্রকার দান করেছিলেন এবং সেই সময় প্রত্যক ঘরে মহাসুখ উৎপন্ন হয়েছিল।।৩।।

ইতি শ্রুত্বা মহীরাজো বলখানিং মহাবলম্।
তত্রাগত্য নমস্কৃত্য বচনং প্রাহ নম্রধীঃ।।৪।।
অর্দ্ধকোটিমিতং দ্রব্যং মত্তঃ প্রাপ্ত সুখী ভব।
মাহিষ্মত্যাশ্চ রাষ্ট্রং মে দেহি বীরনমোস্তু তে।।৫।।
বর্ষে বর্ষে চ তদ্দ্রব্যং গৃহাণ বলবন্প্রভো।
ইতি শ্রুত্বা তথা মত্বা বলখানি গৃহং যযৌ।।৬।।
বয়স্ত্রয়োদশব্দে চ কৃষ্ণাংশে বলত্তরে।
যথা জাতা হরের্লীলা ভৃগুশ্রেষ্ঠ তথা শৃণু।।৭।।
ভাদ্রে শুক্লে এয়োদশ্যাং চাহ্লাদঃ সানুজো যযৌ।
গয়ার্থে ধনমাদায় হস্ত্যশ্বরথ সংকুলম্।।৮।।
কৃষ্ণাংশো বিন্দুলারুঢ়ো বৎসজো হরিনীস্থিতঃ।
দেবঃ পপীহকারুঢ় সুখখানিঃ করালকে।।৯।।
চত্বারো দ্বিদিনান্তে চ গয়াক্ষেত্রং সমাযযু।
পূর্ণিমান্তে পুরস্কৃত্য ষোড়শ শ্রাদ্ধকারিণঃ।।১০।।

একথা শ্রবণ করে মহীরাজ মহাবলবান্ বলখানির কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে নম্রবুদ্ধি হয়ে তাঁকে বললেন - অর্ধ কোটি ধন গ্রহণ করে আপনি খুশি হয়ে আমাকে মাহীষ্মতী রাষ্ট্র প্রদান করুন।।৪-৫।।

হে প্রভু, আপনি প্রত্যেক বর্ষে আমার থেকে কর গ্রহণ করবেন। একথা শ্রবণ করে এবং বলখানি প্রস্তাব মেনে নিয়ে স্বগৃহে ফিরে আসেন।।৬।।

হে ভৃগু শ্রেষ্ঠ বলবান্ কৃষ্ণাংশ ত্রয়োদশবর্ষ আয়ুযুক্ত হলে ভগবান্ হরির যেরূপ লীলা হয়েছিল তা শ্রবণ কর।।৭।।

ভাদ্রপদ মাসের ত্রয়োদশী তিথির দিন আহ্লাদ নিজের ছোট ভাই-এর সাথে হাতী রথ এবং অশ্বে সংকুল ধন ধনসম্পদ নিয়ে গয়াপথে যান।।৮।।

কৃষ্ণাংশ নিন্দুলে আরূঢ় হন, বৎসজ হরিণীতে সমারোহন করেন, দেব পাপী হকের উপর আরোহণ করেন এবং সুখখানি করালকের উপর সমারূঢ় ছিলেন। তারা চারজন দুইদিনে গয়া ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। পূর্ণিমান্তে পুরস্কৃত করে ষোড়শ শ্রাদ্ধ করেন।।৯-১০।।

শতং শতং গজাং শ্চৈব ভূষিতাংশ্চ রথাং স্তথা।
দদুর্হয়ান্ সহস্রং চ হেমমালা বিভূষিতান্।।১১।।
ধেনূহিরণ্যরত্নানি বাসাংসি বিবিধানি চ।
দত্ত্বা তে সুফলীভূয় স্বর্গ হায় দধুর্মনঃ।।১২।।
লক্ষাবর্তিস্তু যা বেশ্যা যযৌ বদরিকাশ্রমম্।
প্রামাংস্তত্র পরিত্যজ্য সাপ্সরস্ত্বভূপাগতা।।১৩।।
রাকাং চন্দ্রে তু সম্প্রাপ্তে রাহুগ্রস্থে তমোময়ে।
কাশ্যাং সমাগতা ভূপা নানাদেশ্যাঃ কুলৈঃ সহ।।১৪।।
হিমালয়গিরৌ রম্যে নানা ধাতুবিচিত্রিতে।
তত্র সার্দূলবংশীয়োনেত্রসিংহো মহীপতিঃ।।১৫।।
রত্নভানৌ হতে শূরে নেত্র সিংহো ভয়াতুরঃ।
নবতুংগে সমাসাদ্য তোষয়ামাস বাসবম্।।১৬।।
দ্বাদশাব্দান্তরে দেবো দদৌ ঢক্কামৃতং মুদা।
পার্বত্যা নির্মিতং যত্তু বাসবায় স্বসেবিনে।।১৭।।

শত শত হাতী সমলংকৃত রথ, সহস্র হেমমালা শোভিত অশ্ব, প্রচুর ধেনু, সুবর্ণ, রত্ন, বস্ত্র ইত্যাদি অনেক প্রকার দান করেছিলেন, স্বর্গলাভের সুফল পেতে তারা মনে মনে ইচ্ছা করেছিলেন।।১১-১২।।

লাক্ষাবর্ত্তি নামক ধারিণী বেশ্যা বদরিকাশ্রমে চলে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং অপ্সরাত্ব প্রাপ্ত হন।।১৩।।

চন্দ্রমার রাকা তিথিতে রাহু দ্বারা গ্রস্ত হলে অনেক দেশের রাজা নিজ কুলের সঙ্গে কাশীতে এসেছিলেন।।১৪।।

হিমালয় পর্বতে পরম রমণীয় এবং অনেক প্রকার ধাতু দ্বারা চিত্রিত স্থানে শার্দূল বংশের নেত্র সিংহ রাজা ছিলেন।।১৫।।

রত্ন ভানু শূদ্রবীরের মৃত্যু হলে নেত্রসিংহ ভয়াতুর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নবতুঙ্গ স্থানে গিয়ে সেখানে ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। দ্বাদশবর্ষ পর ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে প্রসন্নতাপূর্বক ঢক্কামৃত দিয়েছিলেন, সেটি দেবী পার্বতী নিজ সেবাকারী বাসবকে দিয়েছিলেন।।১৬-১৭।।

দদৌ ঢক্কামৃতং রাজ্ঞে পুনঃ প্রাহ শুভং বচঃ।
অস্য শব্দেন ভূপালং ত্বং সৈন্যং জীবয়িষ্যসি।।১৮।।
ক্ষয়ং শীঘ্রং গমিষ্যন্তি শত্রবস্তে মহাভটাঃ।
প্রাপ্তে ঢক্কামৃতং তস্মিন্নেত্রসিংহো মহাবলঃ।।১৯।।
নগরং কারয়ামাস তত্র সর্বজনৈর্যুতম্।
যোজনান্তং চতুদ্বরিং দুরাধর্ষং পরৈঃ সদা।।২০।।
নেত্র সিংহগড়ং নাম্না বিখ্যাতং ভারতে ভূবি।
কাশ্মীরান্তে কৃতং রাজ্যে তেন শৃংগসমং ততঃ।।২১।।
পালিতং নেত্রসিংহেন তৎপুরং পুত্রবনমুনে।
নেত্রপাল ইতি খ্যাতো গ্রামহসৌ দুর্গমঃ পরৈ।।২২।।
সোহপি রাজা সমায়তো নেত্রসিংহো মহাবলঃ।
কন্যা স্বর্ণবতী তস্য রেবত্যংশ সমান্বিতা।
কামাক্ষ্যা বরদানেন সর্বমায়াবিশারদা।।২৩।।

ইন্দ্র রাজা নেত্রসিংহকে ঢক্কামৃত দিয়ে শুভবচনে বলেছিলেন - হে ভূপাল, এই ঢক্কামৃতের দ্বারা তুমি মৃতসেনা জীবিত করতে পারবে।।১৮।।

মহান্ ভটও যদি তোমার কোনো শত্রু হয় তাহলেও সে শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। মহাবলবান্ নেত্রসিংহ সেই ঢক্কামৃত প্রাপ্ত হয়ে সেখানে সমস্ত জনযুক্ত হয়ে একটি নগর নির্মাণ করেছিলেন, যেটি এক যোজন বিস্তৃত ছিল এবং সেখানে চারটি বড় দরজা ছিল এবং সর্বদা শত্রুর দ্বারা দুর্ভেদ্য ছিল।।১৯-২০।।

ভারত তথা পৃথিবীতে যেটি নেত্রসিংহ গড় — এই নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাজা নেত্রসিংহ পুনরায় শৃঙ্গ সমান কাশ্মীরে রাজ্য শাসন করেছিলেন।।২১।।

হে মহামুণি, সেই পুরকে নেত্র সিংহ রাজা একপুত্রবৎ পালন করেছিলেন। সেটি শত্রু পক্ষে দুর্গম ছিল, সেই জন্য নেত্রপাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।।২২।।

মহাবলী রাজা নেত্রপাল সেখানে এসেছিলেন। তাঁর কন্যা রেবতীর অংশভূত স্বর্ণবতীও সেখানে ছিলেন। তিনি কামাক্ষী দেবীর বরদানে মায়া বিদ্যায় মহাপন্ডিত।।২৩।।

দৃষ্ট্বা তাং চ সুন্দরীং কন্যাং বালেন্দুসদৃশাননাম্।
মূর্চ্ছিতাশ্চাভবন্‌ভূপা রূপযৌবন মোহিতাঃ।।২৪।।
দৃষ্ট্বা তাং চ তথাহ্লাদঃ সর্বরত্নবিভূষিতাম্।
যোড়শাব্দবয়োযুক্তাং কামিনীং রতিরূপিনীম্।
মূর্চ্ছিতশ্চাপতদভূমৌ সা তং দৃষ্ট্বা মুমোহ বৈ।।২৫।।
দোলামারুহ্য তৎসখৌ নৃপান্তিক মুপাযযু।
আহ্লাদস্তু সমুত্থায় মহামোহত্বমাগতঃ।।২৬।।
দৃষ্ট্বা তথাবিধং বন্ধুং কৃষ্ণাংশ প্রাহ দুখিতঃ।
কিমর্থং মোহমায়াতো ভবাংস্তত্ত্ববিশারদঃ।।২৭।।
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি প্রমাদং মোহজং তথা।
জ্ঞানাসিনা শিরস্তস্য ছিন্ধি ত্বমজিতঃ সদা।।২৮।।
ইতি শ্রুত্বা বচো ভ্রাতুস্ত্যক্ত্বা মোহং যযৌ গৃহম্।
জোজয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ সহস্রং বেদতৎপরান্।।২৯।।
দুর্গামারাধয়ামাস জপ্ত্বা মধ্যচরিত্রকম্।
মাসান্তে চ তদা দেবী দত্ত্বাভীষ্টং হৃদিস্থিতম্।।৩০।।

বালচন্দ্র সদৃশ মুখমন্ডলযুক্ত এবং রূপযৌবনা সম্পন্না সেই কন্যাকে দেখে মোহিত হয়ে রাজগণ মূর্চ্ছিত হন।।২৪।।

তাঁর দুই সখী তাঁকে দোলায় চড়িয়ে রাজার সমীপে নিয়ে গেলেন। আহ্লাদ সমুত্থিত হয়ে মোহাবিষ্ট হয়ে গেলেন।।২৬।।

নিজ ভ্রাতাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখে কৃষ্ণাংশ দুঃখিত হয়ে বললেন -- আপনি তো তত্ত্বজ্ঞানী মহাপন্ডিত, আপনার এরূপ মোহ প্রাপ্তি কি হেতু? এই মোহ রাগাত্মক রজোগুণ, মোহ থেকে উৎপন্নকে প্রসাদ বলে জান। জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা মোহের শিরচ্ছেদ কর এবং নিজে সর্বদা অজিত থাক।।২৭-২৮।।

ভ্রাতা কৃষ্ণাংশের ঐরূপ বচন শ্রবণ করে তিনি সেই মোহ ত্যাগ করলেন এবং পুনরায় গৃহে ফিরে এলেন। বেদ তৎপর একসহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে মধ্যম চরিত্র জপ করে তিনি দুর্গাদেবীর আরাধনা করলেন। একমাস পরে দেবী দুর্গা আহ্লাদের হৃদয়স্থিত অভীষ্ট প্রদান করে অনিন্দিত কন্যা

মোহয়ামাস তাং রুন্যাং বিবাহার্থমনিন্দিতা।
স্বপ্নে দদর্শ সা বালা রামাংশং দেবকী সুতম্।।৩১।
প্রাতবুদ্ধা তু সংচিন্ত্য মহামোহমুপাযযৌ।
তদা ধ্বাত্বা চ কামাক্ষীং সর্বাভীষ্ট প্রদায়িনীম্।।৩২।।
পৌষমসে তু সংপ্রাপ্তে শুককণ্ঠে সুপত্রিকাম্।
বন্ধাতং প্রেষয়ামাস শুকং পত্রস্থিতং প্রিয়ম্।।৩৩।।
স গত্বা পুষ্পবিপিনং মহাবতিপুরীস্থিতম্।
নর শব্দেন বচনং কৃষ্ণাংশায় শুকোব্রবীৎ।।৩৪।।
বীর তেহবরজো বন্ধুর্ণাম্নাহ্লাদো মহাবলঃ।
তস্থৈ হি প্রেমিতা পত্রী স্বর্ণবত্যা হিতপ্রদা।।৩৫।।
তাং জ্ঞাত্বা চ পুনস্তস্যা উত্তরং দেহি মৎপ্রিয়ম্।
অথ বা পত্রমালিখ্য তত্ত্বং মে কুরু কণ্ঠকে।।৩৬।।
ইতি শ্রুত্বোদয়ো বীরো গৃহীত্বা পত্রমুত্তমম্।
জ্ঞাতবাংস্তত্র বৃত্তান্তমাহালাদায় পুনর্দদৌ।।৩৭।।

স্বর্ণবতীকে বিবাহেক জন্য মোহিত করলেন। সেই কন্যা স্বপ্নে রামাংশ দেবকী পুত্রকে স্বপ্নে দেখলেন।।২৯-৩১।।

প্রাতঃকালে জাগরিত হয়ে চিন্তন করে প্রচন্ড মোহাবিষ্ট হয়ে গেলেন। তখন সর্বভীষ্ট প্রদানকারী কামাক্ষী দেবীর ধ্যান করলেন এবং পৌষমাস আগত হলে এক তোতাপাখীর গলায় পত্রিকা বেঁধে প্রিয় শুকপক্ষীর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করলেন।।৩২-৩৩।।

সেই শুকপক্ষী মহাবতী পুরীস্থিত এক পুষ্প কাননে গিয়ে মনুষ্য কণ্ঠে কৃষ্ণাংশকে বললেন – হে বীর, তোমার অনুজ বলবান্ আহ্লাদের জন্য আমার সখী স্বর্ণবতী এই পত্রিকা প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আপনি বিচার করে আমার প্রিয়সখীর জন্য উত্তর আমাকে দিন। আপনি একটি পত্র লিখে আমার গলায় বেঁধে দিন।।৩৪-৩৬।।

একথা শ্রবণ করে উদয়বীর সেই পরম পত্র গ্রহণ করে তাতে যা বৃত্তান্ত লেখা ছিল জেনে নিয়ে, আহ্লাদকে দিয়ে দিলেন।।৩৭।।

জম্বুকশ্চ নৃপো বীরো রুদ্রদত্তবরো বলী।
অজেয়োন্যনৃপৈবীর ত্বয়া সুধি নিপাতিতঃ।।৩৮।।
তথাবিধং মৎরিতরমিন্দ্রদত্তবরং রিপুম্।
তমেবং জহি সংগ্রামে মম পাণিগ্রহং কুরু।।৩৯।।
ইতি জ্ঞাত্বা স আহ্লাদস্তামা শ্বাস্য হৃদি স্থিতম্।
শুক কণ্ঠে ববন্ধাশু লিখিত্বা পত্রমুত্তমম্।।৪০।।
স শুকঃ পন্নগঃ পূর্বং পুন্ডরীকেন শাপিতঃ।
রেবত্যংশস্যকার্যং চ কৃত্বা মোক্ষত্বমাগতঃ।।৪১।।
মৃতে তস্মিঞ্ছুকে রম্যে দেবী স্বর্ণবতী তদা।
দাহয়িত্বা দদৌদানং বিপ্রেভ্যস্তস্য তৃপ্তয়ে।।৪২।।
মাঘমাসি চ সংপ্রাপ্তে পঞ্চম্যাং কৃষ্ণপক্ষকে।
আহ্লাদঃ সপ্তলক্ষৈশ্চ সৈন্যৈঃ সার্দ্ধং যযৌ মুদা।।৪৩।।
তালানাদ্যশ্চ তে শুরা স্বং স্বং বাহনাশ্রিতাঃ।
আহ্লাদং রক্ষযত্নস্তে যযুঃ পঞ্চদশাহবম্।।৪৪।।

সেই পত্রে লেখা ছিল – রাজা জম্বুক বীর এবং বলবান্ ছিলেন, এবং অন্য নৃপগণের দ্বারা অজেয় ছিলেন। আপনি তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সেইরূপ আপনার শত্রু ইন্দ্রের বরে বলীয়ান্ আমার পিতাকে সংগ্রামে হত্যা করে আমার পাণি গ্রহণ করুন।।৩৮-৩৯।।

একথা জ্ঞাত হয়ে হৃদয়স্থিত স্বর্ণবতীকে আশ্বাসন দিয়ে একটি উত্তম পত্র লিখে শীঘ্র শুককণ্ঠে বেঁধে দিলেন।।৪০।।

সেই শুকপক্ষী পূর্বে পন্নগ ছিলেন যিনি পুন্ডরীকের দ্বারা শাপিত হয়েছিলেন। এখন রেবত্যংশের কার্য করে মোক্ষত্ব প্রাপ্ত হলেন। সেই রম্য শুকপক্ষীর মৃত্যুর পর দেবী স্বর্ণবতী তার দাহ করে তার তৃপ্তি বিধানের জন্য ব্রাহ্মণগণকে দান দিলেন।।৪১-৪২।।

ইত্যবসরে মাঘমাস আগত হলে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে আহ্লাদ সাতলক্ষ সেনার সঙ্গে মহানন্দে যুদ্ধ করতে গেলেন। তালনাদিবীর নিজ নিজ

বংগদেশং সমুল্লংঘ্য শীঘ্রং প্রাপ্তা হিমালয়ম্।
রূপনং পত্রকর্ত্তারং বলখানিরুবাচ তম্।।৪৫।।
গচ্ছত্বং বীর কবচী করালাশ্চং সমাস্থিতঃ।
পঞ্চশাস্ত্র সমাযুক্তো রাজানং শীঘ্রমাবহ।।৪৬।।
যুদ্ধচিহ্নং তনৌ কৃত্বা মামাগচ্ছ ত্বরান্বিতঃ।
তথা মত্বা শিখন্ড্যংশো যযৌশীঘ্রং সরূপনঃ।।৪৭।।
স দদর্শা সভাং রাজ্ঞোবহুশূর সমন্বিতাম্।
পার্বতীয়ৈনৃপেঃ সার্দ্ধং সহস্রৈবর্লবত্তরেঃ।।৪৮।।
স উবাচ নৃপশ্রেষ্ঠং নেত্রসিংহং মহাবলম্।
ত্বৎসুতায়া বিবাহায় বলখানির্মহাবলঃ।
সপ্তলক্ষবলৈগুপ্তঃ সংপ্রাপ্তস্তব রাষ্ট্রকে।।৪৯।।
তস্মাৎত্বং স্বমুতাং শ্রীঘ্রমাহালাদায় সমর্পয়।
শুল্কং মে দেহি নৃপতে যুদ্ধরূপং সুদারুণম্।।৫০।।

বাহনে আরোহণ করে পনেরদিনের মধ্যে আহ্লাদকে রক্ষা করতে সেখানে গেলেন।।৪৩-৪৪।।

বংগদেশ লংঘন করে তারা শীঘ্র হিমালয়ে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পত্রবার্তা রূপণকে পত্র দিয়ে বলখানি বললেন -- হে বীর, তুমি কবচধারী করাল অশ্বে সমারূঢ় হয়ে পঞ্চশস্ত্র সমাযুক্ত হয়ে রাজাকে শীঘ্র আহ্বান কর। শরীরে যুদ্ধচিহ্ন করে শীঘ্র আমার কাছে এস। একথা স্বীকার করে শিখন্ডীর অংশে জাত রূপণ শীঘ্র চলে গেলেন।।৪৫-৪৭।।

তিনি অনেক শূরবীর যুক্ত রাজসভাতে পর্বতের থেকের অধিক বলবান্ সহস্র রাজমুক্ত রাজাকে সভাস্থিত দেখলেন।।৪৮।।

সেখানে পৌঁছে তিনি মহাবলবান্ নৈত্রসিংহ রাজাকে বললেন -- তোমার পুত্রীকে বিবাহ করার জন্য মহান্ বলখানি সাতলক্ষ সেনা সঙ্গে নিয়ে তোমার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই জন্য তুমি শীঘ্র নিজপুত্রীকে আহ্লাদের কাছে সমর্পণ কর। হে নৃপতি, যুদ্ধরূপ সুদারুণ শুল্ক আমাকে দিয়ে দাও।।৪৯-৫০।।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য স রাজা ক্রোধমূর্ছিতঃ।
পট্রনাধিপমাজায় ভূপং পূর্ণবলং রুষা।
অরুধৎ স কপাটং চ তস্য বন্ধনহেতবে।।৫১।।
পাশহস্তাঙ্কুরশতং পট্রনাধিপরক্ষিতাম্।
দৃষ্ট্বা স রুপনো বীরঃ খংগযুদ্ধমচীকরৎ।।৫২।।
হত্বা তন্মুকুটং রাজ্ঞো গৃহীত্বাকাশগোবলী।
বলখানিং তু সম্প্রাপ্য চিহ্নং তস্থৈন্যবেদয়ৎ।।৫৩।।
ইতি শ্রুত্বা প্রসন্নত্মা সপ্ত লক্ষদলৈর্যুতঃ।
অরুধন্নগরীং সর্বাং নেত্রসিংহেন রক্ষিতাম্।।৫৪।।
নেত্রসিংহস্তু বলবানপার্বতীয়ৈনৃপেঃ সহ।
হিমতুংগতলং প্রাপ্য যুদ্ধার্থীতান্সমাহ্বয়ৎ।।৫৫।।
সহস্রাং চ গজাস্তস্য হয়া লক্ষং মহাবলাঃ।
সহস্রং চ নৃপাঃ শূরাশ্চতুর্লক্ষ পদাতিভিঃ।।৫৬।।

তার এইরূপ বচন শ্রবণ করে রাজা ক্রোধে মূৰ্চ্ছিত হয়ে গেলেন এবং তাকে বন্ধন করার জন্য পট্টনাধিপকে আজ্ঞা দিলেন।।৫১।।

পাশহস্ত পট্টনাধিপ দ্বারা রক্ষিত একসহস্র শূরগণকে দেখে বীর রূপণ খড়্গের দ্বারা যুদ্ধ করেছিলেন এবং রাজমুকুট হনন করে তা গ্রহণ করে সেই মহাবলী আকাশগামী হয়ে বলখানির কাছে পৌঁছে গেলেন ও সেই মুকুট (যুদ্ধচিহ্ন) তাঁকে দিয়ে দিলেন।।৫২-৫৩।।

একথা শ্রবণ করে পরমপ্রসন্ন চিত্ত হয়ে একলক্ষ দল দ্বারা নেত্রসিংহের দ্বারা রক্ষিত সমস্ত নগরী ঘিরে ফেললেন।।৫৪।।

বলবান্ নেত্রসিংহও পর্বতীয় নৃপতিগণের সাথে হিমতুঙ্গতলে গিয়ে বলখানিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।।৫৫।।

রাজা নেত্রসিংহের সাথে একসহস্র হাতী, একলক্ষ মহাবলী অশ্ব, একসহস্র বীর নৃপ এবং চারলক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল।।৫৬।।

যোগসিংহ গর্জেঃ সার্দ্ধং বলখানিং সমাহ্বয়ৎ।
ভোগসিংহো হয়ে সার্দ্ধাং কৃষ্ণাংশং চ সমাহ্বয়ৎ।।৫৭।
বিজয়ো নৃপ পুত্রশ্চ স্বভূপতিভিঃ সহ।
দেবসিংহস্তথা ম্লেচ্ছৈ রূপণং চ সমাহ্বয়ৎ।।৫৮।।
তয়োশ্চাসীন্ মহাদ্যুদ্ধং সেনয়োস্তত্র দারুণম্।
নির্ভয়াশ্চৈব তে শূরা পার্বতীয়াঃ সমংততঃ।।
জঘ্নুস্তে শাত্রবীং সেনাং দ্বিলক্ষাং বীরপালিতাম্।।৫৯।
প্রভগ্নং স্ববলং দৃষ্টা চত্বারো মদমত্তকাঃ।
দিব্যানশ্বান্ সমারুহ্য চক্রুঃ শত্রোর্মহাবর্ধম্।।৬০।।
যুদ্ধায় সম্মুখং প্রাপ ভৃগুশ্রেষ্ঠ পুনঃ পুনঃ।
অহোরাত্রং রণশ্চাসীত্তেষাং তত্রৈব দারুনঃ।।৬১।।
এবং সপ্তাহ্নি সঞ্জাতে যুদ্ধে ভীরুভয়ংকরে।
উপায়ৈ বহুভিবীরাশ্চক্রুশ্চৈব রণং বহুম্।।৬২।।

যোগসিংহ গজারূঢ় হয়ে বলখানিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, ভোগসিংহ অশ্বারূঢ় হয়ে কৃষ্ণাংশকে আহ্বান করলেন। বিজয় এবং নৃপপুত্র সমস্ত ভূপতিগণের সাথে ছিন। দেবসিংহ ম্লেচ্ছগণের সাথে রূপণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। দুইপক্ষের সেনার মধ্যে সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হল। সেই পর্বতীয় শূরগণ প্রচন্ড নির্ভয় ছিলেন। তারা শত্রুপক্ষের দুইলক্ষ বীর সেনাকে হত্যা করলেন। নিজ সেনাগণকে প্রভগ্ন দেখে চার মদমত্ত নিজ দিব্য অশ্বে সমারূঢ় হয়ে শত্রুগণকে মহাবধ করতে লাগলেন। কিন্তু তারা ঢক্কামৃত ধ্বনির দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করতে লাগলেন।।৫৭-৬০।।

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, রাজা নেত্রসিংহের বল বারংবার যুদ্ধ করার জন্য সম্মুখে আসতে লাগলেন। এইভাবে তাদের এক অহোরাত্র ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল এই প্রকারে সাতদিন ভীরু ভয়ংকর যুদ্ধ হওয়ার পর বীরগণ প্রভৃত উপায়ের দ্বারা অনেক প্রকার যুদ্ধ করেছিলেন।।৬১-৬২।।

পুনস্তে জীবমাপন্না জঘ্নুস্তান্নিপুমৈন্যপান্।
তালনাদ্যাস্তু তে শূরা দুঃখিতাস্তত্র চা ভবন্।
নিরাশাং বিজয়ে প্রাপ্য কৃষ্ণাংশং শরণং যযুঃ।।৬৩।।
তানাশ্বাস স কৃষ্ণাং শস্তস্ত্র দিব্যহয়ে স্থিতঃ।
নভোমার্গেন বলবান্ স্বর্ণবত্যতিকং যযৌ।।৬৪।।
হর্মোপরি স্থিতাং দেবীং সর্বশোভাসসন্বিতাম্।
নত্বোবাচ বচঃ শ্লক্ষনং কিংকরোহমিহোদয়ঃ।
শরণ্যাং ত্বামুপাগচ্ছং কামাক্ষীমিব ভামিনি।।৬৫।।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস যথাসীচ্চ মহারণঃ।
ক্ষমেন কর্শিতা বীরা নিরাশং জীবনেহ গমন্।।৬৬।।
সাহ চোদয়সিংহ ত্বং কামাক্ষ্যা মন্দিরং ব্রজ।
অহং চ স্বালিভিঃ সার্ধং নবম্যাং পূজনেরতা।।৬৭।।

শত্রুর যে সেনাদেরকে তারা মেরে দিত তারা পুনর্জীবিত হয়ে যেত। এরজন্য তালনাদি মহাশূরগণ প্রভূত দুঃখিত হতেন। যুদ্ধে নিরাশ হয়ে তারা সকলে কৃষ্ণাংশের স্মরণে যান। কৃষ্ণাংশ সকলকে আশ্বাস দিয়ে নিজ দিব্য অশ্বে সমাস্থিত হয়ে নভঃমার্গে সেই বলবান্ স্বর্ণবতীর সমীপে যান।।৬৩-৬৪।।

সকল প্রকার শোভা সমন্বিত নিজ মহলাস্থিত সেই দেবী স্বর্ণবতীকে প্রণাম করে "আমি উদয় নামক কিংকর" এই রূপ শ্লক্ষ্ণ বচনে তাঁকে কৃষ্ণাংশ বলেছিলেন যে, হে ভামিনি, কামাক্ষী দেবীর ন্যায় শরণ্যা আপনার কাছে এসেছি। তিনি যুদ্ধবৃত্তান্ত সমস্ত স্বর্ণবতীকে শুনিয়েছিলেন। শ্রমকর্শিত বীরসেনাদের নিরাশার কথাও বলেছিলেন।।৬৫-৬৬।।

তখন দেবী স্বর্ণবতী বলেছিলেন, হে উদয়সিংহ তুমি কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে চলে যাও আর আমিও সখীদের সাথে কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে নবমী তিথিতে চলে যাব। সেখানে পূজনে রত হয়ে ঢক্কামৃত বাদ্য দ্বারা ঢক্কামৃত দ্বারা

ঢক্কামৃতস্য বাদ্যেন পূজয়ে সর্বকামদাম্।
ইতি শ্রুত্বা স বলবান্ স্বসৈন্যং প্রতি চা গমৎ।।৬৮।।
অর্ধশেষাং রণাৎসেনা পরাজাপ্য চ দুদ্রুবুঃ।
পট্টনাখ্যপুহের প্রাপ্তা জয়ং প্রাপ্য মহাবলাঃ।।৬৯।।
পরাজিতে রিপৌ তস্মিন্নেত্রসিংহ সুতৈঃ সহ।
গৃহমাগত্য বলবান্ বিপ্রোভ্যো গোধনং দদৌ।।৭০।।
নবম্যাং পিতরং প্রাহ দেবী স্বর্ণবতী তদা।
কামাক্ষীসেবনেনাশু কুরু যাগোৎসবং মম।।৭১।।
ইতি শ্রুত্বা পিতা প্রাহ স্বপ্নো দৃষ্টস্তয়া ময়া।
পূজনাম্ মংগলং রাজ্ঞাং নো চেদ্বিঘ্নো হি শোভনে।।৭২।।
পিত্রোক্তৈবং নিশায়াং তুসা সুতা পিতুরাজ্ঞয়া।
ঢক্কামৃতস্য বাদ্যেন কামাক্ষী মন্দিরং যযৌ।।৭৩।।

সমস্ত কামনা প্রদানকারী কামাক্ষী দেবীর পূজন করব। একথা শ্রবণ করে কৃষ্ণাংশ নিজ সেনাদলে ফিরে এলেন।।৬৭-৬৮।।

যুদ্ধে অর্ধশেষ সেনা নিয়ে পরাজিত হয়ে তিনি পলায়ন করলেন এবং পট্টনাখ্যপুরে মহাবলবান্ জয় প্রাপ্ত হন। নেত্রসিংহ পুত্রের সাথে শত্রুগণকে পরাজিত করে গৃহে ফিরে আসেন এবং ব্রাহ্মণগণকে গো এবং ধনসম্পদ দান করলেন।।৬৯-৭০।।

নবমী তিথিতে স্বর্ণবতী পিতাকে বললেন, কামাক্ষী দেবীর সেবা দ্বারা শীঘ্র আমার যাগোৎসব করুন। কারণ তাঁর প্রসাদেই আপনি দুর্জয় জয় লাভ করেছেন। একথা শ্রবণ করে তাঁর পিতা বললেন, আজ আমি এই প্রকার স্বপ্ন দেখেছি যে, দেবীর পূজনের দ্বারা রাজগণের মঙ্গল হবে এবং কোনো প্রকার শোভন কার্যে বিঘ্ন হবে না, যদি এরূপ করা না হয় তাহলে অবশ্যই বিঘ্ন হবে।।৭১-৭২।।

পিতার এই রূপ বচন শ্রবণ করে স্বর্ণবতী রাত্রে পিতার আজ্ঞাতে ঢক্কামৃত বাদ্য গ্রহণ করে কামাক্ষী মন্দিরে যান।।৭৩।।

কৃষ্ণাংশো মাল্যকারস্য বধূর্ভূত্বা সমাগতঃ।
ঢক্কামৃতং চ নারীভ্যো গৃহীত্বা ত্বরিতো যযৌ।।৭৪।।
এতস্মিন্নন্তরে বীরাঃ ষষ্ঠিবার্হনসং যুতাঃ।
ঢক্কার্থং প্রযযুঃ শীঘ্রং স্বশস্ত্রৈ সমুদ্যতাঃ।।৭৫।।
তানাগতান্ স বলবান্ দৃষ্ট্বা খংগং গৃহীতবান্।
পঞ্চ পঞ্চাশতঃ শূরাননয় যদ্যমসাদনম্।।৭৬।।
কৃষ্ণাংশ স্ত্বরিতো গত্বা রুপানো যত্র তিষ্ঠতি।
ঢক্কামৃতং চ সংপ্রাপ্য হয়ারুঢ়ো যযৌ সভাম্।।৭৭।।
হৃতে ঢক্কামৃতে দিব্যে নেত্রসিংহো ভয়াতুরঃ।
ঐন্দ্রং যজ্ঞং তথা কৃত্বা হবনায় পরোহ ভবৎ।।৭৮।।
প্রভাত সমনুপ্রাপ্তে তে বীরাঃ স্ববলৈঃ সহ।
তরসা প্রযযুঃ সর্বে গজোষ্ট্রহয় সংস্থিতাঃ।
দিনান্তে প্রাপ্তবন্তশ্চ যত্রাভূৎ সমহারণঃ।।৭৯।।
কৃষ্ণাংশঃ পূজয়িত্বা তং দধ্মৌ ঢক্কামৃতং বলী।
তচ্ছব্দেন মৃতা বীরাঃ পুনরুজ্জীবিতাস্তদা।।৮০।।

সেখানে কৃষ্ণাংশ মালাকার বধূর ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। তিনি স্ত্রীগণের থেকে সেই ঢক্কামৃত বাদ্য গ্রহণ করে শীঘ্র চলে যান।।৭৪।।

ইতিমধ্যে সেই ঢক্কামৃত বাদ্য গ্রহণ করতে ষাটবীর বাহন সংযুক্ত হয়ে এবং শস্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের দেখে কৃষ্ণাংশ খড়্গের দ্বারা পঞ্চাশজন বীরকে যমলোকে পাঠিয়ে দেন এবং শীঘ্র রূপণের কাছে পৌঁছে যান। এরপর সেই ঢক্কামৃত বাদ্য নিয়ে অশ্বারূঢ় হয়ে রাজা নেত্রসিংহের সভায় পৌঁছান।।৭৫-৭৭।।

প্রভাত হলে সকল বীর নিজ নিজ সেনাগণের সাথে হাতী, উট, অশ্বে সওয়ার হয়ে প্রচন্ড বেগে দিনান্তে রণস্থলে পৌঁছে যান। মহাবলী কৃষ্ণাংশ সেই ঢক্কামৃত পূজন করে সেটি বাজিয়ে যুদ্ধে মৃত সৈনিকগণকে পুনর্জীবিত করলেন।।৭৯-৮০।।

সপ্তলক্ষবলং তস্য পুনঃ প্রাপ্তং মদাতুরম্।
রুরোধ নগরীং সর্বাং দধ্মৌ বাদ্যান্যনেকশঃ।।৮১।।
রুদ্ধে তু নগরে তস্মিন্নেত্রসিংহো ভয়াতুরঃ।
স্বাত্মানমপয়ামাস বহ্নৌ শক্রায় ধীমতে।।৮২।।
তদা প্রসন্নো ভগবানুবাচ নৃপতিং প্রতি।
রামাংশোয়ং কৃষ্ণাংশো ভূবি জাতৌ কলৈকয়া।।৮৩।।
তস্মৈ যোগ্যায় সা কন্যা রামাংশায় যশস্বিনে।
যোগিনীয়ং স্বর্ণবতী রেবত্যংশাবতারিনী।।৮৪।।
ইত্যুক্ত্বা চ স্বয়ং দেবী ঢক্কামৃত মুমাপ্রিয়ম্।
হৃত্বা বহ্নৌ সমাক্ষিপ্য দুর্গায়ৈ সংন্যবেদয়ৎ।।৮৫।।
গতে তস্মিন্ সুরপতৌ স রাজা ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মহীপতি প্রতি যযৌ মেলনার্থং সমুদ্ধতঃ।।৮৬।।
তথাগতং নৃপং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাংশাশ্চ মহীপতিঃ।
আহ্লাদমাতুলঃ প্রাহ মান্য সর্ববলৈঃ সদা।।৮৭।।

এইভাবে তাঁর সাতলক্ষ সেনা পুনরায় সদাতুর প্রাপ্ত হলেন। তিনি সমস্ত নগরী পুনরায় ঘিরে ফেললেন এবং অনেকপ্রকার রণবাদ্য বাজালেন। নগর রূদ্ধ হলে নেত্র সিংহ অত্যন্ত ভয়াতুর হন। তিনি নিজেকে ধীমান অগ্নিতে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অর্পিত করলেন। তখন ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে রাজাকে বললেন যে, কৃষ্ণাংশ এবং রামাংশ এককলা থেকে ভূমন্ডলে উৎপন্ন হয়েছেন। সেই পরম যোগ্য যশস্বী রামাংশকে রেবতীর অংশ সম্ভূত স্বর্ণবতীকে প্রদান কর।।৮১-৮৪।।

একথা বলে ইন্দ্রদেব স্বয়ং দেবী উমার পরমপ্রিয় ঢক্কামৃত হরণ করে বহ্নিতে নিক্ষেপ করলেন।।৮৫।।

সুরস্বামী ইন্দ্র চলে যাওয়ার পর রাজা নেত্র সিংহ ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে নিয়ে মহীপতির কাছে গমন করলেন।।৮৬।।

রাজাকে আসতে দেখে কৃষ্ণাংশ এবং মহীপতি আহ্লাদকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিলেন। রাজা নেত্র সিংহ সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকে

রাজত্রয়ং স বলবানাহ্লাদঃ সানুজৈ সহ।
মৎপংক্তৌ ন স্থিতো বীরঃ কুলে হীনত্বামাগতঃ।।৮৮।।
আর্যাভীরী স্মৃতা তেষাং কিংত্বয়া বিদিতং ন হি।
যদি দেয়া ত্বয়া কন্যা তর্হি ত্বং হীনতাং ব্রজ।।৮৯।।
অতস্ত্বং বচনং চেদং কুলোযোগ্যং শৃণুষ্ব ভোঃ।
চতুরো বালকান্নীচাং স্তালনে সমন্বিতান্।।৯০।।
বঞ্চয়িত্বা বিবাহার্থে শিরাংস্যেষাং সমাহর।
মন্ডপান্ডে মখ কৃত্বা চামুন্ডায়ৈ সমপর্য়।।৯১।।
ত্বৎকন্যয়া সমাহূতা বীরা বৈ রেবতী হি সা।
পশ্চাৎকন্যাং স্বয়ং হত্বা কুলকল্যানমাবহ।।৯২।।
নো চেদ্ ভবাণ ক্ষয়ং যাযাৎসকুলো জম্বুকো যথা।
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ সার্দ্ধং যত্রাহ্লাদস্যবান্ধবঃ।।৯৩।।

বললেন, হে রাজন, পরম বলবান্ আহ্লাদ নিজ অনুজগণের সঙ্গে নীচতাপ্রাপ্ত হয়েছে। সে এখন আমার সঙ্গে একই পংক্তিতে বসবাসের যোগ্য নয়। তার আর্যা আভীরী কুলজাত একথা আপনার অবিদিত নয়। যদি আপনি তাকে কন্যাদান করেন তাহলে আপনিও নীচতা প্রাপ্ত হবেন। সুতরাং আপনি শ্রবণ করুন, চার নীচ বালককে তালনের দ্বারা বঞ্চিত করে বিবাহের জন্য তাদের শিরগ্রহণ করে বিবাহের জন্য তাদের শিরগ্রহণ করে বিবাহের মন্ডপের অন্তে যজ্ঞ করে চামুন্ডা দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পিত করুন।।৮৭-৯১।।

তোমার কন্যা রেবতীর অংশ সম্ভূত এবং বীরের দ্বারা সমাহূত। অতঃপর নিজ কন্যাকে বধ করে নিজ কুলের কল্যাণ প্রাপ্ত কর। তা না হলে আপনি রাজা জম্বুকের ন্যায় সকল ক্ষয়কারী হবেন। এ কথা বলে তিনি আহ্লাদের সাথে তার বন্ধুদের কাছে চলে গেলেন।।৯২-৯৩।।

ইতি শ্রুত্বা স শল্যাংশ সুযোধনমুখেরিতম্।
তথেত্যুক্তোৎসবং কৃত্বামন্ডপান্তে বিধানতঃ।
আহ্লাদস্য সমীপং স গত্বৈদ্ধতচনায় হি।
তমাহ দন্ডবৎপাদৌ গৃহীত্বা নৃপতিঃ স্বয়ম্।।৯৪।।
ভবন্তোং শাবতারাশ্চ ময়া জ্ঞাতা সুরোত্তমাৎ।
নিরস্ত্রাণ্ পঞ্চ যুষ্মাংশ্চ পূজয়িত্বা যথাবিধি।
রামাংশায় স্বকন্যাং চদাস্যামি কুলরীতিতঃ।।৯৫।।
ইত্যাহ্লাদং সমাদিশ্য স নৃপশ্ছলমাশ্রিতঃ।
দুর্গোৎসবে যযৌ গেহং তদ্বধায় সমুদ্যতঃ।।৯৬।।
সহস্রং মন্ডপে ভূপান্সংস্থাপ্য স্ববলৈঃ সহ।
তালনাদ্যাংশ্চ ষট্ শূরান্মন্ডপান্তে সমাহ্বয়ৎ।।৯৭।।
বিবাহপ্রথমাবর্তে যোগসিংহো হসিমুত্তমম্।
বরমাহত্য শিরসি জগর্জ বলবান্ রুষা।।৯৮।।

'এইরূপ হবে' — একথা বলে সেই শল্যাংশ সুযোধনের বচন অনুসারে মন্ডপান্তে উৎসব করার কথা জানাতে আহ্লাদের কাছে গেলেন এবং রাজা স্বয়ং তার চরণে দণ্ডবৎ হয়ে বললেন — আপনারা সকলের অংশাবতার একথা আমি সুরোত্তমের দ্বারা জ্ঞাত হয়েছি। এই জন্য আপনারা নিরস্ত্র হয়ে গেলে আমি কুলবিধি অনুসারে যথাবিধি পূজনপূর্বক নিজকুল রীতি অনুসারে রামাংশকে নিজ কন্যা দান করব।।৯৪-৯৫।।

রাজা নেত্রসিংহ ছলের আশ্রয় নিয়ে আহ্লাদ প্রভৃতিকে আদেশ দিয়ে তাকে বধ করতে সমুদ্যত হয়ে গৃহে চলে গেলেন।।৯৬।।

এরপর রাজা নেত্রসিংহ একসহস্র নৃপতিকে মন্ডপে বসিয়ে তালনাদিকে আহ্বান করলেন।।৯৭।।

বিবাহ প্রথমাবর্তে যোগ সিংহ নিজ উত্তম খড়্গ গ্রহণ করে বরের মস্তকে প্রহার করে ক্রোধে গর্জন করলেন।।৯৮।।

তমাহ তালনো ধীমান্ন যোগ্যং ভবতা কৃতম্।
শ্রুত্বাহ নেত্রসিংহস্তং কুলরীতিয়ং বলিন্।
নিরায়ুধৈ পরৈ সার্দ্ধং শাস্ত্রিনাং সংগরোহিনঃ।।৯৯।।
ইতি শ্রুত্বা যোগসিংহ কৃষ্ণশস্তং সমারুধৎ।
ভোগসিংহ তথাকৃষ্য বলখানি গৃহীতবান্।।১০০।
বিজয়ং তৃতীয়াবর্তে সুখ খানিন্যরুংদ্ধ বৈ।
চতুর্থাবর্তকে গৃহীত্বাশু যুযুধে তদ্বলৈঃ সহ।।১০১।।
পঞ্চমে বহুরাজানং তালনশ্চ সমারুধৎ।
ষষ্ঠাবর্তে নেত্রসিংহং তথাহ্লাদো গৃহীতবান্।।১০২।।
সংপ্রাপ্তে তুমুলে যুদ্ধে বহুশূরাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।
নিরায়ুধাঃ ষড়বলিনঃ সংক্ষম্য ব্রনমুত্তমম্।
নিরায়ুধান্নিপুন্ স্বান্ স্বাংশ্চক্রঃ শক্তিপ্রপূজকাঃ।।১০৩।

সেই সময় ধীমান তালন বললেন, আপনি এটা সঠিক কাজ করলেন না। একথা শ্রবণ করে নেত্রসিংহ তাঁকে বললেন, হে বলিন্, আমাদের কুলরীতি অনুসারে নিরায়ুধ বরের সঙ্গে শস্ত্রধারীদের যুদ্ধ হয়। একথা শ্রবণ করে কৃষ্ণাংশ যোগসিংহকে সমারূদ্ধ করলেন। এইভাবে বলখানি ভোগসিংহকে আকর্ষণ করেগ্রহণ করলেন। তৃতীয়াবর্তে সুখখানি বিজয়কে নিরূদ্ধ করলেন। চতুর্থাবর্তে পূর্ণবল শত্রুনৃপগণকে রূপন গ্রহণ করলেন। পঞ্চমাবর্তে বহুরাজাকে তালন সমারূদ্ধ করলেন। ষষ্ঠআবর্তে রাজা নেত্রসিংহকে আহ্লাদ গ্রহণকরলেন। সেই সময় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হলে প্রচুর শূরবীর ক্ষয় হল। বিনা আয়ুধ এই ছয় বলবান্ ক্ষতসহনকারী শক্তির প্রপূজক নিজ নিজ শত্রগণকে বিনায়ুধ করে দিলেন।।৯৯-১০৩।।

এতস্মিন্নন্তরে দেবঃ কালদর্শী সমাগতঃ।
নভোমার্গেন তান্ শ্বাংস্তেভ্য আগত্য সংদদৌ।।১০৪।।
বিন্দুলং চৈব কৃষ্ণাংশো দেবস্তস্ত্র মনোরথম্।
রূপণশ্চ করালাশ্বং চাহ্লাদস্তু পপীহকম্।।১০৫।।
হরিণীং বলখানিশ্চ তদ্‌ভ্রাতা হরিণাগরম্।
সিংহিনীং তালনঃ শূরঃ সমারুহ্য রনোদ্যতঃ।।১০৬।।
রাত্রৌ তন্নৃপতেঃ সেনাং হত্বা বদধ্বা চ তৎপতিম।
দোলাং গেহাচ্চ নিষ্কাশ্য সপ্তভ্রমরকারিতাম্।।১০৭।।
স্বসৈন্যং তে সমাজগ্মুর্নির্ভয়া বলবত্তরাঃ।
তান্ সর্বান্ নেত্রসিংহাদীন্ দৃষ্ট্বা পাহীতি জল্পিতঃ।।১০৮।।
নিগড়েরেকতঃ কৃত্বা পঞ্চ ভূপান্ হি বঞ্চকান্।
কারাগারে মহাঘোরে তত্র তান্ সংন্যবাসয়ন্।।১০৯।।

ইতিমধ্যে কালদর্শী দেব সেখানে আগত হলেন। নভোমার্গে তিনি এসে কৃষ্ণাংশ প্রভৃতিকে অশ্ব প্রদান করলেন এবং আহ্লাদ পপীহক নামক অশ্ব প্রাপ্ত হলেন।।১০৪-১০৫।।

বলখানি হরিণি এবং তার ভাই হরিনাগর তালন সিংহনী নামক অশ্ব প্রাপ্ত হলেন। এই সকল শূরগণ সেই সেই অশ্বে সমারূঢ হয়ে রণে উদ্যত হলেন।।১০৬।।

রাত্রে রাজা নেত্রসিংহের সেনাদের হনন করে রাজাদেরকে বেঁধে নিয়ে এবং দোলাকে ঘর থেকে বার করে সেই বলবান্‌গণ নির্ভয়ে নিজ সেনাদলে ফিরে এলেন। তারা সকলে নেত্রসিংহাদিকে দেখে "রক্ষা করো" — একথা বলতে লাগলেন।।১০৭-১০৮।।

সেই পাঁচবঞ্চক ভূপতিকে নিগড়ে একত্রিত করে মহাঘোর কারাগারে বন্ধ রাখা হল।।১০৯।।

নেত্রসিংহো বরো ভ্রাতা সুন্দরারণ্য ভূমিপঃ।
হেতুং জ্ঞাত্বাযযৌ শীঘ্রং মায়াবী লক্ষসৈন্যকঃ।।১১০।
তত্রাগত্য হরানন্দো নাম্না তানযুধদ্বলী।
নেত্রসিংহস্য সৈন্যং চ চতুর্লক্ষং তদাগমৎ।।১১১।।
পঞ্চলক্ষে রণো ঘোরঃ সপ্তলক্ষযুতৈরভূৎ।
পঞ্চাহোরাত্রমাত্রং চ তয়োশ্চাসীৎ স সংকুলঃ।
অর্দ্ধসৈন্য রিপোস্তত্র হত শোষমদুদ্রুবৎ।।১১২।।
বিস্মিতঃ স হরানন্দো রুদ্রমায়া বিশারদঃ।
বলাধিক্যযুতাজ্ঞাত্বা শিবধ্যান পরোহ ভবৎ।।১১৩।।
রুচিত্বা শাবরীং মায়াং নানারূপবিধারিনীম্।
পাষানভূতান্ সকলান্ কৃত্বা ভূপান্ সমাযযৌ।।১১৪।।
সসুতং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং নৃপং পূর্ণবলং ততঃ।
মোচয়িত্বা যযৌ গেহং কৃতকৃত্যো মহাবলী।।১১৫।।

নেত্রসিংহের বড়-ভ্রাতা ছিলেন সুন্দর অরণ্যভূমির অধিপতি। তিনি এই বন্ধনের কারণ জেনে মায়াবী একলক্ষ সেনা নিয়ে শীঘ্র সেখানে এসে উপস্থিত হন।।১১০।।

হরানন্দ নামধারী সেই নৃপতি নেত্রসিংহের চারলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধ করলেন।।১১১।।

কৃষ্ণাংশের সাতলক্ষ সেনার সঙ্গে সেই পাঁচলক্ষ সেনার ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। পাঁচ অহোরাত্র পর্যন্ত দুজনের মহাযুদ্ধ সেখানে হয়েছিল। সেখানে শত্রুপক্ষের হতশেষ অর্ধসেনা পলায়ন করল।।১১২।।

রুদ্র মায়া বিশারদ হরানন্দ এই দেখে প্রচন্ড বিস্মিত হন। তিনি অধিক বলপ্রাপ্তির জন্য শিবের ধ্যানে রত হলেন। সেখানে নানারূপ ধারণকারী শাবরী মায়া রচনা করে সমস্ত নৃপতিকে পাষাণভূত করে দিলেন।।১১৩-১১৪।।

এরপর তিনি পুত্রের সঙ্গে রাজা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং পূর্ণবলের বন্ধন মোচন করে কৃতাকৃত্য হয়ে নিজ গৃহে চলে গেলেন।।১১৫।।

আহ্লাদং নিগড়েবদ্ধা মায়য়া জড়তাং গতম্।
নেত্রসিংহ স বলবান্যযৌ স্বং দুর্গ মুদ্যতঃ।
তং প্রশংস্যানুজং বীরো বিপ্রেভ্যশ্চদদৌ ধনম্।।১১৬।।
তদা স্বর্ণবতী দীনা বদ্ধং জ্ঞাত্বা পতি নিজম্।
কৃষ্ণাংশাদ্যান্ মোহিতাংশ্চ শম্ভুমায়াবশানুগান্।।১১৭
রুরোদোচ্চৈস্তদা দেবীং ধ্যায়ন্তী কামরূপিনীম্।
তদা তুষ্টা জগদ্ধাত্রী মূর্চ্ছিতাং স্তানবোধয়ৎ।।১১৮।।
তে সর্বে চেতনাং প্রাপ্তাঃ প্রাহুঃ স্বর্ণবতীং মুদা।
ক্বাস্থিতে বন্ধুরাহ্লাদো দেবিত্বং কারণং বদ।।১১৯।।
তে সর্বে চেতনাং প্রাপ্তঃ প্রাহু স্বর্ণবতীং মুদা।
ক্বাস্থিতো বন্ধুরাহ্লাদো দেবিত্বং কারণং বদ।।১১৯।।
যথা বদ্ধঃ স্বয়ং স্বামী কথয়মাস সা তথা।
অহং শুকী ভবাম্যদ্য ভবান্ বিন্দুলসং স্থিতঃ।।১২০।।
ইত্যুক্ত্বা সা শুকীভূত্বা কৃষ্ণাংশেন সমন্বিতা।
যত্রাস্তে তৎপতির্বদ্ধস্তত্রসা কামিনী যযৌ।।১২১।।

মায়ার দ্বারা জড়তা প্রাপ্ত হয়ে আহ্লাদকে নিগড়ে বন্ধন করে বলবান্ নেত্রসিংহ নিজ দুর্গে ফিরে গেলেন এবং ভ্রাতার প্রশংসা করে বিপ্রগণকে প্রচুর ধনদান করলেন।।১১৬।।

দীন স্বর্ণবতী নিজস্বামীকে বদ্ধ জেনে এবং কৃষ্ণাংশাদিকে শিবমায়ার বশীভূত জেনে কামরূপিণী দেবীর ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং উচ্চৈস্বরে রোদন করতে লাগলেন। সেই সময় জগদ্ধাত্রী দেবী কৃপাপূর্বক সব মূর্চ্ছিতগণকে বোধিত করলেন। তাঁরা সকলে চেতনা প্রাপ্ত হয়ে প্রসন্নতাপূর্বক স্বর্ণবতীকে বললেন, বন্ধু আহ্লাদ কোথায় আছেন। হে দেবী, তুমি তা বল।।১১৭-১১৯।।

আহ্লাদ যে রকমভাবে স্বয়ং বদ্ধ হন, তিনি সব বৃত্তান্ত তাঁকে বললেন। সকল বৃত্তান্ত বলে দেবী স্বর্ণবতী বললেন, আমি আজশুকী, আপনি বিন্দুলেপরি সংস্থিত হোন। এরপর তিনি ও কৃষ্ণাংশ আহ্লাদের বদ্ধস্থানে চলে গেলেন।।১২০-১২১।।

কৃষ্ণাংশোহপি হয়ারুঢ়ো নভোমার্গেন চাপ্তবান্।
অভীরীং মূর্তিমাসাদ্য স্বামিনং প্রতি সা যযৌ।।১২২।।
আশ্বাস্য তং যথাযোগ্যং কৃষ্ণাংশং প্রত্যবর্ণয়ৎ।
কৃষ্ণাংশস্তত্র বলবাহুস্ত্বা দুর্গ নিবাসিনঃ।।১২৩।।
রক্ষকাঞ্ছতসাহস্রান্ হত্বা ভ্রাতর মায়য়ৌ।
পৌর্ণিমাং মধুযুক্তাং চ জ্ঞাত্বা সর্বে ত্বরান্বিতাঃ।।১২৪।
অযোধ্যাং শীঘ্রমাগম্য স্নাত্বা বৈ সরযূং নদীম্।
হোলিকাদাহ সময়ে শীঘ্রং বৈন্যাং সমাগতাঃ।।১২৫।।
স্নান ধ্যানাদিকা নিষ্ঠা কৃত্বা গেহমুপাযযুঃ।
সাগরস্য তটং প্রাপ্য কৃত্বা তে চ মহোৎসবম্।
চৈত্রস্য কৃষ্ণপঞ্চম্যাং স্বগেহং পুনরাযযুঃ।।১২৬।।
দূতা উষ্ট্রসমারুঢ়াস্তৎ ক্ষেমকরণোৎ সুকাঃ।
বৈশাখে শুক্লপঞ্চম্যাং স্বগেহং পুনরাযযু।।১২৭।।
মলনা ভূপতিশ্চৈব গেহে গেহে মহোৎসবম্।
কারয়িত্বা বিধানেন ব্রাহ্মাণেভ্যো দদৌ ধনম্।।১২৮।।

কৃষ্ণাংশ অশ্বারূঢ় হয়ে আহ্লাদের কাছে পৌঁছালেন এবং স্বর্ণবতীও আভীরী মূর্তি গ্রহণ করে স্বামীর কাছে চলে গেলেন।।১২২।।

সেখানের অবস্থার কথা স্বর্ণবতী যথোচিতরূপে কৃষ্ণাংশের কাছে বর্ণনা করলেন। কৃষ্ণাংশও দুর্গস্থিত শতসহস্র রক্ষককে হত্যা করে নিজ ভ্রাতাকে উদ্ধার করলেন। এরপর মধুযুক্তপূর্ণিমার বৈশাখমাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে তারা পুনরায় স্বগৃহে ফিরে এলেন এবং প্রত্যেক গ্যৃহ মহোৎসব হতে লাগল। এইভাবে তারা উৎসব করে ব্রাহ্মণঘণকে ধনদান করলেন।।১২৬-১২৮।।

।। জয়ন্তাবতারবৃত্তান্ত বর্ণন।।

চতুর্দশাব্দে কৃষ্ণাংশে যথা জাতং শৃণু।
জয়ন্তঃ শক্রপুত্রশ্চ জানকীশাপমোহিতঃ।
কলৌ জন্মত্বমাপন্নঃ স্বর্ণবত্যুরেহবসৎ।।১।।
চৈত্রশুক্ল নবম্যাং চ মধ্যাহ্নে গুরুবাসরে।
স জাতশ্চন্দ্রবদনো রাজলক্ষণলক্ষিতঃ।।২।।
জাতে তস্মিন্ সুতশ্রেষ্ঠ দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।
ইন্দুলোয়ং মহীং জাতো জয়ন্তো বাসবাত্মজঃ।
ইত্যুচুর্বচনং তস্মাদিন্দুলো নাম চা ভবৎ।।৩।।
আহ্লাদো জাতকমাদীন কারয়িত্বা শিশোমুদ্রা।।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ স্বর্ণধেনুবৃন্দং হয়ান্ গজান্।।৪।।

।। জয়ন্তাবতারবৃত্তান্ত বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে জয়ন্ত অবতার বৃত্তান্ত বর্ণন এবং তার ইন্দুল নামে খ্যাতি এবং ইন্দুল চরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

সূতজী বললেন, কৃষ্ণাংশের বয়স চতুর্দশ অব্দ গত হলে সেই সময় কিরূপ অবস্থা হয়েছিল তা শ্রবণ কর। জয়ন্ত ছিলেন ইন্দ্রের পুত্র এবং তিনি জানকীদেবীর শাপে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। এইজন্য তিনি কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি স্বর্ণবতীর গর্ভে জন্মলাভ করেন।।১।।

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি এবং গুরুবারে মধ্যাহ্নে চন্দ্রমাতুল্য মুখমন্ডল সদৃশ, রাজলক্ষণে লক্ষিত জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন।।২।।

সেই শ্রেষ্ঠ সূত জন্মানোর পর সেই সময় ঋষিগণের সঙ্গে দেবগণ বলেছিলেন, ইনি ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত 'ইন্দুল' নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই থেকে তিনি 'ইন্দুল' নামে পরিচিত হলেন।।৩।।

আহ্লাদ প্রসন্নচিত্তে তার জাত কর্মাদি সংস্কার করে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণধেনু, অশ্ব এবং হাতি দান করেছিলেন।।৪।।

ইন্দুলে তনয়ে জাতে দ্বিমাসান্তে মহীবলে।
যোগসিংহস্তদাগত্য স্বর্ণবত্যে দদৌ ধনম্।।৫।।
নেত্রসিংহ সুতং দৃষ্ট্বা মলনা সেতহ সংযুতা।
পপ্রচ্ছ কুশলপ্রশ্নং ভোজয়িত্বা বিধানতঃ।।৬।।
শতবৃন্দাশ্চ নর্তক্যো নানারোগেন সংযুতাঃ।
তত্রাগত্যৈব ননৃতুর্যত্র ভূপসুতঃ স্থিতঃ।।৭।।
সপ্তরাত্রমুষিত্বা স যোগসিংহো যযৌ গৃহম্।
যন্মাসে চ সুতে জাতে দেবেন্দ্রঃ স্নেহকাতরঃ।।৮।।
পুত্রস্নেহেন তং পুত্রং স জহার স্বমায়য়া।
সংহৃত্য বালকং শ্রেষ্ঠ ফিদ্রান্যে চ সমপয়ৎ।।৯।।
স্নেহাপ্লুতা শচী দেবী স্বস্তনৌ তমপায়য়ৎ।
দেব্যা দুগ্ধং স বৈ পীত্বা যোড়শাব্দাসমোভবৎ।।১০।।
ইন্দুং পীযূষভবনং গৃহ্নাতি পুষা স্বয়ম্।
অতঃ স ইন্দুলো নাম জয়ন্তশ্চ প্রকীর্তিতঃ।।
স বালঃ স্বপিতুর্বিদ্যাং পঠিত্বা শ্রেষ্ঠতামগাৎ।।১১।।

পুত্র জন্মের দুইমাস পরে যোগসিংহ এসে স্বর্ণবতীকে ধনদান করেছিলেন।।৫।।

নেত্রসিংহের পুত্রকে দেখে স্নেহার্দ্র চিত্তে আহ্লাদ তার কুশল পৃচ্ছা করেছিলেন এবং যথাবিধানে তাকে ভোজন করিয়েছিলেন। একশত নর্তকী নানা প্রকার রাগযুক্ত হয়ে রাজপুত্রের নিকট নৃত্যকলা প্রদর্শন করেছিলেন।।৬-৭।।

সপ্তরাত্রি সেখানে অতিবাহিত করে যোগসিংহ নিজগৃহে ফিরে যান। ইন্দুলের বয়স ছয়মাস হলে দেবেন্দ্র পুত্র স্নেহে কাতর হয়ে মায়া করে পুত্রকে হরণ করলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ বালককে ইন্দ্রাণীর কাছে সমর্পণ করলেন।।৮-৯।।

স্নেহপ্লুতা হয়ে শচী তাকে স্তনদান করলেন। সেই বালক স্তনদুগ্ধপান করে যোড়শবর্ষের বালকের ন্যায় পরিপুষ্ট হয়ে গেল এবং সে নিজ দেহে পীযূষ ভবনস্থিত ইন্দুকে গ্রহণ করেছিলেন - এই কারণে তিনি 'ইন্দুল' নামে খ্যাত হন। সেই বালক পিতার নিকট বিদ্যাগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হন।।১১।।

বিনষ্টে বালকে তস্মিন্ দেবী স্বর্ণবতী তদা।
রুরোদোচ্চৈস্তেদা দীনা হা পুত্র ক্ব গতোঽসি ভোঃ।।১২
জ্ঞাত্বাহ্লাদং কোলাহলো জাতো রুদ্রতাং চ নৃনাং মুনে।।১৩।।
আহ্লাদঃ স্বকুলৈঃ সার্দ্ধং নিরাহারো যতেন্দ্রিয়ঃ।
শারদাং শরণং প্রাপ্তস্ত্রিরাত্রং তত্র চাবসৎ।।১৪।।
তদা তুষ্টা স্বয়ং দেবী বাগুবাচাশরীরিনী।
হে পত্র স্বকুলৈ সার্দ্ধং মা শুচস্তং সুতং প্রতি।।১৫।।
ইন্দ্র পুত্রো জয়ন্তশ্চ স্বর্গলোকমুপাগতঃ।
দিব্যবিদ্যাং পঠিত্বা স ত্রিবর্ষান্তে গমিষ্যতি।।১৬।।
মাবত্ত্বং ভূতলেঽবাৎসীস্তাবৎস ভূতলে বসেৎ।
তৎপশ্চাৎস্বর্গতি প্রাপ্য জয়ন্তো হি ভবিষ্যতি।।১৭।।
ইত্যুক্তে বচনে দেব্যা নিশেশোকাস্তে তদাভবন্।
দশগ্রামপুরং প্রাপ্য সমূর্ষর্জ্জান তৎপরাঃ।।১৮।।

দেবী স্বর্ণবতী পুত্রের শোকে অত্যন্ত দীনচিত্তে উচ্চৈস্বরে "হা পুত্র, তুমি কোথায় চলে গেলে" এরূপ বলে রোদন করতে লাগলেন।।১২।।

হে মুনি, দশগ্রামের সমস্ত মানুষ তথা আহ্লাদও পুত্রশোকে রোদন করতে লাগলেন। এই ভাবে সেখানে মানুষের অত্যন্ত রৌদ্ররূপ উৎপন্ন হল, আহ্লাদ নিজকুলের লোকজনের সাথে নিরাহার ও যতেন্দ্রিয় হয়ে শারদা দেবীর শরণে চলে গেলেন এবং তথায় তিনরাত্রি নিবাস করতে লাগলেন।।১৩-১৪।।

দেবী শারদা প্রসন্নচিত্তে অশরীরীবাণীতে বললেন -- হে পুত্র, তুমি নিজ কুলের লোকের সঙ্গে পুত্রের জন্য শোক কোরোনা। তোমার পুত্র হল ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত, সে এই সময় স্বর্গলোকে রয়েছে। সেখানে দিব্য বিদ্যা পাঠ করে তিন বৎসরের মধ্যে এখানে ফিরে আসবে। এরপর থেকে তুমি ভূতলে থাকবে ততদিন তোমার পুত্রও থাকবে। অনন্তর সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তরূপে বাস করবে।।১৫-১৭।।

শারদাদেবীর এইরূপ বচনে সকলে শোকরহিত হয়ে দশগ্রামপুরে ফিরে এসে জ্ঞান তৎপর হয়ে বাস করতে লাগলেন।।১৮।।

।। চন্ডিকাদেবী বাক্যবর্ণন।।

ইন্দুলে স্বর্গসংপ্রাপ্তে তে বীরাঃ শোক কাতরাঃ।
শারদাং পূজয়ামাসুঃ সর্বলোকনিবাসিনীম্।।১।।
জপ্ত্বা শপ্তশতী স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং প্রেমভক্তিতঃ।
ধ্যানেনানমাপন্নাস্তদা সপ্তশতেহনি।।২।।
সামন্তদ্বিজ পুত্রশ্চ চামুন্ডো নাম বিশ্রুতঃ।
সোহষ্টবর্ষবয়া ভূত্বা পূজয়ামাস চন্ডিকাম্।।৩।।
দ্বাদশাব্দে ততো জাতে ত্রিচরিত্রস্য পাঠতঃ।
পরীক্ষার্থং তু ভক্তানাং সাক্ষান্মূর্তিত্বমাগতা।।৪।।
কুন্ডকেয়ং চ ভো ভক্তাঃ পূরয়ামি চ তামহম্।
যূয়ং তু মনসোপায়ে কুরুধ্বং পূরণে মতিম্।।৫।।

।। চন্ডিকা দেবী বাক্য বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে চন্ডিকা দেবীর বাক্য বর্ণন করা হয়েছে।

সূতজী বললেন, ইন্দুলের স্বর্গে গমনের পর সমস্ত বীর শোকাতুর হয়ে সর্ব লোক নিবাসী চন্ডিকাদেবীর পূজা করতে লাগলেন।।১।।

ত্রিসন্ধ্যা প্রেম ও ভক্তি কাতর হয়ে সপ্ত শতীস্তোত্র জপ করে আনন্দ প্রাপ্ত হলেন, সপ্তশত দিবসে সমস্ত দ্বিজের পুত্র অষ্টমবর্ষীয় চামুন্ড চন্ডিকা দেবীর পূজন করতে লাগলেন।।২-৩।।

তার বয়স দ্বাদশবর্ষ হলে সে ভক্তের পরীক্ষার্থে সাক্ষাৎ মূর্তিত্ব প্রাপ্ত হন।। ভক্তগণ, এই কুন্ডিকা আমি পূর্ণ করছি, তোমরাও মনসোপায়ে তা পূর্ণ কর।।৪-৫।।

সুখখানিস্তু বলবান্মদুপুষ্পৈস্তথা ফলৈঃ।
কুন্ডিকাং পূরয়ামাস ন পুনর্বত্বমুপাগতা।
বলখানিস্তথা মাংসৈ মূলশর্মা তু রক্তকৈঃ।।৬।।
দেবকী চ তদা হব্যৈশ্চন্দনাদিভিরর্চনৈঃ।
কুন্ডিকা পূরয়ামাস ন পূর্ণত্বমুপগতা।।৭।।
আহ্লাদশ্চৈব সর্বাংগৈরুদয়ঃ শিরসা স্বয়ম্।
কুন্ডিকা পূরয়ামাস তদা পূর্ণত্বমাগতা।।৮।।
উবাচ বচনং দেবী স্বভক্তপন্ ভক্তবৎসলা।
সুখাখানে ভবান্বীরো ভবিষ্যতি সুরপ্রিয়ঃ।।৯।।
বলখানিমহাবীরো দীর্ঘে কালে স মৃত্যুভাক্।
মূলশর্মা তু বলবান্নক্তবীজো ভবিষ্যতি।।১০।।
দেবকী চ ভবেদ্দেবী চিরকালং স্বলোকগা।
একস্তুদে ববৎ প্রোক্তোবলাধিক্যো দ্বিতীয়কঃ।।১১।।
নিষ্কামোহয়ং দেবসিংহো মৃতো মোক্ষত্বমাপ্নুয়াৎ।
ইত্যুক্ত্বান্তদর্ধে মাতা তে সর্বে তৃপ্তিমাগতাঃ।।১২।।

বলবান্ সুখখানি মধুপুষ্পের দ্বারা এবং ফলের দ্বারা তা পূরণ করলেন কিন্তু তা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হল না, বলখানি মাংসের দ্বারা ও মূলশর্মা রক্তের দ্বারা তা পূরণ করলেও তা পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হলনা। দেবকা সেই সময় হব্য দ্বারা ও চন্দনাদি বস্তু দ্বারা কুন্ডিকা পূরণ করলেও তা পূর্ণ হল না। আহ্লাদ নিজ অঙ্গের দ্বারা, উদয়সিংহ স্বয়ং শিবের দ্বারা কুন্ডিকা পূরণ করলেন।।৬-৮।।

ভক্তের প্রীতি ধনকারীদেবী ভক্তগণকে বললেন, হে সুখখানি, তুমি দেবপ্রিয় বীর হবে, মহাবীর বলখানি দীর্ঘসময় জীবন লাভ করে মৃত্যু প্রাপ্ত হবেন। মূলশর্মা বলবান রক্তবীজ হবেন। দেবকী চিরকাল নিজলোকে দেবীরূপে গমন করবেন। আহ্লাদ ও কৃষ্ণাংশ দুইজনেই শ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যে একজন দেবতুল্য এবং অপরজন বলাধিক্য প্রাপ্ত হবন। নিষ্কাম দেবসিংহ মৃত্যুর পর মোক্ষত্ব প্রাপ্ত হবেন।একথা বলে মাতা অন্তর্হিত হলে সকলে পরিতৃপ্ত হন।।৯-১২।।

।। বলখানি বিবাহ বৃত্তান্তবর্ণন।।

প্রাপ্তে সপ্তদশাব্দে চ কৃষ্ণাংশে তত্র চাভবৎ।
শৃণু ত্বং মুনিশার্দূল হ্যষ্টং যদোগদর্শনাৎ।।১।।
রত্নভানৌ মৃতে রাজ্ঞি মরুধন্বমহীপতিঃ।
গজসেন স্তদা বিপ্র পৃথ্বীরাজয়াতুরঃ।।২।।
আরাধ্য পাবকং দেবং যজ্ঞধ্যানব্রতার্চনৈঃ।
দ্বাদশব্দং সদাচারঃ প্রেমভক্ত্যা হ্যতোষয়ৎ।।৩।।
তদা প্রসন্নো ভগবান্ পাবকীয়ং হয়ং শুভম্।
দদৌ তস্মৈ সুতৌ চোভৌ কন্যাং চ গজমুক্তিকাম্।।৪।।
পাবখাস্তে হি চত্বারঃ সমুদ্ভূতা মহীতলে।
অগ্নিবর্ণা মহাবীরাঃ সর্বলক্ষণ লক্ষিতাঃ।।৫।।

।। বলখানি বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণন।।

এই অধ্যায় কৃষ্ণাংশের সপ্তদশবর্ষের অবস্থাতে বলখানির বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রী সূতজী বললেন, কৃষ্ণাংশ সপ্তদশবর্ষ প্রাপ্ত হলে সেখানে যা কিছু হয়েছিল তা শ্রবণ কর। হে মুনি শার্দূল, এই বৃত্তান্ত যোগদর্শনের দ্বারা দৃষ্ট।।১।।

রাজা রত্নভানুর মৃত্যুর পর মরুধন্বের রাজা গজসেন রাজত্ব শুরু করেন। হে বিপ্র, তিনি পৃথ্বীরাজের ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি অগ্নিদেবের যজ্ঞ-ধ্যান-ব্রত এবং অর্চনা দ্বারা আরাধনা শুরু করেন। এইভাবে দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত সদাচার দ্বারা এবং প্রেম ভক্তি ভাবে অগ্নিদেবকে প্রসন্ন করলেন।।২-৩।।

অগ্নিদেব প্রসন্নতাপূর্বক তাকে একটি পাবকীয় অশ্ব দিয়েছিলেন। তথা দুইপুত্র এবং একটি গজ মুক্তিকা কন্যা দিয়েছিলেন।।৪।।

সেই চারটিই পাবক ছিল, যেগুলি এই পৃথিবী থেকে সমুৎপন্ন হয়েছিল। তারা অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মহানবীর এবং সমস্ত শুভ লক্ষণে লক্ষিত ছিল।।৫।।

অষ্টাদশবয়োভূতাঃ সর্বে তে মুনিপুংগব।
জাতমাত্রা দেবসমাঃ সর্বাবিদ্যাবিশারদাঃ।।৬।।
আষ্টাদশাব্দবয়সা সা কন্যা বরবর্ণিনী।
দুর্গায়াশ্চ বরং প্রাপ্ত ধর্মান্তশস্ত্বাং বরিষ্যতি।।৭।।
শার্দূলীবংশী স নৃপঃ কৃতবান্বে স্বয়ং বরম্।
নানাদেশয়া নৃপাঃ প্রাপ্তাঃ সুতায়া রূপমোহিতা।।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে চাষ্টম্যাং চন্দ্রবাসরে।
তস্যা স্বয়ংবরশ্চাসীৎ সানৃপাল প্রতি চাযযৌ।।
বিদ্যুদ্বর্ণ মুখং তস্যাশ্চঞ্চলায়াস্তথাগতম্।
দৃষ্টা চ তং বীরং মুমোহ গজমুক্তিকা।
বুদ্ধা তস্মৈ দদৌ মালাং বৈজয়ন্তীং শুভাননা।।।
তারকাদ্যাশ্চ ভূপালাঃ সর্বশাস্ত্রসংযুতাঃ।
রুরুধুঃ সর্বতো বীরং তে বলাৎ কন্যাকাথিনঃ।।১২।।

হে মুনি শ্রেষ্ঠ, তারা সকলে আঠারো বর্ষের ছিল এবং জন্মানোর পর থেকে সমস্ত বিদ্যায় সুপন্ডিত ছিল।।৬।।

সেই বর বর্ণিনী কন্যা অষ্টাদশ বর্ষের ছিলেন। দেবী দুর্গা তাকে বর দিয়েছিলেন যে, ধর্মাংশ তাকে বরণ করবেন।।৭।।

শার্দূলবংশের সেই রাজা স্বয়ম্বর সভা করেছিলেন। সেইসময় সেই কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে অনেক দেশের রাজা সেখানে উপস্থিত হন।।৮।।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সোমবার সেই কন্যার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হয়, তিনি রাজগণকে বরণ করতে সেখানে এসেছিলেন।।৯।।

সেই চঞ্চলা কন্যার বিদ্যুৎবরণ রূপ দেখে ধর্মাংশ মহীপতি বলখানি মোহিত হন। সেই গজমুক্তাও বলখানিকে দেখে মুগ্ধ হন। সেই শুভাননা বরণের জন্য বৈজয়ন্তী মালা বলখানির গলায় পরিয়ে দিলেন।।১০-১১।।

তারকাদি সমস্তভূপাল যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা সকলে শস্ত্র এবং অস্ত্রের দ্বারা তা রোধ করলেন, কারণ তারা সকলে সেই কন্যাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিলেন।।১২।।

তথাবিধান নৃপান্ দৃষ্ট্বা ভূপান পঞ্চশতান্ বলী।
স শীঘ্রং খংগমুৎসৃজ্য শতভূপশিরাংস্যহন্।।১৩।।
সর্বতো বধ্যমানং তং বলখানিং স তারকঃ।
তদ ভূজাভ্যাং খংগং স তদংগে দ্বিধাভবৎ।।১৪।।
মহীরাজসুতো জ্যেষ্ঠো দৃষ্ট্বা খংগং তথাগতম্।
অপোবাহ রণাচ্ছূরস্তৎ পশ্চাতে নৃপা যযুঃ।।১৫।।
পরাজিতে নৃপবলে বলখানির্মহাবলঃ।
তাং কন্যাং শিবিকারুঢ়া স্বগেহং সোহনয়দ্বলী।।১৬।।
তাং গচ্ছন্তীং সুতাং দৃষ্ট্বা গজসেনো মহীপতিঃ।
মহীপত্যাজ্ঞয়া প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা তং ক্ষত্রিয়াধম্।।১৭।।
জম্বুকধং মহাবীরং মায়য়া তখমোহয়ৎ।
জাতে নিদ্রাতুরে বীরে দুর্গায়া শাপমোহিতে।।১৮।।
নির্গড়ৈস্তং ববন্ধাশু দৃঢ়ৈলোহময়ৈ রুষা।
লৌহদুর্গং চ সমপ্রাপ্য গ্রামরূপং মহীপতিঃ।।১৯।।

সেই বলবান্ বলখানি যখন দেখলেন যে, পাঁচশত রাজা তার থেকে গজমুক্তিকে বলপূর্বক হরণ করতে উদ্যত তখন তিনি শীঘ্র নিজ খড়্গ গ্রহণ করে একশত রাজার মস্তক ছিন্ন করলেন।।১৩।।

সেই বলখানি সকলকে বধ করতে থাকলে সেই তারক তাঁর হস্তে খড়্গ তুলে দিলেন এবং নিজে বলখানির দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হলেন।।১৪।।

মহীরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐরূপ খড়্গহস্তে দেখে সকল বীর অপোবাহিত হয়ে গেলেন এবং রাজাও চলে গেলেন।।১৫।।

সমস্ত নৃপতিগণকে পরাজিত করে মহান্ বলবান্ বলখানি সেই কন্যাকে নিয়ে শিবিকা রূঢ় হয়ে নিজ গৃহে চলে গেলেন।।১৬।।

সেই কন্যাকে চলে যেতে দেখে মহীপতি গজসেন তাঁকে ক্ষত্রিয়াধম ভেবে মহীপতির আজ্ঞাতে সেখানে এলেন এবং জম্বুকের হত্যাকারীকে মায়ার দ্বারা মোহিত করলেন। দুর্গা শাপে মোহিত নিদ্রাতুর সেই বীর বলখানিকে এরপর ক্রোধান্বিত হয়ে গজসেন লৌহ নিগড়ে শীঘ্র বেঁধে ফেললেন। মহীপতি তাঁকে

চান্ডালাংশ্চ সমাহূয় কঠিনাং স্তত্রবাসিনঃ।
বধায়াজ্ঞাপয়ামাস তস্য দন্ডৈরনৈকশঃ।।২০।।
তে রৌদ্রাস্তং সমাবধ্য তাড়য়ামাসুরূজ্জিতাঃ।
তত্তাড়নাত্তদা নিদ্রা তত্রৈব বিলয়ংগতা।।২১।।
দৃষ্ট্বা ততস্তু চন্ডালান্ বলখানিরতাড়য়ৎ।
তলমুষ্টিপ্রহারেণ চান্ডালা মরণং গতাঃ।।২২।।
মৃতে পঞ্চাশতে রৌদ্রে তচ্ছেষা দুদ্রুবুর্ভয়াৎ।
কপাটং সুদৃঢ়ং কৃত্বা নৃপান্তিক মুপাযযুঃ।।২৩।।
স নৃপঃ কারণং জ্ঞাত্বা হস্তবদ্ধো মহাবলী।
উবাচ তত্র গত্বাসৌ বচনং কার্যতৎপরঃ।।২৪।।
ভবান্ মহাবলো বীর চান্ডালৈর্বন্ধনং গতঃ।
দস্যুভির্লুণ্ঠিতস্তত্র নিদ্রাবশ্যো বনং গতঃ।।২৫।।

গ্রামরূপ লৌহদুর্গে তাঁকে পৌঁছে দিলেন। সেখানে কঠিন চান্ডালদেব তাঁকে বধ করার আদেশ দিলেন।।১৭-২০।।

সেই মহারৌদ্র বলশালী চান্ডালগণ তাকে ভালোভাবে বেঁধে প্রহার করতে শুরু করলেন। তাদের তাড়নের ফলে বলখানি নিদ্রাবিহীন হলেন। এরপর বলখানি সেই চান্ডালদের দেখে তাদের প্রহার করতে শুরু করলেন। মুষ্ঠাঘাতে সেই চান্ডালগণ মারা গেল। পাঁচ শত রৌদ্র মারা গেলে অবশিষ্ট রৌদ্র ভয়ে পালিয়ে গেল এবং কপাট দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে রাজার পাশে চলে গেলেন।।২১-২৩।।

রাজা কারণ জেনে কৃতাঞ্জলিপুটে বলখানির নিকট গিয়ে বললেন, হে বীর, আপনি মহাবলবান্, চান্ডালগণের দ্বারা বদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, নিদ্রাবশ্য আপনাকে দস্যুগণ লুন্ঠন করে বনে নিয়ে গিয়েছিল। আমার পুত্রী ভবনেই রয়েছে আপনি যে জীবিত রয়েছেন তা অত্যন্ত প্রসন্নতার কথা। আপনি শীঘ্র

মৎসুতা ভবনে প্রাপ্তা দিষ্টয়া ত্বং জীবিতং গতঃ।
উদ্বাহ্য মৎসুতাং শীঘ্রং স্বগেহং যাতুমর্হসি।
ইতি শ্রুত্বা প্রিয়ং বাক্যং তং প্রশস্য তথাকরোৎ।।২৬।
মন্ডপে বেদকর্মাণি বিবাহার্থং চকার সঃ।
জাতায়াং মন্ডপার্চায়াং পত্রমাহ্লাদহেতবে।।২৭।।
তদাজ্ঞায়া লিখিত্বাসৌ গজসেনোহগ্নিসেবকঃ।
উষ্ট্রারূঢ়ং সমাহূয় শীঘ্রং পত্রমচোদয়ৎ।।২৮।।
বলখানেবিবাহোহত্র ভবাসৈন্যসমন্বিতঃ।
সম্প্রাপ্য যোগ্যদ্রব্যানি ভুক্ত্বা ত্বং তৃপ্তিমাবহ।।২৯।।
ইত্যুক্তে নিশি জাতায়াং বলখানির্মহাবলঃ।
ভোজনং কৃতবান্ স্তত্র বিষজুষ্টং নৃপার্পিতম।।৩০।।
গরলং তেন সংভুক্তং ন মমার বরাচ্ছুভাৎ।
ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে দৃষ্ট্বা মোহত্বমার্গতম্।
পুনর্ববন্ধ নির্গড়ৈস্তাড়য়ামাস বৈতসৈঃ।।৩১।।

আমার পুত্রীকে বিবাহ করে নিজ গৃহে নিয়ে যান, কারণ আপনিই এই বিবাহের যোগ্য। বলখানি এইরূপ পরমপ্রিয় বচন শ্রবণ করে রাজার প্রশংসা করে বিবাহ করলেন।।২৪-২৬।।

রাজা একটি মন্ডপ নির্মাণ করে সেখানে বিধিবৎ বিবাহকর্মাদি করলেন। মন্ডপ অর্চনার পর তাঁর আজ্ঞাতে একপত্র লিখে অগ্নিসেবক গজসেন এক উষ্ট্রারূঢ়কে ডেকে শীঘ্র সেই পত্র প্রেরণ করলেন।।২৭-২৮।।

সেই পত্রে লিখলেন, এখানে বলখানির বিবাহ, সুতরাং আপনি সৈন্য নিয়ে শীঘ্র এখানে চলে আসুন এবং দ্রব্যসকল উপভোগ করে তৃপ্ত হোন।।২৯।।

পত্র প্রেরণের পর রাত্রে রাজার দ্বারা সমর্পিত বিষমিশ্রিত খাবার বলখানি ভোজন করলেন। তিনি বিষ ভোজন করলেও শুভবর হেতু মারা গেলেন না। কালক্রমে তিনি মোহত্বপ্রাপ্ত হলে তাঁকে নিগড়ের দ্বারা বেঁধে বেত্রাঘাত

বিষদোষ মসৃক্ দ্বারাত্রি স্মৃতং স্বদেহতঃ।
তদা বুবোধবলবান্ ভূপতি প্রাহ নম্রধীঃ।।৩২।।
রাজন্ কিমীদৃশং জাতং ত্বৎসৈন্যং তাড়নে রতম্।
স আহ ভো মহাবীর মৎকুলে রীতিরীদৃশী।
যাতনাং প্রথমং প্রাপ্য তদনূদ্বাহিতো ভবেৎ।।৩৩।।
ইত্যুক্ত্বা সতি ভূপালে গজমুক্তা সমাগতা।
পিতরং প্রাহ বচনং কোহযং তত্তাড়নে গতঃ।।৩৪।।
নৃপঃ প্রাহ সুতে শীঘ্রং যাহি ত্বং নিজমন্দিরে।
কৃষিকরয়োমায়াতো দ্রব্যার্থন তাড়নে গতঃ।।৩৫।।
ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরং বলখানির্মহাবলঃ।
ছিত্বা তদ্বন্ধনং ঘোরং খংগহস্তঃ সমাযযৌ।।৩৬।।
শূরান্ পঞ্চশতং তং চ রুদধ্বা শস্ত্রৈ সমং ততঃ।
প্রজঘ্নতস্তু তান্ সর্বান্ বলখানিব্যনাশয়ৎ।।৩৭।।

করা হল। তাঁর শরীরের সকল বিষ দেহের রক্তের সাথে বেরিয়ে গেল। তখন সেই বলবান্ জ্ঞান লাভ করে নম্রবুদ্ধি হয়ে রাজাকে বললেন, হে রাজন্, আপনার সৈনিক আমাকে তাড়ন করছে, এরকম কেন হল। রাজা তখন তাঁকে বললেন, আমার কুলের এই প্রকার রীতি, প্রথমে পূর্ণ যাতনা দিয়ে পরে বিবাহ দেওয়া হয়।।৩০-৩৩।।

রাজা এইপ্রকার বলার পর গজমুক্তা এসে পিতাকে কাকে তাড়ন করা হচ্ছে – জিজ্ঞাসা করলেন। প্রত্যুত্তরে রাজা বললেন, তুমি শীঘ্র মন্দিরে যাও, দ্রব্য হরণকারী ঐ কৃষিকরকে সৈনিকগণ তাড়ন করতে গেছেন।।৩৪-৩৫।।

এইপ্রকার ঘোর বচন মহাবলী বলখানি শ্রবণ করে বন্ধন ছিন্ন করে হাতে খড়্গ নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং পাঁচশত শূর তাঁকে অবরুদ্ধ করলে তিনি সকলকে বিনষ্ট করেন।।৩৬-৩৭।।

গজসেন সুতো জ্যেষ্ঠঃ সূর্যদ্যুতিরুপাগতঃ।
বদধ্বা পুনস্তং বলিনং গর্তমধ্যে সমাক্ষিপৎ।।৩৮।।
তথাগতং গতিং দৃষ্ট্বা গজমুক্তা সুদুঃখিতা।
নিশি তত্র গতা দেবী দত্ত্বা দ্রব্যং তু রক্ষকান্।।৩৯।।
পতিং নিষ্কাশ্য রুদতী ব্যজনং পতয়ে দদৌ।
রাত্রৌরাত্রৌ তথা প্রাপ্তা ব্যতীতং পক্ষমাত্রকম্।।৪০।।
এতস্মিন্নন্তরে বীরশ্চাহ্লাদঃ সপ্তলক্ষকৈঃ।
সৈন্যৈঃ সহাযযৌ শীঘ্রং শ্রুত্বা তত্রৈব কারণম্।।৪১।।
বলখানির্গতো গর্তে রুরোধ নগরীং তদা।
গজৈঃ ষোড়শাহস্রৈর্গজসেনো রণং যযৌ।।৪২।।
ত্রিলক্ষৈশ্চ হয়ৈঃ সার্দ্ধং সূর্যদ্যুতিরুপাযযৌ।
কান্তামলস্তদা প্রাপ্তস্ত্রিলেক্ষৈশ্চ পদাতিভিঃ।।৪৩।।
তয়োশ্চাসীন্ মহদ্ যুদ্ধমহোরাত্রং হি সৈন্যয়োঃ।
রক্ষিতে তালনাদে চ গজসেনাদ্যকে তদা।।৪৪।

গজসেনার জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্যদ্যুতি তখন এসে বলখানিকে বেঁধে এক গর্তে ফেলে দিলেন। নিজ পতিকে ঐরূপ অবস্থায় দেখে গজমুক্তা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। দেবী গজমুক্তা রাত্রে সেখানে গিয়ে রক্ষকগণকে উৎকোচ প্রদান করে রোদন করতে করতে নিজ পতিকে বাহির করে নিয়ে এসে ব্যঞ্জন দিলেন। এইভাবে তিনি প্রত্যহ রাত্রে সেখানে সমাগত হতেন।। এইভাবে একপক্ষকাল গত হলে আহ্লাদ সাতলক্ষ সেনা নিয়ে সেখানে শীঘ্র এসে উপস্থিত হন। বলখানি যে গর্তের মধ্যে পতিত আছে, তিনি তাও শুনেছিলেন।

সেই সময় সূর্য্যদ্যুতি তিনলক্ষ অশ্ব ও কান্তসেন তিনলক্ষ পদাতিক বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন। সেই দুই সেনাদলের মধ্যে এক অহোরাত্র মহাযুদ্ধ হয়েছিল। তালন এবং গজসেনার সৈন্যগণের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়েছিল।।৩৮-৪৪।।

দ্বিতীয়েহহ্নি সমায়াতে গজসেনো মহাবলঃ।
প্রভগ্নং স্ববলং দৃষ্টা পাবকীহয়ং সমারুহৎ।
দাহয়ামাস তৎসৈন্য তালনাদ্যৈশ্চ পালিতম্।।৪৫।।
ভস্মীভূতং বলং দৃষ্টা তালনঃ শত্রুসম্মুখে।
গত্বা ভল্লেন ভূপালং তাড়য়ামাস বেগতঃ।।৪৬।।
মূর্চ্ছিতং নৃপমাজ্ঞায় সুর্যদ্যুতিরুপাযৌ।
পাবকীয়ং সমারুহ্য দাহয়ামাস তালনম্।।৪৭।।
এতস্মিন্নন্তরে শূরৌ দেবৌ চাহ্লাদ কৃষ্ণকৌ।
ববন্ধতূ রুষাবিষ্টৌ সূর্যদূতিমরিন্দমম্।।৪৮।।
সুবদ্ধং ভ্রাতরং হয়ং কান্তামলোহরুহৎ।
দেবসিংহং চ সংমোহ্যকৃষ্ণাংশং প্রতিসোহ গমৎ।।
গৃহীত্বা তং স কৃষ্ণাংশং তস্য তেজঃ সমাহরৎ।।৪৯।।
সপ্তলক্ষবলং সর্বং বহ্নিভূতমভূত্তদা।
আমরত্বাৎ স আহ্লাদস্তদা তু সমজীবয়ৎ।।৫০।।

দ্বিতীয় দিনে গজসেনা নিজ সৈনিকদের ভঙ্গ হতে দেখে অগ্নিকে সমারোহণ করলেন। তালনের দ্বারা রক্ষিত সেনাদেরকে তিনি জ্বালিয়ে দিলেন। শত্রুর সম্মুখে নিজ সেনাদলকে ভস্মীভূত হতে দেখে তালন ভল্লের দ্বারা ভূপতির উপরে আঘাত করলেন। রাজা মূর্চ্ছিত হলে সূর্যদ্যুতি সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি পাবকীয়কে সমারোহণ করে তালনকে বদ্ধ করলেন। ইতি মধ্যে দেবশূর আহ্লাদ কৃষ্ণক রোষাবিষ্ট হয়ে অরিন্দম সূর্যদ্যুতিকে বেঁধে ফেললেন। ভ্রাতাকে বদ্ধ দেখে কান্তামল অশ্বে সমারোহণপূর্বক দেবসিংহকে সম্মোহিত করে কৃষ্ণাংশের দিকে গেলেন। তিনি কৃষ্ণাংশকে ধরে তার সমাহৃত করলেন।।৪৫-৪৯।।

সেই সময় সাতলক্ষ সেনা বহ্নিভূত হয়ে গেল। তখন অমরত্বের দ্বারা সেই আহ্লাদ তাদের জীবিত করলেন।।৫০।।

গজসেনস্যার্দ্ধ সৈন্যং তৈশ্চ সর্বৈবিনাশিতম্।
বিজয় নৃপতিঃ প্রাপ্য হর্ষিতো গেহমাযযৌ।।৫১।
বহির্ভূতং চ কৃষ্ণাংশং দৃষ্ট্বাহ্লাদঃ সুদুঃখিতঃ।
দুর্গাং দেবীং স তুষ্টাব মনসা রণমূর্দ্ধনি।।৫২।।
তদা দেবী বচঃ প্রাহ্ বৎস তে পুত্র এব চ।
স্বর্গাদাগত্য সর্বাণি পুনরুজ্জীবয়িষ্যতি।।৫৩।।
ইত্যুক্তে বচনে দেব্যা ইন্দুলো বাসবাজ্ঞয়া।
দ্বাদশাব্দসমং রূপং ধৃত্বা বিদ্যাবিশারদঃ।
বড়বামৃতমারুহ্য হয়ং তত্র সমাগতঃ।।৫৪।।
তদংগাদুদধৃতা বাহা মেখা ইব সমন্ততঃ।
পাবকং শমখামা সুস্ত্রয়স্তে দেবতোপমাঃ।।৫৫।।
শমীভৃতে তদা বহ্নৌ স্বমুখাৎ সহয়ো মুদা।
লালামুদ্বাহয়ামাস তয়া তে জীবিতাস্ততঃ।।৫৬।।
জীবিতে সপ্তলক্ষে তু শমীভূতে হি পাবকে।
গজসেনঃ সুতাভ্যাং চ প্রয়াতঃ সর্বতোদিশম্।।৫৭।।

গজসেনার অর্ধেক সেনা আহ্লাদ বিনষ্ট করলেন। বিজয় লাভ করে সেই নৃপতি হৃষ্ট হয়ে নিজগৃহে ফিরে এলেন। কৃষ্ণাংশকে বহিভূত দেখে আহ্লাদ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি রণমূর্দ্ধায় দেবী দুর্গার স্তুতি করেছিলেন। তখন দেবী বললেন, -- হে পুত্র, তোমার পুত্র স্বর্গ থেকে এসে এদেরকে পুনরায় জীবিত করবে। দেবীর এইকথা শুনে ইন্দ্রের আজ্ঞায় সেই ইন্দুল দ্বাদশবর্ষ বয়সের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যা বিশারদ হয়ে বড়ামৃত অশ্বে আরোহণ করে সেখানে এসেছিলেন।।৫১-৫৪।।

সেই সময় অগ্নিকে শান্ত করতে সেই অশ্ব মুখ থেকে মেঘকে নির্গত করল। যারফলে সকল মৃত সৈনিকগণ জীবিত হয়ে গেল।।৫৬।।

পাবকশান্ত হয়ে সাতলক্ষ সেনা জীবিত হলে গজসেন সূতের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলল। তার যে একলক্ষ সেনা জীবিত ছিল তারা সকলে ভয়াতুর হয়ে গেল।

লক্ষ্যং সৈন্যং তু যে শিষ্টাস্তে সর্বেঽপি ভয়াতুরাঃ।
দুদ্রুবুর্ভার্গবশ্রেষ্ঠদিব্য রূপত্ব ধারিণঃ।।৫৮।।
কেচিৎসন্ন্যাসিনো ভূত্বা কেচিদ্বৈ ব্রহ্মচারিণঃ।
জীবত্বং প্রাতবন্তস্তে তথান্যে সংক্ষয়ং গতাঃ।।৫৯।।
বদধ্বা তান্ গজসেনাদীস্ত্রীঞ্শূরান স চ তালনঃ।
কৃষ্ণাংশেন সমাযুক্ত হদ্রদুর্গং সমাযযৌ।।৬০।।
বলখানিং চ নিষ্কাশ্য তালনস্তাদনন্তরম্।
পৃষ্ঠবান্ কারণং সর্বং শ্রুত্বা তন্ মুখতো বচঃ।
তান্ বীরাং স্তাড়য়ামাস বৈতসৈঃ স্তম্ভবন্ধনৈঃ।।৬১।।
গজমুক্তাজ্ঞয়া বিপ্র সেনাপতিরুদারধীঃ।
তালনস্তান্ সমুৎসৃজ্য বিবাহার্থং সমাযযৌ।
বলখানির্হয়ারুঢ়ো গজমুক্তাচ মন্ডপে।।৬২।।

হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, সেই রূপত্বধারীগণ কেউ কেউ সন্ন্যাসী হয়ে গেল, কেউ কেউ ব্রহ্মচারী হয়ে গেল। এইভাবে তারা রূপধারণ করে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। অন্য সকলে ক্ষয় প্রাপ্ত হল।।৫৭-৫৯।।

তারপর তালন গজসেন প্রভৃতি তিনজন শূরকে বেঁধে নিয়ে কৃষ্ণাংশের সঙ্গে ইন্দ্র দুর্গে এলেন। সেখান থেকে বলখানিকে বার করে নিয়ে এসে সমস্ত কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তার মুখ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে সেই বীরগণকে স্তম্ভে বন্ধন করে বেত দিয়ে প্রহার করেছিলেন। হে বিপ্র, এরপর গজমুক্তার আজ্ঞাতে সেই উদার বুদ্ধি সেনাপতি তাদের ছেড়ে দিয়ে বিবাহের জন্য মন্ডপে এলেন। বলখানি অশ্বে সমারোহণ করলেন এবং গজমুক্তা বিবাহ মন্ডপে ছিলেন।।৬০-৬২।।

গজসেনস্তাদাদির্দিব্যেভোজনৈ স্তানভোজয়ৎ।
নিবাস্য লৌহদুর্গে তান্‌কপাটঃ সুদৃঢ়ীকৃতঃ।
লক্ষশূরান্ স সংস্থাপ্য স্বয়ং রুদ্ধপুরং যযৌ।।৬৩।।
তে রাত্রৌ লোহদুর্গেষু হ্যুষিত্বা যত্নতোবলাৎ।
প্রভাতে চ কপাটে ন দ্বারং দৃষ্ট্বা তদাব্রবীৎ।
দ্বারমুদ্ ঘাটয়াশু ত্বং নো চেপ্রানাং স্ত্যজিষ্যসি।।৬৪।।
ইতি সেনাপতিঃ শ্রুত্বা লক্ষশূরান্ সমাদিশৎ।
নানাযত্নৈশ্চ হন্তব্যা শত্রবো ভয়কারিণঃ।।৬৫।।
ইতি শ্রুত্বা তু তে শূরাঃ শতঘ্ন্যস্তৈ সুরোপিতাঃ।
একৈকং ক্রমশো জঘ্নুবৃন্দং তে বৈরতৎ পরাঃ।।৬৬।।
হতে দশসহস্রে তু কৃষ্ণাংশো বিন্দুলং হয়ম্।
সমারুহ্য জঘানাশু স্বখংগে মহদ্ বলম্।।।৬৭।।
হতশেষা ভয়াতাশ্চ সহস্রাশীতিসক্ষিতাঃ।
ইন্দ্রদুর্গং প্রতি প্রাহুযথা জাতো বলক্ষয়ঃ।।৬৮।।

গজসেন পুনরায় তাঁকে দিব্য ভোজন করালেন এবং লৌহ দুর্গে তাদেরকে রেখে সুদৃঢ় কপাট দিয়ে দিলেন। একলক্ষ শূরকে সেখানে সংস্থাপিত করে স্বয়ং রুদ্রপুরে চলে গেলেন।।৬৩।।

রাত্রে তারা লৌহ দুর্গে অতিবাহিত করে প্রভাতে দ্বার রুদ্ধ দেখে বললেন, শীঘ্র দ্বার খুলে দাও না হলে প্রাণত্যাগ করব। সেনাপতি একথা শ্রবণ করে একলক্ষ সেনাকে আদেশ দিলেন যে, এই ভয়ংকর শত্রুকে মেরে ফেলা উচিৎ।।৬৪-৬৫।।

একথা শুনে শূর বলখানি বৈর তৎপর হয়ে শতঘ্নীর দ্বারা এক এক বৃন্দ সৈন্য মেরে ফেললেন। এইভাবে দশসহস্র সৈন্য হত বীর কৃষ্ণাংশ বিন্দুল অশ্বে সমারূঢ় হয়ে নিজ খড়্গের দ্বারা বিশাল সেনাদের হনন করলেন। যারা বেঁচে রইলেন তারা সহস্র অশীতিগণের সঙ্গে সমাযুক্ত হয়ে ইন্দ্রযুক্ত হয়ে ইন্দ্রদুর্গে গিয়ে বিশাল সেনাবাহিনীর ক্ষয়ের কথা জানালেন।।৬৬-৬৮।।

শ্রুত্বা ভয়াতুরো রাজা স্বসুতাভ্যাং সমন্বিতঃ।
গজমুক্তাং পুরস্কৃত্য বহুদ্রব্যসমন্বিতাম্।
স্বপাপং ক্ষালয়ামাস দত্ত্বা কন্যা বিধানতঃ।।৬৯।।
ষোড়শোষ্ট্রানি স্বর্ণানি গৃহীত্বাহ্লাদ এবসঃ।
যযৌ স্বগেহং মহিতং পুত্রভ্রাতৃসমন্বিতঃ।।৭০।।
সংপ্রাপ্তে গেহমাহ্লাদে দেবী স্বর্ণবতী স্বয়ম্।
ইন্দুলং স্বাংকমারোপ্য ললাপ করুণং বহু।।৭১।।
মৃতাহংশ্চ ত্বয়া পুত্র পুনরুজ্জীবিতা খলু।
ধন্যাহং কৃত কৃত্যাস্মি জয়ন্ত তব দর্শনাৎ।।৭২।।
ইতি শ্রুত্বেন্দুলো বীরো নত্বাহং জননীং মুদা।
অনৃণং নাধিগচ্ছামি ত্বতো মাতঃ কদাচন।।৭৩।।
সংপ্রাপ্তে গেহমাহ্লাদে রাজা পরিমলঃ সুধীঃ।
বাদ্যানি বাদয়ামাস বিপ্রেভ্যশ্চ দদৌ ধনম্।।৭৪।।

সেকথা শ্রবণ করে রাজা ভয়াতুর হয়ে নিজ দুই পুত্রের সাথে প্রভূত ধন সম্পদ দ্বারা গজমুক্তাকে সম্প্রদান করে পাপ ক্ষালন করলেন।।৬৯।।

আহ্লাদ ষোড়শ স্বর্ণময় উষ্ট্র গ্রহণ করে পূজিত হয়ে পুত্রও ভ্রাতাকে নিয়ে নিজগৃহে ফিরে এলেন।।৭০।।

আহ্লাদ গৃহে ফিরে এলে স্বর্ণবতী দেবী স্বয়ং ইন্দুলকে নিজ ক্রোড়ে বসিয়ে প্রচুর করুণালাপ করেছিলেন। হে পুত্র, আমি তো মরেই গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে পুনর্জীবিত করলে, আমি পরম ধন্য এবং অত্যন্ত কৃতকৃত্য হলাম। জয়ন্ত তোমার দর্শনে আজ সুফল পেলাম।।৭২।।

একথা শ্রবণ করে বীর ইন্দুল নিজ মাতাকে সানন্দে প্রণাম করে বললেন- - হে মাতা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও কখনও যাব না।।৭৩।।

আহ্লাদ গৃহে ফিরে এলে সুচীরাজা পরিমল প্রচুর বাদ্য বাজালেন এবং ব্রাহ্মণদের ধনদান করলেন।।৭৪।।

।। ব্রহ্মানন্দ কা বিবাহ বৃত্তান্ত।।

কৃষ্ণাংশেৎষ্টাদশাব্দে তু যথাজাতং তথা শৃণু।
মৃতে কৃষ্ণমুরারে তু ভূপতৌ রত্নভানুনা।।১।।
মহীরাজঃ সুদুঃখার্তো লক্ষচন্ডীমকারয়ৎ।
হোমান্তে তু তদা দেবী বাগুবাচ নৃপং প্রতি।।২।।
বর্ষেবর্ষে তু তে সপ্ত ভবিষ্যন্ত্যঙ্গঁ সম্ভবাঃ।
কুমারাঃ কৌরবাংশাশ্চ দ্রৌপদ্যংশা সুতা নৃপ।।৩।।
ইত্যুক্তে বচনে তস্মিন্নাজ্ঞী গর্ভমথো দধৌ।
কর্ণাংশশ্চ সুতো জায়স্তারকো বলবত্তরঃ।।৪।।
দ্বিতীয়াব্দে তথা জাতে দুঃশাসনশুভাংশতঃ।
ণৃহরিরিতি বিখ্যাতস্তৃতীয়াব্দে তু চাভবৎ।।৫।।
উদ্বার্ষাংশঃ সরদনো দুর্মুখাংশস্তু মর্দনঃ।
বিকর্ণাংশঃ সূর্য্যকর্মা ভীমশ্রাংশো বিবিংশতে।।৬।।

।। ব্রাহ্মণন্দের বিবাহ বৃত্তান্ত।।

এই অধ্যায়ে পৃথ্বীরাজের সপ্ত কৌরবাংশ পুত্র প্রাপ্তি বৃত্তান্ত বর্ণন তথা ব্রহ্মানন্দের বিবাহ বর্ণন করা হয়েছে। শ্রীসূতজী বললেন -- কৃষ্ণাংশ অষ্টাদশবর্ষীয় হলে কি হয়েছিল তা শ্রবণ কর। রত্নভানুর দ্বারা কৃষ্ণকুমার ভূপতি মৃত হলে সুদুঃখার্ত মহীরাজ লক্ষচন্ডীর অনুষ্ঠান করেছিলেন। হোমের পর রাজাকে দেবী বললেন -- প্রত্যেক বর্ষে সপ্ত অঙ্গ সম্ভূত কুমার জন্মলাভ করবে। হে নৃপ, তারা কৌরবাংশ এবং দ্রৌপদ্যংশের পুত্র হবে।।১-৩।।

রাজাকে এ কথা বলার পর রাণী গর্ভধারণ করলেন। অধিক বলশালী কার্ণাংশ পুত্র তারক সমুৎপন্ন হলেন।। দ্বিতীয় বর্ষে দুঃশাসনের শুভাংশে নৃহরি জন্মলাভ করলেন। তৃতীযবর্ষে উদ্বার্যাংশ সরদন, দুর্মুখাংশমর্দন, বিকর্ণাংশ সীর্যবর্ষা এবং ভীমাংশ বিবিংশত উৎপন্ন হলেন।।৫-৬।।

বর্দ্ধনশ্চিত্রবাণাংশো বেলা তদনু চাভবৎ।
যথা কৃষ্ণা তথাসৈব রূপচেষ্টাগুণৈর্মুনে।।৭।।
ভূবি তস্যাং চ জাতায়াং ভূকম্পো দারুণোহ ভবৎ।
অট্টাট্টহাসমশিবং চামুন্ডা খে চকার হ।
রক্তবৃষ্টিঃ পুরে চাসীদ স্থিশর্করয়া যুতা।।৮।।
ব্রাহ্মণাশ্চ সমাগত্য জাতকর্মাদিকাং ক্রিয়াম্।
কৃত্বা নাম তথা চক্রে শৃণু ভূমিপ সাক্ষরম্।।৯।।
ইলা চ শশিনো মাতা বিকাল্পেনাহ ভবদ্ভুবি।
তস্মাদ্বেলেতি বিখ্যাতা কন্যেয়ং রূপশালিনী।।১০।।
জাতায়াং সুতায়াং স পিতা বিপ্রেভ্য উত্তমম্।
দদৌ দানং মুদা যুক্তো বাসাংসি বিবিধানি চ।।১১।।
দ্বাদশাব্দবয়ঃ প্রাপ্তে সা সুতা বরণিনী।
উবাচ পিতরং নম্রা শৃণু ত্বং পৃথিবীপতে।।১২।।

চিত্রবার্ণাংশ থেকে বিবর্দ্ধন এবং এরপর বেলা সমুৎপন্ন হন। তিনি কৃষ্ণার ন্যায় ছিলেন, তিনি রূপলাবণ্য, চেষ্টা এবং গুণের আধার ছিলেন।।৭।।

এই ভূমন্ডলে তিনি জন্মগ্রহণ করা কালে এক মহাদারুণ ভূকম্প হয়েছিল এবং চামুন্ডা দেবী আকাশ থেকে অশিব অট্টাট্টহাস্য করেছিলেন। পুরমধ্যে রক্তবৃষ্টি হয়েছিল যা ছিল অস্থি শর্করা যুক্ত।।৮।।

ব্রাহ্মণগণ তাঁর জাতকর্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে তার নামকরণ করেছিলেন। হে ভূমিপ, সাক্ষর সেই নাম শ্রবণ কর। ইলাশশীর মাতা বিকল্পো ভূমি থেকে জন্মলাভ করে বেলা নামে বিখ্যাত হন। এই রূপ শালিনী তোমার কন্যা বেলা নামধারিণী হলেন।।৯-১০।।

সেই কন্যার জন্মের পর তার পিতা প্রসন্নতার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রভূত উত্তমদান তথা প্রচুর বস্ত্র দিয়েছিলেন।।১১।।

সেই বরবর্ণিনী কন্যা দ্বাদশবর্ষ প্রাপ্ত হলে বিনম্র হয়ে পিতাকে বললেন - হে পৃথিবীপতে, শ্রবণ করুন মন্ডপে রক্ত ধারার দ্বারা যে ব্যক্তি আমাকে

মন্ডপে রক্তধারাভির্যো মাং সংস্নাপয়িষ্যতি।
দ্রৌপদ্যা ভূষণং দাতা স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।।১৩।।
স্বর্ণপত্রে তদা রাজা পদ্যং বেলামখোদ্ভবম্।
লিখিত্বা তারকং প্রাহ ত্বমন্বেষয় তৎপতিম্।।১৪।।
সার্দ্ধং লক্ষত্রয়ং দ্রব্যং গৃহীত্বা লক্ষসৈন্যকঃ।
নৃপান্তরং যযৌ শীঘ্রং তারক পিতুরাজ্ঞয়া।।১৫।।
সিন্ধুস্থানে চার্যদেশে ভূপং ভূপং যযৌ বলী।
ন গৃহীতং নৃপৈঃ কৈশ্চিত্তদ্বাক্যং ঘোরমুল্বণম্।
মহীপতিং স সংপ্রাপ্য মাতুলং তদ্বচোহব্রবীৎ।।১৬।।
শ্রুত্বা স আহ ভো বীর ব্রহ্মানন্দো মহাবলঃ।
স চ বাক্যং প্রগৃহ্ণীয়াদাহ্লাদদৌ সুরক্ষিতঃ।।১৭।।
কিং ত্বয়া বিদিতং নৈব চরিতং তস্য বিশ্রুতম্।
ভবান্ষড়বন্ধু সহিতঃ কৃষ্ণাংশাদ্যৈবিবাহিতঃ।।১৮।।

সংস্নাপন করাবেন তিনি দ্রৌপদীকে বস্ত্রদানকারী আমার স্বামী হবেন।।১২-১৩।।

রাজা তখন সুবর্ণপত্রে বেলার কথিত পদ্য লিখে তারককে তার পতি খুঁজতে নির্দেশ দিলেন।।১৪।।

তারক তিনলক্ষ ধনসম্পদ এবং একলক্ষ সেনা নিয়ে পিতার আজ্ঞাতে অন্য রাজাদের নিকট শীঘ্র চলে গেলেন। সেই বলবান্ সিন্ধু দেশে, আর্য দেশে প্রত্যেক রাজার কাছে গেলেন কিন্তু রাজাদের কেউই সেই পরম ঘোর উল্বন বাক্য গ্রহণ করলেন না। তিনি পুনরায় মাতুল মহীপতির কাছে গিয়ে সেই বচন বলেছিলেন।।১৫-১৬।।

সেই কথা শ্রবণ করে তিনি বললেন — হে বীর, ব্রহ্মানন্দ মহাবলবান্। তিনি এই বাক্য গ্রহণ করবেন, কারণ তিনি আহ্লাদাদির দ্বারা পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। তুমি কি তার বিশ্ব প্রসিদ্ধ চরিত্র সম্পর্কে জান না। তোমরা ছয় বন্ধুগণের সঙ্গে কৃষ্ণাংশাদির দ্বারা বিবাহিত।।১৭-১৮।।

তে সর্বে বরাগাস্তস্য ব্রহ্মানন্দস্য ধীমতঃ।
নাস্তি ভূমন্ডলে কশ্চিত্তদ্বলেন সমো নৃপঃ।।১৯।।
ইতি শ্রুত্বা যযৌ তূর্ণং তারকঃ স্ববলৈঃ সহ।
তৎপাদ্যং কথয়িত্বাগ্রে হস্তবদ্ধস্তদা ভবৎ।।২০।।
কৃষ্ণাংশস্তু গৃহীত্বাশু পদ্যং বাক্যমুবাচ হ।
অহং বিবাহয়িষ্যামি ব্রহ্মানন্দং নৃপোত্তমম্।।২১।।
তূষ্ণীং ভূতাস্তদা সর্বে তারকঃ স দ্বিজৈঃ সহ।
অভিষেকং তদা কৃত্বা স্বগেহং পুনরাযযৌ।।২২।।
মাঘমাসে সিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং সুবাসরে।
বিবাহলগ্নং শুভদং বরকন্যার্থয়োস্তদা।।২৩।।
সপ্তলক্ষবলৈঃ সার্দ্ধং লক্ষণশজচ সতালনঃ।
মহাবন্তীং পুরীং প্রাপ্তো বলী পরিমলাদিভিঃ।।২৪।।
আহ্লাদো লক্ষসৈন্যাঢয়ঃ কৃষ্ণাংশেন সমন্বিতঃ।
বলখানিলর্ক্ষসৈন্যঃ সংযুতঃ সুখখানিনা।।২৫।।

সেই সকল ধীমান্ ব্রহ্মানন্দের বশীভূত, এই ভূমন্ডলে তার তুল্য কোনো নৃপতি নেই।।১৯।।

একথা শ্রবণ করে তারক নিজ সেনাগণকে সাথে নিয়ে শীঘ্র সেখানে পৌঁছে গেলেন। সেই পত্র নিয়ে কৃতাঞ্জলী পূটে কৃষ্ণাংশের কাছে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণাংশ সেই পত্র গ্রহণ করে পদ্য পাঠ করলেন এবং বললেন, আমি নৃপোত্তম ব্রহ্মাণদের বিবাহ দেব।।২০।।

সেই কথা শুনে সকলে নিশ্চুপ রইলেন, তখন তারক দ্বিজগণের সাথে অভিষেক করে শীঘ্র গৃহে ফিরলেন।।২১।।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে সুবাসরে বর ও কন্যার শুভ লগ্ন বিবাহ নিশ্চিত হল। তালনের সঙ্গে লক্ষণ সাতলক্ষ সেনা নিয়ে পরিমলাদি মহাবলীর সঙ্গে মহাবীরপুরীতে উপস্থিত হন। আহ্লাদ একলক্ষ সেনা ও

নেত্রসিংহো লক্ষসৈন্যো যোগভোগসমন্বিতঃ।
রণজিচ্চ বলী বালো দ্বিলক্ষবল সংযুতঃ।।২৬।।
এবং দ্বাদশলক্ষাণাং সৈন্যনামধিপো বলী।
তালনঃ সিংহনীসংস্থো বডবাং প্রযযৌ সহ।।২৭।।
সৈন্যৈদ্বর্দিশলক্ষৈশ্চ সহিতস্তালনো বলী।
আযযৌ দেহলীগ্রামে মহীরাজানুপলিতে।।২৮।।
দেবো মনোরথারূঢ়োবিন্দুলস্থঃ স কৃষ্ণকঃ।
বড়বামৃতমাসাদ্য স্বর্ণবত্যা সুতো গতঃ।।২৯।।
রূপনশ্চ করালস্থ আহ্লাদশ্চ পপীহকে।
বলখানিঃ কপোতস্থো হরিণস্থোহনুজস্ততঃ।।৩০।।
রণজিন্মলনাপুত্রঃ সংস্থিতো হরিনাগরেঃ।
পঞ্চশব্দগজারূঢ়ে মহাবত্যধিপো গতঃ।।৩১।।
বিমানবরমারূহ্য ধীবরৈঃ শতবাহিকৈঃ।
মণিমুক্তাস্বর্ণময়ং সহস্রৈবাদ্যকৈযুতম্।।৩২।।

কৃষ্ণাংশকে নিয়ে, বলখানি একলক্ষ সেনা ও সুখখানিকে সঙ্গে নিয়ে এবং একলক্ষ সেনা ও যোগ ও ভোগকে নেত্রসিংহ এবং রণজয়ী বাল দুইলক্ষ সেনা নিয়ে -সাকুল্যে বারলক্ষ সেনার সেনাপতি বলবান্ তালন মহারাজের দ্বারা সুরক্ষিত দেহলীনগরে সিংহিনী নামক ঘোটকী নিয়ে এসে উপস্থিত হন।।২২-২৮

মনোরথ নামক অশ্বে দেব এবং বিন্দুল নামক অশ্বে কৃষ্ণাংশ সমারোহণ করেছিলেন। স্বর্ণবতীর পুত্র বড়ামৃতে আরোহণ করে সেখানে গিয়েছিলেন। রূপণ করাল নামক অশ্বে এবং আহ্লাদ পপীহক নামক অশ্বে, বলখানি কপোতক নামক অশ্বে, তার অনুজ হরিণ নামক অশ্বে সমারোহণ করেছিলেন। মলনা পুত্র রণজিৎ হরিনাগর বাহনে আরূঢ় হয়েছিলেন। মহাবলীর স্বামী পঞ্চশব্দ নামক বাহনে স্থিত ছিলেন।।২৯-৩১।।

শতবাহিক ধীবরগণের সাথে শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করেছিলেন, যেটি মণি-মুক্তা, সুবর্ণ এবং সহস্র বাদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। দশসহস্র পতাকা, সহস্র

অযুতৈশ্চ পতাকৈশ্চ বেত্রপানিসহস্রকৈঃ।
সহস্রৈ শিবিকাভিশ্চ পঞ্চসাহস্রকৈ রথৈঃ।।৩৩।।
শকটৈর্মহিষোঢ়েস্তু তথা পঞ্চসহস্রকৈঃ।
সর্বতোপস্কৃতং রম্যং ব্রহ্মানন্দং সমাগতঃ।।৩৪।।
শ্রুত্বা কোলাহলং তেষাং মহীরাজো নৃপোত্তমঃ।
বিস্মিতঃ স বভূবাত্র শিবিরানি মুদা দদৌ।।৩৫।।
দুর্গদ্বারি ক্রিয়াং রম্যাং কৃত্বা বিধিবিধানতঃ।
দ্রৌপদ্যা ভূষণং দেহি বেলায়ৈ স তমব্রবীৎ।।৩৬।।
ইন্দুলস্তু যযৌ স্বর্গং বাসবং প্রতি চাব্রবীৎ।
দ্রৌপদ্যা ভূষণং সর্বং দেহি মহ্যং সুরোত্তম্।।৩৭।।
কুবেরাস্ত সমানীয় দিব্যমাভূষণং দদৌ।
ইন্দুলঃ প্রহরান্তে চ প্রাপ্ত পিত্রে ন্যবেদয়ৎ।।৩৮।।
আহ্লাদস্তু স্বয়ং গত্বা বেলায়ৈ ভূষণং দদৌ।
প্রাপ্তে ব্রাহ্মে মুহূর্তে তু বিবাহস্তত্র চা ভবৎ।।৩৯।।

বেত্রপাণি, একসহস্র শিবিকা তথা পঞ্চসহস্র রথের দ্বারা সমাযুক্ত, মহিষদের দ্বারা সমূঢ় পঞ্চ সহস্র শকট যুক্ত সুসংস্কৃত রমণীয় বিমানে ব্রহ্মানন্দ এসেছিলেন। তাদের কোলাহল শ্রবণ করে মহীরাজ প্রভৃত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের থাকার জন্য শিবির প্রদান করেছিলেন।।৩২-৩৫।।

দুর্গ দ্বারে পূর্ণ বিধি বিধানের সাথে রম্য ক্রিয়া সম্পন্ন করে মহীরাজ তাদের কাছে কন্যা বেলার জন্য দ্রৌপদী ভূষণ সমূহ প্রার্থনা করলেন। সেই সময় ইন্দুল স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে দ্রৌপদীর সমস্ত ভূষণ প্রার্থনা করলেন।।৩৬-৩৭।।

দেবরাজ ইন্দ্র সেই সময় কুবেরের থেকে দ্রৌপদীর পরম দিব্যভূষণ প্রদান করলেন। ইন্দুল একপ্রহরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত আভূষণ পিতাকে প্রদান করলেন।।৩৮।।

আহ্লাদ স্বয়ং বেলাকে সেই আভূষণ দিয়ে এসেছিলেন। পুনরায় ব্রহ্মমুহূর্ত প্রাপ্ত হলে সেখানে বিবাহ হয়েছিল।।৩৯।।

সংপ্রাপ্তে প্রথমার্বতে তারকঃ খড়্গমাদৌ।
আহ্লাদস্তং সমাসাদ্য যুযুধে বহুলীলয়া।।৪০।।
নৃহরিস্তু দ্বিতীয়ে চ কৃষ্ণাংশং প্রতি চারুধৎ।
তথা সরদনং বীরং বলখানিরূপাযযৌ।।৪১।।
মর্দনং সুখখানিস্তু চতুর্থাবর্তকেহ রূধৎ।
রণজিৎ সূর্যবর্মানং স ভীমং রূপণো বলী।
দেবস্তুবর্ধনং বীরং সপ্তাবর্তে ক্রমাদ্যযৌ।।৪২।।
শতভূপানখড়্গা ধরাঙ্গঁজসেনাদিকাংস্তদা।
লক্ষণাদ্যা সমাজগ্মুমন্ডপে বহুবিস্তৃতে।।৪৩।।
ভগ্নভূতং নৃপবলং রাজা দৃষ্ট বা রুষান্বিতঃ।
মহীরাজো যযৌ রূঢ়ো গজং চারিভয়ঙ্করম্।।৪৪।।
জিত্বা তা ন্নেত্রসিংহাদীঙ্খব্দবেধী নৃপোত্তম্ঃ।
লক্ষণং প্রযযৌ শীঘ্রং বৌদ্ধিনীং হস্তিনীং স্থিতম্।।৪৫।।

প্রথমাবর্তে তারক নিজ খড়্গ গ্রহণ করলে আহ্লাদ তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং বহু প্রকারে যুদ্ধ করেছিলেন। দ্বিতীয়াবর্তে নৃহরি কৃষ্ণাংশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বলখানি বীর সরদনের সাথে যুদ্ধ করেছিল। চতুর্থ আবর্তে সুখখানি মর্দনের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এইভাবে রণজিৎ সূর্যবর্মার সঙ্গে এবং বলবান্ রূপণ ভীমের সাথে তথা দেব বীরবর্ধনের সাথে ক্রমান্বয়ে সপ্ত আবর্তে যুদ্ধ করার জন্য গিয়েছিলেন। এই প্রকারে লক্ষণাদি গজসেনাদি শতখড়্গাধারী নৃপতিগণকে সেই বহু বিস্মৃত মন্ডপে এসে ঘিরে ফেলেছিলেন এবং যুদ্ধ করতে লাগলেন।।৪০-৪৩।।

রাজা নিজবল ভগ্ন হতে দেখে রোষান্বিত হয়ে শত্রুর প্রতি মহাভয়ংকর হাতীতে আরোহণ করে স্বয়ং এসে উপস্থিত হন।।৪৪।।

সেই রাজা শতভেদী ছিলেন, তিনি নেত্র সিংহাদিকে জয় করে বৌদ্ধিনী হস্তিতে স্থিত লক্ষণের কাছে পৌঁছালেন। মনে মনে ভগবান্ শিবের ধ্যান করে রোষান্বিত হয়ে তাকে জয় করলেন এবং তাকে বেঁধে নিয়ে রাজাকে দেখালেন। রাজা পরিমল ভয়ভীত হয়ে কৃষ্ণাংশের কাছে চলে গেল। সেখানে আহ্লাদাদির

শিবং মনসি সংস্থাপ্য জিত্বা বদ্ধা রুষান্বিতঃ।
অগমত্তমুপগৃহ্য দর্শয়ামাস তং নৃপম্।।৪৬।।
শ্রুত্বা পরিমলো রাজা কৃষ্ণাংশং ভীরুকো যযৌ।
বৃত্তান্তং কথায়মাস চাহ্লাদাদিপরাজয়ম্।।৪৭।।
অজিতঃ স চ কৃষ্ণাংশো নভোমার্গেন মন্দিরম্।
গত্বা জগর্জ বলবান্যোগিন্যানন্দদায়কঃ।।৪৮।।
তদা স লক্ষনো বীরস্ত্যক্ত্বা বন্ধনমুত্তমম্।
বিষ্ণুং মনসি সংস্থাপ্য মহীরাজং সমাযযৌ।।৪৯।।
গৃহীত্বা চাগমাং দোলাং স্বয়ং শিবিরমাপ্তবান্।।৫০।।
এতস্মিন্নন্তরে সর্বে ত্যক্ত্বা মূর্চ্ছাং সমন্ততঃ।
খড়্গযুদ্ধেন তচাঞ্জিত্বা বদ্ধা তান্নিগড়ৈর্দৃঢ়ৈ।।৫১।।
সান্বযাঞ্ছতভূপাংশ্চ হত্বা তদ্রুধিকারবহৈঃ।
দ্রৌপদীং স্নাপয়ামাসুবেলারূপাং কলোত্তমাম্।।৫২।।
বিবাহান্তে চ তে সর্বে শিবিরানি সমাযযুঃ।
সমুৎসৃজ্য সুতান্সপ্ত সুভোজ্যৈস্তে হ্যভোজয়ন্।।৫৩।।

পরাজয় বৃত্তান্ত বললেন।।৪৫-৪৭।।

সেই অজিত কৃষ্ণাংশ আকাশ মার্গে মন্দিরে গিয়ে পুনঃপুনঃ গর্জন করেছিল।।৪৮।।

সেই সময় বীর লক্ষণ উত্তম বন্ধন ত্যাগ করে মনে মনে বিষ্ণুকে সংস্থাপিত করে মহারাজের কাছে গমন করল। সেখানে অগমদোলা গ্রহণ করে স্বয়ং শিবিরে চলে গেলেন।।৫০।।

ইতিমধ্যে সকলে মূর্চ্ছা ত্যাগ করে খড়্গযুদ্ধে তাকে জয় করে নিগড়ের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলল এবং শত নৃপতিকে হত্যা করে তাদের রুধির ধারাতে বেলা স্বরূপে সমাস্থিত দ্রৌপদীর স্নপন করেছিল।।৫১-৫২।।

বিবাহ সমাপ্ত হলে তারা সকলে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এসেছিল। সাতজন পুত্রকে সুভোজ্যের দ্বারা ভোজন করার জন্য সেখানে রেখে আসা হল।।৫৩।।

ভুক্তবৎস সুবীরেষু সাহস্রাষ্টৈঃ সুতৈঃ সহ।
রুরুধুঃ সর্বতো জঘ্নুরস্ত্রশস্ত্রৈঃ সমন্ততঃ।।৫৪।।
সহস্রশূরাংস্তাহৃত্বা পুনর্বদ্ধা মহাবলান্।
শিবিরানি সমাজগ্মুস্তেষাং হাস্যবিশারদাঃ।।৫৫।।
দশলক্ষসুবর্ণানি গৃহীত্বা নৃপতির্বলী।
বেলাং নবোঢ়ামাদায় গত্বা নত্বা তমব্রবীৎ।।৫৬।।
প্রদ্যোতসুত হে রাজঁল্লক্ষণোহসৌ মহাবলঃ।
মম পত্নীং সমাদায় দাসীং কর্তুং সমিচ্ছতি।।৫৭।।
ইতি শ্রুত্বা পরিমলঃ সর্ব ভূপসমান্বিতঃ।
বহুধা বোধিতশ্চৈব ন বুবোধ তদা নৃপঃ।।৫৮।।
তদা মহাসতী বেলা বিললাপ ভৃশং মুহুঃ।
তচ্ছ্রুত্বাস চ কৃষ্ণাংশঃ সহিতো বলখানি না।
তামাশ্চাস্য তদা বেলাং নভোমার্গেন চাযযৌ।।৫৯।।
লক্ষণং তর্জয়িত্বাসৌ গৃহীত্বা চাগমন্মুদা।
নভোমার্গেন গেহে তং কৃষ্ণাংশঃ সমপেষয়ৎ।।৬০।।

সেই সুবীরগণ ভোজন করলে সহস্রবীর তাদের রোধ করল। এবং অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে তাদের মারল। সেই সহস্র শূরদের মেরে এবং মহাবলদের বেঁধে হাস্যবিশারদ শিবিরে সপ্তবীর চলে এলেন।।৫৪-৫৫।।

বলী নৃপতি দশলক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করে এবং নবোঢ়া বেলাকে নিয়ে নমস্কার করে বললেন — হে প্রদ্যোত সূত, হে রাজন্, এই লক্ষণ মহাবলবান্। আমার পত্নীকে গ্রহণ করে সে দাসী করতে চায়।।৫৬-৫৭।।

একথা শ্রবণ করে সমস্ত ভূপতিগণের সঙ্গে পরিমল অনেকভাবে বোঝালেন কিন্তু সেই সময় রাজা বুঝতে পারলেন না। তখন মহাসতী বেলা বারংবার বিলাপ করতে লাগলেন। একথা শ্রবণ করে বলখানির সাথে কৃষ্ণাংশ সেই বেলাকে সমাশ্বাসন করে আকাশমার্গে এসে উপস্থিত হন। তারা লক্ষণকে তর্জন করে তাকে নিয়ে প্রসন্নতাপূর্বক গৃহে ফিরে এসে কৃষ্ণাংশ তার কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন।।৫৮-৬০।।

পুনস্ত্যক্ত্বা সপ্ত সুতানসহি তান্নৃপতেস্তু তে।
শপথং কারয়ামাসুর্দম্ভং প্রতি মহাবলাঃ।
উষিত্বা দশরাত্রান্তে দধ্যুগর্তমনো মুনে।।৬১।।
মহীরাজস্তু বলবান্গৃহীত্বা ভূপতেঃ পদৌ।
স উবাচাশ্রুফূর্ণাক্ষস্তদা পরিমলং নৃপম্।।৬২।।
মহারাজ বধূস্তে চ বেলেয়ং দ্বাদশাব্দিকা।
পিতৃমাতৃবিয়োগং চ ন ক্ষমন্তী তু বালিকা।।৬৩।।
তস্মাত্তাং ত্বং পরিত্যজ্য গচ্ছ গেহং সুখী ভব।
পতিযোগ্যা যদা ভূতাত্তদা ত্বাং পুনরেষ্যতি।।৬৪।।
ইত্যুক্ত্বা চ বচো রাজা স স্নেহাদঙ্কমস্পৃশৎ।
চূর্ণীভূতে পরিমলে চাহ্লাদস্তত্র দুঃখিতঃ।
মহীরাজং স পস্পর্শ স রাজা চূর্ণতাঙ্গতঃ।।৬৫।।
ভগ্নাস্থী ভূপতি চোভৌপাবকীয়ৈশ্চিকিৎসকৈঃ।
সুখবতৌ গৃহং প্রাপ্য কৃতকৃত্যত্বমাগতৌ।।৬৬।।

পুনরায় সপ্তপুত্রকে ত্যাগ করে মহাবলী দম্ভের প্রতি শপথ করালেন। দশরাত্রির পর তারা সেখান থেকে চলে যাবার জন্য মনস্থ করল।৬১।।

বলবান্ মহীরাজ ভূপতির চরণ গ্রহণ করে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাজা পরিমলকে বললেন – হে মহারাজ, আপনার বধূ বেলা কেবলদ্বাদশ বৎসরের, সে অল্পবয়স্কা, মাতা-পিতার বিয়োগ সহ্য করতে পারবে না। এইজন্য আপনি তাকে এখানেই ছেড়ে দিয়ে গৃহে চলে যান, সুখী থাকুন। যখন সে পতির যোগ্য হয়ে উঠতে পারবে তখন তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।।৬২-৬৪।।

একথা বলে রাজা স্নেহবশতঃ তাকে ক্রোড় গ্রহণ করে চূর্ণীভূত হলেন। রাজা পরিমল চূর্ণীভূত হলে আহ্লাদ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি মহীরাজকে স্পর্শ করলে মহীরাজও চূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন।।৬৫।।

ভগ্ন অস্থি দুই নৃপতির পাবকীয় চিকিৎসকের দ্বারা সুখী করা হল। তারপর তাঁরা গৃহে গিয়ে কৃতকৃতাত্ব হলেন। মলনা নিজপুত্রকে প্রাপ্ত হয়ে বড় উৎসব

মলনা স্বসুতং দৃষ্ট্বাদ্বা প্রাপ্তমুহিতং গৃহে।
কৃত্বোৎসবং বহুবিধং বিপ্রেভ্যশ্চ দদৌ ধনম্।
হোমং বৈ কারয়ামাস চন্ডিকায়া প্রসাদতঃ।।৬৭।।
সভায়াং লক্ষণো বীরো যাত্রাকালে তমব্রবীৎ।
অগমাং জয়চন্দ্রায় মত্বাজিত্বা হৃতাং তু তাম্।
নভোমার্গেন সংপ্রাপ্তৌ যোগিনৌ চ শিবাজ্ঞয়া।।৬৮।।
জহতুস্তৌ চ মাংজিত্বা তত্তীক্ষ্নভয়মোহিতম্।
অদ্যাহং ধাত গচ্ছামি চিরঞ্জীব নৃপোত্তম।
ইত্যুক্তবন্তং তং নত্বা যযুভূপাঃ স্বমালয়ম্।।৬৯।।

করলেন এবং বিপ্রদের প্রচুর সম্পদদান করলেন। দেবী চন্ডিকার অনুগ্রহে তিনি হোমানুষ্ঠানও করিয়েছিলেন।।৬৬-৬৭।।

যাত্রাকালে সভাতে বীরলক্ষণ তাদের বললেন -- জয়চন্দ্রের পক্ষে অগমাতাকে জয় করে শিবের আজ্ঞাতে দুইজন যোগী আকাশ মার্গে আকাশ মার্গে বিচরণ করতে থাকলে তাদের ভয়ে আনি ভীত হলাম। আমাকে জয় করে তারা আমাকে ত্যাগ করলেন। হে ধাত, হে নৃপোত্তম আজ আমি চললাম আপনি চিরকাল জীবিত থাকুন। এই কথা বলে তাঁকে প্রণাম করে সেই রাজা চলে গেলেন।।৬৮-৬৯।।

।। হংস কা পদ্মিনী বর্ণন।।

বিংশাব্দে চৈব কৃষ্ণাংশেযথা জাতং তথা শৃণু।
সাগরাখ্যসরস্তীরে কদাচিদিনদুলো বলী।
জপ্ত্বা সপ্তশতীস্তোত্রং তত্র ধ্যানন্বিতোহ ভবৎ।।১।।
এতস্মিন্নন্তরে হংসা আকাশাৎ ভূমিমাগতাঃ।
তেষাং চ রুতশব্দৈশ্চ স ধ্যানাদুত্থিতোহ ভবৎ।।২।।
বক্ষ্যমাণাং বচঃ প্রাহুধন্যোহয়ং দিব্যবিগ্রহঃ।
পর্বতানাং হিমগিরির্বনং বৃন্দাবনং তথা।।৩।।
মহাবতী পুরীণাং চ সাগরঃ সরসামপি।
নারীণাং পদ্মিনী নারী নৃণাং শ্রেষ্ঠস্ত্বমিন্দুলঃ।।৪।।

।। হংসপদ্মিনী বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে ইন্দুলের প্রতি হংস কথিত পদ্মিনী বৃত্তান্ত তথা সিংহল দেশে গিয়ে যুদ্ধাদি বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

সূতজী হললেন - কৃষ্ণাংশ বিংশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে যা কিছু ঘটেছিল তা শ্রবণ কর। সাগর নামক সরোবরের তটে কোনো সময় ইন্দুল ছিল। সেখানে তিনি সপ্তশতী স্তোত্র পাঠ করেছিলেন এবং ধ্যানরত হন।।১।।

ইতিমধ্যে কিছু হংস আকাশপথে উড়ে এসে ভূমিতে এসে গিয়েছিল। তাদের রত ধ্বনিতে ইন্দুল ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে বসলেন।

সেই হংসের দল আগে যা আলোচনা করেছিল সে কথা তারা বলল যে, ঐ ব্যক্তি দিব্য শরীরধারী পরম ধন্য, পর্বত মধ্যে হিমগিরিতে বৃন্দাবন বন আছে, পুরীর মধ্যে মহাবতী পুরী এবং সরোবরের মধ্যে সাগরের ন্যায় উত্তম সাগর এবং নারীদের মধ্যে পদ্মিনী নারী এবং নরগণের মধ্যে ইন্দুল সর্বশ্রেষ্ঠ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ ইন্দুল, আমরা মানস সরোবরে ছিলাম, সেখানে লক্ষ্মীবচন শ্রবণ করে নলিনী সাগরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা সমস্ত আভূষণ ভূষিত এক শুভনারীকে তার সাত সখীর সঙ্গে দেখেছিলাম। তিনি পরমধন্য এবং গীত ও

ভো ইন্দুল মহাপ্রাজ্ঞ মানসে সরসি স্থিতাঃ।
বয়ং শ্রুত্বা শ্রিয়ো বাক্যং নলিনী সাগরং গতা।।৫।।
দৃষ্ট্বা তত্র শুভাং নারীং সর্বাভরণ ভূষিতাম্।
সপ্তালভিযুতাং রম্যাং গীতনাট্য বিশারদাম্।।৬।।
দৃষ্ট্বা মোহত্বমাপন্না বয়ং দেশান্তং গতাঃ।
বিলোকিতা নরাঃ সর্বেহত্রাস্মাভিজগতীতলে।
ত্বৎসমো ন হি কোহপ্যত্র পদ্মিনী সদৃশো বরঃ।।৭।।
তস্মাত্ত্বং নঃ সমারহ্য তাং দেবীং দ্রষ্টুমর্হসি।
তথেত্যুক্ত্বা শক্রসুতো হংসরাজং সমারুহৎ।।৮।।
সিংহলদ্বীপকে রম্যে হ্যার্যসিংহো নৃপঃ স্থিতঃ।
তৎসুতা পদ্মিনী নাম্না রূপযৌবনশালিনী।
রাগিণ্যঃসপ্ত বিখ্যাতাস্তৎসখ্য প্রমদোত্তমাঃ।।৯।।
নলিনীসাগরে রম্যে গিরিজামন্দিরং শুভম।
তত্র স্থিতাং চ তাং দেবীমিন্দুলঃ স দদর্শ হ।।১০।।

নাট্যে বিদূষী। তাঁকে দেখে আমরা মোহত্ব প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং পুনরায় অন্যদেশে চলে গিয়েছিলাম। এই জন্য আমরা অনেক মানুষ দেখেছি কিন্তু আপনার তুল্য পদ্মিনীর বর হওয়ার যোগ্য কাউকে দেখিনি। সেই পদ্মিনীর তুমিই একমাত্র যোগ্য বর।।২-৭।।

এই কারণে আপনি আমাদের উপরে সমারোহণ করে সেই দেবীকে দেখে আসুন। 'তাই হোক' এ কথা বলে ইন্দ্রপুত্র ইন্দুল হংসরাজের উপর সমারোহণ করলেন। সিংহল দ্বীপে অত্যন্ত রমনীয় স্থানে আর্য সিংহ নৃপ বসবাস করেন। তাঁর পুত্রী পদ্মিনী, যিনি রূপ লাবণ্য যুক্ত। তাঁর সপ্তসখী রাগ-গানে পারদর্শী এবং প্রমাদাগণের মধ্যে অতি উত্তম এবং বিখ্যাত।।৮-৯।।

পরম রম্য নলিনী সাগরে এক শুভ গিরজা মন্দির আছে। সেখানে দেবীকে ইন্দুল দেখলেন। তিনি সেই অতি সুন্দর হংসের উপর স্থিত ইন্দুলকে দেখলেন। পুনরায় তিনি ইন্দুলকে সম্মোহিত করে এবং তাকে আহ্বান করে তার সাথে

সাপি তং সুন্দরং দৃষ্ট্বা হংসদেহে সমাস্থিতম্।
সংমোহ্যাহূয় তং দেবং তেন সার্দ্ধমরীরমৎ।।১১।।
বর্ষমেকং যযৌ তত্র নানালীলাসু মোহিতঃ।
নক্তং দিবং ন বুবুধে রমমাণস্তয়া সহ।।১২।।
ভক্তিগর্বত্বমাপন্নে চাহ্লাদে জগদাম্বিকা।
দৃষ্ট্বা চান্তর্দধে দেবী গর্বাচরণ কুণ্ঠিতা।।১৩।।
তস্য প্রাপ্তং মহদ্ দুঃখমাহ্লাদস্য জয়েষিণঃ।
স কৈশ্চিৎপুরুষৈবীরঃ কথিতোহ ভূৎস্ব মন্দিরে।।১৪।
ইন্দুলং রূপসংপন্নং লঙ্কাপুরনিবাসিনঃ।
রাক্ষসাস্তং সমাহৃত্য স্বগেহং শীঘ্রমাযযুঃ।।১৫।।
ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরং সকুলে বিললাপ হ।
হাহাশব্দো মহাশ্চাসীত্তেষাং তু রুদতাং মুনে।।১৬।।
কৃষ্ণাংশো রুদিতং প্রাহাহ্লাদং জ্যেষ্ঠ শৃণুষ্ব ভোঃ।
জিত্বোহং রাক্ষসান সর্বাস্তালনাদ্যৈঃ সমন্বিতঃ।
ইন্দুলা ত্বাং সমেষ্যামি ভবান্ধৈর্যপরো ভবেৎ।।১৭।।

রমণ করলেন। অনেক প্রকারে লীলাতে মোহিত হয়ে সেখানে একবৎসর অতিবাহিত করলেন। সেই পদ্মিনীর সাথে রমণকারী ইন্দুলের রাতদিন কোনো জ্ঞান ছিলনা।।১০-১২।।

দেবীর প্রতি ভক্তির গর্ব্বে আহ্লাদকে গর্ব্বিত দেখে গর্ব্বাচরণে কুণ্ঠিতা দেবী জগদম্বিকা অন্তর্ধান করেন। কয়েকজন পুরুষের দ্বারা জয়েচ্ছু আহ্লাদ মহান্ দুঃখ পেলেন।

রূপবান্ ইন্দুল লংকাপুর নিবাসী কোনো এক রাক্ষস দ্বারা হৃত হয়েছেন এই ঘোরবচন শ্রবণ করে আহ্লাদ সমস্ত কুলের সঙ্গে বিলাপ করতে লাগলেন। হে মুনে, সেখানে সকলের হাহাকার শব্দ উৎপন্ন হয়েছিল।।১৬।।

কৃষ্ণাংশ জ্যেষ্ঠ আহ্লাদকে রোদন করতে দেখে তাঁকে বললেন — শুনুন, আমি তালনাদিকে সঙ্গে নিয়ে সেই সকল রাক্ষসকে জয় করে ইন্দুলকে এনে দেব। আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন।।১৭।।

বলখানিশ্চ কৃষ্ণাংশো দেবসিংহশ্চ তালনঃ।
সপ্তলক্ষবলৈঃ সার্দ্ধং লঙ্কাং প্রতিথযুর্মুদা।।১৮।।
মার্গপ্রাপ্তাশ্চ যে ভূপা গ্রামপা রাষ্ট্রপাস্তথা।
যথাযোগ্যং বলিং রম্যং প্রাপ্য তস্মৈ ন্যবেদয়ন্।।১৯।।
যে ভূপা মদমত্তাশ্চ জিত্বা তাংস্তালনো বলী।
বদ্ধা তৈশ্চ সমাগচ্ছৎসেতুবন্ধং শিবস্থলমং।।২০।।
পূজয়িত্বা চ রামেন স্থাপিতং শিবম্।
সিংহলদ্বীপমগমষ্মন্মাসাভ্যন্তরে তদা।।২১।।
নলিনীসাগরং প্রাপ্য তত্র বাসমকারয়ন।
পত্রং সংপ্রেষয়ামাস বলখানির্নৃপায় চ।।২২।।
আর্য্যসিংহ মহাভাগ স্বপোতান্ দেহি তীর্ণকান্।
ভবাঁশ্চ স্ববলৈঃ সার্দ্ধং লঙ্কাং প্রতি ব্রজাধুনা।
নো চেত্ত্বাং সবলং জিত্বা রাষ্ট্রভঙ্গং করোম্যহম্।।২৩।।

বলখানি, কৃষ্ণাংশ, দেবসিংহ এবং তালন সাতলক্ষ সেনা সঙ্গে নিয়ে লঙ্কাতে চলে এলেন। পথি মধ্যে যে সকল রাজা- গ্রামপ তথা রাষ্ট্রপ ছিলেন তারা কৃষ্ণাংশ প্রভৃতিকে যথাযোগ্য বলি প্রদান করেছিলেন। যে রাক্ষস মদমত্ত ছিলেন তাকে বলী তালন জয় করেছিলেন। তাদের বন্ধন করে সেতুবন্ধে শিবস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা স্থাপিত শিব শ্রীরামেশ্বর পূজা করে ছয়মাসের মধ্যে সিংহল দ্বীপে চলে গেলেন।।১৮-২১।।

সেখানে নলিনী সাগরে পৌঁছে সকলে নিজ নিজ নিবাস স্থান তৈরী করলেন। বলখানি সেখানকার রাজার জন্য একটি পত্র প্রেরণ করলেন। হে মহাভাগ, আর্যসিংহ, আপনি আপনার তীর্ণক জাহাজ আমাকে প্রদান করুন এবং আপনিও সেনাদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কায় চলুন না হলে আমি সেনাদের সাথে তোমাকে জয় করে তোমার রাষ্ট্র ভঙ্গ করে দেবো।।২২-২৩।।

ইতি শ্রুত্বা পত্রবচো ভূপতির্বলবত্তরঃ।
রক্ষিতঃ শক্রপুত্রেণ যুদ্ধায় সমুপাযযৌ।।২৪।।
ইন্দুলঃ স্তম্ভণং মন্ত্রং সংস্থাপ্য শর উত্তমে।
স্তম্ভয়ামাস তৎসৈন্যং তালনাদ্যৈঃ সুরক্ষিতম্।।২৫।।
দিবসে সুখশর্মা চ ত্রিলক্ষৈঃ স্বদলৈঃ সহ।
আর্য্যসিংহস্য তনয়ো মহদ্যুদ্ধমচীকরৎ।।২৬।।
নিশামুখে চ সংপ্রাপ্তে শক্রপুত্রে মহাবলঃ।
শতপুত্রৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং সার্দ্ধং যুদ্ধায় চার্ঘযৌ।।২৭।।
তেষাং হয়া হরিদ্বর্ণা যোগিবেশধরা বলাৎ।
মহতীং তে সহস্রং চ রিপোঃ সেনাং বনাং ব্যনাশয়ন্।
তৎপশ্চাৎগেহমাসাদ্য তদা তৈঃ সুখিতোহ বসৎ।।২৮।
এবং জাতাশ্চ ষন্মাসাস্তয়োযুদ্ধং হি সেনয়োঃ।
ক্রমেন সংক্ষয়ং প্রাপ্তং বলখানের্মহদ্বলম্।।২৯।।

পত্রে লিখিত বচন শ্রবণ করে ইন্দ্রপুত্র দ্বারা রক্ষিত বলবান্ ভূপতি যুদ্ধের জন্য এসে উপস্থিত হল।।২৪।।

ইন্দুল স্তম্ভনমন্ত্র উত্তম শরে সংস্থাপিত করে তালনাদির দ্বারা সুরক্ষিত সেনাদের স্তম্ভিত করলেন। আর্যসিংহের পুত্র সূর্যবর্মা তিনলক্ষ সেনা নিয়ে দিনে মহাযুদ্ধ করেছিলেন। রাত্রে ইন্দ্রপুত্র মহাবলবান্ ক্ষত্রিয়গণের শতপুত্রের সাথে যুদ্ধের জন্য আগত হলেন। তার অশ্ব হরিদ্বর্ণের ছিল এবং তিনি যোগী বেশধারণ করে শত্রুদের মহান্ একসহস্র সেনা মহাবলে বিনষ্ট করেছিল। এরপর গৃহে আগত হয়ে তিনি সুখে নিবাস করেছিলেন।।২৫-২৮।।

এই প্রকারে ছয়মাস ব্যাপী দুই পক্ষের সেনাদলের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে বলখানির মহাসেনা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হল।।২৯।।

।। ইন্দুল পদ্মিনী কা বিবাহ।।

দৃষ্ট্বা সৈন্যনিপাতং চ বলখানির্মহাবলঃ।
সং প্রাপ্য মানসীং পীড়াং যুদ্ধার্থং বিমুখোহ ভবৎ।।১।।
দেবসিংহং সমাহূয় ত্রিকালজ্ঞং মহামতিম্।
তং মন্ত্রং মন্ত্রয়ামাস কার্যসিদ্ধিযথা ভবেৎ।
শ্রুত্বোবাচ মহাযোগী দেবসিংহো মহাবলঃ।।২।।
মহেন্দ্রতনয়ঃ কশ্চিৎসর্বশস্ত্রকোবিদঃ।
ত্বৎসৈন্যং রোধয়িত্বা বৈ দিব্যাস্ত্রেণ দিবামুখে।
রাত্রৌ স্বয়ং সমাগম্য করোতি বলসং ক্ষয়ম্।।৩।।
অতস্ত্বং মৎসহায়েন তালনেন সমন্বিতঃ।
কৃষ্ণাংশেন সমাগম্য শক্রপুত্রং শুভাননম।
বিজয়ী ভব শীঘ্রং হি নো চেদ্যায়াং যমক্ষয়ম্।।৪।।

।। ইন্দুল পদ্মিনীর বিবাহ।।

এই অধ্যায়ে পদ্মিনীর জন্ম এবং তার সাথে ইন্দুলের বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

সূতজী বললেন — বলখানি নিজ সেনাদের নিপাতন দেখে মানসিক পীড়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পুনরায় তিনি যুদ্ধ বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মহান্ মতিমান্ দেবসিংহকে ডেকে কার্য সিদ্ধিকারী মন্ত্রণা করেছিলেন। মহান্ বলবান্ দেবসিংহ সেকথা শ্রবণ করে বলেছিলেন, কোনো এক মহেন্দ্র তনয় সমস্ত শাস্ত্র এবং অস্ত্রের মহাপন্ডিত। সে তোমার সেনাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং দিবামুখে কোনো দিব্য অস্ত্র দ্বারা তিনিই স্তম্ভন করেছেন। তিনি রাত্রে স্বয়ং সেখানে এসে সেনাদের সংক্ষয় করেন। এইজন্য তুমি আমার সহায়তায় তালনের সঙ্গে কৃষ্ণাংশের দ্বারা শুভানন শক্র পুত্রের কাছে গিয়ে শীঘ্র বিজয়ী হও। অন্যথা মমক্ষয় প্রাপ্ত হবে।।১-৪।।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দেবসিংহস্য ভাষিতম্।
যত্নং চকার বলবান্ ভ্রাতৃমিত্রসমন্বিতঃ।।৫।।
একবিংশাব্দকৃষ্ণাংশে সংপ্রাপ্তে যুদ্ধকোবিদে।
সেনাং নিবেশয়ামাস পোতেষু হয়বাহনঃ।।৬।।
অদ্ধং সৈন্যং চ তত্রৈব স্থাপয়িত্বা মহাবলঃ।
অর্দ্ধং সৈন্যেন কৃষ্ণাংশো দক্ষিণাং দিশমাগমৎ।।৭।।
হয়ারূঢ়াশ্চ তে শূরাঃ সর্বে যুদ্ধসমন্বিতাঃ।
কপাটং দৃঢ়মুদ্ধাট্য নগরান্তমুপাযযুঃ।।৮।।
হত্বা তে রক্ষিণঃ সর্বাল্লুণ্ঠয়িত্বা পুরং শুভম্।
রিপোদুর্গং সমাসাদ্য চক্রুঃ শত্রোমর্হাক্ষয়ম্।।৯।।
রাজ্ঞোহন্তঃ পুরমাগত্য কৃষ্ণাংশো বলত্তরঃ।
দদর্শ সুন্দরীং বালাং পদ্মিনীং পদ্মলোচনাম্।
সপ্তালিভিযুতাং রম্যাং গীতনৃত্যবিশারদাম্।।১০।।

দেবসিংহ এই কথা বললে বলবান্ বলখানি ভ্রাতা-মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে যুদ্ধ জয়ের জন্য যত্ন করেছিল।।৫।।

যুদ্ধে পরম প্রবীণ পন্ডিত কৃষ্ণাংশ একবিংশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে হয় বাহন পোতে সেনানিবেশ করেছিল। সেই মহাবলবান্ অর্ধেক সেনা সেখানেই নিবেশিত করলেন। বাকী অর্ধেক সেনার সঙ্গে কৃষ্ণাংশ দক্ষিণ দিকে গেলেন।।৬-৭।।

অশ্বারূঢ় সমস্ত শূর বীর সকলে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তারা দৃঢ় কপাট খুলে পুনরায় নগরে অন্তে পৌঁছালেন। তারা সেখানে সমস্ত রক্ষিদের হত্যা করে সেই শুভ পুরী লুণ্ঠন করে শত্রু দুর্গে পৌছোলেন এবং পুনরায় তারা শত্রুদের প্রভূত ক্ষয় করেছিলেন।।৮-৯।।

বলবান্ কৃষ্ণাংশ রাজার অন্তপুরে পৌঁছে সেখানে তাঁর কমললোচনা পরমাসুন্দরী কন্যা পদ্মিনীকে সপ্তসখী পরিবৃত দেখলেন। তারা অত্যন্ত রম্য নৃত্য - গীত বিশারদ ছিলেন। তাদের বলপূর্বক দোলাতে সমারোপিত করে

বলাদোলাং সমারোপ্য লুণ্ঠয়িত্বা রিপোগৃহম্।
জগাম শিবিরে তস্মিন্যত্র জাতো মহারণঃ।।১১।।
বলখানিস্তু বলবান্দেবতালনসংযুতঃ।
জঘান লাত্রবীং সেনামিন্দুলাস্ত্রেণ পালিতাম্।।১২।।
সুখবর্মাণমাগত্য সেনাধ্যক্ষং রিপোঃ সুতম্।
সর্বতস্তং স্বকীয়াস্ত্রৈর্জঘ্নুস্তে মদবিহ্বলাঃ।।১৩।।
হতে তস্মিন্মহাবীর্যে জয়ন্তঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সেনামুজ্জীবয়াশ্চক্রে শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্।।১৪।।
শ্যালং চ সুখবর্মাণং সংজীব্য স্বগৃহং যযৌ।
তত্র দৃষ্ট্বা জনানসর্বান্বহুরোদনতৎপরান্।।১৫।।
বিস্মিতঃ স যযৌ গেহং যথা পূর্বং তথাবিধঃ।
ন দদর্শ প্রিয়াং তত্র সখীভিঃ সহিতাং মুনে।।১৬।।
আর্য্যসিংহগৃহং গত্বা পৃষ্টবান্সর্বকারণম্।
জ্ঞাত্বা সংলুণ্ঠিতং গেহং শত্রুভিঃ সস্ত্রকোবিদৈঃ।।১৭।।

শত্রুগৃহ ভালোভাবে লুণ্ঠন করে যেখানে মহাযুদ্ধ হচ্ছিল সেই শিবিরে চলে গেলেন।।১০-১১।।

বলবান্ বলখানি দেবসিংহ এবং তালনের সঙ্গে ইন্দুলের অস্ত্রে পালিত শত্রসেনাদের হনন করল।।১২।।

সেনাধ্যক্ষ সূর্যবর্মার কাছে গিয়ে বীরগণ তাঁকেও হনন করল। সেই মহাবীর্যবান্ হত হলে জয়ন্ত ক্রোধে মূর্চ্ছিত হয়ে গেল এবং সেই প্রতাপবান্ শক্রপুত্র সেনাদেরকে উজ্জীবিত করলেন।।১৩-১৪।।

তিনি নিজশ্যালক সূর্যবর্মাকে সঞ্জীবিত করে নিজ গৃহে চলে এলেন। সেখানে তিনি সকলকে অত্যধিক রোদন করতে দেখলেন। হে মুনে, তখন তিনি বিস্মৃত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে পূর্বের ন্যায় সখীদের সঙ্গে প্রিয়াকে দেখতে পেলেন না।।১৫-১৬।।

আর্যসিংহের ঘরে গিয়ে তাকে সমস্ত কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, এবং শস্ত্রকোবিদ শত্রুর দ্বারা ঘর লুণ্ঠিত হয়েছে জেনে তিনি রোদন করে বলতে

রুরোদ সুভৃশং বীরো হা প্রিয়ে মদবিহ্বলে।
দর্শয়াদ্য মুখং রম্যং ত্বৎপতিস্ত্বাং সমুৎসুকঃ।।১৮।।
ইত্যেবং রোদনং কৃত্বা বড়বোপরি সংস্থিতঃ।
ধনুস্তূনীরমাদায় খড়্গং শত্রুবিমোহনম্।
একাকী স যযৌ ক্রুদ্ধো নিশি যত্র স্থিতো রিপুঃ।।১৯।।
এতস্মিন্‌সময়ে বীরো বলখানিমহাবলঃ।
দষ্ট্বা তাং সুন্দরীং বালাং বিললাপ ভৃশং মুহুঃ।।২০।।
হা ইন্দুল মহাবীর হা মদ্বন্ধো প্রিয়ঙ্কর।
ত্বদ্যোগ্যেয়ং শুভা নারী রূপযৌবনশালিনী।।২১।।
দর্শনং দেহি মে শীঘ্রং গৃহাণাদ্য শুভাননাম্।
ইত্যুক্ত্বা মূর্চ্ছিতো ভূত্বা মানসে পূজয়চ্ছিবাম্।।২২।।
তস্মিন্কালে চ সংপ্রাপ্তঃ শত্রুপুত্রো মহাবলঃ।
জঘান শাত্রবীং সেনাং কৃষ্ণাংশেনৈব পালিতাম্।।২৩।

লাগলেন – হা মদ্‌বিহ্বলে, হা প্রিয়া, আজ তুমি নিজ সুরম্য মুখ আমাকে দেখাও। এখানে তোমার পতি তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক হয়ে আছে।।১৭-১৮।।

এইভাবে রোদন করে তিনি নিজ বড়বাতে আরোহণ করে শত্রু বিমোহনকারী খড়্গ, ধনুষ এবং তূনীর গ্রহণ করে একাকী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিশাকালে শত্রুমধ্যে পৌঁছালেন।।১৯।।

এই সময় মহাবলবান্ বীর বলখানি সেই সুন্দরী বালাকে দেখে বারংবার বিলাপ করতে লাগলেন। হা ইন্দুল, হা মহাবীর, হা মিত্র, হে প্রিয়ংবর তোমার যোগ্য সেই নারী রূপলাবণ্যময়ী। তুমি এখানে এসে আমাকে শীঘ্র দর্শন দাও এবং আজ সেই শুভমুখীকে গ্রহণ কর। এই রূপ বিলাপ করে তিনি মূর্চ্ছিত হলেন এবং মনে মনে শিবার্চনা করতে লাগলেন।।২০-২২।।

সেই সময় বলবান্ শত্রুপুত্র সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি কৃষ্ণাংশের সুরক্ষিত সেনাদের হনন করলেন। নিজ সেনাদের নিপাতিত হতে দেখে

দষ্ট্বা সৈন্যনিপাতং চ তালনো বাহিনীপতিঃ।
সিংহনাদং ননাদোচ্চৈঃ সিংহিন্যুপরি সংস্থিতঃ।।২৪।।
ন জয়ঃ সৈন্যনাশেন তব বীর ভবিষ্যতি।
মাং হত্বা জহি মৎসৈন্যং যোগিন্বালস্বরূপক।।২৫।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শক্রপুত্রো ভয়ঙ্করঃ।
জঘান হৃদয়ে বানাস্ত তু খড়োগণ চাচ্ছিনৎ।
স্বভল্লেন পুনর্বীরো দংশয়ামাস বক্ষসি।।২৬।।
ইন্দুলে মূর্চ্ছিতে তস্মিন্বড়বা দিব্যরূপিনী।
আকাশোপরি সংপ্রাপ্য জয়ন্তং সমবোধয়ৎ।।২৭।।
তদা স বালস্ত্বরিতঃ কালাস্ত্রং চাপ আদধে।
তেন জাতো মহাঞ্ছব্দস্তালনঃ স মমার হ।।২৮।।
মৃতে সেনাপতৌ তস্মিন্‌কৃষ্ণাংশো মদবিহ্বলঃ।
নভোমার্গেন সংপ্রাপ্য জগর্জ্জ চ মুহুর্মুহুঃ।।২৯।।

সেনাপতি তালন সিংহিনীর উপর আরোহণ করে উচ্চৈস্বরে সিংহনাদ করলেন।। ২৩-২৪।।

তিনি বললেন, হে বীর, এই সৈন্য নাশ করলেই তোমার জয় সম্ভব হবে না। হে যোগিন, হে বাল স্বরূপবালে, আমাকে প্রথমে মেরে তারপর সেনাদের হনন কর।। ২৫।।

সেই ভয়ংকর ইন্দ্রপুত্র সেকথা শ্রবণ করে বাণের দ্বারা হৃদয়ে আঘাত করল, কিন্তু নিজ খড়োর দ্বারা সেটি কেটে দিলেন। পুনরায় সেই বীর ভল্লের দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করল।। ২৬।।

ইন্দুল মূর্চ্ছিত হয়ে গেলে সেই দিব্যরূপী বড়বা আকাশের উপর গিয়ে জয়ন্তকে সম্বোধন করেছিলেন। তখন সেই বালক শীঘ্রগামী হয়ে ধনুতে কালাস্ত্র ধারণ করেছিল। তার থেকে মহাশব্দ সমুৎপন্ন হয়েছিল এবং তালন মারা গেলেন।। ২৭-২৮।।

সেনাপতি তালন মারাগেলে কৃষ্ণাংশ মদবিহ্বল হয়ে গেলেন এবং তিনি আকাশ মার্গে গিয়ে বার বার গর্জন করেছিলেন। ক্রোধে রক্তবর্ণ নেত্র

ইন্দুলঃ ক্রোধ তাম্রাক্ষস্ত্বাগ্নেয়ং শরমাদদে।
বহ্নিভূতং নভস্তত্র স্বযোগেন মহাবলঃ।
কৃত্বা শীঘ্রং যযৌ শত্রুং স তু বায়ব্যমাদধে।।৩০।।
স্বযো গেনৈব কৃষ্ণাংশঃ পীত্বা বায়ব্যমুত্তমম্।
পুনর্জগাম তৎপার্শ্বং কলৈকঃ স হরেঃ স্বয়ম্।।৩১।।
তথাবিধং রিপুং দৃষ্ট্বা শক্রপুত্রো মহাবলঃ।
গন্ধর্বাস্ত্রং সমাদায় মোহনায়োপচক্রমে।।৩২।।
পুনর্যোগবলেনৈব তদস্ত্রং সংক্ষয়ং গতম।
বারুণং শরমাদায় তস্যোপরি সদাক্ষিপৎ।।৩৩।।
স্বযোগেনৈব কৃষ্ণাংশো জলং সর্বং মুখেহ করোৎ।
এবং সর্বাণি চাস্ত্রাণি পীত্বা পীত্বা পুনঃ পুনঃ।।৩৪।।
যযৌ শীঘ্রং প্রসন্নাত্মা বাহুশালী যতেন্দ্রিয়ঃ।
ইন্দুলস্তু তদাক্রুদ্ধোঽশ্বিনী ত্যক্ত্বা ভূবি স্থিতঃ।
চর্ম খড়্গং গৃহীত্বাশু খড়্গযুদ্ধমচীকরৎ।।৩৫।।

ইন্দুল আগ্নেয় অস্ত্রের আধান করেছিল্ সেই মহাবলবান্ নিজের যোগের দ্বারা সেখানে সমস্ত আকাশ বহ্নিভূত করে শীঘ্র শত্রুর কাছে গিয়েছিলেন এবং পুনরায় তিনি বায়ু অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।। কৃষ্ণাংশ নিজ যোগের দ্বারা বায়ু অস্ত্র পান করেছিলেন। তারপর কৃষ্ণাংশ এক কলা স্বরূপের কাছে গিয়েছিলেন।। ২৯-৩১।।

মহাবলবান্ ইন্দ্রপুত্র সেইরূপ শত্রুকে দেখে মোহনের উপযোগী গন্ধবস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। পুনঃ যোগ বলে কৃষ্ণাংশ সেই অস্ত্রও ধ্বংশ করলেন। পুনঃ বরুণশর গ্রহণ করে কৃষ্ণাংশের উপর প্রয়োগ করলেন। কৃষ্ণাংশ নিজ যোগের দ্বারা সম্পূর্ণ জল নিজমুখে গ্রহণ করলেন। এই ভাবে ইন্দুলের সমস্ত অস্ত্র বার-বার পান করে সমাপ্ত করে দিয়েছিল।। ৩২-৩৪।।

পুনরায় সেই বাহুবলী প্রসন্নাত্মা এবং যতেন্দ্রিয় ইন্দুল সেই সময় ক্রুদ্ধ হয়ে এবং অশ্বিনী ত্যাগ করে ভূমিতে স্থিত হয়ে গেলেন। তিনি শীঘ্র চর্ম এবং খড়্গা গ্রহণ করে খড়্গাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।। ৩৫।।

এতস্মিন্নিন্তরে প্রাপ্তা দেবাদ্যাঃ সর্বভূমিপাঃ।
দদৃশুস্তন্মহদ্যুদ্ধং সর্ববিস্ময়কারণম্।।৩৬।।
প্রাতঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে বলখানির্মহাবলঃ।
দদর্শ বালকং রম্যং জটাজিনসমন্বিতম্।।৩৭।।
শ্রমেণ কর্শিতো বীরঃ শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্।
বলখানেঃ পিতুর্বন্ধোঃ শপথং কৃতবান্স্বয়ম্।।৩৮।।
স্বখড়্গেনৈব কৃষ্ণাংশ শিরস্তব হরাম্যহম্।
নো চেন্মে দূষিতা মাতা নাম্না স্বর্ণবতী সতী।
ইত্যুক্ত্বা খড়্গমাদায় যযৌ শীঘ্রং রুষান্বিতঃ।।৩৯।।
বলখানিস্তু তং জ্ঞাত্বা ত্যক্ত্বাস্ত্রং প্রেমকাতরঃ।
পুত্রান্তিক মুপাগম্য বচনং চেদমব্রবীৎ।।৪০।।
হে ইন্দুল মহাভাগ পিতৃমাতৃযশস্কর।
আহ্লাদপ্রাণসদৃশ স্বর্ণবত্যঙ্গঁমানস।।৪১।।

ইতিমধ্যে দেবাদি সমস্ত ভূমিপাল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারা সকলের বিস্ময় উৎপাদনকারী সেই মহাযুদ্ধ দেখেছিলেন। প্রাতঃকালে মহাবলী বলখানি বর্চা এব্ং অজিন যুক্ত এক রম্য বালককে দেখেছিলেন। অত্যন্ত শ্রমবর্ষিত বীর এবং প্রতিভাবান্ সেই যুবক ইন্দ্রপুত্র ইন্দুল। তিনি পিতার বন্ধু বলখানির কাছে স্বয়ং শপথ করেছিলেন।। ৩৬-৩৮।।

তিনি বলেছিলেন - হে কৃষ্ণাংশ আমি আমার খড়্গের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করব নচেৎ আমার নামে সতী স্বর্ণবতী মাতা দূষিত হবেন। এই প্রকার শপথ করে রোষান্বিত হয়ে শীঘ্র চলে গেলেন। বলখানি তার কথা শুনে প্রেম কাতর হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করলেন এবং তার সমীপে গিয়ে বললেন - হে ইন্দুল, হে মহাভাগ, হে পিতা-মাতার ক্ষমাকারী , তুমি আহ্লাদের প্রাণ সদৃশ, এবং স্বর্ণবতীর অংশের মানসপুত্র। প্রথমে তুমি আমাকে বধ কর তারপর পিতৃব্য কৃষ্ণাংশকে বধ করবে। সেই প্রকারে উদয় সিংহ, দেব সিংহ তথা সমস্ত কুলের হনন করবে। হে মহাবীর, তার

পূর্বং হত্বা চ মাং বীর স্বপিতৃব্যং ততঃ পুনঃ।
তথৈবোদয়সিংহং চ দেবসিংহং তথা কুলম্।
সুখী ভব মহাবীর গেহে বৈ সুখবর্মণঃ।।৪২।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য জ্ঞাত্বা স স্বকুলং শিশুঃ।
ত্যক্ত্বা খড়্গং পতিত্বা চ স্বপিতৃব্যস্য পাদয়োঃ।
কৃতবান্‌রোদনং গাঢ়মপরাধ্নিবৃত্তয়ে।।৪৩।।
উবাচ মধুরং বাক্যং শৃণু তাত মম প্রিয়।
নারীয়ং দূষিতা বেদৈনৃণাং মোহপ্রদায়িনী।।৪৪।।
দেবো বা মানুষো বাপি পন্নগো বাপি দানবঃ।
আর্য্য নারীময়ৈ জালৈর্বন্ধনায় সমুদ্যতঃ।।৪৫।।
সোহমাজমশুদ্ধস্য পিতুরাহ্লাদকস্য চ।
গেহে জাতো জয়ন্তশ্চ শক্রপুত্রঃ স্বয়ং বিভো।।৪৬।।
পদ্মিন্যা জনিত মোহং গৃহীত্বা জ্ঞাতবান্ন হি।
ক্ষমস্ব মম মন্দস্য শেযমজ্ঞানজং পিতুঃ।।৪৭।।

পর তুমি সূর্যবর্মার গৃহে জীবন কাটাবে। বলখানির এইরূপ বচন শ্রবণ করে ইন্দুল নিজের সমস্ত কুলের কথা জ্ঞাত হয়ে হস্তের খড়্গ ক্যাগ করলেন এবং নিজ পিতৃব্যের চরণে পতিত হলেন। নিজ কৃত অপরাধ নিবৃত্তির জন্য ইন্দুল প্রচুর রোদন করলেন।।৩৯-৪৩।।

পুনরায় মধুর বচনে ইন্দুল বললেন - হে আমার প্রিয়তাত, আমার কথা শ্রবণ করুন, নারীকে বেদ দূষিত বলেছেন। তারা নরেদের মোহে আচ্ছন্ন করে ।। দেবতা, মনুষ্য বা পন্নগ বা দানব যাইহোক, হে আর্য নারীময় জালে শীঘ্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হে বিভো, আমি জন্ম শুদ্ধ পিতা আহ্লাদের গৃহে জাত শক্র পুত্র জয়ন্ত, স্বয়ং কামিনীর দ্বারা মোহে আবিষ্ট হয়ে সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম , আমি কিছুই জানতাম না। পিতার বিষয়ে অজ্ঞান বশতঃ মন্দ বুদ্ধি হয়ে যা কিছু করেছি তা ক্ষমা করে দেবেন।।৪৪-৪৭।।

ইত্যুক্ত্বা স পুনর্বালো রুরোদ স্নেহকাতরঃ।
সেনামুজ্জীবয়ামাস তালনং চ মহাবলম্।।৪৮।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কৃষ্ণাংশো বচনং শিশোঃ।
পরমানন্দনমাগম্য হৃদয়ে তমরোপয়ৎ।
উৎসবং কারয়ামাস তত্র দেশে জনে জনে।।৪৯।।
আর্য্যসিংহস্তু তচ্ছ্রুত্বা নাপাদ্রব্যহসন্বিতঃ।
দদৌ কন্যাং বিধানেন পদ্মিনীমিন্দুলায় বৈ।।৫০।।
শতং হয়াংস্তথা নাগান্মুক্তামণি বিভূপিতান্।
কন্যার্থে তান্দদৌ রাজা জামাত্রে বহুভূষণম্।।৫১।।
প্রস্থানমকোত্তেষাং স প্রেন্মা বাক্যগদ্ গদঃ।
তে তু সর্বে মুদা যুক্তাঃ স্বগেহং শীঘ্রমাযযুঃ।।৫২।।
উষিত্বা মাসমেকং তু তস্মিন্মার্গে ভয়ানকে।
কীর্তিসাগরমাসাদ্য চক্রুস্তে বহুধোৎসবম্।।৫৩।।

এই প্রকার বচন বলে ইন্দুল সম্পূর্ণ সেনা সহ তালনকে উজ্জীবিত করে দিয়েছিলেন। সেই শিশুর এইরূপ বচন শ্রবণ করে কৃষ্ণাংশ পরমানন্দ লাভ করলেন এবং তাকে হৃদয়াবদ্ধ করলেন। পুনরায় এই দেশে ঘরে ঘরে জনে জনে উৎসব করেছিলেন।। ৪৮ -৪৯।।

রাজা আর্য সিংহ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে প্রচুর দ্রব্য সমন্বিত হয়ে সেই পদ্মিনী কন্যাকে বিধি-বিধান পূর্বক ইন্দুলকে দান করলেন। মণিমুক্তা সমন্বিত শত অশ্ব, হাতী রাজ কন্যার জন্য সেই সকল দান করলেন এবং জামাতাকে প্রভূত ভূষণ দান করলেন। পুনঃ তিনি প্রেম গদগদ বাক্যে তাদের বিদায় জানালেন। তারা সকলে আর্যদের সঙ্গে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।। ৫০ -৫২।।

একমাস ধরে সেই পরম ভয়ানক মার্গে নিবাস করতে করতে কীর্তি সাগরে উপস্থিত হয়ে তারা প্রচুর বড় উৎসব করেছিলেন। আহ্লাদ প্রভূত প্রসন্ন হলেন, যখন নিজপুত্র ইন্দুলের সাথে তার পত্নীকে দেখলেন। এরপর

আহ্লাদস্তু প্রসন্নাত্মা সুতং পত্নী সমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা বিপ্রান্সমাহূয় দদৌ দানান্যনেকশঃ।।৫৪।।
দশহারাখ্যনগরং সংপ্রাপ্তঃ স্বকুলৈস্সহ।
কৃষ্ণাংশস্য মহাকীর্তির্জাতো লোকে জনে জনে।।৫৫।।
পৃথ্বীরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
সা তু বৈ পদ্মিনী নারী দুর্বাসঃ শাপমোহিতা।।৫৬।।
অপ্সরস্ত্বং স্বয়ং ত্যক্ত্বাভূমৌ নারীত্বমাগতা।
দ্বাদশাব্দপ্রমাণেন সোষিত্বা জগতীতলে।।৫৭।।
যক্ষ্মণা মরণং প্রাপ্য স্বর্গলোকমুপাযযৌ।
নব মাসাঙ্কৃতো বাসস্তয়াহ্লাদমন্দিরে।।৫৮।।

তিনি সুযোগ্য ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের প্রচুর দান করেছিলেন। এরপর তিনি নিজ দশহারাখ্য নগর নিজকুলের সঙ্গে লাভ করেছিলেন। তখন থেকে কৃষ্ণাংশের কীর্তি জনে জনে বিস্তার লাভ করেছিল।। ৫৩ -৫৫।।

রাজা পৃথ্বীরাজ এই সংবাদ শ্রবণ করে প্রভূত বিস্মৃত হয়েছিলেন। সেই পদ্মিনীনারী যিনি দুর্বাসার শাপে অপ্সরাত্ব ত্যাগ করে এই ভূ মন্ডলে নারী রূপ ধারণ করেছিলেন। দশবর্ষ বয়স পর্যন্ত জগতে নিবাস করে রাজযক্ষ্মা রোগে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গলোক চলেগিয়েছিলেন। তিনি আহ্লাদের গৃহে কেবল নয়মাস নিবাস করেছিলেন।। ৫৬-৫৮।।

।। চন্দ্র ভট্রকা ভাষা গ্রন্থ।।

কৃষ্ণাংশে চ গৃহং প্রাপ্তে চেন্দুলে চ বিবাহিতে।
মহীপতিস্সদা দুঃখী দেহলীং প্রতি চাগমৎ।।১।।
বৃত্তান্তং চ নৃপস্যাগ্রে কথয়িত্বা স তারকঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্নঃ কৃষ্ণাংশচরিতং প্রতি।।২।।
এতস্মিন্নন্তরে মন্ত্রী চন্দ্রভট্ট উদারধী।
ভূমিরাজং বচঃ প্রাহ শৃণু পার্থিবহসত্তম।।৩।।
ময়া চারাধিতা দেবী বৈষ্ণবী বিশ্বকারিণীঃ।
ত্রিবর্ষান্তে চ তুষ্টাভূদ্বরদা ভয়হারিণী।।৪।।
তয়া দত্তং শুভং জ্ঞানং কুমতিধ্বংসকারকম্।
ততোহহং জ্ঞানবান্ভূত্বা কৃষ্ণাংশং প্রতি ভূপতে।
চরিত্রং বর্ণয়ামাস তস্য কল্মষনাশনম্।।৫।।

।। চন্দ্র ভট্টের ভাষা গ্রন্থ।।

এই অধ্যায়ে রাজা পৃথ্বীরাজের সমক্ষে চন্দ্রভট্টের ভাষা গ্রন্থের বর্ণনর করা হয়েছে। শ্রী সূতজী বললেন - কৃষ্ণাংশ প্রভৃতি ইন্দুলের বিবাহের পর গৃহে ফিরে এলে মহীপতি সদাদুঃখী হয়ে দেহলী নগরীতে এলেন। সেই তারক সকল বৃত্তান্ত নৃপতিকে বলে কৃষ্ণাংশ চরিত্র সম্পর্কে পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন।। ১-২।।

ইতিমধ্যে উদারবুদ্ধি মন্ত্রী চন্দ্রভট্ট ভূমিরাজকে বলেছিলেন - হে পার্থিব সত্তম শ্রবণ করুন - আমি এই বিশ্বরচনা কারি বৈষ্ণবী দেবীর আরাধনা করেছি। তিন বর্ষের আরাধনার শেষে বরদাত্রী এবং ভয়হরণকারী সেই দেবী প্রসন্ন হন। তিনি আমাকে কুমতি ধ্বংস কারী শুভজ্ঞান প্রদান করেন। হে ভূপতি, তখন থেকে সেই কৃষ্ণাংশের বিষয়ে আমি জ্ঞান লাভ করি। এই কথা বলে পরম শুদ্ধ আত্মা চন্দ্র ভট্ট একটি ভাষাময় শুভ্রগ্রন্থ সভামধ্যে

ইত্যুক্ত্বা স চ শুদ্ধাত্মা গ্রন্থং ভাষাময়ং শুভম্।
মাহাত্ম্যং দেবিভক্তানাং শ্রাবয়ামাস বৈ সভাম্।।৬।।
তচ্ছ্রুত্বা ভূমিরাজস্তু বিস্মিতশ্চাভবতক্ষণাৎ।
মহীপতিস্তদা প্রাহ দিব্যাশ্চবলদর্পিতঃ।
উদয়ো নাম বলবান্যস্যৈবং বর্ণিতা কথা।।৭।।
চত্বারো বাজিনো দিব্যা জলস্থলখগাশ্চ তে।
শীঘ্রং তাংশ্চ সমাহৃত্য স্বয়ং ভূপ বলী ভব।।৮।।
ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ শ্রুতবাক্যবিশারদম্।
আহূয় কুন্দনমলং প্রেষয়ামাস সত্বরম্।।৯।।
মহাবতীং সমাগত্য স দূতো ভূপতিং প্রতি।
উবাচ বচনং প্রেম্না মহীরাজস্য ভূপতেঃ।।১০।।
বাজিনস্তে হি চত্বারো দিব্যরূপাঃ শুভপ্রভাঃ।
দর্শনার্থে তব বধূর্বেলা নাম মমাত্মজা।।১১।।

দেবীভক্ত মাহাত্ম্য শুনিয়েছিলেন।। ৩-৬।।

সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে ভূমিরাজ কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হয়েগেলেন। সেই সময় মহীপতি বললেন - উদয় নামক অত্যন্ত গর্বিত দিব্যঅশ্ব অত্যন্ত বলবান ছিল, যাদের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। চার প্রকার দিব্য অশ্ব জল-স্থল এবং আকাশে গমন করার শক্তি রাখে। হে ভূপ, আপনি শীঘ্র তাদের গ্রহণ করে স্বয়ং বলবান্ হয়ে যান। একথা শ্রবণ করে সেই রাজা শ্রুত বাক্যে পরম প্রবীণ পন্ডিত কুন্দন মলকে ডেকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিলেন।। ৭-৯।।

মহাবতীতে পৌছে দূত ভূপতিকে মহারাজ ভূপতির কথা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বরলেন। তিনি বললেন, আমার কন্যা আপনার বধূ বেলা চার দিব্য অশ্ব দর্শনের জন্য আমাকে আহ্বান করেছে। সুতরাং হে ভূপ, আপনি বিস্মৃত না হয়ে সেই চার দিব্য অশ্ব আমাকে প্রদান করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে বেলার অগ্নিতে সমস্ত সেনাপতি ক্ষয় প্রাপ্ত

তয়াহূতাস্তুয়াস্তুপ দেহি মে বিস্ময়ং ত্যজ।
নো তেদ্বেলাগ্নিনা সর্বে ক্ষয়ং যাস্যন্তি সৈন্যপাঃ।।১২।
ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরং স ভূ পো ভয়কাতরঃ।
আহ্লাদাদীন্সমাহূয় বচনং প্রাহ নম্রধীঃ।
হয়ান্সান্মুদা দেহি মদীয়ং বচনং করু।।১৩।।
ইতি শ্রুত্বা স আহ্লাদোধ্যাত্বা সর্বময়ীং শিবাম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং শৃণু ভূপ শিবপ্রিয়।।১৪।।
যত্র নঃ সংস্থিতাঃ প্রাণাস্তত্র তে বাজিনঃ স্থিতাঃ।
ন দাস্যামো বয়ং রাজন্সসত্যং ন চান্যথা।।১৫।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য রাজা পরিমলো বলী।।১৬।।
শপথং কৃতবাস্ঘোরং শৃন্বতাং বলশালিনাম্।
ভোজনং ব্রহ্মমাংসস্য পানীয়ং গোহসৃজোপমম্।।১৭।

হবে।। ১০ -১২।।

সেই দূতের এই প্রকার ঘোর বচন শ্রবণ করে রাজা ভয়কাতর হয়ে আহ্লাদাদি সকলকে ডাকলেন। নম্রবুদ্ধি হয়ে তিনি তাদের বললেন, তোমার আমার কথা মেনে নিয়ে নিজ নিজ অশ্ব এই সময় আনন্দের সঙ্গে দিয়ে দাও। রাজার এই আজ্ঞা শ্রবণ করে আহ্লাদ সর্বময়ী শিবার ধ্যান করছিলেন এবং বললেন, হে শিবপ্রিয় রাজন, এই কথা শ্রবণ করুন, যেখানে আমার প্রাণ আছে, সেখানেই এই অশ্ব আছে। আমরা সেগুলি দেবোনা।। ১৩-১৫।।

আহ্লাদের এইরূপ উত্তর শ্রবণ করে রাজা সমস্ত বলশালিদের উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করে বললেন যে, তোমরা আমার রাজ্যে যে ভোজন করবে তা ব্রাহ্মণের মাংসতুল্য হবে, যে জল পান করবে তা গোরক্ত তুল্য হবে, যে শয্যায় শয়ন করবে তা মাতার শয্যার ন্যায় হবে এবং তোমাদের সভা ব্রহ্মহত্যা সদৃশ হবে। এই ভাবে তোমরা মহাপাপে পরিপূর্ণ হয়ে বাস করবে।। ১৬ -১৮।।

শয্যা স্বমাতৃসদৃশী ব্রহ্মহত্যোপমা সভা।
মম রাষ্ট্রে চ যুষ্মাভির্বাসঃ পাপময়ো মহান্।।১৮।।
ইতি শ্রুত্বা তু শপথং দেবকী শোকতৎপরা।
চকার রোদনং গাঢ়ং সগেহজনবিগ্রহা।।১৯।।
পঞ্চবিংশাব্দকে প্রাপ্তে কৃষ্ণাংশে যোগতৎপরে।
ভাদ্রশুক্লচতুর্দশ্যাং তদগেহাদ্ধর্মতৎপরাঃ।।২০।
নিযযুঃ কান্যকুব্জংতে জয়চন্দ্রেণ পালিতম্।
স্বর্ণবত্যা পুষ্পবত্যা সহিতাশ্চিত্ররেখয়া।।২১।।
ইন্দুলঃ প্রপযৌ শীঘ্রমযুতাশ্ববলৈঃ সহ।
করালং হয়মারুহ্য পঞ্চশব্দং চ তৎ পিতা।।
কৃষ্ণাংশো বিন্দুলারূঢ়ো দেবকীমনুসং যযৌ।।২২।।
ত্যক্ত্বা তে ভূপতেগ্রামিং সর্বসংপৎ সমন্বিতম্।
পথি ত্র্যহমুষিত্বা তে জয়চন্দ্রমুপাযযুঃ।।২৩।।

রাজা পরিমলের এই রূপ ঘোর শপথ শ্রবণ করে দেবকী শোকাতুর হয়ে গৃহজন বিগ্রহে প্রভূত রোদন করতে লাগলেন।। ১৯।।

যোগতৎপর কৃষ্ণাংশ পঁচিশবর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত হলে ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ধর্মপরায়ণ সকলে তার গৃহথেকে চলে গেলেন এবং তারা সকলে জয়চন্দ্রের আশ্রয় লাভ করলেন।

স্বর্ণবতী, পুষ্পবতী এবং চিত্ররেখার সঙ্গে সকলে ছিলেন।। ২০ - ২১।।

ইন্দুল দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে শীঘ্র করাল নামক অশ্বে আরোহণ করে এবং তার পিতা পঞ্চশব্দ নামক অশ্বে আরোহণ করে চলে গেলেন। কৃষ্ণাংশ নিজ বিন্দুল নামক অশ্বে সমারোহণ করে দেবকীকে অনুসরণ করলেন। তাঁরা সকলে রাজা পরিমলের গ্রাম, সমস্ত প্রকার সম্পত্তি ত্যাগ করে পথে তিনদিন অতিবাহিত করে রাজা জয়চন্দ্রের সমীপে চলে গেলেন।। ২২ -২৩।।

নত্বা তং ভূপতিং প্রেম্না গদিত্বা সর্বকারণম্।
উষিত্বা শীতলাস্থানে পূজয়ামাসুরম্বিকাম্।।২৪।।
জয়াচন্দ্রস্তু ভূপালো দেবসিংহেন বর্ণিতঃ।
তেভ্যশ্চ ন দদৌ বৃত্তিং ভূমা পরিমলাজ্ঞয়া।।২৫।।
কুণ্ঠিতো দেবসিংহস্তু গত্বা কৃষ্ণাংশমুত্তমম্।
উদিত্বা কারণং সর্বং স শ্রুত্বা রোষমাদধৌ।।২৬।।
ত্বরিত্বং বিন্দুলারুঢ়ো হয়পঞ্চশতাবৃতঃ।
লুণ্ঠয়ামাস নগরং পালিতং লক্ষণেন তৎ।।২৭।।
দষ্ট্বা তং লক্ষণো বীরো হস্তিনঃ পৃষ্ঠমাস্থিতঃ।
শরেণ তাড়য়ামাসকৃষ্ণাংশ হৃদয়ং দৃঢ়ম্।।২৮।।
নিষ্ফলত্বং গতো বাণো বিষ্ণুমন্ত্রেণ প্রেরিতঃ।
বিস্মিতঃ সতু ভূপালো বাহনাদ ভূমিমাগতঃ।।২৯।।

তাঁরা সকলে প্রেমভরে রাজা জয়চন্দ্রকে প্রণাম করে রাজ্য ত্যাগের সকল কারণ জানালেন। সেখানে শীতলা দেবীর স্থানে নিবাস করে তাঁরা অম্বিকা দেবীর পূজন করেছিলেন। দেবসিংহ রাজা জয়চন্দ্রের স্তব করেছিলেন। রাজা পরিমলের আদেশে তাঁরা কোনো কর্মলাভ করলেন না। এতে দেবসিংহ কুণ্ঠিত হয়ে কৃষ্ণাংশের সমীপে গেলেন। তিনি সব কারণ বললে কৃষ্ণাংশের প্রভূত ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি শীঘ্র বিন্দুলে আরোহণ করে পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লক্ষণের দ্বারা পালিত নগর লুণ্ঠন করলেন। বীর লক্ষণ সেখানে কৃষ্ণাংশকে দেখে গজরূঢ় হয়ে এসে তিনি শরের দ্বারা কৃষ্ণাংশের হৃদয়ে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঘাত করলেন।। ২৪ -২৮।।

কৃষ্ণাংশ বিষ্ণু মন্ত্রের দ্বারা লক্ষণের প্রেরিত বাণ নিষ্ফল করলেন। তখন সেই ভূপাল অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ভূমিতে নেমে এলেন। এরপর কুলিশাদি দিব্য লক্ষণ সমন্বিত তার চরণে প্রণাম করলেন এবং ভূমিতে

নত্বা তচ্চরণৌ দিব্যৌ কুলিশাদিভিরন্বিতৌ।
তুষ্টাব দন্ডবৎভূত্বা লক্ষণৌ গদগদং গিরা।।৩০।।
বৈষ্ণবং বিদ্ধি মাং স্বামিন্ বিষ্ণুপূজনতৎপরম্।
জানেহহং ত্বাং মহাবাহো কৃষ্ণশক্ত্যবতারকম্।।৩১।।
ত্বদৃতে কো হি মে বাণ নিষফলং কুরুতে ভূবি।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং নাথ তে মায়য়া কৃতম্।।৩২।।
ইত্যুক্ত্বা তেন সহিতো জয়চন্দ্রং মহীপতিম্।
গত্বা তং কথয়ামাস যথাপ্রাপ্তঃ পরাজয়ম্।।৩৩।।
নৃপস্তয়োঃ পরীক্ষার্থং যো তু ছায়াবিমোহিতৌ।
গজৌ কুবলয়াপীড়ৌ ত্যক্তবাঞ্ছীতলাস্থলে।।৩৪।।
তদাহ্লাদোদয়ৌ বীরো গৃহীত্বা তৌ স্বলীলয়া।
চকৃষতুবলাৎপুচ্ছে ক্রোশমাত্রং পুনঃ পুনঃ।।৩৫।।

দন্ডবহ গদগদ কণ্ঠে তাঁর স্তুতি করেছিলেন।। ২৯ -৩০।।

লক্ষণ বলেছিলেন - হে স্বামিন্, আপনি আমাকে সর্বদা বিষ্ণু পূজা তৎপর বৈষ্ণব বলে জানবেন। হে মহাবাহো, আপনি আপনাকে চিনতে পেরেছি যে আপনি কৃষ্ণশক্তি অবতার।। আপনি ব্যতীত এই ভূমন্ডলে অন্য কেউ এই বাণ নিষ্ফল করতে পারতোনা। হে নাথ, আমার এই দুরাত্মতা আপনি ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আপনি আপনার মায়াতে মোহিত হয়ে আপনার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করেছি।। ৩১ -৩২।।

এই কথা বলে লক্ষণ কৃষ্ণাংশের সাথে রাজা জয়চন্দ্রের কাছে গেলেন এবং তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন যে কি প্রকারে যুদ্ধে তার পরাজয় হয়েছিল । রাজা তাদের দুইজনকে পরীক্ষা করতে সেই শীতলাস্থলে দুটি কুবলয়াপীড় ছায়াবিমোহিত হাতী ছেড়ে দিলেন। সেই সময় আহ্লাদ এবং উদয়াদিবীর সেই দুই হাতীকে নিজ লীলার দ্বারা গ্রহণ করলেন এবং বলপূর্বক লেজ ধরে একক্রোশ পর্যন্ত দূর থেকে টেনে এনেছিলেন।। ৩৩ -৩৫।।

মৃতৌ কুবলাপীড়ৌ দৃষ্ট্বা রাজা ভয়াতুরঃ।
দদৌ রাজ গৃহং গ্রামং তয়োরর্থে প্রসন্নধীঃ।।৩৬।।
ইষশুক্লে তু সংপ্রাপ্তে লক্ষণো নাম বৈ বলী।
নৃপাজ্ঞয়া যযৌ শীঘ্রং তৈশ্চ দিগ্বিজয়ং প্রতি।।৩৭।।
সপ্তলক্ষবলৈঃ সার্দ্ধং তলনাদ্যৈশ্চ সংযুতঃ।
বারাণসী পুরীং প্রাপ্য রুরোধ নগরীং তদা।।৩৮।।
রুদ্রবর্মা চ ভূপালো গৌড়বংশয়শস্করঃ।
পঞ্চাযুতৈঃ স্বসৈন্যৈশ্চ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থমাপ্তবান্।।৩৯।।
যামমাত্রেন তং জিত্বা ষোড়শাব্দস্য বৈ করম্।
কোটিমুদ্রাময়ং প্রাপ্য জয়চন্দ্রায় চার্পয়ৎ।।৪০।।
মাগধেশং পুনর্জিত্বা নাম্না বিজয়কারিণম্।
বিংশত্যব্দকরং প্রাপ্য স্বভূপায় সমর্পয়ৎ।।৪১।।
পঞ্চকোটিশ্চ বৈ মুদ্রা রাজতস্য পুনযযৌ।
অংগ দেশপতিং ভূপং মায়াবর্মাণমুত্তমম।।৪২।।

সেই দুই কুবলয়াপীড় হস্তী মারা গেলে রাজা অত্যন্ত ভয়াতুর হয়েছিলেন। তখন রাজা পরম প্রসন্ন হয়ে তাদের জন্য রাজ গৃহ নামক গ্রাম দিয়েছিল।। ৩৬।।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে বলবান্ লক্ষণ রাজা দেশে দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্থান করল।। ৩৭।।

সাতলক্ষ সেনা এবং তালনদিকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসী পুরীতে পৌঁছালেন এবং সেখানে গিয়ে সমস্ত পুরী অবরুদ্ধ করলেন। সেখানে গৌড়বংশের রাজা রুদ্র বর্মা রাজত্ব করতেন। তিনি নিজের পঞ্চাশ হাজার সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। তাকে এক প্রহরেই জয় করে ষোড়শবর্ষের কর স্বরূপ কোটি মুদ্রা গ্রহণ করে রাজা জয়চন্দ্রকে অর্পণ করলেন। অতরপ অঙ্গদেশপতি পরম শ্রেষ্ঠ মায়বর্মার দশসহস্র সেনা জয়করে বিংশ বৎসরের কর হিসাবে এককোটি মুদ্রা প্রাপ্ত হলেন এবং সেই সব রাজাকে সমর্পিত করলেন।। ৩৮- ৪২।।

সৈন্যাযুতযুতং জিত্বা বিংশত্যব্দস্য বৈ করম্।
কোটিমুদ্রাশ্চ সংপ্রাপ্য স্বভূপায় সমার্পয়ৎ।।৪৩।।
বংগদেশপতিং বীরো লক্ষণো বৈ যুতশ্চ তৈঃ।
লক্ষসৈন্যযুতং ভূপং কালীবর্মাণমুত্তমম্।
অহোরাত্রেণ তং জিত্বা মহাযুদ্ধেন লক্ষণঃ।।৪৪।।
বিংশত্যব্দকরং প্রাপ্য কোটিং স্বর্ণময়ং তদা।
প্রেষয়ামাস ভূপায় জয়চন্দ্রায় বৈ মুদা।।৪৫।।
উষ্ট্রদেশং যযৌ বীরঃ পালিতং তৈর্মহঃবলৈঃ।
ধোয়ীক বিস্তত্রনৃপো লক্ষসৈন্য সমন্বিতঃ।।৪৬।।
জগন্নাথাজ্ঞয়া প্রাপ্তস্তৈশ্চ সার্দ্ধং রণোন্মুখে।
তয়োশ্চাসীন্ মহদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
অহোরাত্রপ্রমাণেন কৃষ্ণাংশেন জিতো নৃপঃ।।৪৭।।
বিংশত্যব্দকরং সর্বং কোটিস্বর্ণসমন্বিতম্।
সংপ্রাপ্য প্রেষয়ামাস কান্যকুব্জাধিপায় বৈ।।৪৮।।

পুনরায় লক্ষণ তাদের সকলেন সঙ্গে বঙ্গদেশের রাজা কালী বর্মার কাছে গেলেন। তিনি অতিউত্তম নৃপতি ছিলেন এবং একলক্ষ নৌ সমন্বিত ছিলেন। লক্ষণ তার সঙ্গে মহাযুদ্ধে এক অহোরাত্রে তাকে জয় করলেন। সেই সময় সেখানে কুড়ি বৎসরের কর স্বরূপ এককোটি স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করে প্রসন্নতার সঙ্গে সেই সকল রাজা জয়জচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।। ৪৩ -৪৫।।

সেই বীরগণ পুনরায় উৎকল দেশে গিয়েছিলেন, সেই দেশ ছিল মহাবলবানের দ্বারা সুরক্ষিত। সেখানে ধোয়ী কবি নামধারী নৃপতি ও তার একলক্ষ সেনা ছিল। তিনি জগন্নাথ স্বামীর আদেশে তাদের সকলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দুই পক্ষের ভয়ানক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই নৃপতিকে কৃষ্ণাংশ মাত্র এক অহোরাত্রে জয় করে নিয়েছিলেন।। তিনিও কুড়ি বৎসরের কর হিসাবে এককোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেছিলেন।

পুণ্ড্রদেশং যযৌ বীরো লক্ষণো বলবত্তরঃ।
নৃপং নাগপতিং নাম পঞ্চাযুতবলৈর্যুতম্।
দিনমাত্রেণ তং জিত্বা কোটি মুদ্রা গৃহীতবান্।।৪৯।।
মহেন্দ্রগিরিমাগত্য নত্বা তং ভাগবং মুনিম্।
নতো নিবৃত্য তে সর্বে নেত্রপালপুরং যযুঃ।।৫০।।
যোগসিংহস্তদাগত্য কৃষ্ণাংশং প্রতি ভার্গব।
কোটিমুদ্রা দদৌ তস্মৈ সপ্তরাত্রমবাসয়ৎ।।৫১।।
বীরসিংহপুরং জগমুস্তে বীরা মদত্তরাঃ।
রুরুধুনগরীং সর্বা হিমতুঙ্গোঁপরি স্থিতাম্।
পালিতাং গোরখাখ্যেন যোগিনা ভক্তকারণাৎ।।৫২।।
ভূপানুজঃ প্রবীরশ্চ সৈন্যাযুতসমন্বিতঃ।
কৃতবান্দারুণং যুদ্ধং লক্ষণস্যেব সেনয়া।।৫৩।।

সেই স্বর্ণমুদ্রা রাজা জয়চন্দ্রকে কৃষ্ণাংশ প্রেরণ করলেন। পুনরায় বলবান্ লক্ষণ পুন্ড্র দেশে পৌঁছালেন। সেখানে নাগপতি নামক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি পঞ্চাশ হাজার সৈনিক নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তাকে একদিনেই পরাজিত করে এককোটি স্বর্ণমুদ্রা বীরগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।। ৪৬-৪৯।।

এর পর সকলে মহেন্দ্র গিরিতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে তারা অর্গব মুণিকে প্রণাম করে সকলে নেত্রপাল পুরে চলে গেলেন।। ৫০।।

হে ভার্গব, সেই সময় যোগসিংহ এসে কৃষ্ণাংশকে এককোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন এবং সাতরাত্রি সেখানে বসবাস করতে দিয়েছিলেন।। ৫১।।

অনন্তর মদমত্ত তারা সকল বীর বীরসিংহ পুরে চলে গেলেন। সেখানে হিমতুঙ্গে স্থিত সমস্ত নগরীকে তারা ঘিরে ফেলেছিলেন। তারা লক্ষণের সেনাদের সঙ্গে শূরদের হনন করতেন। তারা সায়ৎকালে গৃহে এসে সেই যোগীর পূজন করতেন। সেই পূজনের দ্বারা পরম প্রসন্ন হয়ে রাজার মৃত

প্রত্যহং বলাবাঙ্কুরো হত্বা শূরসহস্রকম্।
সায়ংকালে গৃহং প্রাপ্য যোগিনং তমপূজয়ৎ।।৫৪।।
পূজনাৎ স প্রসন্নাত্মা সৈন্যমুজ্জীব্য ভূপতেঃ।
দত্ত্বা গজবলং তেভ্যঃ পুনর্যোগং করোতি বৈ।।৫৫।।
সার্দ্ধমাসো গতস্তত্র যুদ্ধয়তাং বলশালিনাম্।
তদা তে তু নিরুৎসাহা দেবসিংহ তমব্রুবন্।।৫৬।।
বিজয়ো নঃ কথং ভূপ ব্রূহি নস্তত্ত্বমগ্রতঃ।
ইতি শ্রুত্বা স হোবাচ শৃণু কৃষ্ণাংশমে বচঃ।।৫৭।।
যোগিনং গোরখং নাম পরাজিত্য স্বনৃত্যতঃ।
পুনর্যুদ্ধং কুরুত্বং বৈ ততো জয় মাবপস্যসি।।৫৮।।
ইত্যুক্তাস্তে হি কৃষ্ণাদ্যাঃ কৃত্বা যোগময়ং বপুঃ।
স্থাপয়িত্বা রণে সেনাং পালিতাং লক্ষণেন বৈ।।৫৯।।
প্রাতঃ কালে যযুস্তে বৈ মন্দিরং তস্য যোগিনঃ।
কৃষ্ণাংশো নর্তকশ্চাসীদ্বেনুবাদ্যবিশারদঃ।।৬০।।

সেনাদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং তাদের এক হাতীর বল প্রদান করতেন। এই রূপে তিনি পুনর্যোগ করতেন। এই ভাবে সেখানে বলশালিগণ দেড়মাস ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন নিরুৎসাহ হয়ে দেবসিংহকে বললেন - হে ভূপ, আপনিই বলুন এবং তত্ত্বের দ্বারা বোঝান যে এই যুদ্ধে আমাদের বিজয় কিভাবে সম্ভব। একথা শুনে তিনি বললেন - হে কৃষ্ণাংশ , আমার কথা শোনো, তুমি নিজের নৃত্যকলা দ্বারা যোগী গৌরখে পরাজিত করো এবং পুনরায় যুদ্ধ করো, তাহলে তুমি জয় প্রাপ্ত হবে।। ৫২- ৫৮।।

এই প্রকারে তারা সকলে কৃষ্ণাংশাদিকে জয় প্রাপ্তির কথা বললে তারা সকলে যোগময় বপু ধারণ করে লক্ষণের দ্বারা রক্ষিত সেনাদের যুদ্ধ স্তলে স্থাপন করলেন। প্রাতঃ কালে সকলে সেই যোগীর মন্দিরে গিয়েছিলেন।। কৃষ্ণাংশ নৃত্য করেছিলেন এবং তিনি বংশী বিশারদও ছিলেন।। সেদসিংহ

দেবসিংহো মৃদংগাঢ্যো বীণাধারী চ তালনঃ।
কাংসধারো তদাহ্লাদো জনৌ গীতাং সনাতনীম্।।৬১।।
তদর্থং হৃদয়ে কৃত্বা গোরখঃ সর্বযোগবান্।
বরং বৃনুত তানাহ তে তচ্ছ্রুত্বাহব্রুবন্বচঃ।।৬২।।
নমস্যামো বয়ং তুভ্যং যদি দেয়ো বরস্ত্বয়া।
দেহি সঞ্জীবিনীং বিদ্যামাহ্লাদায় মহাত্মনে।।৬৩।।
ইতি শ্রুত্বা হৃদি ধ্যাত্বা তানুবাচ প্রসন্নধীঃ।
বিদ্যা সংঞ্জীবিনী তুভ্যং বর্ষমাত্রং ভবিষ্যতি।
তৎপশ্চান্নিযফলীভূয়াগমিষ্যতি মদন্তিকম্।।৬৪।।
অদ্যপ্রভৃতি ভো বীর ময়া ত্যক্তমিদং জগৎ।
যত্র ভতৃহরিঃ শিষ্যস্তত্র গত্বা শয়ে হ্যহম্।।৬৫।।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো যোগী জগ্মুস্তে রণমূর্দ্ধনি।
জিত্বা প্রবীরসিংহ চ বীরসিংহং তথৈব চ।।৬৬।।

মৃদঙ্গ এবং তালন বীণা ধারণ করেছিলেন। আহ্লাদ কাংস্য বাদ্য বাজিয়েছিলেন এবং সনাতনী গীতা গানও করেছিলেন।। ৫৯-৬১।।

সর্বপ্রকার যোগ জ্ঞাতা গৌরখ যোগী সনাতনী গীতার অর্থ নিজ হৃদয়ে গ্রহণ করলেন। তিনি পরম প্রসন্ন হয়ে কৃষ্ণাংশে বললেন - বরদান প্রার্থনা কর। তাঁর বচন শ্রবণ করে কৃষ্ণাংশ তাঁকে বললেন - আপনাকে আমাদের সকলের প্রনাম। যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের বরদান করেন তাহলে এই মহাত্মা আহ্লাদের জন্য সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করুন।। ৬২-৬৩।।

একথা শ্রবণ করে এবং হৃদয়ে ধ্যান করে প্রাসন্ন বুদ্ধি গৌরখ তাঁকে বললেন, সঞ্জীবনী বিদ্যা কেবলমাত্র একবৎসরের জন্য তোমার কাছে থাকবে, তারপর সেটি নিষ্ফল হয়ে গিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে।। ৬৪।।

হে বীর, আজ থেকে আমি এই জগৎ ত্যাগ করলাম। এখন যেখানে আমার শিষ্য ভর্তৃহরি আছে সেখানে গিয়ে আমি শয়ন করব। একথা

হত্বা তস্যাযুতং সৈন্যং লুণ্ঠয়িত্বা চ তদগৃহম্।
কৃত্বা দাসময়ং ভূপং লক্ষণঃ প্রযযৌ মুদা।।৬৭।।
কোশলং দেশমাগত্য জিত্বা তস্য মহীপতিম্।
সৈন্যাযুতং সূর্যধরং করযোগ্যমচীকরৎ।।৬৮।।
যোড়শাব্দকরং প্রাপ্য মুদ্রাকোট্যযুতং মুদ্রা।
নৈমিযারন্যমাগত্য তত্রোযুঃ স্নানতৎ পরাঃ।।৬৯।।
হোলিকায়া দিনে রম্যে লক্ষনো বলবত্তরঃ।
দত্ত্বা দানানি বিপ্রেভ্যো মহোৎসবমকারয়ৎ।।৭০।।
তদা বয়ং চ মুনয়ঃ সমাধিস্তাশ্চ ভূপতিঃ।
যদা স লক্ষণঃ প্রাপ্তো নৈমিযারণ্য মুত্তমম্।।৭১।।
স্নাত্বা সর্বাণি তীর্থানি সন্তপ্য দ্বিজদেবতাঃ।
কান্যকুব্জপুরং জগ্মুশ্চৈত্রকৃষ্ণাষ্টমী দিনে।।৭২।।

তাদের সকলকে বলে সেই যোগী অন্তর্ধান করলেন এবং তারা সকলে রণস্থলে পৌঁছলেন। এরপর তারা প্রবীরসিংহ এবং বীরসিংহকে জয় করে তাদের দশহাজার সেনা বধ করে তাদের সম্পূর্ণ ঘর লুন্ঠন করলেন। সেই দশহাজার সেনাদের পূর্ণদাস রূপে লক্ষণ প্রসন্নতার সঙ্গে নিয়ে গেলেন।। ৬৫-৬৭।।

পুনরায় কৌশল দেশে এসে সেখান কার মহীপতিকে জয় করে অযুত সেনা সূর্যধরের নিকট কর গ্রহণ করলেন।। তাঁর থেকে ষোড়শবর্ষের কর একসাথে দশসহস্র মুদ্রা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।। ৬৫ - ৬৮।।

সেই সময় লক্ষণ উত্তম নৈমিষারন্য প্রাপ্ত হলে আমরা সকল মুনিগণ সমাধিস্থিত হয়েগিয়েছিলাম। সেখানকার সমস্ত তীর্থে স্নান করে দ্বিজ এবং দেবগণকে সম্যকরূপে তৃপ্ত করে চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে পুনরায় কান্যকুব্জে ফিরে এলেন।। ৭১ - ৭২।।

ইতি তে কথিতং বিপ্র যথা দিগ্বিজয়োভবৎ।
শৃণু বিপ্র কথাং রম্যাং বলখানিযথা মৃতঃ।।৭৩।।
মার্গশীর্ষস্য সপ্তম্যাং ভূমিরাজো মহাবলঃ।
মহীপতেশ্চ বাক্যেন সামন্তং প্রাহ নির্ভয়ঃ।।৭৪।।
ময়াশ্রুতস্তে তনয়ঃ শারদাবরদপির্তঃ।
রক্তবীজত্বমাপন্নস্তং মে দেহি কৃপাং কুরু।।৭৫।।
ইত্যুক্তঃ স তু সামন্তস্তেন রাজ্ঞেব সকৃতঃ।
চামুন্ডং নাম তনয়ং সমাহূয়াব্রীবদিদম্।।৭৬।।
পুত্রস্তং নৃপতেঃ কার্যং সদা কুরু রণপ্রিয়।
ইতি শ্রুত্বা পিতুবাক্যং স বৈ রাজানমব্রবীৎ।।৭৭।।
দেহ্যাজ্ঞাং ভূপতে মহ্যং শীঘ্রং জয়মাবাপ্স্যসি।
ইতি শ্রুত্বা স হোবাচ বলখানিমর্হাবলঃ।।৭৮।।
মচ্ছরীষবনং ছিত্বা গৃহীত্বা রাষ্ট্রমুত্তমম্।
সুস্থিতো নির্ভয়ো গেহে বহুশালী যতেন্দ্রিয়ঃ।।৭৯।।

হে বিপ্র, যে প্রকারে দিগ্বিজয় হয়েছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে বললাম। হে বিপ্র, এবার তুমি এক পরম সুন্দর কথা শ্রবণ কর, বলখানির মৃত্যু কিপ্রকারে হয়েছিল তার বর্ণনা করা হয়েছে।। ৭৩।।

মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে মহান্ বলবান্ ভূমিরাজ মহীপতির রাজ্যে নির্ভয়ে সামন্ত বললেন, আমি শুনেছি যে, আপনার পুত্র দেবী শারদার বরদানে মহাহংকারী এবং রক্তবীজত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। আপনি পুত্রকে আমার হাতে কৃপাপূর্বক সমর্পন করুন।। ৭৪-৭৫।।

সামন্ত রাজা এই ভাবে বলে রাজার ভ্রান্তি সৎকার করেছিলেন। রাজা তাঁর চামুন্ডা নামক পুত্রকে ডেকে বললেন, হে পুত্র , তুমি নৃপতিকার্যে সর্বদা নিরত থাকবে। কারণ তুমি তো প্রচুর রণপ্রিয়। এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণ করে তিনি রাজাকে বললেন, হে ভূপতি, আপনি আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন, যাতে করে আমি শীঘ্র জয়লাভ করতে পারি। সেকথা শ্রবণ

যদি ত্বং বলখানিং চ জিত্বা মে হ্যর্পয়িষ্যসি।
হত্বা বা তস্য সকলং রাষ্ট্রং ত্বয়ি ভবিষ্যসি।।৮০।।
ইত্যুক্ত্বা রক্তবীজং তং সমাহুয় স্বকং বলম্।
সপ্তলক্ষং দদৌ তস্মৈ স তৎপ্রাপ্য মুদা যযৌ।।৮১।।
উষিত্বা ত্রিদিনং মার্গে শিরীষাখ্যমুপাগতঃ।
রুরোধ নগরীং সর্বাং বলখানেমর্হাত্মনঃ।
চামুন্ডাগমনং শ্রুত্বা বলখানির্মহাবলঃ।
পূজয়িত্বা মহামায়াং দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
লক্ষসৈন্যেন সহিতঃ প্রযযৌ নগরাদ্বহিঃ।।৮৩।।
তস্যানুজো মহাবীরঃ সুখখানির্বলৈঃ সহ।
হরিণীং তাং সমারুহ্য শক্রসৈন্যমচিক্ষপৎ।।৮৪।।

করে তিনি বললেন, বলবান বলখানি মহাবলবান্ । তিনি আমার শিরীষ বন কেটে উত্তম রাষ্ট্র তৈরী করে প্রভূত বলশালী এবং যতেন্দ্রিয় হয়ে নির্ভয়ে গৃহে বাস করছে।। যদি তুমি সেই বলবান্ বলখানিকে জয় করে আমাকে সমর্পণ কর তাহলে সেই রাষ্ট্র তোমার হয়ে যাবে। সেও সৈন্য বাহিনী গ্রহণ করে প্রসন্নতার সঙ্গে চলে গেল।। ৭৬ -৮১।।

তিনি দিন ধরে তিনি পথে দিন যাপন করে শিরীষাখ্য পুরে চলে গেলেন। তিনি তারপর মহাত্মা বলখানির পুরী ফিরে গেলেন। চামুন্ডার আগমন বার্তা শ্রবণ করে বলখানি মহামায়া দেবীর পূজন করে বিপ্রগণকে অনেক প্রকার দান করলেন। তারপর এক লক্ষ সেনা নিয়ে তিনি নগরের বাইরে চলে এলেন।। ৮২ -৮৩।।

বলখানির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুখখানি মহাবীর ছিলেন। তিনি সেনাদের সাথে তরিনী নামক অশ্বে আরোহণ পূর্বক সেখানে পৌছালেন এবং শত্রু সেনাদের ছত্রভঙ্গ করলেন।। ৮৪।।

বলখানি কপোতস্থো নাশয়িত্বা রিপোর্বলম্।
লক্ষসৈন্যং মুদা যুক্তশ্চামুন্ডং প্রতি চাগমৎ।।৮৫।।
তয়োশ্চাসীন্ মহদ্যুদ্ধং স্বস্বসৈন্যক্ষেয়ংকরম্।
অহোরাত্রপ্রমাণেন নিহতাঃ ক্ষত্রিয়া রণে।।৮৬।।
প্রাতঃকালে তু সমপ্রাপ্তে কৃত্বা স্নানাদিকাঃ ক্রিয়া।
জগ্মতুস্তৌ রণে বীরো ধনুর্বানবিশারদৌ।।৮৭।।
রথস্থো বলখানিশ্চ চামুন্ডো গজপৃষ্ঠগঃ।
চক্রতুস্তুমুলং ঘোরং নরবিস্ময়কারকম্।।৮৮।।
বাণৈর্বাণাংশ্চ সংছিদ্য দেবীভক্তৌ চ তৌ মুদা।
অন্যোন্যং বাহনে হত্বা ভূতলত্বমুপাগতৌ।
খংগচর্মধরৌ বীরো যুযুধাতে পরস্পরম্।।৮৯।।

কপোত নামক অশ্বে আরোহনকারী বলখানি শত্রু পক্ষের একলক্ষ সেনা নাশ করেছিলেন। পুনরায় প্রসন্নতার সঙ্গে চামুন্ডার কাছে এলেন। দুইপক্ষের সেনার মহাযুদ্ধ হয়েছিল, যার ফলে তাদের নিজ নিজ পক্ষের সেনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই যুদ্ধ একঅহোরাত্র পর্যন্ত হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে প্রভূত ক্ষত্রিয় সেনা মারা গিয়েছিল। প্রাতঃকালে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করে ধনুর্বিদ্যায় পন্ডিত দুইবীর যুদ্ধ স্থলে গিয়েছিল।। ৮৫-৮৭।।

বলখানি নিজের একটি রথে সমারূঢ় ছিলেন এবং চামুন্ডা হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করেছিলেন। সেই দুইবীর পুনরায় ঘোর তুমুল যুদ্ধ করেছিলেন যা ছিল মনুষ্যাদির পরম বিস্ময়।। ৮৮।।

তাঁরা দুজনেই দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। তারা পরস্পর বাণের দ্বারা বাণ সংছেদন করে প্রভূত আনন্দে নিজ নিজ বাহন বধ করল। পুনরায় তারা ভূমিতে নেমে এসে খড়্গ এবং চর্মধারণ করে পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলেন।। ৮৯।।

যাবন্তো রক্তবীজাংগাৎ সঞ্জাতা রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতা রক্তবীজপরাক্রমাঃ।।৯০।।
তৈশ্চ বীরৈর্মদোন্মত্তৈবর্লখানি সমন্ততঃ।
সংরুদ্ধোহ ভূদ্‌ভৃগুশ্রেষ্ঠ শারদাং শরণং যযৌ।।৯১।।
এত স্মিন্‌অন্তরে বীরঃ সুখখানি স্ততোহনুজঃ।
আগ্নেয়ং শরমাদায় রক্তবীজানদাহয়ৎ।।৯২।।
পুরা তু সুখকানিশ্চ হব্যৈদেবং চ পাবকম্।
পঞ্চাব্দান্ পূজয়ামাস তদা তুষ্টস্বয়ং প্রভুঃ।।৯৩।।
পাবকীয়ং শরং রম্যং শত্রুসংহারকারকম্।
দদৌ তস্মৈ প্রসন্নাত্মা তেনাসাবভবজ্জয়ী।।৯৪।।
বলখানিস্তু বলবানদৃষ্ট্বা শত্রুবিনাশনম্।
পরাজিতং চ চামুন্ডং বদধ্বা গেহমুপাগতম্।।৯৫।।
কৃত্বা নারীময়ং বেষং স ভীতো ব্রহ্মহত্যয়া।
দোলামারোপ্য বলবান্ প্রেষয়ামাস শত্রবে।।৯৬।।

রক্তবীজের অঙ্গ থেকে যতবিন্দু রক্ত নির্গত হল ততগুলি পুরুষ উৎপন্ন হল, তারা রক্তবীজতুল্য পরাক্রমশালী। সেই মদমত্ত বীরগণ বলখানিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। হে ভৃগু শ্রেষ্ঠ, তখন বলখানি শারদাদেবীর শরণে গেলেন।। ৯০ - ৯১।।

ইতিমধ্যে বীর সুখখানি আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করে সকল রক্ত বীজকে জ্বালিয়ে দিল। সুখখানি পূর্বে নানা দ্রব্য দ্বারা পাঁচবর্ষ পর্যন্ত পাবকদেবের অত্যন্ত সুন্দর একটি পাবকীয় শর প্রদান করেছিণে, যেটি শত্রুগণকে সংহার করবে। সেই অস্ত্রের দ্বারা সুখখানি বিজয়লাভ করেছিল।। ৯২-৯৪।।

বলবান্ বলখানি শত্রুকে বিনষ্ট হতে দেখে পরাজিত চামুন্ডাকে তার গৃহ থেকে গ্রহণ করে তাকে বন্ধন করে তাকে নারীময় বেশ ধারণ করিয়ে ব্রহ্ম হত্যার ভয়ে ভীত হয়ে একটি দোলাতে বসিয়ে শত্রুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।। ৯৫ -৯৬।।

হতশেষং পঞ্চলক্ষং সৈন্যং গত্বা চ দেহলীম্।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস যথা জাতো মহারণঃ।।৯৭।।
নারীবেষং চ চামুন্ডংম স দৃষ্টাপৃথিবীপতিঃ।
ক্রোধাবিষ্টশ্চ বলবান্ মহীপতিমুবাচ হ।।৯৮।।
কথং জয়ো মে ভবিতা সুখখানৌ চ জীবিতে।
শ্রুত্বা মহীপতিঃ প্রাহচ্ছমনা কার্যমাকুরু।।৯৯।।
ব্রাহ্মীমাতা তয়োর্জ্ঞয়া শুদ্ধা সৈব পতিব্রতা।
দূতীভিঃ কারণং জ্ঞাত্বা পুর্নযুদ্ধং কুরুস্বভোঃ।।১০০।।
ইতি শ্রুত্বা মহীরাজো দূতীস্তাশ্ছলকোবিদাঃ।
আহূয় প্রেষয়ামাস বলখানিগৃহং প্রতি।।১০১।।
ব্রাহ্মন্যস্তাস্তদা ভূত্বা বলখানি গৃহং যযুঃ।
সসুতাং তাং ব্রশস্যাশু পপ্রচ্ছুবিনয়ান্বিতাঃ।।১০২।।
তব পুত্রৌ মহাবীরো দিষ্টয়া শ ক্ষয়ংকরৌ।
তয়োমৃত্যুঃ কথং ভূয়াজীবতাং শরদাং শতম্।।১০৩।।

হতশেষ পঞ্চলক্ষ সেনা দেহলী নগরীতে গিয়ে মহারণের সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। চামুন্ডাকে নারীবেশে দেখে পৃথ্বীপতি ক্রোধাবিষ্ঠ হয়ে বলবান্ মহীপতিকে বললেন, সুখখানি জীবিত থাকলে আমাদের জয় কিভাবে সম্ভব। মহীপতি সেকথা শ্রবণ করে বললেন - ছলের দ্বারা কার্য সম্পন্ন করতে হবে। সেই দুইজনের মাতা ব্রাহ্মী পরম শুদ্ধ পতিব্রতা। দূতীদের দ্বারা তাঁর কাছ থেকে পুত্রদের হত্যার কারণ জেনে পুনরায় যুদ্ধ করুন।। ৯৭-১০০।।

একথা শ্রবণ করে মহীরাজ সেই দূতীদের দ্বারা যারা ছলকার্যে মহাপ্রবীন ছিলেন তাঁদের ডেকে বলখানির গৃহে প্রেরণ করলেন্ তারা সেই সময় ব্রাহ্মনীর রূপ ধারণ পূর্বক বলখানির ঘরে গেলেন। তারা সসুতা বলখানির মাতার প্রশংসা করে বিনয়ী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আপনার দুই পুত্র মহাবীর এবং শত্রু ক্ষয়কারী। এতো খুব প্রসন্নতার কথা। একশত বৎসর জীবিত থাকার পর তাদের মৃত্যু কিভাবে হবে ? ১০০ -১০৩।।

তদা ব্রাহ্মী বচঃ প্রাহ পাবকীয়ঃ শরং শুভঃ।
সুখখানেজীবকরো বলখানেঃ পদাহ্বকঃ।।১০৪।।
ইতি জ্ঞাত্বা তু তা দূত্যঃ প্রযযুর্দেহলীং প্রতি।
কথয়িত্বা নৃপস্যাগ্রে ধনং প্রাপ্যং গৃহং যযুঃ।।১০৫।।
মহীরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা মহাদেবমুপাসিতম্।
পার্থিবৈঃ পূজনং চক্রে সহস্রদিবসান্ মুদা।।।১০৬।।

।। মহাবতীর যুদ্ধ বর্ণনম্।।

শ্রাবণে মাসি সংপ্রাপ্তে দেহলী চ মহীপতিঃ।
নাগোৎসবায় প্রযযৌ সদৈব কলহপ্রিয়ঃ।।১।।
দৃষ্ট্বা নাগোৎসবং তত্র গীতনৃত্যসমন্বিতম্।
মহীরাজ্যং নমস্কৃত্য বচনং প্রাহ নম্রধীঃ।।২।।

সেকথা শ্রবণ করে সেই ব্রাহ্মী বললেন, পাবকীয়শর অত্যন্ত শুভ, সেই শর সুখখানির জীবন রক্ষাকারী এবং বলখানি পদাহ্বকশর।। ১০৪।।

এই প্রকারে তার সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে সেই দূতীগণ দেহলীতে ফিরে এলেন। তাঁরা নৃপতির সমক্ষে সবকিছু বললেন, এবং প্রভূত ধন লাভ করে গৃহে ফিরে গেলেন।।১০৫।।

মহীরাজ একথা শ্রবণ করে উমাপতি মহাদেবের একসহস্র দিন পার্থিব পূজন করেছিলেন।। ১০৬।।

।। মহাবতীর যুদ্ধ বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে মহাবতী পুরীতে যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন করা হয়েছে।

সূতজী বললেন - শ্রাবণ মাস সমুপস্থিত হলে কলহপ্রিয় মহীপতি নাগোৎসব দেখতে দেহলী নগরীতে চলে গেলেন। সেখানে নাগোৎসবের নৃত্য গীত দেখে এবং মহীরাজকে প্রণাম করে নম্রভাবে বললেন - হে

রাজন্ মহাবতীগ্রামে কীর্তিসাগরমধ্যগে।
বামনোৎসবমত্যং তং মবব্রীহিসমন্বিতঃ।।
পশ্যত্বং তত্র গত্বা চ মমৈব বচনং কুরু।।৩।।
ইতি শ্রুত্বা মহীরাজো ধুন্ধুকারেণ সংযুতঃ।
সপ্তলক্ষবলৈর্যুক্তশ্চামুন্ডেন সমান্বিতঃ।
প্রাপ্ত শিরীষবিপিনে তত্র বাসমকারয়ৎ।।৪।।
মহীপতিস্তু নৃপতিং নত্বা বৈ চন্দ্রবংশিনম্।
উবাচ বচনং দুঃখী ধূর্তা মায়াবিশারদঃ।।৫।।
রাজন্ প্রাপ্তো মহীরাজো যুদ্ধার্থী ত্বামুপস্থিতঃ।
চন্দ্রাবলীং চ তনয়া ব্রহ্মানন্দং তবাত্মজম্।
দিব্যলিংগং স সম্পূজ্য বলাৎকারাদ্ গ্রহীষ্যতি।।৬।।
তস্মাত্ত্বং স্ববলৈঃ সার্দ্ধং ময়া সহ মহামতে।
ছঘনা তং পরাজিত্য নগরেহস্মিন্‌সুখী ভব।।৭।।

রাজন, কীর্তিসাগরের মধ্যে স্থি মহীবতী গ্রামে অত্যন্ত সুন্দর বামনোৎসব হয়। যবব্রীহি সমন্বিত হয়ে আপনি সেখানে গিয়ে তা দেখুন, আমার বচন আপনি অবশ্য পালন করুন।। ১-৩।।

সে কতা শ্রবণ করে মহারাজ ধুন্ধুকারের সঙ্গে সাতলক্ষ সেনা সঙ্গে নিয়ে এবং চামুণ্ডাকে নিয়ে শিরীষ বনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি নিবাস করতে লাগলেন। সেখানে মহীপতি উপস্থিত হয়ে চন্দ্র বংশীয় রাজাকে প্রণাম করলেন এবং প্রচন্ড দুঃখী , ধূর্ত এবং মায়াবিশারদ সেই মহীপতি তাঁকে বললেন- হে রাজন, মহীরাজ যুদ্ধ করার ইচ্ছাতে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি আপনার চন্দ্রাবলী কন্যা তথা পুত্র ব্রহ্মানন্দকে দিব্যলিংগ পূজার জন্য বলাৎকার পূর্বক নিয়ে যাবেন। এই কারণে হে মহাপতি, আপনি আপনার সেনা সহযোগে আমার সাথে ছলপূর্বক তাকে পরাজিত করুন এবং আপনি পরমসুখে এই নগরে বসবাস করুন।। ৪-৭।।

ইতি শ্রুত্বা দেববশো রাজা পরিমলো বলী।
চর্তুলক্ষবলৈঃ সার্দ্ধং নিশীথে চ সমাগতঃ।।৮।।
শয়িতান্ ক্ষত্রিয়াঙ্কুরান্ হত্বা পঞ্চসহস্রকান্।
শতঘ্নীং রোষণীং চক্রে বহুশূরবিনাশিণীম্।।৯।।
তদোত্থায় মহীরাজঃ কটিমাবধ্য সংভ্রমাৎ।
বৈরিণং পরমং মত্বা মহদ্ যুদ্ধম্ অচীকরৎ।।১০।।
যুদ্ধয়ন্ত্যোঃ সেনয়াস্তত্র মলতা পুত্র গৃদ্ধিনী।
শারদামাদরাদ্ গত্বা পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।।১১।।
দেবদেবি মহাদেবি সর্বদুঃখবিনাশিনি।
হর মে সকলং বাধাং কৃষ্ণাংশং বোধয়াশুচ।।১২।।
জপ্তা যুতমিমং মন্ত্রং হুত্বা তর্পনমাজনে।
কৃত্বা সুস্বাপ তদ্বেশ্মনস্তদা তুষ্টা স্বয়ং শিবা।।১৩।।
মলনে মহতী বাধা ক্ষয়ং যাস্যতি মা শুচঃ।।১৪।।

একথা শ্রবণ করে দেববশীভূত বলী পরিমল রাজা নিজ চারলক্ষ সেনা নিয়ে অর্ধরাত্রে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে শয়নকারী পঞ্চসহস্র ক্ষত্রিয়কে তিনি হত্যা করলেন। পুনরায় বহু শত্রুহননকারী শতঘ্নী বাণের তোপ দাগলেন।। তখন মহীরাজ সম্ভ্রমে উত্থান করে কটি বন্ধন করে তাকে পরমশত্রু মনে করে মহাযুদ্ধ করেছিলেন।। ৮-১০।।

সেখানে দুই পক্ষের সেনাদের যুদ্ধের পর মলনা পুত্র গৃদ্ধিনী শারদাদেবীর কাছে গিয়ে প্রভূত সমাদর এবং ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়ে তার পূজা করেছিলেন। হে দেবি, হে মহাদেবি, তুমি সবার দুঃখ বিনাশকারী। এই সময় আমার সম্পূর্ণ বাধা হরণ করো এবং শীঘ্র একথা কৃষ্ণাংশকে বলে দাও।। ১১-১২।।

সে দশহাজার বার মন্ত্রজপ করে পুনরায় হোম করে এবং যথাবিধি তর্পণ করে তথা মার্জনা করলেন এবং রাত্রে তিনি সেখানেই শয়ন করলেন। তথা শিবা প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং এসে বললেন। হে মলনে, তোমার মহাবাধা ক্ষয় প্রাপ্ত হবে, তুমি চিন্তা কোরো না।। ১৩ -১৪।।

ইত্যুক্ত্বা শারদা দেবী কৃষ্ণাংশং প্রতি চাগমৎ।
পুত্র তে জননী ভূমিমহীরাজেন পীড়িতা।
ক্ষয়ং যাস্যতি শীঘ্রং চ তস্মাত্বং তাং সমুদ্বর।।১৫।।
ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যাসঃ বীরো বিস্ময়ান্বিতঃ।
দেবকীং প্রতি সংপ্রাপ্তঃ কথয়ামাস কারণম্।।১৬।।
সাতু শ্রুত্বা বচো ঘোরং স্বর্ণবত্যা সংমন্বিতা।
রুরোদ ভৃশমুদ্বিগ্না বিলপ্য বহুধা সতী।।১৭।।
কৃষ্ণাংশস্তু তদাদুঃখী দেবসিংহমুবাচ হ।
কিং কর্তব্যং ময়াবীর দেহ্যাজ্ঞাং দারুণে ভয়ে।।১৮।।
তচ্ছ্রুত্বা তেন সহিতো লক্ষনেন সংমন্বিতঃ।।
যযৌ ভীমসেনাংশ সেনাপতিরুদারধীঃ।
সপ্তলক্ষবলৈঃ সার্দ্ধং বিনাহ্লাদেন সংযযৌ।।২০।।

মলনাকে একথা বলে দেবী শারদা কৃষ্ণাংশের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, হে পুত্র, তোমার মাতৃভূমি এই সময় মহীরাজের দ্বারা পীড়িতা। শীঘ্র তা যায় প্রাপ্ত হবে, তুমি শীঘ্র তা উদ্ধার কর।। ১৫।।

দেবীর এইরূপ বচন শ্রবণ করে সেই বীর অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং দেবকীর কাছে গিয়ে সমস্ত কারণ তাকে শোনালেন।। ১৬।।

তিনি এই সব কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন এবং স্বর্ণবতীর সঙ্গে অত্যন্ত রোদন করতে লাগলেন এবং বিলাপ করে অত্যন্ত পীড়া লাভ করলেন।। ১৭।।

কৃষ্ণাংশও সেই সময় অত্রন্ত পীড়িত হয়ে দেবসিংহকে বললেন, হে বীর, আমার এই সময় কি করা উচিৎ। আমার প্রচন্ড ভয় উৎপন্ন হচ্ছে, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন। সে কথা শ্রবণ করে কৃষ্ণাংশের সাথে তিনিও লক্ষণ দিগ্বিজয় করতে মহাবতী গেলেন।। ১৮-১৯।।

ভীমসেনাংশ উদারবুদ্ধি তালন সেনাপতি পদে আসীন্ হয়ে সাতলক্ষ সেনা নিয়ে আহ্লাদ বিনা সেখানে গেলেন। কল্প ক্ষেত্রে পৌঁছে যোগীবেশ

কল্পক্ষেত্র মুপাগম্য যোগিনস্তে তদাভবন্।
সেনাং নিবেশয়ামাস বিপিনে তত্র দারুণে।।২১।।
কৃষ্ণাংশস্তালনো দেবো লক্ষনো বলত্তরঃ।
গৃহীত্বা লাস্যবস্তুনি যুদ্ধভূমিমুপাগমন্।।২২।।
সপ্তাহং চ তয়োযুদ্ধং জাতং মৃত্যুবিবর্দ্ধনম্।
সপ্তমেহহনি তে বীরাঃ সম্প্রাপ্তা রণমূর্দ্ধনি।।২৩।।
তস্মিন্দিনে মহাভাগঃ মহদযুদ্ধ মবর্তত।।২৪।।
দষ্টা পরাজিতং সৈন্যং রাজা পরিমলো বলী।
রথস্থশ্চাপমাদায় মহীরাজমুপাযযৌ।।২৫।।
যাদবশ্চ গজারুঢ়স্তদা চন্দ্রাবলী পতিঃ।
ধুন্ধুকারং সমাহূয় ধনুযুদ্ধমচীকরৎ।।২৬।।
হরিনাগরমারুহ্য ব্রহ্মানন্দ মহাবলঃ।
তারকং শক্রমাহূয় ধনুযুর্দ্ধং চকারহ।।২৭।।

ধারণ পূর্বক সেই দারুণ বনে যে সেনা ছিল তাতে নিবেশ করেছিলেন।। ২০-২১।।

কৃষ্ণাংশ তালন-দেবসিংহ এবং বলবান্ লক্ষণ সকলে লাস্য বস্তু গ্রহণ করে যুদ্ধ ভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সাতদিন ধরে দুই পক্ষের মহাযুদ্ধ হয়েছিল। সপ্তদিনে সেই বীরগণ রণতুঙ্গে উপস্থিত হল। হে মহাভাগ, সেই দিন মহাযুদ্ধ হয়েছিল।। ২২ -২৪।।

রাজা পরিমল সৈন্যদের পরাজিত দেখে রথস্থিত হয়ে ধনুষ গ্রহণ করে মহীরাজের নিকট গেলেন।। ২৫।।

সেই সময় চন্দ্রাবলী পতি যাদব হস্তীর উপর সংস্থিত ছিলেন। তিনি ধুন্ধুকারের সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করেছিলেন। মহাবলবান্ ব্রহ্মানন্দ হরিনগরে স্থিতহয়ে তারক শক্রকে ডেকে তার সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করেছিলেন।। গজপর সংস্থিত রণজিৎ মর্দন রাজপুত্রকে ডেকে তার সাথে ধনুর্যুদ্ধ করেছিলেন।

মর্দনং রাজপুত্রং চ রণজিদ্ গজসংস্থিতঃ।
স্বশরৈস্তাড়য়ামাস সৎসুতং চ জধান হ।।২৮।।
রূপনো বৈ সরদনং হয়ারুঢ়ো জগাম হ।
আভীরীতনয়ো জাতো মদনো নাম বৈ বলী।
নৃহরং রাজপুত্রং চ শংখাংশশ্চ জগামহ।।২৯।।
তেষু সংগ্রামমেতেষু চা মুন্ডোহযুতসৈন্যপঃ।
মহীপতেশ্চ বচনং মত্বা নগরমাযযৌ।।৩০।।
দদর্শ নগরীং রম্যাং চতুর্বর্ণসমন্বিতাম্।
ধনধান্যযুতাং বীরো দেবভক্তি পরায়নঃ।।৩১।।
মহীপতিস্তু বৈ ধূর্তো দুর্গদ্বারি সমাগতঃ।
চামুন্ডেন যুতঃ পাপী রাজগেহমুপাযযৌ।।৩২।।
মলতা ভ্রাতরং দষ্টা বচনং প্রাহ দুঃখিতা।
ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী চাদ্য সবব্রী হি গৃহে স্থিতম্।।৩৩।।

তিনি নিজ শরের দ্বারা প্রহার করেছিলেন এবং তার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন।। ২৬ -২৮।।

রূপণ অশ্বারূঢ় হয়ে সরদনে উপস্থিত হলেন। আভীরী তনয় মদন নাকতম বলী জাত হয়েছিলেন। রাজপুত্র নৃহরের কাছে যুদ্ধ করার জন্য শংখাংশ গিয়েছিলেন। এদের সকলকে সংগ্রামে ব্যগ্র রাখার জন্য অযুত সেনার স্বামী চামুন্ডা মহীপতির বচন শুনে নগরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।। ২৯ -৩০।।

তিনি চারবর্ণের লোক সমন্বিত ধন্য ধান্য পরিপূর্ণ নগরী দেখলেন। সেখানে দেবী ভক্তি পরায়ণ বীর ছিলেন। ধূর্ত মহীপতি দূর্গ দ্বারে আগত হয়ে চামুন্ডার সঙ্গে পাপী রাজ গৃহে আগত হলেন।। ৩১ -৩২।।

মলনা যখন ভাইকে দেখলেন তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাকে বললেন - আজ ভাদ্রপদ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি এবং যবব্রীহি গৃহে আছে। সুপুন্য জলের

ন প্রাপ্তং জলসংস্থানে সুপুণ্যে কীর্তিসাগরে।
মহীরাজো মহাপাপী বামনোৎসবমাগতঃ।।৩৪।।
বিনাহ্লাদং চ কৃষ্ণাংশং মহদ্ দুঃখমুপাগতম্।
ইত্যুক্তরসঃ বিহস্যাহ ব্রাহ্মণোহয়ং মহাবলী।
কান্যকুব্জাৎসমায়াতঃ কৃষ্ণাংশেন প্রযোজিতঃ।।৩৫।।
দেবীদত্তশ্চ নাম্নাহয়ং স তে কার্যং করিষ্যতি।
শ্রুত্বা চন্দ্রাবলী দেবী সর্বভূষণসংযুতা।।৩৬।।
কামাগ্নিপীড়িতং বিপ্রং চামুন্ডং চ দদর্শ হ।
মাতরং প্রতি চাগম্য বচনং প্রাহ নির্ভরম্।।৩৭।।
ধূতোহয়ং ব্রাহ্মণো মাতর্নিশ্চয়ং মাং হরিষ্যতি।
কোহয়ং বীরোণ জানামি কথং যামি পতিব্রতা।।৩৮।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা লজ্জিতঃ স মহীপতিঃ।
চামুন্ডেন যুতঃ প্রাপ্তো যত্রাভূৎ স মহারণঃ।।৩৯।।

সংস্থান কীর্তি সাগরও আছে। কিন্তু তিনি তা প্রাপ্ত হননি। মহাপাপী মহীরাজ বামনোৎসবে এসে উপস্থিত হয়েছে।। ৩৩-৩৪।।

আহ্লাদ এবং কৃষ্ণাংশ বিনা তিনি মহাদুঃখে উপস্থিত হয়েছেন। এই কথা বলে তিনি সহাস্যে বললেন - সেই ব্রাক্ষণ মহাবলবান্ এবং কান্য কুঞ্জ থেকে কৃষ্ণাংশ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন।। তার নাম দেবী দত্ত এবং সে তোমার কার্য করে দেবে। চন্দ্রাবলী দেবী সে কথা শ্রবণ করে সমস্ত ভূষণ সংযুক্ত হয়ে গেলেন।। তিনি দেখলেন বিপ্র চামুন্ডা কামাগ্নির দ্বারা পীড়িত। তিনি নিজমাতাকে বললেন, সেই ব্রাক্ষণ প্রভূত ধূর্ত এবং নিশ্চয়ই সে আমাকে হরণ করবে। তিনি বাস্তবে কোনো বীর কিনা সেকথা আমি জানি না। আমি পতিব্রতা নারী আমি কিভাবে তার সঙ্গে যাব।। ৩৫-৩৮।।

তার কথা শ্রবণ করে মহীপতি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং তিনি চামুন্ডার সাথে সেখানে এসে উপস্থিত হলে, সেখানে মহারণ হয়েছিল।। ৩৯।।

এতস্মিন্ অনন্তরে তে বৈ ব্রহ্মাদ্যাস্তেঃ পরাজিতাঃ।
ত্যক্ত্বা যুদ্ধং গৃহং প্রাপ্তাস্ত্রিলক্ষবলসংযুতাঃ।।৪০।।
কপাটং সুদৃঢ়ং কৃত্বা মহাচিন্তামুপাযযুঃ।
মহীরাজস্তু বলবান্ মহীপত্যনুমোদিতঃ।।৪১।।
প্রমদাবনমাগত্য ষষ্টিলক্ষবলান্বিতঃ।
জুপোপ তত্র বলবান্ মাননোৎ সবগোহেতবে।।৪২।।
তালনাদ্যাশ্চ চত্বারঃ শিরীষাখ্যপুরং যযুঃ।
স্থলীভূতং চ তং গ্রামং দৃষ্ট্বাতে বিস্ময়ান্বিতাঃ।
প্রযযুস্তে সুখভ্রষ্টা দদৃশুহিমদং মুনিম্।।৪৩।।
প্রণম্যোচুঃ শুচাবিষ্টা বলখানি মুণে বলী।
ক্ব গতঃ সমরশ্লাঘী স চ কুনাগরৈ যুতঃ।।৪৪।।
শ্রুত্বাহ হিমদো যোগী মহীরাজেন নাশিতঃ।
ছঘনা বলখানিশ্চ তস্যেয়ং সুন্দরী চিতা।।৪৫।।

ইতি মধ্যে তার দ্বারা পরাজিত ব্রহ্মাদি যুদ্ধ ত্যাগ পূর্বক তিনলক্ষ সেনা সংযুক্ত হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন।।৪০।।

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে তারা সকলে মহাচিন্তাতে মগ্ন হলেন। মহীপতির অনুমোদন ক্রমে বলবান্ মহীরাজ প্রমদা বনে এসে সাতলক্ষ সেনা নিয়ে সেখানে বামনোৎসব হেতু রক্ষা করতে লাগলেন।। ৪১-৪২।।

তালনাদি চারবীর শিরীষাখ্যপুরে চলে গেলেন। সেই গ্রামকে স্থলীভূত দেখে তারা সকলে অধিক বিষময় প্রাপ্ত হলেন। তারা সকলে সুখ ভ্রষ্ট হয়ে চলে গেলেন এবং তারা হিমদ মুণির দর্শন পেলেন।। ৪৩।।

শোকাবিষ্ঠ তারা প্রণাম করে তাকে বললেন, হে মুনে, বলী বলখানি, যিনি সমরশ্লাঘী ছিলেন, তিনি কোথায় চলে গেলেন ? কেননা তিনি কুনাগরকের সঙ্গে ছিলেন।। ৪৪।।

সে কথা শ্রবণ করে হিমদ যোগী বললেন, বলখানিকে মহারাজ ছলের দ্বারা সেখানে প্রভূত বিলাপ করতে লাগলেন, হাবন্ধো, হে ধর্মঅংশজ তুমি

ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরাং কৃষ্ণাংশ শোকতৎপরঃ।।৪৬।
বিললাপ ভৃশং তত্র হা বন্ধোধর্মজান্তক।
ত্বদৃতে ভূতলে বাসো মমাতীব ভয়ং করঃ।।৪৭।।
দর্শনং দেহিমে ক্ষিপ্রন্তো চেৎপ্রাণাং স্ত্যজামহম্।।৪৮।।
ইত্যুক্তঃ স তু তদভ্রাতা বলখানি পিশাচগঃ।
সপত্নীকঃসমায়াতো রোদনং কৃতবান্ বহু।
কথিত্বা সর্ববৃত্তান্তং যথাজাতং স্ববৈশসম্।।৪৯।।
দিব্যং বিমানমারুহ্য গতো নাকং মনোরমম্।
যুধিষ্ঠিরে তস্য কলা বলাখানেলয়ং গতা।।৫০।।
তদা দুঃখীহকৃষ্ণাংশ কৃত্বা ভ্রাতুস্তিলাং জলিম্।
মহাবতীং সমাগত্য রাজগেহমুপাযযৌ।।৫১।।
বেণুশব্দেন কৃষ্ণাংশো ননর্ত জনমোহনঃ।
বীণাপ্রবাদ্যং চ জগৌ তালনো যোগিরূপধৃক্।।৫২।।

বিনা এই ভূতলে বাস াামার পক্ষে ভয়ংকর। তুমি আমাকে শীঘ্র দর্শন দাও। অন্যথা আমি নিজ প্রাণ বিসর্জন দেবো।। ৪৬-৪৮।।

একথা বলার পর তার ভ্রাতা বলখানি পিশাচরূপী পত্নীর সংগে সেখানে আগত হয়ে অত্যন্ত রোদন করলেন। তিনি নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন যেভাবে তিনি নিজের বৈশস প্রাপ্ত হয়েছিলেন।। ৪৯।।

তিনি দিব্য বিমানে আরূঢ় হয়ে মনোরম স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং তিনি যুধিষ্ঠির কলাতে লয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন।। ৫০।।

সেই সময় দুঃখিত কৃষ্ণাংশ নিজ ভ্রাতাকে তিলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। পুনরায় মহাবতীতে ফিরে গিয়ে রাজগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কৃষ্ণাংশ বেণু শব্দের সাথে নাচতে লাগলেন, যাতে সমস্ত জগৎ মোহিত হয়েগেল। বেণু প্রবাদ্যে তালন যোগীরূপ ধারণ পূর্বক গান করতে লাগলেন।। ৫১ -৫২।।

মৃদংগধ্বনিনা দেবীলক্ষণ কাংস্যবাদ্যকঃ।
সুস্বরং চ জগৌ তত্র শ্রুত্বা রাজা বিমোহিতঃ।।৫৩।।
তদা তু মলতা রাজ্ঞী দৃষ্ট্বা তদ্বাসনোৎসবম্।
রুদিত্বা বচনং প্রাহ ক্ব গতো মে প্রিয়ংকরঃ।।৫৪।।
কৃষ্ণাংসো বন্ধুসহিতসত্যক্ত্বা মাং মন্দভাগিনীম্।
ত্বয়া বিরহিতো দেশো মহীরাজেন লুণ্ঠিতঃ।।৫৫।।
ইত্যুক্তাং মলতাং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাংশ স্নেহ কাতরঃ।
বচনং প্রাহ নম্রাত্মা দেহিত্বং বচনং কুরু।।৫৬।।
যোগিনশ্চ বয়ং রাজ্ঞি সর্বযুদ্ধ বিশারদাঃ।
তবেদং সকলং কার্যং কৃত্বা যামো হি নৈমিষম্।।৫৭।।
যে সবব্রীহয়শ্চৈব তব সখনি সংস্থিতাঃ।
গৃহীত্বা যোষিতঃ সর্বা গচ্ছন্তু সাগরান্তিকম্।
বয়ং তু যোগসৈন্যেন তব রক্ষাং চ কুর্মহে।।৫৮।।

দেবসিংহ মৃদঙ্গধ্বনি এবং লক্ষণ কাংস্য বাদ্য বাজাতে লাগলেন। এই প্রকারে সেখানে সুস্বরধ্বনিতে গান শ্রবণ করে রাজা বিমোহিত হয়েগেলেন। সেই সময় রানী মলনা সেই বামনোৎসব দেখে রোদন করতে করতে বললেন - আমার প্রিয়ংকর কোথায় চলে গেলেন। সেই কৃষ্ণাংশ নিজ ভ্রাতার সঙ্গে আমার মত মন্দ ভাগিনীকে ত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন। হে পুত্র, আজ তোমাবিনা এই দেশ মহীরাজ লুণ্ঠন করে চলেগেলেন। এই প্রকার বিলাপকারী মলনাকে দেখে কৃষ্ণাংশ অত্যন্ত স্নেহ কাতর হয়ে উঠলেন এবং নম্রভাবে বললেন - হে দেবি, আপনি আমাদের আদেশ দিন। হে রাজ্ঞি, যদ্যপি আমরা সকলে যোগী কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় আমরা মহাপন্ডিত। তোমার এই সমস্ত কার্য পালন করে আমরা নৈমিষারণ্যে চলে যাব। তোমার ঘরে সংস্থিত এই যবব্রীহি সমস্ত স্ত্রীগণ গ্রহণ করে সাগর সমীপে যান। আমরা যোগসেনা দ্বারা তোমাদের রক্ষা করব। এই প্রকার বচন শ্রবণ করে পতিব্রতা পুত্রী তার মাকে বললেন - ঐ নর্তক

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য তৎসুতা চ পতিব্রতা।
মাতরং বচনং প্রাহ কৃষ্ণাংশোহয়ং ন নর্তকঃ।।৫৯।।
পুন্ডরীকনিভে নেত্রে শ্যামাংগং তস্য সুন্দরম্।
কৃষ্ণাংশেন বিনা মাতঃ কো রক্ষার্থং ক্ষমো ভূবি।
দুজয়শ্চ মহীরাজঃ কৃষ্ণাংশেন বিনির্জিতঃ।।৬০।।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা মলনা প্রেমহ্বলা।
যবব্রীহয়ো নিষ্কাস্য যোষিতাং স্থাপিতাঃ করে।।৬১।।
জগুস্তা যোষিতঃ সর্বাঃ কৃষ্ণাংশচারিতং শুভম্।
লক্ষণঃ শীঘ্রমাগম্য যোনিবেষান স্বসৈনিকান্।
সজ্জীকৃত্য স্থিতস্তত্র তালনাদ্যৈঃ সুরক্ষিতঃ।।৬২।।
কীর্তিসাগরমাগম্য তে বীরা বলদজপির্তাঃ।
রুরুধুঃ সর্বতো নারীর্দোলাযুতমিতস্থিতাঃ।।৬৩।।
মহীপতিস্তকুলহা জ্ঞাত্বা কৃষ্ণাংশমাগতম্।
চন্দ্রবংশিনমাগত্ম্য সুপুত্রশ্চ রুরোদহ।।৬৪।।

কৃষ্ণাংশ তার পুন্ডরীক সদৃশ নেত্র এবং শ্যামাঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে। হে মাতা কৃষ্ণাংশ বিনা এই ভূমন্ডলে রক্ষা কার্যে সমর্থ আর কে আছে। কৃষ্ণাংশ দ্বারা বিনির্জিত মহীরাজ দুর্জয়।। ৫৩-৬০।।

কন্যার এই কথা শ্রবণ করে মলনা প্রেম বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি যবব্রীহি নিষ্কাশন করে যোষিতগণের হাতে স্থাপিত করলেন। সেই সকল স্ত্রীগণ কৃষ্ণাংশের শুভ চরিত্রের গান করতে লাগলেন। লক্ষণ শীঘ্র সুরক্ষিত হয়ে সেখানে স্থিত হলেন। সেই সমস্ত বীর বলদর্পিত হয়ে কীর্তি সাগরে আগত হয়ে স্থিত হলেন এবং তারা দোলাযুত মিত স্থিত হয়ে সকল নারীকে অবরুদ্ধ করলেন।। ৬১- ৬৩।।

কুলঘাতী মহীপতি কৃষ্ণাংশের আগমন বার্তা জ্ঞাত হয়ে চন্দ্রাবংশীর কাছে এসে পুত্রের সঙ্গে রোদন করতে লাগলেন।। ৬৪।।

যোগভিষ্টৈর্মহারাজ লুণ্ঠিতাঃ সর্বযোষিতঃ।
মলতা সংহৃতাঃ তত্র তথা চন্দ্রাবলী সুতা।।৬৫।।
মহীরাজস্য তে সৈন্যা যোগিবেষাঃ সমাগতাঃ।
তারকায় সুতাং প্রাদান্ মহীরাজায় মৎস্বসাম্।।৬৬।।
ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরং ব্রহ্মানন্দো মহাবলঃ।
লক্ষসৈন্যান্বিতস্তত্র যযৌ রোষসমন্বিতঃ।।৬৭।।
মহীরাজস্তু কলহী সৈন্যা যুতমহাত্নজঃ।
রক্ষিতঃ কামসেনেন তথা রণজিতা যযৌ।।৬৮।।
তয়োশ্চাসীন্ মহদ যুদ্ধং সেনয়োরু ভয়োভূবি।
তালনো যোগিবেষশ্চ ব্রহ্মানন্দমুপাযযৌ।।৬৯।।
লক্ষণাশ্চাভয়ং শূরং দেবসিংহো মহীপতিম্।
জিত্বা বদ্ধ্বা চ মুদিতৌ কামসেনঃ সমাগতঃ।।৭০।।
লক্ষণঃ কামসেনং চ দেবো রণজিতং তদা।
বদ্ধা তত্র স্থিতৌ বীরো শত্রুসৈন্যক্ষয়ং করৌ।।৭১।।

হে মহারাজ, ঐ যোগিগণ সমস্ত স্ত্রীগণকে লুণ্ঠন করেছে। তার মধ্যে মলনা এবং তার পুত্রী চন্দ্রাবলীও রয়েছে। তারা সকলে মহীরাজের সৈনিক যারা যোগীবেশ ধারণ করে রয়েছে। তারকের জন্য সুতাকে এবং আমার ভগিনীকে মহীরাজের জন্য প্রদান করা হয়েছে।। ৬৫ -৬৬।।

এই প্রকার ঘোর বচন শ্রবণ করে মহাবলবান্ ব্রহ্মানন্দ একলক্ষ সেনা নিয়ে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সেখানে এলেন। মহীরাজ কলহপরায়ণ ছিলেন। তিনি কামসেনের দ্বারা রক্ষিত এক অযুত রণজয়ী সেনা উপস্থিত হলেন। যুদ্ধভূমিতে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। যোগীবেশী তালন ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আগত হলেন।। ৬৭ -৬৯।।

লক্ষণ অভয় শূরের সঙ্গে এবং দেবসিংহ মহীপতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের জয় করে তথা বন্ধন করে আনন্দিত হলেন। পুনরায় কামসেন আগত হলেন। লক্ষণ কামসেনকে এবং দেবরণজিতকে বন্ধন করে শত্রু

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা বদ্ধা বৈ তালনং বলী।
লক্ষণান্তমুপাগম্য ধনুর্যুদ্ধমচীকরৎ।।৭২।।
লক্ষণং ছিন্নদাম্বানং পুনর্বদ্ধা মহাবলঃ।
দেবসিংহ মুপাগম্য মূর্ছিতং তং চকার হ।।৭৩।।
হাহাভূতে যোগি সৈন্যে প্রদ্রুতে সর্বতো দিশাম্।
কৃষ্ণাংশো যোষিতঃ সর্বা বচনং প্রাহ নম্রধীঃ।।৭৪।।
ব্রহ্মানন্দোহয়মায়াতো মম সৈন্য ক্ষয়ংকরঃ।
তস্মাদ্সূয়ং ময়া সার্দ্ধং গচ্ছতাশু চ তং প্রতি।।৭৫।।
ইত্যুক্ত্বা তাসঃ সমাদায় ব্রহ্মানন্দমুপাযযৌ।
তয়োশ্চাসীন্ মহদ্ যুদ্ধং নর নারায়ণাংশয়োঃ।।৭৬।।
কৃষ্ণাংশস্তত্র বলবান্নমোমার্গেন তং প্রতি।
রথস্থং চ সমাগম্য মোহয়ামাস ঘোহসিনা।।৭৭।।

সেনাক্ষয়কারী সেই দুই বীর সেখানে স্থিত হলেন। ইতি মধ্যে বলী ব্রহ্মা তালনকে বদ্ধ করে লক্ষণের কাছে এসে ধর্মযুদ্ধ করেছিলেন। মহাবলবান্ ধুনুষ কেটে লক্ষণকে বেঁধে ফেললেন। পুনরায় দেবসিংহের কাছে এসে তাকে মূর্চ্ছিত করে দিয়েছিলেন।। ৭০ -৭৩।।

সেই যোগী সেনাদের মধ্যে সকলদিকেই হাহাকার শব্দ উঠেছিল। নম্রধী কৃষ্ণাংশ তখন সমস্ত নারীগণকে বললেন, আমার সেনাক্ষয়কারী ব্রক্ষানন্দ এসে উপস্থিত হয়েছে, এই কারণে আপনারা শীঘ্র আমার সাথে তার কাছে চলো।। ৭৪ -৭৫।।

একথা তাদের সকলকে নিয়ে ব্রহ্মানন্দের কাছে চলে গেল। তার পর সেই দুই নর ও নারায়ণাংশের মহাযুদ্ধ হয়েছিল।। ৭৬।।

সেকানে বলবান্ কৃষ্ণাংশকে নভোমার্গ থেকে রথোপরিস্থিত ব্রক্ষানন্দ অসি দ্বারা মোহিত করলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হলে প্রসন্নতা বশতঃ তাকে ছেড়ে দিয়ে সেই যোগী যুদ্ধস্থল থেকে পলায়ন করলেন।। যোগি সৈন্য

তদা তু মূছিতে তস্মিন্ মোচয়িত্বা চ তা মুদা।
যোগী সৈন্যান্বতো যুদ্ধাৎপলায়ন পরোঽভবৎ।।৭৮।।
পরাজিতে যোগিসৈন্যে ব্রহ্মানন্দো মহাবলঃ।
যোষিতস্তাঃ সমাদায় স্বগেহায় দধৌ মনঃ।।৭৯।।
মহীরাজস্তু সংপ্রাপ্তো মহীমত্যনুমোদিতঃ।
রুরোধ সর্বতো নারীঃ শিবদত্তবরো বলী।।৮০।।
নৃহরশ্চাভয়ং শূরং মর্দনশ্চৈব ব রূপণাম্।
মদনং বৈ সরদনো ব্রহ্মানন্দং চ তারকঃ।।৮১।।
চামুন্ডঃ কামসেনং চ ধনুর্যুদ্ধমচীকরৎ।
তদাভয়ো মহীবীরো ধুন্বন্তং নৃহরং রিপুম্।।৮২।।
ছিত্বা ধনুস্তমাগত্য খংগযুদ্ধমচীকরৎ।
নৃহরঃ খংগরহিতোঽভবদ যুদ্ধ পরাঙমুখঃ।
তমাহ বচনং ক্রুদ্ধোঽভয়ো যুদ্ধার্থমুদ্যতঃ।।৮৩।।
ভবান্ বৈ মাতৃস্বস্ত্রীয়ো মহীরজাস্য চাত্মজঃ।।৮৪।।

পরাজিত হলে মহাবলী ব্রহ্মানন্দ সেই নারীগণকে নিয়ে নিজ গৃহের প্রতি গমন করলেন ।। ৭৭-৭৮।।

মহীমতির অনুমোদন পেয়ে মহীরাজ সেখানে এলেন এবং তিনি সকল স্ত্রীগণকে ঘিরে ফেললেন কারণ সেই বলী ভগবান্ শিবের দত্তবরদানী ছিলেন।। ৭৯ -৮০।।

নৃহর অভয়কে, মর্দন শূররূপণকে সরদন মদনকে এবং তারক ব্রহ্মানন্দকে তথা চামুন্ডা কামসেনকে রোধ করে সেখানে ধর্মযুদ্ধ করেছিলেন। সেই সময় মহাবীর অভয় ধনুর্ধারী নৃহর শত্রুকে রোধ করে তার ধনু কর্তন করলেন এবং তাঁর সঙ্গে খড়্গযুদ্ধ করেছিলেন। নৃহর খড়্গ রহিত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হলেন। তখন যুদ্ধের জন্য উদ্যত অভয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন - আপনি আমার মাতৃস্বসার পুত্র এবং মহারাজ আত্মজ। ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম হল সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হওয়া। আপনি কি চান? একথা শ্রবণ করে নৃহর ক্রোধবশতঃ পরিঘ গ্রহণ করলেন এবং তিনি তাঁর মস্তকে প্রহার

ক্ষত্রিয়াণাং পরং ধর্মং কথং সংর্হতুমিচ্ছতি।
ইতি শ্রুত্বা তু নৃহরো গৃহীত্বা পরিঘং রুষা।।৮৫।।
জঘান তং চ শিরসি স হত স্বর্গমাপ্ময়ৌ।
স চ বৈ কৃতবর্মাংশো বিলীনঃ কৃতবর্মণি।।৮৬।।
মদনং গোপজাতং চ হত্বা সরদনো বলী।
জয়শব্দং চকারোচ্চৈ পুনর্হত্বা রিপোবর্লম্।
উত্তরাংশশ্চ স জ্ঞেয়ো মদনশ্চোত্তরে লয়ঃ।।৮৭।।
রূপণশ্চ সমাগত্য মূর্চ্ছয়িত্বা চ মর্দনম্।
পুনঃ সরদনং প্রাপ্য খংগযুদ্ধং চকার হ।।৮৮।।
ব্রহ্মানন্দশ্চ বলবান্ স বদ্ধা তারকং রুষা।
মহীরাজান্তমাগম্য ধনুর্যুদ্ধং চকার হ।।৮৯।।
নৃহরং রণজিৎ প্রাপ্য স্বভল্লেন তদা রুষা।
জঘান সমরশ্লাঘী মহীরাজসুতং শুভম্।।৯০।।
স বৈদুঃ শাসনাংশশ্চ মৃতস্তস্মিন্ সমাগতঃ।।৯১।।

করলেন, যাতে করে নিহত হয়ে তিনি স্বর্গে চলে গেলেন। তিনি কৃতবর্মার অবতার ছিলেন সুতরাং কৃতবর্মাতে তিনি বিলীন হলেন।। গোপ থেকে উৎপন্ন মদনকে নলী সরদন হত্যা করলেন এবং রিপুবলকে হত্যা করে উচ্চ শব্দে জয় করলেন। তিনি উত্তরাংশ ছিলেন এই জন্য তিনি উত্তরাংশে বিলীন হয়ে গেলেন।। ৮১-৮৭।।

রূপণ এসে মর্দনকে মূর্চ্ছিত করে পুনরায় সরদনের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে খড়্গ যুদ্ধ করেছিলেন।। ৮৮।।

বলবান্ ব্রহ্মানন্দ তারককে ক্রোধবশতঃ বেঁধে মহীরাজের সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করেছিলেন। রণজিৎ নৃহরের কাছে গিয়ে ক্রোধবশতঃ ভল্লের দ্বারা সেই সমরঘাতী মহীরাজের শুভ পুত্রকে হনন করলেন।। তিনি দুঃশাসনের অংশ ছিলেন, তাই মৃত্যুর পর তিনি তাতেই সমাগত হলেন।। ৯০-৯১।।

নিহতে নৃপুরে বন্ধৌ মদনঃ ক্রোধতৎপরঃ।
স্বশরৈঃশস্তাড়য়মাস সাত্যকেরংশুমুত্তমম্।।৯২।।
ছিত্ত্বা তাত্রমাজিচ্ছুরঃস বৈ পরিমলোদ্ভবঃ।
স্বভল্লেন শিরঃ কায়ান্ মর্দনস্য স চাহরৎ।।৯৩।।
মৃতেহস্মিন্ মর্দনে বীরে তদা সরদনো বলী।
তাড়য়ামাস তং বীরং স্বভল্লেনৈব বক্ষসি।।৯৪।।
মহৎ কষ্টমুপাগম্য রণজিন্ মলনোদ্ভবঃ।
স্বখংঙ্গেঁন শিরঃ কায়াদপাহরত বৈরিণঃ।।৯৫।।
ত্রিবন্ধৌ নিহতে যুদ্ধে তারকঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
রথস্থশ্চ রথস্থং চ তাড়য়ামাস বৈ শরৈঃ।।৯৬।।
ছিত্ত্বা বাণং চ রণজিত্তথৈব চ রিপোর্দ্ধনুঃ।
ত্রিশরৈস্তাড়য়ামাস কর্ণাংশং তারকং হৃদি।।৯৭।।
অমর্যবশমাপন্নো যথাদন্ডৈভূজংগমঃ।
ধ্যাত্বা চ শংকরং দেবং বিষধোতং শরংপুনঃ।।৯৮।।

বন্ধু নৃহরের মৃত্যুর পর মর্দন ক্রোধবশতঃ সাত্যকির সেই উত্তম অংশকে নিজ বাণের দ্বারা তাড়ন করলেন। পরিমলের পুত্র শূর রণজিৎ সকল শর ছেদন করে পুনরায় নিজ ভল্লের দ্বারা মর্দনের শরীর থেকে মস্ত ক আলাদা করে দিলেন। সেই মর্দন বীর মারা গেলে সেই সময় বলী সরদন সেই বীরের বক্ষস্থলে নিজ ভল্লের দ্বারা প্রহার করলেন। মলনা পুত্র রণজিৎ প্রচন্ড কষ্টে নিজ খড়্গা দ্বারা সেই শত্রুর মস্তক শরীর থেকে আলাদা করে দিলেন।। ৯২-৯৫।।

তিনজন বন্ধু যুদ্ধে মারা গেলে তারক ক্রোধান্বিত হয়ে রথস্থিত হয়ে রথারোহীদের সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধ করেছিলেন।। রণজিৎ তার ধনুষ এবং বাণ ছেদন করে তিনটি শরের দ্বারা কর্ণাংশ তারকের হৃদয়ে প্রহার করলেন।। সর্প দন্ডের দ্বারা যেরূপ নম্রতা প্রাপ্ত হয়, তিনি সেরূপ হয়ে গেলেন। তিনি

সংধায় তর্জয়িত্বা চ শত্রুকণ্ঠমতাড়য়ৎ।
তেন বানেন রণজিৎত্যক্ত্বা দেহং দিবংগতঃ।।৯৯।।
হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে ব্রহ্মানন্দশ্চ দুঃখিতঃ।
মহীরাজভয়াদ ব্রহ্মপুরস্কৃত্য চ যোষিতঃ।
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীদিনে।।১০০।।
কপাটং সুদৃঢ়ং কৃত্বা সৈন্যৈঃ ষষ্টিসহস্রকৈঃ।
সার্দ্ধাং গেহমুপাগম্য শারদাং শরণং যযৌ।
মহীরাজস্তু বলবান্ পুত্রশোকেন দুঃখিতঃ।
সংকল্পং কৃতবান্ধোরং শৃন্বতাং সর্বভূভৃতাম্।।১০২।।
শিরীষাখ্যপুরং রম্যং যথা শূন্যং ময়াকৃতম্।
তথামহাবতী সর্বা ব্রহ্মানন্দাদিভিঃ সহ।
ক্ষয়ং যাস্যন্তি মদ্বানৈঃ সর্বে তে চন্দ্রবংশিনঃ।।১০৩।।

শংকরদেবের ধ্যান করে বিষ ধৌত শর পুনরায় সংযোজন করে শত্রুকে কষ্ট প্রদান করে হত্যা করলেন। রণজিৎও শরীর ত্যাগ পূর্বক দিবঙ্গত প্রাপ্ত হলেন।। ৯৭-৯৯।।

সেই মহাবীর হত হলে ব্রহ্মানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। মহীরাজের ভয়ে তিনি স্ত্রীগণকে সামনে রেখে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর দিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আগত হয়ে সুদৃঢ় কপাট দ্বারা আবদ্ধ হয়ে ষাট সহস্র সেনাকে প্রহরায় নিযুক্ত রেখে শারদা শরণে নিয়ত হলেন। বলবান্ মহরিাজ পুত্র শোকে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি সমস্ত রাজগণের সমক্ষে ঘোর সংকল্প করলেন।। রম্য শিরীসাখ্যপুর যেমন আমি শূন্য করে দিয়েছিলাম, তেমন ব্রহ্মাভাদি সঙ্গে সমস্ত মহাবতী এবং চন্দ্রবংশজ সমস্ত লোক আমার বাণের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হবে।। ১০০-১০৩।।

ইত্যুক্ত্বা ধুন্ধুকারং বৈ চাহুয়ামাস ভূপতিঃ।
পঞ্চলক্ষবলৈঃ সার্দ্ধং শীঘ্রমাগম্যতাং প্রিয়।।১০৪।।
ইতি শ্রুত্বা ধুন্ধুকারো গত্বা শীঘ্রং চ দেহলীম্।
উষিত্বা সপ্ত দিবসান্ যুদ্ধভূমিমুপাগমৎ।।১০৫।।
তদাষ্টলক্ষণসহিতো মহীরাজো মহাবলঃ।
তারকেন চ সংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপাযযৌ।।১০৬।।

।। কৃষ্ণাংশস্য - শোভা সংবাদ।।

অষ্টাবিংশব্দকে প্রাপ্তে কৃষ্ণাংশে বলবত্তরে।
কার্ত্তিক্যামিন্দুবারে চ কৃত্তিকাব্যতিপাত্তভে।।১।।
কৃষ্ণাংশোহযুতসেনাঢ়য়ঃ স্বর্ণবত্যা সমন্বিতঃ।
বিবাহ মুকটস্যৈব সন্ত্যাগায় যযৌ মুদা।।২।।
পবিত্র মুৎপলারণ্যং বাল্মীকিমুনি সেবিতম্।
গংগাকূলে ব্রহ্মাময়ং লৌহকীলকমুত্তমম্।।৩।।

একথা বলে সেই রাজা ধুন্ধকারকে ডাকলেন এবং বললেন, হে প্রিয়, পাঁচ লক্ষ সেনা নিয়ে তুমি শীঘ্র এসো। একথা শ্রবণ করে ধুন্ধুকার শীঘ্র দেহলীতে চলে এলেন এবং সাতদিন অপেক্ষা করে পুনরায় যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন। সেই সময় অষ্ট লক্ষণের সঙ্গে মহান্ বলবান্ মহীরাজ তারকের সঙ্গে যুদ্ধকরতে সেখানে এলেন।। ১০৪ - ১০৬।।

।। কৃষ্ণাংশের শোভা সংবাদ।।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণাংশের শোভা নামক বেশ্যা সমাগম সংবাদও পুরাণাচার্য এবং পুরানের ভেদ বর্ণনা করা হয়েছে।

সূতজী বললেন - বলবান্ কৃষ্ণাংশ অষ্টাবিংশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে কার্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে সোমবার দিন তথা কৃত্তিকা ব্যতিপতি নক্ষত্রে কৃষ্ণাংশ দশসহস্র সেনা যুক্ত হয়ে স্বর্ণবতীর সাথে বিবাহ মুকুট সম্যক প্রকার ত্যাগ

তত্র গত্বা স শুদ্ধাত্মা পুষ্পবত্যা সমন্বিতঃ।
গোসহস্রং চ বিপ্রেভ্যো দদৌ স্নানে প্রসন্নধীঃ।।৪।।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তা ম্লেচ্ছজাতিসমুদ্ভবা।
শোভা নাম মহারম্যা বেশ্যা পরমসুন্দরী।।৫।।
সা দদর্শ পরং রম্যং কৃষ্ণাংশং পুরুষোত্তমম্।
তদ্দৃষ্টিমোহমাপন্না ব্যকুলা চাভবৎক্ষণাৎ।।৬।।
মূর্চ্ছিতাং তাং সমালোক্য কৃষ্ণাংশঃ সর্বমোহনঃ।
স্বনিবাসমুপাগম্য বিপ্রাণাহূয় পৃষ্টবান্।।৭।।
অষ্টাদশ পুরাণানি কেন প্রোক্তানি কিং ফলম্।
ব্রূত মে বিদুষাং শ্রেষ্ঠা বেদশাস্ত্রপরায়ণাঃ।।৮।।
ইতি শ্রুত্বা বচো রম্যং বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রকোবিদাঃ।
অব্রুবন্ বচনং রম্যং কৃষ্ণাংশং সধর্ম্মগম্।।৯।।
পরাশরেণ রচিতং পুরাণং বিষ্ণুদৈবতম্।
শিবেন রচিতং স্কান্দং পদ্মং ব্রহ্মামুখোদ্ভবম্।।১০।।

করার জন্য প্রসন্ন মনে গিয়েছিলেন। বাল্মীকি মুনি কর্তৃক সেবিত পরম পবিত্র উৎপলারন্য ছিল। সেখানে গঙ্গা তটে উত্তম লৌহকীলক স্থানে সেই শুদ্ধ আত্মা পুষ্পবতীর সঙ্গ গিয়ে স্নান করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের জন্য এক সহস্র গোদান করেছিলেন।। ১-৪।।

ইতি মধ্যে ম্লেচ্ছ জাতিতে জন্মগ্রহণকারী মহাসুন্দরী এবং অত্যন্ত রম্য শোভা নাম্নী বেশ্যা সেখানে এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর, পুরুশোত্তম কৃষ্ণাংশকে দর্শন করলেন। কৃষ্ণাংশের দৃষ্টিতে মোহ প্রাপ্ত তিনি সেইক্ষনেই ব্যকুল হয়ে গেলেন। সর্বমোহন কৃষ্ণাংশ তাকে মূর্চ্ছিত হতে দেখে নিজ নিবাস স্থানে তাকে নিয়ে এসে বিপ্রকে ডেকে বলেছিলেন - হে বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ, আপনি সর্ববেদ এবং শাস্ত্রে পারদর্শী। আপনি আমাকে বলুন । এই রম্য বচন শ্রবণ করে বেদশাস্ত্রে পন্ডিত এবং পরম বিদ্বান্ সর্বধর্মজ্ঞাতা কৃষ্ণাংশকে বলেছিলেন যে, বিষ্ণুপুরাণ পরাশর মুণি রচনা করেছিলেন। ভগবান্ শিব স্কন্দ পুরাণ রচনা করেছিলেন এবং পদ্মপুরাণ ব্রহ্মার মুখ

শুক্রপ্রোক্তং ভাগবতং ব্রাহ্মং বৈ ব্রহ্মণাকৃতম্।
গারুড়ং হরিণা প্রোক্তং ষড় বৈ সাত্ত্বিকসম্ভবাঃ।।১১।।
মৎস্যঃ কূর্মো নৃসিংহশ্চ বামনঃ শিব এব চ।
বায়ুরেতৎ পুরাণানি ব্যাসেন রচিতানি বৈ।।১২।।
রাজসাঃ ষট্ স্মৃতা বীর কর্মকান্ডময়া ভুবি।
মার্কন্ডেয়ং চ বারাহং মার্কন্ডেয়েন নির্মিতম্।।১৩।।
আগ্নেয়মঙ্গিঁরাশ্চৈব জনয়ামাস চোত্তমম্।
লিংগব্রহ্মান্ডকে চাপি তন্ডিনা রচিতে শুভে।
মহাদেবেন লোকার্থে ভবিষ্যং রচিতং শুভম্।।১৪।।
তামসাঃ ষট্ স্মৃতাঃ প্রাজ্ঞৈঃ শক্তিধর্মপরায়ণাঃ।
সর্বেষাং চ পুরাণানাং শ্রেষ্ঠং ভাগবতং স্মৃতম্।।১৫।।
ঘোর ভূবি কলৌ প্রাপ্তে বিক্রমো নাম ভূপতিঃ।
কৈলাসাদ্ ভূবমাগত্য মুনীন্ সর্বান্ সমাহ্বয়ৎ।।১৬।।

থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। ভাগবৎ মহাপুরাণ শুকমুণি দ্বারা কথিত। ব্রক্ষ পুরাণ ভগবান্ ব্রক্ষা রচনা করেন। গরুড় পুরাণ ভগবান্ শ্রীহরি রচনা করেন - এই ছয়পুরাণ সাত্বিক সম্ভবপুরাণ।। ৫-১১।।

মৎস্য-কূর্ম নৃসিংহ বামন শিব এবং বায়ু এই পুরাণগুলি শ্রীব্যাস মুনি দ্বারা বিরচিত। এই ছয় প্রকার পুরাণ রাজস পুরাণ। হে বীর, এই ভূ-মন্ডল কার্যকান্ডে পরিপূর্ণ। মার্কন্ডেয় এবং বারাহ মার্কন্ডেয় দ্বারা নির্মিত। অঙ্গিরা মুনি আগ্নেয় পুরাণ রচনা করেন। লিংগ এবং ব্রক্ষান্ডক তন্ডি দ্বারা নির্মিত এবং সর্বলোকের জন্য মহাদেব ভবিষ্য পুরাণ রচনা করেন।। বিদ্বানগণ এই ছয় প্রকার পুরাণকে তামস পুরাণ বলেছেন এবং এগুলি শক্তিধর্মপরায়ন। এই সমস্ত পুরানের মধ্যে ভাগবত পুরাণ পরমশ্রেষ্ঠ পুরাণ।। ১২-১৫।।

এই ভূ-মন্ডলে ঘোর কলিযুগে বিক্রম নামক রাজা কৈলাস থেকে ভূমিতে এসে সমস্ত মুনিগণকে আহ্বান করলেন। সেই সময় সমস্ত মুণিগণ নৈমিষারণ্যে বসবাস করতেন, তাঁরা শ্রীসূতজীকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং

তদা তে মুনয়সর্বে নৈমিষারন্যবাসিনঃ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাসুস্তেষাং তচ্ছ্র বণায় চ।
প্রোক্তান্যুপপুরাণানি সূতেনাষ্টাদশৈব চ।।১৭।।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং কৃষ্ণাংশো ধর্মতৎপরঃ।
শ্রুত্বা ভাগবতং শাস্ত্রং সপ্তমেহহ্নি মহোত্তমম্।।১৮।।
দদৌ দানানিবিপ্রেভ্যো গোসুর্বণময়ানি চ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস সহস্রং বেদতৎ পরান্।।১৯।।
তদা তু ভিক্ষুকী ভূত্বা শোভা নাম মদাতুরা।
মায়াং কৃতবতী প্রাপ্য কৃষ্ণাংশো যত্র বৈ স্থিতঃ।।২০।।
ধ্যাত্বা মহামদং বীরং পৈশাচং রুদ্রকিং করম্।
মায়াং সা জনয়ামাস সর্বপাষাণ কারিণীম্।।২১।।
দষ্ট্বা স্বর্ণবতী দেবীতাং মায়াং শোভয়োদ্ ভবাম্।
ছিত্ত্বা চাহ্লাদ্য বামাংগীং স্বগেহং গন্তুমুদ্যতা।।২২।।

উপপুরাণ কথা বর্ণনা করা জন্য প্রেরণ করেন।। ১৬-১৭।।

এই প্রকার শ্রবণ করে ধর্ম পরায়ন কৃষ্ণাংশ মহোত্তন ভাগবত শাস্ত্র সাতদিনে শ্রবণ করেছিলেন এবং বিপ্রগণকে গো তথা সুবর্ণ দান করেছিলেন। বেদ তৎপর এক সহস্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করিয়েছিলেন।। ১৮-১৯।।

সেই সময় মদাতুরা শোভা নাম্নী ভিক্ষু বেশে সেখানে এসে মায়া করতে লাগলেন। তিনি রুদ্রকিংকর পৈশাচ বীর মহামদের ধ্যান করে তাকে নিয়ে এসে সকলকে পাষাণকারিনী মায়ায় বশীভূত করেছিলেন।। ২০ -২১।।

স্বর্ণবতীদেবী শোভার সবমায়া ছেদন করেদিয়েছিলেন এবং প্রসন্ন হয়ে সেই বামাঙ্গী নিজগৃহে যাবার জন্য উদ্যত হয়েগেল।। সেই বেশ্যা শোকাবিষ্ট স্বর্ণবতীর স্বর্ণমন্ত্র স্থিত উত্তম রম্য তথা বহুমূল্য শৃঙ্গের মায়া দ্বারা সংহরণ করে সেই ধূর্তা বাহ্লীক দেশে চলে গেলেন।। যখন তিনি কল্পক্ষেত্রে

সা বেশ্যা তু শুচাবিষ্টা তস্যাঃ শৃংগারমুত্তমম্।
স্বর্ণযন্ত্রস্থিতং রম্যং লক্ষদ্রব্যোপমূল্যকম্।
সংহৃত্য মায়য়া ধূর্তা দেশং বাহ্লীকর্মায়য়ৌ।।২৩।।
কল্পক্ষেত্রমুপাগম্য নেত্রসিংহসমুদভবা।
বেশ্যা মম শৃংগারং হৃতং জ্ঞাত্বা সু দুঃখিতা।।২৪।।
কৃষ্ণাংশ বচনং প্রাহ গচ্ছ গচ্ছ মহাবল।
গৃহীত্বা মম শৃংগার শীঘ্রমাগচ্ছ মাংপ্রতি।।২৫।।
গুটিকেয়ং ময়া বীর রচিতা তাং মুখেন চ।
ধূর্তমায়াবিনাশায় তব মংগলহেতবে।।২৬।।
ইতি শ্রুত্বা তয়া কৃত্বাকৃষ্ণাংশঃ সর্ব মোহনঃ।
শূকর ক্ষেত্রমাগম্য যত্র বেশ্যাং দদর্শ হ।।২৭।।
সা তু বেশ্যা চ তং বীরং দৃষ্ট্বা কন্দর্পকারিণম্।
রচয়িত্বা পুণর্মায়াং তদন্তিকমুপাগতা।।২৮।।

এলেন তখন নেত্রসিংহের পুত্রী তারা শৃঙ্গার চুরির কথা জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।। ২২-২৪।।

তিনি কৃষ্ণাংশকে বলেছিলেন যে, হে মহাবলবান্ তুমি শীঘ্র গিয়ে আমার শৃঙ্গার ফেরৎ নিয়ে এস।। ২৫।।

হেবীর, আমি এক গুটিকা রচনা করেছি, সেটি মুখে ধারণ কর, যাতে করে সেই ধূর্তার মায়া বিনষ্ট হবে।। ২৬।।

স্বর্ণবতীর সেকথা শ্রবণ করে গর্বমোহন কৃষ্ণাংশ সেইরূপ করেছিলেন। তিনি শূকর ক্ষেত্রে এসে সেই বেশ্যাকে দেখেছিলেন। তিনিও কন্দর্পকান্তি কৃষ্ণাংশকে দেখে নিজ মায়া বিস্তার করে তাঁর কাছে এসেছিলেন।। ২৭-২৮।।

তদা সা নিষ্ফলী ভূয় রুরোদ করুণং বহু।
রুদন্তী তাং সমালোক্য দয়ালুঃ স প্রসন্নধীঃ।।২৯।।
গৃহীত্বা সর্বশৃংগারং বচনং প্রাহ নির্ভয়ঃ।
কিং রোদিষি মহাভাগে সত্যং কথয় মা চিরম্।।৩০।।
সাহ মে সহরো নাম ভ্রাতা প্রাণসমপ্রিয়ঃ।
নাটয়ৈশ্চ পঞ্চসাহস্রৈঃ সহিতো মরণং গতঃ।।৩১।।
অতো রৌমি মহাভাগসম্প্রাপ্তা শরণং ত্বয়ি।
ইত্যুক্ত্বা মায়য়া ধূর্তা কৃত্বা শবময়ান ত্যজান্।।৩২।।
তস্মৈ প্রদর্শয়ামাস নিজকার্যপরায়ণা।
রুদিত্বা চ পুনস্তত্র প্রাণাংস ত্যক্তুং সমুদ্যতা।।৩৩।।
দয়ালুসঃ চ কৃষ্ণাংশ স্তামাহ করুণং বচঃ।
কথং তে জীবয়িয্যন্তি শোভনে কথয়াশু মে।।৩৪।।
সাহ বীর তবাস্যে তু সংস্থিতা গুটিকা শুভা।
দেহি মে কৃপয়া বীর জীবয়িষ্যন্তি তে তয়া।।৩৫।।

কৃষ্ণাংশ নির্ভীক চিত্তে বলেছিলেন যে, হে মহাভাগে, তুমি কেন রোদন করছ? বিলম্ব না করে আমাকে সত্য বল।। ২৯-৩০।।

তিনি বলেছিলেন - আমার সহর নামক ভ্রাতা, আমার প্রাণপ্রিয় ছিল। পাঁচসহস্র নাটয়োর সাথে সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছে। হে মহাভাবা এই কারণে আমি রোদন করছি ।এখন আমি তোমার শরণে এসেছি। একথা শ্রবণ বলে সেই ধূর্তা মায়া দ্বারা শবমায়ান্ত্যজ করে নিজ কার্য পরায়ণ সেই কৃষ্ণাংশকে দেখিয়ে দিলেন। এবং পুনরায় তিনি রোদন করে নিজ প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হল।। ৩১-৩৩।।

দয়ালু কৃষ্ণাংশ তাকে করুণা পূর্ণ বচনে বলেছিলেন -হে শোভনে, আমাকে শীঘ্র তুমি বল যে তারা কিভাবে জীবিত হবে। তিনি বললেন হেবীর, তোমার মুখে একটি শুভ গুটিকা আছে। হেবীর, আপনি সেটি আমাকে প্রদান করুন। তার দ্বারা এরা জীবিত হয়ে যাবে।। ৩৪-৩৫।।

ইত্যুক্তস্তু তয়া বীরো দদৌ তস্যৈ চ তদ্বসু।
তদা প্রসন্না ধূর্তা কৃত্বা শুকময়ং বপুঃ।
পঞ্চরস্থমুপাদায় কৃষ্ণাংশং কামবিহ্বলা।।৩৬।।
বাহ্লীক দেশমাগম্য সারটঠনগরং শুভম্।
উবাস চ স্বয়ং গেহ কৃত্বা দিব্যময়ং বপুঃ।।৩৭।।
নিশীথে সমনুপ্রাপ্তে কৃত্বা তং নবরূপিনম্।
আলিলিংগ হি কামার্তা কৃষ্ণাংশ ধর্মকোবিদম্।।৩৮।।
দষ্ট্বাতাং স তথাভূতাং কৃষ্ণাংশো জগদম্বিকাম্।
তুষ্টাব মনসা ধীরো রাত্রিসূক্তেন নম্রধীঃ।।৩৯।।
তদা সা স্বেজিনী ভূত্বা ত্যক্ত্বা কৃষ্ণাংশমুত্তমম্।
পুনঃ শুকময়ং কৃত্বা চিচিনীবৃক্ষমারুহৎ।।৪০।।
তদা স্বর্ণবতী দেবী বোধিতা বিষ্ণুমায়য়া।
কৃত্বা শ্যেনী ময়ং রূপং তত্র গত্বা মুদান্বিতা।
দদর্শ শুকভূতং চ কৃষ্ণাংশং যোগতৎপরম্।।৪১।।

একথা বলার পর সেই বীর বেশ্যা শোভাকে সেই ধনপ্রদান করলেন। তাতে পরমপ্রসন্ন সেই ধূর্তা বেশ্যা তার দ্বারা শুকময় শরীর প্রস্তুত করে কৃষ্ণাশকে নিয়ে কামবিহ্বল হয়ে তিনি বাহ্লীক দেশে চলে এলেন এবং সেখানে শুভসাগর নগরে বাস করতে লাগলেন। পুনরায় তিনি ঘরে নিজ দিব্য শরীর ধারণ করে অর্ধরাত্রে তাকে নরকরূপে প্রস্তুত করে কামার্ত হয়ে সেই ধর্মপন্ডিত কৃষ্ণাংশকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।। ৩৬-৩৮।।

কৃষ্ণাংশ সেই কামাতৃকে দেখে জগদম্বিকার স্ববন করলেন এবং বিনম্র মনে রাত্রি সুক্তের দ্বারা দেবীর স্তুতি করলেন। সেই সময় শোভা স্বেভিনী হয়ে উত্তম কৃষ্ণাংশকে ত্যাগ করে তাকে পুনরায় শুকময় শরীরে পরিণত করলেন এবং তিনি চিটনী বৃক্ষে আরূঢ় হলেন।। ৩৯-৪০।।

তখন দেবী স্বর্ণবতী বিষ্ণুমায়াতে বোধিত হয়ে নিজে শ্যেণীময় শরীর ধারণ পূর্বক প্রসন্নচিত্তে সেখানে পৌছালেন। তিনি যোগতৎপর শুকরূপী কৃষ্ণাংশকে সেখানে দেখেছিলেন।। ৪১।।

এতস্মিন্নন্তরে বেশ্যা পুনঃ কৃত্বা শুভং বপুঃ।
নরভূতং চ কৃষ্ণাংশং বচনং প্রাহ নম্রধীঃ।।৪২।।
অয়ে প্রাণপ্রিয় স্বামিন্ ভজ মাং কামবিহ্বলাম্।
পাহি মাং রতিদানেন ধর্মজ্ঞোসি ভবান্ সদা।।৪৩।।
ইত্যুক্তসঃ তু তামাহ বচনং শৃণু শোভনে।
আর্যবর্ত্মস্থিতোহং বৈ বেদমার্গরায়নঃ।।৪৪।।
বিবাহিতাং শুভাং নারী যো ভজেত ঋতৌ নহি।
স পাপী নরকং যাতি তির্য্যগ্ যোনিময়ং স্মৃতম্।
অতঃ পরস্ত্রিয়া ভোগো জ্ঞেয়ো বৈ নিরয় প্রদঃ।।৪৫।।
ইতি শ্রুত্বা তু সা প্রাহ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
শৃংগিণা চ মহাপ্রাজ্ঞ বেশ্যাসংগঃ কৃতঃ পুরা।
ন কোহপি নরকং প্রাপ্তস্তস্মান্মাং ভজ কামনীম্।।৪৬।।

ইতি মধ্যে সেই বেশ্যা পুনরায় নিজ শুভ শরীর ধারণ করে কৃষ্ণাংশকে নবরূপে নির্মাণ করে নম্রভাবে বললেন হে প্রাণপ্রিয় স্বামিন্ , কামবিহ্বলা আমাকে উপভোগ করো। আপনি তো ধর্মজ্ঞাতা, এই সময় রতিদান আমাকে প্রদান করে আমাকে রক্ষা করুণ।। ৪২-৪৩।।

সেই বেশ্যা একথা বললে সেই কৃষ্ণাংশ বলেছিলেন, হে শোভনে, তুমি আমার কথা শ্রবণ করো, আমি আর্যমার্গে স্থিত, এবং সদা বেদ মার্গে বিচরণ করি। যে পুরুষ নিজ বিবাহিতা শুভনারী ঋতুকালে উপভোগ করেন না সেই পাপী নরকগামী হন, যা তির্যক যোনি বলা হয়। এই কারণে পরস্ত্রীকে ভোগকারী পুরুষ নরকগামী হন। কৃষ্ণাংশের এরূপ বচন শ্রবণ করে সেই বেশ্যা বলেছিলেন - হে ধীমান্ , বিশ্বমিত্র ঋষি এবং শৃঙ্গী পূর্বে বেশ্যাগমন করেছিলেন। এসে করে তাঁরা কেউই নরকগামী হননি।।৪৪-৪৬।।

পুনশ্চাহ স কৃষ্ণাংশঃ কৃতং পাপং তপোবলাৎ।
তাভ্যাং চ মুনিযুগ্মাভ্যামসথোহিংসা প্রতম্।।৪৭।।
অৰ্দ্ধাংগ পুরুষস্য স্ত্রী মৈথুন চ বিশেষতঃ।
অহমার্য ভবতী বেশ্যা চ বহুভোগনী।।৪৮।।
ঋচি শব্দশ্চ পূর্বাস্যাজ্জাত ঋগজঃ সনাতনঃ।
যোগজশ্চৈব যঃ শব্দো দক্ষিনাস্যাদ্যজুর্ভবঃ।।৪৯।।
তদ্ধিতান্তশ্চ যশ্ শব্দ পশ্চিমাস্যাচ্চ সামজঃ।
ছন্দোভূতাশ্চ যে শব্দাস্তেসর্বে ব্রাহ্মণপ্রিয়াঃ।
কেবলো বর্ণমাত্রশ্চ স শব্দোহ্ থর্বজঃ স্মৃতঃ।।৫০।।
পঞ্চমাস্যাচ্চ যে জাতাঃ শব্দাঃ সংসারকারিণঃ।
তে সর্বে প্রাকৃতা জ্ঞেয়াশ্চতলক্ষবিভেদিনঃ।।৫১।।
হিত্বা তান্যো হি শুদ্ধাত্মা চতুবের্দপরায়ণঃ।
স বৈ ভবাটবীং ত্যক্ত্বা পদং গচ্ছত্যনাময়ম্।।৫২।।

পুনরায় কৃষ্ণাংশ বললেন, সেই সকল ঋষিগণ নিজ তপবলে কৃতপাপ খন্ডন করেছিলেন। সেই দুই মুণি তো পরম তপস্বী ছিলেন এবং সমর্থ ছিলেন কিন্তু এই সময় আমি অসমর্থ। পুরুষের অর্ধঅঙ্গ বলে স্ত্রীকে স্বীকার করা হয়, বিশেষ করে মৈধুনের সময় এইরূপ মান্য করা হয়। আমি তো আর্য এবং তুমি বহুগামিনী বেশ্যা।। ঋৃচি শব্দ পূর্বস্য থেকে সমুৎপন্ন এবং তাঁরা ঋগজ সনাতন, যারা শব্দ যোগজ দক্ষিণাস্য থেকে যজুর্ভব এবং যে শব্দ তদ্ধিতান্ত এবং পশ্চিমাস্য থেকে ছন্দোভূত শব্দ সমুৎপন্ন তাঁরা সকলে ব্রাক্ষণের প্রিয়। কেবল যিনি বর্ণমাত্র সেই শব্দ অথর্বজ।। পঞ্চম মুখ থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয়েছিল তারা সকলে সংসারকারী। চারলক্ষ বেদমুক্ত এই সকল প্রাকৃত জানা উচিৎ। যে ব্যক্তি সেই সকল ত্যাগ করে চতুর্বেদ পরায়ণ হন, তিনি এই সংসারকারী অটবী ত্যাগ করে অনাময় পদ প্রাপ্ত হন।। ৪৭-৫২।।

ন বদেদ্যবয়ীং ভাষাং প্রানৈঃ কণ্ঠগতেরপি।
গজৈরাপীড়য়মানোহপি ন গচ্ছেজ্জৈন ন মন্দিরম্।।৫৩
ইত্যেবং স্মৃতি বাক্যানি মুনিনা পঠিতানি বৈ।
কথং ত্যাজ্যো ময়া ধর্মঃ সর্বলোক সুখপ্রদঃ।।৫৪।।
ইতি শ্রুত্বা তু সা বেশ্যা ম্লেচ্ছায়াশ্চাংশসম্ভবা।
শোভনা নাম রম্ভোরুর্মহাক্রোধমুপাযযৌ।।৫৫।।
বেতসৈস্তাড়য়িত্বা তং পুনঃ কৃত্বা শুকং স্বয়ম্।
ন দদৌ ভোজনং তস্মৈ ফলাহারং শুকায় বৈ।।৫৬।।
তদা স্বর্ণবতী দেবী কৃত্বা নারীময়ং বপুঃ।
মশকীকৃত্য তং বীরং তত্রৈবান্তদধে তু সা।।৫৭।।
পুনঃ শ্যেনীবপুঃ কৃত্বা তদ্দেশাদ্যাতুমুদ্যতা।
পৃষ্ঠমারোপ্য মশকং ময়ূরনগরং যযৌ।।৫৮।।

যাবনী ভাষা কদাপি বলা উচিঃ নয়, প্রাণ কণ্ঠগত হলেও তা বলা উচিৎ নয়। মদমত্ত হস্তি দ্বারা আক্রান্ত হলেও কদাপি জৈন মন্দিরে যাওয়া উচিৎ নয়, তাতে হস্তির দ্বারা প্রাণগত হলেও না। এই প্রকার স্মৃতিবাক্য মুনিগণ উপদেশ দিয়েছেন, সুতরাং আমার আর্যধর্ম কিভাবে ত্যাগ করব। কেননা ধর্ম হল সকল লোককে সুখ প্রদান কারী।। ৫৩-৫৫।।

কৃষ্ণাংশের এই সকল কথা শ্রবণ করে ম্লেচ্ছ সমুৎপন্ন রম্ভা সদৃশ উরুযুক্ত শোভনা নাম্নী বেশ্যা প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি কৃষ্ণাংশকে বেত্রাঘাত করে পুনরায় শুকময় রূপে পরিণত করলেন এবং নিজে ফলাহার করলেও তাকে খাবার জন্য কোনো ভোজন দিলেন না।। ৫৫-৫৬।।

সেই সময় স্বর্ণবতী নিজ নারীময় শরীর ধারণ করে সেই বীরকে একটি মশক রূপে তৈরী করে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। এর পর তিনি শ্যেণীরূপ ধারণ করে যাবার জন্য উদ্যত হলেন। তিনি মশককে পৃষ্ঠে আরোপিত করে ময়ূর নগরে চলে গেলেন।। সেখানে বলী মকরন্দ

মকরন্দস্তু তাং দষ্ট্বা কৃষ্ণাংশেন সমন্বিতাম্।
নেত্রপালস্য তনয়াং নাম্না স্বর্ণবতীং বলী।
চরণাবুপসংগৃহ্য স্বগেহে তামবাসয়ৎ।।৫৯।।
শোভনাপি চ সম্বুধ্য পঞ্জরান্তমুপস্থিতা।
ন দদর্শ শুকং রম্যং মূর্চ্ছিতা চাপত ভুবি।।৬০।।
কিংকরোমি ক্বগচ্ছামি বিনা তং রমণং পরম্।
ইত্যেব বহুধালপ্য মদহীনপুরং যযৌ।।৬১।।
তত্র স্থিতং চ পৈশাচাং মায়ামদবিশারদম্।
মহামদং চ সংপূজ্য স্বগেহং ত্যক্তুমুদ্যতা।।৬২।।
মহামদস্তু সন্তুষ্টো গত্বা বৈ শিবমন্দিরম্।
মরুস্থলেশ্বরং লিংগং তুষ্টাবার্যভাষয়া।।৬৩।।
তদা প্রসন্নো ভগবান বচনং প্রাহ সেবকম্।
স্বর্ণবত্যা হৃতৌ বীরঃ কৃষ্ণাংশশ্চার্যধমগঃ।
ময়া সহ সমাগচ্ছ ময়ূরনগরং প্রতি।।৬৪।।

কৃষ্ণাংশের সঙ্গে নেত্রপালসিংহের পুত্রী স্বর্ণবতীকে দেখে তাদের চরণ স্পর্শ করে নিজ গৃহে স্থান দিলেন।। ৫৭-৫৯।।

শোভা বেশ্যা জাগরিত হয়ে পঞ্জরান্তে উপস্থিত হলে সেখানে রম্য শুকরূপী কৃষ্ণাংশকে দেখতে পেলেন না। তখন মূর্চ্ছিত হয়ে তিনি ভূপতিতা হলেন। তিনি বিলাপ করতে করতে বললেন, এখন আমি কি করব কি বলব, সেই পরম রমণ বিনা আমি কিভাবে থাকব। এই প্রকারে সে রোদন করে মদহীনপুরে চলে গেলেন।। ৬০-৬১।।

সেখানে স্থিত মায়ামদ বিশারদ পিশাচকে অর্চনা করে নিজ শরীর ত্রাগ করতে তিনি উদ্যত হলেন। তার পূজাতে মহামদ পিশাচ প্রভূত সন্তুষ্ট হয়ে শিবমন্দিরে গিয়ে মরস্থলেশ্বর লিংগকে ঋষভ ভাষাতে স্তুতি করলেন।। ৬২।।'

সেই সময় ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে তাঁর সেবককে বললেন, আর্যধর্মানুগামী বীর কৃষ্ণাংশকে স্বর্ণবতী হরণ করেছেন, আমার সাথে তুমি ময়ূর নগরে

ইত্যুক্তস্তেন পৈশাচো নটৈঃ পঞ্চসহস্রকৈঃ।
তয়া সহ যযৌ তূর্ণং সহুরেণং সমন্বিতঃ।।৬৫।।
ইন্দুলশ্চ তথাহ্লাদো বোধিতো বিষ্ণুমায়য়া।
ত্রিলক্ষবল সংযুক্তোদেবসিংহেন সংযুতঃ।
ময়ূরনগরং প্রাপ্য মকরন্দমুপাযযৌ।।৬৬।।
তদা তু শোভনা বেশ্যা সহূরেণ বলৈঃ সহ।
চকার ভৈরবীং মায়াং সর্বশত্রুভয়ং করীম্।।৬৭।।
সর্বতশ্চোত্থিতো বাতো মহামেঘসমন্বিতঃ।
পতন্তি বহুধা চোল্কাঃ শর্করাবর্ষণে রতাঃ।।৬৮।।
দৃষ্ট্বা তাং ভৈরবীং মায়াং তমোভূতাং সমন্ততঃ।
মকরন্দশ্চ বলবান্নথস্থঃ স্বয়মাযযৌ।।৬৯।।
শনি ভল্লেণ তাং মায়াং ভস্ম কৃত্বা মহাবলঃ।
গৃহীত্বা সহুরং ধূর্তং সবলং গেহমাপ্তবান্।।৭০।।

এসো। সেই পিশাচ একথা শুনে পাঁচহাজার নট তথা সেই শোভনাকে নিয়ে সহুরণ সমন্বিত হয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।। ৬৩-৬৫।।

এদিকে বিষ্ণু মায়ার দ্বারা ইন্দুল তথা আহ্লাদ বোধিত হয়ে তিনলক্ষ সেনাবল সংযুক্ত হয়ে তথা দেবসিংহকে নিয়ে ময়ূর নগরে মকরন্দের কাছে চলে গেলেন। সেই সময় শোভনা নাম্নী বেশ্যা সহুরেণ সেনার সাথে সেখানে পৌঁছে শত্রুভয়কারী ভৈরবী মায়া করলেন। ভয়ানক মেঘময় বায়ু সেখানে উত্থিত হল, এছাড়া সেখানে ধূলিবর্ষণকারী উল্কা পতিত হতে লাগল।। ৬৬-৬৮।।

সেই ভৈরবী মায়া দেখে সকল দিক অন্ধকার ময় হয়ে গেলে মকরন্দ রথস্থিত হয়ে সেখানে আগত হলেন। সেই মহাবলবান্ মানিভল্লের দ্বারা সেই মায়াকে ভস্ম করে সেই ধূর্ত সহুরকে সবলে ধরে ফেলে গৃহগত হলেন।। ৬৯-৭০।।

তদা তু শোভনা নারী কামমায়াং চকার হ।
বহুলাঃ সংস্থিতা বেশ্যা গীতনৃত্য বিশারদাঃ।।৭১।।
মোহিতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে মুমুহুর্লাস্যদর্শনাৎ।
দেবসিংহাচ্চ কৃষ্ণাংশাদৃতে জড়তাং গতঃ।।৭২।।
তদা স্বর্ণবতী দেবী কামাক্ষী ধ্যানতৎপরা।
পুনরুত্থাপ্যতান্ সর্বান্ গৃহীত্বা শোভনাং পুনঃ।
ময়ূরধ্বজ মাগম্য নিগড়ৈস্তান ববন্ধ হ।।৭৩।।
মহামদস্তু তজ্জাত্বা রুদ্রধ্যানপরায়ণঃ।
চকার শাম্বরীং মায়াং নানাসত্ত্ববিধায়িনীম্।।৭৪।।
ব্যাখ্যাঃ সিংহা বরাহাশ্চ বানরা দংশকা নরঃ।
সর্পাগৃধ্রাস্তথা কাকা ভক্ষয়ন্তি সমন্ততঃ।।৭৫।।
তদা স্বর্ণবতী দেবী কামাক্ষীধ্যানতৎ পরা।
সসর্জ সমরজাং মায়াং তন্মায়াধ্বংসিনীং রণে।।৭৬।।

সেই সময় শোভনা বহুবেশ্যার দ্বারা নৃত্য গীতের মাধ্যমে কামমায়া করেছিলেন। তাদের লাস্য দর্শনে সমস্ত ক্ষত্রিয় মোহিত হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। দেবসিংহও কৃষ্ণাংশ বিনা সকলে জড়তা প্রাপ্ত হলেন।। ৭১-৭২।।

সেই সময় দেবী স্বর্ণবতী কামাক্ষীর ধ্যান করে তাঁদের পুনরায় জাগরিত করে শোভনাকে ধরে ফেললেন। ময়ূরধ্বজে এসে তাকে নিগড়ে বেঁধে ফেললেন।। ৭৩।।

মহামদ এই সবকিছু বুঝতে পেরে রুদ্রদেবের ধ্যান পরায়ন হলেন এবং তিনি পুনরায় নানা প্রকার সত্ত্ব বিধায়িনী শাম্বরী মায়া করলেন। সেই মায়াতে ব্যাঘ্র সিংহ -বরাহ বানর দংশক নর সর্প গৃধ্র সকলকে ভক্ষণ করতে লাগল। পুনরায় স্বর্ণবতী দেবী কামাক্ষী দেবীর ধ্যান করে সেই ভয়কে ধ্বংস কারী স্মরজা মায়া সৃজন করলেন।। ৭৪ -৭৬।।

তয়া তার্ক্ষ্যাঃ সমুৎপন্না শরভাশ্চ মহাবলাঃ।
সিংহাদীন্ ক্ষয়ামাসুন্ধুজশ্চৈব সহস্রশঃ।।৭৭।।
হাহাভূতে চ তৎসৈন্যেদিক্ষু বিদ্রাবিতে সতি।
শোভনা চাভবদ্দাসী স্বর্ণবত্যাশ্চ মায়িনী।।৭৮।।
সহুরস্তৈর্নটৈঃ সার্দ্ধং তাহ্লাদেনৈব চূর্ণিতঃ।
তেষাং রুধিরকুম্ভাশ্চ ভূমিমধ্যে সমারুহন্।।৭৯।।
এবং চ মুনিশার্দূল চতুর্মাঃ স্বভবদ্রণঃ।
বৈশাখে মাসি সংপ্রাপ্তে তে নারী গেহমার্যযু।।
ইতি তে কথিতং বিপ্র চান্যনি শ্রোতুমিচ্ছসি।।৮০।।

সেই মায়ার প্রভাবে তার্ক্ষ্য এবং মহাবলবান্ শরভ সমুৎপন্ন হয়ে সিংহাদি সকলকে ভক্ষণ তথা সহস্র বীরকে মেরে ফেলল।। ৭৭।।

সেই সময় সেনামধ্যে হাহাকার উত্থিত হল এবং সকলে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল। তখন সেই মায়িনী শোভনা স্বর্ণবতীর দাসী হয়ে গেলেন এবং সেই তথা সহুর তথা সমস্ত নর আহ্লাদের দ্বারা চূর্ণিত হল। তাদের রক্তে রঙ্গভূমি মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।। ৭৮-৭৯।।

হে মুনি শার্দূল, এই প্রকারে সেই যুদ্ধ চার মাস ধরে হয়েছিল। অতঃপর বৈশাখমাস আগত হলে সকল বীর নিজ গৃহে ফিরে এলেন। হে বিপ্র, এই সকল ঘটনা আমি তোমাকে বললাম, এখন তুমি কোন্ ঘটনা শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ কর ? ।। ৮০।।

।। সমস্ত নৃপো কা সংগ্রাম ঔর নাশ।।

দ্বাত্রিংশাব্দে চ কৃষ্ণাংশে সংপ্রাপ্তে যোগরূপিনী।
বেলা নাম শুভা নারী হরিনাগরসংস্থিতা।
মহাবতীং সমাগম্য সভায়াং তত্র চাবিশৎ।।১।।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ কৃষ্ণাংশাদ্যা মহাবলাঃ।
নত্বা পরমলং ভূপং বেলা বচনমব্রবীৎ।।২।।
মহীপতিং প্রিয়ং মত্বা কৃষ্ণাংশং নৃপ দুষ্প্রিয়ম্।
ত্বয়া মে ঘাতিতো ভর্তা ব্রহ্মানন্দো মহালঃ।।৩।।
মহীরাজসুতৈর্ধূর্তৈস্তারকাদৈর্মহাবলৈঃ।
নারীবেষং চ চামুন্ডো ধুন্ধুকারেণ কারিতঃ।।৪।।

।। সমস্ত নৃপের সংগ্রাম এবং নাশ।।

এই অধ্যায়ে চন্দ্রবংশাদি সমস্ত নৃপগণের অন্তিম মহান্ ঘোর সংগ্রাম এবং তাতে সমস্ত রাজগণের ক্ষয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।।

শ্রী সূতজী বললেন - কৃষ্ণাংশ বত্রিম বর্ষে পদার্পণ করলে যোগ রূপিনী বেলা নাম্নী শুভনারী যিনি হরি নগরে সংস্থিত ছিলেন তিনি মহীবতীতে এসে সভা মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইতি মধ্যে কৃষ্ণাংশ সেখানে উপস্থিত হলেন। বেলা রাজা পরিমলকে প্রণাম পূর্বক বলেছিলেন যে, হে নৃপ, আপনি মহীপতিকে প্রিয় এবং কৃষ্ণাংশকে দুষ্প্রিয় মনে করে মহাবলবান্ আমার স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মৃত্যু মুখে অগ্রসর করেছেন ।। ১-৩।।

মহীরাজের ধূর্ত পুত্র তারক প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ধুন্ধুকারের মাধ্যমে যে নারী বেশধারী চামুন্ডাকে নিয়ে আমার স্বামীর কাছে এসে ছলের দ্বারা তার প্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এখন আমার স্বামী কুরুক্ষেত্রে

স্বামিনং প্রতি চাগম্য তে জগ্মুশ্ছদ্মনা প্রিয়ম্।
কুরুক্ষেত্রং স্থিতঃ স্বামী মহত্যা মূর্ছয়ান্বিতঃ।
তস্মাদ্যুয়ং ময়া সার্দ্ধং গন্তুমর্হথ তং প্রতি।।৫।।
ইতি ঘোরতমং বাক্যং শ্রুত্বা সর্বে শুচান্বিতাঃ।
ধিগ্‌ভূপতিং চ মলনাং তাভ্যাং নো ঘাতিতঃ সখা।।৬।
ইত্যুক্ত্বোচ্চৈশ্চ রুরুদুঃ কৃষ্ণাংশাদ্যা মহাবলাঃ।
পত্রাণি প্রেষয়ামাসু স্বকীয়ান্ভূপতীম্প্রতি।।৭।।
ক্রোধযুক্তা তদা বেলা লিখিত্বা পত্রমুল্বণম্।
মহীরাজায় সম্প্রেষ্য মলনাগেহমাগমৎ।।৮।।
তৎপত্রং চ মহীরাজো বাচয়িত্বা বিধানতঃ।
জ্ঞাত্বা তৎকারণং সর্বং তন্নিশম্য বিশাম্পতিঃ।।৯।।
চিন্তাকলেবরং প্রাপ্য সুখনিদ্রাং ব্যনাশয়ৎ।
আহুয় ভূপতীন্সর্বান্ঘোরযুদ্ধোন্মুখোহভবৎ।।১০।।

মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়ে আছে। এই জন্য আমি আপনার সাথে তাঁর কাছে যেতে চাই।। ৪-৫।।

এই প্রকার ঘোর বচন শ্রবণ করে সকলে শোকাতুর হয়ে গেল। রাজা এবং মলনাকে ধিক্কার দিয়ে কৃষ্ণাংশ প্রভৃতি বলবান্ উচ্চৈ স্বরে রোদন করতে লাগলেন এবং তারা নিজ রাজাদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করলেন।। ৬-৭।।

সেই সময় ক্রোধ যুক্ত বেলা একটি উল্বণ পত্র লিখে মহীরাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে মলনার গৃহে আগত হলেন।। ৮।।

সেই পত্র মহীরাজ যথাবিধানে পাঠ করে তার সমস্ত কারণ জেনে এবং ক্ষত্রিয় স্বামী এই সকল শ্রবণ করে চিন্তা পূর্বক সুখনিদ্রা ত্যাগ করলেন। তিনি সমস্ত ভূপতিকে আহ্বান করে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন।। ৯-১০।।

চতুর্বিংশতিলক্ষৈশ্চ শূরৈর্ভূপসমন্বিতৈঃ।
কুরুক্ষেত্রং যযৌ শীঘ্রং ধৃতরাষ্ট্রাংশাসংভবঃ।।১১।।
তথা পরিমলো ভূপো লক্ষষোড়শসৈন্যপঃ।
দ্রুপদাংশো যযৌ শীঘ্রং বেলায়া স্বকুলৈঃ সহ।।১২।।
স্যমন্তপঞ্চকে তীর্থে শিবরাণি চকার হ।
ব্রহ্মানন্দঃ স্থিতো যত্র সমাধিধ্যানতৎপরঃ।।১৩।।
গঙ্গাকুলে চতে সর্বে কৌরবাংশা মহাবলাঃ।
শিবরাণি বিচিত্রাণি চক্রুস্তে বিজয়ৈষি ণঃ।।১৪।।
কৃত্বা তে কার্তিকীস্নানং দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
মার্গকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং যুদ্ধভূমিমুপাযযুঃ।।১৫।।
বিশ্বক্সেনীয়ভূপালো লহরস্তত্র চাগতঃ।
কৌরবাংশাশ্চ তৎপুত্রাঃ ষোড়শৈব মহাবলাঃ।
পূর্বজন্মনি তন্নাম যন্নাম্না প্রশ্রিতা ইহ।।১৬।।

ধৃতরাষ্ট্র অংশ সম্ভূত সেই রাজা চব্বিশ লক্ষ শূর তথা ভূপতি সমন্বিত হয়ে শীঘ্র কুরুক্ষেত্রে আগত হলেন। সেই প্রকারে রাজা পরিমল, যিনি রাজা দ্রুপদের অংশ সম্ভূত ছিলেন তিনি ষোল লক্ষ সেনা নিয়ে তথা নিজকুল ওবেলাকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্র সেখানে চলে গেলেন।। ১১-১২।।

সেখানে সামন্ত পঞ্চক তীর্থে শিবির নির্মাণ করে, যেখানে ব্রহ্মানন্দের সমাধি ছিল সেখানে তাঁরা ধ্যান মগ্ন হলেন।। ১৩।।

গঙ্গাতটে তারা সকল কৌরবাংশ মহাবলবানগণ বিজয় লাভের ইচ্ছাতে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন।। ১৪।।

তাঁরা সকলে সেখানে কার্তিকী পূর্ণিমা স্নান করে প্রভূত দান করলেন। মার্গ কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয় দিনে তারা সকলে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন। বিষ্বকসেনীয় রাজা লহরও ও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ষোড়শ, কৌরবাংশ পুত্র মহাবলবান্ ছিলেন। তাঁদের পূর্বজন্মে যে নাম ছিল সেই নামে তাঁরা বর্তমানেও প্রসিদ্ধ। তাঁদের নাম হল দুসসহ , দুশম্মল, জলসন্ধ,

দুশ্সহো দুশ্শলশ্চৈব জলসন্ধঃ সমঃ সহঃ।
বিন্দস্তথানুবিন্দশ্চ সুবহুদুষ্প্রধর্ষণঃ।।১৭।।
দুর্মর্ষর্ণশ্চ দুষ্কর্ণঃ সোমকীর্তিরনূদরঃ।
শলঃ সত্ত্বো বিবিৎসুশ্চ ক্রমাজ্ঞেয়া মহাবলাঃ।।১৮।।
তোমরান্বয়ভূপালো বাহ্লীকপতিরাগতঃ।
ত্রিলক্ষৈশ্চ তথা সৈন্যৈঃ সপ্তপুত্রৈশ্চ ভূপতিঃ।।১৯।।
চিত্রোপচিত্রৌ চিত্রাক্ষশ্চারুশ্চিত্রঃ শরাসনঃ।
সুলোচনঃ সবর্ণংশ্চ পূর্বজন্মনি কৌরবাঃ।।২০।।
তেষামংশাঃ ক্রমাজ্জাতা অভিনন্দনদেহজাঃ।
মহানন্দশ্চ নন্দশ্চ পরানন্দোপনন্দকৌ।
সুনন্দশ্চ সুরানন্দঃ প্রনন্দঃ কৌরবাংশকঃ।।২১।।
নৃপঃ পরিহরবংশীয়ো মায়াবর্মা মহাবলী।
লক্ষ সৈন্যযুতঃ প্রাপ্তো দশপুত্রসমন্বিতঃ।।২২।।
দুর্মদো দুর্বিগাহশ্চ নন্দশ্চ বিকটাননঃ।
চিত্রবর্মা সুর্বমা চ সুদুর্মোচন এব চ।।২৩।।

সম, সহ, ব্রিন্দ, অনুবিন্দ, সুবাহু, দষ্প্রধর্মন, দুর্মর্ষণ, সোমকীর্তি, অনূদর, মাল, সত্ব, বিবৎসু এই সকলে ক্রমান্বয়ে বলবান্ ছিলেন।। ১৫-১৮।।

তোমার বংশের রাজা বাহ্লকি দেশের অধিপতি সেখানে আগত হলেন, তিনি তিনলক্ষ সেনা এবং সাতপুত্র যুক্ত ছিলেন। চিত্র উপচিত্র চিত্রাক্ষ চারুচিত্র শরাসন সুলোচন সবর্ণ সকলে পূর্ব জন্মে কৌরব ছিলেন। তাঁদের অংশ ক্রমে উৎপন্ন হন এবং তাঁরা সকলে অভিনন্দনের দেহ থেকে জাত হন। মহানন্দ নন্দ পরানন্দ উপনন্দক সুনন্দ সুরানন্দ প্রনন্দ সকলে কৌরবাংশ ছিলেন।। ১৯-২১।।

পরিহর বংশের নৃপতি মায়াবর্মা মহাবলবান্ ছিলেন। তিনি নিজ দশপুত্র এবং একলক্ষ সেনা যুক্ত হয়ে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন।। দুর্মদ, দুর্বিগাহ,

ঊর্ণনাভঃ সুনাভশ্চ চোপনন্দশ্চ কৌরবাঃ।
তেষাম্মংশাঃ ক্রমাজ্জাতাঃ সুতো অঙ্গপতেঃস্মৃতাঃ।২৪
মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তঃ সুমত্তী দুর্মদস্তথা।
দুমুখো দুর্দ্ধরো বায়ুঃ সুরথো বিরুথঃ ক্রমাৎ।।২৫।।
শুক্লবংশীয়ভূপালো মূলবর্মা সমাগতঃ।
লক্ষসৈন্যৈশ্চ বলবান্দশপুত্রসমন্বিতঃ।।২৬।।
অয়োবাহুর্মহাবালুশ্চিত্রাঙ্গঁশ্চিত্রকুন্ডলঃ।
চিত্রাযুধো নিষঙ্গী চ পাশীবৃন্দারকস্তথা।।২৭।।
দৃঢ়বর্মা দৃঢ়ক্ষতঃ পূর্বজন্মনি কৌরবাঃ।
তেষামংশা মহীং জাতাগৃহে তে মূলবর্মণঃ।।২৮।।
বলশ্চ প্রবলশ্চৈব সুবলোবলবান্বলী।
সুমুলশ্চ মহামূলো দুর্গো ভীমো ভয়ঙ্করঃ।।২৯।।
কৈকয়শ্চন্দ্রবংশীয়ো লক্ষসৈন্যসমন্বিতঃ।
দশপুত্রান্বিতঃ প্রাপ্তঃ কুরুক্ষেত্রে মহারণে।।৩০।।

নন্দ, বিকটানন, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, সুদুর্মোচন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, উপনন্দ এঁরা সকলে কৌরবাংশ ছিলেন এবং রাজা ছিলেন অংকপতির পুত্র ।। ২২-২৪ ।।

উন্মত্ত, মত্ত, প্রমত্ত, সুমত্ত, দুর্মদ, দুর্মুদ, দুর্মুখ, দুর্ধর, বায়ু, সুরথ, বিরথ এঁরা সকলে ক্রমান্বয়ে জাত হন।। ২৫ ।।

শুক্লবংশের নৃপতি মূলবর্মা সেই যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হন। একলক্ষ সেনা ও দশপুত্র তাঁদের ছিল। বড় বলবান৷দের ও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের নাম অয়োবহু, মহাবহু, চিত্রাংগ, চিত্রকুন্ডল, চিত্রায়ুধ, নিমংগ, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষেত্র। এরা সকলে পূর্বজন্মে কৌরব ছিলেন। তাদের অংশ পৃথিবীতে মূলবর্মার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিল।। ২৬ -২৮ ।।

বল, প্রবল, সুবল, বলবান্, বলী, সুমূল, মহামূল, দূর্গ, ভীম এই সকল ভয়ংকর নাম ছিল। চন্দ্রবংশের এক কৈকয় রাজা একলক্ষ সেনা নিয়ে এবং দশপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল।। ২৯-৩০ ।।

ভীমবেগো ভীমবলো বলাকী বলবর্দ্ধনঃ।
উগ্রায়ুধো দন্ডধরো দৃঢ়সন্ধো মহীধরঃ।
জরাসন্ধঃ সত্যসন্ধঃ পূর্বজন্মনি কৌরবাঃ।
তেষামংশা সমুদ্ভূতাঃ কৈকয়স্য গৃহে শুভে।।৩২।।
কামঃ প্রকামঃ সংকামো নিষ্কামো নিরপত্রপঃ।
জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব জয়ন্তো জয়বাঞ্জয়ঃ।।৩৩।।
নাগবংশীয়ভূপালো নামবর্মা সমাগতঃ।
লক্ষসেনান্বিতঃ প্রাপ্তো দশপুত্রসমন্বিতঃ।।৩৪।।
পূর্বজন্মনি যন্নাম্না তন্নাম্না কৌরবা ভূবি।
পুন্ড্রদেশপতেঃ পুত্রা জাতা দশ শিবাজ্ঞয়া।।৩৫।।
উগ্রশ্রবা উগ্রসেনঃ সেনানীদুষ্পরায়ণঃ।
অপরাজিতঃ কুন্ডশায়ী বিশালাক্ষো দুরাধরঃ।।৩৬।।
দৃঢ়হস্তঃ সুহস্তশ্চ সুতাস্তে নাগবর্মণঃ।।৩৭।।

ভীমক, ভীমবল, বলাকী, বলবর্ধন, উগ্রায়ুধ, দন্ডধর, দৃঢ়সন্ধ, মহীধর, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ এই সকল ব্যক্তি পূর্ব জন্মে কৌরব ছিলেন এবং তাদের অংশ বর্তমানে কৈকয় বংশে জাত হয়েছিল।। ৩১-৩২।।

কাম, প্রকাম, সংকাম, নিষ্কাম, নিরপত্রপ, জয়, বিজয়, জয়ন্ত, জয়বান্, জয় এই সকলবীর নাগ বংশের রাজা নাগবর্মার পুত্র। তাঁরা একলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছিলেন।। পূর্বজন্মে তাঁদের এই নামই ছিল এবং এই জন্মে তাদের সেই নামেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা সকলে কৌরব ছিলেন এবং অংশাবতার হয়ে এই ভূমন্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র দেশপতির দশপুত্র শিবাজ্ঞাতে সমুৎপন্ন হন।। তাঁদের নাম উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পারায়ণ, অপরাজিত, কুন্ডশায়ী, বিশালক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত এঁরা সকলে নাগবর্মার পুত্র।। ৩৩-৩৬।।

তোমরে সমুৎপন্ন মদ্রকেশ সেখানে এলেন। তাঁদের সাথে একলক্ষ সেনা এবং দশপুত্রও যুদ্ধ স্থলে এসেছিলেন। তাঁরা হলেন্ন বাতবেগ সুর্বচা

মদ্রকেশঃ সমায়াতস্তোমরাস্বয়সম্ভবঃ।
লক্ষসৈন্যৈর্যুতো রাজা দশপুত্রসমন্বিতঃ।।৩৮।।
বাতবেগঃ সুর্বচাশ্চ নাগদন্তোগ্রযাজকঃ।
আদিকেতুশ্চ বকৃশী চ কবচী কাথ এব চ।।৩৯।।
কুন্ডশ্চ কুণ্ডধারশ্চ কৌরবা পূর্বজন্মনি।
তন্নাম্না ভূবি বৈ জাতা মদ্রকেশস্য মন্দিরে।।৪০।।
নৃপঃ শার্দূলবংশীয়ো লক্ষসৈন্যসমন্বিতঃ।
পূর্ণামলো মাগধেশো দশপুত্রান্বিতো যযৌ।।৪১।।
বীরবাহুর্ভীরথশ্চোগ্রশ্চৈব ধনুর্ধরঃ।
রৌদ্রকর্মা দৃঢ়রথোহলোলুপশ্চাভয়স্তথা।।৪২।।
অনাধৃষ্টঃ কুন্ডভেদী কৌরবাঃ পূর্বজন্মনি।
পূর্ণামলস্য বৈ গেহে তন্নাম্না ভূবি সম্ভবঃ।।৪৩।।
মংকণঃ কিন্নরো নাম রূপদেশে মহীপতিঃ।
চীনদেশাৎ পরে পারে রূপদেশঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
নরঃ কিন্নরঃ জাতীয়ো বসতি প্রিয়দর্শনঃ।।৪৪।।

নাগদন্ত উগ্রমাদক আদিকেতু বকশী কবচী ক্রাথ কুন্ড কুন্ডধার এঁরা সকলে কৌরব ছিলেন। এই সময় পুনরায় নিজ নিজ নামে এই ভূমন্ডলে মদ্রকেশ গৃহে জাত হন।। ৩৯-৪০।।

শার্দূল বংশের নৃপ একলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসেন। মগধাধিপতি পূর্নামল নিজ দশ পুত্রের সঙ্গে সেখানে আসেন। তাদের নাম বীর বাহু, ভীরথ, উগ্র, ধনুধর, রৌদ্রবর্মা, দৃঢ়রথ, আলোলুপ, অভয়, অনাধষ্ট এবং কুন্ডভেদী। পূর্বজন্মে তাঁরা কৌরব ছিলেন। পুনরায় এই জন্মে তারা রাজা পূর্নামলের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পূর্বনামে প্রসিদ্ধ হন।। ৪১-৪৩।।

মংকন কিন্নর নামে রূপ দেশের রাজা ছিলেন। চীন দেশের পরপার রূপদেশ নামে খ্যাত। সেখানে কিন্নর জাতীয় নৃপতি নররূপে প্রিয়দর্শন বসবাস করতেন। সেই সময় রাজা মংকন দশসহস্র কিন্নর গণের সঙ্গে

মংকর্ণশ্চ তদা প্রাপ্ত কিন্নরায়ুতসংযুতঃ।
অষ্টপুত্রান্বিতঃ প্রাপ্তো যত্র সর্বনৃপাঃ স্থিতাঃ।।৪৫।।
বিরাবী প্রথমশ্চৈব প্রসাথী দীর্ঘরোমকঃ।
দীর্ঘবাহু মহাবাহু ব্যঢ়োরাঃ কনকধ্বজঃ।।৪৬।।
পূর্বজন্মনি যন্নাম্না তন্নাম্না কিন্নরা ভূবি।
বিরজোংশশ্চ যোজাতো মংকণো নাম কিন্নরঃ।।৪৭।।
নেত্রসিংহ সমায়াতো লক্ষসৈন্যসমন্বিতঃ।
শল্যাংশঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ শার্দূলান্বয়সম্ভবঃ।।৪৮।।
তদা গণপতি রাজা লক্ষসৈন্যসমন্বিতঃ।
সংপ্রাপ্ত শকুনে রংশস্ত্যক্ত্বা গেহে স্বপুত্তকান্।।৪৯।।
ময়ূরধ্বজ এবাপি লক্ষসৈন্যসমন্বিতঃ।
মকরন্দং গৃহে ত্যক্ত্বা বিরাটাংশঃ সমাগতঃ।।৫০।।
বীরসেনঃ সমায়াতঃ কামসেনসমন্বিতঃ।
লক্ষসেনন্বিতস্তত্র চোগ্রসেনাংশসম্ভবঃ।।৫১।।

এসেছিলেন। তাঁরা আট পুত্রও সঙ্গে এসেছিল। তাদের নাম বিহাবী, প্রথম, প্রমাথী, দীর্ঘরোমক, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যুড়োহা, বালকধ্বজ। পূর্বজন্মে তারা যে নামে খ্যাত ছিলেন তারা সেই নামেই এই জন্মে খ্যাত হন। বিরজাংশ থেকে মংকন নামে কিন্নর জাত হন।। ৪৪ -৪৭।।

নেত্রসিংহ এক লক্ষ সেনা সমন্বিত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি রাজা শল্যের অংশভূত ছিলেন। তিনি শার্দূল বংশে সমুৎপন্ন হন। সেই সময় রাজা গণপতি একলক্ষ সেনা নিয়ে সেখানে আগত হলেন, তিনি শকুণির অংশে জাত হন। তিনি পুত্রদের গৃহেই ত্যাগ করে আসেন।। ৪৮-৪৯।।

রাজা বিরাটের অংশভুত রাজা ময়ূধ্বজ একলক্ষ সেনা নিয়ে মকরন্দকে গৃহে ত্যাগ করে আসেন।। ৫০।।

কামসেনের সঙ্গে রাজা বীরসেনও একলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি রাজা উগ্রসেনের অংশ সম্ভূত ছিলেন। লক্ষণও নিজের

লক্ষণশ্চ সমায়াতঃ সপ্তলক্ষবলৈর্যুতঃ।
সংত্যজ্য পদ্মিনীং নারীং মহাকষ্টেন ভূপতিঃ।।৫২।।
তালনো ধ্যান্যপালশ্চ লল্লসিংহস্তথৈব চ।
ভীমস্যামশো যুযুৎসোশ্চ কুন্তিভোজস্য বৈ ক্রমাৎ।।৫৩
আহ্লাদশ্চ সমায়াতঃ কৃষ্ণাংশেন সমন্বিতঃ।
জয়ন্তেন চ বৈ বীরো লক্ষসৈন্যন্বিতো বলী।।৫৪।।
জগন্নায়ক এবাপি শূরাযুতসমন্বিতঃ।
সংপ্রাপ্তো ভগদত্তাংশো গৌতমান্বয়সম্ভবঃ।।৫৫।।
অন্যে চ ক্ষুদ্রভূপাশ্চ সহস্রাঢ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।
কুরুক্ষেত্রং পরং স্থানং সংযযুর্মদবিহ্বলাঃ।।৫৬।।
মূলবমচি নৃপতিঃ সপুত্রো লক্ষসৈন্যপঃ।
নৃপং পরিম লং প্রাপ্য সংযুক্তো দেহলী পতেঃ।।৫৭।।

সাতলক্ষ সেনা নিয়ে পদ্মিনীরানীকে মহাকষ্টে সেখানে ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন।। ৫১-৫২।।

তালন ধান্যপাল এবং লল্লসিংহ ক্রমান্বয়ে ভীমসেন যুযুৎসু এবং কুন্তি ভোজের অংশ ছিলেন। তারা সকলে সেখানে এসে উপস্থিত হন।। কৃষ্ণাংশের সাথে আহ্লাদ এবং জয়ন্তের সঙ্গে বলী বীর একলক্ষ সেনা নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবদত্তের অংশ জাত জগন্নাথ দশসহস্র শূরবীর নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।। ৫৩-৫৫।।

এতদ্ ব্যতিরিক্ত অন্য ক্ষুদ্র রাজগণ নিজ নিজ সহস্র শূর যুক্ত হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ মদবিহ্বল হয়ে এসেছিলেন।। ৫৬।।

মূলবর্মা নৃপতি পুত্রের সঙ্গে একলক্ষ সেনা নিয়ে সেখানে আগত হন। দেহলী পতির সঙ্গে তিনি রাজা পরিমলের পক্ষে যোগ দিলেন।। ৫৬-৫৭।।

কৈকয়ো লক্ষসৈনাঢ্যঃ সপুত্রো নৃপতিঃ স্বয়ম্।
নৃপং পরিমলং প্রাপ্য স যুদ্ধার্থমুপস্থিতঃ।।৫৮।।
নেত্রসিংহশ্চ নৃপতিঃ স বীরো লক্ষসৈন্যপঃ।
ময়ূরধ্বজ এবাপি লক্ষপ শশিবংশিনম্।।৫৯।।
বীরসেনশ্চ লক্ষাঢ্য সপুত্রশ্চান্দ্রিপক্ষগঃ।
লক্ষণঃ সপ্তলক্ষাঢ্যোঃ যুদ্ধার্থং সমুপস্থিতঃ।।৬০।।
আহ্লাদো লক্ষসৈন্যাড্যঃপক্ষগশ্চন্দ্রবংশিনঃ।
দ্বিলক্ষংসযুতো রাজা চন্দ্রবংশো রণোন্মুখঃ।
এবং ষোড়শলক্ষাঢ্যঃ স্থিতঃ পরিমলো রণে।।৬১।।
লহরো ভূপতিশ্রেষ্ঠো লক্ষপঃ পুত্রসংযুতঃ।
মহীরাজমুপাগম্য যুদ্ধার্থং সমুপস্থিতঃ।।৬২।।
অভিনন্দন এবাপি সপুত্রো লক্ষসৈন্যপঃ।
মায়াবর্মা চ নৃপতিঃ সপুত্রো লক্ষসৈন্যপঃ।।৬৩।।

কৈকয় একলক্ষ সেনা নিয়ে পূর্ণপুত্রগণের সঙ্গে রাজা পরিমলের পক্ষে যোগ দিলেন। বীর নেত্র সিংহ একলক্ষ সেনা নিয়ে এবং ময়ূরধ্বজ একলক্ষ সেনা নিয়ে চন্দ্রবংশের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলেন। লক্ষসেনা নিয়ে বীর সেন ও তাঁর পুত্রগণ চন্দ্রবংশের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলেন। লক্ষণ সাতলক্ষ সেনা নিয়ে পূর্নযুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন। আহ্লাদ একলক্ষ সেনা নিয়ে চন্দ্রবংশী রাজার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলেন। দুই লক্ষ সেনা নিয়ে রাজা চন্দ্রবংশ রণোন্মুক হলেন। এই প্রকার রাজা পরিমল ষোললক্ষ সেনা দ্বারা পূর্ণ হলেন।। ৫৮-৬১।।

রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লহর একলক্ষ সেনা নিয়ে পুত্রগণের সঙ্গে মহারাজের কাছে পৌঁছালেন। অভিনন্দনও পুত্রগণের সঙ্গে একলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। মায়াবর্মা রাজা পুত্রগণের সঙ্গে একলক্ষ সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন।। ৬২-৬৩।।

নাগবর্মা সমায়াতঃ সপুত্রো লক্ষসৈন্যপঃ।
মদ্রকেশঃ সপুত্রশ্চ লক্ষসৈন্যো রণোন্মুখঃ।।৬৪।।
পূর্ণমিলঃ সপুত্রশ্চ লক্ষপশ্চৈব পক্ষগঃ।
মঙ্কণঃ কিন্নরো নাম সপুত্রস্তত্র সংস্থিথঃ।।৬৫।।
গজরাজঃ সমায়াতো মহীরাজং হি লক্ষপঃ।
ধুন্ধুকারঃ সমায়াতোঃ পঞ্চলক্ষপতিঃ স্বয়ম্।।৬৬।।
পুত্রঃ কৃষ্ণকুমারস্য ভগদত্তঃ সমাগতঃ।
ত্রিলক্ষবলসংযুক্তো মহীরাজং মহীপতিম্।।৬৭।।
দলবাহনপুত্রশ্চ দেশগোপাল সংস্থিতঃ।
অঙ্গঁদস্তত্র সংপ্রাপ্তঃ সাযুতো দেবকী প্রিয়ঃ।
মহীরাজমুপাগম্য যুদ্ধার্থং সমুপস্থিতঃ।।৬৮।।
কলিঙ্গশ্চ নৃপঃ প্রাপ্তস্ত্রিকোণশ্চ তথৈব চ।
শ্রীপতিশ্চ তথা রাজা শ্রীতারশ্চ তথা গতঃ।।৬৯।।
মুকুন্দশ্চ সুকেতুশ্চ রুহিলো গুহিলস্তথা।
ইন্দুবারশ্চ বলবাঞ্জয়ন্তশ্চ তথাবিধঃ।
সর্বে দশসহস্রাঢ্যা মহীরাজমুপস্থিতাঃ।।৭০।।

নাগবর্মা পুত্রগণের সঙ্গে লক্ষসৈন্য নিয়ে সেখানে এলেন এবং মন্ত্রবেশ সপুত্র লক্ষসৈন্য নিয়ে সপুত্র রণোৎমুখ হলেন।। ৬৪।।

পূর্ণমল একলক্ষ সৈন্য তথা পুত্রগণের সঙ্গে এবং মংকণ কিন্নর নামক পুত্রগণের সঙ্গে সেখানে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হলেন।। ৬৫।।

গজরাজ লক্ষ সৈন্য নিয়ে মহীরাজের কাছে এলেন এবং ধুন্ধুকার পাঁচলক্ষ সৈন্য নিয়ে স্বয়ং যুদ্ধ করতে এলেন। কৃষ্ণকুমারের পুত্র ভগদত্ত তিনলক্ষ সেনা নিয়ে মহীরাজ মহীপতির পক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন। দেশ গোপাল সংস্থিত দলবাহনের পুত্র দেবকী প্রিয় অঙ্গদ দশসহস্র সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে মহীরাজের কাছে এলেন।। ৬৬-৬৮।।

কলিঙ্গপতি তথা ত্রিকোণ শ্রীপতি এবং শ্রীতারও সেখানে এলেন। মুকুন্দ, সুকেতু, রুহিল, গুহিল, ইন্দুকর তথা বলবান্, জয়ন্ত দশসহস্র করে সেনা নিয়ে মহীরাজের কাছে যুদ্ধ করতে এলেন।। ৬৯-৭০।।

মহীরাজস্য পক্ষে তু সহস্রং ক্ষুদ্রভূমিপাঃ।
তে তু সাহস্রসেনাঢ্যা মহীরাজমুপস্থিতাঃ।।৭১।।
তেষাং মধ্যে চ বৈ ভূপন্দ্বিশতান্দেহলীং প্রতি।
সসৈন্যান্ প্রেষয়ামাস রাষ্ট্ররক্ষণহেতবে।
এবং স দেহলীরাজশ্চতুর্বিংশতিলক্ষপঃ।।৭২।।
যুদ্ধমষ্টাদশাহানি সঞ্জাতং সর্বসংক্ষয়ম।
শৃণু যুদ্ধ কথাং রম্যাং ভৃগুবর্য সুবিস্তরাৎ।।৭৩।।
মার্গকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং মহীরাজো মহাবলঃ।
আহূয় লহরং ভূপং বচনং প্রাহ নির্ভয়ঃ।।৭৪।।
ভবান্সপুত্রঃ সেনাঢ্যো ধুন্ধুকারেণ রক্ষিতঃ।
চামুণ্ডেন যুতো যুদ্ধে গন্তুমর্হতি সত্তমঃ।
ইতি শ্রুত্বা যযৌ শীঘ্রং কুরুক্ষেত্রে মহারণে।।৭৫।।
তদাপরিমলো রাজা ময়ূরধ্বজ মেব হি।
সমাহূয় বচঃ প্রাহ শৃণু পার্থিবসত্তম।।৭৬।।

মহীরাজের পক্ষে একসহস্র ছোট রাজা ছিলেন। তারা সকলে সহস্র সেনা নিয়ে যুদ্ধার্থে এলেন।। ৭১।।

তাদের মধ্যে দুই শত রাজাকে সেনাদের সঙ্গে মহীরাজ দেহলী নগর রক্ষার্থে প্রেরণ করলেন। এই প্রকারে দেহলী পতি চব্বিশলক্ষ সেনা যুক্ত ছিলেন।। ৭২।।

সেই যুদ্ধ আঠার দিন ধরে চলেছিল, যাতে সকল সৈন্য ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। হে ভৃগুবর্য, এখন এই রম্যযুদ্ধের কথা তুমি বিস্তারিত শ্রবণ কর।। ৭৩।।

মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণ ২য়া তিথিতে লহর রাজাকে আহ্বান করে নির্ভয়ে বললেন, আপনি পুত্রগণের সঙ্গে সেনা নিয়ে পূর্ণরূপে যুক্ত এবং ধুন্ধুকারের দ্বারা রক্ষিত। আপনি চামুন্ডাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতে যান। এই কথা শ্রবণ করে তিনি শীঘ্র কুরুক্ষেত্রের মহারণে উপস্থিত হলেন। সেই সময় রাজা পরিমল ময়ূরধ্বজাকে ডেকে বললেন, হে পার্থিব শ্রেষ্ঠ,

কৃষ্ণাংশেন জয়ন্তেন দেবসিংহেন রক্ষিতঃ।
স ভবাল্লক্ষসৈন্যাঢ্যো গন্তুমর্হতি বৈ রণে।।৭৭।।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং ময়ূরধ্বজ এব হি।
লক্ষসৈন্যান্বিতঃ প্রাপ্তো লহরং নৃপতিং প্রতি।।৭৮।।
তয়োশ্চাসীন্মহদ্যুদ্ধং সেনয়োরুভয়ো রণে।
সেনা তু লক্ষবীরস্য তত্র যুদ্ধে প্রকীর্তিতা।।৭৯।।
একো রথে গজাস্তত্র জ্ঞেয়াঃ পঞ্চশতং রণে।
হয়াশ্চ পঞ্চসাহস্রা পত্তয়স্তদ্গুর্ণা দশ।
এতে সৈন্যা নরা জ্ঞেয়া সৈন্যপাংশ্চ শৃণুষ্ব ভোঃ।।৮০।
দশানাং পচ্চারাণাং চ পতির্নাম্না স পত্তিপঃ।
পঞ্চনাং চ হয়ানাং চ পতির্নাম্না স গুল্মপঃ।।৮১।।
পঞ্চানাং চ গজানাং চ পতির্নাম্মা গজাধিপঃ।
এতৈ সার্দ্ধং রথী জ্ঞেয়ো রণেহস্মিন্দারণে কলৌ।।৮২।

আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনি কৃষ্ণাংশ জয়ন্ত এবং দেবসিংহ দ্বারা রক্ষিত একলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধে প্রস্তুত হোন। ময়ূরধ্বজা রাজাদেশ শ্রবণ করে তা পালন করতে রাজা লহরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন।। ৭৪-৭৯।।

যুদ্ধে দুইপক্ষের সেনাদের সঙ্গে সেই দুইবীরের মহা যুদ্ধ হয়েছিল। লক্ষীর সেনা সেই যুদ্ধে লিপ্ত হল। একরথ এবং পাঁচশতহাতী, পাঁচসহস্র অশ্ব এবং তার দশগুণ পদাতিক সৈন্য ছিল। এই সকল সৈন্য সকলকে নর বলা হত। দশপদাতিক সৈন্য পতি পত্তিয় নামে পরিচিত ছিল।। ৮০।।

পঞ্চ অশ্বপতি গুল্মপ, পাঁচগজাপতিগজধিপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল সেনাদের সাথে রথীগণও ছিলেন।। ৮১-৮২।।

উষ্ট্রারূঢ়াঃ স্মৃতা দূতাশ্চত্বারিংশচ্চ তদ্বলে।
শতঘ্ন্য স্তত্র সাহস্ত্রাস্তেষাং মধ্যে পৃথক্ পৃথক্।
ষট্ ত্রিংশদ্বৈ পদরাস্তেষাং কর্মাণি মে শৃণু।।৮৩।।
দশ গোলকদাতারো দশ তৎপুষ্টিকারকাঃ।
দশ চাদ্রকরাস্তা বৈ এয়স্তে বহ্নিদায়িনঃ।
এয়ো দৃষ্টিকরাজ্জেয়াস্ত্রিয়ামেষু পৃথক্ পৃথক্।।৮৪।।
শেষাঃ শূদ্রাস্তু সেনানাং শূরকৃত্যপরায়ণাঃ।
এবং চ লক্ষবীরাণাং সেনা তত্র প্রকীর্তিতা।।৮৫।।
তত্রাসীত্তুমূলং যুদ্ধং ধর্মেণ চ সমন্ততঃ।
প্রাতঃ কালাৎসমারভ্য মধ্যাহ্নং সৈন্যযোর্দ্বয়োঃ।।৮৬।।
তৎপশ্চাদ্যামমাত্রেণ সৈন্যপা যুদ্ধমাগতাঃ।
তৎপশ্চাচ্চ মহাশূরা ধুন্ধুকারাদয়োবলাঃ।।৮৭।।

সেই সেনাদের মধ্যে উষ্ট্রারূঢ় চল্লিশদূত ছিলেন। শতঘ্নী একসহস্র এবং তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক ছত্রিশ পদচর ছিলেন। এখন তাদের কার্য বিষয়ে শ্রবণ করুন।। ৮৩।।

গোলক প্রদানকারী দশজন, দশজন পুষ্ঠি বিধানকারী দশজন তাদের আর্দ্রকারী এবং তিনজন অগ্নি প্রদানকারী ছিলেন। তিনজন দৃষ্টিকর তিন প্রহরে পৃথক পৃথক ছিলেন।। ৮৪।।

এতদব্যতিরিক্ত শেষব্যক্তি সেনাশূরকৃত্য পরায়ণ ছিলেন। এই প্রকারে লক্ষবীর সেনা সেখানে ছিলেন।। ৮৫।।

সেখানে তুমুল ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রাতঃকাল থেকে শুরুকরে দুই পক্ষের সেনাগণ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। এরপর তার নামমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করে সৈন্যগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হতেন। এরপর একপ্রহরের জন্য ধুন্ধুকারাদি মহাবলবান্ আসতেন এবং উন্নত মস্তকে রণে লিপ্ত থাকতেন। চামুন্ডার সঙ্গে কৃষ্ণাংশ এবং ধুন্ধুকারের সাথে ইন্দুল, ভগদত্তের সঙ্গে দেবসিংহ উত্তম যুদ্ধ করলেন। সায়ংকালে সমস্তবীর ক্ষয়প্রাপ্ত

যামমাত্রং চ যুদ্ধায় সংস্থিতা রণমূর্ধনি।
চামুন্ডেন চ কৃষ্ণাংশো ধুন্ধুকারেণ চেন্দুলঃ।।৮৮।।
ভগদত্তেন বৈ দেবঃ কৃতবান্যুদ্ধমুত্তমম্।
সায়ংকালে তু সম্প্রাপ্তে সর্বে শূরাঃ ক্ষয়ং গতঃ।।৮৯।।
কৃষ্ণংশস্তত্র চামুন্ডং জিত্বা তু লহরাত্মজান্।
ষোড়শৈব জঘানাশু ঘটীমাত্রেণ বীর্যবান্।
দধ্মৌ শঙ্খং প্রসন্নাত্মা লক্ষণান্ত মুপাযযৌ।।৯০।।
চামুন্ডো ধুন্ধুকারশ্চ ভগদত্তো যুতঃ শতৈঃ।
মহীরাজমুপাগম্য সুষুপুর্নিশি নির্ভয়াঃ।।৯১।।
ইন্দুলো দেবসিংহশ্চ সহস্রৈঃ সংযুতৌ মুদা।
গত্বা পরিমলং ভূপং রাত্রৌ সুষুপতুস্তদা।।৯২।।
প্রাতঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে তৃতীয়ায়াং ভয়ঙ্করে।
মহীরাজস্তাদাহূয় নৃপং গজপতিং বলী।।৯৩।।
বচনং প্রাহ ভো রাজঁস্ত্বং ত্রিবীরৈঃ সুরক্ষিতঃ।
স্বকীয়ৈলক্ষসৈন্যৈশ্চ গন্তুমর্হসি বৈ রণে।।৯৪।।

হলেন। সেখানে কৃষ্ণাংশ চামুন্ডাকে জয় করে লহরের ষোলপুত্রকে নিহত করলেন এবং এক ঘটিকাতে বীর্যশালী সকলকে নিহত করলেন। তিনি প্রসন্ন হয়ে বিজয় শংখ বাজরলেন এবং লক্ষনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।। ৮৬-৯০।।

চামুন্ডা-ধুন্ধুকার এবং ভগদত্ত শতসৈন্য নিয়ে মহীরাজের কাছে নির্ভয়ে শয়ন করলেন।। ৯১।।

ইন্দুল দেবসিংহ প্রমুখ সানন্দে দেবরাজা পরিমলেন কাছে শয়ন করতে গেলেন।। ৯২।।

প্রাতঃকালে তৃতীয়া তিথিতে যুদ্ধ ভয়ংকর হয়ে উঠলে বলী মহীরাজ গজপতি নৃপতিকে ডেকে বললেন- হে রাজন, তুমি তিন বীরের দ্বারা রক্ষিত হয়ে নিজ লক্ষ সেনা নিয়ে রণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন।। ৯৩-৯৪।।

তদা পরিমলো ভূপো নেত্রসিংহং মহীপতিম্।
যুদ্ধায়াজ্ঞাপয়ামাস কৃষ্ণাংশাদ্যৈঃ সুরক্ষিতম্।।৯৫।।
তয়োশ্চাসীন্মহদ্যুদ্ধং সেনয়োরুভয়োঃ ক্রমাৎ।
হয়া হয়ৈঃ ক্ষয়ং জগ্মুগজাশ্চৈব তথা গজৈঃ।।
পচ্চরাঃ পচ্চরৈঃ সার্দ্ধং শতঘ্ন্যশ্চ শতঘ্নিভিঃ।।৯৬।।
অপরাহ্নে মুনিশ্রেষ্ঠ নেত্রসিংহো মহাবলঃ।
মহাগজং গজপতিং গত্বা যুদ্ধমচীকরৎ।।৯৭।।
পরস্পরং চ বিরথো সংছিন্নধনুষৌ তদা।
খড়্গহস্তৌ মহীং প্রাপ্য চক্রতূ রণমুল্বর্ণম্।
অন্যোন্যেন বধং কৃত্বা স্বর্গলোকমুপাগতৌ।।৯৮।।
ইন্দুস্তং তু চামুন্ডং দেবো বৈ ধুন্ধুকং তথা।
কৃষ্ণাংশো ভগদত্তং চ জিত্বা রজানমাযযুঃ।।৯৯।।
শেষৈঃ পঞ্চশতৈঃ শূরৈস্তৈঃ সার্দ্ধং লক্ষণং প্রতি।
পরাজিতাশ্চ তে সর্বে সহস্রৈঃ সহিতা যযুঃ।।১০০।।

সেই সময় রাজা পরিমল মহীপতি নেত্রসিংহকে কৃষ্ণাংশাদির দ্বারা রক্ষিত হয়ে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন।'। সেই দুই সেনার মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়েছিল, অশ্বারোহী অশ্বের দ্বারা গজ গজের দ্বারা, পদাতিক পদাতিকের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। হে মুনি শ্রেষ্ঠ অপরাহ্নে মহাবলবান্ নেত্রসিংহ মহারাজ গজপতির কাছে গিয়ে যুদ্ধ করেছিল। সেই দুইজনই রথহীন, ছিন্নধনুষ হয়ে গজারোহী হয়ে খড়্গহস্তে উল্বন যুদ্ধ করেছিল। উভয়ে উভয়কে বধ করে স্বর্গারোহন করেছিলেন।। ৯৫-৯৮।।

ইন্দুল চামুন্ডাকে, দেবসিংহ ধুন্ধুকারকে এবং কৃষ্ণাংশ ভগদত্তকে জয় করে রাজার কাছে এলেন। শেষ পাঁচশত শূরকে সঙ্গে নিয়ে তারা লক্ষণের কাছে চলে গেলেন। পরাজিত হয়ে তারা সহস্র সৈন্য নিয়ে পলায়ন করল।। ৯৯-১০০।।

প্রাতঃকালে তু সম্প্রাপ্তে মহীরাজো মহাবলঃ।
মায়াবর্মানমাহূয় বচনং প্রাহ নির্ভয়ঃ।।১০১।।
ভবান্দশসুতৈবীরে লক্ষসৈন্যৈশ্চ সংযুতঃ।।
সর্বশত্রুবিনাশায় গন্তুমর্হসি সত্তম।
ইতি শ্রুত্বা স নৃপতির্বাদ্যান্সংবাদ্য চাযযৌ।।১০২।।
দৃষ্ট্বা পরিমলো ভূপো মায়াবর্মানমাগতম্।
জগন্নায়কমাহূয় বচনং প্রাহ নির্ভয়ঃ।।১০৩।।
ভবান্দশসহস্রৈশ্চ সার্দ্ধং তৈস্ত্রিভিরন্বিতঃ।
গন্তুমর্হসি যুদ্ধায় শীঘ্রং মদ্বিজয়ং কুরু।।১০৪।।
ইতি শ্রুত্বা যযৌ শীঘ্রং সেনয়োরুভয়োর্মহৎ।
যুদ্ধং চাসীন্মুনিশ্রেষ্ঠ যামমাত্রং ভয়ানকম্।।১০৫।।
হতাস্তে দশসাহস্রাঃ কৃষ্ণাংশাদ্যৈঃ সুরক্ষিতাঃ।
শঙ্খান্দধ্মুশ্চ তে সর্বে চাঙ্গঁদেশনিবাসিনঃ।।১০৬।।
এতস্মিন্নন্তরে ধীরাঃ কৃষ্ণাংশাদ্যাস্তুরীয়কাঃ।।
যামমাত্রেন সংজঘ্নুলক্ষসৈন্যং রিপোস্তদা।।১০৭।।

প্রাতঃকালে মহাবলী মহীরাজ একলক্ষ সেনা এবং নিজ দশপুত্রকে মায়াবর্মাকে যুদ্ধকরতে আদেশ দিলেন। সেই আদেশ শ্রবণ করে রাজা যুদ্ধবাদ্য বাদন করে সেখানে উপস্থিত হলেন।। ১০১-১০২।।

রাজা পরিমল যুদ্ধস্থলে মায়াবর্মাকে দেখে জগন্নায়ককে দশসহস্র সেনা নিয়ে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন।। ১০৩-১০৪।।

এই আদেশ শ্রবণ করে তিনি শীঘ্র যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়ে মহাযুদ্ধ করেছিলেন। হে মুনি শ্রেষ্ঠ, তিনি এক প্রহর পর্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ করেছিলেন। কৃষ্ণাংশাদি দ্বারা রক্ষিত দশসহস্র সেনা সেখানে দূত হয়ে গেলেন। তারা বিজয় শংখ বাদন করলেন।। ১০৫-১০৬।।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণাংশাদি তুরীয়ক বীরগণ পরমধীর ছিলেন। তারা একপ্রহরে শত্রু পক্ষের একলক্ষ সেনা হনন করেছিলেন।। ১০৭।।

অপরাহ্ণে মহারাজো মায়াবর্মা সুতৈঃ সহ।
কৃষ্ণাংশং দেবসিংহং চ সম্প্রাপ্তো জগনায়কম্।।১০৮।
অথাঙ্গভূপং দশ পুত্রযুক্তং কৃষ্ণাংশ এবাশু জগাম শীঘ্রম্
হয়স্থিতো বীরবরঃ প্রমাথী কলৈকজাতো মধুসূদনস্য।।১০৯।।
ততোঙ্গভূপস্ত্রিভিরেবঃ বাণৈরতাড্যন্মুর্ধ্নি চ পার্শ্বয়োর্বে।
অমর্ষমাণো বলবান্মহীপতি দন্তৈহতঃ কাল ইবাশু সর্পঃ।।১১০।।
হয়ং সমুড্ডীয় স পুষ্করান্তং ততোভ্যগান্তং নৃপতিং রথস্থম্।
হয়স্য পাতৈবিরথীচকার স এব ভূপোহসিমুপাদধানঃ।।১১১।।
স্বেনাসিনা বিন্দুলমঙ্গল্যং কৃত্বা স কৃষ্ণাংশমুবাচ বাক্যম্।
কল্লোলমায়াত্তব নাশনায় ত্বয়া জিতা ভূপতয়ঃ প্রধানঃ।।১১২।।
তদৈব কীর্তির্ভবিতা মমাশু হত্বা ভবন্তং চ সুখী ভবামি।
ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং মহান্তং স্বেনাসিনা তস্য শিরো জহার।।১১৩।।

অপরাহ্নে মহারাজ মায়াবর্মা নিজ পুত্রগণের সাথে কৃষ্ণাংশ-দেবসিংহ জগন্নায়কের কাছে গেলেন।। ১০৮।।

অতঃপর দশপুত্রযুক্ত অঙ্গাধিপতির কাছে কৃষ্ণাংশ শীঘ্র চলে গেলেন। বীরগনের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ প্রমথনকারী অশ্বারূঢ় ভগবান্ মধুসূদনের এককলা ছিলেন তিনি।। অঙ্গপতিকে তিনটি বাণের দ্বারা মস্তকে এবং পার্শ্বে প্রহার করলেন। সেই বলবান্ মহীপতি অমর্ষমান হয়ে দন্তের দ্বারা কালসর্পের ন্যায় অতিশীঘ্র নিজ অশ্ব উড্ডীন করে রথস্থিত সেই নৃপতির পশ্চাতে পুষ্কর পর্যন্ত গেলেন। তিনি অশ্বকে পাড়ের দ্বারা তাকে বেরথী করলেন। সেই রাজা খর্গ ধারণ করে বিন্দুলের অঙ্গে আঘাত করলে কৃষ্ণাংশকে বললেন তোমার বিনাশের সময় উপস্থিত , তুমি অনেক রাজাকে জয় করেছো। আমার কীর্তি তো এই সংসারে তখন হবে যখন আমি তোমাকে জয় করে এবং হত্যা করে সুখী হব। এই প্রকার বাক্য বলে মহান অঙ্গধিপতি কে কৃষ্ণাংশ খড়োর দ্বারা শির কর্তন করলেন। সেই অঙ্গপতি মারা গেলে তার দশপুত্রও সেখানে উপস্থিত হলেন, তারা সকলে কৌরবাংশ ছিলেন। তাদের পাঁচজনকে ইন্দূল ক্রোধান্বিত হয়ে বাণের দ্বারা হত্যা করেছিলেন।

হতেহঙ্গভূপে দশ তস্য পুত্রাস্তমেব জগ্মুযুধি কৌ রবাংশাঃ।
তানাগতানিন্দুল এব পঞ্চ জঘান বাণৈস্ত তদা সমুন্যঃ।।১১৪।।
উভৌ চ দেবস্তু জঘান তত্র ভল্লেন সিদ্ধেন নৃপাত্মজৌ চ
জ্যেষ্ঠং সুতং গৌতম এব হত্বা দ্বৌ যৌ স কৃষ্ণাংশ উপাজঘান।।১১৫।।
শংখান্প্রদধ্মরুচিরাননাস্তে প্রদোষকালে শিরিরাণি জগ্মুঃ।
শ্রমান্বিতাস্তে সুষুপুনিশায়াং প্রাতঃ সমুত্থায় স্বকর্ম কৃত্বা।।১১৬।।
গত্বা সভায়াং নৃপতিং বাক্যং সমূচুঃ শৃণু চন্দ্রবংশিন্।
অদ্যৈব সেনাপতিরস্তি কো বৈ চাজ্ঞাপয়াস্মান্নৃপ তস্য গুপ্ত্যৈ।।১১৭।।
শ্রুত্বাহ ভূপোদ্য তু বীরসেনঃ সকামসেনঃ স্ববলৈঃ সমেতঃ।
রণং করিষ্যত্যচিরেণ বীরাস্তস্মাৎসুরক্ষধ্বমরিভ্য এব।।১১৮।।
স বীরসেনো নৃপতিং প্রণম্য লক্ষৈ স্বসৈন্যৈযুধি সংজগাম।
তদা মহীরাজনৃপঃ প্রতাপী স নাগবর্মানমুবাচ তাপী।।১১৯।।

দুইজনকে দেবসিংহ নিজ সিদ্ধ ভল্লের দ্বারা নিহত করলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গৌতম এবং অবশেষ দুইজনকে কৃষ্ণাংশ হনন করলেন।। ১০৯-১১৫।।

প্রসন্ন হয়ে তারা বিজয় শংখ বাদন করলেন, এবং প্রদোষ সময়ে সকলে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন। সেদিন অত্যন্ত পরিশ্রম বশতঃ তারা সকলে শরন করলেন। প্রাতঃকালে উঠে তারা নিজ নিজ দৈনিক কর্ম সম্পাদন করে সভামধ্যে গিয়ে রাজাকে প্রণাম করে সেই রাজাকে বললেন। হে চন্দ্রবংশী রাজন, আজ সেনাপতি কে হবেন । হে নৃপ, তাকে রক্ষা করার জন্য আপনি আদেশ দিন, সে কথা শুনে রাজা বললেন - আজ বীরসেন রাজা কামসেনের সঙ্গে নিজ সেনা নিয়ে যুদ্ধ করবে। বীরগণ তাকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করবেন। এর পর শীঘ্র রাজা বীরসেন রাজাকে প্রণাম করে নিজ একলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধভূমিতে চলে গেলেন। সেই সময় প্রতাপী মহীরাজ নাগবর্মাকে বললেন - আজ আপনি পুত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান। হে ভূপ শ্রেষ্ঠ, একলক্ষ সেনা নিয়ে আপনি যান। অত্যন্ত ঘোর পরমবীর শত্রু বীরসেনকে যুদ্ধে হত্যা করুন। এই আদেশ শুনে

রণায় গচ্ছাশু সুতৈঃ সমেতো লক্ষৈঃ স্বসৈন্যেরুতে ভূপবর্য।
হত্বা রিপু ঘোরতমং হি বীরং পতিং মহান্তযুধি বীরসেনম্।।১২০।।
ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং প্রণম্য সুবাদয়ামাস তদা হি বীর।
তয়োর্বভূবাশু রণো মহান্বে সুসেনয়োঃ সঙ্কলযুদ্ধকর্ত্রো।।১২১।।
ত্রিযামমাত্রেণ হতাশ্চ সর্বে বিমানমারুহ্য যযুশ্চ নাকম্।
হতেষু সর্বেষু চ নাগবর্মা সুতেষু বৈ যাদবভূপ মাহ।।১২২।।
ভবান্বিসৈন্যেশ্চ তথৈব চাহং ভবান্নপুত্রশ্চ তথাহমেব।
সংস্মৃত্য ধর্মং কুরু যুদ্ধমাশু ততো রথস্থঃ সুধনুগৃহীত্বা।।১২৩।।
বাণৈশ্চ বানাম্ভূবি তৌ চছিত্ত্বা বভূবস্তুস্তৌ বিরথৌ নৃপাগ্রযৌ।
খড়্গেন খড়্গং চ তথৈব ছিত্ত্বা বিমানমারুহ্য গতৌহিনাকম্।।১২৪।।
স কামসেনঃ স্বরিপোশ্চ পুত্রাঞ্জঘান বাণৈশ্চ তদাষ্টসংখ্যান্।
জ্যেষ্ঠৌ তদা কোপসমন্বিতৌ তং গৃহীতখড়্গৌ চ সমীয়তুশ্চ।।১২৫।।
রিপো শিরো জহ্রতুরুগ্রবেগৌ সকামসেনশ্চ কবন্ধ এব।
হত্বারিপু তৌ তদা মিলিত্বা স্বর্গংযযুস্তে চ বিমানরূঢ়াঃ।।১২৬।।

রাজাকে প্রণাম করে যুদ্ধ দামামা বাদন করেছিলেন। সেই দুই বীরের মধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।। ১১৬-১২০।।

কেবল তিন প্রহর মধ্যে তারা সকলে হত হয়ে বিমানে সমারূঢ় হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। নাগবর্মা ও তার পুত্রগণ মারা গেলে যাদব ভূপ বলেছিলেন - আপনি এখন সেনারহিত এবং আমিও সেনাবিহীন। আপনি ও আমি সপুত্র। অতএব ধর্মের কথা স্মরণ করে শীঘ্র যুদ্ধ করুন। অতঃপর রথস্থিত ধনুষ গ্রহণ করে সেই দুইজন বাণের দ্বারা বাণ ছেদন করতে লাগলেন এবং বিরথ হয়ে গেলেন। খর্গের দ্বারা খর্গ ছেদন করে তারা স্বর্গে গমন করলেন।। ১২১-১২৪।।

কাম সেন শত্রুর অষ্টপুত্রকে বাণের দ্বারা মেরে ফেললেন। জ্যেষ্ঠ দুইজন ক্রোধান্বিত হয়ে খড়্গহস্তে তার কাছে এলেন। উগ্রবেগ সেই শত্রু কামসেনকে শিরচ্ছেদ করলে কামসেনের কবন্ধ তাদের হত্যা করল। তারা সকলে বিমানে চড়ে স্বর্গে চলেগেলেন।। ১২৫-১২৬।।

পুতেষু সর্বেষু তদা ত্রয়স্তে চামুন্ডকাদ্যা জগনায়কন্তে।
রুদ্ধা সমেতাঃ স্বশরৈঃ কঠোরৈর্জঘ্নুস্তংমশ্চং হরিনাগরং চ।।১২৭।।
স দিব্যবাজী চ সদা স্বপক্ষৌ প্রসায্য খেনাশু রিপুং জগাম।
স ধুন্ধুকারস্য গজং বিহত্য চামুন্ড কস্যৈব গজং বিমর্দ্য।।১২৮।।
রথং চ ভূমৌ ভগদত্তকস্য বিচূর্ণ্য শীঘ্রং চ নভো জগাম।
প্রবাদ্য শঙ্খং জগনায়কশ্চ কৃষ্ণাংশমাগম্য কথাং চকার।।১২৯।।
নিশামুষিত্বা জগনায়কাদ্যাঃ প্রাতঃ সমুত্থায় রণং প্রজগ্মুঃ।
তদা মহীরাজ উতাশু কারী স কিন্নরেশং কণকং সপুত্রম্।।১৩০।।
উবাচ রাজঞ্জণু কিন্নরাণাং মহাবলাস্তে রিপবো মর্মতে।
বিনাশয়াশু প্রবলারিঘাতান্দেবৈর্ন সার্দ্ধং যুধি বৈ মনুষ্যাঃ।।১৩১।।
ইত্যুক্তবান্মঙ্কণভূপতিস্তু যযৌ সপুত্রোহযুতসন্যপশ্চ।
তমাগতং তত্র বিলোক্য রাজা বীরান্স্বকীয়াংশ্চ সমাদিদেশ।।১৩২।।

সেই সময় সকলে হত হলে চামুন্ডাদি তিন বীর জগনায়কে রুদ্ধ করলেন এবং তারা সকলে নিজ নিজ কঠোর শরের দ্বারা তাকে ও হরিনাগর অশ্বকে হত্যা করল।। ১২৭-১২৮।।

সেই সময় সেই দিব্য অশ্ব নিজ পক্ষ বিস্তার করে আকাশ মার্গে শত্রু সমীপে চলে গেল। সে ধুন্ধুকারের হাতীকে হনন করে এবং চামুন্ডার গজকে বির্মদন করে তথা ভূমিতে ভগদত্তের রথকে চূর্ণ করে শীঘ্র আকাশে চলে গেল। জগনায়ক বিজয় শংখ বাদন করে কৃষ্ণাংশের কাছে গিয়ে তাকে সকল বৃত্তান্ত বলেছিল।। ১২৯।।

জগনায়কাদি রাত্রে নিবাস করে প্রাতঃকালে রণভূমিতে চলে গেল। সেই সময় মহীরাজ শীঘ্র পুত্রদের সঙ্গে কিন্নরেশকে ডেকে তাকে বললেন - হে রাজন আপনি কিন্নরগণের মধ্যে মহাবলবান্ যোদ্ধা। এরা আমার শত্রু, আপনি অস্ত্র প্রহারে তাদের হত্যা করুন। কারণ দেবগণের সঙ্গে মনুষ্যগণ যুদ্ধে সমর্থ হয়না। মংকণ ভূপতি একথা শুনে দশসহস্র সেনা তথা পুত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। রাজা তাদের আসতে দেখে নিজ

মনোরহস্থো জগনায়কশ্চ স তালনো বৈ বড়বাং বিগৃহ্য।
করালসংস্থশ্চ তদা জয়ন্তো বিগৃহ্য চাপং তরসা জগাম।।১৩৩।।
পপীহকস্থশ্চ স রূপণৌ বৈ জগাম কৃষ্ণাংশসমন্বিতশ্চ।
স লল্লসিংহো গজমত্তসংস্থঃ স ধান্যপালো হয়মারুরোহ।।১৩৪।।
সমন্ততঃ কিন্নরসৈন্যঘোরং বিনাশয়ামাসুরু পাংশুখড়্গৈঃ।
বিনশ্যমানে ত্রিসহস্রসৈন্যে স কিন্নরেশস্তরসা জগাম।।১৩৫।।
ধ্যাত্বা কুবেরং চ গৃহীতচাপো নভোগতস্তত্র বভূব সূক্ষ্মঃ।।১৩৬।।
অদৃশ্যমানঃ স্বশরৈঃ কঠৌরৈর্বিনদ্য সর্বাহ্নি ননর্দ ঘোরম্।
বিলপ্যমানে চ সমস্তশূরে জয়ন্ত এবাশু জগাম শক্রম্।১৩৭।।
ধ্যাত্বা মহেন্দ্রং কর্ণকং চ বদ্ধা কৃষ্ণাংশমাগম্য পদৌ ননাম।
তদা তু তে শত্রুসহস্রসৈন্যে নিশম্য বদ্ধং কর্ণকং নিজেন্দ্রম্।।১৩৮।।

বীরগণকে আদেশ দিলেন মনোরথেস্থিত জগন্নায়ক এবং বড়বা গ্রহণ কারী তালন করালে সংস্থিত জয়ন্ত নিজ নিজ ধনুর গ্রহণ করে বেগের সঙ্গে সেখানে গেলেন।। ১৩০-১৩৩।।

রূপণ পপীহকে আরোহণ করে কৃষ্ণাংশের সঙ্গে সেখানে গেলেন। লল্লসিংহ মত্তগজে আরোহন করে এবং ধান্য পাল অশ্বে সংস্থিত ছিলেন।। ১৩৪।।

সকলে কিন্নরের ঘোর সেনাদেরকে উপাংশু খড্গের দ্বারা বিনাশ করলেন। যখন তিন সহস্র সেনা বিনষ্ট হল তখন কিন্নরেশ প্রচন্ড বেগে গমন করলেন। তিনি কুবেরের ধ্যান করে চাপগ্রহণ করে আকাশে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ হয়ে গেলেন।।১৩৫-১৩৬।।

তিনি অদৃশ্য হয়ে নিজ কঠোর শরের দ্বারা সকলকে হত্যা করে ঘোর গর্জন করেছিলেন। সমস্ত শত্রু বিলাপ্যমান হলে জয়ন্ত শত্রুদের কাছে গেলেন। তিনি মহেন্দ্রের ধ্যান করে কণককে বন্ধন করে শীঘ্র কৃষ্ণাংশের চরণে প্রণাম করলেন। সেই সময় শত্রুর সহস্র সেনামধ্যে নিজ স্বামী কণককে বদ্ধ হতে দেখে তার সেনাগণ সমস্ত মায়াবিকে রুদ্ধ করে গুহ্যকের

বিনর্ঘ ঘোরং রুরুধুশ্চ সর্বান্বয়া বিনো গুহ্যকমস্ত্রমূহুঃ।
দিনেষু সপ্তেষু তথা নিশাসু বভূব যুদ্ধং চ সমন্ততস্তেঃ।।১৩৯।।
শ্রমন্বিতাঃ সপ্ত মহাপ্রবীরা হতেষু সর্বেষু সুযুপুশ্চ বৈ যদা।
তদা কুবেরং কর্ণকশ্চ ধ্যাত্বা লব্ধা বরং বন্ধনমাশু ছিত্বা।।১৪০।।
সুপ্তান্সমুত্থায় চ সপ্ত শূরান্নিশীথ কালে স চকার যুদ্ধম্।
জিত্বা চ তাম্মট্ স বরপ্রভাবাত্তদেন্দুলেনৈব রণং চকার।।১৪১।।
গৃহীতখড়্গৌ রণঘোরমত্তৌ হত্বা ততো বৈ ভূবি চেযতুশ্চ।
প্রজগ্মুতুনাকমুপান্তদেবৌ সস্তূয় মানো সুরসত্তমৈশ্চ।।১৪২।।
ততঃ প্রভাতে বিমলে বিজাতে রুরোধ রামাংশ উতাললাপ।
পাপৈঃ কলাপৈ পরিপীড্যমানঃ কুলান্বিতঃ সর্বযুতো মুনীন্দ্র।।১৪৩।।
স পঞ্চশব্দং গজমারুরোহ ত্রিলক্ষসৈন্যৈস্তরসা জগাম।
তদা মহীরাজ উতাহ শৃন্বগ্নচ্ছধ্বমদ্যৈব ময়া সমেতাঃ।।১৪৪।।

অস্ত্র গ্রহণ করেছিল। পুনরায় সাতদিন ও রাত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। সাত মহাবীর শ্রমিত হয়ে সকলকে হত্যা করে যখন শয়ন করল তখন কণক কুবেরের ধ্যান করে বর প্রাপ্ত হলেন এবং শীঘ্র বন্ধন ছেদন করলেন।। ১৩৭-১৪০।।

শায়িত সেই সাত শূরদের জাগরিত করে অর্ধরাত্রে যুদ্ধ করেছিল। তিনি বরের প্রভাবে তাদের মধ্যে ছয়জনকে জয় করলেন এবং ইন্দুলের সাথে যুদ্ধ করলেন।।১৪১।।

যুদ্ধ করতে একমত্ত হাতীতে আরোহণ করে হাতে খড়্গা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রহার করে ভূমিতে তারা দুইজনই আগত হলেন। পুনরায় তারা স্বর্গে গমন করলেন।। ১৪১-১৪২।।

অনন্তর বিমল প্রভাতে রামাংশ রোধ করলেন এবং অলাপ করলেন। হে মুনীন্দ্র, তিনি পাপসমুদ্রে পরিপীড়িত হয়ে কুলের সকলের সঙ্গে ছিলেন। তিনি পঞ্চশব্দ নামক গজে আরোহন করে তিনলক্ষ সেনা নিয়ে মহাবেগে গমন করলেন। সেই সময় মহীরাজ বললেন আমার সঙ্গে আজই চলো।

স্বপঞ্চলক্ষৈঃ প্রবলৈশ্চ শূরৈঃ সার্দ্ধং রুরোধাশু রিপোশ্চ সেনাম্।
তয়োবভূবাযশু রণঃ প্রঘোরো বিনর্দতোযুদ্ধনিমিত্তমাশু।।১৪৫।।
ত্রিযামমাত্রেণ হতাশ্চ সর্বে দ্বয়োশ্চ পক্ষা বলশালিনশ্চ।
তদা মহীরাজ উতাযযৌ বৈ সমনজলীকশ্চ ধনুবিগৃহ্য।।১৪৬।।
স ধুন্ধুকারশ্চ তদা জগাম রথস্থিতং লক্ষণমুগ্রবীরম্।
তদোদয়ো বৈ ভগাদত্তমেব চামুন্ডকং ভীষ্মকরাজসূনুঃ।।১৪৭।।
স পঞ্চশব্দং গজমাস্থিতো বৈ গতঃ স এবাশু জগাম ভূপম্।
ধনুবিগৃহ্যশুগমুসল্বণং চ নৃপস্থিতশ্চাথ ভয়ঙ্করং চ।।১৪৮।।
গজং প্রমত্তাগ্রগজেন্দ্র শূরঃ জয়ং চ মে দেহি শিবপ্রদত্ত।।১৪৯।।
স মন্ডলীকো রণদুর্মদশ্চ রামাংশ আহ্লাদ ইতি প্রসিদ্ধিঃ।
তস্মাচ্চ মাং রক্ষ জবেন হস্তিন্মহাবলাৎকাল রসাচ্চ বীরাৎ।।১৫০।।

নিজের পাঁচলক্ষ সেনা নিয়ে তিনি শত্রু সেনকে রুদ্ধ করলেন। তারা দুইজন যুদ্ধ করতে বিশেষক রূপে গর্জন করলেন।। ১৪৩-১৪৫।।

কেবল তিন প্রহরের যুদ্ধে দুই পক্ষের সকল বীর হত হলেন। তখন মহীরাজ সমন্ডলীক হাতে ধনুর্বাণ গ্রহণ করে সেখানে এলেন।। ধুন্ধকার সেই সময় রথে স্থিত উগ্রবীর লক্ষনের কাছে গেলেন। উদয় সিংহ ভগদত্তের সমীপে এবং ভীষ্মকে রাজপুত্র চামুন্ডার নিকট যুদ্ধ করতে গেলেন।। ১৪৬-১৪৭।।

তিনি পঞ্চশব্দ গজে আরোহণ করে শীঘ্র রাজার কাছে গেলেন। অত্যন্ত প্রমত্ত এবং মহাউগ্র তথা আহ্লাদকে হত্যাকারী শিবদত্ত নামক গজকে তিনি বললেন - রে প্রমত্ত গজের শিরোমণি, হে শিবদত্ত, হেশূর আমাকে জয় প্রদান কর।। ১৪৮-১৪৯।।

সেই মন্ডলীক রণে দুর্মদ রামাংশ যিনি আহ্লাদ নামে পরিচিত। হে হস্তিন, বেগের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। সেই বলবানের হাত থেকে, কাল স্বরূপ এবং বীরের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।।১৫০।।

ইত্যেবমুক্তো নৃপতিং স হস্তী বচস্তমাহাশু শৃণুষ্ব রাজন্।
যাবদহং বৈ তনু জীবধারী তাবদ্ভবাঞ্চ্ ক্রভয়ঙ্করশ্চ।।১৫১।।
ইত্যুক্তবন্তং গজং প্রমত্তং স পঞ্চশব্দশ্চ তদা স্বদন্তৈঃ।
মুখং চতুর্ভিশ্চ বিদার্য শত্রোনর্নদ ঘোরং স মহেন্দ্রদত্তঃ।।১৫২।।
স রুদ্রদত্তশ্চ গজঃ প্রমত্তো রুষান্বধাবওরসা গজেন্দ্রম্।
রিপু স্বপদভ্যাং চ চখান কুম্ভৈঃ স্বতুন্ডদন্ডেন তুদং প্রকুর্বন্।।১৫৩।।
অবাপ মূর্চ্ছাং চ স পঞ্চশব্দস্তাদাশু ভূপং প্রতি মন্ডলীকঃ।
স্বতোমরেণাঙ্গঁব্রণং প্রদায় খঙ্গৈঁন হত্বা গজরাজমুগ্রম্।
জগাম পদভ্যাং রিপুপ্রমাহী যত্র স্থিতশ্চেন্দুল উগ্রধন্বা।।১৫৪।।
উত্থাপ্য পুত্রং চ বিলপ্যমানাং পত্নীং স্বকীয়াং প্রতি চাজগাম।
তদা প্রমত্তৌ চ গজো সুমূর্চ্ছাং ত্যক্তা পুনশ্চক্রতুরেব যুদ্ধম্।।১৫৫।।
স লক্ষণঃ খড়্গবণে বাণান্নিপোশ্চ ছিত্ত্বানিজবেষ্ণবাস্ত্রম্
দধার চাপে চ সুমন্ত্রয়িত্বা স ধুন্ধুকারশ্চ গজং দদাহ।।১৫৬।।

রাজা হাতীকে একথা বললে হাতী রাজাকে বলল -হে রাজন্, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি শত্রুর পক্ষে ভয়ংকর হবেন।। ১৫১।।

এই প্রকার বলে সেই প্রমত্ত গজ সেই সময় নিজ চারটি দাঁতের দ্বারা শত্রু মুখ বিদীর্ণ করে মহেন্দ্র দত্ত অত্যন্ত ঘোররূপে নর্দন করতে লাগলেন। সেই প্রমত্ত রুদ্র দত্তগজ তুন্ডের দ্বারা পীড়িত করে কুম্ভ স্থলে এবং নিজ পদের দ্বারা শত্রুকে দলন করলেন। সেই পঞ্চশব্দ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলো। মন্ডলীক নিজ তোমর অংগে ব্রণ করে এবং খর্গের দ্বারা উগ গজরাজকে হনন করে শীঘ্র ভূপের প্রতি চলে গেল। শত্রুকে পদের দ্বারা প্রমথন কারী ইন্দুলের কাছে গেল।। ১৫২-১৫৪।।

নিজ পুত্রকে উঠিয়ে বিলাপ কারী নিজ পত্নীর কাছে সমাগত হল। সেই সময় দুই প্রমত্ত গজ মূর্চ্ছা ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে লাগল।। ১৫৫।।

লক্ষণ নিজ শ্রেষ্ঠ খর্গের দ্বারা শত্রুর বাণ ছেদন করে নিজ চাপে বৈষ্ণব অস্ত্র সমন্বিত করে ধুন্ধুকারের সঙ্গে নিজ গজের দাহ করল।। ১৫৬।।

হতে চ তস্মিন্নিজমুখবন্ধৌ সভূমিরাজশ্চ গৃহীতচাপঃ।
শরেণ রৌদ্রেণ চ লক্ষণং তং জঘান তত্রাদিভয়ঙ্করস্থঃ।।১৫৭।।
স মূর্ছিতঃ শুক্ল কুলেষু সূর্যস্তদোদয়ো বৈ ভগদত্তমেব।
সুমূর্চ্ছয়িত্বা চ জগাম শীঘ্রং যত্রস্থিতো লক্ষণ একবীরঃ।।১৫৮।।
ভয়ান্বিতস্তং চ বিলোক্য রাজা জবেন দুদ্রাব চ রক্তবীজম্।
তদা সুদেবং চ স রক্তবীজো জিত্বা তু কৃষ্ণাংশযুতং জগাম।।১৫৯।।
বানেন শীঘ্রং স চ মূর্চ্ছয়িত্বা পুনশ্চ দেবং চ স মূর্চ্ছয়িত্বা।
তদ্বন্ধনায়োদ্যত আশুকারী স লক্ষণস্তত্র তদা জগাম।।১৬০।।
প্রধায় চাপে চ স বৈষ্ণবাস্ত্রং প্রচোদয়ামাস চ রক্তবীজে।
তদা স সামন্তসুতো বলীয়ান্নণং বিহায়াশু বিলোক্য সন্ধ্যাম্।
ভয়ান্বিতঃ স্বৈশ্চ যুতো যযৌ বৈ যত্র স্থিতা ভূপতয়ঃ সকোপাঃ।।১৬১।।
বিলোক্য শক্রুং চ স রত্নভানো যুতো যযৌ বৈ শিবিরাণি যুক্তঃ।
নিশাম্য ভপ স চ চন্দ্রবংশী জয়ং স্বকীয়ং সুযুপুস্ত তে বৈ।
প্রাতশ্চ কালে স চ চন্দ্রবংশী বিলোক্য শুক্লান্বয়মাহ ভূপম্।।১৬২।।

নিজ বন্ধু হত হলে ভূমিরাজ চাপ গ্রহণ করে রৌদ্র শরের দ্বারা লক্ষণকে আঘাত করলে শুক্লকুলের সূর্য মূর্চ্ছিত হয়ে গেল। তখন উদয় ভগদত্তকে মূর্চ্ছিত করে বীর লক্ষণ যেখানে মূর্চ্ছিত ছিলেন সেখানে চলে এলেন।।১৫৭-১৫৮।।

ভয়াতুর রাজা তাকে দেখে শীঘ্র রক্তবীজের পশচাতে দৌড়ালেন। সেই সময় রক্তবীজ সুদেবকে কৃষ্ণাংশের সঙ্গে জয় করে গমন করলেন। তিনি বাণের দ্বারা শীঘ্র দেবকে মূর্চ্ছিত করে তাকে বন্ধন করতে উদ্যত হলেন। সেই সময় লক্ষণ সেখানে উপস্থিত হল।। ১৫৯-১৬০।।

তিনি ধনুষ বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করে রক্ত বীজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। সেই সময় ভয়ান্বিত হয়ে সেই বলবান্ সামন্ত পুত্র সন্ধ্যাকে দেখে রণভূমি ত্যাগ করে ক্রোধান্বিত রাজগণের কাছে চলে গেলেন।। ১৬১।।

রত্নভানুসুত শত্রুকে দেখে শিবিরে চলে গেলেন এবং চন্দ্রবংশী ভূপ জয় শ্রবণ করে শয়ন করতে ইচ্ছা করলেন। প্রাতে চন্দবংশী রাজা শুক্লবংশী

অয়ে গুর্জরদেশীয় মূলবর্মসুতৈঃ সহ।
লক্ষ সৈন্যান্বিতো ভূত্বা গন্তুমর্হতু বৈ ভবান্।।১৬৩।।
ইত্যুক্তঃ স তু ভূপালো যুদ্ধভূমিমুপাযযৌ।
মহীরাজাজ্ঞয়া প্রাপ্তো নাম্না পূর্ণামলো বলী।।১৬৪।।
দশপুত্রান্বিতো যুদ্ধে সৈন্য লক্ষেণ সংযুতঃ।
তয়োশ্চাসীন্মহদ্যুদ্ধ যামদ্বয়মুপস্থিতম্।।১৬৫।।
হতেষু তেষু সর্বেষু তৌ নৃপৌ সমুতৈর্বলৌ।
অনোন্যেন রণং কৃত্বা যমলোকমুপাগতৌ।।১৬৬।।
মার্গকৃষ্ণচতুর্দশ্যাং প্রভাতে বিমলে রবৌ।
কৈকয়ো লক্ষসেনাঢ্যো দয়া পুত্রসমন্বিতঃ।
লক্ষণানুজ্ঞয়া প্রাপ্তস্তস্মিন্যুধি ভয়ানকে।।১৬৭।।
মদ্রকেশস্তদা রাজা দশপুত্রসমন্বিতঃ।
লক্ষসৈন্যান্বিতস্তত্র যত্র যুদ্ধং সমন্বভূৎ।
পরস্পরং হতাঃ সর্বে দিনান্তে ক্ষত্রিয়া রণে।।১৬৮।।

নৃপতিকে দেখে বললেন হে গুর্জর দেশবাসী মূল বর্মন, আপনি আপনার পুত্রদের সাথে একলক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধ স্থলে চলে যান। রাজা আদেশ পেয়ে বলবান্ পূর্ণামল সেখানে চলে গেলেন। পূর্ণমল এক লক্ষ সেনা তথা নিজ দশপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন । সেই দুই রাজার মধ্যে দুই প্রহর ধরে প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। দুই পক্ষের সেনাগণ যারা মারা গেলে দুই রাজা নিজ পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হল।। ১৬২-১৬৬।।

মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে বিমল প্রভাতে রবিউদিত হলে লক্ষ সেনা নিয়ে দশপুত্রসহ কৈকয় রাজা লক্ষনের আদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আগত হলেন। সেই সময় মদ্রকেশ রাজা দশপুত্রের সঙ্গে একলক্ষ সেনা নিয়ে সেখানে এলেন। তারা সমস্ত ক্ষত্রিয় সমস্ত দিন যুদ্ধ করে হত হল।। ১৬৭-১৬৮।।

পুনঃ প্রভাতে বিমলে ভগদত্তো মহাবলী।
ত্রিলক্ষবলসংযুক্তো জগর্জ্জ রণমূর্দ্ধনি।।১৬৯।।
দৃষ্ট্বা তং লক্ষণো বীরস্ত্রিলক্ষ মহাবলাঃ।
চকার তুমুলং ঘোরং সেনয়া চ স্বকীয়য়া।।১৭০।।
অপরাহ্নে হতাঃ সর্বে সৈনিকা নৃপয়োস্তদা।
ভগদত্তঃ স্বয়ং ক্রুদ্ধো রথস্থো লক্ষণং যযৌ।।১৭১।।
লক্ষণৌ রথমারুহ্য স্বপিতুঃ শত্রুজং নৃপম্।
ত্রিভির্বানৈশ্চ সন্তোদ্য ভল্লেন সমতাড়য়ৎ।।১৭২।।
ভগদত্তস্তদা ক্রুদ্ধো বিরথং তং চকার হ।
ক্রুদ্ধবন্তং রিপুং ঘোরং লক্ষণঃ খড়্গপাণিকঃ।
হত্বা হয়াংস্তথা সূতং ভগদত্তমুপাযযৌ।।১৭৩।।
মর্দয়িত্বা চ তচ্চর্মচ্ছিত্ত্বা বর্ম তদুদ্রবম্।
ত্রিধা চকার বলবান্তগদত্তং রিপোসসুতম্।।১৭৪।।
সন্ধ্যাকালে হতে তস্মিল্লঁক্ষণস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
একাকী শিবিরং প্রাপ্তো হস্তিন্যুপরি সংস্থিতঃ।।১৭৫।।

পুনরায় বিমল প্রাতকালে বলবান্ ভগদত্ত তিন লক্ষ সেনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গর্জন করতে লাগলেন। তাকে গর্জন করতে দেখে তিন লক্ষ মহাবলবান সেনা নিয়ে লক্ষণ অত্যন্ত ঘোর যুদ্ধ করল।।

মধ্যাহ্নের পর সেই দুই রাজার সকল সৈন্য হত হল। ১৬৯-১৭০।।

ভগদত্ত রথোপরি আরূহ হয়ে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে লক্ষণের দিকে গেল। লক্ষণ রথের উপর সমারূঢ় হয়ে নিজ পিতার শত্রুজ নৃপকে তিন বাণের দ্বারা পীড়িত করে ভল্লের দ্বারা তাড়িত করলেন। পুনরায় ভগদত্ত অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে তাকে রথহীন করে দিলেন। এই প্রকারে ক্রোধান্বিত হয়ে লক্ষণ হাতে খড়্গ গ্রহণ করে অশ্ব এবং সারথিকে হত্যা করে ভগদত্তের উপর আরূঢ় হল।। ১৭১-১৭৩।।

লক্ষণ ভগদত্তের চর্ম মর্দন করে, তার বর্ম ছেদন পূর্বক তাকে তিনটি খন্ডে মন্ডিত করলেন। তার মৃত্যুর পর সন্ধ্যাতে লক্ষণ একাকী হস্তিনী আরূঢ়া হয়ে শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হল।। ১৭৪-১৭৫।।

ভগদত্তে হতে তস্মিন্স রাজা ক্রোধমূর্ছিতঃ।
স্বকীয়ান্সর্বভূপাংশ্চ চামুন্ডেন সমন্বিতান্।
প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় মার্গে চ প্রতিপদ্দিনে।।১৭৬।।
অঙ্গদশ্চ কলিঙ্গশ্চ ত্রিকোণঃ শ্রীপতিস্তথা।
শ্রীতারশ্চ মুকুন্দশ্চ রুহিলো গুহিলস্তথা।।১৭৭।।
সুকেতুর্নব ভূপাস্তে নবাযুতবলৈর্যুতাঃ।
বাদ্যানি বাদয়ামাসুস্তস্মিন্মুমহোস্তবে।।১৭৮।।
দষ্টা তাল্লক্ষণো বীরো রাজভিশ্চ স্বকীয় কৈঃ।
সার্দ্ধং জগাম যুদ্ধায় তথা ব্যূহ্যাযুধদ্রিপূন্।।১৭৯।।
রুদ্রবর্মা চ নৃপতিঃ শূরৈদশসহস্রকৈঃ।
অঙ্গদং বৈরিণং মত্বা তেন সার্দ্ধমযুধ্যত।।১৮০।।
কালীবর্মাহযুতৈস্সার্ধং কলিঙ্গং প্রত্যযুধ্যত।
বীরসিংহোহযুতৈস্সার্ধং ত্রিকোণং প্রত্যযুধ্যত।।১৮১।
ততোনুজঃ প্রবীরশ্চ শ্রীপতিং সোহযুতৈস্স হ।
নৃপঃ সূর্যো ধরো বীরোহযুতাঢ্যো বলবাত্রণে।।
শ্রীতারং নৃপমাসাদ্য মহদ্যুদ্ধমচীকরৎ।।১৮২।।

ভগদত্ত মারা গেলে রাজা চামুন্ডার সঙ্গে সকলকে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করলেন।।১৭৬।।

অঙ্গদ, কলিঙ্গ, ত্রেকোণ, শ্রীপতি, শ্রীধর, মুকুন্দ, রুহিল, গুহিল এবং সুকেতু প্রমুখ নয় রাজা নব্বই হাজার সেনা যুক্ত ছিলেন। তারা সকলে যুদ্ধ মহোৎসবে বাদ্য বাদন করলেন। বীর লক্ষণ তখন তাদের দেখে নিজ রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ব্যূহ রচনা করলেন। রুদ্রবর্মা রাজা দশসহস্র সেনা নিয়ে অংগদকে শত্রু মনে করে যুদ্ধ করলেন। কালী বর্মা দশসহস্র সেনা নিয়ে কলিঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। বীর সিংহ দশসহস্র সেনা নিয়ে ত্রিকোণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তার ভ্রাতা প্রবীর দশসহস্র সেনা নিয়ে শ্রীপতির সাথে যুদ্ধ করেছিল। সূর্যধর এক অযুত সেনা নিয়ে বলবান্ রাজা শ্রীধরে সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। বামন দশহাজার সেনা নিয়ে

বামনোযুতসংযুক্তো মুকুন্দং প্রতি সোহগমৎ।
গঙ্গাঁসিংহশ্চ বলবান্মহিলং প্রতি সাযুতঃ।।১৮৩।।
লল্লসিংহোযুতৈসসার্ধং গুহিলং প্রতি সোহগমৎ।
ত্রিশতানি ততো ভূপাঃ সহস্রাঢ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।।১৮৪
ক্ষুদ্রভূপাঃ ক্ষুদ্রভূপাংস্ত্রিশতানি সমাযযুঃ।
অন্যোন্যেন হতাঃ সর্বে কৃত্বা যুদ্ধং ভয়ানকম্।।১৮৫।
চামুন্ডস্তু তদা দৃষ্ট্বা মৃতকান্সর্বভূপতীন্।
লক্ষণন্তমুপাগম্য মহদ্যুদ্ধং চকার হ।।১৮৬।।
লক্ষণো রক্তবীজং তং জ্ঞাত্বা ব্রাহ্মণসমন্তম্।
বৈষ্ণবাস্ত্রং তদা তস্মৈ ন দদৌ তেন পীড়িতঃ।।১৮৭।।
সায়ংকালে তু সংপ্রাপ্তে লক্ষণো হস্তিনীস্থিতঃ।
একাকী শিবিরং প্রাপ্তশ্চামুন্ডং নৃপমাযযৌ।।১৮৮।।

মুকুন্দের সাথে যুদ্ধ করেছিল। বলবান্ গংগাসিংহ অযুত সেনা নিয়ে মহিলের সাথে যুদ্ধ করেছিল। লল্লসিংহ এক অযুত সেনা নিয়ে গুহিলের প্রতি যুদ্ধ করেছিল। এই প্রকারে তিন শত রাজা পৃথক পৃথক এক সহস্র করে সেনা নিয়ে যুদ্ধ করেছিল।। ১৭৭ -১৮৪।।

ছোট রাজগণ ছোট তিনশত রাজগণের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এবং তারা একে অপরের দ্বারা হত হলেন।।১৮৫।।

সেই সময় চামুন্ডা সমস্ত রাজগণকে মারা যেতে দেখে স্বয়ং লক্ষণের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। লক্ষণ ব্রাহ্মণ সম্মত তাকে রক্তবীজ মনেকরে তার দ্বারা পীড়িত হয়ে বৈষ্ণবাস্ত্র প্রেরণ করলেন।। ১৮৬-১৮৭।।

সায়ংকালে লক্ষণ হস্তিনীতে সমস্থিত হয়ে একলা শিবিরে চলে এলেন এবং চামুন্ডা নৃপতির কাছে এলেন। দ্বিতীয়া তিথিতে প্রভাত হলে কৃষ্ণাংশ দশসহস্র শূরবীরের সাথে যুদ্ধ ভূমিতে আগত হলেন।। ১৮৮।।

দ্বিতীয়ায়াং প্রভাতে চ কৃষ্ণাংশো দেবসংযুতঃ।
শূরৈদর্শসহস্রৈশ্চ যুদ্ধভূমিমুপাযযৌ।।১৮৯।।
তারকশ্চ সচামুন্ডো দ্বিলক্ষবল সংযুতঃ।
দ্বিশতৈশ্চ তথা ভূপৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধমুপস্থিতৌ।।১৯০।।
পুরস্কৃত্য নৃপান্সর্বান্সসৈন্যৌ বলবত্তরৌ।
তেষামনু স্থিতৌ যুদ্ধে তত্র জাতো মহারণঃ।।১৯১।।
যামমাত্রেণ তৌ বীরৌ হত্বা সর্বমহীপতীন্।
লক্ষসৈন্যাংস্তথা হত্বা সংস্থিতো শ্রমকর্ষিতৌ।।১৯২।।
চামুন্ডস্তারকো ধূর্তঃ সংপ্রাপ্তো ছিদ্রদর্শিনৌ।
তাভ্যাং শ্রমান্বিতাভ্যাং চ চক্রতুস্তো সমং রণম্।।১৯৩।
তেষাং ত্রিযামমাত্রেণ সংভূব মহাব্রণঃ।
সায়ংকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃষ্ণাংশশ্চ নিরায়ুধঃ।
তলপ্রহারেণ রিপুং মূর্চ্ছয়ামাস বীর্যবান্।।১৯৪।।
এতস্মিন্নন্তরে বীরস্তারকো দেবসিংহকম্।
হয়ং মনোরথং হত্বা শঙ্খশব্দমথাকরোৎ।।১৯৫।।

তারক চামুন্ডার সঙ্গে দুই লক্ষ সেনা নিয়ে এবং দুইশত নৃপতিকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হলেন। ১৮৯-১৯০।।

সমস্ত নৃপতিকে সম্মুখে রেখে দুই বলবান পশ্চাতে রইলেন। সেই সময় রণভূমিতে প্রচন্ড ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। এক প্রহর ধরে সেই দুই নৃপতি সমস্ত ভূপ তথা একলক্ষ সেনাকে হত্যা করে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হল। চামুন্ডা এবং তারক প্রচন্ড ধূর্ত এবং ছিদ্রদর্শী ছিলেন। তারা পরিশ্রান্ত দুই নৃপতির সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।। ১৯১ -১৯৩।।

তাদের মধ্যে তিনপ্রহর ধরে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। সায়ংকালে কৃষ্ণাংশ নিরায়ুধ হয়ে তলপ্রহারের দ্বারা শত্রুকে মূর্চ্ছিত করেছিলেন। ইতিমধ্যে বীরতারক দেবসিংহ মনোরথ অশ্বকে মেরে ফেলে শংখধ্বনি করল।। ১৯৪-১৯৫।।

তচ্ছব্দাৎস চ চামুন্ডস্ত্যক্ত্বা মূর্ছাং মহাবলঃ।
কৃষ্ণাংশস্য শিরঃ কায়াদপহৃত্য চ বেগবান্।
তয়োগৃহীত্বা শিরসী মহীরাজমুপাযযৌ।।১৯৬।।
মহীরাজস্তু তে দষ্ট্বা পরমানন্দনির্ভরঃ।
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যো মহোৎসবমকারয়ৎ।।১৯৭।।
লক্ষণস্য তদা সৈন্যে হাহাশব্দো মহানভূৎ।
শ্রুত্বা কোলহলং তেষাং জ্ঞাত্বা তৌ চ হতৌ নৃপঃ।
ব্রহ্মানন্দস্তদা মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বা বেলামুবাচ হ।।১৯৮।।
প্রিয়ে গচ্ছ রণং শীঘ্রং হরিনাগরমাস্থিতা।
মম বেষং শুভং কৃত্বা তারকং জহি মা চিরম্।।১৯৯।।
ইতি শ্রুত্বা তু সা বেলাং রামাংশেন সমন্বিতা।
সহস্রশূরসহিতা যুদ্ধভূমিমুপাযযৌ।।২০০।।
শ্রুত্বা স লক্ষণো বীরস্তালনেন সমন্বিতঃ।
সৈন্যৈশ্চ দশসাহস্রৈমহীরাজমুপাযযৌ।।২০১।।

সেই শব্দে মহাবলবান্ চামুন্ডা মূর্চ্ছা ত্যাগ করে প্রচন্ড বেগে সেখানে এসে কৃষ্ণাংশের শির শরীর থেকে ছিন্ন করলেন এবং সেই দুইজনের মস্তক নিয়ে শীঘ্র মহীরাজের কাছে গেলেন। মহীরাজ সেই দুই শির দেখে পরমানন্দ লাভ করলেন। তিনি ব্রাহ্মণ গণকে দান করে মহোৎসব করলেন।। ১৯৬ -১৯৭।।

সেই সময় লক্ষণের সেনা মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বণি উঠল। সেই কোলাহলের মাধ্যমে রাজা তাদের নিহত সংবাদ জানতে পারলেন। অতঃপর ব্রহ্মানন্দ মূর্চ্ছা ত্যাগ পূর্বক বেলাকে বললেন - হে প্রিয়ে, এখন তুমি আমার বেশ ধারণ করে হরিণপর থেকে শীঘ্র রণে যাও। এই কথা শ্রবণ করে বেলা রামাংশের সঙ্গে একসহস্র শূরের সাথে যুদ্ধভূমিতে আগত হলেন। সেই বীর লক্ষণ তালনের সাথে দশসহস্র সেনা নিয়ে মহীরাজের কাছে পৌঁছালেন।।১৯৮-২০১।।

তৃতীয়ায়াং প্রভাতে চ তারকো বলবত্তরঃ।
ব্রহ্মানন্দ চ তং মত্বা মহযুদ্ধমচীকরৎ।।২০২।।
রক্তবীজশ্চ চামুন্ডো রামাংশো বলবত্তরঃ।
চকার দারুণং যুদ্ধং তস্মিন্বীর সমাগমে।।২০৩।।
যামমাত্রেণ রামাংশো হত্বা তস্য মহাগজম্।
তচ্ছস্ত্রানি তথা চ্ছিত্ত্বা মল্লযুদ্ধমচীকরৎ।।২০৪।।
ত্রিযামমাত্রেণ তদা সায়ংকালে সমাগতে।
মমন্থ ভ্রাতৃহন্তারং স চ বীরো মমার হ।।২০৫।।
তদা বেলা মহাশত্রুং তারকং বলবত্তরম্।
ছিত্ত্বাস্ত্রানি স্বখড়্গেন শিরঃ কায়াদপাহরৎ।।২০৬।।
চিতাং কৃত্বা বিধানেন সা দেবী দ্রুপদাত্মজা।
ব্রহ্মানন্দং নমস্কৃত্য তচ্চিতায়াং সমারুহৎ।।২০৭।।
তেন সার্দ্ধং চ সা শুদ্ধা শ্বশুরস্যাজ্ঞয়া মুদা।
সপ্তজন্মকথাং কৃত্বা স্বপতেস্তু দদাহ বৈ।।২০৮।।

তৃতীয়া তিথিতে বলবান্ তারক বেলাকে ব্রহ্মানন্দ মনেকরে মহাযুদ্ধ করেছিলেন এবং রক্তবীজ মূর্চ্ছা যিনি রামাংশের অধিক বলবান্ ছিলেন তিনিও সেইবীর সমগণে মহাযুদ্ধ করেছিলেন।। কেবলমাত্র একপ্রহরে সেই রামাংশ তার নৃহপতিকেক মেরে দিয়ে তার শস্ত্র ছেদেন করে পুনরায় মল্লযুদ্ধ করেছিলেন।। ২০২-২০৬।।

পুনরায় সেই দ্রুপদাত্মজা দেবী বিধি-বিধানে চিতা রচনা করে ব্রকষানন্দকে প্রণাম করে নিজেও সেই চিতায় সমারোহণ করলেন।। ২০৭।।

সেই শুদ্ধানারী নিজ শ্বশুরের আজ্ঞাতে নিজ পতির সাথে সপ্ত জন্মের সম্পর্কের কথা বলে চিত্ত অগ্নি সংকল্প করলেন।। ২০৮।।

তচ্চিতায়াং চ ভর্তারমিন্দুলং সার্দ্ধং কলেবরম্।।২০৯।
রাত্রৌ পরিমলো রাজা লক্ষণেন সমন্বিতঃ।
মহীরাজমুপাগম্য মহদ্যুদ্ধমকারৎ।।২১০।।
সপাদলক্ষাশ্চ তদা হতশেষা মহাবলাঃ।
ত্রিলক্ষৈহতশেষৈশ্চ সার্দ্ধং যোদ্ধুমুপস্থিতা।।২১১।।
ধান্যপালঃ শতং ভূপাঁল্লক্ষণশ্চ তথা শতম্।
তালনশ্চ শতং ভূপান্থত্বা রাজানমাযযৌ।।২১২।।
মহীরাজস্তদা দুঃখী ধ্যাত্বা রুদ্রং মহেশ্বরম্।
নিশীথে সমনুপ্রাপ্তে হত শেষৈস্সমাগতঃ।
একাকী গজমারুহ্য যযৌ চাদিভয়ঙ্করম্।।২১৩।।
রুদ্রদত্তেন বানেন হত্বা পরিমলং নৃপম্।
ধান্যপালং তথা হত্বা তালনং বলবত্তরম্।
লক্ষণান্তমুপাগম্য মহদ্যুদ্ধমচীকরৎ।।২১৪।।

সেই চিতাতে বলবান্ ভর্তা ইন্দুলকে সংস্থাপিত করে তার সাথে মহীরাজের কাছে গিয়ে মহাযুদ্ধ করেছিলেন।। ২০৯-২১০।।

সেই সময় সপাদ এক লক্ষ মহাবলীশূর জীবিত ছিলেন তারা অপরপক্ষের হতশেষ তিনলক্ষ সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে তারা সেখানে উপস্থিত হল।। ২১১।।

ধন্যপাল একশত রাজাকে তথা লক্ষণ একশত, এবং তালন একশত রাজাকে হত্যা করে রাজার কাছে গেলেন।। ২১২।।

মহীরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রুদ্র মহেশ্বরের ধ্যান করে অর্ধরাত্রে হতশেষ সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ করতে আগত হলেন। একাকী তিনি গজারূঢ় হয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠলেন।। রুদ্রদত্ত বাণের দ্বারা রাজা পরিমলকেক হনন করে বলবান্ ধান্যপাল তথা তালনকে বধ করে লক্ষণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে মহাযুদ্ধ করলেন।। ২১৩-২১৪।।

মহীরাজস্য রৌদ্রাস্ত্রে সৈসন্যাস্সর্বে ক্ষয়ং গতাঃ।
লক্ষণং প্রতি রৌদ্রাস্ত্রং মহীরাজঃ সমাদধে।।২১৫।।
তদা তু লক্ষণো বীরো বৈষ্ণবাস্ত্রং সমাদধে।
তেনস্ত্রেন ক্ষয়ং জাতো মহীরাজস্য সায়কঃ।
তেনাস্ত্রতেজসা রাজা মহাসন্তপমাপ্তবান্।।২১৬।।
ধ্যাত্বা দ্রং মহাদেবং ত্যক্ত্বা বিদ্যাং চ বৈষ্ণবীম্।
স্বভল্লেন শিরঃ কায়াদপাহরত ভূমিপঃ।।২১৭।।
হস্তিনী চ তদা রুষ্টা গজমাদিভয়ঙ্করম্।
গত্বা যুদ্ধং মুহূর্ত্তেন কৃত্বা স্বর্গমুপাযযৌ।।২১৮।।
উষঃকালে চ সংপ্রাপ্তে মলনা পতিমুত্তমম্।
তচ্চিতায়াং সমারোপ্য দদাহ স্বং কলেবরম্।।২১৯।।
তদা তু দেবকী শুদ্ধং লক্ষণং বলবত্তরম্।
তালনাদীস্তথা লুত্বা দদাহ স্বং কলেবরম্।।২২০।।

মহীরাজের রৌদ্র অস্ত্রে সকলে ক্ষয় প্রাপ্ত হলেন। পুনরায় লক্ষণের প্রতি মহীরাজ রৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তখন লক্ষণ বৈষ্ণবাস্ত্রে তা ছেদন করলেন। সেই অস্ত্রে মহীরাজের সায়ক ক্ষয়প্রাপ্ত হল এবং সেই অশ্বের তেজে রাজা মহা সনতাপ করতে লাগলেন। পুনরায় তিনি রুদ্র দেবের ধ্যান করে বৈষ্ণবী বিদ্যা ত্যাগ করে নিজ ভল্লের দ্বারা শরীর থেকে শির বিচ্ছিন্ন করলেন।। ২১৫ -২১৭।।

সেই সময় হস্তিনী প্রবল রুষ্ট হয়ে আদি ভয়ংকর গজের কাছে গিয়ে যুদ্ধ করে স্বর্গ প্রাপ্ত হলেন।। ২১৮।।

উষাকালে মলনা নিজ পতির উত্তম চিতা প্রস্তুত করে নিজে তাতে সমারোহণ করলেন।। ২১৯।।

সেই সময় শুদ্ধ দেবকী বলবান লক্ষণ তথা তালনাদি বীরগণকে দাহ করে নিজ শরীরও দাহ করলেন।। ২২০।।

প্রভাতে বিমলে জাতে চতুর্থে ভৌমবাসরে।
তথা লুত্বা স্বর্ণবতীং কৃত্বা তেষাং তিলাঞ্জলিম্।
ধ্যাত্বা সর্বময়ীং দেবীং স্থিরীভয় স্বয়ং স্থিতঃ।।২২১।।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কলিভার্যাসমন্বিতঃ।
বাঞ্ছিতং ফলমাগম্য তুষ্টাব শ্লক্ষ্নয়া গিরা।।২২২।।
নম আহ্লাদ মহতে সর্বানন্দপ্রদায়িনে।
যোগেশ্বরায় শুদ্ধায় মহাবতীনিবাসিনে।।২২৩।।
রামাংশস্ত্বং মহাবাহো মম পালনতৎপরঃ।
কলৈকয়া সমাগম্য ভুবো ভারস্ত্বয়া হৃতঃ।।২২৪।।
রাজানঃ পাবকীয়াশ্চ তপোবলসমন্বিতাঃ।
হত্বা তানপঞ্চসাহস্রান্ক্ষুদ্রভূপাননেকশঃ।
যোগমধ্যে সমাসীনো নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।।২২৫।।
তেষাং সৈন্যা ষষ্টিলক্ষাঃ ক্রমাদ্বীর ত্বয়া হতাঃ।
বরং ব্রূহি মহাভাগ যত্তে মনসি বর্ততে।।২২৬।।

চতুর্থ ভৌমবার দিন বিমল প্রভাতে স্বর্ণবতী দেবীকে দাহ করে সকলকে তিলাঞ্জলি দিয়ে স্বর্ণময়ী দেবীর ধ্যানে স্বয়ং মগ্ন হলেন।। ২২১।।

ইতিমধ্যে সপত্নী কলি সেখানে বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্ত হয়ে শ্লক্ষণ বাণীর দ্বারা স্তুত হলেন ।। ২২২।।

কলি বললেন - হে আহ্লাদ, সর্বানন্দ প্রদানকারী, যোগেশ্বর -শুদ্ধ- মহান এবং মহাবলী নিবাসী আপনাকে আমার প্রণাম। হে মহাবাহু, আপনি রামের অংশাবতার , আমার পালনকারী। এককলার দ্বারা এখানে এসে আপনি এই ভূমন্ডলের ভার গ্রহণ করেছেন।। ২২৩-২২৪।।

পাবকীয় রাজগণের তপস্যাবল সমন্বিত পাঁচ হাজার রাজাকে বধ করে আপনি যোগ মধ্যে সমাসীন হয়েছেন, মহাত্মা আপনাকে প্রণাম।। ২২৫।।

সেই নৃপতিগণের ষাট লক্ষ সেনা হে বীর, আপনি ক্রমান্বয়ে হনন করেছেন। হে মহাভাগ, আপনার মনে যা কিছু ইচ্ছা বর দান প্রার্থনা করুন।। ২২৬।।

ইতি শ্রুত্বা স আহ্লাদো বচনং প্রাহ নির্ভয়ঃ।
মম কীর্তিস্ত্বয়া দেব কর্তব্যা চ জনে জনে।।২২৭।।
পুনস্তে কার্যমতুলং করিষ্যামি শৃণুষ্ব ভোঃ।
মহীরাজশ্চ ধর্মত্মো শিবভক্তি পরায়ণঃ।
তস্য নেত্রে ময়া শুদ্ধে কর্তব্যে নীলরূপকে।।২২৮।।
তব প্রিয়ঃ সদা নালস্তথৈব চ মম প্রিয়ঃ।
দেবানাং দুঃখদো দেব দৈত্যানাং হর্ষবর্দ্ধনঃ।।২২৯।।
ইত্যুক্ত্বা স তু রামাংশো গজমারুহ্যঃ বেগতঃ।
মহীরাজমুপাগম্য মহদ্যুদ্ধং চকার হ।।২৩০।।
রুদ্রদত্তো গজস্তূর্ণং পঞ্চশব্দমুপস্থিতঃ।
পদ্মদন্তান্সমারুহ্য যুযুধাতে পরস্পরম্।।২৩১।।
অন্যোন্যেন তথা হত্বা গজৌ স্বর্গমুপেয়তুঃ।।২৩২।।
তদা ভয়াতুবো রাজা ত্যক্ত্বা যুদ্ধং ভয়ঙ্করম্।
স তু দুদ্রাব বেগেন রামাংশোহনুযযৌ ততঃ।।২৩৩।।

কলিযুগের একথা শ্রবণ করে আহ্লাদ নির্ভয়ে বললেন - হে দেব, আপনি আমার এই কীর্তি জনে জনে ছড়িয়ে দিন। আমি পুনরায় আপনার অনুপম কার্য করব, তা শ্রবণ করুন। শিব ভক্তিপরায়ণ ধর্মাত্মা মহীরাজের নীল নেত্র শুদ্ধ করতে হবে। আপনার রূপনীল, আমারও নীলরং প্রিয়। দেবতার পক্ষে এ রং দুঃখদায়ী এবং দৈত্যগণের হর্ষপ্রদানকারী।। ২২৭-২২৯।।

রামাংশ একথা বলে গজোপরি সমারোহণ করে বেগের দ্বারা মহীরাজের কাছে গিয়ে মহাযুদ্ধ করেছিল।। ২৩০।।

রুদ্রদত্ত গজ শীঘ্র পঞ্চশব্দের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। পদ্মদন্তের উপর আরোহণ করে পরস্পর পরস্পরকে হনন করে সেই দুই গজ স্বর্গে গমন করল।। ২৩১ -২৩২।।

সেই সময় রাজা ভয়াতুর হয়ে সেই ভয়ংকর যুদ্ধ ত্যাগ করে প্রচন্ড বেগে দৌড়ালে রামাংশ তার পশ্চাতে ধাবন করল।। ২৩৩।।

কেশেষু চ মহীরাজং গৃহীত্বা তরসা বলী।
কলিদত্তং মহানীলং নেত্রয়োস্তেন তৎকৃতম।।২৩৪।।
তদাপ্রভৃতি বৈ শম্ভুরশুদ্ধং নৃপতি প্রিয়ম্।
মত্বা ত্যক্ত্বা যযৌ স্থানে কৈলাসে গুহ্যকালয়ে।।২৩৫।
আহ্লাদঃ কলিনা সার্দ্ধং কদলীবনমুত্তমম্।
গত্বা যোগং চকারাশু পর্বতে গন্ধমাদনে।।২৩৬।।
তথা ভূতং চ রামাংশং কলিদষ্ট্বামুদান্বিতঃ।
বলিপার্শ্বমুপাগম্য বর্ণয়ামাস সর্বশঃ।।২৩৭।।
স বৈ বলির্দৈত্যরাজোহযুতৈঃ সহ বিনির্গতঃ।
গৌর দেশমুপাগম্য সহোড্ডীমনুবাচ হ।।২৩৮।।
গচ্ছ বীর বলৈস্সার্দ্ধং নিশায়াং রক্ষিতোময়া।
হত্বা ভূপং মহীরাজং বিদ্যুৎমালাং গৃহাণ ভোঃ।।২৩৯
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ষোড়শাব্দান্তরে গতে।
সপাদলক্ষৈশ্চ বলৈঃ কুরুক্ষেত্রমুপাযযৌ।।২৪০।।

সেই মহাবলবান্ কেশ আকর্ষণ করে মহীরাজকে গ্রহণ করলেন। কলিদত্ত মহানীল তিনি মহীরাজের নেত্রে ঢেলে দিলেন। তখন থেকে ভগবান্ শম্ভু সেই অশুদ্ধ নৃপতিকে ত্যাগ করে কৈলাম পর্বৃতের গুহ্যস্থানে চলে গেলে। আহ্লাদ তখন কলিযুগের সাথে উত্তম কদলী বনে গিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের উপর যোগক্রিয়া করেছিলেন।। ২৩৪-২৩৬।।

রামাংশকে সেই প্রকারে দেখে আনন্দমুক্ত কলি বলির কাছে গিয়ে সকলকিছু বর্ণন করলেন।। ২৩৭।।

সেখানে দৈত্য রাজবলি দশসহস্র সেনা নিয়ে গৌড় দেশে গিয়ে মহোড্ডীনকে বললেন, হে বীর, আমার সাথে চলো এবং সেনাদেরও সাথে নিয়ে চলো। নিশাকালে আমি আপনাকে রক্ষা করব। রাজা মহীরাজকে হত্যা করে বিন্দুমালাকে গ্রহণ কর। এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করে ষোড়শ

মহীরাজসুতাঞ্জিত্বা সমাহুয় মহাবতীম্।
মহীপতিং প্রেষয়িত্বা লুণ্ঠয়িত্বা চ তদ্বসু।।২৪১।।
লিঙ্গার্থং কৃতবান্যত্র স নৃপঃ কীর্তিসাগরে।
ন প্রাপ্তস্সনৃপস্ত বৈ স্বগেহায় তদা যযৌ।।২৪২।।
লক্ষচন্ডীং কারয়িত্বা পরমানন্দমাপ্তবান্।
জয়চন্দ্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা পুত্রশোকসমন্বিতঃ।।২৪৩।।
নিরাহারো যতিভূত্বা মৃতঃ স্বর্গপুরং যযৌ।
সহোড্ডীনেন স নৃপঃ কৃত্বা যুদ্ধং ভয়ঙ্করম্।।২৪৪।।
সপ্তাহোরাত্রমাত্রেণ ম্লৈচ্ছরাজবংশং গতঃ।
মারিতো বহুযত্নেন মহীরাজো ন বৈ মৃতঃ।।২৪৫।।
তদা ম্লেচ্ছস্সহোড্ডীনো নির্বন্ধনমথাকরোৎ।
জ্যোতিরূপস্থিতং তত্র চন্দ্রভট্টো নৃপাজ্ঞয়া।
ক্ষুরপ্রেণ চ বানেন হত্বা বহ্নৌ দদার বৈ।।২৪৬।।

বর্ষ পর সপাদ একলক্ষ সেনা নিয়ে কুরুক্ষেত্রে আগত হলেন। মহীরাজের পুত্রকে আহ্বান করে তাকে জয়করে মহাবতীতে মহীপতির কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার সকল সম্পদ লুঠ করলেন। তারপর কীর্তিসাগরে লিঙ্গের অন্বেষণ করলেন। সেই রাজা তা শেষে স্বগৃহে মিশতে গেলেন।। ২৩৮-২৪২।।

সেখানে একলক্ষ চন্ডী প্রস্তুত করে রাজা পরমানন্দ প্রাপ্ত হলেন। পুত্রশোকাতুর রাজা চন্ডী শ্রবণ করে নিরাহারী হয়ে যতি হয়ে গেলেন এবং মৃত্যুপ্রাপ্ত হলেন। মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গে গমন করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহোড্ডীনের সাথে ভয়ংকর যুদ্ধ করলেন। সাত অহোরাত্রে ম্লেচ্ছ রাজে বশীভূত মহীরাজকে প্রচুর প্রহার করলেন, কিন্তু তিনি নিহত হননি। সেই সময় মহোড্ডীন ম্লেচ্ছ নির্বন্ধন করলে চন্দ্রভট্ট নৃপতির আদেশে জ্যোতি রূপে স্থিত হয়ে ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা তাকে হত্যা করে অগ্নিতে দাহ করলেন।।

বিদ্যুৎমালা স চ ম্লেচ্ছো গৃহীত্বা চ ধনং বহু।
তত্রাস্থাপ্য স্বদাসং চ কুতুকোড্ডীনমাগতঃ।।২৪৭।।

।। ব্যাস দ্বারা ভবিষ্য কথন।।

এবং দ্বাপরসন্ধ্যায়া অন্তে সূতেন বর্ণিতম্।
সূর্যচন্দ্রান্বযাখ্যানং তন্ময়া কথিতং তব।।১।।
বিশালায়াং পুনগত্বা বৈতালেন বিনির্মিতম্।
কথয়িষ্যতি সূতস্তমিতিহাস সমুচ্চয়ম্।।২।।
তন্ময়া কথিতং সর্বং হৃষিকোত্তমপুণ্যদম্।
পুনবিক্রমভূপেন ভবিষ্যতি সমাহ্বয়ঃ।।৩।।

অতঃপর সেই ম্লেচ্ছ বিদ্যুন্মালকে প্রচুর ধনসম্পদ দ্বারা গ্রহণ করে নিজ দাসকে সেখানে নিযুক্ত করে তিনি কুতুকোড্ডীনে চলে গেলেন।। ২৪৩-২৪৭।।

।। ব্যাস দ্বারা ভবিষ্য কথন।।

এই অধ্যায়ে মহর্ষি ব্যাস দ্বারা নিজ মনকে উদ্দেশ্য করে ভবিষ্য কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রী মহর্ষি বেদব্যাস বললেন - দ্বাপরের সন্ধ্যা অন্ত হলে সূতের দ্বারা বর্ণন করা সূর্যবংশের এবং চন্দ্র বংশের আখ্যান আমি বলছি।। ১।।

বিশালা নগরীতে সূত গিয়ে বেতাল দ্বারা বিনির্মিত সেই ইতিহাস সমুচ্চয় করতে ।। ২।।

আমি বিষয়েন্দ্রিয়ের উত্তম পূণ্য প্রদানকারী সকল বৃত্তান্ত বলেছি তা রাজা বিক্রমের নামে বিস্তার লাভ করবে।। ৩।।

নৈমিষারণ্যমাসাদ্য শ্রাবয়িষ্যতি বৈ কথাম্।
পুনরুক্তানি যান্যেব পুরাণাষ্টাদশানি বৈ।।৪।।
তানি চোপপুরাণানি ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
তেষাং চোপপুরাণানাং দ্বাদশধ্যায়মুত্তমম্।।৫।।
সারভূতশ্চ কথিতো ইতিহাসসমুচ্চয়ঃ।
যস্তে ময়া চ কথিতো হৃষীকোত্তম তে মুদা।।৬।।
বিক্রমাখ্যানকালান্তেহবতারঃ কলয়া হরেঃ।
স চ শক্ত্যাবতারো হি রাধাকৃষ্ণস্য ভূতলেঃ।।৭।।
তৎকথাং ভগবান্সতো নৈমিষারণ্যমাস্থিতঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রানি শ্রাবয়িষ্যতি বৈ মুনীন্।।৮।।
যওন্ময়া চ কথিতং হৃষীকোত্তম তে মুদা।
পুনস্তে শৌনকাদ্যাশ্চ কৃত্বা স্নানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।।৯।।
সূতপার্শ্বং গমিষ্যন্তি নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
তৎপৃষ্টৈনৈব সূতেন যদুক্তং তচ্ছৃণুধ্ব ভোঃ।।১০।।

নৈমিষারণ্যে গিয়ে সেই কথা অবশ্য শ্রবণ করাব। অষ্টাদশ পুরাণ পুনরায় বলব। এই কলিযুগে উপপুরাণ হবে সেই উপপুরাণ দ্বাদশ অধ্যায় উত্তম।। ৪-৫।।

ইতিহাসের সমুচ্চয়সার ভূত যা আমি তোমাকে বলেছি। তোমার আনন্দের জন্য ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষে সর্বোত্তম।।৬।।

বিক্রমাখ্যান কাল অন্তে শ্রী বিষ্ণু কলাবতার এই ভূতলে রাধাকৃষ্ণের শক্তাবতার। সেই কথা ভগবান সূত নৈমিষারণ্যে স্থিত হয়ে অষ্টাদশী হাজার শৌনাদি মুনিগণকে শোনাব।। ৭-৮।।

যা কিছু আমি তোমাকে বলে তোমার সুখের জন্য, হে হৃষীকোত্তম পুনরায় তা শৌনকাদি মুনি সেখানে স্নানাদি ক্রিয়া করে সেই নৈমিষারন্য বাসী লোকগণ সূতজীর কাছে শ্রবণ করতে যাবে। হে শৌণকাদি মুনিগণ, সূতজীকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তা শ্রবণ করুন।। ৯।।

ঋষিগণ বলেছিলেন - হে ভগবান্, আপনার বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্র আমরা

শ্রুতং কৃষ্ণস্য চরিতং ভগবন্বতোদিতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি রাজ্ঞাং তেষাং ক্রমাৎকুলম্।।১১।।
চতুর্ণাং বহ্নিজাতানাং পরং কৌতূহলং হি নঃ।
স হরিস্ত্রিযুগীপ্রোক্তঃ কথং জাতঃ কলৌ যুগে।।১২।।
কথয়ামি মুনিশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকং প্রশ্নমুত্তমম্।
অগ্নিবংশ নৃপানাং চ চরিত্রং শৃণু বিস্তরাৎ।।১৩।।
প্রমরশ্চ মহীপালো দক্ষিণাং দিশমাস্থিতঃ।
অম্বয়া রচিতাং দিব্যাং প্রমরায় পুরীং শুভাম্।।১৪।।
নিবাসং কৃতবান্নাজা সামবেদপরো বলী।
ষড়্বর্ষাণি কৃতং রাজ্যং তস্মজ্জাতো মহামরঃ।।১৫।।
ত্রিবর্ষং চ কৃতং রাজ্যং দেবাপিস্তনয়োহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং দেবদূতস্ততোহ ভবৎ।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শৃণু তৎকারণং মুনে।।১৬।।

শ্রবণ করেছি। এখন আমরা সেই রাজগনের কুলকথা ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করতে চাই। অগ্নিবংশের সেই রাজ কথা শ্রবণ করান। শ্রীহরি নিজেকে ত্রিযুগী বলেছেন, কিন্তু কলিযুগে তিনি কি ভাবে উৎপন্ন হলেন তা বর্ণনা করুন।। ১১-১২।।

সূতজী বললেন - হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আপনাদের এই প্রশ্ন অতি উত্তম। আমি তা বলছি আপনারা অগ্নিবংশের রাজাদের চরিত্র শ্রবণ করুন।। ১৩।।

প্রমর নামক এক রাজা দক্ষিণ দিকে ছিলেন। অম্বা দ্বারা নির্মিত একশুভ ও দিব্যপুরী প্রমর প্রাপ্ত হন। সেখানে বলবান ও সামদেব পরায়ণ সেই রাজা নিবাস করতেন। সেই রাজা ছয়বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য শাসন কররে তার পুত্র মহামর জন্ম গ্রহণ করেন।। তিনি তিনবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার পুত্র দেবাপি পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র দেবদূতও পিতার ন্যায় রাজত্ব করেন। হে মুণি, তৎকারন শ্রবণ করুন।। ১৪-১৬।।

অশোকে নিহতে তস্মিন্বৌদ্ধভূপে মহাবলে।
কলিভাস্করমারাধ্য তপসা ধ্যানতৎপরঃ।।১৭।।
পঞ্চবর্ষান্তরে সূর্যস্তস্মৈ চ কলয়ে মুদা।
শকাখ্যং নাম পুরুষং দদৌ তদ্ভক্তিতোষিতঃ।।১৮।।
তদা প্রসন্নঃ স কলিঃ শকায় চ মহাত্মনে।
তৈত্তিরং নগরং প্রেম্না দদৌ হর্ষিতমানসঃ।।১৯।।
তত্র গোপান্দস্যুগণান্বশীকৃত্য মহাবলী।
আর্যদেশবিনাশায় কৃত্বোদ্যোগ পুনঃ পুনঃ।
হতবান্ভূপতীন্বাণৈস্তস্মাত্তে স্বল্পজীবিনঃ।।২০।।
গন্ধর্বসেনশ্চ নৃপো দেবদূতাত্মজো বলী।
শতাদ্ধাব্দং পদং কৃত্বা তপসে পুনরাগতঃ।।২১।।
শিবাজ্ঞয়া চ নৃপতিবিক্রমস্তনয়স্ততঃ।
শতবর্ষং কৃতং রাজ্যং দেবভক্তস্ততোহ ভবৎ।
দশবর্ষং কৃতং রাজ্যং শকৈদু ষ্টৈলয়ং গতঃ।।২২।।

মহান বলবান্ বৌদ্ধিক মহারাজ অশোক মারা গেলে কলি ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করে তপদ্বারা তিনি ধ্যান তৎপর হলেন।। ১৭।।

পঞ্চবৎসর পরে ভগবান ভাস্কর প্রসন্ন হয়ে তার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে শকাখ্য নামক এক পুরুষকে দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি প্রসন্ন চিত্তে হর্ষিত হয়ে শককে তৈত্তির নগর প্রদান করলেন।। ১৮-১৯।।

সেখানে সেই বলবান্ গোপদস্যুর্গকে স্ববশে নিয়ে এসে আর্যদেশ বিনাশের জন্য বার বার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং নৃপতিগণকে বাণের দ্বারা হত্যা করতে লাগলেন। এই কারণে তারা স্বল্প জীবি হয়েছিলেন।।২০।।

দেবদূত পুত্র বলবান্ গন্ধর্ব সেন রাজা পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য উপভোগ করে তপস্যা করতে আগত হলেন।। ২১।।

ভগবান্ শিবের আদেশে রাজা বিক্রম তার পুত্র ছিলেন। তিনি শতবর্ষ রাজত্ব করেন। তার পুত্র দেবভক্ত দশবর্ষ রাজত্ব করেন এবং দুষ্ট শকগণের দ্বারা লয় প্রাপ্ত হন।। ২২।।

শালিবাহন এবাপি দেবভক্তস্য চাত্মজঃ।
জিত্বা শকান্সষষ্টয়শব্দং রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ।।২৩।
শালিহোত্রস্তস্য সুতো রাজ্যং কৃত্বা শতার্দ্ধকম্।
স্বর্গলোকং ততঃ প্রাপ্যস্তৎসুতঃ শালিবর্দ্ধনঃ।।২৪।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শকহন্তা ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং হবিহোত্রস্ততোহ ভবৎ।।২৫।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুহোত্রস্তনয়োহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমিন্দ্রপালস্ততোহ ভবৎ।।২৬।।
পুরীমিন্দ্রাবতীং কৃতং তত্র রাজ্যমকারয়ৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মাল্যবান্নামতৎসুতঃ।
পুরীং মাল্যবতীং কৃত্বা পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।২৭।।
অনাবৃষ্টিস্ততশ্চাসীন্মহতী চতুরব্দিকা।
ততঃ ক্ষুধাতুরো রাজা শ্চবিষ্টাধান্যগর্হিতম্।।২৮।।
সংস্কৃত্য মন্দিরে রাজা শালগ্রামায় চাপয়ৎ।
তদা প্রসন্নো ভগবান্বচনং নভসেরিতম্।।২৯।।

শালিবাহন দেব ভক্তের পুত্র ছিলেন। তিনি শকদের জয় করে ষাটবর্ষ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করে স্বর্গবাসী হন।। তাঁর পুত্র শালিহোত্র ৫০ বছর রাজত্ব করেন। পুত্র শালিবর্দ্ধন পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তারপর শকহন্তা পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। এরপর সুহোত্র ও হবির্হোদ পিতার সমান রাজ্য সুখ উপভোগ করেন। রাজা হবির্হোদের পুত্র ইন্দ্রপাল ইন্দ্রাবতী নামক এক পরম রম্য পুরী নির্মাণ করে রাজ্য শাসন করেন। তিনিও পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তাঁর পুত্র মাল্যবান্ মাল্যবতী পুরী নির্মাণ করে পিতার তুল্য রাজ্যপদ উপভোগ করেন।। ২৩-২৭।।

সেই সময় চার বৎসর ধরে প্রচন্ড অনাবৃষ্টি হয়েছিল। তখন রাজা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হন। সেই সময় রাজা শ্ববিষ্ঠা থেকে গর্হিত ধান্যসংস্কার করে মন্দিরে শালগ্রামকে সমর্পিত করলেন। তাতে করে ভগবান প্রসন্ন

কৃত্বা দদৌ বরং তস্মৈ শৃণু তন্মুনিসত্তম।
কুলে যাবন্নৃপা ভাব্যাস্তব ভূপতিসত্তম।
অনাবৃষ্টির্ন ভবিতা তাবত্তে রাষ্ট্র উত্তমে।।৩০।।
সুতো মাল্যবতশ্চাসীচ্ছং ভুদত্তো হরপ্রিয়ঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ভৌমরাজস্ততোহ ভবৎ।।৩১
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বৎসরাজস্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ভোজরাজস্ততোহ ভবৎ।।৩২
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শম্ভুদওস্ততোহ ভবৎ।
দশহীনং কৃতং রাজ্যং ভোজরাজপিতুস্সমম্।।৩৩।।
শম্ভুদত্তস্য তনয়ো বিন্দপালস্ততোহ ভবৎ।
বিন্দুখন্ডং চ রাষ্ট্রং বৈ কৃত্বা স সুখিতোহ ভবৎ।
তেন রাজ্যং পিতুস্তুল্যং কৃতং বেদবিদা মুনে।।৩৪।।
বিন্দুপালস্য তনয়ো রাজপালস্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্মাজ্জাতো মহীনরঃ।।৩৫।।

হয়ে আকাশবানীর দ্বারা তাঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন হে শ্রেষ্ঠ ভূপ, তোমার কুলে যতজন রাজা হবেন তারা কখনও অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাবে না।।২৯-৩০।।

রাজা মাল্যবানের বংশধরগণ হলেন শিবপ্রিয় শম্ভুদত্ত, ভৌমরাজ বৎসরাজ ভোজরাজ। এঁরা সকলে পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। ভোজরাজের পুত্র পিতার থেকে দশবর্ষ কম রাজত্ব করেন।।৩১-৩৩।।

শম্ভুদত্ত পুত্র বিন্দুপাল বিন্দুখন্ড রাষ্ট্র নির্মাণ করেন। তিনি বেদজ্ঞাতা ছিলেন এবং পিতার ন্যায় রাজ্য পালন করেন।।৩৪।।

বিন্দুপাল পুত্র রাজপাল এবং রাবর্তী রাজগণ হলেন মহীনর সোমশর্মা

পিতুস্তুল্যং কৃতং রজ্যং সোমবর্মা নৃপোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং কার্মবর্মা সুতোহ ভবৎ।।৩৬।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ভূমিপালস্ততোহ ভবৎ।
ভূসরস্তেন খনিতং পুরং তত্র শুভং কৃতম্।।৩৭।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং রঙ্গপালস্ততোহ ভবৎ।
ভূমিপালস্তু নৃপতিজিত্বা ভূপাননেকশঃ।।৩৮।।
বীরসিংহস্ততো নাম্না বিখ্যাতোহ ভূন্মহীতলে।
স্বরাজ্যে রঙ্গপালং স চাভিষিচ্য বনং যযৌ।
তপঃ কৃত্বা দিবং যাতো দেবদেবপ্রসাদতঃ।।৩৯।।
কল্পসিংহস্ততো জাতো রঙ্গপালন্নৃপোত্তমাৎ।
অনপত্যো হি নৃপতিঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৪০।।
একদা জাহ্নবীতোয়ে স্নানার্থং মুদিতো যযৌ।
দানং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ কল্পক্ষেত্রমবাপ্তবান্।।৪১।।
পুণ্যভূমিং সমালোক্য শূন্যভূতাং স্থলীমপি।
নগরং কারয়ামাস তত্র স্থানে মুদান্বিতঃ।।৪২।।

কামবর্মা এঁরা সকলে পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। কামবর্মা পুত্র ভূমিপাল ভুসর খনন করে এক অতিরমনীয় পুর নির্মাণ করেন।। ৩৫-৩৭।।

ভূমিপাল পিতৃতুল্য রাজ্য শাসন করেন। তাঁর পুত্র রঙ্গপাল জাত হন। ভূমিপাল অনেক রাজাকে জয় করে যশ লাভ করেন। তখন থেকে তিনি বীরসিংহ এই নামে ভূ-মন্ডলে বিখ্যাত হন। তিনি রংগপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করে স্বয়ং বনে চলে যান।। ৩৮-৩৯।।

রংগপাল পুত্র নৃপশ্রেষ্ঠ কল্পসিংহ জাত হন। তিনি সন্তান হীন ছিলেন। তিনিও পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন।। ৪০।।

একবার তিনি প্রসন্ন চিত্তে গঙ্গা স্নানার্থে গিয়েছিলেন। দ্বিজগণকে দান করে শূন্য কল্পক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে এক নতুন নগরী নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি মহানন্দে ছিলেন।। ৪১-৪২।।

কলাপনগরং নাম্না প্রসিদ্ধমভবদ্ভুবি।
তত্র রাজ্যং কৃতং তেন গঙ্গাসিংহস্ততোহ ভবৎ।।৪৩।।
নবত্যব্দবপুভূত্বা সোহন পত্যো রণং গতঃ।
ত্যক্তা প্রাণাঙ্কুরুক্ষেত্রে স্বর্গলোকমবাপ্তবান।
সমাপ্তিমগমদ্বিপ্র প্রমরস্য কুলং শুভম্।।৪৪।।
তদন্বয়ে চ যে শেষাঃ ক্ষত্রিয়াস্তদনন্তরম্।
তন্নারীস্বমিনো বিপ্র বভূব বর্ণসঙ্করঃ।।৪৫।।
বৈশ্যবৃত্তিকারঃ সর্বে ম্লেচ্ছতুল্য মহীতলে।
ইতি তে কথিতং বিপ্র কুলং দক্ষিণভূপতেঃ।।৪৬।।

সেই নগর এই পৃথিবীতে কল্প নগর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। সেখানে তিনি সুখে রাজ্য শাসন করেছিলেন। তার পুত্র গংগাসিংহ নব্বই বৎসর বয়সেও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন এবং তিনি ও সন্তান হীন ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন এবং স্বর্গলাভ করেন।। হে বিপ্র, প্রমর রাজার শুভকুল সমাপ্ত হল।। ৪৩-৪৪।।

তার বংশের শেষ ক্ষত্রিয় ছিলেন তিনি স্ত্রী অনুরক্ত হয়ে বংশে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়েছিল।। ৪৫।।

তারা সকলে বৈশ্য বৃত্তিকারী এই ভূমন্ডলে ম্লেচ্ছতুল্য ছিলেন। হে বিপ্র, আমি দক্ষিনাপতির কুল বর্ণনা করলাম।। ৪৬।।

।। অজমের কে তোমর নরেশো কা বর্ণন।।

বয়হানিমহীপালো মধ্যদেশে স্বকং পদম্।
গৃহীত্বা ব্রহ্মরচিতজমেরমবাসয়ৎ।।১।।
অজস্য ব্রহ্মণো মা চ লক্ষীস্তত্র রমা গতা।
তয়া চ নগরং রম্যমজমেরমজং স্মৃতম্।।২।।
দশবর্ষং কৃতং রাজ্যং তোমরস্তৎসুতোহ ভবৎ।
পার্থিবৈঃ পূজয়ামাস বর্ষমাত্রং মহেশ্বরম্।।৩।।
ইন্দ্রপ্রস্থং দদৌ তস্মৈ প্রসন্নো নগরং শিবঃ।
তদন্বয়ে চ যে জাতাস্তোমরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।।৪।।
তোমরাবরজশ্চৈব বয়হানিসুতঃ শুভঃ।
নাম্না সামলদেবশ্চ প্রশ্রিতোহ ভূন্মহীতলে।।৫।।

।। অজমের তোমর নরেশকর্মা বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে অজমের নগর বৃত্তান্ত তথা তোমর বংশ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

সূতজী বললেন - বয়ঃহানি নামক মহীপাল মধ্যদেশে নিজ পদ গ্রহণ করে ব্রহ্ম রচিত অজমের নগর নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে রমা বাস করছিলেন। তাই সেই রম্য অজমের নগর বলা হত।। ১-২।।

রাজা দশবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তার পুত্র তোমর জাত হন। তিনি এক বৎসর পার্থিব মহেশ্বরের অভ্যচন করেন। ভগবান শিব পরম প্রসন্ন হয়ে তাকে ইন্দ্র প্রস্থ দিয়েছিলেন। তার বংশে যে সকল ক্ষত্রিয় জাত হন তারা সকলে এই প্রতাপীয় নামে তোমর ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত।। ৩-৪।।

রাজা তোমরের ছোটপুত্র চয়হানি জাত হন। সামদেব এই নামে তিনি এই পৃথিবীতে পরিচিত হন। তিনি সাত বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার পুত্র মহাদেব পিতার ন্যায় রাজত্ব করেন। তার পর অজয় জাত হন।

সপ্তবর্ষং কৃতং রাজ্যং মহাদেবস্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমজয়সচ ততো ভবৎ।।৬।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বীর সিংহ স্ততোহ ভবৎ।
শতার্দ্ধাব্দং কৃতং ততোবিন্দুসুরোহ ভবৎ।।৭।।
পিতুরর্দ্ধং কৃতং রাজ্যং মধ্যদেশে মহাত্মনা।
তস্মাচ্চ মিথুনং জাতং বীরা বীরবিহাওকঃ।।৮।।
বিক্রমায় দদৌ বীরাং পিতা বেদবিধানতঃ।
স্বপুত্রায় স্বকং রাজ্যং মধ্যদেশান্তরং মুদা।।৯।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মানিক্যস্তৎসুতোভবৎ।
শতার্দ্ধাব্দং কৃতং রাজ্যং মহাসিংহস্ততোহ ভবৎ।।১০।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং চন্দ্রগুপ্তস্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তৎসুতশ্চ প্রতাপবান্।।১১।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মোহনস্তৎসুতোহ ভবৎ।
ত্রিংশদব্দং কৃতং রাজ্যং শ্বেতরায়স্ততোহ ভবৎ।।১২।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং নাগবাহস্ততোহ ভবৎ।

তিনিও পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তাঁর পুত্র বীরসিংহ ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র বিন্দুসার পিতার অর্ধেক রাজত্ব করেন। তাঁর দুই যমজ সন্তান হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। কন্যান নাম চীরা, এবং পুত্র বীরবিহাতক।। ৫-৮।।

রাজা বিক্রমকে বেদসম্মত ভাবে কন্যা চীরাকে দান করেছিলেন। নিজপুত্রকে মধ্য দেশে রাজ্য দিয়েছিলেন। তার পুত্র মাণিক্য পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তার বংশধরগণ মহাসিংহ চন্দ্রগুপ্ত পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। তার পুত্র প্রতাপগণ পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। তার পুত্র মোহন ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।। তার পুত্র- পৌত্রাদিগণ হলেন শ্বেতরায়-নাগবাহ-লোহধার-বীরসিংহ -এঁরা সকলে পিতার ন্যায় রাজ্য ভোগ করেন। বীরসিংহের পুত্র বিবুধ ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিগণ হলেন চন্দ্ররায়-হরিহর-বসন্ত-রলাংগ -প্রমথ-মংগরায়-বিশাল-মন্ত্রদেব-

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং লোহধারহস্ততোহ ভবৎ।।১৩
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বীরসিংহস্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বিবুধস্তসুতোহ ভবৎ।।১৪।।
শতার্দ্ধাব্দং কৃতং রাজ্যং চন্দ্ররায়স্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ততো হরিহরোহ ভবৎ।।১৫।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বসন্তস্তস্য চাত্মজঃ।
পিতুস্তুল্যং রাজ্যং বলাঙ্গঁস্তনয়োহ ভবৎ।।১৬।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং প্রথমস্তৎসুতোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মঙ্গঁরায়স্ততোহ ভবৎ।।১৭।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বিশালস্তস্য চাত্মজঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শাঙ্গদেবস্ততোহ ভবৎ।।১৮।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মন্ত্রদেবস্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং জয়সিংহস্ততোহ ভবৎ।।১৯।।
আর্যদেশাশ্চ সকলা জিতাস্তেন মহাত্মনা।
তদ্বনৈঃ কারয়ামাস যজ্ঞং বহুফলপ্রদম্।।২০।।
ততশ্চানন্দ দেবো হি জাতঃ পুত্রঃ শুভাননঃ।
শতার্দ্ধাব্দং কৃতং রাজ্যং জয়সিংহেন ধীমতা।।২১।।
তৎসুতেন পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মহীতলে।
সোমেশ্বরস্তস্য সুতো মহাশূরো বভূব হ।।২২।।

জয়সিংহ। তাঁরা সকলে পিতার ন্যায় রাজ্য পালন করেন। জয়সিংহ সমস্ত আর্যদেশ জয় করেন। তিনি এর পর জয় করা সম্পদ দিয়ে বহুফল প্রদানকারী যজ্ঞ করিয়েছিলেন।। ৯-২০।।

তার পুত্র আনন্দদেব জাত হন। জয়সিংহ ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পুত্র পিতার ন্যায় রাজত্ব করেন। তার পুত্র সোমেশ্বর মহান শূরবীর ছিলেন। অনন্ত পালের পুত্র জ্যেষ্ঠাকীর্তি মালিনীর সঙ্গে যথাবিধানে বিবাহ

অনঙ্গপালস্য সুতো জ্যেষ্ঠাং বৈ কীর্তিমালিনীম্।
তামুদ্বাহ্য বিধানেন তস্যাং পুত্রানজীজনৎ।।২৩।।
ধুন্ধুকারশ্চ বৈ জ্যেষ্ঠো মথুরারাষ্ট্র সংস্থিতঃ।
মধ্যঃ কুমারাখ্যসুতঃ পিতুঃ পদসমাস্থিতঃ।।২৪।।
মহীরাজস্তু বলাবংস্তৃতীয়ো দেহলীপতিঃ।
সহোদ্দীনস্য নৃপতেবশমাপ্য মৃতিং গতঃ।।২৫।।
চপহানেশ্চ স কুলং ছায়য়িত্বা দিবং যযৌ।
তস্য বংশে তু রাজন্যাস্তেষাং পত্ন্যঃ পিশাচকৈঃ।।২৬।
ম্লেচ্ছৈশ্চ ভুক্তবত্যস্তা বভূবুর্বর্ণসংকরাঃ।
ন বৈ আর্যা ন বৈ ম্লেচ্ছা জট্রা জাত্যা চ মেহনাঃ।।২৭।
মেহনা ম্লেচ্ছজাতীতা জট্টা আর্যময়াঃ স্মৃতাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ যে শেষাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ পহানিজাঃ।।২৮।।

করেন। তার পুত্রগণের মধ্যে ধুন্ধুকার জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনি মথুরারাষ্টে স্থিত ছিলেন। মধ্যমপুত্র কুমারাখ্য পিতৃপদে সমাস্থিত ছিলেন।। ২১-২৪।।

মহীরাজ বলবান তৃতীয় পুত্র দেহলী নগরীর স্বামী ছিলেন। তিনি সহোদ্দীন রাজাকে বশে এনে মারা যান।। ২৫।।

তিনি চাপহানির কুল ধ্বংশ করে স্বর্গে গিয়েছিলেন। তার বংশে যে রাজন্য ছিলেন তাঁদের পত্নীগণ ম্লেচ্ছগণের দ্বারা ভোগী হয়ে বর্ণসংকর উৎপন্ন করেচিলেন। সেই জাতি জাঠ এবং মেহন নামে পরিচিত। মেহন ম্লেচ্ছ জাতি এবং জাঠ আর্যধর্ম এরূপ বলা হত। কোথাও কোথাও চয়হানির উৎপন্ন শেষ সন্তান ছিল।। ২৬-২৮।।

।। শুক্ল বংশ চরিত্র।।

শুক্লবংশ প্রবক্ষ্যামি শৃণু বিপ্রবরাদিতঃ।
যদা কৃষ্ণঃ স্বয়ং ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা ভূতলে স্বকং পদম্।।১।।
দিব্যং বৃন্দাবনং রম্যং প্রযযৌ ভূতলে তদা।
কলেরাগমনং জ্ঞাত্বা ম্লেচ্ছপা দ্বীপমধ্যগে।।২।।
স্থিতা দ্বীপেষু বৈ নানা মনুষা বেদতৎপরাঃ।
কলিনামিত্রধমেন দূষিতাস্তে বভূবিরে।।৩।।
অষ্টষষ্টিসহস্রাণাং বর্ষাণাং মুনিসত্তম।
অদ্য প্রভৃতি বৈ জাতঃ কালঃ কলিসমাগমে।।৪।।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দ্বীপরাজ্যমচীকরৎ।
স কলির্ম্লেচ্ছয়া সার্ধং সূর্য পূজনতৎপরঃ।।৫।।

।। শুক্লবংশ চরিত্র ।।

এই অধ্যায়ে শুক্ল নামক অগ্নিবংশে জাত ভূপলিকের চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রী সূতজী বললেন -হে বিপ্রবর, এখন শুক্লবংশ বর্ণন করছি, তা তুমি প্রথম থেকে শ্রবণ কর। যে সময় ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মা নিজ ভূমি পদ ত্যাগ করে সেই সময় দিব্য এবং রম্য বৃন্দাবনে চলে গেলেন। তিনি দ্বীপ মধ্যে ম্লেচ্ছ এবং কলির আগমন জেনেছিলেন।। ১-২।।

দ্বীপের অনেক মনুষ্য বেদ তৎপর ছিলেন তারা ধর্ম শত্রু কলির দ্বারা দূষিত হয়েছিলেন।।৩।।

হে মুনিসত্তম, আজ থেকে ৩৬৮ হাজার বর্ষের সময় কলির সমাগম হয়েছিল। সেই কলি ম্লেচ্ছ গণের সাথে সূর্য পূজন তৎপর হয়ে ৬০ হাজার বর্ষ পর্যন্ত দ্বীপরাজ্য করেছিলেন। তৎপশ্চাতে ভারতকে লোক পালের দ্বারা পালিত হতে দেখে ম্লেচ্ছগনের সাথে সেই কলি ভারতে এসেছিলেন।

তৎপশ্চাৎ ভারতে বর্ষে ম্লেচ্ছয়া কলিরাযযৌ।
দৃষ্ট্বা তদ্ভারতং বর্ষং লোকপালৈশ্চ পালিতম্।।৬।।
ভয়ভীতস্ত্বরাবিষ্টো গন্ধর্বাণাং যশস্করঃ।
স কলিঃ সূর্যমারাধ্য সমাধিস্থো বভূব হ।।৭।।
ততো বর্ষশতাব্দান্তে সন্তুষ্টো রবিরাগতঃ।
সোংশুভির্লোকিমাতপ্য মসাবৃষ্টিমকারয়ৎ।।৮।।
চতুর্বর্যসহস্রাণি চতুর্বর্ষশতানি চ।
ব্যতীতানি মুনিশ্রেষ্ঠ চাদ্য প্রভৃতি সংলপে।।৯।।
সম্পন্নং ভারতং বর্ষং তদা জাতং সমন্ততঃ।
ন্যুহাস্তো যবনো নাম তেন বৈ পূরিতং জগৎ।।১০।।
সহস্রাব্দকলৌ প্রাপ্তে মহেন্দ্রো দেবরাট্ স্বয়ম্।
কাশ্যপং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মবর্তে মহোত্তমে।।১১।।
আর্যাবতী দেবশক্তিস্তৎকরং চা গ্রহীন্মুদা।
দশপুত্রান্সমুৎপাদ্য স দ্বিজো মিশ্রমাগমৎ।।১২।।

শীঘ্র অভীষ্ট এবং ভয়াতুর গন্ধর্বগণের যশকারী সেই কলি সূর্যদেবের সমারাধনা করে সমাধিস্থিত হয়ে গেলেন।। ৪-৭।।

অতঃপর একশ বর্ষের শেষে রবি সন্তুষ্ট হয়ে নিজ কিরণের দ্বারা লোককে আতপ্ত করে পুনরায় বৃষ্টি দান করেছিলেন।। ৮।।

হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আজ থেকে চার হাজার চারশত বর্ষ ব্যতীত হলে সকলদিক থেকে ভারত বর্ষ পূণরূপে সম্পন্ন হল। ব্যুহনামে এক যবন ছিল তিনি এই সম্পূর্ণ জগৎ পূরিত করেছিলেন।। ৯-১০।।

এক সহস্র বর্ষ কলি প্রাপ্ত হলে দেবেন্দ্র স্বয়ং মহোত্তম ব্রহ্মাবর্তে কাশ্যবাকে প্রেরণ করলেন।। ১১।।

আর্যাবতী দেবশক্তি প্রসন্নতা পূর্বক তার কর গ্রহণ করেছিলেন। তার দশপুত্র জন্ম লাভ করেছিল এবং পুনরায় তিনি মিশ্রতে চলেগিয়েলেন।। ১২।।

মিশ্রদেশোদ্ভবান্ম্লেচ্ছান্বশীকৃত্যাযুতং মুদা।
স্বদেশং পুনরাগত্য শিষ্যাংস্তান্সচকার স।।১৩।।
নষ্টায়াং সপ্তপূর্যাং চ ব্রহ্মাবর্তং মহোত্তমম্।
সরস্বতীদৃষদ্বত্যোমধ্যগং তত্র চাবসৎ।।১৪।।
স্বপুত্রং শুক্লমাহুয় দ্বিজশ্রেষ্ঠং তপোধনম্।
আজ্ঞাপ্য রৈবতং শৃঙ্গং তপসে তু পুনঃ স্বয়ম্।।১৫।।
নবপুত্রাঁস্তথা শিষ্যান্মনুধর্মং সনাতনম্।
শ্রাবয়ামাস ধর্মাত্মা স রাজা মনুধর্মগঃ।।১৬।।
শুক্লোপি রৈবতং প্রাপ্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপসা সমতোষয়ৎ।।১৭।।
তদা প্রসন্নোভগবান্দরকানায়কো বলী।
করে গৃহীত্বা তং বিপ্রং সমুদ্রান্তমুপাযযৌ।।১৮।।
দ্বারকাং দর্শয়ামাস দিব্যশোভাসমন্বিতাম্।
ব্যতীতে দ্বিজসহস্রাব্দে কিঞ্চিজ্জাতে ভৃগুত্তম।।১৯।।

সেই সময় দেশের দশসহস্র ম্লেচ্ছকে তিনি নিজ বশে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তিনি তাদের নিজ দেশে নিয়ে এসে তাদের নিজ শিষ্য করেছিলেন। সপ্তপুরী নষ্ট হরে মহোত্তম সরস্বতী এবং দমন্তীর মধ্যে স্থি ব্রহ্মাবর্তে বাস করতেন। তপোধন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ নিজ পুত্র শুক্লকে তিনি ডেকে রৈবত শৃঙ্গকে আজ্ঞা দিলেন, এবং পুনরায় স্বয়ং তপ করতে চলে গেলেন।। ১৩-১৫।।

সেখানে রৈবত পর্বতে পৌঁছে তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ জগৎ স্বামী বাসুদেবকে নিজ তপ দ্বারা পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করলেন। সেই সময় বলবান্ দ্বারকাপতি ভগবান্ পরমপ্রসন্ন হয়ে সেই ব্রাহ্মনের হাত ধরে সমুদ্রান্তে আগত হলেন। হে ভৃগুত্তম সেখানে তিনি দিব্যশোভা সমন্বিত দ্বারকাকে দেখালেন। বত্রিশ হাজার বর্ষ ব্যতীত হলে সেই শুক্ল অগ্নিদ্বার থেকে অর্বুদ

অগ্নিদ্বারেণ প্রযযৌ স শুক্লোহ র্বুদপর্বতে।
জিত্বা বৌদ্বান্দ্বিজৈঃ সার্ধং ত্রিভির্ন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ।।২০।।
দ্বারকাং কারয়ামাস হরেশ্চ কৃপয়া হি সঃ।
তত্রোষ্য মুদিতো রাজা কৃষ্ণধ্যানপরো ভবৎ।।২১।।
পশ্চিমে ভারতে বর্ষে দশাব্দং কৃতবান্মদম্।
নারায়ণস্য কৃপয়া বিম্বক্সেনঃ সুতোহ ভবৎ।।২২।।
বিংশদব্দং কৃতং রাজ্যং জয়সেনস্ততোহ ভবৎ।
ত্রিংশদব্দং কৃতং রাজ্যং বিসেনস্তস্য চাত্মজঃ।।২৩।।
শতার্ধাব্দং কৃতং রাজ্যং মিথুনং তস্য চ ভবৎ।
প্রমেদো মোদসিংহশ্চ বিক্রমায় নিজাং সুতাম্।।২৪।।
বিসেনশ্চ দদৌ প্রীত্যা রাষ্ট্রং পুত্রায় চোত্তমম্।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সিন্ধুবর্মা সুতোহ ভবৎ।।২৫।
সিন্ধুকুলে কৃতং রাজ্যং ত্যক্ত্বা তৎপৈতৃকং পদম্।
সিন্ধুদেশস্ততো নাম্না প্রসিদ্ধোভূন্মহীতলে।।২৬।।

পর্বতে চলে গেলেন। সেখানে নিজ তিন অন্য দ্বিজ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধদের জয় করেছিলেন।। ১৭-২০।।

তিনি হরি কৃপাতে দ্বারকা বিজয় করে প্রসন্নতা পূর্বক সেখানে বাস করে কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হলেন।। ২১।।

পশ্চিমবারতবর্ষে দশবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করে পুনরায় নারায়ন কৃপাতে বিষ্কসেন নামক পুত্র লাভ করলেন।। তিনি সেখানে ২০ বৎসর রাজশাসন করলেন। তার পুত্র জয়সেন ত্রিশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তার পুত্র বিসেন ৫০ বছর রাজ্য পালন করেন। তার যমজ পুত্র জাত হয়। তাদের নাম প্রমোদ এবং মোদসিংহ। বিসেন নিজ কন্যাকে রাজা বিক্রমের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং প্রীতি পূর্বক উত্তম রাষ্ট্র পুত্রকে দিয়েছিলেন। তিনি পিতৃতুল্য রাজ্য শাসন করেন। তার পুত্র সিন্ধু বর্মা পৈতৃক পদ ত্যাগ করে সিন্ধু তটে নিজরাজ্য প্রস্তুত করেন। তখন থেকে এই দেশ সিন্ধু নামে পরিচিত।। ২২-২৬।।

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং রাজা বৈ সিন্ধুবর্মনা।
সিন্ধুদ্বীপস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।২৭।।
শ্রীপতিস্তস্য তনয়ো গৌতমান্বয়সংভবাম্।
কাচ্ছপীং মহিষীং প্রাপ্য কচ্ছদেশমুপাযযৌ।।২৮।।
পুলিন্দান্যবনাঞ্জিত্বা তত্র দেশমকারয়ৎ।
দেশো বৈ শ্রীপতিনাম্না সিন্ধুকূলে বভূব হ।।২৯।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ভূজবর্মা ততোহ ভবৎ।
জিত্বা স শবরান্ভিল্লাংস্তত্র রাষ্ট্রমকারয়ৎ।।৩০।।

রাজা সিন্ধু বর্মা পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র সিন্ধুদ্বীপও পিতার ন্যায় রাজ্য ভোগ করেন। তার পুত্র শ্রীপতি গৌতম বংশীয় কাচ্ছপী রানীকে প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় কচ্ছপ দেশে এসেছিলেন।। ২৭-২৮।।

সেখানে পুলিঙ্গ এবং যবনদের জয় করে নিজ দেশ তৈরী করেন। এই কারণে সেই দেশ সিন্ধুতটে শ্রীপতির নামেই পরিচিত। এই শ্রীপতি পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র ভুজবর্মা সেখানে শবর এবং ভীলগণকে জয় করে নিজ রাষ্ট্রি নির্মাণ করেন। তখন থেকে ঐ মহীতল ভূজ নামে পরিচিতঅ। তিনিও পিতার ন্যায় রাজ্য শাসন করেন। তার পুত্র রণবর্মা পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন এবং পুত্র চিত্রবর্মা গভীর বনমধ্যে চিত্র নগরী নির্মাণ করেন। তিনিও পিতার মতো রাজ্য ভোগ করেন। তার পুত্র ধর্মবর্মা ও তার বংশধর কৃষ্ণাবর্মা পিতার ন্যায় রাজ্যা ভোগ করেন। পুনরায় তার পুত্র উদয় গভীর বনমদ্যে উদয়পুর নির্মাণ করেন। তিনিও পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র বাপ্য বর্মা অনেক প্রকার চাপী, কূষা, তড়াগ বিভিন্ন প্রকার হর্ম্য নির্মাণ করেন।। ২৯-৩০।।

ভূজদেশস্ততৌ জাতঃ প্রসিদ্ধোহ ভূন্মহীতলে।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং রণবর্মা সুতোহ ভবৎ।।৩১।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং চিত্রবর্মা সুতোহ ভবৎ।
কৃত্বা স চিত্রনগরীং বনমধ্যে নৃপোত্তমঃ।।৩২।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ধর্মবর্মা সুতোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং রাজ্যমুদয়স্তুতোহ ভবৎ।।৩৩।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যমুদয়স্মুতোহ ভবৎ।
কৃত্বোদয়পুরং রম্যং বনমধ্যে নৃপোত্তমঃ।।৩৪।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বাপ্যকর্মা সুতোহ ভবৎ।
বাপীকূপতড়াগানি নানাহর্ম্যানি তেন বৈ।।৩৫।।
ধর্মার্থে কারয়ামাস ধর্মাত্মা স চ বৈ পুরম্।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বলদো নাম ভূপতিঃ।।৩৬।।
লক্ষসৈন্যযুতো বীরো মহামদমতে স্থিতঃ।
তেন সার্ধম ভূদ্যুদ্ধং রাজ্ঞো বৈ বাপ্যকর্মণঃ।।৩৭।।
জিত্বা পৈশাচকানম্লেচ্ছামকৃষ্ণোৎসবমকারয়ৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং গুহিলস্তৎসুতোহ ভবৎ।।৩৮।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং কালভোজঃ সুতোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং রাষ্ট্রপালস্ততোহ ভবৎ।।৩৯।
স ত্যক্ত্বা পৈতৃকং স্থানং বৈষ্ণবীং শক্তিমাগমৎ।
তপসারধয়ামাস শারদাং সর্বমঙ্গঁলাম্।।৪০।।

এই সকল নির্মাণ তিনি ধর্মার্থে করেন, কারণ সেই পুরীতে অনেক ধর্মাত্মা বাস করতেন। ইতিমধ্যে সেই মহান নৃপতি বলদ প্রাপ্ত হন। সেই বীর একলক্ষ সেনা নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তার সাথে বাপ্য বর্মার প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। তিনি সেই পৈশাচিক ম্লেচ্ছকে জয় করে পিতৃতুল্য রাজ্য শাসন করেন এবং কৃষ্ণোৎসব করেন। তার পুত্র পৌত্রাদিগণ হলেন গুহিল কালভোজ। তাঁরাও পিতার ন্যায় রাজ্য শাসন করেন। কালভোজ পুত্র রাষ্ট্রপাল পিতৃস্থান ত্যাগ করে বৈষ্ণবী শক্তি

প্রসন্না সা তদা দেবী কারয়ামাস বৈ পুরীম্।
মহাবতীং মহারম্যাং মনিদেবেন রক্ষিতাম্।।৪১।।
তত্রোষ্য নৃপতির্ধীমান্দশাব্দং রাজ্যমাপ্তবান্।
তস্যোভৌ তনয়ৌ জাতৌ বিজয়ঃ প্রজয়স্তথা।।৪২।।
প্রজয়ঃ পিতরৌ ত্যক্ত্বা গঙ্গাকুলমুপাযযৌ।
দ্বাদশাব্দং চ তপসা পূজয়ামাস শারদাম্।।৪৩।।
কন্যামূর্তিময়ী দেবী বেনুবাদনতৎপরা।
হয়মারুহ্য সম্প্রাপ্তা বিহস্যাহ মহীপতিম্।।৪৪।।
কিন্নিমিত্তং ভূপসুত ত্বয়া চরাধিতা শিবা।
তৎফলং ত্বং হি তপসা মত্তঃ শীঘ্রমবাপ্স্যসি।।৪৫।।
ইতি শ্রুত্বা স হোবাচ কুমারি মধুরস্বরে।
নবীনং নগরং মহ্যং কুরু দেবি নমোঽস্তু তে।।৪৬।।
ইতি শ্রুত্বা তু সা দেবী দদৌ তস্মৈ হয়ং শুভম্।
পুরো ভূত্বা বাদ্যকরী দক্ষিণাং দিশমাগতা।।৪৭।।

স্থানে চলে গেলেন। তৎপর দ্বারা তিনি সর্ব মঙ্গলা শারদা দেবীর আরাধনা করেন।। শারদা দেবী প্রসন্ন হয়ে পুরী রচনা করেন। সেই পুরীতে মহারম্য মহাবতী নাম্নী মনিদেব রক্ষিত নগরী ছিল। সেখানে ধীমান নৃপ নিবাস করে দশবৎসর রাজত্ব করেন। তার দুই পুত্র বিজয় এবং প্রজয়।। ৩০-৪২।।

প্রজয় নিজ মাতা -পিতাকে ত্যাগ করে গঙ্গাতটে প্রস্থান করেন। সেখানে তিনি বারো বৎসর তপস্যা করে শারদা দেবীর অর্চনা করলেন। কন্যা মূর্তিধারী বংশী বাদনকারী দেবী অশ্বে সমারোহণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সহাস্যে রাজাকে বললেন - হে ভূপ পুত্র, তুমি কি কারণে দেবী শিবার আরাধনা করেছো। এই তপস্যার ফল তুমি শীঘ্র লাভ করবে। একথা শ্রবণ করে সেই রাজা বললেন - হে মধুর স্বরযুক্তা কুমারী, আমার জন্য একটা নতুন নগরী রচনা করেদিন। হে দেবী আপনাকে প্রণাম। রাজার এই কথা শ্রবণ করে সেই দেবী রাজাকে শুভ অশ্ব দিয়ে দিলেন

স ভূপো হয়মারুহ্য নেত্র আচ্ছাদ্য চাযযৌ।
পুনঃ স ভূপতিঃ পশ্চাৎ পশ্চিমাং দিশমাগতা।।৪৮।।
ততোনুপ্রযযৌ পূর্বমর্কনো যত্র পক্ষিরাট।
ভয়ভীতো নৃপস্তেন সমুন্মীল্য স চক্ষুষী।।৪৯।।
দদর্শ নগরং রম্যং কন্যায়া রচিতং শুভম্।
উত্তরে তস্য বৈ গঙ্গা দক্ষিণেনাস পাণ্ডুরা।।৫০।।
পশ্চিমে ঈশসরিতা পূর্বে পক্ষী স মর্কণঃ।
কুব্জভূতমভূদ্ গ্রামং কান্যকুব্জ ইতি স্মৃতঃ।।৫১।।
দশবর্ষং চ তেনৈব জয়পালেন বৈ পদম্।
কৃতং তস্য সুতো জাতো বেণুবাদ্যাচ্চ বেণুকঃ।।৫২।।
স বেণুশ্চ মহীপালো দেবীদত্তাং মনোহরাম্।
পত্নীং কন্যাবতীং নাম্না সমুদ্বাহ্য ররাজ হ।।৫৩।।

এবং সম্মুখে বাদ্য বাদন করে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন। সেই রাজাও অশ্বে আরোহন করে নেত্র আচ্ছাদিত করে চলে গেলেন। পুনরায় রাজা পশ্চিম দিকে চলে গেলেন। অনন্তর অকর্ষণ পরীক্ষায় রাজা কাছে গেলেন। রাজা তাতে ভয়ভীত হয়ে নিজ নেত্র উন্মীলন করলেন।। ৪৩-৪৯।।

সেখানে দেবী শিবার দ্বারা নির্মিত প্রভূত সুন্দর এবং শুভ নগর দেখলেন যার উত্তর দিকে গঙ্গা এবং দক্ষিণ দিকে পাণ্ডুয়া ছিল। পশ্চিম দিকে ঈশাসরিতা এবং পূর্বে মর্কণ পক্ষী ছিল। সেই গ্রাম এই প্রকার কুচ্ছভূত ছিল।। ৫০-৫১।।

সেই জয় পাল দশবর্ষ পর্যন্ত নিজ পদ ভোগ করেছিলেন। তার পুত্র বেনবাদ্যের দ্বারা বেনুক নামে পরিচিত ছিল।। সেই বেনু রাজা মনোহর দেবী কন্যাবতী নাম্নীকে নিজ পত্নীরূপে লাভ করেন। তাঁর দ্বারা তিনি দীপ্তিমান হন।।৫২-৫৩।।

তস্যাং সপ্ত সুতা জাতা মাতৃণাং মঙ্গলাঃ কলাঃ।
শীতলা পার্বতী কন্যা তথা পুষ্পবতী স্মৃতা।।৫৪।।
গোবধনী চ সিন্দূরা কালী নাম্না প্রকীর্তিতা।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।।৫৫।।
বারাহী চ তথৈন্দ্রাণী চামুন্ডাঃ ক্রমতোহ ভবন্।
একদা ভূপতেঃ পত্নী তন্তুনা মৃত্তিকাঘটম্।।৫৬।।
কূপে কৃতবতী প্রেম্না যথা পূর্বং তথাদ্য সা।
দদর্শ বহুলা নারীর্নানাভূষণ ভূষিতাঃ।।৫৭।।
স্বয়মেকৈব বসনা মনোগ্লানিমুপাযযৌ।
তদৈব স ঘটো ভূমৌ ন প্রাপ্তঃ সপ্রবৃত্তিকাম্।।৫৮।।
দৃষ্ট্বা কন্যাবতী দেবী ঘটহীনা গৃহং যযৌ।
তদা তু সপ্ত কন্যাশ্চ শিলাভূতা গৃহে স্থিতাঃ।।৫৯।।

সেই পত্নী মাতৃকা মঙ্গল কলাযুক্ত সাত পুত্রীর জন্ম দিয়েছিলেন। তাদের নাম শীতলা -পাবৃতী -কন্যা-পুষ্পবতী-গোবৰ্দ্ধনী-সিন্দুরা এবং কালী। তারা ব্রাক্ষী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইন্দ্রানী এবং চামুন্ডা এই দেবীর কলা ভূত হয়ে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। একবার রাজপত্নী তন্তু দ্বারা পূর্বের ন্যায় মৃত্তিকা ঘট নির্মাণ করে সেখানেই তিনি নানা ভরনে ভূহিতা নারীদের দেখেন।। ৫৪-৫৭।।

তিনি স্বয়ং এক বস্ত্রধারী ছিলেন বলে মনোগ্লাগিপ্রাপ্ত হন। সেই সময় সেই ঘট ভূমিতে প্রাপ্তহলনা। সপ্রবৃত্তিকাকে দেখে তিনি গৃহত্যাগ করে চলে গেলে সেই সময় সাত কন্যা শিলা রূপ প্রাপ্ত হল।। ৫৮-৫৯।।

শ্রুত্বা বেনুস্তদাগত্য ভর্ৎসয়িত্বা স্বকাং প্রিয়াম্।
ব্রহ্মচর্য ব্রতং ত্যক্ত্বা রময়ামাস যোষিতম্।।৬০।।
নৃপদ্বৈ বীরবত্যাং চ যশোবিগ্রহ আত্মজঃ।
বভূব বলবান্ধমীং চার্যদেশপতিঃ স্বয়ম্।।৬১।।
বিংশদ্বর্ষং কৃতং রাজ্যং তেন রাজ্ঞা মহীতলে।
মহীচন্দ্রস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।৬২।।
চন্দ্রদেবস্তস্য সুতে রাজ্যং তেন পিতুঃ সমম্।
কৃতং তস্মাৎসুতো জাতো মন্দপালো মহীপতিঃ।।৬৩।
তস্য ভূপস্য সময়ে সর্বে ভূপাঃ সমন্ততঃ।
ত্যক্ত্বা তং মন্দপালং চ তদ্দত্তে সংস্থিতা গৃহে।।৬৪।।
পিতুরর্দ্ধং কৃতং রাজ্যং কুম্ভপালস্ততোহ ভবৎ।
রাজনীয়া চ নগরী পিশাচ বিষয়ে স্থিতা।।৬৫।।
তৎপতিশ্চ মহামোদো ম্লেচ্ছপৈশাচধর্মগঃ।
স জিত্বা বহুধা দেশাল্লুণ্ঠয়িত্বা ধনং বহু।।৬৬।।

রাজা বেনু যখন শ্রবণ করলেন তখন তিনি এসে নিজ প্রিয়াকে ভৎসনা করলেন এবং পুনরায় ব্রহ্মচর্ম ব্রত ত্যাগ করে মোসিতের সঙ্গে রমন করলেন। সেই রাজা তখন বীরবতীতে যশোনিগ্রহ নামক পুত্র লাভ করলেন। সেই বলবান-ধর্মাত্মা স্বয়ং আর্যদেশের রাজা ছিলেন। সেই রাজা কুড়ি বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করেন। পুন তার মহীচন্দ্র নামক পুত্র জাত হলে তিনি পিতৃতুল্য পদলাভ করলেন। মহীচন্দ্রের পুত্র চন্দ্রদেবও পিতৃতুল্য রাজত্ব করে'। তার পুত্র মন্দপাল মহীপতি ছিলেন। সেই রাজার রাজত্ব কালে সমস্ত রাজগন তাঁকে ত্যাগ করলেন এবং তদ্দত্ত গৃহে গিয়ে স্থিত হলেন। তিনি পিতার অর্ধেক রাজত্ব করেন। তার পুত্র কুম্ভ পাল রাজা হন। তিনি রাজনীয় নগরী পিশাচের দেশে স্থিত ছিলেন। সেই রাজনীয় নগরীর স্বামী মহামোদ পিশাচ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বহুদেশ জয় করে প্রচুর ধনলুণ্ঠন করেন। কুম্ভপাল ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণকরেন। হে নৃপ

ম্লেচ্ছধর্মকরঃ প্রাপ্তঃ কুম্ভপালো যতঃ স্থিতঃ।
কুম্ভপালস্তু তং দৃষ্টা কলিনা নির্মিতং নৃপ।।৬৭।।
মহমোদং সমাগম্য প্রণনাম স বুদ্ধিমান্।
তদা ম্লেচ্ছপতিঃ শূরো দত্ত্বা তস্মৈ ধনং বহু।।৬৮।।
রাজনীয়াং চ নগরীং প্রাপ্তবান্মূর্তিখন্ডকম্।
বিংশদব্দং কৃতং রাজ্যং কুম্ভপালেন ধীমতা।।৬৯।।
তৎপুত্রো দেবপালশ্চানঙ্গ ভূপস্য কন্যকাম্।
সমুদ্বাহ্য বিধানেন চন্দ্রকান্তিং তয়া সহ।।৭০।।
কান্যকুব্জ গৃহং প্রাপ্য জিত্বা ভূপাননেকশঃ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্যোভৌ তনয়ৌস্মৃতৌ।।৭১।
জয়চন্দ্রো রত্নভানুদিশং পূর্বাং তথোত্তরাম্।
আর্যদেশস্য বৈ জিত্বা বৈষ্ণবো রাজ্যমাপ্তবান্।।৭২।।
রত্নভানো শ্চ তনয়ো লক্ষণো নাম বিশ্রুতঃ।
কুরুক্ষেত্রে রণং প্রাপ্য ত্যক্ত্বা প্রাণান্দিবং গতঃ।।৭৩।।

কলি দ্বারা নির্মিত কুম্ভ পালকে মহামোদক দেখে তাকে প্রণাম করেছিলেন। তখন ম্লেচ্ছপতি তাকে প্রভূত ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। পুনরায় তিনি নিজ রাজনীয় নগরীতে চলে গিয়েছিলেন। ধীমান কুম্ভপাল বিশ বৎসর পর্যন্ত মূর্তি খন্ডক রাজত্ব করেছিলেন। তার পুত্র দেবপাল অনঙ্গ রাজকন্যা চন্দ্রকান্তি র সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তার সাথে আনন্দে জীবন যাপন করেন।। ৬০-৭০।।

দেবপাল চন্দ্রকান্তিকে সঙ্গে নিয়ে কান্যযুদ্ধে পৌঁছে সেখানে অনেক ভুপতিকে জয় কের পিতৃতুল্য রাজ্য লাভ করেন। তার দুই পুত্র জয়চন্দ্র এবং রত্নভান। তারা পূর্ব এবং উত্তর দিকের আর্যদেশ জয় করে বৈষ্ণব রাজ্য প্রাপ্ত হন।।৭১-৭২।।

রত্নভানু পুত্র লক্ষণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেন।। ৭৩।।

সমাপ্তিমগমদ্বংশো বৈশ্যপালস্য ধীমতঃ।
কুম্ভপালস্য শৌক্লস্য বৈশ্যানাং রক্ষকস্য চ।।৭৪।।
বিষ্বক্সেনান্বয়ে জাতা বিষ্বক্সেনা নৃপাঃ স্মৃতাঃ।
বিসেনস্য কুলে জাতা বিসেনাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।।৭৫।
গুহিলস্য কুলে জাতা গৌহিলাঃ ক্ষত্রিয়া হি তে।
রাষ্ট্রপালন্বয়ে জাতা রাষ্ট্রপালা নৃপাঃ স্মৃতাঃ।।৭৬।।
বৈশ্যপালস্য বৈ বংশে কুম্ভপালস্য ধীমতঃ।
বৈশ্যপালাশ্চ রাজন্যা বভূবুবহুধা হি তে।।৭৭।।
লক্ষণে মরণং প্রাপ্তে শুক্লং বংশধুরন্ধুরে।
সর্বে তে ক্ষত্রিয়া মুখ্যাঃ কুরুক্ষেত্রে লয়ং গতাঃ।।৭৮।।
শেষাস্তু ক্ষুদ্রভূপালা বর্ণসংকরসম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছৈশ্চ দূষতা জাতা ম্লেচ্ছরাজ্য ভয়ানকে।।৭৯।।

ধীমান্ বৈশ্যপাল বৈশ্যরক্ষক শৌক্লবংশ প্রাপ্ত হন। বিষ্বক্ সেনের বংশ জাত বিষকসেনেন নৃপ বলাহয়।। যারা বিসেন কুলেজাত তাদের বিসেন ক্ষত্রিয় বলা হয়।। ৭৪-৭৫।।

গুহিল কুলিজাত গৌহিল ক্ষত্রিয় এবং রাষ্ট্রপাল বংশজাত রাষ্ট্রপাল নামে প্রসিদ্ধ।। ৭৬।।

বৈশ্য পাল এবং ধীমান কুম্ভপাল বংশ জাত বৈশ্যপাল ক্ষত্রিয় । শুক্ল বংশের বুরন্ধর লক্ষন মৃত্যু প্রাপ্ত হলে সমস্ত ক্ষত্রিয় সেই কুকুক্ষেত্রে লয় প্রাপ্ত হন।। ৭৭-৭৮।।

শেষ ক্ষুদ্র রাজা বণসংকর উৎপন্ন এবং তিনি ম্লেচ্ছের দ্বারা সেই অতি ভয়ানক ম্লেচ্ছ রাজ্যে দূষিত হয়েছিলেন।। ৭৯।।

।। পরিহর ভূপ বংশ বর্ণন।।

ভৃগুবর্য শৃণু ত্বং বৈ বংশ পরিহরস্য চ।
জিত্বা বৌদ্ধান্ পরহরোর্থববেদপরায়নঃ।১।
শক্তিং সর্বময়ীং নিত্বা ধ্যাত্বা প্রেমপরোহ ভবৎ।
প্রসন্না স তদা দেবী সার্ধযোজন মায়তম্।।২।।
নগরং চিত্রকূটাদ্রৌ চকার কলিনির্জরম্।
কলিযত্র ভবেদ বদ্ধো নগরেহস্মিন্ সুরপ্রিয়ে।।৩।।
অতঃ কলিঞ্জরো নাম্না প্রসিদ্ধোহ ভূন্ মহীতলে।
দ্বাদশাব্দং কৃতং রাজ্যং তেন পূর্বপ্রদেশকে।।৪।।
গৌরবর্মা তস্য সুতঃ কৃতং রাজ্যং পিতুঃ সমম্।
স্বানুজং ঘোরবর্মানং তত্রাস্থাপ্য মুদান্বিতঃ।।৫।।

।। পরিহর ভূপ বংশ বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে পরিহর ভূপতি বংশের নৃপতিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করা হয়েছে।

শ্রী সূতজী বরলেন - হে ভৃগুবর্ম, এখন আপনারা পরিহর রাজার বংশ শ্রবণ করুন। অথর্ব বেদ পরায়ন রাজা পরিহর বৌদ্ধগণকে জয় করেছিলেন। অতঃপর নিত্য সর্বময়ী শক্তির ধ্যান করে তিনি প্রেমপরায়ন হয়েছিলেন। রাজার ধ্যানে দেবী পরমপ্রাসন্ন হয়ে চিত্রকূট পবৃতে দেড় যোজন বিস্তৃত কলি নির্জর নগর নির্মাণ করেন। সেখানে এই সুর প্রিয় নগর কলিবদ্ধ হয়েছিল।। ১-৩।।

এই কারণে এই নগর কলিঞ্জর নামে প্রসিদ্ধ। রাজা সেখানে পূর্ব প্রদেশে দশবৎসর রাজত্ব করেন। তার পুত্র গৌর বর্মা পিতৃতুল্য রাজ্য শাসন করেন। পুনরায় তিনি অনুজ ঘোরবর্মাকে সিংহাসনে বসিয়ে গৌড় দেশে এসে গৌড় রাজ্য ভোগ করেন। তার পুত্র রুপণও পিতার ন্যায়

গৌড়দেশং সমাগম্য তত্র রাজ্যমকারয়ৎ।
সুপর্ণো নাম নৃপতিস্ততোহভূদ গরবর্মণঃ।।৬।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং রূপণস্তৎ সুতোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং কারবর্মা সুতোহ ভবৎ।।৭।।
শঙ্কো নাম ততো রাজা মহালক্ষীং সনাতনীম্।
ত্রিবর্ষান্তে চ সা দেবী কামাক্ষীরূপ ধারিণী।।৮।।
স্বভক্তপালনা চৈব তত্র বাসমকারয়ৎ।
শতার্দ্ধাব্দং কৃতং রাজ্যং তেন বৈ কামবর্মণা।।৯।।
মিথুনং জনয়ামাস ভোগো ভোগবতী হি সা।
বিক্রমায়েব নৃপতিঃ সুতাং ভোগবতীং দদৌ।।১০।।
স্বারাজ্যং চ স্বপুত্রায় প্রদদৌ ভোগবর্মণে।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং কালিবর্মা সুতোহ ভবৎ।
মহোৎস্বং মহাকাল্যাঃ কৃতবান্ স চ ভূপতি।
তস্মৈ প্রসন্না বরদা কালী ভূত্বা স্বয়ং স্থিতা।।১২।।
কলিকা বহুপুস্পার্ণা সা চকার স্বহর্ষতঃ।
তাভির্ভবং চ নগরং সঞ্জাতং চ মনোহরম্।।১৩।।

রাজসুখ ভোগ করেন। তার পুত্র কারবর্মা। তার পুত্র শঙক রাজ হন যিনি সনাতনী মহালক্ষী আরাধনা করেন। ৩বৎসর পরে কামাক্ষীরূপ্ ধারী ভক্তপালন কারী দেবী রাজার কাছেছিলেন। কার বর্মা ৫০ বছর রাজত্ব করেন।। ৪-৯।।

তিনি ভোগ নামক পুত্র ও ভোগবতী নামক কন্যার জন্ম দেন। সেই ভোগবতীকে তিনি রাজা বিক্রমকে দান করেন এবং পুত্র ভোজকে রাজ্য দিয়ে দেন। তিনিও পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। তার পুত্র কালিবর্মা মহাকালী দেবীর মহোৎসব করেছিলেন। তারপ্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে বরদান করতে কালীরূপে স্বয়ং এসেছিলেন। তাকে আনন্দের সঙ্গে অনেক পুষ্প কলিকা দিয়েছিলেন। সেই কলিকা থেকে উৎপন্ন নগর অত্যন্ত মনোহর হয়েছিল।।

কলিকাতাপুরী নাম্না প্রসিদ্ধাভূন্ মহীতলে।
কৌশিকস্তস্য তনয়ঃ পিতুস্তুল্যং কৃতম্ পদম্।।১৪।।
কাত্যায়নস্তস্য সুতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
তস্য পুত্রো হেমবতঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।১৫।।
শিববর্মা চ তৎপুত্রঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।
ভববর্মা চ তৎপুত্রঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।১৬।।
রুদ্রবর্মা চ তৎপুত্রঃ কৃতং রাজ্যং পিতুঃ সমম্।
ভোজবর্মা চ তৎপুত্রঃ ত্যক্ত্বা বৈ পৈতৃকং পদম্।।১৭।।
ভোজরাষ্ট্রং বনোদ্দেশে কারয়ামাস বীর্যবান্।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং গববর্মা নৃপো ভবৎ।।১৮।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বিন্ধ্যবর্মা নৃপো ভবৎ।
স্বানুজায় স্বকং রাজ্যং দত্ত্বা বংগমুপাযযৌ।।১৯।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুখসেনস্ততোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং বলাকস্তস্য চাত্মজঃ।।২০।।
দশবর্ষং কৃতং রাজ্যং লক্ষ্মমস্তৎসুতোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং মাধবস্তৎ সুতোহ ভবৎ।।২১।

তখন থেকে এই পৃথিবীতে কলিকাতা পুরী নামে সেই নগরী প্রসিদ্ধ। সেই রাজার কৌশিক নামধারী পুত্র গত হয়। তিনি পিতৃতুল্য রাজ্য উপভোগ করেন।। ১০-১৪।।

কৌশিকের পুত্র কাত্যায়ন এবং কাত্যায়ন পুত্র হেমত তার পুত্র-পৌত্রাদিগণ শিববর্মা ভববর্মা পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন।। ১৫-১৬।।

ভব বর্মার পুত্র রুদ্র বর্মা পিতার সমান রাজ্য উপভোগ করেন। তার পুত্র ভোজবর্মা পৈতৃক পদ ত্যাগ করে বনোদ দেশে ভোজ রাষ্ট্র নির্মান করেন। তার পুত্রগববর্মা পিতৃতুল্য রাজত্ব করেন। পুনরায় বিন্ধবর্মা রাজা হলে তিনি অনুজকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বংদেশে আসেন। পুনরায় সুখসেন বালক-লক্ষণ-মাধব-কেশব-সুর সেনা পিতার ন্যায় রাজত্ব করেন। তার

পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং কেশবস্তৎসুতোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং সুরসেনস্ততোহ ভবৎ।।২২।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ততো নারায়নোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং শান্তিবর্মাসুতোহ ভবৎ।।২৩।
গংগাকূলে শান্তিপুরং রচিতং তেন ধীমতা।
নিবাসং কৃতবান্ভূপঃ পিতুস্তুল্যং কৃতং পদম্।।২৪।
নদীবর্মা তস্য সুতো গংগাদত্তবরো বলী।
চকার নগরীং রম্যাং নদীহাং গৌড়রাষ্ট্রগাম্।।২৫।।
গংগয়া চ তদাহূতোভিজ্ঞো বিদ্যাধরঃ স্বয়ম্।।
তেনৈব রক্ষিতা চাসীৎ পুরী বেদপরায়নী।।২৬।।
বিংশদ্বর্ষং কৃতং রাজ্যং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা।
গংগাবংশস্ততো জাতো বিশ্রুতোহভূন্ মহীতলে।।২৭।
শাঙ্গদেবস্তস্য সুতো বলবান্ হরিপূজকঃ।
গৌড়দেশমুপাগম্য হরিধ্যানপরো ভবৎ।।২৮।।

পুত্র নারায়ণও পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র শান্তি বর্মা ভাগীরথী তীরে শান্তি পুর নগর রচনা করেন। তিনি সেখানে পিতার ন্যায় রাজত্ব করে বসবাস করতে লাগলেন।। ১৭-২৪।।

তার পুত্র মদী বর্মা গঙ্গা কর্তৃক দত্ত বরদানী এবং বলী ছিলেন। তিনি গৌড় রাষ্ট্রে স্থি হয়ে মদীহা নামক এক রম্য নগরী নির্মাণ করেন। সেই সময় সেই বিদ্যাধর গঙ্গা আহ্বান করেন। তারা দ্বারা সেই দেবপরায়ণ পুরী সুরক্ষিত ছিল। সেই মহাত্মা রাজা ২০বছর পর্যন্ত রাজ্য পালন করেন। তখন থেকে সেই গঙ্গবংশ এই মহীতলে প্রসিদ্ধ ছিল। তার পুত্র শাঙ্গদেব জাত হন।তিনি মহাবলবান্ এবং হরিভক্ত ছিলেন। তিনিই গৌড় দেশে এসে হরিধ্যান পরায়ণ ছিলেন।। ২৫-২৮।।

দশবর্ষং কৃতং রাজ্যং গংগাদেবস্ত তৎসুতঃ।
বিংশদবর্ষং কৃতং রাজ্যং চানগস্তস্য ভূপতিঃ।।২৯।।
তনয়ো বলবান্ শ্চাসীদ গৌড়দেশ মহীপতিঃ।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ততো রাজেশ্বরোহ ভবৎ।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং নৃসিংহস্তনয়োহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং কলিবর্মা সুতোহ ভবৎ।।৩১।
রাজদেশমুপাগম্য জিত্বা তস্য নৃপং বলী।
মহাবতীং পুরীং রম্যা মধ্যাস্য সুখিতোহ ভবৎ।।৩২।।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং ধৃতিবর্মা সুতোহ ভবৎ।
পিতুস্তুল্যং কৃতং রাজ্যং তস্য পুত্রোমহীপতিঃ।।৩৩।।
জয়চন্দ্রাজ্ঞয়া ভূপ উর্বীমামিতি স্মৃতাম্।
নগরীং কারয়ামাস তত্র বাসমকারয়ৎ।।৩৪।।
কুরুক্ষেত্রে হতাঃ সর্বে ক্ষত্রিয়াশ্চন্দ্রবংশিনঃ।
তদা মহীপতী রাজা মহাবৎ সধিপোহ ভবৎ।।৩৫।।

তার পুত্র গঙ্গাদেব দশবৎসর রাজত্ব করেন। তার পর অঙ্গ ভূপতি জাত হন। তিনি ২০বৎসর রাজত্ব করেন। তার পুত্র মহাবলবান্ ছিলেন এবং তিনি গৌড়দেশের নৃপতি হন। তিনি পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র রাজ্যেশ্বর পিতৃতুল্য রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র নৃপসিংহ পিতার ন্যায় রাজ্য শাসন করেন। তার পুত্র কলিবর্মা রাষ্ট্রদেশে গিয়ে সেখানে রাজগণকে জয় করে মহাবতী নাকম রম্য পুরী রচনা করে সুখী হন। পিতৃতুল্য রাজ্য শাসন করেন। তার পুত্র ধৃতবর্মা পিতার তুল্য রাজপদ ভোগ করেন। তার পুত্র মহীপতি রাজা জয়চন্দ্রের আদেশে উবীমায়াতে নগরী রচনা করে সেখানে নিবাস করেন।। ২৯-৩৪।।

চন্দ্রবংশের সমস্ত নৃপতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন। সেই সময় রাজা মহীপতি সেই মহাবতী নগরীর রাজা হন।। ৩৫।।

বিংশদ্বর্ষং কৃতং রাজ্যং সহেদ্দীনেন বৈ ততঃ।
কুরুক্ষেত্রেং মৃতি প্রাপ্তা সুযোধনকলাংশকাঃ।।৩৬।।
ঘোরবর্মা তু নৃপতিঃ সুতঃ পরিহরস্য বৈ।
কলিঞ্জরে কৃতং রাজ্যং শার্দূলস্তৎ সুতোহ ভবৎ।।৩৭।।
তদন্বয়ে চ যে ভূপাঃ শার্দূলীয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ।।
ভূপানাং বহুধা রাষ্ট্রং শার্দূলান্বয়সম্ভবম্।।৩৮।।
বভূব সর্বতো ভূমৌ মহামায়া প্রসাদতঃ।
ইতি তে কথিতং বিপ্র পাবকীয় মহীভূজাম্।।৩৯।।
কুলং সকলপাপঘ্নং যথৈব শশিসূর্যয়োঃ।
পুনরণ্যৎ প্রবক্ষামি যথাজাতঃ স্বয়ং হরিঃ।।৪০।।

সেই মহীপতি ২০বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর সহোদদীনের দ্বারা সুবোধন কলাংশ মৃত্যু প্রাপ্ত হন।। ৩৬।।

ঘোর বর্মা পরিহর পুত্র ছিলেন। তিনি কলিঞ্জরে রাজত্ব করেন। তার পুত্র শার্দ্দুল রাজা হন এবং তার বংশ শার্দ্দুলীর বংশ নামে খ্যাত হয়। শার্দ্দুল বংশে জাত বহু রাজা রাজত্ব করেন। যারা মহামায়ার প্রভাবে ভূমিতে এসেছিলেন । হে বিপ্র তোমাকে আমি পাবকীর রাজকুল সম্পর্কে বলেছি যা চন্দ্র-সূর্য বংশের ন্যায় সমস্ত পাপ নাশক। এখন অন্য বৃত্তান্ত বলছি যেমন করে হরি স্বয়ং সমুৎপন্ন হন।। ৩৭-৪০।।

।। ভগবতারাদিবৃত্তান্ত।।

মধ্যাহ্নকালে সংপ্রাপ্তে ব্রহ্মাণোহব্যক্তজন্মনঃ।
চাক্ষুষান্তরমেবাপি মহাবায়ুর্বভূব হ।।১।।
তৎপ্রভাবেন হেমাদ্রিঃ কলামানঃ পুনঃ পুনঃ।।
যথা বৃক্ষস্তথৈবাসৌ ওক্তপাদেব মন্ডলঃ।।২।।
নভসো ভূতলে প্রাপ্তস্তদা ভূমিঃ প্রকাশিতা।
বভূব মুনিশার্দূল সর্বলোকবিনাশিনী।।৩।।
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ জলভূতা বভূবিরে।
লোকালোকস্তদা শেষোহ ভবৎ মোত্তর পর্বতঃ।।৪।।
শেষা ভূমিলয়ং প্রাপ্তা মুনে মন্বন্তরে লয়ে।
সহস্রাব্দান্তরে ভূমির্বভূব জলমধ্যমা।।৫।।
তদা স ভগবান্ বিষ্ণুর্ভবেন বিধিনা সহ।
শৈশুমারং শুভং চক্রং চকার নভসিস্থিতম্।।৬।।

।। ভগবতারাদি বৃত্তান্ত ।।

এই অধ্যায়ে ভগবান্ ব্রহ্মা মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হলে ভগবান্ অবতারাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করেছেন।

শ্রী সূতজী বললেন - অব্যক্ত জন্মা ব্রহ্মামধ্যাহ্নে কাল সমপ্রাপ্ত হলে চাক্ষুষান্তরও সেই সময়ক মহাবায়ু হয়েছিল। সেই মহাবায়ুর প্রভাবে হেমাদি বারংবার কম্পিত হয়ে উঠেছিল। বৃক্ষ যেমন কম্পিত হতে থাকে তেমন পর্বত কম্পিত হয়েছিল। হে মুণি শার্দূল সেই সময় সর্বলোক বিশাল কারী হয়ে গিয়েছিল।। ১-৩।।

সপ্তদ্বীপ এবং সমুদ্র জলময় হয়েগিয়েছিল। সেই সময় কেবল উত্তর পর্বত লোকালোক বাকী ছিল।। ৪।।

হে মুনি ভূমিলয় প্রাপ্ত হলে মন্বন্তরও লয় প্রাপ্ত হয়েছিল একসহস্র বর্ষ সেই ভূমি জল মধ্যে গমন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেব এবং ব্রহ্মার সঙ্গে নভোস্থিত শৈশুমার শুভচক্র করেছিলেন। ভগবানপিতামহ

গৃহীত্বা সকলাস্তারা গ্রহন্ সর্বান্ যথাবিধি।
স্থাপয়ামাস ভগবান্ যথাযোগ্যং পিতামহঃ।।৭।।
পুনর্বৈ জ্যোতিষাং চক্রেঃ শোষিতা সকলা মহী।
স্থলীভূয়াতাব্দান্তে দৃশ্যমানা বভূব হ।।৮।।
তদা স ভগবান্ ব্রহ্মা মুখাৎ সোমং চকার হ।।
দ্বিজরাজং মহাপ্রাজ্ঞং সর্ববেদবিশারদম্।।৯।।
ভূজাভ্যাং ভগবান্ ব্রহ্মা ক্ষত্ররাজং মহাবলম্।
সূর্যং চ জনয়ামাস রাজনীতি পরায়নম্।।১০।।
ঊরূভ্যাং বৈল্যরাজং চ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
রত্নাকরং চ কৃতবান পরমেষ্ঠীং পিতামহঃ।।১১।।
পদভ্যাং চ জনয়ামাস বিশ্বকর্মাণ মুত্তমম্।
দক্ষং নাম কলাভিজ্ঞং শূদ্ররাজং সুকৃত্যকম্।।১২।।
সোমাদ্বৈ ব্রাহ্মণা জাতাঃ সূর্যাদ্রাজন্যবংলজাঃ।
সমুদ্রাৎ সকলা বৈশ্যা দক্ষাচ্ছূদ্রা বভূবিরে।।১৩।।

সম্পূর্ণ তারা গণকে গ্রহণ করে তথা সমস্ত গ্রহগনকে গ্রহণ করে যথাবিধি যথাযোগ্য রীতিতে স্থাপন করেন।। ৫-৭।।

পুনরায় জ্যোতিচক্রের দ্বারা সমস্ত ভূমি শোষিত হয়েছিল। দশহাজার বৎসর পর সেই ভূমি স্থলরূপে দেখা গেল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মুখ থেকে চন্দ্রমা উৎপন্ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিজরাজ মহাপন্ডিত বেদবিশারদ। ব্রহ্মা নিজবাহু থেকে মহাবল ক্ষত্র রাজকে এবং রাজনীতি পরায়ণ সূর্যকে উৎপন্ন করলেন । নিজ উরু থেকে বৈশ্যরাজ এবং নদী সকল ও সমুদ্র সকলের জন্ম দিয়েছিলেন। অতঃপর নিজপাদ থেকে তিনি শূদ্ররাজকলাতে অভিজ্ঞ বিশ্বকর্মার জন্ম দিয়েছিলেন। যিনি পরম দক্ষ নামধারী এবং দারুন কৃত্যকারী।। ৮-১২।।

সোম থেকে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয় এবং সূর্য থেকে ক্ষত্রিয় সমুদ্র থেকে বৈশ্য এবং দক্ষ থেকে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছিল।। ১৩।।

সূর্যমন্ডলতো জাতো মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্।
তস্যরাজ্যমভূৎ সর্বং প্রাণিনাং লোকবাসিনাম্।।১৪।।
দিব্যান্যাং চ যুগানাং চ তজ্জ্ঞেয়ং চৈকসপ্ততিঃ।
তদা স ভগরান্বিষ্ণুঃ বিশ্বরূপাহ তারকঃ।।১৫।।
বিষ্ণু পূর্বার্দ্ধতো জাতঃ পরার্দ্ধাদ্বামন স্বয়ম্।
বালঃ সত্যযুগে দেবো বিশ্বরূপঃ সনাতনঃ।।১৬।।
চতুঃ শতানি বর্ষাণি পরমায়ুর্নৃণাং তদা।
ত্রেতায়াংযৌবনং প্রাপ্তঃ পূর্বার্দ্ধাৎ সম্ভবো হরে।।১৭।।
বর্ষাণাং ত্রিশতানাং চ নৃণামায়ুঃ প্রকীর্তিতম্।
দ্বাপরে বার্দ্ধিকো দেবো নৃণামায়ু শতদ্বয়ম্।।১৮।।
কলৌ তু মরণং প্রাপ্তো বিশ্বরূপো হরিঃ স্বয়ম্।
নৃণামায়ু শতাদ্বং চ কেষাঞ্চিদ্ধর্মশালিনাম্।।১৯।।
পরার্দ্ধাদ্বামনো দেবো মহেন্দ্রাবরজো হরিঃ।
চতুর্ভূজো মহাশ্যামো গরুড়োপরি সংস্থিতঃ।।২০।।

সূর্যমন্ডল থেকে বৈরস্তমনু স্বয়ং সমুৎপন্ন হয়েছিল। প্রাণসকল লোকবাসীগনের এই রাজ্য তাঁর হয়েছিল।। ১৪।।

অতি দিব্য যুগের একসপ্ততি ছিল। সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্বরূপাবতার হয়েছিলেন। পূর্বার্ধ থেকে বিষ্ণু এবং পরার্ধ থেকে স্বয়ং বামন উৎপন্ন হন। সত্যযুগে বিশ্বরূপ সনাতনবাল দেব ছিলেন। সেই সময় মনুষ্যগণের পরমায়ু চারশো বৎসর ছিল। হরির পূর্বার্ধ থেকে সম্ভূত ত্রেতাতে যৌবন প্রাপ্ত হল। ত্রেতাতে মানবের পরমায়ু ১০০ বৎসর ছিল। দ্বাপরে দেবাধিক হল এবং মনুষ্যগণের পরমায়ু ২০০ বৎসর হয়েছিল। কলিযুগে বিশ্বরূপ হরি স্বয়ং মরণ প্রাপ্ত হলেন এবং কিছু ধমশালী লোকের পরমায়ু বেকলমাত্র একশত বৎসর হয়েছিল।। ১৫-১৯।।

পরার্ধ থেকে বামন দেব যিনি মহেন্দ্র অবরজ হরি ছিলেন। তিনি চতুর্ভূজ, মহাশ্যাম বর্ন এবং গরুড়ে সংস্থিত ছিলেন।। ২০।।

বিশ্বরূপহিতার্থায় ত্রিযুগী সম্বভূব হ।
বামনার্দ্ধাচ্চ ত্রযুগী জাতো নারায়ণঃ স্বয়ম্।।২১।।
শ্বেতরূপো হরিঃ সত্যে হংসাখ্যো ভগবান্স্বয়ম্।
ত্রেতায়াং রক্তরূপশ্চ যজ্ঞাখ্যো ভগবান্ স্বয়ম্।
দ্বাপরে পীতরূপশ্চ স্বর্ণগর্ভো হরিঃ স্বয়ম্।।২২।।
কলিকালে তু সংপ্রাপ্তে সন্ধ্যায়াং দ্বাপরে যুগে।
কলা তু সকলা বিষ্ণোর্বামনস্য তথা কলা।
একোভূতা চ দেবক্যাং জাতো বিষ্ণুস্তদা স্বয়ম্।।২৩।।
বসুদেব গৃহে রম্যে মথুরায়াং চ দেবতাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তুষ্টুবুদেবং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।।২৪।।
তদা প্রসন্নো ভগবান দেবনাহ শভং বচঃ।
দেবানাং চ হিতার্থায় দৈত্যানাং নিধিনায় চ।
অহং কলৌ চ বহুবা ভবামি সুরসত্তমা।।২৫।।
দিব্যং বৃন্দাবনং রম্যং সূক্ষনং ভূতলসংস্থিতম্।
তত্রাহং চ রহঃক্রীড়াং করিষ্যামি কলৌ যুগে।।২৬।।

বিশ্বরূপের হিতের জন্য এই প্রকার ত্রিযুগী হয়েছিলেন। বামনার্ধ থেকে নারয়ণ স্বয়ং জাত হন।। ২১।।

সত্যযুগে হরি হংস নাম্নী এবং শ্বেতরূপী, ত্রেতাতে যজ্ঞনামধারী এবং রক্তরূপী, দ্বাপরে পীতরূপী এবং কলিকালে বিষ্ণু সমস্ত কলা তথা বামন কলা এই সমস্ত দেবকীতে একীভূত হয়ে ভগবান্ বিষ্ণু জন্ম ধারন করেন।। ২২-২৩।।

বাসুদেবের রম্য গৃহে মথুরা পুরীতে পরব্রহ্মদেবের স্তুতি করলে সেই সময় পরম প্রসন্ন হয়ে ভগবান দেবগনকে বলেছিলেন যে, দেবগণের হিত সম্পাদন করতে তথা দৈত্যগণের বিনাশ করতে তিনি কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।। ২৪-২৫।।

এই ভূমন্ডলে বৃন্দাবন পরমাদিত্য এবং সূক্ষস্থান। সেখানে কলিযুগের রহস্য ক্রীড়া করবেন। সমস্ত বেদগণ এই ঘোর কলিযুগে গোপী স্বরূপ

সর্বে বেদাঃ কলৌ ঘোরে গোপীভূতাঃ সমংততঃ।
রম্যন্তে হি ময়া সার্দ্ধং ত্যক্ত্বা ভূমন্ডলং তদা।।২৭।।
রাধায়া প্রাথিতোহং বৈ যদা কলিযুগান্তকে।
সমাপ্য চ রহঃক্রীড়াং কল্কী চ ভবিতাসমহ্যম্।।২৮।।
যুগান্তপ্রলয়ং কৃত্বা পুনভূত্বা দ্বিধাতনুঃ।
সত্যধর্মং করিষ্যামি সত্যে প্রাপ্তে সুরোত্তমঃ।।২৯।।
ইতি শ্রুত্বা তু তে দেবাস্তত্রৈবান্তলয়ং গতাঃ।
এবং যুগে যুগে ক্রীড়া হরেরদ্ভূতকর্মণঃ।।৩০।।
যেতু বৈ বিষ্ণুভক্তাশ্চ তে হি জানন্তি বিশ্বগম্।
যথৈব নৃপতের্দাসাঃ স্বরাজ্ঞঃ কার্যগৌরবম্।।
জানন্তি নাপরে বিপ্রতথাদাসা হরে স্বয়ম্।।৩১।।
বিষ্ণুত্তবাঞ্ছানুসারেণ বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
রচিত্বা বিবিধাল্লোকান্ মহাকালী বভূব হ।।৩২।।

হয়ে তাঁর সাথে সেখানে রমন করতে এবং সমস্ত ভূ-মন্ডল ত্যাগ করবে।। ২৬-২৭।।

এই কলিযুগান্তে রাধার দ্বারা যে সময় প্রার্থিত হব সেই রহক্রীড়া সমাপ্ত করে পুনরায় কল্কি অবতার হব।। ২৮।।

যুগান্ত প্রলয় করে পুনরায় দ্বিধাতনু হয়ে হে সুরোত্তম আমি সত্য প্রাপ্ত হয়ে সত্যধর্ম করব।। ২৯।।

ভগবান্ শ্রীহরি এইরূপ বললে দেবগণ সেখানে অন্তর্হিত হলেন। এই প্রকারে যুগে যুগে অদ্ভূত কার্যকারী শ্রীহরি লীলা করেছেন।। ৩০।।

ভগবান বিষ্ণু ভক্ত বিশ্বা জানেন,রাজার সম্মুখস্থ যেরূপে জানেন, তিনিও সেরূপ জানেন। হে বিপ্র, হরিভক্ত বিনা এই রহস্য কেউ জানেন না।।৩১।।

ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছানুসারে সনাতনী বিষ্ণু মায়া অনেক লোক রচনা করে মহাকালী হয়েছে। এই চর এবং অচর সমস্ত জগৎ কালময় করে

কৃত্বা কালময়ং সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পশ্চাত্তু ভক্ষয়িত্বা তান্ মহাগৌরী ভবিষ্যতি।।৩৩।।
নমস্তস্যৈ মহাকাল্যে বিষ্ণুমায়ে নমোনমঃ।
মহাগৌরী নমস্তুভ্যমস্মান্ পাহি ভয়ান্বিতান্।।৩৪।।

।। দিল্লী কে ম্লেচ্ছ রাজা।।

মহীরাজন্ মুনিশ্রেষ্ঠ কে রাজানো বভূবিরে।
তান্নো বদ মহাভাগ সর্বজ্ঞোহস্তি ভবান্‌সদা।।১।।
পৈশাচঃ কুতুকোদ্দীনো দেহলীরাজ্যমাস্থিতঃ।
বলীগঢ় মহারম্য যাদবৈ রক্ষিতং পুরম্।
যযৌ তত্র স পৈশাচ শূরাযুত সমন্বিতঃ।।২।।

এবং পশ্চাতে তার ভক্ষণ করে তিনি মহাগৌরী হবেন।। হে বিষ্ণুমায়ে, হে মহাকালী আপনাকে নমস্কার। হে মহা গৌরি আপনাকে প্রণাম। ভয়ান্বিত আমাদের রক্ষা করুন।।৩২-৩৪।।

।। দিল্লীর ম্লেচ্ছ রাজা।।

এই অধ্যায়ে দেহলী স্থিত ম্লেচ্ছ রাজগণের বৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ তথা মহোড্ডীন দ্বারা দেবতা এবং তীর্থ খন্ডন বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋষি বললেন, হে মুণিশ্রেষ্ঠ, মহীরাজের পরে আবার কে রাজা হয়েছিলেন? হে মহাভাগ, তা সব কিছু বলুন, আপনি তো সর্বজ্ঞ এবং সর্বদা সবকিছু কথা জানেন।। ১।।

শ্রী সূতজী বললেন, তারপর পৈশাচ কুতুকোদ্দীন দেহলী নগরের রাজা হন। মহান্ সুন্দর বলী গঢ়পুর যাদবদের দ্বারা রক্ষিত ছিল। সেখানে সেই পৈশাচ ভূপতি দশসহস্র শূরগণের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নৃপোত্তম বীর সেনের পৌত্র ভূপসেন সেখানে বাসকরতেন। তাকে জয় করে কুতুকোদ্দীন

বীরসেনস্য বৈ পৌত্রং ভূপসেনং নৃপোত্তমম্।
স জিত্বা কুতুকোদ্দীনো দেহলীগ্রাম সংস্থিতঃ।।৩।।
এবস্মিন্নন্তরে ভূপা নানাদেশ্যাঃ সমাগতাঃ।
জিত্বা স কুতুকোদ্দীনঃ স্বদেশাত্তৈনিরাকৃতঃ।।৪।।
সহীদ্দীনস্তুং তচ্ছ্রুত্বা পুনরাগম্য দেহলীম্।
জিত্বা ভূপান্ দৈত্যবরো মূর্তিখন্ডমথাকরোৎ।।৫।।
তৎপশ্চাৎ বহুধা ম্লেচ্ছা ইহাগত্য সমন্ততঃ।
পঞ্চষট্ সপ্তবর্ষানি কৃত্বা রাজ্যং লয়ং গতাঃ।।৬।।
অদ্য প্রভৃতি দেশোহ স্মিঞ্জ্তবর্ষান্নরে হি তে।
ভূত্বা চালপাযুষো মন্দা দেবতীর্থবিনাশকাঃ।।৭।।
ম্লেচ্ছভূপা মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্মাদ্ যুয়ং ময়াসহ।
গন্তুমর্হথ বৈ শীঘ্রং বিশালাং নগরীং শুভাম্।।৮।।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং দঃখাৎ সংত্যজ্য নৈমিষম্।
যযুঃ সর্বে বিশালায়াং হিমাদ্রৌ গিরিসত্তমে।।৯।।

দেহলী নগরের রাজা হন। এরপর অনেক দেশ থেকে রাজগণ সেখানে এসেছিলেন। কুতুকোদ্দীন তাদের সকলকে জয় করে নিজদেশ থেকে তাদের নিরাকৃত করলেন।। ২-৪।।

একথা শ্রবণ করে সহোদ্দীন পুনরায় দেহলী নগরে এসে কুতুকোদ্দীন জয় করে মূর্তিসকল খন্ডন করেছিলেন। অতঃপর বহু রাজগণ সেখানে এসে পাঁচ -সাত বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করে লয় প্রাপ্ত হন।। ৫-৬।।

আজপর্যন্ত এই দেশে শতবর্ষ ধরে অল্পায়ু , মন্দ এবং দেব ও তীর্থ বিনাশ কারী রাজগণ এখানে রাজত্ব করেছেন। হে মুণিশ্রেষ্ঠ এই কারণে আপনারা সকলে আমার সাথে শীঘ্র এই বিশাল শুভ নগরীকে জানুন। এই বচন শ্রবণ করে তারা সকলে প্রচন্ড দুঃখের সঙ্গে নৈমিষারন্য পরিত্যাগ করে গিরি শ্রেষ্ঠ হিমাদ্রি পর্বতের বিশালান্তে চলে গেলেন।। ৭-৯।।

তত্র সর্বে সমাধিস্থা ধ্যাত্বা সর্বময়ং হরিম্।
শতবর্ষান্তরে সর্বে ধ্যানাদ্ ব্রহ্মগৃহং যযুঃ।।১০।।
ইত্যেবং সকলং ভাগ্যং যোগাভ্যাস সবশাদ্ দ্রুতম্।
বর্ণিতং চ ময়া তুভ্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।।১১।।
ভগবন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ সর্বলোকশিবংকর।
অহং মায়াভবো জাতো ভবান্‌বেদভবো ভূবি।।১২।।
অবিদ্যয়া চ সকলং মম জ্ঞানং সমাহৃতম্।
অতোহহং বিবিধা যোনিগৃহীত্বা লোকমাগতঃ।।১৩।।
পরং ব্রহ্মৈব কৃপয়া দষ্ট্বা মাং মন্দভাগিনম্।
ব্যাসরূপং স্বয়ং কৃত্বা সমুদ্ধর্তু মুপাগতঃ।।১৪।।
নমস্তস্মৈ মুনীভ্রায় বেদব্যাসায় সাক্ষিণে।
অবিদ্যামোহভাবেভ্যো রক্ষণায় নমোনমঃ।।১৫।।
পুনরন্যচ্চ মে ব্রূহি সূতাদ্যৈঃ কিং কৃতং মুনে।
তৎসর্বং কৃপয়া স্বামিয়বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।।১৬।।

সেখানে সকলে সমাধিস্থি হয়ে সর্বময় হরির ধ্যানে রত হলেন এবং শতবর্ষের পরে তার সকলে ব্রক্ষ গ্রহে চলে গেলেন।। ১০।।

ব্যাসজী বললেন যা কিছু খাবে তা তোমাদের আমি যোগাভ্যাসের দ্বারা বর্ণনা করব। এখন তোমরা আর কি শ্রবণ করতে ইচ্ছা কর।। ১১।।

মনু বললেন -হে ভগবন্ আপনি সমস্ত বেদতত্ত্ব জানেন এবং সকল লোক কল্যাণকারী। আমি তো মায়া দ্বারা উৎপন্ন এবং আপনি বেদ থেকে উৎপন্ন। অবিদ্যা দ্বারা আমার সমস্ত জ্ঞান সমাহৃত। এই কারনে অনেক প্রকার যোনিপ্রাপ্ত হয়ে এই জগতে এসেছি। মন্দভাগ্য আমাকে দেখে ব্রক্ষ স্বয়ং ব্যামরূপে আমাকে উদ্ধার করতে এখানে এসেছেন। মুণিগণের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ শিরোমণি সাক্ষী স্বরূপ বেদব্যাসজী আপনাকে আমার প্রণাম। অবিদ্যা এবং মোহের ভাব থেকে রক্ষাকারী আপনাকে আমার বার বার প্রণাম।। ১২-১৫।।

হে মুনে, আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে বলুন।। ১৬।।

ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থিতা লোকাস্তে সর্বেস্মিন্ কলেবরে।
অহংকারো হি জীবাত্মা সর্বঃ স্যাৎকোটিহীনকঃ।।১৭।
পুরাণোহনোরনীয়াংশ্চ ষোড়শাত্মা সনাতনঃ।
ইন্দ্রিয়ানি মনশ্চৈব পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরা।।১৮।।
জ্ঞেয়ো জীবঃ শরীরেহস্মিন্ স ঈশগুণবন্ধিতঃ।
ঈশো হ্যষ্টাদশাত্মা বৈ শংকরো জীবশংকরঃ।।১৯।।
বুদ্ধিমর্নশ্চ বিষয়া ইন্দ্রিয়ানি তথৈব চ।
অহংকারঃ স চেশো বৈ মহাদেবঃ সনাতনঃ।।২০।।
জীবো নারায়ণঃ সাক্ষাচ্ছংশকরেণ বিমোহিতঃ।
স বদ্ধস্ত্রিগুণৈঃ পাশৈরেকশ্চ বহুধাভবৎ।।২১।।
কালাত্মা ভগবানীশো মহাকল্পস্বরূপকঃ।
শিবকল্পো ব্রহ্মাকল্পো বিষ্ণুকল্পঃতৃতীয়কঃ।
ঈশনেত্রানি তান্যেব বন্ধকল্পশ্চতুর্থকঃ।।২২।।

ব্যাসজী বললেন-ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত লোক কলেবরধারী। অন্ধকার স্থিত জীবাত্মা কোটিহীনক। পুরাণ এবং অনুর থেকেও ছোট সনাতন জীবাত্মা ষোড়শস্বরূপ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং একমন। পঞ্চেন্দ্রিয় গোচরীভূত। এই প্রকারে ষোড়শ রূপ জীবাত্মা ঈশগুনে সন্ধিত এই শরীরে জীবস্থিত একথা জানা উচিৎ। ঈশ অষ্টাদশাত্মা জীব কল্যাণ কারী শংকর।। ১৭-১৯।।

বুদ্ধিমন-বিষয়-ইন্দ্রিয় সকল-অহংকার এবং সনাতন ঈশ মহাদেব।। ২০।।

জীব সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তিনি শংকরের দ্বারা বিমোহিত। সে ত্রিগুণের বন্ধনে বদ্ধ এবং এক থেকে বহুধা বিভক্ত।। ২১।।

ভগবান ঈশ কালাত্মা মহাকল্পস্বরূপ। শিবকল্প, ব্রক্ষকল্প এবং বিষ্ণুকল্প এই তিন কল্প আছে। সেই তিন কল্পা ঈশের নেত্র। চতুর্থ কল্প হল বন্ধ কল্প।। ২২।।

বায়ুকল্পো বহ্নিকল্পো ব্রহ্মাণ্ডো লিংগকল্পকঃ।
ঈশবক্রানি পঞ্চৈব তত্ত্বজ্ঞৈঃ কথিতানি বৈ।।২৩।।
ভবিষ্যকল্পশ্চ তথা তথা গরুড়কল্পকঃ।
কল্পো ভাগবাতেশ্চৈব মার্কডেয়শ্চ কল্পকঃ।।২৪।।
বামনশ্চ নৃসিংহশ্চ বরাহো মৎসকূর্মকৌ।
জ্ঞানাত্মনো মহেশস্য জ্ঞেয়া দশভূজা বুধৈঃ।।২৫।।
অষ্টাদশদিনেষ্বেব ব্রহ্মণোহ ব্যক্তজন্মনঃ।
কল্পাশ্চাষ্টাদশাঃ সর্বে বুধৈজ্ঞেয়া বিলোমতঃ।।২৬।।
কূর্মকল্পশ্চ তত্রাদ্যো মৎস্যল্পো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ঃ শ্বেতবারাহঃ কল্পজ্ঞেয় পুরাতনৈঃ।।২৭।।
দ্বিধা চ ভগবান্ ব্রহ্ম সূক্ষ্মঃ স্থূলোহ গুণো গুণী।
সগুণঃ স বিরাট্ নাম্না বিষ্ণু নাভিসমুদ্ভবঃ।।২৮।।
নির্গুণোব্যয়রূপশ্চাব্যক্তজন্মা স্বভূঃ স্বয়ম।
ব্রহ্মণ সগুড়স্যৈব শতায়ু কালনির্মিতম।।২৯।।

বায়ু কল্প - বহ্নিকল্প-ব্রহ্মান্ড কল্প-লিঙ্গকল্প এই ৫ কল্পকে তত্বজ্ঞ ঈশের সুক বলেন। ভবিষ্য কল্প-গরুড়কল্প -ভাগবতকল্প-মার্কন্ডেয় কল্প - বামন, নৃসিংহ, বরাহ, মৎস এবং কুর্মকল্পকে বধুগণ জ্ঞানাত্মা মহেশের দশভূজ বলেছেন।। ২৩-২৫।।

অব্যক্ত জন্মা ব্রহ্মের ১৮দিনে এই সকল ১৮ কল্প বিলোম পদ্ধতিতে জানা উচিৎ। তাদের মধ্যে অদ্য অর্থাৎ প্রথম কূর্মকল্প এবং ২য় মৎস কল্প। তৃতীয় কল্প শ্বেতবাহার কল্প তথা অগুণ একং গুনী এই দুই প্রকার রীপ যুক্ত। সপুন বিরাট নাম্নী বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপন্ন।। ২৮।।

নির্গুণ অন্যায়রূপী অব্যক্ত জন্মা স্বয়ং স্বভূ। সগুন ব্রহ্মার কাল থেকে নির্মিত শতায়ূ হন। মনুষ্যের একলক্ষ উনিশ হাজার বর্ষ ব্রহ্মার একদিন। নির্গুন ব্রহ্মার স্বরূপ যিনি তিনি অব্যক্ত জন্মা এবং সর্বেস্বর। প্রকৃতি অব্যক্ত, তার ১২ অঙ্গ। সেই অব্যক্ত ১২ অঙ্গ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও

ঊনবিংশ সহস্রানি লক্ষৈকো মানুষাব্দকৈঃ।
এভির্বর্ষৈদিনং জ্ঞেয়ং বিরাজে ব্রহ্মাণ স্বয়ম্।।৩০।।
নির্গুণোহব্যক্তজন্মা চ কালাৎ সর্বেশ্বরঃ পরঃ।
অব্যক্তং প্রকৃতিজ্ঞেয়া দ্বাদশাংগানি বৈ ততঃ।।৩১।।
ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরব্যক্তস্য স্মৃতানি বৈ।
অব্যক্তাচ্চ পরং ব্রহ্ম সূক্ষ্মজ্যোতিস্তদব্যয়ম্।।৩২।।
যদা ব্যক্তে স্বয়ং প্রাপ্তেহব্যজন্মা হি সংস্মৃতঃ।
শতবর্ষসমাধিস্থো যস্তিষ্ঠেচ্চ নিরন্তরম্।।৩৩।।
সূক্ষ্মো মনোনিলো ভূত্বা গচ্ছেদ্বৈব্রহ্মণঃ পদম্।
সত্য লোকমিতি জ্ঞেয়ং যোগগম্যং সনাতনম্।।৩৪।।
তত্র স্থানে তু মুনয়ো গতঃ সর্বে সমাধিনা।
তত্রোমিত্বা চ লক্ষাব্দং ভূলোকাৎ ক্ষণমাত্রকম্।।৩৫।।
সচ্চিদানন্দখনকং ততঃ প্রাপ্তা কলেবরে।
নেত্রানি চ সমুন্মীল্য সংপ্রাপ্তে দ্বিতয়াহ্নিকে।।৩৬।।
দদৃশুমনুজান সর্বান্ পশুতুল্যা হি সূক্ষ্মকান্।
যষ্ঠয়ব্দায়ুযুর্তান্ ঘোরান্ সার্দ্ধ কিষ্কুদ্বয়োন্নতান্।।৩৭।।

বুদ্ধি। ব্রহ্মা অব্যক্তপর, তিনি সূক্ষ জ্যোতি ও অব্যয় স্বরূপ। যে সময় ব্যক্তে স্বয়ং প্রাপ্ত হন তখন অব্যক্ত জন্মা সংস্মৃত হন। শতবর্ষ পর্যন্ত সমাধিত যিনি নিরন্তর স্থিত সেই সূক্ষ্ম মনোঅনিল হয়ে ব্রহ্মাপদ প্রাপ্ত হন। তিনি সত্য লোক জানেন সনাতন যোগ দ্বারা তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।। ২৯ -৩৪।।

সেই স্থানে সমাধি দ্বারা সমস্ত মুনি গিয়েছিলেন এবং ভূলোকে ক্ষণমাত্র একাল থেকে সেখানে একলক্ষ বর্ষ পর্যন্ত নিবাস করেছিলেন।। ৩৫।।

অনন্তর কলেবর ধারণ করে সচ্চিদানন্দ ঘন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ২য়দিন নেত্র উন্মীলন করে সমস্ত সূক্ষ্ম মনুজকে পশুতুল্য দেখেছিলেন। তাঁর আয়ু ৬০ বৎসর, ঘোর এবং উচ্চতা অর্ধকিছু পরিমান।। ৩৬-৩৭।।

ক্বচিৎ ক্বচিৎ স্থিতা বর্ণা বর্ণসংকরন্নিভাঃ।
সর্বে ম্লেচ্ছাশ্চ পাষন্ডা বহুরূপমতো স্থিতাঃ।।৩৮।।
তীর্থানি সকলা বেদারত্যক্ত্বা ভূমন্ডলং সদা।
গোপ্য ভূত্বা চ হরিণা সার্দ্ধং চক্রুমর্হোৎ সবম্।।৩৯।।
পাষন্ডা বহুজাত্রীয়া নানামার্গ প্রদর্শকাঃ।
কলিনা নির্মিতান্ বর্ণান বঞ্চয়িত্বা স্থিতা ভুবি।।৪০।।
ইতি দৃষ্ট্বা তু মুনয়ো রোমহর্ষণমন্তিকে।
গত্বা তত্র ভবিষ্যন্তি ততঃ প্রাজ্ঞলয়ো হি তৈ তে।।৪১।
তৈশ্চ তত্র স্তুতঃ সুতো যোগনিদ্রাং সনাতনীম্।
কথয়িষ্যতি সংত্যজ্য কল্পাখ্যানং মুনীন্প্রতি।।
তচ্ছৃনুস্ব নৃপশ্রেষ্ঠ যথা সূতেন বর্ণিতম্।।৪২।।
কল্পাখ্যানং প্রবক্ষামি যদ্দৃষ্টং যোগনিদ্রয়া।
তচ্ছ্রু নুধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠা লক্ষাব্দান্তে যথা ভবৎ।।৪৩।।

তিনি দেখেছিলেন যে সেখানে কোনো কোনো জায়গায় বর্ণ বর্ণসংকর তুল্য। সবলোক ম্লেচ্ছ পাষন্ডে ভরে গেছে। তারা বহুমত এবং রূপে স্থিত।। ৩৮।।

সমস্ততীর্থ এবং বেদ সেই সময় এই ভূমন্ডল ত্যাগ করেছিলেন। তারা সকলে গোপী হয়ে ভগবান্ শ্রীহরির সঙ্গে মহোৎসব করেছিল। পাষন্ড পূর্ণ অনেকজাতি অনেক মার্গ প্রদর্শন কারী ছিল। তারা সকলে ভূতলে কলি দ্বারা নির্মিত বর্ণকে বঞ্চিত করে স্থিত ছিল। ভূমন্ডলের দশা এই প্রকার দেখে মুনিগণ রোমহর্ষনের কাছে গিয়ে প্রাঞ্জলি বদ্ধ হবেন। তাদের দ্বারা মতুত হয়ে কল্পাখ্যান ত্যাগ করবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এখন তা শ্রবন করুন।। ৩৯-৪২।।

সূতজী বললেন- আমি কল্পাখ্যা বর্ণনা করব যা যোগনিদ্রার দ্বারা দেখেছি, হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আপনার তা শ্রবণ করুন। একলক্ষ বর্ষের শেষে যা হয়েছিল তা বলছি ।। ৪৩।।

মুকুলান্ বয়সম্ভুতো ম্লেচ্চভূপঃ পিশাচকঃ।
নাম্না তিমিরলিংগশ্চ মধ্যদেশমুপাযযৌ।।৪৪।।
আর্যান্ ম্লেচ্ছান্স্তদা ভূপাজ্জিত্বা কালস্বরূপকঃ।
দেহলীনগরীমধ্যে মহাধবমকারয়ৎ।।৪৫।।
আহূয় সকলান বিপ্রানার্যদেশ নিবাসিনঃ।
উবাচ বচনং ধীমান্ যূয়ং মূর্তিগ্রপূজকাঃ।।৪৬।।
তস্যাঃ কিং পূজনং শুদ্ধং শালগ্রামশিলাময়ম্।
বিষ্ণুদেবশ্চ যুষ্মাভিঃ প্রোক্তা স তু ন বৈ হরিঃ।।৪৭।।
অতো বঃ সকলা বেদাঃ শাস্ত্রানি বিবিধানি চ।
বৃথা কৃতানি মুনিভিলোক বঞ্চন হেতবে।।
ইত্যুক্ত্বা তাম্বলদ্ গৃহ্য জ্বলদগ্নৌ সমাক্ষিপৎ।।৪৮।।
শালিগ্রামশিলাঃ সর্বা বলাত্তেষাং সুপূজ্যকা।
গৃহীত্বা চোষ্ট্রপৃষ্ঠেষু সমারোপ্য গৃহং যযৌ।।৪৯।।

মুকুল বংশের ম্লেচ্ছ রাজা তিমির লিংগ (তৈমুর লঙ্গ) মধ্যদেশে এসেছিলেন। কাল স্বরূপ তিনি আর্য ভূপতি এবং ম্লেচ্ছ ভূপতি সকলকে জয় করে দেহলী নগরী মধ্যে তিনি মহাবধ করেছিলেন। তিনি আর্যদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন- আপনারা বুদ্ধিমান এবং মূর্তি পূজনকারী।। ৪৪-৪৬।।

যিনি যে মূর্তিনির্মান করেন, সেটি তার পুত্রীতুল্য তার যজন করা শুদ্ধ অথবা শালগ্রাম শিলা পূজন শুদ্ধ। আপনার তো বিষ্ণুকে দেবতা বলেন, কিন্তু তিনি তো হরিনন।। ৪৭।।

এই কারণে আপনাদের শাস্ত্রে সমস্ত দেবতা সম্পূর্ণ বেদ এবং সকল শাস্ত্র অনেক প্রকার। এই সকল রচনা মুনিগন বৃথা করেছেন এবং কেবল লোক বঞ্চনা করা জন্যই তা নির্মাণ করেছেন। এর মধ্যে কোনো সংশয় নেই। এই প্রকার বলার পর তিনি বলপূর্বক তা গ্রহণ করে দ্রুত অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত শালগ্রাম শিলা জোর করে কেড়ে নিয়ে উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে গৃহগত হলেন।। ৪৮-৪৯।।

তৈত্তিরং দেশমাগম্য দুর্গং তত্র চকার সঃ।
শালিগ্রাম শিলানাং চ স্বাসনারোহণং কৃতম্।।৫০।।
তদা তু সকলা দেবা দুঃখিতা বাসবং প্রভুম্।
সমূচুর্বহুধালপ্য দেবদেবং শচীপতিম্।।৫১।।
বয়ং তু ভগবান্ সর্বে শালগ্রামশিলাস্থিতা।
ত্যক্তা মূর্তীশ্চ সকলা কৃষ্ণাংশেন প্রবোধিতাঃ।
শালগ্রাম শিলামধ্যে বসামো মুদিতা বয়ম্।।৫২।।
শিলাঃ সর্বাশ্চ নো দেব শালদেশ সমুদ্ভবাঃ।
তাশ্চ বৈ ম্লেচ্ছরাজেন স্বপদারেহনীকৃতাঃ।।৫৩।।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং দেবানাং ভগবান স্বরাট্।
জ্ঞাত্বা বলিকৃতং সর্বং দেবপূজনিরাকৃতম্।।৫৪।।
চুকেপ ভগবান্ ইন্দ্রো দৈত্যান্ প্রত্যভ্রবাহনঃ।
গৃহীত্বা বজ্রমতুলং স্বায়ুধং দৈতনাশনম্।
তৈত্তিরে প্রেযয়ামাস দেশ ম্লেচ্ছনিবাসকে।।৫৫।।

সেখান থেকে পুনরায় তৈত্তির দেশে এসে এক দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেখানে নিজের আসনের নীচে শালগ্রাম শিলা রেখে তাতে স্বয়ং আরোহণ করলেন।। ৫০।।

সেই সময় দেবতা দুঃখিত হয়ে শচীপতি বাসবের কাছে গিয়ে রোদন করে বললেন, হে ভগবান্ আমরা সকলে শালগ্রাম শিলাতে স্থিত। কৃষ্ণাংশ দ্বারা প্রবোধিত আমরা সকলে মুনিগণকে ত্যাগ করে শালগ্রাম শিলা মধ্যে প্রসন্ন চিত্তে সমস্ত মূর্তি ত্যাগ করে বাস করছিলাম। হে দেব, শালদেশে উৎপন্ন আমাদের সম্পূর্ণ শিলাতে আমরা বাস করছিলাম সেগুলি নিয়ে ম্লেচ্ছ রাজ নিজের পায়ের তলায় রেখে তাতে আরোহণ করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের এই কথা শ্রবণ করে সেই বলবানের দ্বারা দেবপূজার নিরাদর জ্ঞাত হয়ে অভ্রবাহন ইন্দ্র সেই দৈত্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি দৈত্য নাশকারী অতুল বজ্র গ্রহণ করে সেই ম্লেচ্ছ দেশ তৈরিতে প্রেরণ করলেন।। ৫১-৫৫ ।।

তস্য শব্দেন সকলা দেশশ্চ বহুভিন্নকাঃ।
স ম্লেচ্ছো মরণং প্রাপ্তস্তদা সর্বভাজনৈঃ।।৫৬।।
শালগ্রামশিলাঃ সর্বা গৃহীত্বা বিবুধাস্তদা।
গংড়ক্ত্যাং চ সমক্ষিপ্য স্বর্গলোকমুপাযযুঃ।।৫৭।।
মহেন্দ্রস্তু সুরৈঃ সার্দ্ধং দেবপূজ্যমুবাচ হ।
মহীতলে কলৌ প্রাপ্তে ভগবন্ দানবোত্তমা।।৫৮।।
বেদধর্মং সমুল্লংখ্য মম নাশনতৎপরাঃ।
অতো মাং রক্ষ ভগবান দেবৈঃ সার্দ্ধং কলৌ যগে।।৫৯
মহেন্দ্র তব যা পত্নী শচী নাম্না মহোত্তমা।
দদৌ তস্যৈ বরং বিষ্ণুভবিতাস্মি সুতঃ কলৌ।।৬০।।
তদাজ্ঞয়া চ সা দেবীং পুরীং শান্তিময়ীং শুভাম্।
গৌড়দেশে চ গঙ্গায়া কূলে লোকনিবাসিনীম্।।৬১।।
প্রত্যাগত্য দ্বিজো ভূত্বা কার্যসিদ্ধিং করিষ্যতি।
ভবান্ বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা দেবকার্যং প্রসাধয়।।৬২।।

সেই শব্দে সমস্ত দেশ বহুটুকরো হয়ে গিয়েছিল। সেই ম্লেচ্ছ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিল। তখন সমস্ত সভাসদ মনুষ্যগণ সম্পূর্ণ শালগ্রাম শিলা গন্ডকী নদীতে ফেলে দেলেন। এবং তারা স্বর্গলোকে চলে গেলেন।। ৫৬-৫৭।।

তখন মহেন্দ্র দেবতাগণের সঙ্গে দেবপুজ্য ভগবান্ শ্রীহরিকে বললেন -মহীতলে কলিযুগ প্রাপ্ত হওয়ার ফলে দানবোত্তম বৈদিক ধর্ম উল্লংঘনকরে আমার নাশ করতে তৎপর হবে। এই কারণে হে ভগবন্ কলিযুগে দেবতাগণের সাথে আমাকে রক্ষা করুন।। ৫৮-৫৯।।

জীব বললেন - হে মহেন্দ্র, ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে বর দান স্বরূপ উত্তম শচী দিয়েছিলেন, আপনরা আদেশে তিনি গৌড়দেশে গংগাতীরে জন্ম লাভ করবে এবং আমি পুত্ররূপে কলিযুগে তোমার কাছে আবির্ভূত হব। আপনি সেই শান্তিময়ী পুরীতে দ্বিজরূপে দেবকার্য প্রসাধন করুন।। ৬০ ৬২।।

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্য রুদ্রৈরেকাদশৈঃ সহ।
অষ্টভিবসুভিঃ সাধমশ্বিভ্যাং স চ বাসবঃ।।৬৩।।
তীর্থরাজমুপাগম্য প্রয়াগং চ রগিপ্রিয়ম।
মাঘে তু মকরে সূর্যে সূর্থদেবমতোষয়ৎ।।৬৪।।
বৃহস্পতিস্তদাগম্য সূর্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ইন্দ্রাদীন্ কথয়ামাস দ্বাদশাধ্যায়মাপঠন্।।৬৫।।

।। চৈতন্য এ শংকরাচার্য্য উৎপত্তি।।

বিষ্ণুশর্মা পুরা কশ্চিদ্ বিপ্রো ভূদ্বেদপারগঃ।
সর্বদেবময়ং বিষ্ণু পূজয়িত্বা প্রসন্নধী।।১।।
অন্যৈঃ সুরৈশ্চ সংপূজ্যো বভূব হরিপূজনাৎ।
ভিক্ষা বৃত্তিপরো নিত্যং পত্নীমান্ পুত্রবর্জিতঃ।।২।।

গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করে একাদশ রুদ্র এবং বাসব রবি দেবের পরমপ্রিয় তথা সমস্ত তীর্থের রাজা প্রগায়ে এসে মাঘ মাসে মকর রাশিতে সূর্যস্থিত হলে রবিদেবকে তুষ্ট করেছিলেন।। ৬৩-৬৪ ।।

সেই দেবগুরু বৃহস্পতি সেখানে এসে পরমউত্তম সূর্যদেব মাহাত্মের ১২ অধ্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণকে বললেন এবং তারা সেই মাহাত্ম্যের ১২ অধ্যায় পাঠ করলেন।। ৬৫ ।।

।। চৈতন্য এবং শংকরাচার্য উৎপত্তি ।।

এই অধ্যায়ে চৈতন্য ভগবানের উৎপত্তি বৃত্তন্ত বর্ণন ততা শংকরাচার্যের উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করা হয়েছে।

জীব বললেন - পূর্বে সমস্ত বেদপাঙ্গম বিষ্ণুশর্মা নামক ব্রাহ্মণ সমস্ত দেবপরিপূর্ণ ভগবান্ বিষ্ণু পূজন করে প্রসন্ন বুদ্ধি হয়েছিলেন।। ১ ।।

ভগবান্ হরি করার প্রভাবে অন্য সুরগণের দ্বারাও তিনি পূজ্যহয়েছিলেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিতে নিত্য তৎপর ছিলেন তিনি স্বপত্নীক কিন্তু পুত্র রহিত

কদাচিৎতস্য গেহে বৈ ব্রতী কশ্চিৎ সমাগতঃ।
দ্বিজপত্নীং তদৈককীং ভক্তিনম্রাং দরিদ্রিনীম্।।
দৃষ্টোবাচ মহাভাগ স স্পর্শাঢ্যো দয়াপরঃ।।৩।।
অনেন স্পর্শমণিনা লৌহধাতুশ্চ কাঞ্চনম্।।
ভবেত্তস্মান্ মহাসাধ্বি ত্রিদিনান্তং গৃহান্ তম্।।৪।।
স্নাত্বা তাবৎ সরম্বাং চায়াস্যামি তৈন্তিকং মুদা।
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো ব্রহ্মানী বহু কাঞ্চনম্।
কৃত্বা লক্ষ্মীং সমাপ্যাসীদ্বিষ্ণুশর্মা তদাগমৎ।।৫।।
বহুর্নযুতাং পত্নীং দৃষ্টোবাচ হরিপ্রিয়ঃ।
গচ্ছ নারি মদাঘূর্ন যত্র বৈ রসিকো জনঃ।।৬।।
অহং বিষ্ণুপরো দীনশ্চৌরভীতঃ সদৈব হি।
মধুমত্তাং কথং ত্বাং বৈ গৃহীতুং ভুবি চ ক্ষমঃ।।৭।।

ছিলেন। কোনো একসময় তার গৃহে কোনো ব্রতী এসেছিল। তিনি সেই সময় তার পত্নীকে ভক্তিভাবে পরম বিনম্র এবং দরিদ্রা দেখিয়েছিলেন। এই রকম দেখে সেই দয়াপরায়ন মহাভাগ সেই দ্বিজ পত্নীকে একটি স্পর্শমনি দিয়ে বলেছিলেন -এই স্পর্শ মণি স্পর্শ করালে লোহা সুবর্ণ হয়ে যাবে। এই কারণে হে মহাসাধ্বি, তুমি একে তিনদিনের জন্য নিজের কাছে রেখে দাও। আমি ততদিন পর্যন্ত মরয়ূ নদীতে স্নান করে তোমার কাছে সানন্দে আসব। একথা বলে বিপ্র চলে গেলেন। সেই ব্রাহ্মনী প্রচুর সুবর্ণ তৈরী করে লক্ষী সমাপ্ত করে বসেছিলেন তখন বিষ্ণু শর্মা গৃহে এলেন। সেই হরি প্রিয় প্রভূত সুবর্ণ যুক্তা পত্নীকে দেখে তাকে বললেন, হে মহাপূর্ণনারী তুমি সেই রসিক ব্যক্তির কাছে বলে যাও। আমি তোত বিষ্ণু পরায়ন দীন এবং সর্বদা চোরের ভয়ে ভীত থাকি। তোমার মতো মধুসত্তাকে আমি কিরূপে এই ভূমিতে গ্রহণ করব।। ২-৭।।

ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরং পরভীতা পতিব্রতা।
সস্বর্ণং স্পর্শকং তস্মৈ দত্ত্বা সেনাপরা ভবৎ।।৮।।
দ্বিজোহপি ঘর্ঘরামধ্যে তদদ্রব্যং বলতোহক্ষিপৎ।
ত্রিদিনান্তে চ স যতিস্তত্রাগত্য মুদান্বিতঃ।
উবাচ ব্রাহ্মনীং দীনাং স্বর্ণং কিং ন কৃতং ত্বয়া।।৯।।
সাহ ভো মৎপতিঃ শুদ্ধো গৃহীত্বা স্পর্শকং রুষা।
ঘর্ঘরে চ নিচিক্ষেপ ততোহং বহ্নিপাকনী।
নিলোহো বর্ততে বিপ্রস্ততঃ প্রভৃতি হে পুরো।।১০।।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং স যতি বিস্ময়ান্বিতঃ।
স্থিত্বা দিনান্তে তং বিপ্রমুবাচ বহু ভর্ৎসয়ন্।।১১।।
দরিদ্র ভিক্ষুকশ্চাস্তি ভবান্দৈবেন মোহিতঃ।
দেহিসে স্পর্শকং শীঘ্রং নো চেৎ প্রাণাংস্ত্যজম্যহম্।১২

পতিভক্ত সেই পতিব্রতা পতির ভয়ে ভীত যখন এ ঘোর বচন শ্রবণ করলেন তখন শীঘ্র তিনি সেই সুবর্ণ সহ সেই স্পর্শমণি পতির চরণে দিয়ে পতির সেবাতে লীন হলেন। সেই ব্রাক্ষণ ও সেই দ্রব্য ঘর্ঘরা মধ্যে বলপূর্বক রেখে দিলেন, তিনদিন পর সানন্দে সেই মতি সেখানে এসে সেই দীনা ব্রাক্ষণীকে বললেন -তুমি সুবর্ণ প্রস্তুত করেছো ? তিনি বললেন -আমি পতি অত্যন্ত শুদ্ধ তিনি সেই স্পর্শমনি গ্রহণে ক্রদ্ধ হয়ে তা ঘর্ঘরে নিক্ষেপ করেছেন, বিপ্র লোহাহীন,তাই তিনি সেইরূপ করেছেন।। ৮-১০।।

একথা শ্রবণ করে সেই মতি বিস্মিত হয়ে সেখানে স্থিত হলেন। দিনান্তে সেই যতি ব্রাক্ষণকে অনেক মোহিত করে বললেন - আপনি দরিদ্র এবং ভিক্ষুক। দেবতার দ্বারা আপনি মোহপ্রাপ্ত হয়েছেন ।এখন সেই স্পর্শমণি শীঘ্র ফেরত না দিলে এখানে প্রাণ ত্যাগ কবর।। ১১-১২।।

ইত্যুক্তবন্তং যতিনং বিষ্ণু শর্মা তদাব্রবীৎ।
গচ্ছত্বং ঘর্ঘরাকূলে তত্র বৈ স্পর্শকস্তব।।১৩।।
ইত্যুক্তা যাতিনা সার্দ্ধং গৃহীত্বা কন্টকন্ বহূন্।
যতিনে দর্শয়ামাস স্পর্শকানিব কন্টকান্।।১৪।।
তদা তু স যতা বিপ্রং নত্বা প্রোবাচঃ নম্রধীঃ।
ময়া বৈ দ্বাদশাব্দান্ত সম্যগারাধিতঃ শিবঃ।
ততঃ প্রাপ্তং শুভং রত্নং তত্তু ত্বদ্দর্শনেন বৈ।।১৫।।
স্পর্শকো বহুধ প্রাপ্তো ময়া লোভত্মনা দ্বিজ।
ইত্যাভাষ্য শুভং জ্ঞানং প্রাপ্তো মোক্ষমবাপ্তবান্।।১৬।
বিষ্ণুশর্মা সহস্রাব্দমুষিত্বা জগতীতলে।
সূর্যমারাধ্য বিধিবদ্ বিষ্ণোমোক্ষমবাপ্তবান্।।১৭।।
স দ্বিজো বৈষ্ণবং তেজো ধৃত্বা বৈ মাসি ফাল্গুনে।
ত্রৈলোক্যমতপৎ স্বামী দৈবকার্যপরায়ণঃ।।১৮।।

ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করে বিষ্ণুশর্মা তাকে বললেন -তুমি ঘর্ঘরা তটে যাও, সেখানে তোমার স্পর্শমণি আছে। বিষ্ণুশর্মা সেই যতির সাথে সেখানে গিয়ে প্রচুর কন্টক গ্রহণ করলেন এবং সেই যতিকে স্পর্শমণি স্বরূপ সেই কন্টক প্রদান করলেন।। ১৩-১৪ ।।

সেই সময় সেইযতি প্রভূত বিনম্র হয়ে বিপ্রকে প্রণাম করে বললেন - আমি ১২ বৎসর শিবারধনা করেছি যে উত্তমরত্ন পেয়েছি আপনার দর্শনে রোভাক্ত আমি সেই রূপ অনেক স্পর্শমণি পেয়েছি। একথা বলে তিনি শুভজ্ঞান প্রাপ্ত হলেন এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হলেন।। ১৪-১৬।।

বিষ্ণুশর্মা একসহস্র পর্যন্ত এই জগতে নিবাস করে সূর্য আরাধনা করে বিধিবৎ বিষ্ণু পূজন করে মোক্ষ প্রাপ্ত করেছিলেন।। ১৭।।

বৈষ্ণব তেজ ধারণ করে ফাল্গুন মাসে দেব কার্যপরায়ন সেই ব্রাহ্মাণ ত্রৈলোক্য তপ্ত করেছিলেন।। ১৮।।

ইত্যুক্তা ভগবাঞ্জীতঃ পুনঃ প্রাহ শচীপতিম্।
ফাল্গুনে মাসি তং সূর্য সমারাধ্য সুখীভব।।১৯।।
ইত্যুক্তো গুরুণা দেবো ধ্যাত্বা সর্বময়ং হরিম্।
পূজনৈবহুধা কারৈদেব দেবমপূজয়ৎ।।২০।।
তদা প্রসন্নো ভগবান্ সমভূৎ সূর্যমন্ডলাৎ।
চতুর্ভূজো হি রক্তাংগো যথা যক্ষস্তথৈবসঃ।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং শক্রদেহমুপাগমৎ।।২১।।
তত্তেজসা তদা শক্রঃ স্বান্তলীয় স্বকং বপুঃ।
অয়োনিসঃ দ্বিজো ভূত্বা শচী দেবী তথৈব সা।।২২।।
তদা তৌ মিথুনীভূতৌ বৈষ্ণবাগ্নি প্রপীড়িতৌ।
রেমাতে বর্ষপর্যন্তং গংগাকূলে মহাবনে।।২৩।।
অধাদগর্ভং তদা দেবী শচী তু দ্বিজরূপিনী।
ভাদ্রশুক্লে গুরৌ বারে দ্বদশ্যাং ব্রাহ্মমন্ডলে।।২৪।।

সূতজী বললেন -ভগবান জীব একথা বলে শচীপতি ইন্দ্রকে বললেন -তুমিও ফাল্গুন মাসে সেই সুর্যদেবের আরাধনা করে সুখী হও। গুরুর আজ্ঞাতে দেবরাজ সর্বময় শ্রীহরির ধ্যান করে এবং বহুপ্রকার পূজন দ্বারা দেব দেবের যজন করেছিলেন।। ১৯-২০।।

তখন ভগবান্ প্রসন্ন হয়ে সুর্যমন্ডল থেকে উৎপন্ন হলেন, তাঁর ৪ হাজার বাহু, রক্তবর্ণ অংগ এবং যক্ষের ন্যায় রূপধারী ছিলেন। সমস্ত দেবতার সম্মুখে তিনি ইন্দ্র দেহে প্রাপ্ত হলেন।। ২১।।

সেই সময় তার তেজে নিজ বপু অন্তর্লীন করে সেই দ্বিজ অযোনি হয়ে স্থিত হন এবং শচীও সেই প্রকার করেছিলেন। সেই সময় তারা মিথুনীভূত বৈষ্ণব অগ্নি দ্বারা প্রপীড়িত গংগাতটে সেই মহাবনে একবৎসর পর্যন্ত রমণ করতে লাগলেন। তখন দ্বিজরূপী শচী গর্ভধারণ করলেন। ভাদ্রপদ মাসের শুক্ল পক্ষের গুরুবারদিন দ্বাদশী তিথিতে ব্রহ্মান্ডলে বিষ্ণু ভগবান্ হরি সমস্ত কলা ধারণ করে প্রাদুর্ভূত হলেন। তার চার বাহ ছিল, রক্তবর্ণের

প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং বিষ্ণুধৃত্বা সর্ব কলাং হরিঃ।
চতুর্ভুজশ্চ রক্তাংগো ররিকুম্ভসমপ্রভঃ।।২৫।।
তদা রুদ্রাশ্চ বসবো বিশ্বদেবা মরুদগনাঃ।
সাধ্যাশ্চ ভাস্করাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুস্তং সনাতনম।।২৬।।
কুলিশধ্বজপদ্মগংগাকুশাভং চরণং তব নাথ মহাভরণম্।
রমণং ভুনিভিবিধিশম্ভুযুতং প্রণমাস বয়ং ভয়ভীতি হরম্।।২৭।।
দরচক্রগদাম্বুজ মানধরঃ সুরশত্রুকঠোর শরীর হরঃ।
সচরাচরলোকভরশ্চপলঃ খলনাশক্রঃ সুরকার্য করঃ।।২৮।।
নমস্তে শচীনন্দনানন্দ কারিন্ মহাপাপসন্তাপ দুলাপহারিন্।
সুরারীন্নিহত্যাশুলোলোকাধিধারিন স্বভক্ত্যাঘজাতাং গকোটি
প্রহারিন্।।২৯।।
ত্বয়া হংসরূপেন সত্যং প্রপাল্যং ত্বয়া যজ্ঞরূপেন বেদঃ প্ররক্ষ্য।
সব যজ্ঞ রূপো ভবাঁল্লোকধারীশচীনন্দনঃ শক্রশর্মপ্রসক্ত।।৩০।।

অঙ্গ এবং রবি কুম্ভ সমান প্রভা ছিল।। ২২-২৫।।

সেই সময় রুদ্রগণ বসুগণ বিশ্বদেবগণ মরুদগণ সাধ্য ভাস্কর এবং সিদ্ধগণ সনাতনের স্তব করেছিলেন। দেবগণ বলেছিলেন হে নাথ, কুলিশ ধ্বজ পদ্ম গদা এবং অংকুশ আভাযুক্ত তথা মহা আভরণ যুক্ত আপনার চরণ ব্রহ্মা ও শম্ভূযুক্তা তথা মুণিগণকে রমণ কারী, এই সংসারের ভয় হরণ কারী সেই চরণে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। ২৬-২৭।।

দরচক্র গদা এবং অম্বুজ মান ধারন কারী তথা দেবগণের শত্রুর কঠোর শরীর হরণকারী এবং সমস্ত চরাচরলোক ভরণকারীও চপলও ও খল নাশকারী তথা দেবকার্য কারী আপনাকে প্রণাম।। ২৮।।

হে শচীনন্দন, হে আনন্দ প্রদানকারী, আপনি মহান পাপের সন্তাপের দুর্লাপ হরণকারী, সুরশত্রু হনন করে শীঘ্র লোকের অধিকারী হোন্ আপনার প্রতি ভক্তিতে কোটি পাপ দূর হয়। আপনি হংসাবতার ধারণ করে সত্য পালন করেছেন। সেই আপনি যজ্ঞ স্বরূপ লোককে ধারণকারী ইন্দ্রের কল্যাণ করতে প্রসক্ত শচীনন্দন রূপে জন্ম নিয়েছেন।। ২৯-৩০।।

অনর্পিতচরোচিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরে পুনরসুন্দরদ্যুতিকন্দং বসন্দীপিতঃ সদা।
সফুরতু নো হৃদয়কন্দরে শচীনন্দনঃ।।৩১।।
বিসর্জতি নরান্ ভবান্ করুণয়া প্রপাল্য ক্ষিতৌ।
নিবেদয়িতুমুদ্ভবঃ পরাৎ পরং স্বকীয়ং পদম্।
কলৌ দিতিজসম্ভবাধিব্যথদ্ধিসুর মগ্নমান্ সমু—
দ্ধর মহাপ্রভো কৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত।।৩২।।
মাধুর্য্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধবদনঃ স্বার্ণাম্বুজানাং বন।
কারুন্যামৃতনির্ঝরৈরুপচিতেঃ সৎ প্রেমহেমাচলঃ।
ভক্তাম্ভোধরধারিনী বিজয়িনী নিষ্কম্পসপ্তাবলী।
দেবো নঃ কুল দৈবতং বিজয়তে চৈতন্য কৃষ্ণো হরিঃ।।৩৩।।

আপনি অনর্পিত চর অনেক সময় এই ঘোর কলিযুগে করুণা করে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং উন্নত এবং উজ্জ্বল রসযুক্ত নিজ ভক্তিশ্রী সমর্পিত করতে এই অবতার রূপ ধারণ করেছেন। আমরা প্রার্থনা করছি যে হরির সুন্দর দ্যুতি কদম্ব দ্বারা সন্দীপিতা এইরূপ যেন আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়।। ৩১।।

আপনি করুণা পূর্বক নরপ্রতি পালন করে ভূমিতে বিসর্জন করেন। আপনার উদ্ভব পরাৎপর নিজপদ প্রদান করার জন্যই সৃষ্ট। হে মহাপ্রভো, হে শচীপুত্র, কলিযুগে দিতিজ থেকে উৎপন্ন ব্যথা সমুদ্র থেকে হে কৃষ্ণ, চৈতন্য আমাদের উদ্ধার করুন।। ৩২।।

মাধুর্যের দ্বারা সুন্দর বদনযুক্ত স্বর্ণিম অম্বুজ বনস্বরূপ কারুণ্য রূপী অমৃতের নির্ঝরের দ্বারা উপিচিত সৎপ্রেমের হেমগিরি ভক্তরূপী অম্ভোধর ধারনকারা বিজয়ী নিষ্পংক সপ্তাবলী আমাদে কুলদেবতা দেব কৃষ্ণ চৈত্য শ্রী হরির বিজয় হোক।। ৩৩।।

দেবারাতিজনৈরধর্মজনিতৈঃ সংপীড়িতেয়ং মহী।
সংকুচ্যাশু কলৌ কলেবরমিদং বীজায় হা বর্ততে।
ত্বন্নাম্নৈব সুরারয়ো বিদলিতাঃ পাতালগাঃ।
পীড়িতা ম্লেচ্ছা ধর্মপরাঃ সুরেশ—
নমতাস্তস্মৈ নমো ব্যপিনে।।৩৪।।
ইত্যভিষ্ট্রয় পুরুষং যজ্ঞেশং চ শচীপতিম্।
বৃহস্পতিমুপাগম্য দেবা বচনমব্রুবন্।।৩৫।।
বয়ং রুদ্রা মহাভাগ ইমে চ বসবোঽশ্বিনৌ।
কেন কেনাংশকেনৈব জনিষ্যামো মহীতলে।
তৎসর্বং কৃপায় দেব বক্তুমইতি নো ভবান।।৩৬।।
অহং বঃ কথয়িষ্যামি শৃণুধ্বং সুরসত্তমাঃ।
পুরা পূর্বভবে চাসীন্ মৃগব্যধো দ্বিজাধমঃ।
ধনুর্বাণধরো নিত্যং মার্গে বিপ্রবিহিংসকঃ।।৩৭।।

দেবশত্রুগণের দ্বারা যারা পীড়িত এবং যারা এই কলিযুগে কলেবর সঙ্কুচিত করে বীজের জন্য বর্তমান, আপনার নামে দেবশত্রুগণ বিদলিত হন এবং পীড়িত হয়ে পাতালে সেই ম্লেচ্ছ গণ গমন করে, তথা ধর্ম পরায়ণ এবং সুরেশকে নমনকারী আপনাকে প্রণাম।। ৩৪।।

সূতজী বললেন, এই প্রকারে শচীপতি যজ্ঞেশ পুরুষকে স্তুতি করে পুনরায় দেবগণ দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন- হে মাতৃভাগ, আমরা রুদ্র, এই হল বস্তুগণ, আর অশ্বিনী কুমার দ্বয়, আমি দয়াকরে বলুন আমরা কোন্ কোন্ এই ভূতলে জন্মগ্রহণ করব।। ৩৫-৩৬।।

বৃহস্পতি বললেন, হে সুরসত্তম, আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা শ্রবণ করুন। পূর্বে পূর্বজন্মে এক অধম দ্বিজ মৃগ ব্যাধ ছিলেন। তিনি ধনুষবাণ ধারণ করে নিত্য মার্গে বিপ্রহিংসা করতেন। সেই মহামুর্খ, দ্বিজগণকে হনন করে তাদের যজ্ঞোপচীত্ত নিয়ে অবহেলায় দুষ্ঠতা করতেন

হত্বা দ্বিজান্ মহামূঢ়স্তেষাং যজ্ঞোপবীতকম্।
গৃহীত্বা হেলয়া দুষ্টো মহাক্রোশস্তু তৎকৃতঃ।।৩৮।।
ব্রাহ্মণস্য চ যদদ্রব্যং সুধোপ মমনুত্তমম।
মধুরং ক্ষত্রিয়স্যৈব বৈশস্যান্নসমং স্মৃতম্।।৩৯।।
শূদ্রস্য বস্তু ত্রধিরমির্তি জ্ঞাত্বা দ্বিজাধমঃ।
স জঘান ত্রিবর্ণাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বহুলানখলঃ।।৪০।।
দ্বিজনাশাৎ সুরাঃ সর্বে ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ।
পরমেষ্টিনমাগম্য কথাংশ্চক্রশ্চ কারণম্।।৪১।।
শ্রুত্বা চ দুঃখতো ব্রহ্মা সপ্তর্ষীন্ প্রাহ লোকগান্।
উদ্দেশং কুরু তত্রৈব গত্বা তস্য দ্বিজোত্তম।।৪২।।
ইতি শ্রুত্বা মরীচিস্তু বলিষ্ঠাদি ভিরন্বিতঃ।
তত্র গত্বা স্থিতাঃ সর্বে মৃগব্যাধস্য বৈ বনে।।৪৩।।

এবং মহানিন্দা করতেন।। ৩৭-৩৮।।

হে সর্বোত্তম, ব্রাহ্মণের দ্রব্য সুধা স্বরূপ। ক্ষত্রিয়ের ধন মধুর; বৈশ্যের ধন অন্নস্বরূপ এবং শূদ্রের বস্তু রুধির স্বরূপ একথা জেনেও সেই দ্বিজাধম তিনবর্ণকে হত্যা করতেন এবং তিনি খল ব্রাহ্মণগণকে অধিকতর মারতেন।। ৩৯-৪০।।

দ্বিজের নাশ হলে সকল দেবতা ভয়ভীতহয়ে গেলেন। তারা সকলে পর মেষ্ঠীর কাছে গিয়ে সবকথা তথা কারণ বললেন। সেকথা শ্রবণ করে ব্রহ্মাজী প্রভূত দুঃখী হন এবং তিনি সপ্তষিগণকে লোকে যাবার জন বললেন। হে দ্বিজোত্তম, সেখানে গিয়ে তার উদ্দেশ্য অন্বেষণ কর।। ৪১-৪২।।

একথা শ্রবণ করে বশিষ্ঠাদি ঋষি বনে মৃগব্যাধের কাছে গেল। মৃগব্যাধ তাদের দেখে ধনুর্বাণ নিয়ে তাদের বললেন - আজ আমি তোমাদের নিশ্চয় হত্যা করব।। ৪৩।।

মৃগব্যাধস্তু তান্‌দৃষ্ট্বা ধনুর্বান্ ধরো বলী।
উবাচ বচনং ঘোরং হনিষ্যেহং চ বোদ্ধ বৈ।।৪৪।।
মারীচাদ্যা বিহস্যাহুঃ কিমর্থং হন্তুমুদ্যতঃ।
কুলার্থং বাৎমনোহর্থং বা শীঘ্রং বদ মহাবল।।৪৫।।
ইত্যুক্তস্তান দ্বিজ প্রাহঃ কুলার্থং চাত্মনো হিতে।
হন্মি যুষ্মান ধনেযুক্তন্ ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ।।৪৬।
শ্রুত্বা তমাহুস্তে বিপ্রা গচ্ছ শীঘ্রং ধনুর্ধর।
বিপ্রহত্যাকৃতং পাপং ভুজীয়াৎ কো বিচারয়।।৪৭।।
ইতি শ্রুত্বা তু ঘোরাত্মা তেষাং দৃষ্টয়া সুনির্মলঃ।
গত্বা বংশ জনানাহ ভূরি পাপং ময়ার্জিতম্।।৪৮।।
তৎপাপকং ভবদ্ভিশ্চ গ্রহনীয়ং ধনং যথা।
তে তু শ্রুত্বা দ্বিজং প্রাহুর্ন বয়ং পাপভোগিনঃ।।৪৯।।

মরীচি ঋষিগণ তাকে সহাস্যে বললেন, আমাদের তুমি কি কারণে মারবে। হে মহা বলবান্, এই কর্ম নিজের জন্য তথা কুলের জন্য? শীঘ্র আমাদেরদ বল।। ৪৪-৪৫।।

একথা শ্রবণ করে সেই বিপ্র বলেছিলেন, কুলও আত্মা জন্য আপনাদের হত্যা করব, কারণ আপনারা ধনী। আমিক বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের হত্যা করে।। ৪৬।।

একথা শ্রবণ করে সেই বিপ্র বলেছিলেন, হে ধনুর্ধর বিপ্র হত্রার পার কে ভোগ করবে তা বিচার কর। একথা শুনে সেই ঘোরাত্মার দৃষ্টি সুনির্মল হল এবং গৃহে গিয়ে নিজ বংধজকে তিনি বললেন - আমি প্রচুর পাপ অর্জন করেছি, সেই পাপ আপনাদের সকলকে ধনসম্পদের ন্যায় গ্রহণ করতে হবে। সে কথা শুনে সকলে সেই দ্বিজকে বললেন - আমরা কোনো প্রকার পাপভোগী হবনা। এই অচলা ভূমি এই কথার সাক্ষী স্বরূপ এবং উত্তম সুর্যও সাক্ষী। সেই কথা সেই মৃগব্যাধ মুনিদেরকে বললেন,

সাক্ষীয়ং ভূমিরপ্তলা সাক্ষী সূর্যোহয়মুত্তমঃ।
ইতি শ্রুত্বা মৃগব্যাধো মুনীনাহ কৃতাঞ্জলিঃ।।৫০।।
যথা পাপং ক্ষয়ং যাতি তথা মাজ্ঞাতুমর্হথ।
ইত্যুক্তাস্তেন তে প্রাহুঃ শৃণু ত্বং মন্ত্রমুত্তমম্।।৫১।।
রাম নাম হি তদ জ্ঞেয়ং সর্বাঘৌঘবিনাশনম্।
যাবত্ত্বৎপার্শ্বমায়ামস্তাবক্তবং জপ চোত্তমম্।।৫২।।
ইত্যুক্ত্বা তে গতা বিপ্রাস্তীর্থাতীর্থান্তরে প্রতি।
মরামরামরেত্যেবং সহস্রাব্দং জজাপ হ।।৫৩।।
জপপ্রভাবাদভদবব্দ বনম্ উৎপলসং কুলম্।
তৎস্থান মুৎপলারণ্যং প্রসিদ্ধ মভবদ্ ভুবি।।৫৪।।
ততঃ সপ্তর্ষয়ঃ প্রাপ্তা বলমীকান্তং নিরাকৃতম্।
দৃষ্ট্বাশুদ্ধং তদা বিপ্রমূচুস্তে বিষ্ময়ান্বিতাঃ।।৫৫।।
বল্মীকান্নিঃ সৃতো যস্মাৎতস্মাদ্ বল্মীবিরুত্তমম্।
তব নাম ভবেদ বিপ্র ত্রিকালজ্ঞ মহামতে।।৫৬।।

কিপ্রকারে আমার এই পাপ ক্ষয় হবে তা বলুন, মৃগব্যাধের সে কথা শুনে মুণিগণ বললেন এখন তুমি এক পরম উত্তম মন্ত্র শ্রবণ কর। রাম নামের দ্বারাই সমস্ত পাপ নাশ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমার কাছে না আসি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রাম নাম জপ করবে।। ৪৬-৫২।।

একথা বলে মুণিগণ তীর্থান্তরে চলে গেলেন। সেই মৃগব্যাধ রাম-রাম স্থানে মরা মরা এই রূপ উচ্চারণ করে সহস্র বর্ষ পর্যন্ত জপ করলেন। তার জপের প্রভাবে সেই বনে কমল সংকুল হয়ে গেল। তখন থেকে সেই স্থান এই ভূতলে উৎপলারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হল।। ৫৩-৫৪।।

অনন্তর সপ্তর্ষিগম পনুরায় সেই নিরাকৃত বাল্মীকির কাছে এসেছিলেন। তখন সেই বিপ্র পরম শুদ্ধরূপে তাদের দেখলেন এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তারা বললেন, তুমি বাল্মীক থেকে নির্গত হলে তাই বাল্মীকি এই নামে তুমি প্রসিদ্ধ হবে।। ৫৫-৫৬।।

এবমুক্ত্বা যযুর্লোকং স তু রামায়ণং মুনিঃ।
কল্পাষ্টাদশযুক্তং হি শতকোটি প্রবিস্তরম্।।৫৭।।
চকার নির্মলং পদ্যে সর্বাঘৌঘবিনাশনম্।
তৎপশ্চাৎ স শিবো ভূত্বা তত্র বাস মকারয়ৎ।।৫৮।।
অদ্যাপি সংস্থিতঞ স্বামী মৃগব্যাধঃ সনাতনঃ।
শৃণুধ্বং চ সুরা সর্বে তৎ চরিত্রং হরপ্রিয়ম্।।৫৯।।
বৈবস্বতেন্তরে প্রাপ্তে চাদ্যে সত্যযুগে শুভে।
ব্রহ্মাগত্যোৎপলারণং তত্র যজ্ঞং চকার হ।।৬০।।
তদা সরস্বতী দেবী নদী ভূত্বা সমাগতা।
তদ্দর্শনাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা মুখতো ব্রাহ্মণং শুভম্।।৬১।।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ং চৈব চৌরুভ্যাং বৈশ্যমুত্তমম্।
পদভ্যাং শূদ্রং শুভাচারং জনয়ামাস বীর্যবান্।।৬২।।

এই প্রকার বাক্য বলে সপ্তর্ষি নিজ লোকে চলে গেলেন এবং সেই মণিগ পুনরায় ১৮ কল্প যুক্ত প্রকৃষ্ঠ বিমন্থর রামায়ণ রচনা করেন, যা সকলপাপ হনন কারী। অতঃপর তিনি শিবরূপে সেখানে বাস করতে লাগলেন।। ৫৭-৫৮।।

আজও সেই সনাতন কৃগব্যধি স্বামী সংস্থিত আছেন, হে সুরগণ, আপনারা সকলে সেই ভগবান্ শ্রীহরিপ্রিয় চরিত্র শ্রবণ কর, আমি তা বলছি।। ৫৯।।

আদ্য শুভমত্ত্য যুগে বৈবস্বত মনু অন্ত হলে ব্রক্ষা সেই উৎপলারণ্যে যজ্ঞ করেন।। ৬০।।

তখন সরস্বতী দেবী নদীরূপে সেখানে এসছিলেন। তার দর্শন করে ভগবান ব্রক্ষা নিজ মুখ থেকে শুভ ব্রাক্ষণকে বাহু থেকে ক্ষত্রিয়কে -উরু থেকে বৈশ্য এবং পদ থেকে শুভআচার শূদ্রকে জন্ম দিলেন।। ৬১-৬২।।

দ্বিজরাজস্তথা সোমশ্চন্দ্রমা নামতো দ্বিজঃ।
লোকে সর্বাতপঃ সূর্যঃ কশ্যং বীর্যং হি পাতিযঃ।।৬৩।
কশ্যপো হি দ্বিতীয়োহসৌ মরীচিস্তু ততোহ ভবৎ।
রত্নানামাকরো যো বৈ সহি রত্নাকরঃ স্মৃতঃ।।৬৪।।
লোকান্ধরতি যো দ্রব্যৈঃ সতু ধর্মো হি নামতঃ।
গম্ভীরশ্চাস্তি সদৃশঃ কোশো যস্য সরিৎ পতিঃ।।৬৫।।
লোকান্ দক্ষতি যঃ কৃত্যৈঃ স তু দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মাণোগাচ্চ তে জাতাস্তস্মাদ্বৈ ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।।৬৬।
বর্ণধর্মেণ তে সর্বে বর্ণাৎ মানশ্চ বৈ ক্রমাৎ।
দক্ষস্য মনসো জাতাঃ কন্যাঃ পঞ্চশতং ততঃ।।
বিষ্ণুমায়াপ্রভাবেন কলাভূতাঃ স্থিতা ভুবি।।৬৭।।
তদা তু ভগবান্ ব্রহ্মা সোমায়াশ্বিনিমন্ডলম্।
সপ্তবিংশদগনং শ্রেষ্ঠং দদৌ লোক বিবৃদ্ধয়ে।।৬৮।।

দ্বিজ রাজ সোম চন্দ্রমা নামে দ্বিজ ছিলেন। লোকমধ্যে সর্বাতপ সূর্য কশ্য বার্য রক্ষা করেন।। ৬৩।।

তিনি ছিলেন দৃঢ় কশ্যপ মরীচ তার পরেই জাত হন। যিনি রত্নের খনি তিনি রত্নাকর নামে প্রসিদ্ধ। যিনি দ্রব্যের দ্বারা লোক ধারন করেন তিনি ধর্ম, তার অন্যতম গম্ভীর কোশ সরিতে পতির ন্যায়। যিনি নিজ কৃত্যের দ্বারা লোক রক্ষণ করেন তিনি প্রজা প্রতি, যিনি ব্রহ্মাযোগ থেকে উৎপন্ন তিনি ব্রাহ্মণ।। ৬৪-৬৬।।

বর্ণের ধর্ম থেকে এরা সকলে বর্ণাত্মা। প্রজাপতি দক্ষের মন থেকে ৫০০ কশ্যপ উৎপন্ন হল। তার সকলে ভগবান বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে ভূতলে কলাভূত হলেন এবং সেখানে স্থিত হলেন।। ৬৭।।

সেই সময় ভগবান ব্রহ্মা চন্দ্রের জন্য অশ্বিনী মন্ডল লোক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন।। ৬৮।।

কশ্যপপায়াদিতি গণং ক্ষত্ররূপং ত্রয়োদশম্।
ধর্মায় কীর্তি প্রভৃতীদদৌ স চ মহামুনিঃ।।৬৯।।
নানাবিধানি সৃষ্টানি চাসন বৈবস্বত্যেন্তরে।
তেষাং পতিঃত্বয়ং দক্ষোহভূদ্ বিধেরাজ্ঞয়া ভুবি।।৭০।
তত্র বাসং স্বয়ং দক্ষঃ কৃতবান্ যজ্ঞতৎপরঃ।
সর্বে দেবগণা দক্ষং নমস্কৃত্য চরন্তি হি।।৭১।।
ভূতনাথো মহাদেবো ন ননাম কদাচন।
তদা ক্রুদ্ধঃ স্বয়ং দক্ষঃ শিব ভাগং ন দত্তবান্।।৭২ ।।
মৃগব্যাধঃ শিবক্রুদ্ধো বীরভদ্রো বভূব হ।
ত্রিশিরাশ্চ ত্রিনেত্রশ্চ ত্রিপদস্তত্র চাগতঃ।।৭৩।।
তেনৈব পীড়িতা দেবা মুনয়ঃ পিতরোহ ভবন্।
তদা বৈ যজ্ঞপুরুষো ভয়ভীতঃ সমন্ততঃ।।৭৪।।

কশ্যপের জন্য ক্ষত্ররূপ ১৩ অদিত্যগণ দিয়েছিলেন এবং ধর্মের জন্য কীর্তি প্রভৃতিকে দিলেন। সেই বৈবস্বদের মধ্যে অনেক প্রকার সৃষ্টির সৃজন হল। সেই সর্বপতি ব্রহ্মার আদেশে এই ভূমন্ডলে দক্ষ জাত হলেন।। ৬৯-৭০।।

সেখানে দক্ষযজ্ঞ করতে তৎপর স্বয়ং বাস করতে লাগলেন। সম্সতদেব সমূহ দক্ষকে প্রণাম করে বিবরণ করতে লাগলেন। কিন্তু ভূতস্বামী মহাদেব কখনও দক্ষকে প্রণাম করেননি। তখন দক্ষ প্রচন্ড ক্রদ্ধ হয়ে যজ্ঞের শিবের ভাগ দিলেন না।। ৭১-৭২।।

মৃগব্যাধ শিব ক্রদ্ধ হয়ে বীর ভদ্র হয়ে গেলেন। সেই সময় ত্রিশিবা ত্রিনেত্রা এবং ত্রিবাদত্ত সেখানে এলেন।। ৭৩।।

তাদের দ্বারা দেব মুণিগণ এবং পিতর সকলে পীড়িত হলেন। তখন যজ্ঞ পুরুষ সকলে ভয়ভীত হয়ে গেলেন।। ৭৪।।

মৃগভূতো যযৌ তূর্ণং দষ্টা ব্যাধঃ শিরো ভবৎ।
রুদ্রব্যাধেন স মৃগো বিভিন্নাংগো বভূব হ।।৭৫।।
তদা তু ভগবান্ ব্রহ্মা তুষ্টাব মধুরস্বরেঃ।
সন্তুষ্টশ্চ মৃগব্যাধো যজ্ঞং পূর্ণমকারয়ৎ।।৭৬।।
তুলারাশিস্থিতে বনৌ তং রুদ্রং চন্দ্রমন্ডলে।
স্থাপয়িত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা সপ্তবিংশদ্দিনাত্মকে।
প্রযযৌ সপ্তলোকং বৈ স রুদ্রশ্চন্দ্ররূপবান্।।৭৭।।
ইতি শ্রুত্বা বীরভদ্রো রুদ্রঃ সংহৃষ্টমানসঃ।
স্বাংশং দেহাৎ সমুৎপাদ্য দ্বিজগেহমচোদয়ৎ।।৭৮।।
বিপ্রভৈরব দত্তস্য গেহং গত্বা স বৈ শিবঃ।
তৎপুত্রোহ ভূৎকলৌ ঘোরে শংকরো নাম বিশ্রুতঃ।৭৯
স বালশ্চ গুনী বেত্তা ব্রহ্মচারী বভূব হ।
কৃত্বা শংকরভাষ্যং চ শৈবমার্গমদর্শয়ৎ।।৮০।।
ত্রিপুন্ড্রশ্চক্ষমালা চ মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরং শুভঃ।
শৈবানাং মঙ্গঁলকরঃ শংকরাচার্যনিমিতঃ।।৮১।।

মৃগভূত হয়ে শীঘ্র চলে গেলেন। তা দেখে ব্যাধ শিব হয়ে গেলেন। রুদ্রও ব্যাধের দ্বারা মৃগ বিভিন্ন অঙ্গযুক্ত হলেন। সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা মধুর বচনে স্তব করলেন। পুনরায় মৃগব্যাধ সন্তুষ্ট হলেন এবং যজ্ঞ পূর্ণ করলেন।। ৭৫-৭৬।।

সূর্য তুলা রাশিতে স্থিত হলে যে চন্দ্রমন্ডল সপ্তবিংশতি দিনরূপে ছিলেন সেই চন্দ্রমন্ডলে রুদ্রকে স্থাপিত করে ব্রহ্মা চলে গেলেন।।৭৭।।

একথা শ্রবণ করে বীরভদ্র সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ অংশকে দেহ থেকে সমুৎপন্ন করে দ্বিজগৃহে প্রেরিত করলেন। ভৈরবদত্ত বিপ্র গৃহে গেলেন সেই শিব তার পুত্ররূপে শংকর নামে প্রসিদ্ধ হলেন।। ৭৮।।

সেই বালক পরম গুনী জ্ঞাতা এবং ব্রহ্মচারী। তিনি শংকর ভাষ্য রচনা করে শৈবমার্গ দর্শন করলেন।। ৭৯-৮০।।

ত্রিপুন্ড্র-অক্ষমালা এবং পরম শুভ পঞ্চাক্ষর (ওঁ নমঃ শিবায়) মন্ত্র শংকরাচার্য নিশ্চিত করলেন।। ৮১।।

।। রামানুজোৎপত্তিবর্ণন।।

ইদং দৃশ্যং যদা নাসীৎ সদসদাত্মকং চ যৎ।
তদাক্ষরময়ং তেজো ব্যাপ্তরূপমচিন্ত্যকম্।।১।।
ন চ স্থুলং ন চ সূক্ষ্মং শীতং নোষ্ণং চ তৎপরম্।
আদিমধ্যান্তরহিতং মনাগাকারবর্জিতম্।।২।।
যোগিদৃশ্যং পরং নিত্যং শূন্যভূতং পরাৎ পরম।
একা বৈ প্রকৃতিমায়া রেখা যা তদধঃ স্মৃতা।।৩।।
মহত্তত্ত্বময়ী জ্ঞেয়া তদধশ্চোর্ধ্বরেখিকাঃ।
রজসসত্ত্বতমোভূতা ত্তোমিত্যেবসুলক্ষণম্।।৪।।
নস্তদ্বক্ষা পরং জ্ঞেয়ং যত্র প্রাপ্য পুণর্ভবঃ।
কিয়তা চৈব কালেন তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।।৫।।

।। রামানুজোৎপত্তি বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে রুদ্র মাহাত্ম্য বর্ণন তথা শ্রীরামানুজ উৎপত্তি বর্ণন করা হয়েছে। বৃহস্পতিজী বললেন যিনি সৎ এবং অসৎ স্বরূপী দৃশ্য ছিলেন না সেই সময় অক্ষরময় অচিন্তনীয় তেজব্যাপ্ত ছিল।। ১।।

তিনি না স্থূল না সূক্ষ; না শীত না উষ্ণ এবং আদিমধ্যান্ত হীন ছিলেন। মনাক আকার বর্জিত ছিলেন। তিনি কেবল যোগিগনের দৃশ্য ছিলেন। তিনি পর নিত্য শূন্য ভূত এবং পরাৎপর ছিলেন। একপ্রকৃতিমায়া রেখা তার নীচে ছিল।। ২-৩।।

তার নীচে এক ঊর্দ্ধ রেখা মহৎ তমোময়ী জানা উচিৎ। তা রাজসত্ত্ব এবং তমোভূত। ওঁম্ হল সুলক্ষণ।। ৪।।

সেখানে সদ্ ব্রক্ষা জানা উচিৎ যা প্রাপ্ত হলে পুনর্ভব হয়। কিছু কালের জন্য তার ইচ্ছা সমুৎপন্ন হয়েছিল।। তার থেকে অংহকার উৎপন্ন হয়েছিল,

অহংকারস্ততো জাতস্ততস্তন্মাত্রিকাঃ পরাঃ।
পঞ্চভূতান্যতোপ্যাসজ্ঞান বিজ্ঞানকান্যতঃ।।৬।।
দ্বাবিংশজ্জড়ভূতাংশ্চ দৃষ্ট্বা স্বেচ্ছাময়ো বিভূঃ।
দ্বন্দ্বভূতশ্চ সগুণো বুদ্ধিজীবসসমাগতঃ।।৭।।
পূর্বাদ্ধাৎসগুণঃ সোসৌ নির্গুণশ্চ পরার্দ্ধতঃ।
তাভ্যাং গৃহীতং তৎসর্বং চৈতন্যমভবত্ততঃ।।৮।।
সবিরাণ্ডিতি সংজ্ঞো বৈ জীবো জাতস্সনাতনঃ।
বিরাজো নাভিতো জাতাং পদ্মং তচ্ছতয়োজনম্।।৯।।
পদ্মাচ্চ কুসুমং জাতং যোজনাযামমুত্তমম্।
তৎপদ্মকুসুমাজ্জাতো বিরচিঃ কমলাসনঃ।।১০।।
দ্বিভূজসস চতুর্বক্ত্রো দ্বিপাদো ভগবান্বিধিঃ।
জ্ঞেয়ং সপ্তবিতত্যঙ্গো মহাচিন্তামবাপ্তবান্।।১১।।
কোহ হং কস্মাৎকুত আয়াতঃ কামে জননী কো মে তাতঃ।
ইত্যাধিচিন্তয় তং হৃদি দেবং শব্দমহত্ত্বময়েন স আহ।।১২।।

পুনরায় অহংকার থেকে পঞ্চ তন্মাত্রা, তার থেকে পঞ্চভূত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল ২২ জড়ভূতকে দেখে সেই স্বেচ্ছাময় বিভূ ইন্দ্রভূত হয়ে সগুণ হলেন এবং বুদ্ধি ও জীব সমাগত হল।। ৫-৭।।

তার পূর্বাদ্ধ সগুন এবং পরার্দ্ধ নির্গুণ সেই দুই থেকে তিনি সবগ্রহণ করেন এবং তিনি পুনরায় চৈতন্য হয়ে গিয়েছিলেন।। ৮।।

স্বরচি এই সংজ্ঞাময় জীব সনাতন হলেন। সেই বিরাটের নাভি থেকে এক পদ্ম শত যোজন বিস্মৃত ছিল। সেই পদ্ম কুসুম থেকে কমলাসম ব্রক্ষা উৎপন্ন হন।। ৯-১০।।

সেই ব্রক্ষার দুই বাহু চারমুখ, দুই চরণ ছিল। তার অংগ সাত বিলস্ত যুক্ত। তিনি মহান্ চিন্তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।।১১।।

তাঁর হৃদয়ে এই চিন্তা হয়েছিল আমি কে ? আমার সত্তা পিতা কে? সেই দেব হৃদয়ে সে কথা চিন্তন করে শব্দ মহত্বময়ের দ্বারা বললেন নিজ

তপশ্চৈব তু কর্তব্যং সংশয়স্যাপনুত্তয়ে।
তদাকর্ণ্য বিধিস্সাক্ষাওপস্তেপে মহত্তরম্।।১৩।।
সহস্রাব্দং প্রযত্নেন ধ্যাত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্।।
চতুর্ভূজং যোগগম্যং নির্গুণং গুণবিস্তরম্।।১৪।।
সনাধিনিষ্ঠো ভগবান্বভূব কমলাসনঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্বালো ভূত্বা চতুর্ভূজঃ।।১৫।।
শ্যামাঙ্গো বলবানস্ত্রী দিব্যভূষণ ভূষিতঃ।
ব্রহ্মণোহঙ্কে হরিস্তস্থৌ যথা বালঃ পিতুস্বয়ম্।।১৬।।
তদা প্রবুদ্ধশ্চ বিধিস্তং দৃষ্টা মোহমাগতঃ।
বৎসবৎসেতি বচনং বিধিঃ প্রাহ প্রসন্নধীঃ।।১৭।।
বিহস্যাহ তদা বিষ্ণুরহং ব্রহ্মম্পিতা তব।
তয়োবিবদতোরেবং রুদ্রো জাতস্তমোময়ঃ।।১৮।।

সংশয় দূরীকরণের জন্য তোমাকে তপ করতে হবে। এই কথা শ্রবন করে ব্রহ্মা সাক্ষাৎ তপস্যা করলেন।। ১২-১৩।।

একসহস্র বৎসর পর্যন্ত তিনি চতুর্ভজ স্বরূপ নির্গুণ তথা গুণের বিস্তার স্বরূপ যোগ দ্বারা জ্ঞাত বিষ্ণুর ধ্যান করলেন।। ১৪।।

ভগবান কমলাসন সমাধি নিষ্ট হলেন। ইতিমধ্যে শ্যামাঙ্গ স্বরূপ বলবান্, দিব্যআভূষণ যুক্ত চতুর্ভূজ বিষ্ণু বালস্বরূপ তার ক্রোড়ে স্থিত হলেন।। ১৫-১৬।।

সেই সময় ব্রহ্মার জ্ঞান হল এবং সেই বলিস্বরূপ হরিকে দেখে তিনি স্নেহ প্রাপ্ত হলেন। প্রসন্ন বুদ্ধি ব্রহ্মা সেই বালস্বরূপকে বৎস বৎস এরূপ বললেন।। ১৭।।

তখন ভগবান্ বিষ্ণু সহাস্যে বললেন হে ব্রক্ষণ আমি তো তোমার পিতা। তাদের দুজনের এইরূপ বিচার বিবাদ চলতে লাগল। সেই সময় তমোময় রুদ্র উৎপন্ন হলেন।। এবং ভয়কারী, যোজন বিস্তৃত জ্যোতি লিঙ্গ উৎপন্ন হল। তখন ব্রহ্মা হংসরূপ দেখেছিলেন। ব্রহ্মা এবং ভগবান্

জ্যোতির্লিঙ্গশ্চ ভয়দো যোজনানন্তস্তিরঃ।
হংসরূপং তদা ব্রহ্মা বরাহো ভগবাম্প্রভুঃ।।১৯।।
শতাব্দং তৌ প্রযত্নেন জাতৌ চোধ্বমধঃ ক্রমাৎ।
লজ্জিতৌ পুনরাগত্য তদা তুষ্টুবতুমুদা।।২০।।
তাভ্যাং স্তুতো হরঃ সাক্ষদ্ভবো নাম্না সমাগতঃ।
কৈলাসনিলয়ং কৃত্বা সমাধিস্থো বভূব হ।।২১।।
জাতং পঞ্চযুগং তত্র দিব্যং রুদ্রস্য যোগিনঃ।
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরো দানবস্তারকাসুরঃ।।২২।।
সহস্রাব্দং তপঃ কৃত্বা ব্রহ্মণো বরমাপ্তবান্।
ভববীযোদ্ভবঃ পুত্রঃ স তে মৃত্যু করিষ্যতি।।২৩।।
ইতি মত্বা সুরাজিত্বা মহেন্দ্রশ্চ তদা ভবৎ।
তে সুরাশ্চৈব কৈলাসং গত্বা রুদ্রং প্রতুষ্টুবুঃ।।২৪।।
বরং ব্রূহীতি বচনং সুবাম্প্রাহ তদা শিবঃ।
তে তু শ্রুত্বা প্রণম্যোচুর্বচণং নম্রকন্ধরাঃ।।২৫।।

প্রভু বরাহ এই দুই উর্দ্ধ এবং অধোভাগ ক্রম থেকে একশত বছর ছিল। পুনরায় লজ্জিত হয়ে সেই দুইজন প্রসন্নতার সঙ্গে স্তুতি করেছিল।। ১৮-২০।।

তাদের দুই জনের দ্বারা স্তুতি করলে হরভব এই নামে এসেছিলেন। পুনরায় নিজ স্থান কৈলাস প্রস্তুত করে সমাধিস্থিত হয়ে গেলেন।। ২১।।

যোগী রুদ্রের দিব্য পাঁচ যুগ স্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পরমঘোরে দানব তারকাসুর একসহস্র বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার থেকে বরদান প্রাপ্ত করলেন যে, রুদ্রপুত্র তার মৃত্যুর কারণ হবে।।২২-২৩।।

এই বরদান অনুসারে তিনি দেবতাদের জয় করে স্বয়ং মহেন্দ্রের আসনে আসীন্ হলেন। সেই দেবগণ কৈলাস পর্বতে গিয়ে ভগবান্ রুদ্রের স্তুতি করেছিলেন।। ২৪।।

তখন প্রসন্নতাপূর্বক ভগবান শিব দেবতাদের বরদান চাইতে বলেছিলেন। তখন সেই দেবগণ প্রণাম করে বিনম্রভাবে বলেছিলেন, হে

ভগবন্ব্রহ্মাণা দত্তো বরো বৈ তারকায় চ।।
শিববীর্যোদ্ভবঃ পুত্র স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
অতোহস্মাত্রক্ষ ভগবন্বিবাহ করুশঙ্কর।।২৬।।
স্বায়ং ভুবেহন্তরে পূর্বং দক্ষশ্চাসীৎপ্রজাপতিঃ।
ষষ্টিকন্যাস্ততো জাতাস্তাসাং মধ্যে সতী বরা।।২৭।।
বর্ষামাত্রং ভবন্তং সা পার্থিবৈঃ সমপুজয়ৎ।
তস্যৈ ত্বয়া বরো দত্তঃ সা বভূব তব প্রিয়া।।২৮।।
তৎপিত্রা যা কৃতা নিন্দা ভবতোহ জ্ঞান চক্ষুষা।
তস্য দোষাৎসতী দেবী তত্যাজ স্বং কলেবরম্।।২৯।।
সতীতেজস্তদা দিব্যং হিমাদ্রৌ ঘোরমাগমৎ।
পীড়িতস্তেন গিরিরাড বভূব স্মরবিহ্বলঃ।।৩০।।
পিত্রীশ্বরং স তুষ্টাব কামব্যাকুলচেতনঃ।
অর্যমা তু তদা তুষ্টো দদৌ তস্মৈ সুতাং নিজাম্।
মেনাং মনোহরাং শুদ্ধাং স দৃষ্ট্বা হর্ষিতোহ ভবৎ।।৩১

ভগবান্,ব্রহ্মা অসুর তারককে যে বরদান দিয়েছেন যে, তার মৃত্যু শিবপুত্রের দ্বারা হবে। হে ভগবান্,এই কারণে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। হে শংকর, আপনি পুত্রোৎ পাদনের জন্য বিবাহ করুন।। ২৫-২৬।।

প্রথমে স্বায়ম্ভুবের পর দক্ষ প্রজাপতির সাত কন্যা জন্মলাভ করেছিল। সেই কন্যাগণের মধ্যে সতী সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি একবৎসর পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজন করেছিলেন। আপনি তাকে বরদান দিয়েছিলেন এবং তিনি আপনার প্রিয়া হয়েছিলেন।। ২৭-২৮।।

তাঁর পিতা অজ্ঞান চক্ষু হয়ে আপনার নিন্দা করলে সেই দোষে সতী নিজ শরীর ত্যাগ করেন। সেই সময় সতীর ঘোর দিব্যতেজ গিরিরাজ হিমা লয়ে এসে পড়েছিল যারফলে হিমালয় কামবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কামদেব দ্বারা ব্যকুল তিনি পিত্রীস্বরের স্তুতি করেছিলেন। পরম শুদ্ধ এবং অত্যন্ত সুন্দরী মেনকাকে দেখে হিমবান্ প্রভূত হর্ষিত হয়েছিলেন। পুনরায় হিমাচল নিজ নররূপ ধারণ করে মহাবনে চিরকাল পর্যন্ত সেই মেনাকে

নররূপং শুভং কৃত্বা দেবতুল্যং চ তৎপ্রিয়ম্।
স রেমে চ তয়া সার্দ্ধং চিরং কালং মহাবনে।।৩২।।
গর্ভো জাতস্তদা রম্যো নববর্ষান্তমুত্তমঃ।
কন্যা জাতা তদা সুভ্রূগৌরী গৌরময়ী সতী।।৩৩।।
জাতমাত্রা চ সা কন্যা বভূব নবহায়িনী।
তুষ্টাব শঙ্করং দেবং ভবন্তং তপসা চিরম্।।৩৪।।
শতাব্দং চ জলে মগ্নাশতাব্দ বহ্নিসংস্থিতা।
তাব্দে চ স্থিতা বায়ো শতাব্দং নভসি স্থিতা।।৩৫।।
শতাব্দং চ স্থিতা চন্দ্রে শতাব্দং রবিমন্ডলে।
শতাব্দং গর্ভভূম্যাং চ স্থিতা সা গিরিজাসতী।।৩৬।।
শতাব্দং চ মহত্তত্ত্বে গত্বা যোগবলেনসা।
ভবন্তং শঙ্করং শুদ্ধং তত্র দৃষ্ট্বা স্থিতাদ্য বৈ।।৩৭।।

রমণ করেছিলেন। নয়বৎসর পর মেনা উত্তম গর্ভ ধারণ করেছিলেন। তখন সভ্রু গৌরময়ী সতীকন্যা রূপে সমুৎপন্ন হলেন। জাতমাত্রেই সেই কন্যা নয়বৎসরের হয়েছিল। পুনারায় সেই গৌরী চিরকাল পর্যন্ত শংকরের তপস্যামগ্ন ছিলেন।। ২৯-৩৪।।

শতবৎসর ধরে তিনি জলমগ্ন হয়ে, শতবর্ষ পর্যন্ত অগ্নি সংস্থিত হয়ে ছিলেন। শতবর্ষ পর্যন্ত বায়ুতে এবং শতবর্ষ পর্যন্ত আপশে তিনি তপস্যারত ছিলেন।। ৩৫।।

এক শতাব্দী পর্যন্ত চন্দ্রতে এবং একশত বৎসর রবিমন্ডলে তিনি স্থিত ছিলেন। সেই সতী গিরিজা একশত বৎসর পর্যন্ত গর্ভভূমিতে স্থিত ছিলেন। পুনরায় তিনি যোগবলে শত শত বৎসর পর্যন্ত মহাতত্ত্বে গিয়ে স্থিত ছিলেন এবং শুদ্ধ শংকর আপনাকে দর্শন করে আজও স্থিত আছেন। এই ভাবে ৩০০ বৎসর তিনি সেখানে স্থিত আছেন। এই কারণে আপনি এই

ত্রিশতাব্দমতো জাতং তস্মাত্ত্বং পার্বতীং শিবাম্।
বরং দেহি প্রসন্নাত্মা মহাদেব নমোঽস্তু তে।।৩৮।।
ইতি শ্রুত্বা বচো রম্যং শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
দেবানাহ তদা বাক্যমযোগ্যং বচনং হি বঃ।।৩৯।।
মত্তো জ্যেষ্ঠাশ্চ যে রুদ্রাঃ কুমারব্রতধারিণঃ।
মৃগব্যাধাদয়ো মুখ্যা দশ জ্যোতিস্সমুদ্ভবাঃ।।৪০।।
অহং তেষামবরজাভবো নামেব যোগরাট্।
মায়ারূপাং শুভাং নারী কথং গৃহ্নামি লোকদাম্।।৪১।
নারী ভগবতী সাক্ষাত্তয়া সর্বমিদং ততম্।
মাতৃরূপা তু সা জ্ঞেয়া যোগিনাং লোকবাসিনাম্।।৪২
অহং যোগী কথং নারীং মাতরং বরিতুংক্ষমঃ।
তস্মাদহং ভবদর্থে স্ববীর্যমাদদাম্যহম্।।৪৩।।

শিবাপার্বতীকে প্রসন্নাত্মা হয়ে বরদান দিন।। হে মহাদেব, আপনাকে আমাদের সকলের প্রণাম।। ৩৬-৩৮।।

এই পরম রমনীয় বচন শ্রবণ করে লোক কল্যাণকারী ভগবান্ শংকর দেবগণকে বললেন - আপনাদের এই বচন অযোগ্য । আমার থেকে বড় যে রুদ্র তিনি কুমার ব্রত ধারণ কারী। মৃগব্যাধাদি জ্যোতি সমুদ্ভব তিনি দশমুখযুক্ত। আমি তো সবথেকে ছোট, নামে যোগরাধ, আমি এখন মায়ারূপী শুভনারী, যিনি লোকদা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করব। নারী সাক্ষাৎবঘবতী স্বরূপা, তাঁদের দ্বারা এই জগৎ বিস্মৃত। সেই নারীকে মাতৃরূপা বলে জানা উচিৎ, তিনি লোক বাসী যোগিগণের মাতৃতুল্য ।। ৩৯-৪২।।

আমি তো এক যোগী, সেই মাতৃস্বরূপিনী ভগবতী নারীকে কিভাবে বরণ করব। এই কারণে আপনারা নিজ বীর্য তোমাকে দিচ্ছি ।। ৪৩।।

তদ্বীর্যং ভগবান্বহ্নিঃ প্রাপ্য কার্যং করিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা বহ্নয়ে দেবো দদৌ বীর্যমনুত্তমম্।
স্বয়ং তত্র সমাধিস্থো বভূব ভগবান্হরঃ।।৪৪।।
তদা শক্রাদয়ো দেবা বহ্নিনা সহ নিযযুঃ।
সত্যলোকং সমাগত্যাব্রুবন্সর্বং প্রজাপতিম্।।৪৫।।
শ্রুত্বা তৎকারণং সর্বং স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ।
নমস্কৃত্য পরং ব্রহ্মা কৃষ্ণধ্যানপরোহ ভবৎ।।৪৬।।
ধ্যানমার্গেন ভগবাগ্নত্বা ব্রহ্মা পরং পদম্।
হেতুং তদ্বর্ণয়ামাস যথা শঙ্কর ভাষিতম্।।৪৭।।
শ্রুত্বা বিহস্য ভগবান্নমুখাত্তেজ উত্তমম্।
সমুৎপাদ্য ততো জাত পুরুষো রুচিরাননঃ।।৪৮।।
ব্রহ্মাণ্ডস্য চ্ছবির্যা বৈ স্থিতা তস্য কলেবরে।
প্রদ্যুম্নো নাম বিখ্যাতং তস্য জাতং মহাত্মানঃ।।৪৯।।

সেই বীর্যভগবান্ বহ্নি প্রতপ্ত করে নিজকার্য করবেন। একথা বলে দেব বহ্নিদেকে উত্তমবীর্য প্রদান করলেন এবং স্বয়ং সমাধিস্থ হলেন।।৪৪।।

সেই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নির সাথে সেখানে থেকে চলে গেলেন। সত্যলোকে গিয়ে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বললেন। স্বয়ম্ভূ চতুরানন সেই সম্পূর্ণ কারণ শ্রবণ করে পরব্রহ্মাকে নমস্কার করে কৃষ্ণ ধ্যানে রত হলেন। ধ্যান মার্গদ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মার পরমপদ প্রাপ্ত হলেন। সেখানে দেবশংকর যেমন বলেছিলেন, সেই সকল হেতু বর্ণন করলেন। ভগবান্ তা শ্রবণ করে সহাস্যে নিজ মুখ থেকে এক অতিউত্তম তেজ সমুৎপন্ন করে পরম সুন্দর, মুখ এক পুরুষের জন্ম দিয়েছিলেন।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে ছবি ছিল তা সেই পুরুষের কলেবরে স্থিত ছিল। তার নাম প্রদ্যুম্না।।৪৫-৪৯।।

তেন সার্দ্ধং তদা ব্রহ্মা সংপ্রাপ্য স্বং কলেবরম্।
দদৌ তেভ্যাস্স পুরুষং প্রদ্যুম্নং শম্বরাতিন্দম্।।৫০।।
তেজসা তস্য দেবস্য নরানার্যস্সমন্ততঃ।
একীভূতাস্ত্রিলোকেষু বভূবুঃ স্মরপীড়িতাঃ।।৫১।।
স্থাবরাঃ সৌম্যভূতা বৈ তে তু কামাগ্নিপীড়িতাঃ।
সরিদ্ভিশ্চ লতাভিশ্চ মিলিতাসসম্বভূবিরে।।৫২।।
ব্রহ্মাণ্ডেশঃ শিব সাক্ষাদ্রুদঃ কালাগ্নিসন্নিভঃ।
ত্রিনেত্রাত্তেজ উৎপাদ্য শময়ামাস তদ্বযথাম্।।৫৩।।
তদা ক্রুদ্ধঃ স কৃষ্ণাংগো গৃহীত্বা কৌসুমং ধনুঃ।
দিব্যাম্পঞ্চ শরাঘোরান্মহাদেবায় বন্ধবে।।৫৪।।
উচ্চাটনেন বানেন গন্তাভূল্লোকশঙ্করঃ।
বশীকরণবানেন নারীবশ্যঃ শিবোহ ভবৎ।।৫৫।।

সেই সময় তার সাথে ব্রহ্মা নিজ কলেবর সম্প্রাপ্ত করে তারজন্য শবরার্ত্তিদ প্রদ্যুন্ম পুরুষকে দিয়েছিলেন। সেই দেবের তেজে সকল নর এবং নারী তিন লোকে একীভূত হয়ে কামপীড়িত হয়ে গেল।। ৫০-৫১।।

সৌম্যভূত যে স্থাবর ছিল তারাও কামাগ্নিতে উৎপীড়িত হয়ে উঠল। সরিতাগণ এবং লতা সকলও মিলিত ভাবে কামতপ্ত হয়ে গেল।। এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রশিব কালাগ্নি তুল্য তৃতীয় নেত্র থেকে তেজ সমুৎপন্ন করে সেই ব্যথা শাসন করলেন। সেই সময় সেই কৃষ্ণাংঙ্গ ক্রদ্ধ হলেন এবং তিনি পুষ্পধনুষ গ্রহণ করে দিব্য পঞ্চ ঘোর শর বন্ধু মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করলেন। উচ্চাবর্ণ বাণের দ্বারা লোক শংকর গন্ত হল এবং বশীকরণ বাণের দ্বারা শিব নারী বশ্য হয়ে গেলেন। সতম্ভন বাণের

স্তম্ভনেন মহাদেবঃ শিবাপার্শ্বে স্থিরোহ ভবৎ।
আকর্ষনেন ভগবাঞ্জিবাকর্ষণতৎপরঃ।
মারণেনৈব বানেন মূর্ছিতোহ ভূন্মহেশ্বরঃ।।৫৬।।
এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহত্তত্ত্বে স্থিতা শিবা।
মূর্ছিতং শিবমালোক্য তত্রৈবান্তদ্ধিমাগমৎ।।৫৭।।
তদোত্থায় মহাদেবা বিললাপ ভৃশং মহুঃ।
হা প্রিয়ে চন্দ্রবদনে হা শিবে চ ঘটস্তনি।।৫৮।।
হা উমে সুন্দরাভেচ পাহি মাংস্মরবিহ্বলম্।
দর্শনং দেহি রম্ভোরু দাসভূতোহস্মিসাংপ্রতম্।।৫৯।।
এবং বিলপমানং তং গিরিজা যোগিনী স্বয়ম্।
সমাগত্য বচঃ প্রাহ নত্বা তং শঙ্করং প্রিয়ম্।।৬০।।

দ্বারা মহাদেব শিবার কাছে গিয়ে স্থির হলেন। আকর্ষণ বাণের দ্বারা ভগবান্ শিবকে আকর্ষণ তৎপর হলেন। মারণ বাণে মহেশ্বর মূর্চ্ছিত হলেন।। ৫২-৫৬।।

ইতি মধ্যে মহত্তত্ত্বে স্থিতা দেবী শিবা মহাদেবকে মূর্চ্ছিত দেখে সেখানে অন্তর্হিত হয়ে চলে এলেন। সেই সময় পুনরায় মহাদেব উঠে বার বার অত্যন্ত বিলাপ করতে লাগলেন। হা প্রিয়ে হা চন্দ্র বদনে, হা শিবে, হে ঘটস্তনি , এই প্রকার শিব বার বার বিলাপ করতে লাগলেন।। (৭-৫৮।।

হে সুন্দর আভাযুক্তা, কামদেব দ্বারা বিহ্বল আমাকে রক্ষা কর। হে রম্ভাতুল্য উরুযুক্তা, তুমি নিজের দর্শন দাও। এখন আমি তোমার দাসভূত হয়ে গেছি। এই প্রকারে বিলাপ কারী সেই শিবের কাছে যোগিনী গিরিজা স্বয়ং সমাগত হয়ে সেই প্রিয় শংকরকে নমস্কার করে বললেন, হে দেব, আমি নিজ মাতা-পিতাকে অনুসরণকারী কন্যা। আপনি তাদের সকাশে আমার পাণি গ্রহণ করুন।

কন্যাহং ভগবন্দেব মাতৃপিত্রনুসারিনী।
তয়োস্সকাশদ্ভগবন্মম পাণিং গৃহাণ ভোঃ।।৬১।।
তথোতি মত্বা স শিবঃ প্রদ্যুম্নশরপীড়িতঃ।
সপ্তর্ষীম্প্রেষয়ামাস তে তু গত্বা হিমাচলম্।
সম্বোধ্য চ বিবাহস্য বিধিং চক্রুমুদান্বিতাঃ।।৬২।।
ব্রহ্মান্ডে যে স্থিতা দেবাস্তেষাং স্বামী মহেশ্বরঃ।
বিবাহে তস্য সংপ্রাপ্তে সর্বে দেবাস্সমাযযুঃ।।৬৩।।
অনন্তাশ্চ গণাশ্চৈব সুরান্দৃষ্টাব হিমাচলঃ।
গিরিজাং শরণং প্রাপ্ত তস্মৌ পর্বতরাট স্বয়ম্।।৬৪।।
তদা তু পার্বতী দেবী নিধীন্সিদ্ধীঃ সংস্ততঃ।
চকার কোটিশস্তত্র বহুরূপা সনাতনী।।৬৫।।
দৃষ্টা তদ্বিস্মিতা দেবা ব্রাহ্মণা সহ হর্ষিতাঃ।
তুষ্টুবুঃ পার্বতীং দেবীং নারীরত্নং সনাতনীম্।।৬৬।।

প্রদ্যুম্ন পীড়িত মহাদেব ‘তাই হবে' বলে সপ্তর্ষিগণকে হিমবাসের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা হিমবাণের কাছে গেলে তিনি সংবুদ্ধ হয়ে প্রসন্নতা যুক্ত হয়ে বিবাহ বিধি সম্পাদন করলেন। ব্রহ্মান্ডের যে দেবতা তার স্বামী মহেশ্বর। অতএব তাঁর বিবাহে সমস্ত দেবগণ সম্মিলিত ও হয়েছিল।। ৫৯-৬৩।।

হিমাচল অনন্তকে, গণকে এবং সুরগণকে দেখে স্বয়ং গিরিজা শরণে গিয়ে স্থিত হলেন। সেই সময় পার্বতী দেবী সব নিধিগণ ও সিদ্ধিগণকে সেখানে অনেক রূপী এবং সনতনী মন্ত্র দিলেন।। ৬৪-৬৫।।

তা দেখে সমস্ত দেব প্রচন্ড বিস্মিত হলেন তথা দেব এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃত হর্ষিত হলেন। তাঁরা নারীরত্ন সনাতনী পার্বতী দেবীর স্তুতি করলেন। দেবগণ বললেন- ‘উ' এই শব্দ বিতর্কে এসেছিল এবং ‘মা' শব্দে বহুরূপ

উ বিতর্কে চ মা লক্ষ্মীবহুরূপা বিদৃশ্যতে।
উমা তস্মাচ্চ তে নাম নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।৬৭।।
কতিচিদয়নান্যেব ব্রহ্মাণ্ডেহ স্মিঞ্ছিবে তব।
কাত্যায়নী হি বিজ্ঞেয়া নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।৬৮।।
গৌরবর্ণাচ্চ বৈ গৌরী শ্যামবর্ণাচ্চ কালিকা।
রক্তবর্ণাদ্বেমবতী নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।৬৯।।
ভবস্য দয়িতা ত্বং বৈ ভবানী রুদ্রসংযুতা।
দুর্গা ত্বং যোগি দুষ্প্রাপ্যা নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।৭০।।
নান্তং জগ্মুবয়ং তে বৈ চন্তিকা নাম বিশ্রুতা।
অম্বা ত্বং মাতৃভূতা নো নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।৭১।।

লক্ষী বহুরূপা দৃশ্য হয়েছিল এই কারণে তুমি 'উমা' এই নামে প্রসিদ্ধ হবে। হে দেবী উমা তোমাকে আমাদের সকলের বারংবার প্রণাম।। ৬৬-৬৭।।

হে শিবে, এই ব্রহ্মাণ্ডে তোমার কত অয়ন (স্থান) তাই তোমার নাম কাত্যায়নী। হে কাত্যায়নী দেবী, আপনাকে বার বার প্রণাম।। ৬৮।।

আপনি অত্যন্ত গৌরবর্ণ এই কারণে আপনি গৌরী এই শুভ নামে পরিচিতা। আপনার শ্যামবর্ণের জন্য কালিকা নামে খ্যাতা। আপনার বর্ণ কখনও রক্তবর্ণ তাই আপনি হেমবতী। এই ত্রিবনী দেবী আপনাকে বার বার প্রণাম।। ৬৯।।

আপনি ভবপত্নী এই কারণে আপনি ভবানী আপনি যোগিগণের দ্বারা দুষ্প্রাপ্য সুতরাং আপনি দুর্গা। দুর্গাদেবী আপনাকে আমাদের বারংবার নমস্কার।। ৭০।।

আপনার অনন্ত নামের কারণে আমরা আপনাকে অন্তপর্যন্ত প্রাপ্ত হয়নি। আপনার চন্দ্রিকা এই নাম পরম প্রসিদ্ধা। আপনি আমাদের মাতৃভূজা অম্বা, এই কারণে অম্বা দেবী আপনাকে আমাদের প্রণাম।। ৭১।।

ইতি শ্রুত্বা স্তবং তেষাং রদা সর্বমঙ্গলা।
দেবানুবাচ মুদিতা দৈত্য ভীতিং হরামি বঃ।৭২।।
স্তোত্রেণানেন সংপ্রীতা ভবামি জগতীতলে।।৭৩।।
ইত্যুক্ত্বা শম্ভুসহিতা কৈলাসং গুহ্যকালয়ম্।
গুহায়াং মিথুনীভূয় সহস্রাব্দং মুমোদ বৈ।।৭৪।।
এতস্মিন্নন্তরে দেবা ভীরুকা লোকনাশনাৎ।
ব্রহ্মাণং চ পুরস্কৃত্য তুষ্টুবুর্গিরিজাপতিম্।।৭৫।।
লজ্জিতৌ তৌ তদা তত্র পশ্চাত্তাপং হি চক্রতুঃ।
মহাক্রোধস্তয়োশ্চাসীত্তেন বৈ দুদ্রুবুঃ সুরাঃ।।৭৬।।
প্রদ্যুম্নো বলবাস্তত্র সংতস্থে গৌরিবাচলঃ।
রুদ্রকোপাগ্নিনা দগ্ধো বভূব বলবত্তরঃ।।৭৭।।
প্রদ্যুম্নঃ স্থূলরূপং চ ত্যক্ত্বা ভস্মময়ং তদা।
সূক্ষ্মদেহমুপাগম্য বিশ্রুতোহ ভূদনঙ্গকঃ।
যথা পূর্বং তথৈবাসীৎকায়ং কৃত্বা স্মরোবিভুঃ।।৭৮।।

এই প্রকার স্তুতি শ্রবণ করে সর্বমংগলা বরদা পরম প্রসন্ন হয়ে দেবগণকে বললেন - আমি আপনাদের দৈত্য ভয় দূরকরব। একথা বলে ভগবান্ শম্ভূর সংগে গুহ্যকআলয় কৈলাসে চলে গেলেন। সেখানে গুহা তে দুইজন একত্র হয়ে একসহস্র বর্ষপর্যন্ত আনন্দোপভোগ করলেন। ইতি মধ্যে লোকনাশের ভয়ে ভীত হয়ে দেবগণ ব্রহ্মার সঙ্গে গিরিজাপতি স্তুতি করতে লাগলেন। তখন সেই দুইজন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে প্রচন্ড পশ্চাত্তাপ করলেন। তাদের দুজনের ক্রোধে দেবগণ পলায়ন করলেন।। ৭২-৭৬।।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বলবান্ ছিলেন। অচল গভীর ন্যায় তিনি সেখানে সংস্থিত ছিলেন। মহাবলবান্ তিনি রুদ্র কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেলেন।। ৭৭।।

প্রদ্যুম্ন স্থলরূপ ত্যাগ করে সেই সময় ভস্মরূপ হয়ে গেলেন পুনরায় সূক্ষ স্বরূপ প্রাপ্ত করে অনঙ্গ এই নামে সংবার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন। পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন তেমন কায়া গ্রহণ করে থর বিভু হলেন।। ৭৮।।

স্থলরূপা রাতিদেবী শতাব্দং শঙ্করং পরম্।
ধ্যানেনারাধয়ামাস গিরিজাবল্লভং ব্রতৈঃ।।
তদা দদৌ বরং দেবস্তস্যৈ রত্যৈ সনাতনঃ।।৭৯।।
রতিদেবি শৃণু ত্বং বৈ লোকানাং হৃৎসুজায়সে।
যৌবনে বয়সি প্রাপ্তে নৃণাং দেহৈঃ পতিং স্বকম্।।
ভজিষ্যসি মদধেন প্রদ্যুম্নং কৃষ্ণসংভবম্।।৮০।।
স্বারোচিষান্তরে প্রাপ্তে হ্যষ্টাবিংশতমে যুগে।
দ্বাপরান্তে চ ভগবাঙ্কষ্ণঃ সাক্ষাজ্জনিষ্যতি।।৮১।।
তদা তস্য সুতং দেবং প্রদ্যুম্নং মেরুমূর্দ্ধনি।
ভজিষ্যসি সুখং রম্যে বিপিনে নন্দনে চিরম্।।৮২।।
অন্যেষু দ্বাপরান্তেষু স্বর্ণগর্ভো হি তৎপতিঃ।
জন্মবান্বর্ততে ভূমৌ যথা কৃষ্ণস্তথৈব সঃ।।৮৩।।

স্থুলরূপী রতি দেবী শতবর্ষ পর্যন্ত পরম শংকরের ধ্যান পূর্বক আরাধনা করলেন এবং ব্রতদ্বারা গিরিজা বল্লভকে পূর্ণরূপে উপসনা করলেন। তখন সনাতনদেব সেই রতিকে বরদান দিলেন, হে দেবি, হে রতি, তুমি শ্রবণ কর, আমি তোমাকে এই বরদান দিচ্ছি যে, মানবের যৌবন অবস্থাতে তুমি লোকের হৃদয়ে উৎপন্ন হবে এবং নরের দেহে নিজপতির সেবন করবে। আমার অর্ধভাগ থেকে কৃষ্ণ সম্ভূত প্রদ্যুম্নের সেবন তুমি অবশ্যই করবে।। ৭৯-৮০।।

আজও সেই সমর বিষ অন্তরে সুপ্রিয় কাল ধরে বর্তমান। বৈবস্বত অন্তরে অষ্টবিংশতি তম যুগে দ্বাপর যুগান্ত ভগবান কৃষ্ণ এই ভূমন্ডলে জন্ম গ্রহণ করবে। সেই সময় তার পুত্র দেবপ্রদ্যুম্নকে মেরুশিখরে সেবন করবে, এবং পরম রম্য নন্দন কাননে চিরকাল বাস করবে। দ্বাপরান্তে

মধ্যাহ্নে চৈব সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মণোহ ব্যক্তজন্মনঃ।
কল্পে কল্পে হরিস্সাক্ষাৎ করোতি জনমঙ্গলম্।।৮৪।।
ইত্যুক্ত্বা ভগবাঞ্ছম্ভুস্তত্রৈবান্তর্দ্ধিমাগমৎ।
রাজা বভূব রুদ্রাণী গিরিজাবল্লভো ভবঃ।।৮৫।।
ইতি শ্রুত্বা ভবঃ সাক্ষাৎস্বমুখাৎস্বাংশমুত্তমম্।
সমুৎপাদ্য তদা ভূমৌ গোদাবর্যাং বভূব হ।।৮৬।।
আচার্যশমণো গেহে পুত্রো জাতো ভবাংশকঃ।
রামানুজস্স বৈ নাম্না নুজোহ ভূদ্রামশর্মণঃ।।৮৭।।
একদা রামশর্মা বৈ পতঞ্জলিমতে স্থিতঃ।
তীর্থাত্তীর্থান্তরং প্রাপ্ত পুরীং কাশীং শিবপ্রিয়াম্।।৮৮।।
শঙ্করাচার্যমাগম্য শতশিষ্যসমন্বিতঃ।
শাস্ত্রর্থং কৃতবান্নম্যং কৃষ্ণপক্ষো হরিপ্রিয়ঃ।।৮৯।।

স্বর্ণগর্ভা তোমার পতি কৃষ্ণের ন্যায় ভূমিতে জন্মবান্ হবে। অব্যক্ত জন্মা ব্রহ্মার মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যা কল্পে হরিসাক্ষকে জনমঙ্গল করবে।। ৮১-৮৪।।

রতিকে একথা বলে ভগবান্ শম্ভু সেখানে অন্তর্হিত হলেন। রুদ্রানী গিরিজা বল্লভ ভব রাজা হয়েছিলেন।। ৮৫।।

সূতজী বললেন, একথা শ্রবণ করে ভব সাক্ষাৎ নিজমুখ থেকে নিজ উত্তম অংশ সমুৎপাদিত করে ভূমিতলে গোদাবরীতে প্রবাহিত ছিলেন। সেখানে আচার্য শর্মার গৃহে ভবের অংশ পুত্র স্বরূপ সমুৎপন্ন হন। তার নাম রামানুজ তিনি রাম শর্মার অনুজ ছিলেন। পতঞ্জলি পন্থী রামশর্মা তীর্থাটন করতে করতে শিবপ্রিয় কাশীপুরীতে উপস্থিত হন। তিনি নিজ শতশিষ্য সমন্বিত হয়ে শংকরা চার্যের কাছে গেলেন। সেখানে হরিপ্রিয় কৃষ্ণপক্ষ তাঁর সাথে সুন্দর শাস্ত্রার্থ করেছিলেন। সেই শাস্ত্রার্থে শংকরাচার্য বিজিত

শঙ্করাচার্যবিজিতো লজ্জিতো নিশি ভীরুকঃ।
স্বগেহং পুনরায়াতঃ শঙ্করৈবা শরৈহতঃ।।৯০।।
রামানুজস্তু তচ্ছ্রুত্বা সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ভ্রাতৃশিষ্যৈশ্চ সহিতঃ পুরীং কাশীং সমাযযৌ।।৯১।।
বাদো বেদান্তশাস্ত্রে চ তয়োশ্চাসীন্মহাত্মনোঃ।
শঙ্করঃ শিবপক্ষশ্চ কৃষ্ণপক্ষসস বৈ দ্বিজঃ।।৯২।।
মাসমাত্রেন বেদান্তে দর্শিতস্তেন বৈ হরিঃ।
মাসদেবস্স বৈ নাম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।।৯৩।।
বসুদেবস্স বৈ জ্ঞেয়ো বসুস্বংশেন দীব্যতি।
বসুদেবস্স বৈ ব্রহ্মা তস্য সারো হি যঃ স্মৃতঃ।।৯৪।।
বাসুদেবো হরিস্সাক্ষাচ্ছিবপূজ্যঃ সনাতনঃ।
শঙ্করো লজ্জিতস্তত্র ভাষ্যশাস্ত্রে সমাগতঃ।।৯৫।।

হয়ে পরম লজ্জায় রাত্রে ভীরু হয়ে নিজ গৃহে ফিরলেন। কেননা শাস্ত্রার্থে শংকর শরের দ্বারা হত হলেন।। ৮৬-৯০।।

রামানুজ একথা শ্রবণ করে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী নিজ ভ্রাতাকে শিষ্যগণের সাথে নিয়ে কাশীপুরীতে গেলেন। সেখানে বেদান্ত শাস্ত্রে সেই দুই পক্ষের মহাত্মার বাদ হয়েছিল, ভগবান শংকরাচার্যের পক্ষে শিব এবং দ্বিজ রামানুজের পক্ষে কৃষ্ণ ছিলেন। এক মাস ব্যাপী বিবাদের পর তিনি বেদান্তে কৃষ্ণকে দেখিয়েছিলেন। সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নাম বাসুদেব। সেই বাসুদেবকেই জানা উচিৎ। বসুগণের অংশে তিনি প্রকাশিত হন। সেই ব্রহ্মা বসুদেবের সার। বাসুদেব সাক্ষাৎ হরি এবং সনাতন তথা শিবের পরমপূজ্য। ভগবান শংকরাচার্য এতে ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং পুনরায় ভাষ্যশাস্ত্রে ফিরে এলেন্ রামানুজ সেই ভাষ্যও হরিকে দেখালেন।

পক্ষমাত্রং শিবৈস্সূত্রৈর্বর্ণয়াংমাস বৈ শিবম্।
রামানুজেন তত্রৈব ভাষ্যে সন্দর্শিতো হরিঃ।।৯৬।।
গোবিন্দো নাম বিখ্যাতো বৈয়্যাকরণদেবতা।
গাংপরাং বিন্দতে যস্মাদগোবিন্দো নাম বৈ হরিঃ।।৯৭
গিরীশস্তু ন গোবিন্দো গিরীনামীশ্বরো হি সঃ।
গোপালস্তু ন বৈ রুদ্রো গবারূঢ় প্রকীর্তিতঃ।।৯৮।।
জ্ঞেয়ঃ পশুপতিঃ শম্ভুগোপতির্নৈব বিশ্রুতঃ।
লজ্জিতঃ শঙ্করাচার্যো মীমাংসাশাস্ত্রমাগতঃ।।৯৯।।
তয়োদর্শদিনং শাস্ত্রে বিবাদস্সুমহানভূৎ।
যস্তু বৈ যজ্ঞপুরুষো রামানুজমতপ্রিয়ঃ।।১০০।।
বিচ্ছিন্নঃ শঙ্করেনৈব মৃগভূতঃ পরাজিতঃ।
আচারপ্রভবো ধর্মো যজ্ঞদেবেন নির্মিতঃ।।১০১।।
ভ্রষ্টাচারস্তদা জাতো যজ্ঞে দক্ষপ্রজাপতেঃ।
ইতি রামুজঃ শ্রুত্বা বচনং প্রাহ নম্রধীঃ।।১০২।।

বৈয়াকরণের দেবতা গোবিন্দ এবং তিনি হরিও। এই কারণে তার নাম গোবিন্দ।। গিরীশ কদাপি গোবিন্দ হবেন না। তিনি হলেন গিরিগণের ঈশ্বর। রুদ্র কদাপি গোপালও হবেন না কারণ তিনি গোগণের পালক নন, কেবল গবারূঢ় হয়ে তিনি প্রকীর্তিত হন।। ৯১-৯৮।।

শম্বূর পশুপতি নামে পরিচিত। কদাপি গোপতি নামে তিনি প্রসিদ্ধ নন। এই প্রকার প্রবল অকাট্য যুক্তিতে শংকরাচার্য লজ্জিত হলেন এবং পুনরায় তিনি মীমাংসা শাস্ত্রে বাদ আরম্ভ করলেন।। দুই পক্ষের বিবাদ দশদিন পর্যন্ত চলেছিল। সকল যজ্ঞ পুরুষের রামানুজের মতই প্রিয় ছিল। শংকরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃগভূত পরাজিত হলেন। আচার প্রভবো ধর্ম যজ্ঞদেবের দ্বারা বিনির্মিত ।। ৯৯-১০১।।

কর্মণে জনিতো যজ্ঞো জ্ঞেয়ো বিশ্বপালনহেতবে।
কর্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।।১০৩।।
অক্ষরোহয়ং শিবঃ সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মণি সংহিতঃ।
পুরাণ পুরুষো যজ্ঞো জ্ঞেয়োহ ক্ষরকরো ভুবি।
অক্ষরাস্ত তু বৈ শ্রেষ্ঠঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।।১০৪।।
অক্ষরেণ ন বৈ তৃপ্তাত্তৃপ্তোভূদ্যজ্ঞকর্মণি।
নাম্না স যজ্ঞপুরুষো বেদে লোকে হি বিশ্রুতঃ।।১০৫।
প্রপৌত্রস্য তদা বৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধাতুরঃ শিবঃ।
মৃগভূতশ্চ রুদ্রোহসৌ দিব্যবাণৈরতপয়ৎ।।১০৬।।
সমর্থো যজ্ঞপুরুষো জ্ঞাত্বা গুরুময়ং শিবম্।
পলায়নপরো ভূতো ধর্মস্তেন মহাস্কৃতঃ।।১০৭।।
লজ্জিতঃ শঙ্করাচার্যো ন্যায়শাস্ত্রে সমাগতঃ।
ভবতীতি ভবো জ্ঞেয়ো মৃড়তীতি স বৈ মৃড়ঃ।।১০৮।।

দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে সেই সময় ভ্রষ্টাচার হয়েছিল।

রামানুজ শ্রবণ করে নম্রবুদ্ধি হয়ে বললেন-যজ্ঞকার্যের জন্য জনিত এবং বিশ্বপালনের জন্য সেই কর্ম ব্রহ্মোদভব এবং ব্রহ্ম অক্ষর সমুদভব। সেই অক্ষয় সাক্ষাৎ শিব। যিনি শব্দ ব্রহ্মোসংস্থিত। পুরাণ পুরুষ হরেন যজ্ঞ যিনি ভূতলে অক্ষর কর। অক্ষর থেকে সেই সনাতন পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। অক্ষর দ্বারা যজ্ঞকর্মে তিনি তৃপ্ত হয়না। সেই যজ্ঞা পুরুষ নাম দ্বারা বেদ এবং লোক বিশ্রুত।।১০২-১০৫।।

স্পর্ধাতুর প্রপৌত্রের বৃদ্ধি দেখে মৃগভূত রুদ্র সেই সময় দিব্য বাণের দ্বারা তৃপ্ত করেছিলেন।। ১০৬।।

সমর্থ যজ্ঞপুরুষ গুরুময় শিবকে জেনে তারা দ্বারা মহান্ কৃত ধর্ম পলায়ন হলেন এই মীমাংসা শাস্ত্রেও লজ্জিত হয়ে শংকরাচার্য ন্যায় শাস্ত্র বাদে প্রকৃত হলেন। শংকরাচার্য বললেন - 'ভবতীতি ভব' অর্থাৎ যিনি হন তিনিই ভব'-এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা মৃত বলে পরিচিত।। ১০৭-১০৮।।

লোকান্তরতি যো দেবঃ স কর্তা ভর্গ এব হি।
হরতীতি হরো জ্ঞেয়ঃ স রুদ্রঃ পাপরাবণঃ।।১০৯।।
স্বয়ং কর্তা স্বয়ং ভর্তা স্বয়ং হর্তা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবাদ্বিষ্ণুর্মহীং যাতো বিষ্ণোর্ব্রহ্মা চ পদ্মভূঃ।।১১০।।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং প্রাহ রামানুজস্তদা।
ধন্যোহয়ং ভগবাঞ্ছম্ভুর্যস্যায়ং মহিমা পরঃ।।১১১।।
সত্যং সত্যং মমাজ্ঞেয়ং কর্তা কারয়িতা শিবঃ।
রামনাম পরং নিত্যং কথং শম্ভুর্জপেদ্ধরিম্।।১১২।।
অনন্তাঃ সৃষ্টয়ঃ সর্বা উদভূতা যস্য তেজসা।
অনন্তঃ শেষতঃ শেষার মন্তে যোগিনো হি তম্।।১১৩।
স চ বৈ মৎপ্রভোর্ধাম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ইতি শ্রুত্বা তদাবাক্যং লজ্জিতঃ শঙ্করোহ ভবৎ।।১১৪

যিনি দেবলোকে ভরণ করেন তিনি ভর্তা। যিনি হনন করেন তিনিই হব। তিনিই রুদ্র যিনি পাপের রাবন করেন।। ১০৯।।

শিব স্বয়ং কর্তা-ভর্তা এবং হর্তা। শিবের থেকে বিষ্ণু মহীকে প্রাপ্ত করেন এবং বিষ্ণুর থেকে পদ্মভূ মহীতে গিয়েছিলেন।। ১১০।।

শংকর ভগবানের এই বচন শ্রবন করে রামানুজ বললেন- আপনার ভগবান্ শম্ভূর মহিমা অপার, তিনি ধন্য ।। ১১১।।

সত্য এবং ধ্রুব সত্য হল শিব হলেন আমার আজ্ঞেয় তিনিই কর্তা এবং তিনি কারয়িতা। রাম রাম পর এবং নিত্য । শম্ভু সর্বদা সেই হরির জয় করেন।। ১১২।।

এই সমস্ত সৃষ্টি অনন্ত। এই সকল যার তেজে উদ্ভূত, তিনি শেষনাগ অনন্ত। শেষ যোগিগণ তার রমণ করেছিলেন।। সেটি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আমার প্রভুর ধাম।। রামানুজ এই বাক্য শ্রবণ করে শংকরাচার্য প্রভূত লজ্জিত হলেন।। ১১৩-১১৪।।

যোগশাস্ত্রপরো দেবঃ কৃষ্ণস্তেনৈব দর্শিতঃ।
কালাত্মা ভগবানঙ্কৃষ্ণো যোগেশো যোগতৎপরঃ।।১১৫
সাংখ্যশাস্ত্রে চ কপিলস্তস্মৈ তেনৈব দর্শিতঃ।
কং বীর্যং পতি যোবৈ স কপিস্তং চৈব লাতিযঃ।
কপিলসস তু বিজ্ঞেয়ঃ কপীরুদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ।।১১৬।
কপিলো ভগবান্বিষ্ণুঃ সর্বজ্ঞ সর্বরূপবান্।
তদা তু শঙ্করাচার্যো লজ্জিতো নম্রকন্ধরঃ।।১১৭।।
শুক্লাম্বরধরো ভূত্বা গোবিন্দো নাম নির্মলম্।
জজাপ হৃদি শুদ্ধত্মা শিষ্যো রামানুজস্য বৈ।।১১৮।।
ইতি তে রুদ্রমাহাত্ম্যাং প্রসঙ্গেনাপি বর্ণিতম্।
ধনবাম্পুত্রবান্বাগ্মী ভবেদ্যঃ শৃণুয়াদিদম্।।১১৯।।

যোগ শাস্ত্রে অপর দেব কৃষ্ণই আছেন, তাও তিনি দেখালেন। ভগবান্ কৃষ্ণ কালাত্মা যোগেশ এবং যোগ তৎপর।। সাংখ্য শাস্ত্রে কপিল তাই দেখিয়েছিলেন। কপি সামবীর্য যিনি রক্ষা করেন তিনিই কপি, সেই কপি যিনি নিয়ে আসেন তিনিই কপিল। সেই কপি এবং কপিল হলেন রুদ্র।। কপিল ভগবান্ বিষ্ণু যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বরূপী। তখন ভগবান শংকরাচার্য পরম লজ্জিত হয়ে নতমস্তক হলেন।। ১১৫-১১৭।।

গোবিন্দ শুক্ল বস্ত্র ধারণ করে নির্মল নাম জপ করতে লাগলেন। হৃদয় রামানুজের শিষ্য ছিলেন।। ১১৮।।

সেই রুদ্র মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ ক্রমে তোমাদের নিষ্ঠা বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন তিনি ধন-পুত্রবান্ তথা বাগ্মী হন।। ১১৯।।

জীবভূতাননতিবলান্দষ্ট্বা সপ্ত মহারিপূন্।
একৈকঃ সপ্তধা তেন মহেন্দ্রেণ তদা কৃতঃ।।১৩।।
নম্রীভূতশ্চ তান্দৃষ্ট্বা মহেন্দ্রস্তৈঃ সমন্বিতঃ।
যোনিদ্বারেণ চাগম্যু প্রণনাম তদা দিতিম্।।১৪।।
প্রসন্না সা দিতিদের্বান্মহেন্দ্রায় চ তান্দদৌ।
মরুদ্‌গণাশ্চ তে সর্বে বিখ্যাতাঃ শক্রসেবকাঃ।।১৫।।
স তু পূর্বভবে জাতো ব্রাহ্মণো লোকবিশ্রুতঃ।
ইলো নাম স বেদজ্ঞো যথেলো নৃপতিস্তদা।।১৬।।
একদা বলবা জামনুপুত্র ইলঃ স্বয়ম্।
একাকী হয়মারুহ্য মেরোবিপিনমাযযৌ।।১৭।।
মেরোরধঃ স্থিতঃ খন্ডঃ স্বর্ণগর্ভো হরিপ্রিয়ঃ।
নিবাসং কৃতবাঁস্তত্র কৃত্বা রাষ্ট্রং মহোত্তমম্।।১৮।।

বিমোহিত হয়ে অশুচি দশাতে নিজ মন্দিরে শয়ন করলেন। এই ছিদ্র প্রাপ্ত করে মহেন্দ্র দেব অগুষ্ঠ মাত্র হয়ে রজ্রধারণ করে দিতি গর্ভে প্রবেশ করে নিজ বজ্র দিয়ে গর্ভকে ৭ টুকরো করলেন।। পুনরায় জীবভূত অত্যন্ত বলবান্ সেই ৭ মহারিপুকে দেখে মহেন্দ্র প্রত্যেক খন্ডকে ৭ খন্ডে বিভক্ত করলেন। তাদের নম্রীভূত দেখে ইন্দ্র তাদের সাথে যোনি দ্বা দিয়ে বাইরে নিয়ে এসে মহেন্দ্র দিতিকে প্রণাম করলেন।। ২-১৪।।

দিতি তখন প্রসন্ন হয়ে সেই দেবগণকে মহেন্দ্রের জন্য প্রদাণ করলেন। তার সকলে ইন্দ্রের সেবক মরুতগণ এই নামে বিখ্যাত হলেন।। তারা পূবৃজন্মে লোক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। তাঁরা বেদজ্ঞাতা এই নামে পরিচিত ছিলেন। সেই সময় ইলরাজা ছিলেন।। ১৫-১৬।।

বলবান্ মনুপুত্র রাজা ইল স্বয়ং একলা অশ্বে সমারোহন করে মেরুবনে গিয়েছিলেন। মেরুগিরির নিম্ন ভাগে হরিপিয় স্বর্ণ গর্ভখন্ড ছিল। সেখানে তিনি মহোত্তম রাষ্ট্র নির্মাণ করে নিজের নিবাস স্থান করেছিলেন। সেই

ইলেনাবৃতমেবাপি কৃতং তত্র স্থলে সুরাঃ।
ইলাবৃতমিতি খ্যাতঃ খন্ডোহ ভূদ্বিবুধপ্রিয়ঃ।।১৯।।
ভারতে যে স্থিতা লোকা ইলাবৃতমুপাগতাঃ।
মেরুগিরির্বৃক্ষময়ো বিধাত্রা নির্মিতো হি সঃ।।২০।।
আহোরণং নরৈস্তস্মিঙ্কৃতং স্বর্ণময়ং শুভম্।
তমারুহ্য ক্রমাল্লোকঃ স্বর্গলোকমুপাগতঃ।।২১।।
তান্দৃষ্টা মনুজাম্প্রাপ্তান্সদেহান্স্বর্গমন্ডলে।
বিস্মিতাশ্চ সুরাসসর্বে মহেশং শরণং যযুঃ।।২২।।
জ্ঞাত্বা স ভগবান্রুদ্রো ভবান্যা সহ শংকয়ঃ।
ইলাবৃতবনে রম্যে স রেমে চ তয়া সহ।।২৩।।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বৈবস্বতসুতো মহান্।
ইলো নাম মহা প্রাজ্ঞো মৃগয়ার্থী সদাশিবম্।।২৪।।
নগ্নভূতং সমালোক্য নেত্রে সংমীল্য সংস্থিতঃ।
লজ্জিতাং গিরিজাং দষ্টা শশাপ ভগবান্থরঃ।।২৫।।

স্থলে দেবগণ ইলের দ্বারা আবৃত্তও ছিলেন। অতঃপর দেবপ্রিয় সেই খন্ড ইলাবৃত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।। ১৭-১৯।।

ভারতে যে লোকস্থিত ছিলেন তারা ইলাবৃততে উপগত হলেন। সেটি মেরুগিরি বৃক্ষ পরিপূর্ণ বিধাতা নির্মিত ছিল। সেখানে নরগণ স্বর্ণময় শুভ আরোহণ করলেন। সেখানে আরোহণ করে ক্রমে লোক স্বর্গলোকে উপগত হলেন।। ২০-২১।।

স্বদেহে সেই মনুষ্যগণকে স্বর্গে দেখে সমস্ত দেবগণ আশ্চর্য হলেন, এবং পুনরায় তারা মহেশের শরণে গেলেন।। ভগবান্ রুদ্র ভবানীর সাথে এই কথা জেনে পুনরায় ভবানীকে নিয়ে সেই রম্য ইলাবৃত বনে রমন করতে লাগলেন।। ২২-২৩।।

ইতিমধ্যে মহান্ বৈবস্বত পুত্র মহাপন্ডিত ইল মৃগয়ার্থে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নগ্নরূপী সদাশিকে দেখে নিজনেত্র বন্ধ করে সেখানে স্থিত হলেন। যখন ভগবান্ হর গিরিজাকে লজ্জিত দেখলেন তখন তিনি

অনপত্যো বস্ত্রকারী সুত প্রাপ্য গৃহং যযৌ।
কবীর ইতি বিখ্যাতঃ স পুত্রো মধুরাননঃ।।৩৯।।
স সপ্তাব্দবপুভূত্বা গোদুদ্বপানতৎপরঃ।
রামানন্দং গুরুং মত্বা রামধ্যানপরোহ ভবৎ।।৪০।।
স্বহস্তেনৈব সংস্কৃত্য ভোজনং হরয়েহ পর্যৎ।
তৎপ্রিয়ার্থং হরিসসাক্ষাৎ সর্বকাম প্রদোহ ভবৎ।।৪১।।
উত্তানপাদতনয়ো ধ্রুবোভূৎক্ষত্রিয় পুরা।
পিতৃমাতৃপরিত্যক্তঃ স বাল পঞ্চহায়নঃ।।৪২।।
গোবৰ্দ্ধনগিরৌ প্রাপ্য নারদস্যোপদেশতঃ।
স চক্রে ভগদ্ধযানং মাসাষ্মট্ চ মহাব্রতী।।৪৩।।
তদা প্রসন্নো ভগবান্বিষ্ণুনারায়ণঃ প্রভুঃ।
খমন্ডলে পদং তস্মৈ দদৌ প্রীত্যা নভোময়ম্।।৪৪।।
দৃষ্ট্বা তদ্বদনং রম্যং মায়াশক্ত্যা দিশো দশ।
স্বামিনং চ ধ্রুবং মত্বা ভক্তি নম্রা বভূবিরে।।৪৫।।

সেই ম্লেচ্ছ সন্তান হীন ছিলেন এবং বস্ত্রবারী ছিলেন। তিনি সেই সন্তান প্রাপ্ত হয়ে গৃহে চলে গেলেন। তিনি কবীর এই নামে সংসারে প্রসিদ্ধ হলেন। সাতবর্ষ বয়স হলে গোদুদ্ধ পান করে এবং স্বামী রামানন্দকে নিজ গুরু বলে মেনে নিয়ে শ্রীরামের ধ্যানে মগ্ন হলেন। নিজ হাতে সংস্কার করে তিনি হরিকে ভোজন করাতেন। তার ভালোর জন্য হরি সমস্ত কামনা প্রদানকারী হলেন।।৩৯-৪১।।

বৃহস্পতি বললেন -পূর্বে রাজা উত্থান পাদের পুত্র ক্ষত্রিয় ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঁচবর্ষে পদার্পণ করলে মাতা-পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হণ।।৪২।।

তিনি গোবৰ্দ্ধন পর্বতে গিয়ে নারদের উপদেশে ছয়মাস পর্যন্ত মহান ব্রত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানপরায়ণ হলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণ প্রভু পরম প্রসন্ন হয়ে আকাশমন্ডলে নভোময় প্রীতিপদ প্রদান করলেন।

ধ্রুবোহপি ভগবান্সাক্ষাৎ সর্বপূজ্যো বভূব হ।।
দিক্‌পতিঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভগণানাং পতিঃস্বয়ম্।।৪৬।
নভঃপতিঃ কালকরঃ শিশুমারপতিসস বৈ।
পঞ্চতত্ত্বা হি বৈ মায়া প্রকৃতিস্তৎপতিঃ স্বয়ম্।।৪৭।।
তস্মাদ্ধারায়াং সংভূতো ভৌমো নাম মহাগ্রহঃ।
জলদেব্যাস্ততো জাতঃ শুক্রো নাম মহাগ্রহঃ।।৪৮।।
বহ্নিদেব্যাং ততো জাতশ্চাহং তত্র মহাগ্রহঃ।
বাসুদেব্যাং ধ্রুবাজ্জাতঃ কেতুর্নাম মহাগ্রহঃ।।৪৯।।
গ্রহভূতঃ স্থিতস্তত্র নভোদেব্যাং তদুদ্ভবঃ।
রাহুনাম তথা ঘোরো মহাগ্রহ উপগ্রহঃ।।৫০।।
পূর্বস্যাং দিশি বৈ তস্মাজ্জাতশ্চৈরাবতো গজঃ।
আগ্নেয্যাং দিশি বৈ তস্মাৎপুন্ডরীকো গজোহ ভবৎ।।৫১।।
বামনঃ কুমুদরশ্চৈব পুষ্পদন্তঃ ক্রমাদগজাঃ।
সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকো নভোদিক্ষু তু তৎসুতাঃ।।৫২।।

মায়াশক্তির দ্বারা তাঁর পরম রম্য মুখ দেখে দশদিকে ধ্রুবকে স্বামী বলে মনে করে ভক্তি ভাবে বিনম্র হলেন।ধ্রুবত্ত সাক্ষাৎ ভগবানের পুজ্য হলেন। তিনি স্বয়ং ভগবানের পতি দিক্‌পতি হলেন।। ৪৩-৪৬।।

নভোপতি কালকর এবং তিনি শিশুমার পতি ছিলেন। পঞ্চতত্ত্ব ময়ী প্রকৃতির পতি হলেন। এই কারণে ধরাতে ভৌম নামক মহাগ্রহ উৎপন্ন হল। অনন্তর জলদেবী শুক্র নাম্নী সেখানে মহাগ্রহ উৎপন্ন হল।। তারপর বহ্নিদেবীতে সেখানে মহাগ্রহ সমুৎপন্ন হল। বাসুদেবীতে ধ্রুবর থেকে কেতু নামক মহাগ্রহ জন্ম ধারণ করল।। ৪৭-৪৯।।

সেখানে গ্রহভূত হয়ে তিনি স্থিত হলেন। তার উদ্ভব নভোদেবীতে হয়েছিল। রাহু নামক মহাগ্রহ অতিঘোর উপগ্রহ ছিল। পূর্ব দিকে ঐরাবত হাতী তার থেকে সমুৎপন্ন হয়েছিল।। ৫০।।

অগ্নি দিশাতে তার থেকে পুন্ডরীক নামক গজ উৎপন্ন হয়েছিল। বামন-কুমুদ এবং পুষ্প দন্ত গজ তথা সার্বভৌম সুপ্রতীক ক্রমান্বয়ে গজ

প্রত্যহং স হরেঃ ক্রীড়াং বৃন্দাবনমহোত্তমে।
শিবপ্রসাদাৎ প্রত্যক্ষাং দৃষ্ট্বা হর্ষমবাপ্তবান্।।৬৪।।
যস্য পুত্রবিবাহে চ ভগবান্ভক্তবৎসলঃ।
যাদবৈস্সহ সংপ্রাপ্তস্তস্য বাঞ্ছিতদায়কঃ।।৬৫।।
পুরীং কাশীং সমাগম্য নরশ্রীর্ভক্তরাট্ স্বয়ম্।
রামানন্দস্য শিষ্যহ ভূদ্বিষ্ণুধর্ম বিশারদঃ।।৬৬।।
কদাচিদ্ভগবানত্রিগঙ্গকুলেহ নসূয়য়া।
সার্দ্ধং তপো মহৎ কুবন্ব ক্ষধ্যানপরোহ ভবৎ।।৬৭।।
তদা ব্রহ্মা হরিশম্ভুঃ স্বস্ববাহনমাস্থিতাঃ।
বরং ব্রূহীতি বচনং তমাহুস্তে সনাতনাঃ।।৬৮।।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং স্বয়ভূতনয়ো মুনিঃ।
নৈব কিঞ্চিদ্বচঃ প্রাহ সংস্থিতঃ পরমাত্মনি।।৬৯।।

বৃন্দাবন মহোৎসবে প্রতিদিন তিনি ভগবান্ হরির ক্রীড়া শিবের অনুগ্রহে প্রত্যক্ষ রূপে দেখে অত্যন্ত হর্ষিত হগেত। তার পুত্রের বিবাহে ভক্তপ্রিয় ভগবান যাদকাণের সাথে বাঞ্ছিত আর্শীবাদ দিয়েছিলেন। কাশীপুরীতে এসে ভক্তের রাজা নরশ্রী স্বয়ং স্বামী রামানন্দের শিষ্য হলেন।। ৬৩-৬৬।।

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন - কোনো সময় ভগবান্ অত্রিমুনি গঙ্গাতটে অনসূয়ার সাথে মহাত্বা করতে ব্রহ্মার ধ্যানে তৎপর হলেন। সেই সময় ব্রহ্মা হরি এবং শম্ভু এই তিন দেব নিজ নিজ বাহনে সমারোহন করে সনাতন "তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ' -এই কথা বলেছিলেন। এই বচন শ্রবণ করে স্বয়ম্ভু পুত্র মুনি অত্রি কোনো কথা বলেননি কারণ সেই সময় তিনি পরমাত্মীয় সংলগ্ন ছিলেন।। ৬৭-৬৯।।

তস্য ভাবং সমালোক্য ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ।
অনসূয়াং তস্য পত্নীং সমাগম্য বচোহ ব্রুবন্।।৭০।।
লিঙ্গহস্তঃ স্বয়ং রুদ্রো বিষ্ণুস্তত্র সর্বদ্ধনঃ।
ব্রহ্মা কামব্রক্ষলোপঃ স্থিতস্তস্যাবশং গতঃ।
রতিং দেহি মদাঘূর্ণে নো চেৎপ্রার্ণাংস্ত্যজাম্যহম্।।৭১।
পতিব্রতাহনসূয়া চ শ্রুত্বা তেষাং বচোহ শুভম্।
নৈব কিঞ্চিদ্বচঃ প্রাহ কোপভীতা সুরাম্প্রতি।।৭২।।
মোহিতাস্তত্র তে দেবা গৃহীত্বা তাং বলাত্তদা।
মৈথুনায় সমুদ্যোগং চক্রুমার্যাবিমোহিতাঃ।।৭৩।।
তদা ক্রুদ্ধা সতী সা বৈ তাঞ্চশাপ মুনিপ্রিয়া।
মম পুত্রা ভবিষ্যন্তি যূয়ং কামবিমোহিতাঃ।।৭৪।।
মাহাদেবস্য বৈ লিঙ্গং ব্রহ্মণোহস্য মহাশিরঃ।
চরণৌ বাসুদেবস্য পূজনীয়া নরৈস্সদা।
ভবিষ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠা উপহাসোহয়মুত্তমঃ।।৭৫।।

সেই সনাতন তিনদেব তাঁর ভাব দেখে পত্নী অনসূয়ার কাছে গিয়ে রুদ্র স্বয়ং লিঙ্গকে হাতে নিয়ে বিষ্ণু তাঁর রস বর্দ্ধন করে এবং কাম ব্রক্ষলোপ ব্রক্ষাও সেখানে স্থিত হলেন। হে মহাঘূর্ণে, এখন তুমি রতি দান না দিলে আমরা প্রাণ ত্যাগ করব। পাতিব্রত ধর্মপূর্ণ পালন কারিনী এই অশুভ বচন শ্রবণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়াতুর হয়ে কোনো উত্তর দিলেন না।।৭০-৭২।।

সেখানে দেবগণ মোহিত হয়ে ছিলেন এবং সেই অনসৃয়াকে বলপূর্বক গ্রহণ করে তথা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তাঁর সঙ্গে বলপূর্বক মৈথুন করতে উদ্যত হলেন। তাদের দেখে মুণি, প্রিয়া প্রচন্ড ক্রোধে তাদের শাপ দিলেন - তোমরা কাম বিমোহিত হয়ে অতএব তোমরা সকলে আমার পুত্র রূপে জন্ম নেবে।। ৭৩-৭৪।।

মহাদেবের এই লিঙ্গ-ব্রক্ষার মহাশির এবং বিষ্ণুর চরণ মনুষ্য সদা পূজা করবে। হে সুর শ্রেষ্ঠ, আপনারা এই প্রকারে পূজার যোগ্য হবেন এবং এটি উত্তম উপহাস হবে।। ৭৫।।

প্রভাসো বৈ শান্তিপুরে ব্রহ্মজাতাং সমুদ্ভবঃ।
শুক্লদত্তস্য তনয়ো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ।
ইতি তে বসুমাহাত্ম্যং ময়া শৌনক বর্ণিতম্।।৮৮।।

।। চৈতন্য বর্ণন মে জগন্নাথ মাহাত্ম্য ।।

ভট্টোজিস্স চ শুদ্ধাত্মা শিবভক্তিপরায়ণঃ।
কৃষ্ণচৈতন্য মাগম্য নমস্কৃত্য বচোহ ব্রবীৎ।।১।।
মহাদেবো গুরু স বৈ শিব আত্মা শরীরিরিনাম্।
বিষ্ণুব্রহ্মা চ তদাযো তর্হি তৎপূজনেন কিম্।।২।।
ইতি শ্রুত্বা স যজ্ঞাংশো বিংশদব্দবয়োবৃতঃ।
বিহস্যাহ স ভট্টোজিং নায়ং শম্ভুর্মহেশ্বরঃ।।৩।।
সমর্থো ভগবাঞ্ছম্ভুঃ কর্তা কিন্ন শরীরিনাম্।
ন ভর্তা চ বিনা বিষ্ণুং সংহতায়ং সদাশিবঃ।।৪।।

শুক্লাদত্তের পুত্র নিত্যানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। হে শৌনক সেই বসুগণের মাহাত্ম্য আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম।। ৮৬-৮৮ ।।

।। চৈতন্য বর্ণনে জগন্নাথ মাহাত্ম্য ।।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে জগন্নাথ মাহাত্ম্য বর্ণন করা হয়েছে।

সূতজী বললেন - সেই ভট্টোজী শুদ্ধাত্মা এবং শিব ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। সেই কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করে এই কথা বলেছিলেন- মহাদেব গুরু এবং শরীর ধারীগণের শিবাত্মা। বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা তাঁর দুই দাস। তাদের পূজন করে কি লাভ।। ১-২।।

একথা শ্রবণ করে ২০ বৎসর অবস্থা প্রাপ্ত যজ্ঞাংশ সহাস্যে ভট্টোজীকে বললেন -মহেশ্বর শম্ভু নন। সমর্থ ভগবান্ শম্ভু শরীরধারীগণের কি করবেন?

একমূর্তিংস্ত্রিধা জাতা ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ।
শাক্তমার্গেণ ভগবান্ব্রহ্মা মোক্ষদায়কঃ।।৫।।
বিষ্ণুর্বৈষ্ণবমার্গেন জীবাণাং মোক্ষদায়কঃ।
শম্ভূ র্বৈ শৈবমার্গেণ মোক্ষদাতা শরীরিণাম্।।৬।।
শাক্ত সদাশ্রমো গেহী যজ্ঞমুক্তিপতৃদেবগঃ।।
বানপ্রস্থাশ্রমী যো বৈ বৈষ্ণবঃ কন্দমূলভুক্।।৭।।
যত্যাশ্রমঃ সদা রৌদ্রো নির্গুণঃ শুদ্ধবিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচর্যাশ্রমস্তেষামনুগামী মহাশ্রমঃ।।৮।।
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং শিষ্যো ভূত্বা স বৈ দ্বিজঃ।
তৃতীয়াঙ্গ চ বেদানাং ব্যাচখ্যো পাণিনি কৃতম্।।৯।।
তদাজ্ঞয়া চ সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাস্সচকার হ।
তত্রোষ্য দীক্ষিতো ধীমানকৃষ্ণচৈতন্যসেবকঃ।।১০।।

বিষ্ণু ব্যতীত ভরণকারী কেউ নেই। শিব তো সদা সংহারকারী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তিনজনের একই মূর্তি শম্ভূ শৈব পদ্ধতিতে শরীর ধারীগণকে মোক্ষ প্রদান করেন। বিষ্ণু বৈষ্ণব মার্গে শরীর ধারীগণকে মোক্ষ দান করেন।। ৩-৬।।

শাক্ত সদাশ্রম গেহী এবং যজ্ঞ ভোক্তা পিতৃদেবগণের অনুগমনকারী। যিনি বানপ্রস্থ আশ্রমে স্থিত তিনি বৈষ্ণব এবং তিনি কন্দমূল উপভোগ করেন।। ৭।।

যত্যাশ্রম সদা রৌদ্র, যা নির্গুণ এবং যুদ্ধ বিগ্রহময়। তাঁদের অনুগামী মহাশ্ম হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম।। ৮।।

গুরুর, এই বচন শ্রবণ করে সেই দ্বিজ শিষ্য হলেন এবং তিনি তৃতীয় বেদাংশ ব্যাকরণ ব্যবস্থা মধ্যে ছিলেন।। ৯।।

তাঁর আজ্ঞাতে সেই ভট্টেজী দীক্ষিত সিদ্ধান্ত কৌমুদী রচনা করেন। পরম ধীমান্ কৃষ্ণ চৈতন্যের শিষ্য দীক্ষিত সেখানে থেকে তা রচনা করেছিলেন।। ১০।।

বরাহমিহিরো ধীমান্স চ সূর্যপরায়ণঃ।
দ্বাবিংশাব্দে চ যজ্ঞাংশে তমাগত্য বচোবকবীৎ।।১১।।
সূর্যোঽয়ং ভগবান্নাক্ষাৎত্রয়ো দেবা যতোহ ভবন্।
প্রাতব্রহ্মা চ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুঃ সায়ং সদাশিবঃ।।১২।।
অতো রবেঃ শুভা পূজা ত্রিদেবযজনেন কিম্।
ইতি শ্রুত্বা স যজ্ঞাংশে বিহস্যাহ শুভং বচঃ।।১৩।।
দ্বিধা বভূব প্রকৃতিরপরা চ পরা তথা।
নামমাত্র তথা পুষ্পমাত্রা তন্মাত্রিকা তথা।।১৪।।
শব্দমাত্রা স্পর্শমাত্রা রূপমাত্রা রসা তথা।
গন্ধমাত্রা তথা জ্ঞেয়া পরা প্রকৃতিরষ্টধা।।১৫।।
অপরায়াং জীবভূতা নিত্যশুদ্ধা জগন্ময়ী।
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খ মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতি জ্ঞেয়া প্রকৃতি শ্চাপরাষ্টধা।।১৬।।

সূতজী বললেন -ধীমান্ বরাহ মিহির সূর্যদেবের উপাসনা পরায়ণ ছিলেন। যখন যজ্ঞাংশ ২২বর্ষের হন তখন তার কাছে এসে বলেছিলেন- তিনি ভগবান সূর্য। তিনবড় দেবতা তাঁর থেকেই উৎপন্ন। প্রাতঃকালে ব্রহ্মা -মধ্যাহ্নে বিষ্ণু এবং সায়ংকালে সদাশিব সমুৎপন্ন হন।। ১১-১২।।

এই কারণে সূর্যদেব পূজাভিন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বরের পূজাতে কি লাভ। যজ্ঞাংশ সেকথা শ্রবণ করে সহাস্যে বললেন - প্রকৃতি পরা এবং অপরা দুই প্রকারের । নামমাত্রা তথা পুষ্পমাত্রা তথা গন্ধ মাত্রা এই প্রকার পরাপ্রকৃতি ৮ প্রকার।। ১৩-১৪।।

অপরা প্রকৃতিতে জীবভূতা নিত্য শুদ্ধাজগন্ময়ী ভূমি-জল-তেজ-বায়ু-আকাশ-মন-বুদ্ধি এবং অহংকার এই সকল ৮প্রকার অপরা প্রকৃতি।। ১৫-১৬।।

বিষ্ণুর্ব্রহ্মা মহাদেবো গণেশো যমরাড় গুহঃ।
কুবেরো বিশ্বকর্মা চ পরা প্রকৃতির্দেবতা।।১৭।।
সুমেরুর্বরুণো বহ্নিবায়ুশ্চৈব ধ্রুবস্তথা।।
সোমো রবিস্তথা শেষোহপরা প্রকৃতিদেবতা।।১৮।।
অতঃ সোমবতী রুদ্রো রবিঃ স্বামী বিধিঃস্বয়ম্।
শেষস্বামী হরিঃ সাক্ষান্নমস্তেভ্যো নমোনমঃ।।১৯।।
ইতি শ্রুত্বা তদা বিপ্রঃ শিষ্যো ভূত্বা চ তদ্গুরোঃ।
তদাজ্ঞয়া চতুর্থাঙ্গং জ্যোতিঃ শাস্ত্রং চকার হ।।২০।।
বরাহসংহিতা নাম বৃহজ্জাতকমেব হি।
ক্ষুদ্রন্তত্রাংস্তথান্যন্ধে কৃত্বা তত্র স চাবসৎ।।২১।।
বাণীভূষণ এবাপি শিবভক্তি পরায়ণঃ।
কৃষ্ণচৈতন্য মাগম্য বচঃ প্রাহ বিনম্রধীঃ।।২২।।
বিষ্ণুমায়া জগদ্ধাত্রী সৈকা প্রকৃকিরুৎ কৃতা।
তয়া জাতমিদং বিশ্বং বিশ্বদ্দেবসমুদ্ভবঃ।।২৩।।

বিষ্ণু-ব্রহ্মা-মহাদেব-গনেশ-যাংট্-গৃহ কুবের এবং বিশ্বকর্মা এই সকল পরা প্রকৃতি দেবতা। সুমেরু -বরুণ-বহ্নি-বায়ু-ধ্রুব-সোম-রবি তথা শেষ এই সকল অপরা প্রকৃতি দেবতা। এই কারণে সোম স্বামী রুদ্র এবং রবি স্বামী স্বয়ং ব্রহ্মা, শেষস্বামী হরি- তাঁদের বারংবার নমস্কার।। ১৭-১৯।।

এই সকল শ্রবণ করে সেই বিপ্রবরাহ মিহির শৈব্য হয়ে গুরুআজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে চতুর্থ বেদাংগ জ্যোতিষ শাস্ত্র রচনা করেন।। ২০।।

বরাহ সংহিতা নামক এবং বৃহজ্জাতক নামক অদ্যতন্ত্রের ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করে সেখানে স্থিত হলেন।। ২১।।

সূতজী বললেন বানীভূষণ শিব ভক্তিতে পরম পরায়ণ ছিলেন। তিনিও কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বিনম্র ভাবে বললেন - বিষ্ণু মায়া জগৎধাত্রী। তা এক প্রকৃতি উদ্বৃত্ত। তার থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং

বিশ্বেদেবস্স পুরুষশশক্তিজো বহুধা ভবৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুহরশ্চৈব দেবাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
অতো ভগবতী পূজ্যা তর্হি তৎপূজনেন কিম্।।২৪।।
ইতি শ্রুত্বা স যজ্ঞাংশো বিহস্যাহ দ্বিজোত্তমম্।
ন বৈ ভগবতী শ্রেষ্ঠা জড়রূপা গুণাত্মিকা।।২৫।।
একা সা প্রকৃতিমায়া রচিতুজগতাং ক্ষমো।
পুরুষস্য সহায়েন যোষিতেব নরস্য চ।।২৬।।
দেবীভাগবতে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধেয়ং কথা দ্বিজ।
কদাচিৎ প্রকৃতিদেবী স্বেচ্ছয়েদং জগৎখলু।।২৭।।
নির্মিতং জড়ভূতং তদ্বলুধা বোধিতং তয়া।
ন চৈতন্যমভূদ্বিপ্রা বিস্মিতা প্রকৃতিস্তদা।।২৮।।

বিশ্বদেব থেকে এই বিশ্বউদ্ভূত। বিশ্বের বহুধা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-এবং হর এই সব দেবপ্রকৃতি থেকেই সম্ভূত। এই কারণে ভগবতীরই যজন করা উচিৎ এই সত্বের পূজন করে কি লাভ ?।। ২২-২৪।।

সেই ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করে সেই যজ্ঞাংশ সহাস্যে দ্বিজোত্তমকে বললেন ভগবতী শ্রেষ্ঠ নন। তিনি তো জড় রূপী এবং গুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্বাদি তিন গুনের স্বরূপময়ী। তিনি এক প্রকৃতি মায়া জগতের রচনা করতে ক্ষমপুরুষের সহায়তা করতে উৎপন্ন হন।। যেমন কোনো স্ত্রী পুরুষের সহায়তায় জগৎ সৃষ্টি হয়। হে দ্বিজ, এই কথা দেবী ভাগবত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। কদাচিৎ প্রকৃতি দেবী নিজ ইচ্ছাতে এই জগৎ নির্মাণ করেছিলেন, যখন তিনি জড়ভূত ছিলেন। হে বিপ্র তখন সেই প্রকৃতি প্রভূত বিস্মিত হলেন।। ২৫-২৮।।

শূন্যভূতং চ পুরুষং চৈতন্যং সমতোষয়ৎ।
প্রবিষ্টো ভগবান্দেবীমায়াজনিতগোলকে।।২৯।।
স্বপ্নবদ্ধা স্বয়ং জাতশ্চৈতন্যমভবজ্জগৎ।
অতঃ শ্রেষ্ঠঃ স ভগবান্পুরুষো নির্গুণঃ পরঃ।।৩০।।
প্রকৃত্যাং স্বেচ্ছয়া জাতো লিঙ্গরূপস্তদাহ ভবৎ।।
পুংলিঙ্গ প্রকৃতৌ জাতঃ পুংলিঙ্গহয়ং সনাতনঃ।।৩১।।
স্ত্রীলিঙ্গ প্রকৃতৌ জাতঃ স্ত্রীলিঙ্গোহয়ং সনাতনঃ।
নপুংস্ক প্রকৃতৌ জাতঃ ক্লীবরূপঃ স বৈ প্রভুঃ।।৩২।।
অব্যয়প্রকৃতৌ জাতো নির্গুণোহয় মধোক্ষজঃ।
নমস্তস্মৈ ভগবতে শূন্যরূপায় সাক্ষিণে।।৩৩।।
ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং শিষ্যো ভূত্বা স বৈ দ্বিজঃ।
ত্রিবিংশাব্দে চ যজ্ঞাংশে তত্র বাসমকারয়ৎ।।৩৪।।

তখন শূন্যভূত চৈতন্য পুরুষকে সম্যক্‌রূপে তিনি সন্তুষ্ট করলেন। তখন ভগবান্ সেই দেবীমায়া দ্বারা জনিত গোলকে প্রবেশ করলেন। তখন স্বপ্ন হল এবং সমস্ত জগৎ চৈতন্য হয়ে গেল। অতএব সেই ভগবান্ পুরুষই শ্রেষ্ঠ, যিনি নির্গুণ এবং পর।। ২৯-৩০।।

প্রকৃতিতে যখন স্বয়ং উৎপন্ন হলেন সেই সময় তিনি লিংগরূপ হয়ে গেলেন। পুংলিঙ্গ প্রকৃতিতে উৎপন্ন তিনি সনাতন পুংলিঙ্গ । যখন স্ত্রীলিংগ প্রকৃতিতে তিনি জাত হলেন, তখন তিনি সনাতন স্ত্রীলিংগ হলেন। নপুংসক প্রকৃতিতে যখন তিনি জাত হলেন তখন সেই প্রভু ক্লীব রূপী হলেন।। ৩১-৩২।।

অব্যয় প্রকৃতিতে জাত হয়ে তিনি নির্গুণ অধোযাত হলেন। সেই শূন্যরূপী সাক্ষীস্বরূপ বোধস্থিত ভগবানকে নমস্কার।। ৩৩।।

যজ্ঞাংশের এই কথা শ্রবণ করে সেই দ্বিজ ও তাঁর শিষ্য হয়ে গেলেন এবং যজ্ঞাংশত ২৩ বৎসর বয় প্রাপ্ত হলে সেখানে তিনি নিজ নিবাস

ছন্দোগ্রন্থং তু বেদাঙ্গং স্বনাম্না তেন নির্মিতম্।
রাধাকৃষ্ণপরং নাম জপ্ত্বা হর্ষমবাপ্তবান্।।৩৫।।
ধন্বন্তরিদ্বিজো নাম ব্রহ্মভক্তিপরায়ণঃ।
কৃষ্ণচৈতন্য মাগম্য নত্বা বচনমব্রবীৎ।।৩৬।।
ভবাংস্তু পুরুষঃ শ্রেষ্ঠো নিত্যশুদ্ধস্সনাতনঃ।
জড়ভূতা চ তন্মায়া সমর্থো ভগবান্নবয়ম্।।৩৭।।
নিত্যোঽব্যক্তঃ পরঃ সূক্ষ্মস্তস্মাৎ প্রকৃতিরুদ্ভবঃ।
অতঃ পূজ্যস্স ভগবান্প্রকৃত্যাঃ পূজনেন কিম্।।৩৮।।
ইতি শ্রুত্বা বহিস্যাহ যজ্ঞাংশসসর্বশাস্ত্রগঃ।
নায়ং শ্রেষ্ঠস্স পুরুযো ন ক্ষেমঃ প্রকৃতিং বিনা।।৩৯।।
পুরাণে চৈব বারাহে প্রসিদ্ধেয়ং কথা শুভা।
কদাচিৎপুরুযো নিত্যো নামমাত্রঃ স্বকেচ্ছয়াঃ।
বভূব বহুধা তত্র যথা প্রেতস্তথা স্বয়ম্।।৪০।।

করলেন।। তিনি বেদাঙ্গ স্বরূপ চন্দ্রগ্রন্থ রচনা করলেন এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের নাম জপ করে পরমহর্ষ প্রাপ্ত হলেন।। ৩৪-৩৫।।

সূতজী বললেন - ধন্বন্তরি নামধারী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি ব্রহ্ম ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। তিনি মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈত্যের কাছে গিয়ে বললেন - আপনি তো শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নিত্য শুদ্ধ এবং সনাতন। তার যে মায়া তা তো জড়ভূত। ভগবান্ স্বয়ং সর্বপ্রকারে সমর্থ।। নিত্য -অব্যক্ত-পর-সূক্ষ্ম। তাঁর থেকে প্রকৃতি উদ্ভূত। এই কারণে সেই ভগবান্ পূজ্য। এই প্রকৃতির যজন কি লাভ ? ।। ৩৬-৩৮।।

সেই ধন্বন্তরির বচন শ্রবণ করে সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গম যজ্ঞাংশ সহাস্যে বললেন - সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ নন। তিনি প্রকৃতি বিনা কিছু করতে সমর্থ নন। বরাহ পুরাণে এই শুভ কথা অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। কোনো সময়ে নিত্য নামমাত্র পুরুষ স্বেচ্ছায় স্বয়ং প্রস্থ প্রকার হয়ে ছিলেন, যেমন কোনো প্রেত হয়। সেখানে পুরুস জগৎ রচনা কার্যে অসমর্থ ছিলেন। তখন তিনি

অসমর্থো বিরচিতুং জগন্তি পুরুষঃ পরঃ।
তুষ্টাব প্রকৃতি দেবীং চিরকালং সনাতনীম্।।৪১।।
তদা দেবী চ তং প্রাপ্য মহত্তত্বং চকার হ।
সোহ হংকারশ্চ মহতো জাতস্তন্মাত্রিকাস্ততঃ।।৪২।।
মহাভূতান্যতোহ প্যাসংস্তৈঃ সঞ্জাতমিদং জগৎ।।৪৩।।
অতস্সনা তনৌ চোভৌ পুরুষাৎ প্রকৃতিঃ পরা।
প্রকৃতেঃ পুরুষশ্চৈব তস্মাত্তাভ্যাং নমোনমঃ।।৪৪।।
ইতি ধন্বন্তরিঃ শ্রুত্বা শিষ্যো ভূত্বা চ তদ্ গুরোঃ।
তত্রোষ্যচৈব বেদাঙ্গং কল্পবেদং চকার হ।
সুশ্রতাদপরে চাপি শিষ্যা দন্বন্তরেঃ স্মৃতাঃ।।৪৫।।
জয়দেবস্য বৈ বিপ্রো বৌদ্ধমার্গপরায়ণঃ।
কৃষ্ণচৈতন্যমাগম্য পঞ্চবিংশবয়োবৃতম্।
নত্বোবাচ বচো রম্যং স চ শ্রেষ্ঠ উষাপতিঃ।।৪৬।

প্রকৃতি দেবীর চিরকাল পর্যন্ত স্তুতি করলেন। সেই সময় দেবী তাকে প্রাপ্ত করে মহত্তত্ত্ব রচনা করলেন। তিনি অহংকার মহৎ থেকে উৎপন্ন হলেন এবং সেই অহংকার পাঁচ তন্মাত্রিকা থেকে উৎপন্ন ।।৩৯-৪২।।

পুনরায় সেই পঞ্চতন্মাত্রিকা থেকে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হল। সেই মহাভূতের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হল। এই কারণে তাঁরা দুজনেই সনাতন। পুরুষ থেকে প্রকৃতি পর এবং প্রকৃতি থেকে পুরুষ পর। এই কারণে সেই দুইজন পুরুষ প্রকৃতিকে বার বার প্রণাম।।৪৩-৪৪।।

ধন্বন্তরি যজ্ঞাংশের বচন শ্রবণ করে সেই গুরুর শিষ্য হয়ে গেলেন এবং সেখানেই নিবাস করতে করতে বেদাংগ স্বরূপ কল্প বেদ রচনা করলেন।। সুশ্রুত ধন্বন্তরির অপর শিষ্য ছিলেন।।৪৫।।

সূতজী বললেন -একজয়দেব নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি বৌদ্ধধর্ম মার্গ পরায়ণ ছিলেন। যখন মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য ২৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন তখন তাঁর কাছে জয়দেব এসেছিলেন। তিনি যজ্ঞাংশকে নমস্কার

যস্য নাভেরভূৎপদ্মং ব্রহ্মণা সহ নির্গতম্।
অতস্য ব্রহ্মসূনাম সামবেদেষু গীয়তে।।৪৭।।
বিশ্বো নারায়ণস্সাক্ষোদ্যস্য কেতৌ সমাস্থিতঃ।
বিশ্বকেতুরতো নাম ন নিরুদ্ধোহনিরুদ্ধকঃ।।৪৮।।
ব্রহ্মবেলা চ তৎপত্নী নিত্যা চোষা মহোত্তমা।
স বৈ লোকহিতার্থায় স্বয়মর্চাবতারকঃ।।৪৯।।
ইতি শ্রুত্বা বিবস্যাহ যজ্ঞাংশস্তং দ্বিজোত্তমম্।
বেদোনারায়ণঃ সাক্ষাৎপূজনীয়ো নরৈঃ সদা।।৫০।।
ততঃ কালস্ততঃ কর্ম ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে।
ধমাত্বামঃ সমুদ্ভুত কামপত্নী রতি স্বয়ম্।।৫১।।
রত্যাং কামাৎসমুদ্ভুতোহনিরুদ্ধো নাম দেবতা।
উষা সা তস্য ভগিনী তেন সার্দ্ধং সমুদ্ভবা।।৫২।।

করে সেই ঊষাপতি শ্রেষ্ঠ দ্বিজ পরমসুন্দর বচনে বললেন- যাঁর নাভি থেকে পদ্মাসন ব্রহ্মা নির্গত হয়েছিলেন, এই কারণে তিনি ব্রহ্মসূনামে সামবেদে গীত হতেন। বিশ্বসাক্ষাৎ পরায়ণ যার কেতুতে সমাস্থিত, এই কারণে বিশ্বকেতু এই নামে তিনি পরিচিত, তার নাম নিরুদ্ধ বা অনিরুদ্ধ নয়।।৪৮।।

ব্রহ্মবেলা তাঁর পত্নী যিনি নিত্যা এবং মহোত্তমা যা এবং তিনি লোকহিত করতে স্বয়ং অর্চাবতাক।।৪৯।।

জয়দেবের এই কথা শ্রবণ করে যজ্ঞাংশ সহাস্যে বললেন- বেদ সাক্ষাৎনারায়ণ, অতএব নরের দ্বারা তিনি সদা পূজ্য। অনন্তর তাকে কাল-কর্ম এবং ধর্মক্রমে প্রবৃত করেন। ধর্ম থেকে কাম সমুদ্ভূত এবং কাম পত্নী স্বয়ং রতি। রতিতে কামের দ্বারা অনিরুদ্ধ দেবতা জন্মধারণ করেন। ঊষাদেবী তার ভগিনী, তাঁর সার্থেহ্ তিনি উদ্ভূত হন।।৫০-৫২।।

কালো নাম স বৈ কৃষ্ণো রাধা তস্য সহোদরা।
কর্মরূপঃ স বৈ ব্রহ্মা নিয়তিস্তৎসহোদরা।।৫৩।।
ধর্মরূপো মহাদেবঃ শ্রদ্ধা তস্য সহোদরা।
অনিরুদ্ধঃ কথং চেশো ভবতোক্তঃ সনাতনঃ।।৫৪।।
ত্রিধা সৃষ্টিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডে স্থুলা সূক্ষ্মা চ কারণা।
স্থুলসৃষ্টয়ে সমুদ্ভূতো দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।।৫৫।।
নারায়ণী চ তচ্ছক্তিস্তয়োর্জলসমুদ্ভবঃ।
জলাজ্জাতস্স বৈ শেষস্তস্যোপরি সমাস্থিতৌ।।৫৬।।
সুপ্তে নারায়ণে দেবে নাভেঃ পঙ্কজমুত্তমম্।
অনন্তয়োজনায়ামমুদভূচ্চ ততো বিধিঃ।।৫৭।।
বিধেঃ স্থলময়ী সৃষ্টি দেবতির্য্যঙনরাদিকা।
সূক্ষ্মসৃষ্টয়ে সমদ্ভুতঃ সেহনিরুদ্ধ উষাপতিঃ।।৫৮।।
ততো বীর্যময়ং তোয়ং জাতং ব্রহ্মাণ্ডমস্তকে।

কালধামধারী তিনিই কৃষ্ণ এবং রাধা তাঁর সহোদরা। কর্মরূপী তিনি ব্রহ্মা, তাঁর সহোদরা নিয়তি। ধর্মরূপী মহাদেব, তাঁর সহোদরা শ্রদ্ধা। এই ব্রহ্মাণ্ডে তিন প্রকার সৃষ্টি আছে - এক স্থূলা, দুই সূক্ষ্মা এবং তিন কারণা। স্থূল সৃষ্টির জন্য বেদনারায়ণ স্বয়ং সমুদ্ভূত হয়েছেন, এবং তাঁর শক্তি নারায়ণী। সেই দুই জনের থেকে জলের জন্ম হয়েছে। জল থেকে শেষ সমুৎপন্ন। তার উপর তারা সমাস্থিতা। নারায়ণ দেব সুপ্ত হলে তাঁর নাভি থেকে উত্তম পংকজ উৎপন্ন হয়েছিল যার আয়াম অনন্ত যোজন বিস্তৃত, তার থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ৫৩-৫৭।।

সেই ব্রহ্মা থেকে দেব তির্যক এবং নর প্রভৃতি স্থূলময়ী সৃষ্টি হয়েছিল। সূক্ষ্ম সৃষ্টির জন্য ঊষাপতি অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন। তার থেকে ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকে বীর্যময় তোর উৎপন্ন হয়েছিল। সেই বীর্য থেকে শেষ উৎপন্ন হয তার

বীর্যাজ্জাতস্য বৈ শেষস্তস্যোপরি স চাস্থিতঃ।।৫৯।।
তস্য নাভেসমুদ্ভুতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সূক্ষ্মসৃষ্টিস্ততো জাতা যথা স্বপ্নেপি দৃশ্যতে।।৬০।।
হেতু সৃষ্ট্যৈ সমুদ্ভুতো বেদো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
বেদাৎকালস্ততঃ কর্ম ততো ধর্মাদয়ঃ স্মৃতাঃ।।৬১।।
ত্বদ্গুরুশ্চ জগন্নাথ উঙদেশনিবাসকঃ।
ময়া তত্রৈব গন্তব্যং সশিশেষ্যনাদ্য ভো দ্বিজাঃ।।৬২।।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং কৃষ্ণচৈতন্যকিঙ্করাঃ।
স্বাস্বাঙ্গিষ্যান্নমাহূয় তৎপশ্চাৎ প্রযযুশ্চ তে।।৬৩।।
শাংকরা দ্বাদশগণা রামানুজমুপাযযুঃ।
নামদেবাদয়স্তত্র গণাসপ্ত সমাগতাঃ।।৬৪।।
রামানন্দং নমস্কৃত্য সংস্থিতাস্তস্য সেবকাঃ।
রোপনশ্চ তদাগত্য স্বশিষ্যৈবহুভিবৃতঃ।।৬৫।।

উপর তিনি স্থিত তাঁর নাভি থেকে লোক পিতামহ উৎপন্ন হন। সেই ব্রহ্মা থেকে সূক্ষ্ম সৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছিল। হেতু সৃষ্টির জন্য বেদ স্বয়ং নারায়ণ উৎপন্ন হয়েছিল। বেদ থেকে কাল -কাল থেকে কর্য এবং কর্য থেকে ধর্ম প্রভৃতি উদ্ভব ।। ৫৮-৬১।।

আপনার শুরু জগন্নাথ ঔড্রদেশ নিবাসী ছিলেন, হে দ্বিজগণ, আমাকে শিষ্যগণের সঙ্গে সেখানেই জানুন। এই প্রকার বচন মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যের কিংকরগণ শ্রবণ করলেন এবং সকলে নিজ নিজ শিষ্যদের ডেকে তার পশ্চাতে চলতে লাগলেন।। ৬২-৬৩।।

ভগবান শংকরাচার্যের বারগণ রামানুজের সমীপে এলেন। সেখানে নামদেবদি সাতগণ এসেছিলেন।। তাদের সেবক স্বামী রামানন্দকে নমস্কার করে সেখানে স্থিত হলেন এবং রোষণ সেই সেখানে শিষ্যগণের সাথে সেখানে এলেন।। ৬৪-৬৫।।

কৃষ্ণচৈতন্যমাগম্য নমস্কৃত্য স্থিতঃ স্বয়ম্।
জগন্নাথপুরীং তে বৈ প্রযযুভক্তি তৎপরাঃ।।৬৬।।
নিধয়ঃ সিদ্ধয়স্তত্র তেষাং সেবার্থমাগতাঃ।
সর্বে চ দশসাহস্রা বৈষ্ণবাঃ শৈবশাক্তকৈঃ।।৬৭।।
যজ্ঞাংশং চ পুরস্কৃত্য জগন্নাথপুরীং যযুঃ।
অর্চাব তারো ভগবাননিরুদ্ধ উষাপতিঃ।।৬৮।।
তদাগমনমালোক্য দ্বিজরূপধরো মুনিঃ।
জগন্নাথঃ স্বয়ং প্রাপ্তো যত্র যজ্ঞাং শাকাদয়ঃ।।৬৯।।
যজ্ঞাংশস্তং সমালোক্য নত্বা বচনমব্রবীৎ।
কিং মতং ভবতা জাতং কলৌ প্রাপ্তে ভয়ানকে।।৭০।।
তৎসর্বং কৃপায় ব্রূহি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং জগন্নাথো হরিঃ স্বয়ম্।
উবাচ বচনং রম্যং লোকমঙ্গলহে তবে।।৭১।।
মিশ্রদেশোদ্ভবা ম্লেচ্ছাঃ কাশ্যপেনৈব শাসিতাঃ।
সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণেন ব্রহ্মবর্ণমুপাগতাঃ।।৭২।।

তিনি মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যকে নমস্কার করে স্বয়ং সেখানে স্থিত হলেন। তার সকলে ভক্তিভাবে তৎপর হয়ে উৎপন্নাথ পুরীতে চলে গেলেন। সমস্ত নিধিগণ এবং সমগ্র দিদ্ধিগণ সেখানে তার সেবা করতে উপস্থিত হন। তার সকলে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্তগণের সঙ্গে সংখ্যায় দশসহস্র ছিলেন। তার সকলে যজ্ঞাংশকে অগ্রভাগে স্থাপন করে জগন্নাথ পুরীতে আগত হলেন। অর্চাবতার ভগবান্ উষাপতি অনিরুদ্ধ সকলকে আগত দেখে দ্বিজ রূপ ধারণ করে মুনি জগন্নাথ স্বয়ং সেখানে প্রাপ্ত হলেন।। ৬৭-৬৯।।

যজ্ঞাংশ তাদের দেখে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং বললেন - এই ভয়ানক কলিযুগে আপনারা কোন্ মত জ্ঞাত আছেন? কৃপাপূর্বক তা বলুন। আমি তত্ত্বরূপে তা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। একথা শ্রবণ করে জগন্নাথ হরি স্বয়ং পরম রম্য বচন লোক মংগলের জন্য বললেন।। ৭০-৭১।।

মিশ্র দেশে উৎপন্ন ম্লেচ্ছ কাশ্যপ শাসন করেছিলেন। শূদ্রবর্ণে থেকে সংস্কৃত হয়ে তারা ব্রহ্মবর্ণে উপগত হন। এখন শিখা এবং সূত্র ধারণ করে

শিখাসূত্রং সমাধায় পঠিত্বা বেদমুত্তমম্।
যজ্ঞৈশ্চ পূজয়ামাসুর্দেবদেবং শচীপতিম্।।৭৩।।
দুঃখিতো ভগবানিন্দ্রঃ শ্বেতদ্বীপমুপাগতঃ।
স্তুত্যা মাং বোধয়ামাস দেবমঙ্গঁলহে তবে।।৭৪।।
প্রবদ্ধং মাং বচঃ প্রাহ শৃণু দেব দয়ানিধে।
শূদ্রসংস্কৃতমন্নং চ খাদিতুং ন দ্বিজোহ ইতি।।৭৫।।
তথা চ শূদ্রজনিতৈর্যজ্ঞৈস্তৃপ্তিং ন চাপ্নুয়াম্।
কাশ্যপে স্বর্গতে প্রাপ্তে মাগধে রাজ্ঞি শাসতি।।৭৬।।
মম শত্রুর্বলিদৈত্যঃ কলিপক্ষমুপাগতঃ।
নিস্তেজাশ্চ যথাহংস্যাং তথা বৈকতুমুদ্যতঃ।।৭৭।।
মিশ্রদেশোদভবে ম্লেচ্ছে সাংস্কৃতী তেন সংস্কৃতা।
ভষা দেববিনাশায় দৈত্যানাং বর্দ্ধনায় চ।।৭৮।।

উত্তমবেদ পাঠ করতে এবং যজ্ঞের দ্বারা শচীপতি মহেন্দ্রকে পূজন করতে লাগলেন।। ৭২-৭৩।।

দুঃখিত ভগবান্ ইন্দ্র শ্বেত দ্বীপে এলেন এবং স্তুতি দ্বারা দেবগণের মঙ্গলের জন্য আমাকে বোধিত করলেন। যখন আমি প্রবুদ্ধ হলাম তখন আমাকে এই কথা বলেছিলাম- হে দেব, হে দয়ানিধি, শ্রবণ করুন, শূদ্র দ্বারা সাধিত অন্ন দ্বিজের খাওয়ার যোগ্য নয়। এবং শূদ্রের দ্বারা কৃত যজ্ঞতে আমি তৃপ্ত হই না। কশ্যপ স্বর্গগত হলে মাগধ রাজাকে শাসন করতে আমার শত্রু দৈত্যরাজ বলি কলিযুগপক্ষে আগত হলেন। তিনি এমন কার্য করতে উদ্যত যার ফলে আমি তেজ হীন হয়ে যাব।। ৭৪-৭৭।।

মিশ্র দেশে জাত ম্লেচ্ছগণের মধ্যে যাঁরা সাংস্কৃতী ছিলেন তারা তাঁকে সংস্কৃত করলেন। সেই ভাষা দেবগণকে বিনাশ করার জন্য এবং চৈত্যগণকে বর্ধন করতে তিনি করলেন।। ৭৮।।

আর্য্যেষু প্রাকৃতী ভাষা দূষিতা তেন বৈ কৃতা।
অতো মাং রক্ষ ভগবন্তবন্তং শরণাগতম্।।৭৯।।
ইতি শ্রুত্বা তদাহং বৈ দেবরাজমুবাচ হ।
ভবন্তো দ্বাদশাদিত্যা গন্তুমর্মতি ভূতলে।।৮০।।
অহং লোকহিতার্থায় জনিষ্যামি কলৌ যুগে।
প্রবীণো নিপুণোহভিজ্ঞঃ কুশলশ্চ কৃতী সুখী।।৮১।।
নিষ্ণাতঃ শিক্ষিতশ্চৈব সর্বজ্ঞ সুগতস্তথা।
প্রবুদ্ধশ্চ তথা বুদ্ধ আদিত্যাঃ ক্রমতো ভবাঃ।।৮২।।
ধাতা মিত্রোহর্যমা শক্রোমেঘঃ প্রাংশুর্ভগস্তথা।
বিবস্বাংশ্চ তথা পূষা সবিতা ত্বাষ্ট্রবিষুকৌ।
কীকটে দেশ আগত্য তে সুরা জজ্ঞিরে ক্রমাৎ।।৮৩।।
বেদনিন্দাং পুরস্কৃত্য বৌদ্ধশাস্ত্রমচীকরণ্।
তেভ্যো বেদান্নমাদায় মুনিভ্যঃ প্রদদুসুরাঃ।।৮৪।।
বেদনিন্দা প্রভাবেণ তে সুরাঃ কুষ্ঠিনোহ ভবন্।
বিষুদেবমুপাগম্য তুষ্টুবুবৌদ্ধরূপিণম্।।৮৫।।

আর্যদের প্রাকৃত ভাষা তাঁরা দূষিত করলেন। এই কারণে হে ভগবান্ আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার শরণে রয়েছি একথা শ্রবণ করে সেই আমি দেবরাজকে বলেছিলাম - আপনি দ্বাদশ আদিত্য সহ ভূতলে যান এবং আমি লোকহিতের জন্য কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করব। প্রবীণ -নিপুণ-অভিজ্ঞ-কুশল-কৃতী-সুখী-নিষ্ণাত-শিক্ষিত-সর্বজ্ঞ এবং সুতহ-প্রবদ্ধ এবং বুদ্ধ এই সকল আদিত্য ক্রমান্বয়ে ছিলেন। ধাতা-মিত্র-অর্যমা-শক্র-মেঘ-প্রাংশু গর্ভ -বিবস্বান্-পূষা-সবিতা-ত্বষ্ট্র-বিষ্ণুক এই সুরগণ কীকট দেশে এসে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হন। তাঁরা সকলে প্রথমে বেদ নিন্দা করে পুনরায় বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সুরগণ সেই সকল বেদগ্রহণ করে মুণিগণকে দিয়েছিলেন।। ৭৯-৮৪।।

বেদ নিন্দার প্রভাবে তারা সকলে দেব কুষ্ঠী হয়ে গেলেন। তারা বিষ্ণুর কাছে এসে তাঁর স্তুতি করেছিলেন। হরি যোগবলে তাঁদের কুষ্ঠ নাশ

হরির্যোগবলেনৈব তেষাং কুষ্ঠমনাশয়ৎ।
তদ্দোষান্নগ্নভূতশ্চ বৌদ্ধস তেজসা ভবৎ।।৮৬।।
পূর্বাদ্ধাগ্নেমিনাথশ্চ পরাদ্ধাদ্বৌদ্ধ এব চ।
বৌদ্ধরজ্যবিনাশায় দারুপাষাণ রূপবান্।।৮৭।।
অহং সিন্ধুতটে জাতো লোকমঙ্গলহে তবে।
ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ নৃপতিঃ স্বর্গলোকাদুপাগতঃ।
মন্দিরং রচিতং তেন তত্রাহং সমুপাগতঃ।।৮৮।।
অদ্র স্থিতশ্চ যজ্ঞাংশপ্রসাদমহিমা মহান্।
সর্ববাঞ্ছিতদং লোকে স্থাপয়ামাস মোক্ষদম্।।৮৯।।
বর্ণধর্মশ্চ নৈবাত্র বেদধর্মস্তথা ন হি।
ব্রতং চাত্র ন যজ্ঞাংশমন্ডলে যোজনান্তরে।।৯০।।
যেনোক্তা যাবনী ভাষা যেন বৌদ্ধো বিলোকিতঃ।
তস্য প্রাপ্তং মহৎপাপং স্থিতোহ হং তদঘাপহঃ।
মাং বিলোক্য নরঃ শুদ্ধঃ কলিকালে ভবিষ্যতি।।৯১।।

করলেন। তাদের দোষ থেকে নগ্নভূত তেজ তেথে বৌদ্ধ হয়ে পূর্বাদ্ধে তারা নেমিনাথ হয়েছিলেন এবং পরার্দ্ধে তারা বৌদ্ধ হয়ে গেলেন। বৌদ্ধ রাজ্য বিনাশ করতে দারু পাষাণ রূপী হলেন।। ৮৭।।

আমি সিন্ধুতটে লোকমঙ্গলের জন্য জাত হলাম। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ লোক থেকে উপাগত হলেন। তিনি মন্দির রচনা করেন। সেখানে আমি আগত হলাম।। ৮৮।।

সেখানে স্থিত যজ্ঞাংশের প্রসাদের মহান্ মহিমা লোকের সমস্ত বাঞ্ছা প্রদানকারী তথা মোক্ষ প্রদানকারী। সেখানে যেকোনো বিশেষ বর্ণধর্ম ছিল না এবং কোনো বেদধর্মও ছিল না। এই যোজনান্তরে যজ্ঞাংশ মন্ডলে কোনো ব্রত নেই। যিনি যাবনী ভাষা বলেন, যিনি বৌদ্ধকে দেখেছেন, তিনি মহাপাপ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের পাপ অপহরণকারী সেখানে স্থিত আছেন। এই কলিতে আমাকে দর্শন করলে নর শুদ্ধ হন।। ৯০-৯১।।

।। অকবর বাদশাহ বর্ণন।।

ইতি শ্রুত্বা বলির্দৈত্যো দেবানাং বিজয়ং মহৎ।
রোষণং নাম দৈত্যেন্দ্রং সমাহূয় বচোঽব্রবীৎ।।১।।
সুতস্তিমিরলিঙ্গঁস্য সরূষো নাম বিশ্রুতঃ।
ত্বং সি তত্র সমাগম্য দৈত্যকার্যং মহৎকুরু।।২।।
ইতি শ্রুত্বা স বৈ দৈত্যো হৃদি বিপ্রাপ্তরোষণঃ।
ন নাশ বেদমার্গস্থাদেহলীদেশমাস্থিতঃ।।৩।।
পঞ্চবর্ষং কৃতং রাজ্যং তৎসুতো বাবরোহ ভবৎ।
বিংশদব্দং কৃতং রাজ্যং হোমায়ুস্তৎসুতোহ ভবৎ।।৪।।
হোমায়ুষা মদান্ধেন দেবতাশ্চ নিরাকৃতাঃ।
তে সুরাঃ কৃষ্ণচৈতন্যং নদীহোপবনে স্থিতম্।।৫।।

।। আকবর বাদশাহ বর্ণন ।।

এই অধ্যায়ে তিমির নিংগপুত্র মরুষাদির দেহলীতে রাজ্য বৃত্তান্ত তথা আকবর রাজ্য বৃত্তান্ত বর্ণন করা হয়েছে।

সূতজী বললেন - দৈত্য রাজবলি দেবতাদের বিজয় বার্তা শ্রবণ করে রোষণ নামক দৈতকে আহ্বান করে বললেন - তৈমুরলঙ্গের পুত্র সরুষ নামে প্রসিদ্ধ। তুমি সেখানে এসে দৈত্যদের মহান্ কার্য সম্পন্ন কর।।১-২।।

একথা শ্রবণ করে দৈত্য হৃদয়ে বিশেষ রূপে রোষ প্রাপ্ত হয়ে দেহলীতে আস্থিত হয়ে বেদমার্গে স্থিতগণকে নাশ করে ৫ বছর পর্যন্ত তিনি সেখানে রাজ্য শাসন করেছিলেন। পুনরায় তার পুত্র বাবর জাত হন, তিনি ২০ বছর রাজত্ব করেন। তার পুত্র হুমায়ুন মদমত্ত হয়ে দেবতাদের নিরাদর করেছিলেন। দেবগণ কৃষ্ণচৈতন্য স্তুতি করতে লাগলেন। তিনি নদীয়ার

তুষ্টুবুর্বহুধা তত্র শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো হরিঃ স্বয়ম্।
স্বতেজসা চ তদ্রাজ্যং বিঘ্নভূতং চকার হ।।৬।
তৎসৈন্যজনিতৈর্লোকৈর্হোমায়ুশ্চ নিরাকৃতঃ।
মহারাষ্ট্রৈস্তদা তত্র শেষশাকঃ সমাস্থিতঃ।।৭।।
দেহলীনগরে রম্যে ম্লেচ্ছো রাজ্যং চকার হ।
ধর্মকার্যং কৃতং তেন তদ্ রাজ্যং পঞ্চহায়নম্।।৮।।
ব্রহ্মচারী মুকুন্দশ্চ শংকরা চার্যগোত্রজঃ।
প্রয়োগ চ তপঃ কুর্বন্ বিংশচ্ছিষ্যৈযুতঃ স্থিতঃ।।৯।।
বাবরেণ চ ধূর্তেন ম্লেচ্ছরাজেন দেবতাঃ।
ভ্রংশিতাঃ স তদা জ্ঞাত্বা বহ্নৌ দেহং জুহাব বৈ।।১০।
তস্য শিষ্যা গতা বহ্নৌ ম্লেচ্ছনাশনহেতুনা।
গোদুগ্ধে চ স্থিতং রোম পীত্বা স পয়সা মুনিঃ।।১১।।
মুকুন্দস্তস্য দোষেণ ম্লেচ্ছযানৌ বভূব হ।
হোমাযুষশ্চ কাশ্মীরে সংস্থিত স্যৈব পুস্তকঃ।।১২।।

উপবনে স্থিত ছিলেন। তাদের বহুস্তুতি শ্রবণ করে হরি স্বয়ং ক্রুদ্ধ হন। তিনি নিজ তেজ প্রভাবে তার রাজ্যকে বিঘ্নভূত করলেন।। ৩-৬।।

তার সেনাকে জনিত নিরাকৃত করলেন। সেই সময় মহারাষ্ট্রের দ্বারা শেষশাক সমাস্থিত হয়েছিল।। ৭।।

রম্য দেহলী নগরে ম্লেচ্ছগণ রাজ্য করেন। তারা ধর্মকার্য করেছিলেন। ৫ বৎসর পর্যন্ত তাদের রাজ্য ছিল। ব্রহ্মচারী মুকুন্দ শংকরাচার্যের গোত্র জাত হয়ে প্রয়াগে নিজ ২০শিষ্যগণের সঙ্গে তপ করেছিলেন।। ৮-৯।।

অত্যন্ত ধূর্ত ম্লেচ্ছ রাজা বাবর দেবতাগণকে ভ্রংশিত করেছিলেন। তিনি সেকথা জেনে নিজ শরীর অগ্নিতে হবন করেছিলেন।। ১০।।

তাঁর শিষ্যগণ ম্লেচ্ছগণকে নাশ করতে বহ্নিতে গেলেন। গোদুগ্ধে স্থিত রোমকে মুনি পায়ের সঙ্গে পান করলেন। তার দোষের ফলে মুকুন্দ ম্লেচ্ছ যোনিকে প্রাপ্ত হলেন।। হোমায়ু কাশ্মীরে ছিলেন। সেখানে তার পুত্র

জাতমাত্রে সুতে তস্মিন্ বাগুবাচাশরীরিণী।
অকস্মাৎ চ বরো জাতঃ পুত্রোহয়ং সর্বভাগ্যবান্।।১৩।
পৈশাচে দারুণে মার্গে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
অতঃ সোকবরো নাম হোমায়ুস্তনয়স্তব।।১৪।।
শ্রীধরঃ শ্রীপতিঃ শম্ভুবরেণ্যশ্চ মধুব্রতী।
বিমলো দেববান্ সোমো বর্দ্ধনো বর্তকো রুচিঃ।।১৫।।
মান্ধাতা মানকারী চ কেশবো মাধবো মধুঃ।
দেবাপিঃ সোমপাঃ শূরা মদনো যস্য শিষ্যকাঃ।।১৬।।
স মুকুন্দো দ্বিজঃ শ্রীমান্ দৈবাত্ত্বদ্গেহমাগতঃ।
ইত্যাকাশবচো শ্রুত্বা হোমায়ুশ্চ প্রসন্নধীঃ।।১৭।।
দদৌ দান ক্ষুধার্তেভ্যঃ প্রোম্না পুত্রমপালয়ৎ।
দশাব্দে তনয়ে জাতে দেহলীদেশমাগতঃ।।১৮।।
শেষশাকং পরাজিত্য স চ রাজা বভুব হ।
অব্দং তেন কৃতং রাজ্যংতৎপুত্রশ্চ নৃপো ভবৎ।।১৯।।

জাত হন।। তার পুত্র জাত হলে আকাশবানী হয়েছিল। এই পুত্র অকশাৎ বর এবং সে ভাগ্যবান। সে দারুণ পৈশাচমার্গে এবং আগে থাকবে। এই কারণে হোমায়ু তোমার পুত্র আকবর নামে প্রসিদ্ধ হবে।। ১১-১৪ ।। শ্রীধর -শ্রীপতি -শম্ভু-বরেন্য-মধুব্রতী-বিমল-দেববান্ সোমবর্দ্ধন বর্ত্তক রুবি মান্ধাতা মানকারী কেশব মাধব মধু দেবাপি সোময়া শূর মদন এই নামধারী ধীমান মুকুন্দের শিষ্যগণ বশহয়ে তোমার গৃহে আসবে। এই প্রকার আকাশবানী শ্রবণ করে হোমায়ু অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই হোমায়ু ক্ষুধা পীড়িতকে দান করলেন এবং নিজ পুত্রকে সপ্রেমে পালন করলেন। সেই পুত্র দশবৎসর হলে দেহলী নগরীতে এলেন। তিনি শেষশাককে পরাজিত করে সেখানের রাজা হলেন। এক বর্ষ পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করে তার পুত্র রাজা হন। আকবর রাজ্য প্রাপ্ত হলে তার সাত পরমসুখ্য শিষ্যগণ এই সময় রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। কেশব-মানসেন-

সম্প্রাপ্তেহকবরে রাজ্যং সপ্তশিষ্যাশ্চ তৎপ্রিয়াঃ।
পূর্বজন্মনি যে মুখাস্তে প্রাপ্তা ভূপতিং প্রতি।।২০।।
কেশবো মানসেনশ্চ বৈজবাস্ক তু মাধবঃ।
ম্লেচ্ছাস্তে চ স্মৃতাস্তত্র হরিদাসো মধুস্তথা।।২১।।
মধ্যাচার্যকুলে জাতো বৈষ্ণবঃ সর্বরাগবিৎ।
পূর্বজন্মনি দেবাপি স চ বীরবলোহভবৎ।।২২।।
ব্রাহ্মণঃ পাশ্চিমাত্যো বৈ বাগ্দেবীবরদাপিতঃ।
সোমপা মানসিংহশ্চ গৌতমান্ বয়সম্ভবঃ।।২৩।।
সেনাপতিশ্চ নৃপতেরার্য ভূপনিরোমণেঃ।
সুরশ্চৈব দ্বিজো জাতো দক্ষিণ শ্চৈব পন্ডিতঃ।।২৪।।
বিল্বমংগল এবাপি নাম্না তৎনৃপতেঃ সখা।
নায়িকাভেদনিপুনো বেশ্যানাং স চ পারগঃ।।২৫।।
মদনো ব্রাহ্মণো জাতঃ পৌর্বাত্যে স চ নর্তকঃ।
চন্দনো নাম বিখ্যাতো রহঃ ক্রীড়াবিশারদঃ।।২৬।।

বৈজবাসক-মাধব ম্লেচ্ছ ছিলেন। সেখানে হরিদাস তথা মধু মধ্বাচার্যের কুলে জাত তথা সমস্ত রাগের জ্ঞাতা ছিলেন। পূর্ব জন্মে যিনি দেবাপি নাম্নী ছিলেন, সেই বীরবল নাম্নী হয়ে সমুৎপন্ন হন।। ২১-২২।।

তিনি পশ্চাত্ত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বাগদেবীর বর দানে তিনি দর্পযুক্ত ছিলেন। সোম্পা এবং মানসিংহ গৌতম বংশ জাত হয়েছিলেন। সেই আর্যভূপ শিরোমণি নৃপতির সেনাপতি ছিলেন। যে সকল শূর ছিলেন তাঁরা দ্বিজ থেকে উৎপন্ন হন এবং দক্ষিণ দিকের পন্ডিত ছিলেন।। ২৩ -২৪।।

বিল্বমঙ্গল ছিলেন রাজার সখা। তিনি নায়িকা ভেদ পন্ডিত ছিলেন তথা বেশ্যাগণের পারগামী ছিলেন। মদন নামক যিনি ছিলেন তিনিও এই জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জাত হন। তিনি পৌবত্য এবং নর্তক ছিলেন। চন্দন নামে যে বিখ্যাত ছিলেন তিনি রহস্য ক্রীড়াতে মহা পন্ডিত ছিলেন। অন্যদেশে যে

অন্যদেশে গতাঃ শিষ্যাস্তেষাং পূর্বস্ত্রয়োদশ।
অনপস্য সুতো জাতঃ শ্রীধরঃ শক্রবেদিতঃ।।২৭।।
বিখ্যাত স্তুলসীশর্মা পুরাণনিপুনং কবিঃ।
নারী শিক্ষাং সমাদায় রাঘবানন্দ মাগতঃ।।২৮।।
শিষ্যো ভূত্বা স্থিতঃ কাশ্যাং রামানন্দমতেস্থিতঃ।
শ্রীপতিঃ স বভূবান্ধো মধ্বাচার্যমতে স্থিতঃ।।২৯।।
সূরদাস ইতি জ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণলীলাকরঃ কবিঃ।
শম্ভুবৈ চন্দ্রভট্রস্য কুলে জাতো হরিপ্রিয়ঃ।।৩০।।
রামানন্দমতে সংস্থো ভক্তকীর্তিপরায়ণঃ।
বরেণ্য সোগ্রভূঙ্ নামা রামানন্দ মতে স্থিতঃ।।৩১।।
জ্ঞানধ্যানপরো নিত্যং ভাষাছন্দকরঃ কবিঃ।
মধুব্রতী স বৈ জাতো কীলকো নাম বিশ্রুতঃ।।৩২।।
রামলীলা করো ধীমান রামানন্দমতে স্থিতঃ।
দেববান্ কেশবো জাতো বিষুস্বামীমতে স্থিতঃ।।৩৪।।

শিষ্য গিয়েছিলেন তারা সংখ্যায় তের ছিলেন। অনপাপ নামক পুত্র শক্র বেদিত শ্রীধর ছিলেন।। ২৫-২৭।।

তুলসী শর্মা ছিলেন পুরানে পরম পন্ডিত এবং কবি। রারী শিক্ষা গ্রহণ করে রাঘবানন্দের কাছে এসেছিলেন।। ২৮।।

তিনি রমানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং কাশীতে রামানন্দ মতানুযায়ী হয়ে স্থিত হলেন। সেই শ্রীপতি অন্ধ হয়ে মধ্বাচার্যের মতে স্থিত হন। সুরদাস নামক যে ছিলেন তিনি ছিলেন কবি এবং তিনি কৃষ্ণলীলা পদ রচনা করেন। শম্ভু ছিলেন তিনি চন্দ্রভট্টের কুলে উৎপন্ন তিনি হরিপ্রিয় ছিলেন।। ২৯-৩০।।

অগ্রভূজ রামানন্দের মতানুযায়ী ছিলেন, তিনি ভক্তকীর্তি বর্ণন পরায়ণকারী ছিলেন। তিনি বরেণ্য জ্ঞানের ধ্যান পরায়ণ ছিলেন এবং নিজ ভাষা ছন্দো রচনাকারী কবি ছিলেন। মধুব্রতী থেকে সমুৎপন্ন কীলক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই বুদ্ধিমান্ রামানন্দের মতে স্থিত হয়েরামলীলা

কবিপ্রিয়াদিরচনাং কৃত্বা প্রেতত্বমাগতঃ।
রামজ্যোৎস্নাময়ং কৃত্বা স্বর্ণমুপাযযৌ।।৩৫।।
সোমো জাতঃ স বৈ ব্যাসো নিম্বাদিত্যমতে স্থিতঃ।
রহঃ ক্রীড়াময়ং গ্রন্থং কৃত্বা স্বর্গমুপাযযৌ।।৩৬।।
বর্দ্ধনশ্চ স বৈ জাতো নাম্না চরণদাসকঃ।
জ্ঞানমালাময়ং কৃত্বা গ্রন্থং রৈদাসমার্গগঃ।।৩৭।।
বর্তকঃ স চ বৈ জাতো রোপণস্য মতে স্থিতঃ।
রত্নভানুরিতি জ্ঞেয়ো ভাষাকর্তা চ জৈমিনেঃ।।৩৮।।
রুচিশ্চ রোচনো জাতো মধ্বাচার্যমতে স্থিতঃ।
নানাজ্ঞানময়ীং লীলাং কৃত্বা স্বর্গমুপাযযৌ।।৩৯।।
মান্ধাতা ভূপতির্নাম কায়স্থঃ স বভূব হ।
মধ্যাচার্যো ভাগবতং চক্রে ভাষাময়ং শুভম্।।৪০।।

করেছিলেন। বিমলজাত তিনি দিবাকর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনিও স্বামী রামানন্দের মতানুসারী ছিলেন এবং সীতালীলা করেছিলেন। দেববান্ কেশব বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারী ছিলেন, সেই কেশব কবি কবিপ্রিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে করে এই স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে।

সোম ব্যাস হয়ে উৎপন্ন হন। তিনি নিম্বার্কাচার্যের মতানুযায়ী ছিলেন। তিনি রহস্য ক্রীড়ায় পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন এবং স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। বর্দ্ধন চরণদাস জ্ঞানমালাময় গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনি রৈদাস মতানুযাসারী ছিলেন। বর্তক ছিলেন রোষণ মতানুসারী, রত্নভানু জৈমিনি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। রুচি রোচন মধ্বাচার্যের মতানুসারী ছিলেন। তিনি অনেক প্রকার জ্ঞানময়ী লীলা রচনা করেন এবং অন্তেস্বর্গলোকে চলে যান। মান্ধাতা নামক ভূপতি কায়স্থ জাত হন। মধ্বাচার্য ভাগবত রচনা করেন।।৩১-৪০।।

মানকারো নারিভাবান্নারী দেহমুপাগতঃ।
মীরানামেতি বিখ্যাতা ভূপতেস্তনয়া শুভা।।৪১।।
মা শোভা চ তনৌ যস্যা গতিগর্জসমা কিল।
সামীরা চ বুধেঃ প্রোক্তা মধ্বাচার্যমতে স্থিতা।।৪২।।
এবং তে কথিতং বিপ্র ভাষাগ্রন্থ প্রকারণম্।
প্রবন্ধ মংগলকরং কলিকালে ভয়ং করে।।৪৩।।
স ভূপোহ কবরে নাম কৃত্বা রাজ্যমকটকম্।
শতার্দ্ধেন চ শিষ্যৈশ্চ বৈকুণ্ঠ ভবনং যযৌ।।৪৪।।
সলোমা তনয়স্তস্য কৃতং রাজ্যং পিতুঃ সমম্।
খুর্দকস্তনয়াস্তস্য দশাব্দং চ কৃতং পদম্।।৪৫।।
চত্বারস্তনয়াস্তস্য নবরংগো হি মধ্যমঃ।
পিতরং চ তথা ভ্রাতৃজ্জিত্বা রাজ্যমচীকরৎ।।৪৬।।

মানবার নারীভাবে ছিলেন একং মেই কারণে তিনি নারী দেহ প্রাপ্ত হন। সেই নারী মীরা নামে বিখ্যাত হন, তিনি এক রাজপুত্রী ছিলেন।। তার দেহ শোভাময় ছিল একং তারগতি গজসমান ছিল তিনি বিদ্বান গণের দ্বারা মীরা নামে কথিত ছিল এবং তিনি মধ্বাচার্যের মতানুসারী ছিলেন।।৪১-৪২।।

হে বিপ্র, সেই ভাষাগ্রন্থের সমস্ত প্রকরণ আমি তোমাদের বর্ণনা করলাম। এই ভয়ংকর কলিযুগে সেটি মংগলকারী গ্রন্থ।। ৪৩।।

ভূপ আকবর নিষকন্টক রাজ্য করেন এবকং ৫০ বছর রাজ্র সুখ উপভোগ করেন শিষ্যগণের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তার পুত্রের নাম সলোমা। তিনিও পিতার ন্যায় রাজ্য পালন করেন। তার পুত্র খুর্দক দশবৎসর রাজত্ব করেন। তাঁরবার পুত্র ছিল, তন্মধ্যে নবরংগ (ঔরঙ্গজেব) মধ্যমপুত্র ছিলেন। তিনি পিতা এবং ভ্রাতাকে পরাজিত করে স্বয়ং রাজত্ব করেন।।৪৪-৪৬।।

পূর্বজন্মনি দৈত্যোহ য়মন্ধকো রাজ্যমচীকরৎ।
কর্ম ভূম্যাং তদংশেন দৈত্যরাজজ্ঞয়া যযৌ।।৪৭।
তেনৈব বহুধা মূর্তীভ্রং শিতাশ্চ সমন্ততঃ।
দৃষ্ট্বা দেবাস্তদাগত্য কৃষ্ণচৈতন্যমব্রুন্।।৪৮।।
ভগবন্ দৈত্যরাজাংশঃ স জাতশ্চ মহীপতিঃ।
ভ্রংশয়িত্বা সুরান্ বৈদৈত্যপক্ষং বিবর্দ্ধতে।।৪৯।।
ইতি শ্রুত্বা স যজ্ঞাংশো নদীহোপবনে স্থিতঃ।
শশাপ তং দুরাচারং যথা বংশোক্ষয়ো ভবেৎ।।৫০।।
রাজ্যমেকোন পঞ্চাশৎ কৃতং তেন দুরাত্মনা।
সেবাজয়ো নাম নৃপো দেবপক্ষবিবর্দ্ধনঃ।।৫১।।
মহারাষ্ট্রদ্বিজস্তস্য মুদ্ধবিদ্যাবিশারদঃ।
হত্বা তং চ দুরাচারং তৎ পুত্রায় চ তৎপদম্।।৫২।।

পূর্ব জন্মে যিনি অন্ধক নামক দৈত্য ছিলেন তিনি এই বঙ্গভূমিতে দৈত্যরাজের আজ্ঞাতেই এসেছিলেন। তিনি অনেক দেব মূর্তি খন্ডন করেন। তখন দেবগণ তাঁর অত্যাচার দেখে কৃষ্ণ চৈতন্যের কাছে গিয়ে বলেছিলেন -হে ভগবান্, দৈত্যরাজাংশ মহীপতি দেবগণকে ভ্রংশ করে দৈত্য পক্ষকে বর্ধিত করছে।। ৪৭-৪৯।।

নদীযোপবনে স্থিত যজ্ঞাংশ সেকথা শ্রবণ করে দুরাচারী তাকে শাপ দিলেন যে, তোমার বংশ ক্ষয় হবে।। ৫০।।

সেই দুরাত্মা ৪৯ বছর রাজত্ব করেন্ সেবাজয় নামক যিনি ছিলেন তিনি দেবপক্ষ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তার এক মহারাষ্ট্র দ্বিজ ছিল, যিনি যুদ্ধ বিদ্যায় কুশল পন্ডিত ছিলেন। তিনি সেই দুরাচারীকে হনন করলেন এবং তার পুত্রকে সেই পদ দিলেন।। ৫১-৫২।।

দত্ত্বা যযৌ দাক্ষিণাত্যে দেশে দেববিবর্দ্ধনঃ।
আলোমানামতনয়ঃ পঞ্চাব্দং তৎপদং কৃতম্।।৫৩।।
তৎপশ্চান মরণং প্রাপ্তো বিদ্রধেন রুজা মুনে।
বিক্রম্যগতে রাজ্যে সপ্তত্যুক্তরকং শতম্।।৫৪।।
জ্ঞেয়ং সপ্তদশং বিপ্রয়দালোমা নৃতিং গতঃ।
তালনস্য কুলে জাতো ম্লেচ্ছঃ ফলরুষোবলী।।৫৫।।
মুকুলস্য কুলং হত্বা স্বয়ং রাজ্যং চকার হ।
দশাব্দং চ কৃতং রাজ্যং তেন ভূপেন ভূতলে।।৫৬।।
শক্রভিমরণং প্রাপ্তো দৈত্যলোকমুপাগমৎ।
মহামদস্তনয়ো বিংশত্যব্দং কৃতং পদম্।।৫৭।।
তদ্রাষ্ট্রে নাদরো নাম দৈত্য দেশ উপাগমৎ।
হত্বাচার্যংশ্চ সুরাজ্জিত্বা দেশং খুরজমাযযৌ।।৫৮।।

তাকে রাজপদে বসিয়ে তিনি দক্ষিণাত্য দেশজয় করতে চলেগেলেন। তার পুত্রর নাম লালোমা। তিনি ৫বছর পর্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। হে মুনে, অতঃপর বিদ্রধরোগে তিনি মৃত্যুলাভ করেন। রাজা বিক্রম ১৭০ বছর রাজত্ব করেন, আলোমা মৃত্যু কালে আলোমা ৭০বৎসর বয় প্রাপ্ত ছিলেন। তালনের কুলে বলবান ফলরুষ জাত হন।। ৫৩-৫৫।।

তিনি মুকুন্দের কুল হনন করে স্বয়ং রাজ্যশাসন করেন। তিনি দশবৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করেন।। ৫৬।।

অতঃপর তিনি শক্রদের দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হলে দৈত্যলোকে চলে যান। তার পুত্র মহামদ ২০ বৎসর রাজত্ব করেন।। ৫৭।।

তার রাষ্ট্রে নাদর (নাদিরশাহ) নামক এক দৈত্য এসেছিলেন , তিনি সুরগণকে জয়করে তথা আর্যগণকে হনন করে অত্যন্ত অত্যাচার করেছিলেন। পুনরায় তিনি খুরজ দেশে আগত হলেন।। ৫৭-৫৮।।

মহামৎস্যো হি মদস্য তনয়স্তৎপিতুঃ পদম্।
গৃহীত্বা পঞ্চবর্ষান্তং স চ রাজ্যং চকার হ।।৫৯।।
মহারাষ্ট্রৈহতো দুষ্টস্তালনান্বয় সম্ভবঃ।
দেহলীনগরে রাজ্যং দশাব্দং মাধবেন বৈ।।৬০।।
কৃতং তত্র তদা ম্লেচ্ছ আলোমা রাজ্যমাপ্তবান্।
তদ্রাষ্টে বহবো জাতা রাজনো নিজদেশজাঃ।।৬১।।
গ্রামপা বহবো ভূপা দেশেদেশে বভূবিরে।
মন্ডলীকপদং তত্রাক্ষয়ং জাতং মহীতলে।।৬২।।
ত্রিংশদব্দমতো জাতং গ্রামে গ্রামে নৃপে নৃপে।
তদা তু সকতলাদেবাঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাযযুঃ।।৬৩।।
যজ্ঞাংশশ্চ হরিঃ সাক্ষাজ্ জ্ঞাত্বা দুঃখং মহীতলে।
মুহূর্তং ধ্যানমাগখ্য দেবান্ বচনমব্রবীৎ।।৬৪।।

মহামৎস্য নামক তার মদপুত্র জাত হন। তিনি নিজ পিতার পদগ্রহণ করেছিলেন। এবং পাঁচবৎসর রাজত্ব করেন। সেই দুষ্টতালনের বংশে জাত হন এবং মহারাষ্ট্রের দ্বারা মারা যান। পুনরায় দেহলী নগরীতে মাধব দশবৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সেখানে সেই সময় ম্লেচ্ছ আলোমা রাজ্য শাসন করেছিলেন । তার রাজ্যে নিজ দেশজ অনেক রাজা ছিলেন।। ৫৯-৬১।।

গ্রামপালনকারী ভূপ দেশে দেশে জাত হন। এই মহীতলে সেখানে অক্ষয় মন্ডলীপদ সৃষ্টি হল।।গ্রামে গ্রামে এবং নৃপদের মধ্যে ত্রিশবসৎসরের ব্যতীত হয়েছিল। সেই সময় সমস্ত দেবগণ মহাপ্রভু কৃষ্ণ জৈচতন্যের কাঝে গিয়েছিল।। ৬২-৬৩।।

যজ্ঞাংশ সাক্ষাৎহরি এই মহীতলে যে দুঃখ ছিল তা জেনে এক মুহুর্ত ধ্যান করে দেবগণকে বলেছিলেন- প্রথমে ধীমান্ রাক্ষস রাজ সরাবণকে জয় করে মৃতবানরদের সুধাদৃষ্টি দ্বারা উজ্জীবিত করেছিলেন। সেই বানরদের

পুরা তু রাঘবো ধীমাজ্জীত্বা রাবাণরাক্ষসম্।
কপীনুজ্জীবয়ামাস সুধাবর্ষৈ সমন্ততঃ।।৬৫।।
বিকটো বৃজিলো জালো বরলীনা হি সিংহলঃ।
জবঃ সুমাত্রশ্চ তথা নাম্না তে ক্ষুদ্রবানরাঃ।।৬৬।।
রামচন্দ্রং বচঃ প্রাহুর্দেহি নো বাঞ্ছিতং প্রভো।
রামো দশরথিঃ শ্রীমাজ্ জ্ঞাত্বা তেষাং মনোরথম্।।৬৭
দেবাংগনোদ্ভবা কন্যা রাবনাল্লোকরাবণাৎ।
দত্ত্বা তেভ্যো হরিঃ সাক্ষাদ্ বচনং প্রাহ হর্ষিতঃ।।৬৮।।
ভগবান্নাম্না চ মে দ্বীপা জালন্ধরবিনির্মিতাঃ।
তেষু রাজ্ঞো ভবিষ্যন্তি ভবন্তো হিতকারিনঃ।।৬৯।।
নন্দিন্যা গোশ্চরুন্ডাৎ বৈ জাতা ম্লেচ্ছা ভয়ানকাঃ।
গুরুন্ডা তাতয়স্তেষাং তাস্তু তেষুসদা স্থিতাঃ।।৭০।।
জিত্বা তাংশ্চ গুরুন্ডান্ বৈ কুরুধ্বং রাজ্যমুত্তমম্।
ইতি শ্রুত্বা হরিং নত্বা দ্বীপেষু প্রযযুর্মুদা।।৭১।।

নাম বিকর বৃজিল জাল বরলীন সিংহল জব সুমাত্র এবং তারা ক্ষদ্র ক্ষুদ্র বানর ছিল। তাঁরা ভগবান্ রামচন্দ্রকে বললেন - হে ভগবান্, হে প্রভো, আপনি আমাদের বাঞ্ছিত বরদান দিন। দশরথপুত্র রামচন্দ তাদের মনোরথ জেনেছিলেন। লোকের জন্য ভয়ানক রাবণ দ্বারা এক দেবাঙ্গনা জাত হন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাকে দেখে পরমহর্ষিত হয়েছিলেন। সাক্ষাৎ হরি বললেন- আপনার নামে জ্বালন্ধার দ্বারা নির্মিত দ্বীপে আপনাদের হিকারী রাজা জাত হবেন। নন্দিনী গৌ থেকে খন্ড ভয়ানক গুরুন্দ্র জাতির ম্লেচ্ছ জাত হন। তিনি দ্বীপে সদা স্থিত ছিলেন। আপনারা সেই গুরানোকে জয় করে সেখানে উত্তম রাজ্য করুন। শ্রীরামচন্দের কথা শ্রবণ করে তারা সকলে প্রসন্ন হয়ে সেখানে চলে গেলেন।। ৬৪-৭১।।

বিকটান্ বয়সম্ভূতা গুরুন্ডা বানরাননাঃ।
বাণিজ্যার্থমিহায়াতা গৌরুন্ডা বৌদ্ধমাগিনঃ।।৭২।।
ইশেপুত্রমতে সংস্থাস্তেষাং হৃদয়মুত্তমম্।
সত্যব্রতং কামজিতমক্রোধং সূর্যতৎ পরম্।।৭৩।।
যুয়ং তত্রোষ্য কার্যং চ নৃণাং কুরুতে মা চিরম্।
ইতি শ্রুত্বা তু তে দেবাঃ কুর্যুরাচিকমাদরাৎ।।৭৪।।
নগর্য্যাং কলিকাতায়াং স্থাপয়ামাসুরুদ্যতাঃ।
বিকটে পশ্চিমেদ্বীপে তৎপত্নী বিকটাবতী।।৭৫।।
অষ্টকৌশালমার্গেন রাজমন্ত্রং চাকার হ।
তৎপতিস্তু পুলোমাচিঃ কালিকাতাং পুরীং স্থিতঃ।।৭৬
বিক্রমস্য গতে রাজ্য শতমষ্টদশং কলৌ।
চত্বারিংশং তথাব্দং চ তদা রাজা বভূব হ।।৭৭।।

বিকর বংশে জাত গুরন্দ বানর সমান মুখী ছিলেন। তিনি বানিজ্য করতে স্বয়ং সেখানে এসছিরেন এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস করতেন।।৭২।।

পুনরায় তিনি ইশুর মত সংস্থিত হলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত উত্তম ছিল। সত্যব্রত কামজয়ী ক্রোধরহিত এবং সূর্য তৎপর ছিলেন। আপনি সেখানে বাস করে মনুষ্যকার্য করুন। এখন বিলম্ব করবেন না। একথা শ্রবণ করে তারা দেবকে আদর অর্চিক করলেন।। ৭৪।।

কলিকাতা নগরী স্থাপন করতে উদ্যত হলেন। পশ্চিমদ্বীপে বিকর রাজত্ব করতেন, তার পত্নী বিকটাবতী।। ৭৫।।

তিনি অষ্ট মার্গ থেকে রাজ মন্ত্র করেছিলেন। তার পতি পুলোমার্চি কলিকাতা পুরীতে স্থিত ছিলেন।। ৭৬।।

কলিযুগে বিক্রমের রাজ্য অষ্টাদশ শত চল্লিশ বর্ষ হলে তিনি রাজা হন।। ৭৭।।

তদন্বয়ে সপ্তনৃপা গুরুন্ডাশ্চ বভূবিরে।
চতু ক্ষান্তিমিতং বর্ষং রাজ্যং কৃত্বালয়ং গতাঃ।।৭৮।।
গুরুন্ডে চাষ্টমে ভূপে প্রাপ্তেন্যায়েন শাসতি।
কলিপক্ষো বলিদৈত্যো মুরং নাম মহাসুরম্।।৭৯।।
আরুহ্য প্রেষয়ামাস দেবদেশে মহোত্তমে।
স মুরো বার্ডিলং ভূপং বশীকৃত্য হৃদি স্থিতঃ।।৮০।।
আর্যধর্মবিনাশায় তস্য বুদ্ধিং চকার হ।
মূর্তিং সং স্থাস্তদা দেবাগত্যা যজ্ঞাংশযোগির্ণম্।।৮১।।
নমস্কৃত্যা ব্রবন্‌সর্বে যথা প্রাপ্তো মুরোহ সুরঃ।
জ্ঞাত্বা শশাপ কৃষ্ণাংশো গুরুন্ডান্ বৌদ্ধমার্গিণঃ।।৮২।
ক্ষয়ং মাস্যন্তি তে সর্বে মুরস্য বশং গতাঃ।
ইত্যুক্তে বচনে বস্মিন্ গুরুন্ডাঃ কালনোদিতাঃ।।৮৩।।
স্বসৈন্যৈশ্চ .ক্ষয়ং জগ্মুবর্যমাত্রান্তরে খলাঃ।
সর্বে ত্রিংশৎ সহস্রাশ্চ প্রযযুযমমন্দিরে।।৮৪।।

সেই বংশে সাতগুরুন্দ নৃপ ছিলেন। ৬৪ বৎসর পরিমাণ পর্যন্ত রাজ্য করে সবলয় প্রাপ্ত হল। গুরুন্দ পর্যন্ত আট জন রাজা হওয়ার পর ন্যায়ানুসারে শাসনকারী কলিপক্ষে বলি দৈত্য সুর নামক মহাসুরকে আরোহণ করে তাকে দেবদেশে পাঠিয়েছিলেন। সেই সুর বার্ডিল ভূপতিকে নিজ বশে নিয়ে এসে তার হৃদয়ে স্থিত হন। আর্যধর্ম বিশেষ রূপে নষ্টকারী বুদ্ধি তিনি করলেন। সেই সময় মূতিতে সংস্থিত দেবগণ যজ্ঞাংশ যোগীর কাছে গেলেন।।৭৮-৮১।।

তারা সকলে যজ্ঞাংশকে প্রণাম করে সুর অসুরের সকল কথা বললেন। কৃষ্ণাংশ সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে বৌদ্ধ মার্গানুসারে গুনুন্ডকে শাপ দিলেন। যেসকল সুর অসুরের বশে চলেগেছে তারা সকলে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে । তারা এই কথা শ্রবণ করে কাল দ্বারা প্রেরিত খল গুরুন্ড নিজ সেনাগণের সাথে এক বর্ষের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হলেন। তারা ত্রিশ সহস্র যমরাজ মন্দিরে চলে গেলেন।। ৮২-৮৪ ।।

বাগণ্ডৈঃ স চ ভূপালো বার্ডিলো নাশমাপ্তবান্।
গুরুন্ডো নবমঃ প্রাপ্তো ভেকলো নাম বীর্যবান্।।৮৫।।
ন্যায়েন কৃতবান্ রাজ্যং দ্বাদশাব্দং প্রযত্নতঃ।
আর্যদেশ চ তদ রাজ্যং বভূব ন্যায়শাসতি।।৮৬।।
লার্ডলো নাম বিখ্যাতো গুরুন্ডো দশমোহিতঃ।
দ্বাত্রিংশাব্দং চ তদ রাজ্যং কৃতং তেনৈব ধর্মিণা।।৮৭।
লার্ডলে স্বগর্তে প্রাপ্তে মকরন্দকুলোদ্ভবাঃ।
আর্যাঃ প্রাপ্তস্তদা মৌনা হিমতুংগনিবাসিনঃ।।৮৮।।
বভ্রুবর্ণাঃ সূক্ষ্মনসৌ বর্তুলা দীর্ঘমস্তকাঃ।
এবং লক্ষণশ্চ সংপ্রাপ্তা দেহল্যাং বৌদ্ধমার্গিণঃ।।৮৯।
আর্জিকো নাম বৈ রাজা তেষাং তত্র বভূব হ।
তস্য পুত্রো দেবকনো গংগোত্রগিরি মর্দ্ধনি।।৯০।।
দ্বাদশাব্দং তপো ঘোরং তেপে রাজ্যবিবৃদ্ধয়ে।
তদা ভগবতী গংগা তপসা তস্য ধীমতঃ।।৯১।।

সেই বার্ডিল রাজা বাগদন্ডের দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হলেন। এরপর নবমগুরুন্ড ভেকল চন্ডবীর্যবান ছিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে ১২ বৎসর পযৃণ্ত রাজ্য মাসন করেন। আর্যদেশে ন্যায় শাসিত রাজ্য হয়েছিল।। ৮৫-৮৬।।

দশমগুরুন্ড পরম হিতকারী লার্ডল নামে বিখ্রঅত ছিলেন। সেই ধর্মাত্মা ও ৩২ বৎসর পর্যন্ত সেখানে রাজ্য শাসন করেন। লার্ডল স্বর্গে গমন করলে মকরন্দ সেই বংশে জাত হন। তিনি মৌন ও হিমতুঙ্গ বাসী ছিলেন। তিনি বভ্রুবর্ণ, ছোট নাকযুক্ত বৌদ্ধমার্গানুরাগী গেহলীতে ছিলেন। সেখানে তাদের আর্চিক নামক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র দেবকর্ণ গংপোত্র গিরিশি ঘরে ছিলেন।। ৮৭-৯০।।

সেখানে সেই পর্বত চোটীতে নিজরাজ্য বিশেষ বৃদ্ধির জন্য ১২ বর্ষ ঘোর তপস্যা করেছিলেন । তখন তার তপস্যাতে ভগবতী গংগা তুষ্ট হন। তখন তিনি নিজ ইচ্ছাতে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ব্রক্ষলোকে চলে যান। সেই

স্বরূপং স্বেচ্ছয়া প্রাপ্য ব্রহ্মলোকং জগাম হ।
কুবেরশ্চ তদাগত্য দত্ত্বা তস্মৈ মহৎ পদম্।।৯২।।
আর্মাণাং মন্ডলীকং চ তত্রৈবান্তরধীয়ত।।
মন্ডলীকো দেবকনো বভূব জনপালকঃ।।৯৩।।
ষষ্টয়ষ্ঠং চ কৃতং রাজ্যং তেনরাজ্ঞা মহীতলে।
তদন্বয়েহষ্ট ভূপাশ্চ বভূবুর্দেবপূজকাঃ।।৯৪।।
দ্বিশতাব্দং পদং কৃত্বা স্বর্গলোকমুপাযযুঃ।
একাদশশ্চ যো মৌনঃ পত্রগারিরিতি শ্রুতঃ।।৯৫।।
চত্বারিংশচ্চবর্ষানি রাজ্যং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
স্বর্গলোকং গতো রাজা পন্নগৈমরণং গতঃ।।৯৬।।
এবং চ মৌনজাতীয়ে কৃতং রাজ্যং মহীতলে।।৯৭।।

সময় কুবের এসে তাকে আর্যগণের মন্ডলীক মহৎপদ প্রদান করেন। তখন মন্ডলীক দেবকর্ণ জনপালক হয়েছিলেন। সেই রাজা ৭ বর্ষ পর্যন্ত মহীতলের রাজত্ব করেন। তার বংশে ৮ রাজা অনেক দেব পূজা কারী ছিলেন। তারা সকলে ২০০ বছর নিজ পদ প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গলোকে চলে যান। একাদশ যিনি মৌন ছিলেন তিনি পন্নগারি নামে প্রসিদ্ধ হন।। তিনি ৪০ বছর রাজ্যসুখ উপভোগ করেন এবং প্রযত্নের সঙ্গে রাজ্য শাসন করে পন্নগগনের সঙ্গে স্বর্গলোকে চলে যান।। এই প্রকারে মৌন জাতি গণ এই মহীতলে রাজত্ব করেন।। ৯১-৯৭।।

।। কিঙ্কিলা কে শাসকো কা বর্ণন।।

বৈক্রমে রাজ্যবিগতে চতুষষ্ঠয়ুত্তরং মুনে।
দ্বাবিংশদব্দশতকং ভূতনন্দিস্তদা নৃপঃ।।১।।
কুবেরয় ক্ষকান্ মৌনান্ ধন ধান্য সমন্বিতান্।
সার্দ্ধলক্ষান্ কলৌঘোরৈজিত্বা তান্যযুদ্ধকারিণঃ।।২।।
কিঙ্কিলায়াং স্বয়ং রাজ্যং নাগংশৈশ্চকার হ।
আগ্নেয্যাং দিশি বিখ্যাতা পুন্ডরীকেন নির্মিতা।।৩।।
পুরী কিলকিলা নাম তত্র রাজা বভূব হ।
পুন্ডরীকাদয়ো নাগাস্তস্মিন্নাজ্যং প্রশাসতি।।৪।।
গেহে গেহে জনৈঃ সর্বৈঃ পূজনীয়া বভূবিরে।
স্বাহা স্বধা বষট্‌কারো দেবপূজা মহীতলে।।৫।।

।। কিঙ্কিলার শাসক বর্ণনা।।

এই অধ্রায়ে বৈক্রমীয় দ্বাবিংশত শতাব্দীতে কিলকিলাতে নন্দীশিশু নন্দ্যুৎপাতিত ঋশ্যোৎপতি বর্ণন করা হয়েছে।

শ্রী সূতজী বললেন হে মুনে, বিক্রম রাজ্য ২২৬৪ বর্ষ হলে সেই সমময় ভূতনন্দি রাজা হন। কুবের যক্ষ মৌনগণ যে ধনধান্য সমন্বি ছিে এবং, দেড়লক্ষ কলের দ্বারা জয়করে তাকে অযুদ্ধকারী করে দিয়েছিলেন এবং সেই রাজা নাগকংশের সাথে কিলকিলা পুরী নামে বিখ্যাত ছিল সেখানে তিনি নিরাজত্ব করেন। তার রাজ্যশাসনের ফলে পুন্ডরী কাদিগন ঘরে ঘরে জনে জনে পূজ্য হয়েছিল। মহীতলে স্বাহা স্বধা এবং বষটকার দেবপূজপ হতে লাগল।। ১-৩।।

তাদের ত্যাগ করে মেরুশিখরে স্থিত দেবগনের কাছে গিয়ে ইন্দ্রের আজ্ঞাতে কুবের সকল শূকধান্য যক্ষের দ্বারা ষড়াংশ নিয়ে দুইজনকেই

ত্যক্ত্বা দেবানুপাগম্য সংস্থিতা মেরুমূর্দ্ধনি।
শক্রাজ্ঞয়া কুবেরস্তু শূকধান্যং সমন্ততঃ।।৬।।
যক্ষৈঃ যড়্‌শানাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদৌ প্রভুঃ।
মণিস্বর্ণাদিবস্তুনি মৌনরাজ্যেষু মানি বৈ।।৭।।
দত্তানি তানি কোশেষু পুনর্দেবশ্চকার হ।
মন্ডলীকং পদং তেন সংস্কৃতং ভূতনন্দিনা।।৮।।
শতার্দ্ধং তু ততো রাজা শিশু নন্দিবভূব হ।
নাগপূজাং পুরস্কৃত্য তিরস্কৃত্য সুরান্ ডুবি।।৯।।
চকার রাজ্যং বিংশাব্দং যশোনন্দিস্ততোহ নুজঃ।
ভ্রাত্রাসনং স্বয়ং প্রাপ্তো নাগপূজাপরায়নঃ।।১০।।
পঞ্চবিংশতিবর্ষনি স চ রাজ্যমচীকরৎ।
ততস্তত্তনয়ো রাজা স বভূব প্রবীরকঃ।।১১।।
একাদশাব্দং তদ্রাজ্যং কর্মভূম্যাং প্রকীর্তিতম্।
কদাচিৎ স চ বাহ্লীকে সেনয়া সার্দ্ধমাগতঃ।।১২।।

দিয়েছিলেন এবং মনিস্বর্ণ ইত্যাদি বস্তু যা কিছু মৌন রাজ্যে ছিল তার সকল ষড়ংশ তাদের দিয়েছিলেন।। ৪-৭।।

সেই সকল কোশেতে পুনরায় দেব স্থাপন করেছিলেন। সেই দূতনন্দী মন্ডলী পদসংস্কৃত করেন। তিনি ৫০ বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর শিশুনন্দি সেখানের রাজা হন। তিনি নাগপূজাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং দেবগণকে ভূমিতে তিরস্কার করেছিলেন।। ৮-৯।।

পুনরায় তার ছোট ভাই মশোনন্দি ২০ বছর রাজত্ব করেন। তিনিও ২৫বছর পর্যন্ত রাজ্য সুখ উপভোগ করেন। তার পর তার পুত্র প্রবীরক রাজা হন। ১১ বছর পর্যন্ত তিনি রাজ্য শাসনক করেন। কোনো এক সময় তিনি বাহ্লীক দেশে সেনাগনের সাথে এসেছিলেন। সেখানে দারুণ পৈশাচ

তত্র তৈরভবদ্যুর্দ্ধং পৈশাচৈম্লেচ্ছদারুনৈঃ।
মাসমাত্রন্তরে ম্লেচ্ছা লক্ষসংখ্যা মৃতিং গতাঃ।।১৩।।
তথা ষষ্ঠি সহস্রাশ্চ নাগভক্তা লয়ং গতাঃ।
বাদলো নাম তদ্‌রাজা রোমজস্থো মহাবলঃ।।১৪।।
যশোনন্দিমাহুয় দদৌ জালবতীং সুতাম্।
গৃহীত্বা ম্লেচ্ছরাজস্য সুতাং গেহমুপাগতঃ।।১৫।।
গর্ভো জাতস্তত স্তস্যাং বভূব তনয়ো বলী।
বাহ্লীকো নাম বিখ্যাতো নাগপূজন তৎপরঃ।।১৬।।
তদন্বয়ে নৃপা জাতা বাহ্লীকাশ্চ ত্রয়োগশ।
চতুঃ শতানি বর্ষানি কৃত্বা রাজ্যং মৃতিং গতাঃ।।১৭।।
অয়োমুখে চ বাহ্লীকে রাজ্যমত্র প্রশাসতি।
তদাপিতৃগণা সর্বে কৃষ্ণচৈতন্যমাযযুঃ।।১৮।।
নত্বোচুর্বচনং তত্র ভগবঞ্জ্নু মে বচঃ।
বয়ং পিতৃগণা ভূপৈর্নাগবংশৈনিরাকৃতা।।১৯।।

ম্লেচ্ছগণের সঙ্গে তিনি তার যুদ্ধ হয়েছিল। এক মাসের মধ্যে একলক্ষ সংখ্যা ম্লেচ্ছ মৃত্যু হন।। এছাড়া ৬০ হাজার ভাগ ভক্ত ও লয় প্রাপ্ত হল।। তাদের রাজা বাদল রোমজস্থ মহাবলবান্ ছিলেন।। ১০-১৪।।

বাদলযশোনন্দীকে ডেকে জালবতী পুত্রী দান করলেন। সেখানে সেই ম্লেচ্ছরাজ পুত্রীকে গ্রহণ করে নিজগৃহে এলেন। পুনরায় তিনি গর্ভ উৎপন্ন করে বলী পুত্রকে জন্ম দিলেন। তিনি বাহ্লীক নামে বিখ্যাত হলেন এবং তিনি নাগ পূজনে রত হলেন।। ১৫-১৬।।

সেই বংশে তের বাহ্লীক রাজা হয়েছিলেন। তাঁরা ৪০০ বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হন।। অয়োমুখ নামক বাহ্লীক সেখানে রাজ্য শাসন করার সময় সমস্ত পিতৃগন কৃষ্ণ চৈতন্যের কাছে গেলন। তাঁরা কৃষ্ণ চৈতন্যকে প্রণাম করে বললেন - হে ভগবান আমাদের কথা শ্রবণ করুন। আমরা সমস্ত পিতৃগণ নাগবংশে জাত সমস্ত নৃপতিদের দ্বারা নিরাকৃত হয়েছি। শ্রাদ্ধ তর্পন কর্মদ্বারা আমরা সদাবর্ধিত হই। পিতৃগণের

শ্রাদ্ধতপর্ণ কর্মাণি তৈবয়ং বৰ্দ্ধিতাঃ দা।
পিতৃবৃদ্ধাৎ সোমবৃদ্ধিস্ততো দেবাশ্চ তৰ্দ্ধনাঃ।।২০।।
দেববৃদ্ধাল্লোকবৃদ্ধিস্তস্মাদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মবৃদ্ধাৎ পরং হর্ষং গেহে গেহে জনে জনে।।২১।।
অতোহস্মান্ রক্ষ ভগবন্ প্রজাঃ পাহি সনাতনীঃ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং যজ্ঞাংশো ভগবান্ হরিঃ।।২২।।
পুষ্যমিত্রং ধর্মপরামার্যবংশবিবদ্ধনম্।
জাতমাত্রঃ স বৈ বালঃ ষোড়শৰ্দ্ধবয়ো ভবৎ।।
অয়োনির্যোনিভূতাং স্তানয়োমুখ পুরঃসরান্।।২৪।।
জিত্বা দেশন্নিরাকৃত্য স্বয়ং রাজ্যং গৃহীতবান্।
যথা শিবাংশতো জাতো বিক্রমো নাম ভূপতিঃ।।২৫।
শকান্ গন্ধর্ব পক্ষীয়াজ্জিত্বা পূজ্যো বভূব হ।
নাগপক্ষাংস্তথা ভূপান্ গোলকাস্যান্ ভয়ং করান্।।২৬
পুষ্যমিত্রস্তদা জিত্বাং সর্বপূজ্যোহ ভবদ ভুবি।
সপ্ত বিংশচ্ছতং বর্ষং দ্বিসপ্তত্যুত্তরং তথা।।২৭।।

বৃদ্ধিতে সোমের বৃদ্ধি হয় যার দ্বারা আমরা বর্ধিত হই। দেবগণের বৃদ্ধিতে লোকবৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং তার দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার বৃদ্ধি ঘটে। ব্রহ্মা বৃদ্ধিতে ঘরে ঘরে জনে জনে পরম হর্ষ উৎপন্ন হয়। হে ভগবান্ এই কারণে আমাদের রক্ষা করুন এবং সনাতনী প্রজাপালন করুন। তাদের এই বচন শ্রবন করে ভগবান্ যজ্ঞাংশ হরি বললেন - ধর্মপরায়ণ আর্যবংশের বিবর্ধন কারী পুষ্পমিত্র, সে বালক জন্মাবস্থাতে ৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত। সেই অযোনি ভূত এবং তার থেকে যোনিভূত অযেঅমুখ পুরমকে জয় করে তাকে দেশ থেকে বার করে স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ করে নিযেছলেন। শিবাংশ থেকে বিক্রম নামক রাজা জাত হন।। ১৭-২৪।।

তিনি গন্ধর্ব পক্ষীয় শকদের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে স্বয়ং পূজ্য হলেন। সেই প্রকার নাগপক্ষীয় রাজগণকে তথা ভয়ংকর বোলিগণকে সেই সময়

রাজ্যং বিক্রমতো জাতং সমাপ্তিমগমত্তদা।
পুষ্যমিত্রে রাজ্য পদং প্রাপ্তে সমভবত্তদা।।২৮।।
শতবর্ষং রাজ্যপদং তেন ধর্মাত্মনা ধৃতম্।
অযোধ্যা মথুরামায়া কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা।।২৯।।
পুরী দ্বারাবতী তেন রাজ্ঞা চ পুনরুদ্ ধৃতাঃ।
কুরুশৃকরপখানি ক্ষেত্রানি বিবিধানি চ।।৩০।।
নৈমিষোৎপলকৃদানাং বনক্ষেত্রানি ভূতলে।
নানাতীর্থানি তেনৈব স্থাপিতানি সমন্ততঃ।।৩১।।
তদা কলিঃ স গন্ধর্বো দেবকর্তাপিতৃদূষকঃ।
ব্রাহ্মণং বপুরাস্থায় পুষ্যমিত্রমুপাগমৎ।।৩২।
নত্বোবাচ প্রিয়ং বাক্যং শৃণু ভূপ দয়াপরঃ।
আর্যদেশে পিতৃগণঃ পুজার্হাঃ শ্রাদ্ধতপণঃ।।৩৩।।

জয় করে পুষ্প মিত্র ভূতলে সর্বপূজ্য হলেন। সপ্ত বিংশতিশত এবং বহুতর উত্তম বর্ষ পর্যন্ত বিক্রম রাজত্ব করেন। অতঃপর তিনি সমাপ্তি প্রাপ্ত হন। পুণ্যা মিত্র রাজ্য পদ প্রাপ্ত হন। সেই ধর্মাত্মা একশতবর্ষ পর্যন্ত রাজ্য পদ উপভোগ করেন। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা এবং দ্বারাবতী পুরী সকল এই রাজার দ্বারা পুনঃউদ্ধার হয়। এছাড়া অতিরিক্ত কুরু-সুকর -পদ্মক্ষেত্র পুনরুদ্ধার হয়েছিল।। ২৫-৩০।।

এই ভূতলে নৈমিষোৎপল বৃন্দের বনে ক্ষেত্র তথা অনেক তীর্থ তিনি স্থাপিত করলেন।। সেই সময় সেই গর্ন্ধবদেব এবং পিতৃদেবগণকে দূষিতকারী ব্রাহ্মণ শরীর ধারণ করে পুষ্যমিত্রের কাছে গেলেন। তাকে নমস্কার করে প্রিয়বচনে তিনি বললেন হে দয়াপরায়ণ ভূপ, শ্রবণ করুন, আর্যদেশে পিতৃগন শ্রাদ্ধ এবং তর্পন দ্বারা পূজা করার যোগ্য। এই ভূমন্ডলে পিতৃগণের যে পূজন তা অজ্ঞান। ভূমিতে পূর্বকর্ম বশ অনুগামী যে মনুষ্য মৃত তার ৮৪ লক্ষ যোনি ভেদে দেহধারী হন। মায়াদেব দ্বারা ছলে পিতৃগণের পূজা নির্মাণ করেছিলেন।

অজ্ঞানমিতি তর্জ্জ্ঞেয়ং ভুবি যৎপিতৃ পূজনম্।।
মৃতা যে তু নরা ভূমৌ পূর্বকম বশানুগাঃ।।৩৪।।
ভবন্তি দেহবন্তস্তে চতুরাশীতি লক্ষধা।
ছঘনা ময়দেবেনং পিতৃপূজা বিনির্মিতা।।৩৫।।
বৃথা শ্রমং বৃথাকর্ম নৃণাং চ পিতৃ পূজনম্।
ইতি শ্রুত্বা বচো ঘোরং বিহস্যাহ মহীপতিঃ।।৩৬।।
ভবান্ মুর্খো মহামূঢ়ো ন জনীষে পরং ফলম্।
ভূবর্লোকেন যে দৃষ্টাঃ শূন্যভূতাশ্চ ভাস্বরাঃ।।৩৭।।
যে তু তে বৈ পিতৃগণাঃ পিন্ডরা পবিমানগাঃ।
সৎপুত্রশ্চ বিধানেন পিন্ডদানং চ যৎকৃতম্।।৩৮।।
তদ্বিমানং নভোজাতং সর্বানন্দ প্রদায়কম্।
অব্দমাত্রং স্থিতিস্তেষাং পিন্ডপায়স রূপিনাম্।।৩৯।।
গীতাষ্টাদশকাধ্যায়ে সপ্তশত্যাশ্চরিত্রকৈঃ।
পাবিতং যত্তু বৈ পিন্ডং ত্রিতাব্দং চ তৎস্থিতিঃ।।৪০।।

মনুষ্য গণের দ্বারা সেই পিতৃগণের পূজন করা বৃথা ভ্রম এবং কর্য। এই প্রকারে সেই ঘোর বচন শ্রবণ করে সেই রাজা সহাস্যে বলেছিলেন - আপনি মহামূঢ় এবঙ অত্যন্ত মূর্খ। এর পরম ফল আপনি জানেন না। ভুবলোকে যে শূন্যভূত এবং ভাস্বর নয়, পিতৃগণ পিতরূপ পরিমানে গমনকারী, যে সৎপুত্র দ্বারা পূর্ণ বিধি বিধানে পিন্ড দান করেন।। ৩১-৩৮।।

সেই বংগ লৌহ ধাতুর থেকে শতগুণ মূল্যের তিনি করেছিলেন। তিনি ৫০ বৎসর পর্যন্ত এই ভূমি সুখ উপভোগ করে পুনরায় সুর্যলোকে চলে যান। তাঁর বংশে ৬০ হাজার বেদে পরমপরায়ণ ছিলেন। পুষ্যমিত্রের রাজ্য ৭০০ বছর সেই বিমান নভমন্ডলে গিয়ে সর্বপ্রকার আনন্দ প্রদানকারী ছিল। পিন্ডপায়সকারী তার একবৎসরক পর্যন্ত সেখানে স্থিতি হয়েছিল। গীতার ১৮ অধ্যায় দ্বারা তথা দুর্গা সপ্তশতী চরিত্র দ্বারা পাবিত যে পিন্ড অতিশত বর্ষপর্যন্ত হয়েছিল।। ৩৯-৪০।।

পুষ্যমিত্রগতে রাজ্য দশোত্তরশত ত্রয়ম্।
তস্মিন কালে লয়ং জগ্মুশ্চান্ধ্রদেশশিবাসিনঃ।।৪১।।
শতাদ্ধাব্দং ততো ভূমিবিনা রাজা বভূব হ।
তদা ক্ষুদ্রা নরা লুব্ধা লুণ্ঠিতাশ্চৌদারুনৈঃ।।৪২।।
দারিদ্রমগমন্ ঘোরং বিনা স্বর্ণং চ ভূব ভূৎ।
পুনর্দৈবশ্চ ভগবান্ প্রাথিত স্তানুবাচ হ।।৪৩।।
দেশে কৌশলকে জাতঃ সূর্যাংশাচ্চ মহীপতিঃ।
রাক্ষসারিরিতি খ্যাতো দেবমার্গপরায়ণঃ।।৪৪।।
মমাজ্ঞয়া স বৈ রাজা ভবিষ্যতি মহীতলে।
ইত্যুক্ত্বান্তদর্ধে বিষ্ণুদেবলোকানুপামৎ।।৪৫।।
রাক্ষসারিময়োধ্যায়াং স্থাপয়ামাস সুরের তম্।
আন্ধ্র রাষ্ট্রে চ যদ্রধ্যং রাক্ষসৈশ্চ সমাহৃতম্।।৪৬।।
তদ্রব্যং রাক্ষসাজ্জিত্বা গ্রামে গ্রামে চকার সঃ।
তারধাতোঃ পঞ্চমূল্যং সুবর্ণং ভুবিতৎ কৃতম্।।৪৭।।

পুষ্যমিত্রের রাজ্য চলে যাওয়ার পর ৩১০ বর্ষ পর্যন্ত সেই সময় আন্ধ্রদেশ নিবাসী লোক লয়প্রাপ্ত হন।। ৪১।।
সেই সময় ভূমি ৫০ বছর পর্যন্ত রাজাহীন ছিল। সেই সময় ক্ষুদ্র নর দারুন চোর গণের দ্বারা লুব্ধ এবং লুণ্ঠিত হয়েছিল।। ৪২।।

সকল লোক প্রভূত দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়ে ভূমিতলে সুবর্ণহীন হয়ে গেল। পুনরায় দেবগণের দ্বারা ভগবানের প্রার্থনা করলে ভগবান্ তাঁদের বললেন কোশল দেশে সূর্যবংশের এক রাজা উদ্ধাত হন তিনি রাক্ষসারি এই নামে প্রসিদ্ধ হন এবং দেবমার্গ পরায়ণ ছিলেন।

আমার আজ্ঞাতে সেই রাজা মহীতলে গেলেন।। এই কথা বলে ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্ধান হয়ে দেবলোকে চলে গেলেন।। ৪৩-৪৫।।

সেই রাক্ষসারিকে অযোধ্যাতে স্থাপিত করে আন্ধ্র রাষ্ট্রেতে যে দ্রব্য ছিল তা রাক্ষসগণ সমাহৃত করেছিলেন। তিনি সেই দ্রব্য জয়করে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করলেন। তিনি ভূতলে তাপদ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চমূল্য সুবর্ণ কর দিয়েছিলেন।। ৪৬-৪৭।।

আরাধাতোঃ শতং মূল্যং রাজাতং তেন বৈ কৃতম্।
তাম্রধাতোঃ পঞ্চমূল্যমারধাতোশ্চ তৎ কৃতম্।।৪৮।।
নাগধাতোঃ পঞ্চমূল্যং ভুবি তেনৈব নির্মিতম্।
তাম্রং পবিত্রমধিকং নাগো বংস্তথোতম্।।৪৯।।
লৌহধাতোঃ শতং মূল্যং বংগোহসৌ তেন সংস্কৃতঃ।
শতার্দ্ধাব্দং মহীং ভূক্ত্বা সূর্যলোক মুপাযযৌ।।৫০।।
তদন্বয়ে যাষ্ঠনৃপা জাতা বেদপরায়নাঃ।
পুষ্পমিত্রগতে রাজ্য চাব্দেসপ্তশর্তে গতে।।৫১।।
কৌশলান্বয় সম্ভুতা ভূপা স্বর্গমুযযুঃ।
শতার্দ্ধাব্দং ততো ভূমি মন্ডলীকং নৃপং বিনা।।৫২।।
ক্ষুদ্রভূপাংশ্চ বুভূজে গেশো দেশে চ ভার্গবঃ।
ততো বেদরদেশীয়ো নাম্না ভূপো বিশারদঃ।।৫৩।।
আর্যদেশ মুপাগম্য লক্ষসৈন্যসমন্বিতঃ।
ক্ষুদ্রভূপান্ বশীকৃত্য মন্ডলীকো বভূব হ।।৫৪।।

তাম্রধাতুর পঞ্চমূল্য এবং আরধাতু থেকে শতগুণ মূল্য রজত ধাতু কর দিয়েছিলেন।। ৪৮।।

নাগধাতুর থেকে পঞ্চগুণ মূল্য এই ভূতলে তার দ্বারা নির্মিত ছিল। তাম্রঅধিক পবিত্র নাগ এবং কংগত সেই প্রকারে উত্তম।। ৪৯।।

শার্ঙ্গ ধনুষ কেতু গদা চক্র ব্যতীত হরে কৌশল বংশে জাত সমস্ত ভূপ স্বর্গলোকে চলে যান। পুনরায় ৫০ বছর পর্যন্ত সেইভূমি মন্ডলীক নৃপতিহীন ছিল।। ৫০-৫২।।

হে ভার্গব, ছোট ছোট রাজগণ দেশেদেশে এই ভূমি উপভোগ করতে লাগলেন। অতঃপর বৈদর দেশে সমুৎপন্ন তথা বৈদর দেশীয় নামক এক বিশারদ ভূপ এই আর্যদেশে এক লক্ষ সেনা সমন্বিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি ক্ষুদ্ররাজগণকে জয় করে নিজ বংশে করলেন এবং সেখানে মন্ডলীক

নানা কলৈশ্চ কর্মাণি বিচিত্রানি মহীতলে।
গ্রামে গ্রামে নরাশ্চক্রুবর্ণ সংকর কারকাঃ।।৫৫।।
ব্রহ্মক্ষত্রময়োবর্ণো নামমাত্রেণ দৃশ্যতে।
বৈশ্যপ্রায়া নরা আর্যাঃ শূদ্র প্রায়াশ্চ কারিণঃ।।৫৬।।
তদ্রাষ্ট্রে মনুজাশ্চাসন্নামমাত্রং সুরাচর্কাঃ।
ষষ্ঠিবর্ষং পদং তেন কর্মভূম্যাং চ সৎকৃতম্।।৫৭।।

রাজা হলেন। পুনরায় বর্ণসংকর কারক নরগণ না না প্রকার কলের দ্বারা এই মীতলে পরম বিচিত্র কর্ম গ্রামে গ্রামে করেছিলেন।। ৫৩-৫৫।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ময় বর্ণ সেখানে সেই সময় কেবল নাম মাত্র ছিল। প্রায়ঃসব বৈশ্য হয়েগিয়েছিলেন। শূদ্র প্রায়শ কার্যকরতে বনে চলে যান।। ৫৬।।

তার রাষ্ট্রে মনুষ্য নাম মাত্র দেবঅর্চনা করতেন। এই প্রকারে ৬০ বছর পর্যন্ত সেই রাজা এই ভূমিতলে রাজ্য শাসন করেছিলেন।। ৫৭।

উত্তরপর্ব

।। মঙ্গলাচরণ।।

কল্যাণানি দদাতু বো গর্ণপতির্যস্মিন্নতুষ্টে সতি।
ক্ষোদীযস্যপি কর্মণি প্রভবিতুং ব্রহ্মাপি জিহ্মায়তে।
ভেজে যচ্চরণারবিন্দমসকৃস্তৌবাগ্যদয়েস্তে।
নৈষা জবতি প্রসিদ্ধি মগমদ্দেবেন্দ্রলক্ষ্মীরপি।।১।।
শশ্চৎ পুণ্যহিরণ্যগর্ভ রসনাসিংহাসনাধ্যাসিনী।
সেয়ং বাগধিদেবতা বিতরতু শ্রেয়াংসি ভয়াংসি বঃ।
যৎপাদামলকোলাঙ্গুলি নখজ্যোস্নাভিরুদ্বেল্লিতঃ।।
শব্দব্রহ্মসুধাংবুধিবুধমনস্যুচ্ছৃংখল খেলতি।।২।।
নমস্তস্মৈ বিশ্বোদয়বিলয়রক্ষাপ্রকৃতয়ে শিবায়।
ক্লেশোমচ্ছিদুরপদ পদ্মপ্রণতয়ে।
অমন্দস্বন্দপ্রথিতপৃথুলীলাতনু ভৃতে।
ত্রিবেদীবাচামপ্য পথনিজতত্ত্বাস্থিতিকৃতে।।৩।।

উত্তরপর্ব

।। মংগলা চরণ ।।

মঙ্গলাচরণম্ গণপতি আপনার কল্যাণ করুন। যিনি অতুষ্ট হলে ছোট কার্য ও ব্রক্ষা করতে অসমর্থ হন। যার চরণারবিন্দ বার বার সেবন ব্রক্ষ করেন দেবেন্দ্র লক্ষ্মীও তাঁর দ্বারা জগতে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। সবদা পরম পবিত্র হিরন্যগর্ভের রসনা রূপী সিংহাসনোপরি অধ্যাস কারী বাগদেবী আপনাকে প্রভূত শ্রেয় বিতরণ করুন। যাঁর চরন অমল এবং কোমল অঙ্গুলির নখজ্যোৎস্না থেকে উদ্বেলিত শব্দব্রক্ষ রূপী সুধা সমুদ্র বধুগণের মনে উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্বক খেলা করে । বিশ্ব উদয় বিলয় এবং রক্ষা প্রকৃতি রূপী সেই ভগবান্ শিবকে বার বার নমস্কার। যিনি ক্লেশ সমূহ ছেদনকারীক পাদপদ্মপ্রণতি রূপী। সেই শিব আনন্দ এবং স্বচ্ছন্দ প্রথিত প্রভূত লীলাকারী

যস্য গন্ডতলে ভাতি বিমলা যট্‌পদাবলী।
অক্ষমালেব বিমলা স নঃ পায়াদ্‌গণধিপঃ।।৪।।
ওঁ নমো বাসুদেবায় সশার্ঙ্গায় সকেতবে।
সগদায় স চক্রায় সশঙ্খায় নমো নমঃ।৫।
নমঃ শিবায় সোমায় সগণায় সসূনবে।
সবৃষায় সশূলায় সকপালায় সেন্দবে।।৬।।
শিবং ধ্যাত্বা হরিং স্তুত্বা প্রণম্য পরমেষ্ঠিনম্।
চিত্রভানুং চ ভানুং চ নত্বা গ্রন্থমুদীরয়েৎ।।৭।।
ছত্রাভিষিক্তং ধর্মজ্ঞং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
দ্রষ্টুমভ্যাগতা হৃষ্টা ব্যাসাদ্যাঃ পরমর্ষয়ঃ।।৮।।
মার্কন্ডেয়ঃ সমান্তব্যঃ শাণ্ডিল্য শাকটায়নঃ।
গৌতমো গালবো গার্গ্য শাতাতপপরাশরৌ।।৯।।

শরীর ধারণ কারী এবং ত্রিবেদী বাক্‌সমূহ অপথ নিজতত্ত্বে স্থিতিকারী, যার গন্ডতলে বিমলভ্রমর পংক্তি শোভিত এবং তিনি অক্ষের মালার ন্যায় বিমলা সেই গণপতি আমাদের রক্ষা করুন।। ১-৪।।

এবং শংখ ধারণকারী ভগবান্ বাসুদেবকে বার বার প্রণাম।। ৬।।

সদাশিবের ধ্যান করে হরিস্তুতি করে এবং পরমষ্ঠীকে প্রণাম করে তথা চিত্রভানু এবং ভানুকে নমস্কার করে গন্থ্ উদীরিত করছি।। ৭।।

একসময় ছত্রাভিষক্ত ধর্মের পূর্ণজ্ঞাতা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করতে পরমহর্ষিত হয়ে ব্যাসাদি পরমর্মিগণ এসেছিলেন।। ৮।।

সেই মহর্ষিগণের মধ্যে মার্কন্ডেয় মান্ডব্য শান্ডিল্য শাকটায়ন গৌতম পালব গার্গ্য শাতাতপ পরাশর জামনগ্ন্য ভরদ্বাজ ভৃগু ভার্গুরি উত্তংক শংখ লিখিত শৌনিক শাকটায়নি পুলস্ত্য পুলহ দান্ড্য বৃহদশ্ব সলোমন নারদ পর্বত জহ্নু অয়াবসু পরাবসু সকলে ছিলেন। এই ঋষিগণ বেদ তথা বেদাঙ্গে পারদর্শী মহা মনীষিগণকে রাজা যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে

জামদগ্ন্যো ভরদ্বাজো ভৃগু ভাগুরিরেব চ।
উত্তঙ্কঃ শঙ্খলিখিতৌ শৌনকঃ শাকটায়নিঃ।।১০।।
পুলস্ত্যঃ পুলহো দাল্ভ্যো বৃহদশ্চঃ সলোমশঃ।
নারদঃ পর্বতো জহ্নু রপাবসুপরাবসু।।১১।।
তানৃষীনাগতান্দৃষ্টাব বেদবেদাঙ্গঁপারগান্।
বক্তিমাভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণধৌম্য পুরঃ সরঃ।।১২।।
যুধিষ্ঠিরঃ সংপ্রহৃষ্টঃ সমুত্থায়াভিবাদ্য চ।
অর্ঘ্যমাচমনং পাদ্যমাসনানি স্বয়ং দদৌ।।১৩।।
উপবিষ্টেষুতেষ্বেব তপস্বিষু যুধিষ্ঠিরঃ।।
বিনয়াবনতো ভূত্বা ব্যাসং বচনমব্রবীৎ।।১৪।।
ভগবংস্ত্বৎ প্রসাদেন প্রাপ্তং রাজ্যং মহন্ময়া।
বিক্রম্য নিহতঃ সংখ্যে সানুবন্ধঃ সুযোধনঃ।।১৫।।
সরোগস্য যথা ভোগঃ প্রাপ্তোহসি ন সুখাবহঃ।
হত্বা জাতীং স্তথা রাজ্যং ন সুখং প্রতি ভাতি মে।।১৬
যৎসুখং পাবনং প্রীতির্বন মূলফলাশি নাম্।
প্রাপ্য গাং চ হতারাতিং ন তদস্তি পিতামহ।।১৭।।

নিয়ে তথা কৃষ্ণ ধৌম্যকে অগ্রে নিয়ে পরম প্রহৃষ্ট চিত্তে সমুপস্থিত হয়েছিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করে স্বয়ং অর্ঘ্য আচমন পাদ্য এবং আসন সকলের জন্য রাজ প্রদান করেছিলেন।। ৯-১৩।।

এই সকল তপস্বীগন যখন সেই স্থানে উপবিষ্ঠ হলেন তখন বিনয়ে বিনম্র হয়ে যুধিষ্ঠির ব্যাসজীকে বললেন - হে ভগবান্ আপনার প্রসাদে আমি এই মহান্ রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছি। বিক্রমের সাথে নিজ অনুবন্ধের সঙ্গে সুযোধন যুদ্ধে নিহত হয়েগেছে। রোগযুক্ত ব্যক্তি যদি ভোগপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে যেমন সুখপ্রাপ্ত হয় না, তেমন আমিও জ্ঞাতি হনন করে এই রাজ্যে সুখ প্রাপ্ত হচ্ছি না।। ১৪-১৬।।

হে পিতামহ বনের ফল-মূল ভক্ষণ করে যে পাবন সুখ তা এই রাজ্য প্রাপ্ত করে, শত্রু হনন করে লাভ করছি না।। ১৭।।

যো নো বন্ধুগুরুগোপ্তা সদাশর্ম চ বর্ম চ।
স ময়া রাজ্যলোভেন ভীষ্মঃ পাপেন ঘাতিতঃ।।১৮।।
অবিবেকমহং ধাস্যে মনো মে পাপপঙ্কিলম্।
ক্ষালয়িত্বা তব গিরা বহুদর্শিতবারিণা।।১৯।।
সংশ্রুতানি পুরাণানি বেদাসাঙ্গাঁ ময়াবিভো।
মমাদ্য দর্মসর্বস্বং প্রজ্ঞাদীপেন দর্শয়।।২০।।
এতে সধর্মগোপ্তারো মুনয়ঃ সমুপাগতাঃ।
পিবন্তো নেত্রভ্রমরৈ ভবতো মুখপঙ্কজম্।।২১।।
অর্থশাস্ত্রানি যাবন্তি ধর্মশাস্ত্রানি যানি বৈ।
শ্রুতানি সর্বশাস্ত্রানি ভীষ্মাদ্ভাগীরথী সুতাৎ।।২২।।
স্বর্গং গতে শান্তনবে ভবানকৃষ্ণোহথ যাদবঃ।
সুহৃত্বাদ্বন্ধু ভাবাচ্চ নান্যঃ শিক্ষয়িতা মম।।২৩।।

পিতামহ ভীষ্ম যিনি আমাদের সকলের বন্ধু গুরু এবং রক্ষক ছিলেন, তথা সদাকল্যাণকারী এবং বৃদ্ধরূপে ছিলেন, সেই ভীষ্মকে রাজ্য লোভে হত্যা করেছি। আমি অত্যন্ত অধিক অবিবেক বানীতে তা ক্ষালন করুন। হে বিভো, আমি পুরাণ এবং সাঙ্গবেদ শ্রবণ করেছি আজ আপনি আমাকে নিজ প্রজ্ঞাদীপ দ্বারা ধর্মস্বরূপ দেখান।। ১৮-২০।।

এই সকল ধর্মরক্ষা কারী বানী মুনিমন্ডল, যাঁরা এখানে আগত হয়েছেন, তাঁরা আপনার মুখপংকজের মধু নেত্ররূপী ভ্রমরের দ্বারা পান করতে উৎসাহী। যতপ্রকার অর্থ শাস্ত্র আছে এক বলার যোগ্য যা কিছু শাস্ত্র আছে সেই সকল শাস্ত্র ভাগীর ক্ষপুত্র ভীষ্ম প্রপিতামহের মুখ থেকে শ্রবণ করেছি।। ২১-২২।।

মহারাজ শান্তনু পুত্র স্বর্গে চলে গেলে এক ভগবান্ যাদব কৃষ্ণের সৌহার্দ্য এবঙ বন্ধুত্ব বশতঃ আমাকে শিক্ষা দেবার কেউ নেই।। ২৩।।

সত্যং সত্যবতী সূনুর্দ্ধর্মরাজায় বক্ষ্যাতি।
বিশেষর্ধমানখিলান্মুনী নাম বিশেষতঃ।।২৪।।
যদাখ্যেয়ং তদাখ্যাতং ময়া ভীষ্মেণ তেহনঘ।
মার্কন্ডেয়েন ধৌম্যেন লোমশেন মহর্ষিণা।।২৫।।
ধর্মজ্ঞো হ্যসি মেধাবী গুণবান্প্রজ্ঞসত্তমঃ।
ন তেহসত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ধধর্মবিনিশ্চয়ে।।২৬।।
পার্শ্বস্থিতে হৃষীকেশে কেশবে কেশিসূদনে।
কস্যচিৎকথনে জিহ্বা তত্র সম্পরিবর্ততে।।২৭।।
কর্তাপালয়িতা হর্তা জগতাং যো জগন্ময়ঃ।।
প্রত্যক্ষদশী সর্বস্য দমান্বক্ষ্যত্যসৌ তব।।২৮।।
সমাদিশ্যেতিকর্তব্যং ভগবান্বাদরায়ণঃ।
পূজিতঃ পান্ডুতনয়ৈর্জগগাম স্বতপোবনম্।।২৯

সত্যবতী পুত্র ধর্মরাজের জন্য সত্যবলবেন, যা বিশেষ রূপে ধর্ম এবং মুনিগণ যা পালন করেন।। ২৪।।

শ্রীব্যাসজী বললেন - হে অনঘ, যা কিছু আমার বলার ছিল সেই সকলই ভীষ্ম তোমাকে বলেছেন। মার্কন্ডেয়, ধৌম্য এবং লোমশ মুনিগণও তোমাকে তা বলেছেন। আপনি তো ধর্মজ্ঞাতা এবং মেধাসমন্বিত তথা গুণবান্ এবং প্রাজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ধর্ম এবং অধর্মের স্বরূপ কি তা বিশেষ রূপে নিশ্চয় করার বিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নয়।। ২৫ - ২৬।।

হৃষীকেশ ভগবানের কাছে স্থিত হলে, যিনি কেশি দৈত্য সুদন এবং কেশব তাঁকে জিহ্বা কিছু বলার জন্য সংপরিবর্তিত হয়ে। যিনি জগৎ রচনা কারী পালনকারী এবং সংহরণ কারী এবং জগন্ময় তিনি সকলের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনিই আপনাকে ধর্মের কথা বলবেন।। ২৭-২৮।।

ভগবান্ বাদরায়ন ইতি কর্তব্য সমাদেশ করে পান্ডুপুত্র গণের দ্বারা পূজিত হয়ে নিজে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন।। ২৯।।

স্বাভাষ্য ভারতবিধাতরি সংপ্রয়াতে তে কৌতু -
কাকুলধিয়ো মুনয়ঃ প্রশান্তাঃ।
কিং পৃচ্ছতি ক্ষপিতভারতলোকশোকঃ।
কিং বক্ষ্যতীহ ভগবান্যদুবংশবীরঃ।।৩০

।। ব্রহ্মান্ড কী উৎপত্তি ওর বর্ণন ।।

কস্য প্রতিষ্ঠা নির্দিষ্টা কো হেতুঃ কিংপরায়ণম্।
কস্মিন্নেতল্লয়ং যাতি কস্মাদুৎপদ্যতে জগৎ।।১।
কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ কিয়ন্তো হি কুলাচলাঃ।
কিয়ৎপ্রমাণ বনের্ভুবনানি কিয়ন্তি চ।।২

ভারত রচনাকারী এই কথা বলে চলে গেলেন সেই সমস্ত মুনিগণ কৌতুকাকুল হয়ে প্রশান্ত হলেন। তারা সকলে কৌতুক নিজ হৃদয়ে রেখেছিলেন যে, ভারত মহাযুদ্ধ শোকক্ষপিতকারী ধর্মরাজ যুধিষ্টির কি জিজ্ঞাসা করবেন এবং যদুবংশ বীর ভগবান্ কি উত্তর দেবেন।। ৩০।।

।। ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি এবং বর্ণন।।

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির সংবাদ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমস্ত ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করা হয়েছে।

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন হে ভগবান্ কার প্রতিষ্ঠা নির্দিষ্ট আছে, তার হেতু কি এবং পরায়ণ কি? এই জগৎ কিসে লয় প্রাপ্ত হয় এবং কি থেকে উৎপন্ন হয়।। ১।।

এই বিশ্বে কতগুলি দ্বীপ আছে ? কতগুলি সমুদ্র এবং কতগুলি কুলাচল আছে ? এই ভূমির কত গুলি প্রমান আছে ? এবং কতগুলি ভবন আছে? ২।।

পৌরাণশ্চৈব বিষয়ো যৎপৃষ্টোহ হং ত্বয়ানঘ।
শ্রুতোহ নুভূতশ্চ ময়া সংসারে সরতা চিরম্।।৩
অজায় বিশ্বরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।।৪
অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি শৃণু পার্থ পুরাতনম্।
যাজ্ঞবল্ক্যেন মুনিনা ভবিষ্যং ভাস্বতাম্পতিঃ।
পৃষ্টো যদুত্তরং প্রাদাদৃষিভ্যস্তন্ময়া শ্রুতম্।।৫
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্বাশুভবিনাশম্।
ভবিষ্যোত্তরমেতত্তে কথায়মি যুধিষ্ঠির।।৬
একাত্মকং ত্রিদৈবত্যং চতুঃপঞ্চসু লক্ষণম্।
গুণকালদিভেদেন সদত্মম্প্রদর্শিতম্।।৭
এক এব জগদ্যোনিঃ প্রতিযোনিষু সংস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।।৮।

শ্রী কৃষ্ণ বললেন - হে অনঘ, তুমি পুরাণের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। তা আমি এই সংসারে স্মরণ করতে শুনেছি এবং তা আমি অনুভব করি। সেই অজন্মা বিশ্বরূপ নির্গুন স্বরূপ এবং গুণাত্মা বেধা ভগবান্ বাসুদেবের জন্য। হে পার্থ, তখন এখানে তোমাকে পুরাতন বর্ণনা করব। আপনি তা শ্রবণ করুন।। ৩-৪।।

যাজ্ঞবল্ক মুনি ভাস্বন্তা পতিকে ভবিষ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি ঋষিগণকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আপনি শ্রবণ করছি। হে যুধিষ্ঠির সেই ভবিষ্য পরমধন্য প্রদানকারী আয়ুবৃদ্ধিকারী এবং সম্পূর্ন অশুভ নাশকারী এখন আমি তোমাকে তা বলছি।। ৫-৬।।

ত্রিদেব গণের একাত্মা চার-পাঁচ সুলক্ষণ এবং গুন তথা কালাদি ভেদ থেকে সৎ এবং অসৎ সম্যক্ রূপে প্রদর্শিত।। ৭।।

এই সমস্ত জগতের একই যোনি স্থান যা প্রতিযোনিতে সংস্থিত। তা একপ্রকার এবং বহু প্রকারে জলে চন্দ্রিকার ন্যায় প্রদর্শিত।।ব্রহ্মা-বিষ্ণু

ব্রহ্মা বিষ্ণুর্বৃষাঙ্কশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ সতাং মতাঃ।
নামভেদৈঃ ক্রিয়াভেদৈর্ভিদ্যন্তে নাত্মনা স্বয়ম্।।৯।
প্রক্রিয়া চানুষঙ্গশ্চ উপোদ্ধাতস্তথৈব চ।
উপসংহার ইত্যেতচ্চতুষ্পাদং প্রকীর্তিতম্।।১০।
সম্মতা প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈক পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।১১।
এষ বক্তব্যবিষয়ঃ সুমহান্প্রতি ভাতিমে।
তথাপ্যুদ্দেশতো বচ্মি সর্গং প্রতি তবানঘ।।১২।
মহদাদিবিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্।
পঞ্চপ্রমাণং ষট্‌কক্ষং পুরুষাধিষ্ঠিতং জগৎ।।১৩।
অব্যক্তাজ্জায়তে বুদ্ধির্মহানিতি চ সা স্মৃতাঃ।
অহংকারাস্তু মহতস্ত্রিগুণঃ স চ পঠ্যতে।।১৪।
তন্মাত্রাণি চ পঞ্চাহুর হঙ্কারাচ্চ সাত্ত্বিকাৎ।
জাতানি তেভ্যো ভূতানি ভূতেভ্যঃ সচরাচরম্।।১৫।

এবং বৃষাংক এই তিন দেবতা সৎপুরুষগণ মনে করেন। তাঁরা নাম তথা কর্মভেদ ভিন্ন কিন্তু স্বরূপে তাঁরা ভিন্ন নন। প্রক্রিয়া অনুষঙ্গ উৎপাদ্ধাত এবং উপসংহার এই চার পাদ কথিত।। ৮-১০।।

সমযাত-প্রতিমার্গ -বংশ-মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পাঁচ হল পুরাণের লক্ষণ।। এটাই হল বক্তব্য বিষয়। তোমর প্রতি আমি 'সর্গ' বিষয়ে উপদেশ প্রদান করব।। ১১-১২।।

মহদাদি বিশেষান্ত রূপ, বৈরূপ্য সহিত, লক্ষণযুক্ত, পাঁচপ্রমাণ স্বরূপ তথা ষট্‌কক্ষ পুরুষে অধিষ্ঠিত এই জগৎ।। ১৩।।

অব্যক্ত থেকে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছে, যা মহান্ এই নামে পরিচিত। পুনরায় অহংকার মহান্ থেকে উদ্ভূত এবং তা ত্রিগুণমুক্ত।।১৪।।

তন্মত্রা পাঁচপ্রকার– তা সাত্ত্বিক অহংকার থেকে জাত । সেই পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চভূত জাত এবং পুনরায় পঞ্চমহাভূত থেকে এই জগৎ জাত হয়।

জলমূর্তিময়ে বিষ্ণৌ নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ভূতাত্মকমভূদন্ডং মহত্তদুদকেশয়ম্।।১৬।
সৃষ্টয়া শক্ত্যা চ নির্ভিন্নং তদন্ডমভবদ্দিধা।
ভূকপালমথৈকং তদিদ্বতীয়মভবন্নভঃ।।১৭।
উল্বং তস্যাভবন্মেরুর্জরায়ুঃ পর্বতাঃ স্মৃতাঃ।
নদ্যো ধমন্যঃ সঞ্জাতাঃ ক্লেদঃ সর্বত্রগ পয়ঃ।।১৮।
যোজনানাং সহস্রাণি ষোড়শাধঃ প্রতিষ্ঠিত।
উৎসেধে চতুরাশীতির্দ্বাত্রিংশট্ধ্ববিস্তৃতঃ।
ভূমিপঙ্কজবিস্তীর্ণা কণিকা মেরুরুচ্যতে।।১৯।
আদিত্যশ্চাদিদেবত্বা তত্রাভূত্রিগুণাত্মকঃ।
প্রাতঃ প্রজাপতিরসৌ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরিষ্যতে।
রুদ্রোহপরাহ্ন সময়ে স এবৈকস্ত্রিধামতঃ।।২০।
স্বায়ংভূবো মনুঃ পূর্বং ততঃ স্বারোচিষাহ ভবৎ।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষেতি ষট্।।২১।

জলরূপ মূর্তি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমগ্র স্থাবর এবং জঙ্গম জগৎ বিনষ্ট হয়ে গেলে ভূতাত্মক মহদনু সেই জলে শয়ন করেছিল। সৃষ্টি এবং শক্তি থেকে নির্মিত তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তার একভাগ ভূকপাল এবং দ্বিতীয় ভাগ নভ তার উল্বমেরু জরায়ু হয়েগেল তা পর্বত নামে পরিচিত। নদী সকল যা ছিল তা ধমনী হয়ে গেল এবং সর্বত্র গমনশীল পয় ক্লেদ হয়েগেল। নিম্নভাগ ষোড়শ সহস্র যোজন ছিল। চুরাশি সহস্র উচ্চ এবং ত্রিশসহস্র উর্দ্ধ বিস্তার ছিল। ভূমি পংকজের বিস্তীর্ণ কণিকা মেরু নামে পরিচিত। আদিত্য আদিদেব হওয়ার জন্য সেখানে ত্রিগুণাত্মক ছিল। সেখানে প্রাতঃকালে প্রজাপতি মধ্যাহ্নে বিষ্ণু এবং দ্বিপ্রহরের পরে রুদ্র রূপ একই ত্রিস্বরূপাত্মক ছিল।। ১৫-২০।।

পূর্বে স্বায়স্ভূ মনু জাত হন, তারপর স্বারোচিষ হন। পুনরায় ক্রমান্বয়ে উত্তম তামস রৈবত এবং চাক্ষুষ এই ছয় মনু জাত হন।।

বৈবস্বতোহয়মধুনা বর্ততে মনুরুত্তমঃ।
যস্য পুত্রৈঃ প্রপৌত্রৈশ্চ বিভক্তেয়ং বসুন্ধরা।।২২।।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা একাদশ তথাশ্বিনৌ।
উষস্ত্রয়ঃ সমাখ্যাতাদেব বৈবস্বতেহন্তরে।।২৩।
বিপ্রচিত্তিহিরণ্যাখৌ দৈত্যদানবসত্তমৌ।
তয়োর্বংশে তু বহবো দৈত্যদানবসত্তমাঃ।।২৪।
পঞ্চাশদ্ গুণিতকোটিযোজনানাং মহত্তয়া।
সদ্বদ্বীপসমুদ্রায়াঃ প্রমাণমবনেঃ স্মৃতম্।।২৫।।
পিন্ডেন চ সহস্রাণি সপ্ততির্জলমধ্যতঃ।
গৌরিবৈষা সুমহতী ভ্রাজতে ন চ লীয়তে।।২৬।
লোকা লোকঃ পরতরঃ পর্বতোহ গ্রমহোচ্ছয়ঃ।
দ্বৈতমর্থং স নিয়তো যোহসৌ রবিরু চামপি।।২৭।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো লয়ঃ।
নিত্যশ্চতুর্থো বিজ্ঞেয়ঃ কালো নিত্যাপহারকঃ।।২৮।

এই সময় বর্তমান মনু বৈবস্বত মনু, তিনি সর্বোত্তম । তার পুত্র এবং পৌত্র ক্রমে এই বসুন্ধরা বিভক্ত।। ২১-২২।।

আদিত্য -বসুগণ-একাদশরুদ্র -অশ্বিনীকুমার এবং তিন ঊষা বৈবস্বত মন্বন্তরে দেব নামে পরিচিত। বিপ্রচিত্ত এবং হিরন্যাক্ষ শ্রেষ্ঠ দৈত্য দানব ছিল। তাদের বংশে অনেক দানব জাত হয়েছিল।। ২৩-২৪।।

পঞ্চাশ গুণিত কোটি যোজন মহৎ সাতদ্বীপ এবং সাতসমুদ্র যুক্ত ভূমিপ্রমান স্বরূপ ছিল। পিন্ড থেকে ৭০ হাজার জলমধ্য থেকে গোতুল্য ভ্রাজমান্ জাত হয়েছিল এবং তা লীন ছিল।। ২৫-২৬।।

অগ্রভাগে মহান্ উচ্ছ্রয় লোকালোক পর্বত পরচর ছিল। দ্বৈত অর্থে তা নিয়ত ছিল যা রবি কিরণেও ছিল। লয় নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক এবয়ং আত্যন্তিক এবং নিত্য । কাল নিত্যের অপহারক ।। ২৭-২৮।

উৎপদ্যতে স্বয়ং যস্মাত্তত্স্মিন্নেব লীয়তে।
রক্ষতি চ পরে পুংসি ভূতানামেষ নিশ্চয়ঃ।।২৯।।
যথর্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু।।৩০।
প্রতিলীনেষু ভূতেষু বিবুদ্ধঃ সকলং জগৎ।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মমে স মহেশ্বরঃ।।৩১।।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রুরে ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে।
তে ত বিনা প্রপদ্যতে পুনস্তেষ্বেব কর্মসু।।৩২।
ভূর্দশগুণেন পয়সা সংবৃতা তচ্চ তেজসা।
তেজোহনিলেন নভসা তদ্গুণেনানিলো বৃতঃ।।৩৩।
ভূতাদিনা তথাকাশং ভূতাদির্মহতাবৃতঃ।
মহাম্পরিবৃতস্তেন পুরুষেণাবিনাশিনা।।৩৪।
এবং বিধানামন্ডনাং সহস্রাণি শতানি চ।
উৎপন্নানি বিনষ্টানি ভাবি তানি মহাত্মনা।।৩৫।

যা থেকে স্বয়ং উৎপন্ন হয় এবং তাতেই বিলীন হয় এবং পরপুরুষ রক্ষাকারী তা নিশ্চয় স্বরূপ।। ২৯।।

যে প্রকারে ঋতুলিংগ আছে এবং তা পর্যয়ে নামাচারী তথা তাই সময় সময় দেখা যায় ঠিক তার মত যুগাদিত্তে ভাবও দেখায়ায়। ভূতগণের প্রতিলীন হওয়ারপর বিরুদ্ধ মহেশ্বর প্রভৃতিতে সমস্ত জগৎ বেদ শব্দে নির্মিত।। ৩০-৩১।।

হিংস্র এক অহিংস্র, মৃদু এবং ক্রুর, ধর্ম এবং অধর্ম, আবৃত এবং অনাবৃত সকলেই সেই বর্ম প্রাপ্ত হয়।। ৩২।।

এই ভূমি দশাগুণ জল সংস্কৃত , জল তেজ থেকে এবং তেজ বায়ু থেকে এবং সেই অনিল তদ্রূপ আকাশে সংবৃত।। তথা ভূতাদি আকাশ এবং ভূতাদি মহতত্ত্বে আবৃত। সেই মহান অবিনাশী পুরুষ দ্বারা পরিবৃত। মহাত্মা উৎপন্ন হন, বিনষ্ট হন, পূর্বেও হয়েছেন এবং পরেও হবেন।। ৩৩-৩৫।।

বৈকুণ্ঠকোষ্ঠগতমেতদশেষতায়াং খ্যাতং।
জগৎ সুরনরোরগসিদ্ধনদ্ধম্।
পশ্যন্তি শুদ্ধমুনয়ো বহিরন্তরে চ মায়া।
চরাচরগুরোরপরেব কাচিৎ।।৩৬।।

।। সাংসারিক জীবনস্য দোষ।।

দেবত্বং মানুষত্বং চ নির্যক্তংকেন কর্মণা।
প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কেন গর্ভবাসং সুদারুণম্।।১।।
গর্ভস্থশ্চ কিমশ্রাতি কথমুৎপদ্যতে পুনঃ।
দত্তোত্থানাদিকান্দোশাঙ্কথং তরতি দুস্তরান্।।২।।

তিনি বৈকুন্ঠ কোষ্ঠগত অশেষ তাতে খ্যাত এবং তিনি জগৎ সুর-নর-উরগ এবং সিদ্ধনদ্ধ।।

শুদ্ধ মুনিগণ অন্তর এবং বাইরে দেখেন । সেই চরাচর গুরুর কোনো অপরা মায়া।।৩৬।।

।। সাংসারিক জীবনের দোষ।।

এই অধ্যায়ে জন্ম সংসারের দোষ আখ্যায়ন বর্ণন করা হয়েছে।

যুদ্ধিষ্ঠির বললেন - পুরুষ দেবত্ব মনুষত্ব এবং তির্যকত্ব কোন কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হন এবং কোন্ কর্মের দ্বারা সুদারুন গর্ভে আবাস পান ? ।।১।।

প্রাণী গর্ভে থাকা কালীন সময়ে কি ভোজন করে, কি করে এবং কিভাবে উৎপন্ন হয়। দত্ত এবং উত্থানকাদি দোষ যা অত্যন্ত দুস্থর তা কিভাবে পার করা যাবে।। ২।।

বালভাবে কথং পুষ্টিঃ স্যাদ্যুবা কেন কর্মণা।
কুলীনঃ কেন ভবতি সুরূপঃ সুধনঃ কথম্।।৩।।
কথং দারানবাপ্নোতি গৃহং সর্বগুণৈর্যুতম্।
পন্ডিতঃ পুত্রবাংস্ত্যাগী স্যাদাময়বিবর্জিতঃ।।৪।।
কথং সুখেন ম্রিয়তে কথং ভুংক্তে শুভাশুভম্।
সর্বমেবামলমতে গহনং প্রতিভাতি মে।।৫।।
শুভৈর্দেবত্বমাপ্নোতি মিশ্রৈর্মানুষতাং ব্রজেৎ।
অশুভৈঃ কর্মভিজ্জংতুস্তির্যগ্যোনিষু জায়তে।।৬।।
প্রমাণং শ্রুতিবেবাত্র ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ে।
পাপং পাপেন ভবতি পুণ্যং পুণ্যেন কর্মণা।।৭।।
ঋতুকালে তদা ভুক্তং নির্দোষং যেন সংস্থিতম্।
তদা তদ্বায়ুনা স্পৃষ্টং স্ত্রীরক্তৈনৈকতাং ব্রজেৎ।।৮।।

বালভাবে তার পুষ্টি কিভাবে হয় এবং কোন্ কর্মের দ্বারা সে যুবাভাব প্রাপ্ত হয় ? সে কুলীন -সুন্দররূপী সুধন কিভাবে হয় ?।। ৩।।

স্ত্রী প্রাপ্তি কিভাবে ঘটে এবং সমস্ত গুণগণে সমৃদ্ধ ঘর কিভাবে প্রাপ্ত হয়? পন্ডিত পুত্র যুক্ত, ত্যাগী এবং যোগযুক্ত কিভাবে হয় ? কিভাবে সেই জীবত্মা সুখে মৃত্যু বরণ করে এবং শুভ তথা অশুভ ফল কিভাবে ভোগ করে। এই অমল মতে সবকিছু আমার প্রভূত গহন প্রতীত হচ্ছে।। ৪-৫।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন -শুভ কর্মে প্রাণী দেবত্ব প্রাপ্ত হন এবং যে কর্ম শুভ তথা অশুভ মিশ্রিত তার দ্বারা সে মানুষবতা প্রাপ্ত হয় এবং পুরোপুরি অশুভ কর্মের দ্বারা তির্যক যোনি প্রাপ্ত হয় । ধর্ম এবং অধর্ম বিশেষ নিশ্চয় করতে শ্রুতিই হল প্রমাণ। পাপ কর্ম থেকে পাপ এবং পুণ্য কর্ম থেকে পুণ্য হয়।। ৬-৭।।

ঋতুকালে যিনি মুক্ত তিনি নির্দোষ যারা দ্বারা সংস্থিত তার বায়ুতে স্পৃষ্ঠ হয়ে স্ত্রী রক্তে একতা প্রাপ্ত হয়। শুক্র বিসর্গের সময় করণের দ্বারা

বিসর্গকালে শুক্রস্য জীবঃ করণ সংযুতঃ।
ভৃত্যঃ প্রবিশতে যোনিং কর্মভিঃ স্বৈর্ন্নিযোজিতঃ।।৯।
তচ্ছুক্ররক্তমে কস্থমেকাহাৎ কললং ভবেৎ।
পঞ্চরাত্রেণ কললং বুদ্বুদা কারতাং ব্রজেৎ।।১০।
বুদ্ধুদং সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশী ভবেত্ততঃ।
দ্বিসপ্তাহাদ্ভবেপ্তেশী রক্তমাংসদৃঢ়াংচিতঃ।।১১।
বীজস্যেবাঙ্কুরাঃ পেশ্যাঃ পঞ্চবিংশ তিরাত্রতঃ।
ভবন্তি মাসমাত্রেণ পঞ্চধা জায়তে পুনঃ।।১২।
গ্রীবা শিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্টবংশস্তথোদরম্।
মাসদ্বয়েন সর্বাণি ক্রমশঃ সম্ভবন্তি চ।।১৩।
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে সদ্রব্যাংকুরসন্ধয়ঃ।
মাসৈশ্চতুর্ভিরঙ্গল্যঃ প্রজায়ন্তে যথাক্রমম্।।১৪।
সুখং নাসা চ কর্ণৌ চ জায়ন্তে পশ্চ মাসকৈঃ।
দন্ত পংক্তিস্তথা গুহ্যং জায়ন্তে চ নখাঃ পুনঃ।।১৫।
কর্ণৌ চ রন্ধ্রসহিতৌ ষন্মাসাভ্যন্তরেণ তু।
পায়ুর্মেঢ্রমুপস্থশ্চ নাভিশ্চাপ্যুজায়তে।।১৬।।

যুক্ত জীব ভৃত্য নিজ কর্ম দ্বারা নিয়োজিত হয়ে যোনিতে প্রবেশ করে। সেই শুক্র এবং রক্ত একস্থ হয়ে একদিনে সে কলল হয়ে যায়। সে কলল ৫ রাত্রিতে বুদবুদাকার প্রাপ্ত হয়। সেই বুদবুদ সাত রাত্রে মাংস পেশী রূপে পরিণত হয। পুনরায় দুই সপ্তাহে রক্ত মাংস দ্বারা দৃঢ়াঞ্চিত পেশী তৈরী হয়।। ৮-১০।।

২৫ রাত্রে বীজ অংকুরের ন্যায় পেশীর মাস মাত্র সময় পাঁচ খন্ডে বিভক্ত হয়। পুনরায় দুই মাসে গ্রীবা-শির -স্কন্ধ-পৃষ্ঠাংশ এবং উদর ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়। চার মাসে যথাক্রমে অংগুলি উৎপন্ন হয়।। ১২-১৪।।

পাঁচমাসে মুখ -নাসিকা-কর্ণদ্বয় -দন্ত গুচ্ছ এবং নখ উৎপন্ন হয়। ছয়মাসে সছিদ্র কর্ণ, পায়ু, মেঢ্র, নাভি উৎপন্ন হয়।। ১৫-১৬।।

সন্ধয়োর্যে চ গাত্রেষু মাসৈর্জায়ন্তি স প্তভিঃ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংপূর্ণঃ শিরঃ কেশসমন্বিতঃ।।১৭।
বিভক্তাবয়বঃ পুষ্টঃ পুনর্মাসাষ্টকেন চ।
পঞ্চাৎ মকসমাযুক্তঃ পরিপক্বঃ স তিষ্ঠতি।।১৮।।
মাতুরাহারবীর্যেণ ষড়বিধেন স তিষ্ঠতি।
রসেন প্রত্যহং বালো বর্ধতে ভরতর্ষভ।।১৯।।
তত্তোহ হং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাশ্রুতমরিন্দম্।
নাভি সূত্রনিবন্ধেন বর্দ্ধতে স দিনে দিনে।।২০।
ততঃ স্মৃতিং লভেজ্জীবঃ সম্পূর্ণেহস্মিঞ্ছরীরকে।
সুখং দুঃখং বিজানাতি নিদ্রাস্বপ্নং পুরা কৃতম্।।২১।
মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ।
নানাযোনি সহস্রাণি ময়া দৃষ্টানি তানি বৈ।।২২।।

এই শরীরে সন্ধি সকল সাতমাসে তৈরী হয়। অঙ্গ তথা প্রত্যঙ্গে সম্পূর্ণ তথা বেশ সমন্বিত অবয়ব পূর্ণ পুষ্ট আটমাসে উদরস্থ শিশু গঠিত হয, এবং পুনরায় পঞ্চাত্মক সমাযুক্ত হয়ে গর্ভে স্থিত থাকে, যা পূর্ণরূপে পরিপক্ক।। ১৭-১৮।।

হে ভরতর্ষভ, মাতৃআহারের বীর্য দ্বারা ষড়বিধরস সংগ্রহ করে শিশু সংবর্ধিত হয়।। ১৯।।

হে অরিন্দম, এই সব আমি তোমাকে যথাযথ বলে দেব। নাভি সূত্র বিনন্ধের দ্বারা সে দিনদিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সেই জীবাত্মা স্মৃতি প্রাপ্ত হয় কারণ তার শরীর সাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়। সেই সময় সে দুঃখ এবং সুখ জানতে থাকে এবং পুরাকৃত নিদ্রা স্বপ্নেরও জ্ঞান হয়।। ২০-২১।। সেই সময় তার জ্ঞান হয় কি যে, আমি মারা গিয়েছিলাম পুনরায় আমি জন্ম ধারণ করেছি এবং উৎপন্ন হয়েও পুনরায় আমি মৃত্যু প্রাপ্ত হব। আমি এই প্রকারে অনেক প্রকার সহস্র যোনি দেখেছি।। ২২।।

অধুনা জাতমাত্রোহ হং প্রাপ্তসংস্কার এব চ।
এতচ্ছেয়ঃ করিষ্যামি যেন গর্ভে ন সংশ্রয়ঃ।।২৩।।
গর্ভস্থ শ্চিন্তয়ে দেবমহং গর্ভাদ্বিনিঃ সৃতঃ।
অধ্যেষ্যে চতুরো বেদান্সংসারবিনিবর্তকান্।।২৪।।
এবং স গর্ভদুখেনঃ মহতা পরিপীড়িতঃ।
জীবঃ কর্মবশা দাস্তে মোক্ষোপায়ং বিচিন্তয়ন্।।২৫।।
যথা গিরিবরাক্রান্তঃ কশ্চিদ্দুঃখেন তিষ্ঠতি।
তথা জরায়ুণা দেহী দুঃখে তিষ্ঠতি চেষ্টিতঃ।।২৬।।
পতিতঃ সাগরে যদ্বদ্দুঃখৈরাস্তে সমাকুলঃ।
গর্ভোদকেন সিক্তাঙ্গস্তথাস্তেব্যকুলঃ পুমান্।।২৭।
লোহকুম্ভে যথা ন্যস্তঃ পচ্যতে কশ্চিদগ্নিনা।
তথা স পচ্যতে জতুর্গর্ভস্থঃ পীড়িতোদরঃ।।২৮।।

এই বার আমি উৎপন্ন হয়েই সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে উত্তম কল্যাণ মার্গে কার্য করব যাতে করে আমাকে পুনরায় গর্ভবাসের কষ্ট পেতে না হয়। এই প্রকার জীবত্মা গর্ভ স্থিত হয়ে দেবচিন্তন করে যে আমি এই ঘোর গর্ভ থেকে নির্গত হয়ে সংসারে বিশেষ নিবৃত্তি কারী চারবেদ অধ্যয়ন করব।। ২৩-২৪।।

এই প্রকার মহান গর্ভ দুঃখে পরিপীড়িত জীব কর্ম বশে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় চিন্তা করে। যেমন কোনো গিরিবর দ্বারা আক্রান্ত প্রচন্ড দুঃখে আকুল হয় তেমন সেই দেহী জরায়ু চেষ্ঠিত দুঃখে স্থিত হয়।। ২৫-২৬।।

সাগরে পতিত জিন যেমন দুঃখে যথাকুল হয় তেমন গর্ভোদক সিক্ত অঙ্গ রূপী পুরুষ অত্যন্ত ব্যকুল হয়।। যেমন কোনো লৌহ কুম্ভে ন্যস্ত অগ্নি দ্বারা পক্ক হয় ঠিক তেমন গর্ভস্থিত জন্তু পীড়িতোদর হয়ে পক্ক হয়।। ২৭-২৮।।

সূচীভিরগ্নিবর্ণাভির্বিভিন্নস্য নিরনাতরম্।
যঃদ্দুখমুপজায়েত তদ্‌গর্ভেহষ্ট গুর্ণং ভবেৎ।।২৯।।
গর্ভবাসাৎপরো বাসঃ কষ্টো নৈবাস্তি কুত্রচিৎ।
দেহিনাং দুঃখবদ্রাজন্মুঘোরো হ্যতিসঙ্কটঃ।।৩০।
ইত্যেতদ্‌গর্ভ দুঃখং হি প্রাণিনাং পরিকীর্তিতম্।
চরস্থিরাণাং সর্বেষাসামগর্ভানুরূপতঃ।।৩১।।
গর্ভাৎকোটিগুণং দুঃখং যোনিযন্ত্রপ্রপীড়নাৎ।
সম্মূর্চ্ছিতস্য জায়েত জায়মানস্য দেহিনঃ।।৩২।
শরবৎপীড্যমানস্য যন্ত্রনৈব সমন্ততঃ।
শিরসি তাড্যমানস্য পাপমুদ্‌গরকেণ চ।।৩৩।
গর্ভান্নিষ্ক্রম্যমানস্য প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
জায়তে সুমহদ্দুঃখং পরিত্রাণমনিন্দতঃ।।৩৪।।

অগ্নিবর্ণের ন্যায় সূচের দ্বারা নিরন্তর বিভিন্ন হতে হতে যেরূপ দুঃখ হয় গর্ভস্থিত জীব তার থেকে ৮ গুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। গর্ভাবাসের ন্যায় পরকষ্ট প্রদানকারী দ্বিতীয় কেউই নেই।। হে রাজন সেই গর্ভে নিবাস দেহধারি গণকে অত্যধিক দুঃখ প্রদান করে তা সুখের এবং সংকটময় ।। ২৯-৩০।।

এই প্রকারে প্রাণিগণ যে ভাবে গর্ভ দুঃখ অনুভব করে তা আমি বললাম। এই অনভূতি চর এবং স্থির সকলের আত্মগর্ভ অনুসারে হয়। গর্ভনিবাসে যে দুঃখ হয তার থেকে কোটিগুন দঃখ হয় জন্মলাভের পর। সেই সময় যোনিযন্ত্র থেকে তাকে বাইরে বার করতে সে প্রপীড়িত হয়। স্বর্ণকারের তন্ত্রী আকর্ষণের ন্যায় তার শরীর অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে এবং জায়মান দেহী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। সেই সময় শরের ন্যায় যে পীড়িত সে নির্গত হয়। এমন পীড়া হয়, যেমন তার শিরে পাপ রূপী মুদগরের দ্বারা তাড়ণ করা হয়।। ৩১-৩৩।।

যখন সেই জীব গর্ভ থেকে নির্গত হয় সেই সময় প্রসব বায়ু থেকে তার মহাদুঃখ উৎপন্ন হয় এবং পরিত্রাণের জন্য সে বুদ্ধি প্রয়োগ করে। যন্ত্রের

যন্ত্রেণ পীড়িতা যদ্বন্নিঃ সরাঃ স্যুস্তিলেক্ষবঃ।
তথা শরীরং নিঃসারং যোনিযন্ত্রপ্রপীড়িতম্।।৩৫।।
অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং যেন ব্যামোহিত জগৎ।
জিঘ্রম্পশ্যন্নবকং দোষং কায়স্য ন বিরজ্জতে।।৩৬।
এবমেতচ্ছরীরং হি নিসর্গাদ শুচি ধ্রুবম্।
ত্বড্রমাত্রসারং নিঃসারং কদলী সারসংনিভম্।।৩৭।।
গর্ভস্থস্য স্মৃতিযাসীত্তা জাতস্য প্রণশ্যতি।
সম্মূর্চ্ছিতস্য দুঃখেন যোনিযন্ত্র প্রপীড়নাৎ।।৩৮।।
বাদ্যেন বায়ুনা চাস্য মোহস্যজ্ঞেন দেহিনঃ।
স্পৃষ্টমাত্রেণ ঘোরেড় জ্বরঃ সমুপজায়তে।।৩৯।।
তেন জ্বরেণ মহতা মহামোহঃ প্রজায়তে।
সম্মুঢ়স্য স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সঞ্জায়তে পুনঃ।।৪০।

দ্বারা যেমন তিল ও ইক্ষু রস নিঃসৃত হয় তেমন জীবাত্মার সেই শরীর এক প্রকার সার রহিত যোনি যন্ত্র দ্বারা প্রপীড়িত হয় ।। ৩৪-৩৫ ।।

অহো, মোহের কি অদ্ভূত মাহাত্ম্য যে এই সমস্ত জগৎ থেকে নিজ প্রভাবে ব্যামো হিত করে রেখেছে। নিজ দোষ যে এই শরীরের তা বুঝে দেখেও এর থেকে বিরক্ত হয় না।। ৩৬।।

এই প্রকারে এই শরীর স্বভাব দ্বারা নিশ্চয় অপবিত্র। এর সত্তর একমাত্র এবং কদলী সার সমান নিস্‌সার।। গর্ভে স্থিত থাকার সময় যন্ত্রের স্মৃতি তার জন্মানো মাত্র যোনিযন্ত্রের পীড়নের দ্বারাই সে সবভুলে যায়।। ৩৭-৩৮।।

মোহ নামক বহিবায়ুর স্পর্শে একপ্রকার জ্বর উৎপন্ন হয়। সেই মহান জ্বরের দ্বারা মহামোহ উৎপন্ন হয়। যখন মহামোহ থেকে সহমূঢ়তা প্রাপ্ত হয তখন সেই সংমূঢ় স্মৃতি শীঘ্র ভ্রংশ হয়ে যায়। স্মৃতি যা গর্ভদশাতে ছিল তা ভ্রংশ হওয়ার ফলে জীব পূর্বজন্মে কৃত কর্মে বশীভূত হয়ে পুনঃ সেই জন্মেরতি উৎপন্ন করে।। এই লোক তো রাগানুরক্ত পুনরায় এই মূঢ়কে

স্মৃতিভ্রংশাত্তু তস্যেহ পূর্বকর্মবশেন চ।।
রতিঃ সঞ্জায়তে তূর্ণং জন্তোস্তত্রৈব জন্মনি।।৪১।।
রক্তো মূঢ়স্য লোকোহয়মকার্যে সম্প্রবর্ততে।
ন চাত্মানং বিজানাতি ন পরং বিন্দতে চ সঃ।।৪২।।
ন শ্রূয়তে পরং শ্রেয়ঃ সতি চক্ষুষি নেক্ষতে।
সমে পথি শনৈর্গচ্ছন্নখলতীব পদে পদে।।৪৩।
সত্যাং বুদ্ধৌ ন জানাতি বোধ্যমানো বুধৈ রপি।
সংসারে ক্লিশ্যতে তেন রাগলোভবশানুগঃ।।৪৪।
গর্ভস্মৃতের ভাবেন শাস্ত্রমুক্তং মহর্ষিভিঃ।
তদ্‌দুঃখমর্থনাথায় স্বর্গমোক্ষপ্রসাধকম্।।৪৫।।
যে সন্ত্যস্মিম্পরে জ্ঞানে সর্বকামার্থসাধকে।
ন কুর্বত্যামনঃ শ্রেয়স্তদত্র মহদদ্ভুতম্।।৪৬।।
অব্যক্তেন্দ্রিয়বৃত্তিত্বাদ্বাল্যে দুঃখং মহৎ পুনঃ।
ইচ্ছন্নপি ন সক্লোতি কর্তুংবক্তুঞ্চ সৎক্রিয়াম্।।৪৭।।

অকার্যে প্রবৃত করে। তার ফলে সে নিজেকে চিনতে পারে না এবং পরকেউ প্রাপ্ত হয় না। ।৩৯-৪২।।

সে এমন মূঢ় মোহান্ধ তথাবধির যে পরমশ্রের কথা শ্রবণ করেনা এবং নেত্র থেকেও কিছু দেখে না। বুদ্ধি থাকতেও বড় বড় বিদ্বান দ্বারা রুবড় বোধ্যমান্ হয়েও কিছু বোঝেনা। এই কারণে সে এই সংসারে রাগ এবং লোভের বশীভূত হয়ে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।। ৪৩-৪৫।।

গর্ভে যে স্মৃতি ছিল তার অভাব হলে মহর্ষি মহানুভব শাস্ত্র কথন করেছেন যা, সেই দুঃখ মথন করার জন্য এবং স্বর্গ প্রদানের জন্য ।। ৪৫।।

এই পরজ্ঞান হলেও সমস্ত কাম এবং অর্থ সাধক যারা এই দুঃখপূর্ণ সংসারে মোহের বশীভুত এবং নিজ আত্মার শ্রেয় সম্পাদন করেন না। এ এক বিচিত্র কথা। ইন্দ্রিয় বৃত্তি অব্যক্ত হওয়ার ফলে বাল্যে মহাদুঃখ পেলে

দন্তোস্থানে মহদ্ দুঃখং মোলেন ব্যধিনা তথা।
বালরোগৈশ্চ বিবিধৈঃ পীড়া বালগ্রহৈরপি।।৪৮।
তৃড্রবুভুক্ষাপরীতাঙ্গঃ কশ্চিত্তিষ্ঠতি রারটন্।
বিন্মূত্রভক্ষণমপি মোহাদ্বলঃ সমাচরেৎ।।৪৯।।
কৌমারে কর্ণবেধেন মাতাপিত্রোশ্চ তাড়নাৎ।
অক্ষরাধ্যয়নাৎ পুংসাং দুঃখং স্যাদ্ গুরুশাসনাৎ।।৫০।
প্রসন্নোন্দ্রিয়বৃত্তিশ্চ কামরাগপ্রপীড়নাৎ।
রোগোদ্ধতস্য সততং কুতঃ সৌখ্যং চ যৌবনে।।৫১।।
ইর্ষ্যয়া চ মহদ্ দুঃখং মোহদ্রক্তস্য জায়তে।
নেত্রস্য কুপিতস্যৈব রাগো দুঃখায় কেবলম্।।৫২।
ন রাত্রৌ বিন্দতে নিদ্রাং কোপাগ্নিপরি পীড়িতঃ।
দিবা বাপি কুতঃ সৌখ্যমর্থোপার্জনচিন্তয়া।।৫৩।।
জরাভিভূতঃ পুরুষঃ পত্নী পুত্রাদি বাঙ্ক্বৈঃ।
অশক্ত ত্বাদ্দুরাচারৈভৃত্যৈশ্চ পরিভূয়তে।।৫৪।।

তার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা বা তৎকথা শ্রবনের ইচ্ছা জীব করেনা। দন্ত বিকশিত হলে মহাদুঃখ হয়, শিরপীড়ায় অসহ্য কষ্ট হয়। অনেক প্রকার অন্য বলি রোগে বলিগ্রহ হয় পীড়া সহ্য করতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণাতে পরীত অংগ কেউ রচন করে। মোহর যারে বরিক বিষ্টা এবং মুত্র ভক্ষণ করে।। ৪৬-৪৯।।

যখন কৌমার অবস্থা আসে তখন কর্ম ভেদ তথা মাতা-পিতার তাড়ন এবং পাঠশালাতে অধ্যায়ন এবং গুরুর শাসনেও পুরুষের দুঃখ হয়।। ৫০।।

প্রসন্ন ইন্দ্রিয় বৃত্তি যুক্ত কিন্তু কামরাগ প্রপীড়িত সতত রাগোদ্ধত পুরুষের যৌবনেও সুখ কোথায় ? মোহের ফলে রক্তের ঈর্ষা হওয়ার ফলে মহাদুঃখ উৎপন্ন হয়। কুপিত নেত্রের রাগও কেবল দুঃখের জন্যই হয়।। কোপাগ্নি পীড়িত পুরুষ রাত্রে নিদ্রা প্রাপ্ত হন না এবং দিনে অর্থ চিন্তায় মগ্ন তার সুখ কোথায় ? যখন মনুষ্য বৃদ্ধা বস্থাতে পুত্র -পত্নী প্রভৃতি বন্ধনে

ধর্মমর্থ চ কামং চ মোক্ষং চ নজরী যতঃ।
শক্তঃ সাধয়িতুং তস্মাচ্ছরীরমিদমাত্মনঃ।।৫৫।।
বাতপিত্তকফাদীণাং বৈষম্যং ব্যধিরুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্যাধিমযজ্ঞেয়ং শরীরমিদমাত্মনঃ।।৫৬।
রোগৈনানাবিধৈয়ানি দেহদুঃখান্যনেকধা।
তানি চ স্বাত্মাবেদ্যানি কিমন্যক্তথয়াম্যহম্।।৫৭।
একোত্তরং মৃত্যুসতমস্মিন্দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাশ্চাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।।৫৮।
যেত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি।।৫৯।।
যদি চাপি ন মৃত্যুঃ স্যাদ্বিষমদ্যাদশঙ্কিতঃ।
ন সন্তি পুরুষে তস্মাদপমৃত্যুবিভীতয়ঃ।।৬০।

তথা দুরাকারী ভৃতের দ্বারা অশক্ত হওয়ার কারণে তিরস্কার প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধপুরুষ ধম-অর্থ-কাম এবং মোক্ষ বাধনে আশক্ত হন। বাত-কফ এবং পিত্ত আদি বিষ্মতা ব্যাধি নামে পরিচিত এই কারণে নিজশরীর ব্যাধিময় জানা উচিৎ।। ৫১-৫৬।।

বাতাদ্য ব্যতিরিক্তত্ব হওয়ার ফলে ব্যাধির দ্বারা পঞ্জরের নানা প্রকার রোগে দেহ দুঃখ প্রাপ্ত হয় একথা নিজ আত্মা দ্বারা জানা উচিৎ। আমি অন্য কি আর বলব।। ৫৭।।

এই দেহে ১০১ মুত্যু প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে এককালে সংযুক্ত এবং শেষ আগন্তুক একথা বলা হয়েছে।। ৫৮।।

আগন্তুক মৃত্যু ভেষজ দ্বারা প্রশান্ত হয় এবং জপ হোম তথা দানাদি কর্ম দ্বারা তার প্রশমন হয়। কিন্তু কালমৃত্যু কোনো প্রকারেই শান্ত হয়না। যদি কালমৃত্যু যোগ না থাকে তাহলে কোনো ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে বিষগ্রহণ করলেও তার অপমৃত্যু ঘটেনা।।৫৯-৬০।।

বিবিধা ব্যাধয়ঃ শস্ত্রং সর্পাদ্যাঃ প্রাণিনস্তথা।
বিষানি জঙ্গমাদ্যানি মৃত্যোদ্বারানি দেহিনাম্।।৬১।
পীড়িতং সর্বরোগাদ্যৈরপি ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্।
স্বস্থীকর্তুং ন সক্নোতি প্রাপ্তমৃত্যুং চ দেহিম্।।৬২।
নোষধং ন তপো দানং ন মন্ত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং নরং কালেন পীড়িতম্।।৬৩।
রসায়নতপোজপ্যৈর্যোগসিদ্ধৈ মর্হাত্মভিঃ।
কালমৃত্যুরপি প্রাজ্ঞৈস্তীর্যতে নালসৈর্নরৈঃ।।৬৪।
নাস্তি মৃত্যুসমং দুঃখ নাস্তি মৃত্যুসমং ভয়ম্।।
নাস্তি মৃত্যুসমস্ত্রাসঃ সর্বেষামেব দেহিনাম্।।৬৫।।
সদ্ভার্যাপুত্র মিত্রাণি রাজ্যৈশ্চর্যধনানি চ।
অবদ্ধানি চ বৈরানি মৃত্যুঃ সর্বাণি কৃন্ততি।।৬৬।

দেহধারীগণের মৃত্যু অনেক প্রকারে ঘটে। যেমন অনেক প্রকার রোগ, শস্ত্র, সর্পাদি বিষধর প্রাণীর দংশন ইত্যাদি দ্বারা ঘটে। সমস্ত রোগের দ্বারা পীড়িত দেহধারীগণের মধ্যে যার কালমৃত্যু যোগ রয়েছে স্বয়ং ধন্বন্তরিও তাকে সুস্থ করতে পারেনা। কালমৃত্যু দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করার উপযুক্ত ঔষধ, তপ, দান, মন্ত্র এবং বান্ধব কিছুই নেই।।৬১-৬৩।।

রসায়ন, তপ, জপের দ্বারা সিদ্ধ মহাত্মাগণের মধ্যে পরমপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি কালমৃত্যু রোধ করতে সমর্থ হন। কিন্তু আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি সেই কার্যে সফল হননা।।৬৪।।

এই সংসারে মৃত্যুতুল্য দুঃখ এবং মৃত্যুতুল্য কোনো প্রকার ভয় নেই। সমস্ত দেহধারীগণের কাছে মৃত্যুতুল্য ত্রাস নেই।।৬৫।।

সুন্দরী সতী ভার্যা, পুত্র, মিত্র, রাজ্য, বৈভব, ঐশ্বর্য, ধন এবং অবদ্ধ শত্রুতা সকল কিছুকেই মৃত্যু কর্তন করে।।৬৬।।

হে জনাঃ কিং ন পশ্যধ্ব সহস্রস্যাপি মধ্যতঃ।
জনাঃ শতায়ুষঃ পঞ্চভবতি ন ভবন্তি চ।।৬৭।।
অশীতিকা বিপদ্যন্তে কেচিৎসপ্ততিকা নরাঃ।
পরমায়ুষঃ স্থিতং ষষ্টিস্তচ্চে বানিশ্চিতং পুনঃ।।৬৮।।
যস্য যাবদ্ভেদায়ুর্দেহিনাং পূর্বকর্মভিঃ।
তস্যার্দ্ধমায়ুষো রাত্রিহরতে মৃত্যুরূপিনী।।৬৯।
বালভাবেন মোহেন বার্দ্ধক্যে জরয়া তথা।
বর্ষাণাং বিংশতির্যাতি ধর্মকামার্থবর্জিতা।।৭০
আগন্তুকৈ বয়েঃ পুংসাং ব্যাধিশোকৈরনেকধা।।
ভক্ষ্যতেহর্দ্ধং চ তত্রাপি যচ্ছেষং তচ্চ জীবতি।।৭১।
জীবিতান্ত চ মরণং মহাঘোরমপ্নুয়াৎ।
জায়তে জন্মকোটীষু মৃতঃ কর্মবশাৎপুনঃ।।৭২।

হে মনুষ্য, তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা সহস্র পুরুষের মধ্যে শতায়ু হন কেবলমাত্র পাঁচজন এবং ভবিষ্যতেও এর অধিক হবে না। কিছু ব্যক্তি তো আশী বছর বয়সেই বিপন্ন হয়ে যান আবার কারও সত্তর বছর বয়সেই তো জীবন সমাপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে মানুষের গড় পরমায়ু তো ষাট বছর বলে মান্য করা হয়। এরও কোনো নিশ্চয়তা নেই।।৬৭-৬৮।।

দেহধারীগণ পূর্বকর্মানুসারে যে আয়ুপ্রাপ্ত হন, মৃত্যুরূপ রাত্রি তার অর্ধভাগ হরণ করে। বাল্যকালে মোহ বশতঃ এবং বৃদ্ধ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে মানুষ প্রায় কুড়ি বৎসর ধর্ম-কাম-অর্থাদি বর্জিত থাকে অর্থাৎ জীবনকালের প্রায় কুড়ি বৎসর সে কোনোরূপ ধর্মাদি সাধন করতে পারে না।।৬৯-৭০।।

আগন্তুক মৃত্যুভয়ে প্রাণী ব্যাধি ও শোকগ্রস্ত হয় এবং তাতে করে তার অর্ধভাগ আয়ু বিনষ্ট হয়। অবশিষ্ট অংশ সে জীবিত থাকে। জীবনান্তে সে অত্যন্ত ভয়ংকর কষ্টপ্রাপ্ত হয় এবং পুনঃকার্যানুসারে সে কোটি জন্মলাভ করে।।৭১-৭২।।

দেহভেদেন যঃ পুংসাং বিয়োগঃ কর্মসংক্ষয়াৎ।
মরণং তদ্বিনির্দিষ্টং নান্যথা পরমার্থতঃ।।৭৩।।
মহাতপপ্রবিষ্টস্য চ্ছিদ্যমানেু মর্মসু।
যদ্ দুঃখং মরণে জন্তোন তস্যেহোপমা ক্বচিৎ।।৭৪।
হা তাত মাতঃ কান্তোতি রুদ্রন্নেবং হি দুঃখিতঃ।
মন্ডু ক ইব সর্পেণ গ্রস্যতে যুৎমুনাজনঃ।।৭৫।
বান্ধবৈঃ সম্পরিক্তঃ প্রিয়ৈঃ স পরিবারিতঃ।
নিঃশ্বসন্দীর্ঘমুপষ্ণং চ মুখেন পরিশুষ্যতি।।৭৬।।
ক্রন্দতে চৈব ঘট্‌বায়াং পরিবর্তমুহুর্মুহুঃ।
সম্মূঢ়ঃ ক্ষিপতেহ্ ত্যর্থং হস্তপাদাবিবস্ততঃ।।৭৭।
খট্বান্তো কাংক্ষতে ভূমিং ভূমেঃ খট্বাং পুনর্মহীম্।
বিবশস্ত্যক্তলজ্জশ্চ মূত্রবিষ্ঠানুলেপিতঃ।।৭৮।

আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হলে দেহ কার্যশূন্য হয়, একেই মৃত্যু বলা হয়। নচেৎ মৃত্যু বলে পরমার্থে কিছুই নেই, কারণ আত্মাতো অবিনশ্বর, নিত্য। তার মৃত্যু কদাপি হয়না।।৭৩।।

মহাতপে প্রবিষ্ট পুরুষের মৃত্যুকালীন যে দুঃখ তার কোনো উপমা নেই।।৭৪।।

হা তাত! হা মাত! হা কান্ত -- এইরূপ রোদনকারী পুরুষকে সর্পের ভেক গ্রহণের ন্যায় মৃত্যু গ্রাস করে। বান্ধবগণের দ্বারা সংপরিষ্যক্ত এবং প্রিয়জনের দ্বারা চতুর্দিক বেষ্টিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করতে করতে এই সময় মুখমন্ডল পরিশুষ্ক হয়ে যায়। শয্যাশায়ী সেই ব্যক্তি রোদন করেন এবং বারবার বদল করেন। মূঢ় সেই পুরুষ হস্তপাদাদি ইতস্তত ক্ষেপণ করতে থাকেন। কখন শয্যা থেকে ভূমিতে পতনেচ্ছা হয় আবার কখনও বা ভূমি থেকে শয্যাতে শয়নের ইচ্ছা হয়। সেই ব্যক্তি মৃত্যুর কাছে সম্পূর্ণরূপে বিবশ হয়ে যায়, তখন আবার মলমূত্রাদির দ্বারা অনুলেপিত হয়ে থাকে। কখনও সেই

যাচমানশ্চ সলিলং শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ।
চিন্তয়ানশ্চ বিত্তানি কস্যৈতানি মৃতে ময়ি।।৭৯।
পঞ্চাবটানখন্যমানঃ কালপাশেন কর্ষিতঃ।
ম্রিয়তে পশ্যতামেব জননাং ঘুর্ঘুর স্বনঃ।।৮০।
জীবস্তৃণজলৌকেব দেহাদ্দেহ বিশেৎক্রমাৎ।
সম্প্রাপ্যোত্তরকালং হি দেহং ত্যজতি পৌর্বকম্।।৮১
মরণাৎ প্রার্থনাদুঃখমধিকং বিবেকিনঃ।
ক্ষণিকং মরণাদ্দুঃখমনন্তং প্রার্থনাকৃতম্।।৮২।।
জগতাং পতিরথিত্বাদ্বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ।
অধিকঃ কোহপরস্তস্মাদ্যো নয়া স্যতি লাঘবম্।।৮৩।
জাতং মযেদমধুনা মতং ভবতি যদ্গুরু।
ন পরং প্রার্থয়েদ্ভূয়স্তৃষ্ণা লাঘবকারণম্।।৮৪।।

ব্যক্তি জলপান করতে ইচ্ছা করে। মৃত্যু নিকটবর্তী হলে কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হয়ে যায়। সে চিন্তা করতে থাকে যে তার মৃত্যুর পর ধনসম্পদাদি কার অধীনে থাকবে? এইভাবে পঞ্চবটের দ্বারা খন্যমান হয়ে মনুষ্য কালপাশে কর্ষিত হয়। আবার কণ্ঠে ঘর্ঘর ধ্বনি করতে করতে সমস্ত মনুষ্যগণকে নিজপার্শ্বে দেখতে দেখতে মারা যায়।।৭৫-৮০।।

জীব তৃণজলের ন্যায় ক্রমান্বয়ে দেহান্তরে গমন করে উত্তর কাস সমাপ্ত করে পৌর্বক দেহ ত্যাগ করে।।৮১।।

বিবেকীগণের মরণের থেকে প্রার্থনা অধিক হয়, কারণ মৃত্যুর দুঃখ তো ক্ষণিকের জন্য কিন্তু প্রার্থনীকৃত দুঃখ অনন্ত।।৮২।।

সংসারের সর্বেশ্বর অর্থী (প্রার্থী) হওয়ার জন্য বামন রূপধারণ করেছিলেন। তাঁর থেকে অধিক আর কে আছে যিনি লঘুত্ব প্রাপ্ত হবেন না।।৮৩।।

ঋষি বললেন, পুনরায় অপরের কাছে প্রার্থনা করতে নেই, কারণ আমি জেনেছি যে গুরুমতই নিবারণের কারণ।।৮৪।।

আদৌ দুঃখং তথা মধ্যে দুঃখমন্তে চ দারুণম্।
নিসর্গাৎ সর্বভূতানামিতি দুঃখপরম্পরা।।৮৫।।
বর্তমানান্যতীতানি দুঃখান্যেতানি যানি তু।
নরা ন ভাবয়ন্ত্যজ্ঞা ন বিরজ্যন্তি তেন তে।।৮৬।।
অত্যাহারান্মহদ্দুঃখমনাহারান্মহত্তমম্।
তুলিতং জীবিতং কষ্ট মন্যেহপ্যেবং কুতঃ সুখম্।।৮৭।
বুভুক্ষা সর্বরোগাণাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ।
স চান্নৌষধিলেপেন ক্ষণমাত্রাং প্রশাম্যাতি।।৮৮।
ক্ষুদ্বয়াধিবেদনাতুল্যা নিঃশেষবল কর্তনী।
তয়াভিভূতো ম্রিয়তে যথান্যৈর্ব্যধিভিন হি।।৮৯।।
তদ্রসোপি হি কামাদ্বা জিহ্বাগ্রে পরিবর্ততে।
ততক্ষণাদ্বাকালেন কণ্ঠং প্রাপ্য পিবর্ততে।।৯০।
ইতি ক্ষুদ্বয়াধিতপ্তা নামন্নমৌষধবৎ স্মৃতম্।
ন তৎসুখায় মন্তব্যং পরমার্থেন পন্ডিতৈঃ।।৯১।

সমস্ত প্রাণীবর্গের স্বভাবানুসারে দুঃখের পরম্পরা হয়। বর্তমানে প্রাণীবর্গ যে দুঃখভোগ করে তা সে মনে রাখে না। তাতে করে সে বিরক্তও হয়না।।৮৫-৮৬।।

প্রচুর আহার গ্রহণ ও অনাহার উভয় থেকেই মহাকষ্ট হয়। তুলিত জীবনও কষ্টময় হয়ে যায়। সুতরাং সে বুঝতে পারে যে প্রকৃত মুখবলে কিছু হয়না। ক্ষুধা সমস্ত ব্যাধির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যাধি এবং সেই ব্যাধি অন্নগ্রহণ রূপ ঔষধের দ্বারা ক্ষণমাত্র প্রশমিত হয়। ক্ষুধারূপ ব্যাধি বেদনাদায়ক। তা পূর্ণবলকে সমাপ্ত করতে পারে। ক্ষুধাভিভূত প্রাণী মারাও যায়, যা অন্য ব্যাধিতে নাও হতে পারে। ক্ষুধারস বা কাম জিহ্বাগ্রের স্বদ পরিবর্তন করে। তা ক্ষণমাত্র বা অর্ধকালের মধ্যে কণ্ঠে গিয়ে নিবৃত্ত হয়।।৮৭-৯০।।

এই প্রকার ক্ষুধাব্যাধি দ্বারা তপ্ত ব্যক্তি কাছে অন্ন ঔষধ সমান হয়। পন্ডিতগণ একে মুখ বলে মানেন না। তা পরমার্থ স্বরূপ।।৯১।।

মৃতোপমো যশ্চেক্ষেত সর্বকার্যবিবর্জিতঃ।
তত্রাপি চ কুতঃ সৌখ্যং তমসাচ্ছাদিতাত্মনঃ।।৯২।
প্রবোধোহপি কুতঃ সৌখ্যং কার্যৈরূপহতাত্মনঃ।
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যসেবাধ্বাদিপরিশ্রমৈঃ।।৯৩।
প্রাতর্মূত্রপুরীষাভ্যাং মধ্যাহ্নে তু বুভুক্ষয়া।
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে জন্তবোহপি বিনিদ্রয়া।।৯৪।।
অর্থস্যোপার্জনে দুঃখমর্জিতস্যাপি রক্ষণে।
আযে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখমর্থেভ্যশ্চ কুতঃ সুখম্।।৯৫।
চৌরেভ্যঃ সলিলাদগ্নেঃ স্বজনাৎপার্থিবাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব।।৯৬।
খে যাতং পক্ষিভির্মাংসং ভক্ষ্যতে শ্বাপদৈ র্ভুবি।
জলে চ ভক্ষ্যতে মৎস্যৈস্তথা সর্বত্র বিত্তবান্।।৯৭।।

সমস্ত কার্য রহিত হয়ে একপ্রকার মৃত ব্যক্তি তুল্য তমোগুণাচ্ছাদিত আত্মাকে সুখ বলে না। কৃষি-গোপালন-বাড়িজ্য-সেবা এবং গমন ইত্যাদি পরিশ্রমী কার্য দ্বারা উপহত আত্মা প্রবুদ্ধ হলেও তাকে সুখ বলে না।।৯২-৯৩।।

প্রাতঃকালে মূত্র এবং পূরীষ তথা মধ্যাহ্ন কালে ক্ষুধা থেকে সুখের অভাব হয়। যদি কাম দ্বারা প্রাণী তৃপ্ত হয় তাহলেও বিনিদ্রা দ্বারা বোধিত হয়, একে সুখ বলে না। ধন দ্বারাও সুখ প্রাপ্তি ঘটে না। প্রথমে অর্থ উপার্জনে কষ্ট হয় তৎপরে তা রক্ষা করতে কষ্ট হয়। অতএব অর্থ উপার্জন ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই কষ্ট হয়। অর্থের দ্বারা এই সংসারে সুখ বস্তুতঃ লাভ করা যায় না।।৯৪-৯৫।।

অর্থবান্ লোকের চোরের থেকে, জলের থেকে, অগ্নি থেকে, নিজ আত্মীয়দের থেকে এবং রাজার থেকে নিত্য মৃত্যুতুল্য ভয় হয়। আকাশে গমন করলে পক্ষিগণের দ্বারাস ভূমিতে গমন করলে শ্বাপদ প্রাণীদের দ্বারা, জলে গমন করলে মৎসের দ্বারা নিজ মাংস ভক্ষিত হবে এরূপ ভয় অর্থবান্ লোকের থাকে। এর তাৎপর্য হল বিত্তবান্ লোককে সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করে।।৯৬-৯৭।।

বিমোহয়ন্তি সম্পৎসু তাপয়ন্তি বিপত্তিষু।
খেদয়ন্ত্যর্জনাকালে কদা হ্যর্থাঃ সুখাবহাঃ।।৯৮।।
যথার্থপতিদুঃখী সুখী সর্বার্থনিঃ স্পৃহঃ।।
যতশ্চার্থপতিদুঃখী সুখী সর্বার্থনিঃ স্পৃহঃ।।৯৯।।
শীতেন দুঃখং হেমন্তে গ্রীষ্মে তাপেন দারুণম্।
বর্ষাসু বার্তবর্ষাভ্যাং কালেহপ্যেবং কুতঃ সুখম্।।১০০
বিবাহবিস্তারে দুঃখং তদ্গর্ভোদ্বহনে পুনঃ।
প্রসবেহপত্যদোষৈশ্চ দুঃখং দুঃখাদিকর্মভিঃ।।১০১।
দন্তাক্ষিরৌগৈঃ পুত্রস্য হা কষ্টং কিং করোম্যহম্।
গাবো নষ্টাঃ কৃষির্ভগ্না বৃষাঃ ক্বাপি পলয়িতাঃ।।১০২।
অমী প্রাঘূর্ণকাঃ প্রাপ্তা ভক্তচ্ছেদে চ মে গৃহে।
বালাপত্যা চ মে ভার্যা কঃ করিষ্যতি রন্ধনম্।।১০৩।
প্রদানকালে কন্যায়াঃ কীদৃশশ্চ বরো ভবেৎ।
ইতি চিন্তাভিভূতানাং কুতঃ সৌখ্যং কুটুম্বিনাম্।।১০৪।

যখন মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি হয় সেই সময় সম্পদ প্রাণীকে বিমোহিত করে দেয়। বিপত্তির সময় সে পরিতাপ করে আবার করার সময়ও খেদ করে। এই সম্পত্তি প্রাণীকে কখনো সুখ দেয়?।।৯৮।।

অর্থপতি ব্যক্তি সদা উদ্বিগ্ন থাকে এবং সদা দুঃখী থাকে। হেমন্ত কালে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের ফলে প্রচন্ড দুঃখ কষ্ট হয়। তথা বর্ষাতে বাতাস ও বৃষ্টির ফলে দুঃখ হয়। সুতরাং কোনো কালেই সুখ নেই। বিবাহের বিস্তারে দুঃখ তথা তার থেকে গর্ভ উৎপাদন ও প্রসবেও দুঃখ হয়। সন্তানের কর্মেক দ্বারাও দুঃখ উৎপন্ন হয়। গার্হস্থ্য জীবনে দাঁত ও নেত্রের রোগ থেকে পুত্রের কষ্ট উৎপন্ন হয়। গবাদি পশু বিনষ্ট হওয়া, কৃমিজ ক্ষতি, বৃষ কোথাও চলে গেলে, গৃহে অতিথির আগমন ঘটলে গৃহে শিশুপুত্রের মাতা কিভাবে তার রন্ধন করবে– এ বিষয়ে দুঃখ উৎপন্ন বা কন্যা দান কালে বর কেমন হবে এই চিন্তা কুটুম্বদিগকে কদাপি সুখ দেয়না।।৯৯-১০৪।।

কুটুম্বচিন্তাকুলিতস্য পুংসঃ শ্রুতং চ শীলং চ গুণাশ্চ সর্বে।
অপক্বকুম্ভে নিহিতা ইবাপ প্রয়ান্তিদেহেনসমং বিনাশম্।।১০৫।
রাজ্যোপি চ মহদ্ দুঃখসন্ধিবিগ্রহচিন্তয়া।
পত্রাদপি ভয়ং যত্র তত্র সৌখ্যং হি কীদৃশম্।।১০৬।
সজাতীয়াদ্বধঃ প্রায়ঃ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
একদ্রব্যাভিলাষিত্বাচ্ছুনামিব পরস্পরম্।।১০৭।
নাপ্রধৃষ্যবলঃ কশ্চিন্নমৃপঃ খ্যাতোস্তি ভূতলে।
নিখিলং যস্তিরস্কৃত্য সুখং তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।।১০৮।
আজন্মনঃ প্রভৃতি দুঃখময়ং শরীরং।
কর্মাত্মকং তব ময়া কথিতং নরেন্দ্র।
দানোপবাসনিয়মৈশ্চ কৃতৈস্তদেব।
সর্বোপভোগমুখভাগ্বতীহ পুংসাম্।।১০৯।

কুটুম্ব চিন্তনে আকুল পুরুষ শ্রুত শীল ও সমশতগুণ কাঁচা ঘড়ায় রাখা জলের ন্যায় দেহের সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।।১০৫।।

সন্ধি ও বিগ্রহের চিন্তন থেকে রাজ্যেও মহাদুঃখ উৎপন্ন হয়। যেখানে পুত্র থেকে ভয় হয় সেখানে কোন্ প্রকার সুখ পাওয়া যায়।।১০৬।।

একমাত্র দ্রব্য প্রাপ্তির অভিলাষী সমস্ত দেহধারীব্যক্তি কুকুরের ন্যায় নিজ সজাতীয়দের দ্বারা বধ্য হয়। প্রধর্ণিত না করার যোগ্য বলযুক্ত কোনো নৃপ ভূতলে খ্যাত হন না। যিনি এই সহ কিছুকে তিরস্কার করতে পারেন তিনি নির্ভয় হয়ে সুখপূর্বক থাকতে পারেন।।১০৭-১০৮।।

জন্ম থেকে এই শরীর দুঃখপূর্ণ। হে নরেন্দ্র, কর্মাহক এই শরীরদান-উপবাস- নিয়মপালন দ্বারা সামসারিক বিভিন্ন সুখ উপভোগ বর্জন করতে পারে। একথা আমি আপনাকে বলেছি।।১০৯।।

।। অনন্তচতুর্দশী ব্রত মাহাত্ম্য ।।

অনন্তব্রতমসত্যন্যৎ সর্বপাপহরং শিবম্।
সর্বকামপ্রদং নৃণাং স্ত্রীণাং চৈব যুধিষ্ঠির।।১।।
শুক্লে পক্ষে চতুর্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে শুভে।
তস্যানুষ্ঠান মাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।২।।
কৃষ্ণ কোহযং ত্বয়াখ্যাতো হ্যনং হরি বিশ্রুতঃ।
কিং শেষনাগ আহোস্বিদনন্তস্তক্ষকঃ স্মৃতঃ।।৩।।
পরমাত্মাথ বণিজ্য উতাহো ব্রহ্ম উষ্যতে।
ক এষোহনন্তসজ্ঞো বৈ তথ্যং ব্রুহি কেশব।।৪।।
অন্তত ইত্যেহং পার্থমম নাম নিবোধয়।
আদিত্যাদিষু বারেষু যঃ কাল উপপদ্যতে।।৫।।

।। অনন্ত চতুর্দশী ব্রত মাহাত্ম্য ।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন - হে যুধিষ্ঠির , সমস্ত পাপ হরণকারী অনন্ত ব্রত মনুষ্য তথা স্ত্রীগণের সমস্ত কামনা প্রদানকারী।।১।।

ভাদ্রপদ মাসের শুক্ল পক্ষে পরম শুভ চতুর্দশী তিথিতে সেই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলে মানুষের সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়।।২।।

যুধিষ্ঠির বললেন -হে শ্রীকৃষ্ণ, এই ব্রত সম্পর্কে আপনি এখনই বলুন, কি কারণে এই ব্রত 'অনন্ত' নামে প্রসিদ্ধ এই ব্রত কি শেষনাগ অথবা অনন্ত নাগের নামের তক্ষক।। অথবা এই অনন্ত পরমাত্মা কিম্বা ব্রহ্মের অনন্ত নামে পরিচিত। এই অনন্ত সংজ্ঞা কি ? হে কেশব, এতে যা কিছু তথ্য আছে, তা কৃপা পূর্বক আমাকে বলুন।। ৩-৪।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন পার্থ , এই অনন্ত আমিই এবং তা আমারই নাম তা জানুন। আদিত্য আদিকারে যে কাল উৎপন্ন হয়। যেকলা -কাষ্ঠা-মুহূর্তাদি

কলাকাষ্ঠামুহূর্তাদিদিনরাত্রিশরীরবান্।
পক্ষমাসতু বর্ষাদিযুগ কল্পব্যস্থয়া।।৬।।
যোহয়ং কালোময়াখ্যাতস্তব ধর্মভৃতাং বর।
সোহহং কালোহবতীর্নোহত্র ভুবো ভারাবতারণাৎ।।৭।
এবং সমস্তং বিস্তার্য ব্রহ্যনন্তব্রতং হরে।
আসীৎপুরা কৃতযুগে সুমন্তো নাম বৈ দ্বিজঃ।।৮।।
বশিষ্ঠগোত্রে চোৎপন্নঃ সুরুপশ্চ ভৃগো সুতাম্।
দীক্ষাং নমোপযেমে তাং বেদোক্তবিধিনা ততঃ।।৯।।
তস্যা কালেন সঞ্জাতা দুহিতান্ততলক্ষণা।
শীলানাম সুশীলা সা বর্ধতে পিতৃসদ্মণি।।১০।।
মাতা চ তস্যা ঃ কালেন হরদাহেন পীড়িতা।
বিনানাস নদীতীরে মৃতা স্বর্গরপুরং যযৌ।।১১।।

দিন এবং রাত্রির শরীর রূপী তথা পক্ষ-মাস-ঋতু -বর্ষ প্রভৃতি যুগ এবং কল্পব্যবস্থাতে সেই কালস্থিত এরূপ মানা হয়।। ৫-৬।।

হে শ্রেষ্ঠ ধর্মধারী, যে কাল আমি আপনাকে বলব তা আমি, এই ভূমিভার -উত্তরণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছি।। ৭।।

যুধিষ্ঠির বললেন - হে হরে, এই প্রকারে এই সম্পূর্ণ অনন্ত ব্রত বিস্তারিত ভাবে আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন-পূর্বে কৃত যুগে সুমন্ত নামক কোনো এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি বশিষ্ঠ গোত্রে জাত হন এবং তিনি অনেক সুন্দর রূপী ছিলেন। তিনি ভৃগুর দীক্ষা নাম্নী পুত্রীকে বিবাহ করেন।। ৮-৯।।

যথা সময়ে তীর অনন্ত লক্ষন যুক্ত কন্যা জাত হয়। তাঁর নাম শীলা, তিনি পিতৃগৃহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।। তার মাতা হরদাহ কাল পীড়িত হয়ে এক নদী তীরে বিনাশ প্রাপ্ত হন। সুমন্ত পুনরায় অন্যধর্ম প্রমাণ পুত্রীকে

সুমনেতাপি ততোন্যাং বৈ ধর্মপুতংমস সুতাং পুনঃ।
উপমেনে বিধানেন কর্কশাং নাম নামতঃ।।১২।
দুঃশীলাং কর্কশং চন্ডীং নিত্যং বালহকারিনীম।
সাপিশীলা পিতৃর্গেহে গৃহার্চনরতা বিভৌ।।১৩।।
কুড়য়স্তম্ভতুলাধারদেহলী তোরণাদিষু।
চাতুর্বর্ণকরং বৈশ্যনীলপীতসিতাসিতৈঃ।।১৪।।
স্বস্তিকৈঃ শংখপদ্মৈশ্চ অর্চয়ন্তী পুনঃ পুনঃ।
পিত্রা দৃষ্টা সুমন্তেন স্ত্রীচিহ্না যৌবনে স্থিতা।।১৫।।

বিবাহ করেন। তার নাম কর্কশা এবং তিনি পূর্ণরূপে কর্কশ ছিলেন।। ১০-১২।।

প্রচন্ড কুৎসিৎ স্বভাবা কর্কশ চন্ডী এবং নিত্য কলহকারী ছিলেন। সেই শীলা পিতৃগৃহে অর্চনে রত হলেন।। ১৩।।

কুম্ভ্য-স্তম্ভ-তুলাধর- দেহলী এবং তোরণ প্রভৃতি বৈশ্য নীলাসিত এবং অসিত বর্ণের চাতুর্বর্ণ করে তথা স্বস্তিক এবং শংখ পদ্মে বারংবার অর্চনা করলেন। পিতা সুমন্ত তাকে একবার দেখলেন যে তার পূর্ণ যৌবনা স্ত্রীর সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। সেই শীলা কন্যাকে,কাকে প্রদান করব -এই বিচার পূর্বক চরম দুঃখিত হলেন। পুনরায় পিতা কোনো শুভ দিনে মুনীন্দ্র কৌন্ডিন্যকে তাকে দান করলেন। সেই সময় স্মৃতিতে বর্ণিত শাস্ত্র বিধানুসারে তার বিবাহ দিলেন। ঔদ্বাহিক সবকৃত্য নিবৃত হয়ে পুনরায় দ্বিজ নিজ পত্নী কর্কশাকে বললেন- জামাতার জন্য কিছু আয়াদিক পারিতোষিক দেওয়া উচিত, একথা শ্রবণ করে কর্কশা অত্যন্ত ক্রদ্ধ হলেন এবং তিনি গৃহ মন্ডপ প্রোদ্ধৃত করে কপাট সুস্থির করে দিয়ে বললেন- যান, ভোজ্যা বশিষ্ট যে চুন ছিল, তা তার পাথেয় করে দিয়েছি।। ১৪-১৫।।

কস্মৈ দেয়াময়াশীলা বিচার্যৈবং সুদুঃখিতঃ।
পিতা দদৌ মুনীন্দ্রায় কৌন্ডিন্যায় শুভে দিনে।।:১৬।
স্মৃত্যুক্তশাস্ত্রবিধিনা বিবাহমকরোত্তদা।
নির্বত্যো দ্বাহিকং সর্বংপ্রোক্তাবান্ কর্কশাং দ্বিজঃ।।১৭।
কিঞ্চিদায়দিবাং দেয় জামাতুঃ পারিতোষিকম্।
তচ্ছ্রুত্বা কর্কশা ক্রদ্ধা প্রোদ্ধৃত্য গৃহমন্ডপম্।।১৮।।
কপাটে সুস্থিরং কৃত্বা গম্যতামিত্যুবাচ হ।
ভোজ্যাবশিষ্ট চূর্নেন পাথেয়ং চ চকার সা।।১৯।
কৌন্ডিন্যোপি বিবহ্যৈনাং পথি গচ্ছঞ্ছনৈঃ শনৈঃ।
শীলাং সুশীলামাদায় নবোঢ়াং গোরথেন হি।।২০।।
মধ্যাহ্নে ভোজ্যবেলাভাং সমুতীর্থ সরিত্তটে।
দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং রক্তবাস্সাম্।।২১।।
চতুর্দশ্যামর্চয়ন্তং ভক্ত্যা দেবং পৃথক্ পৃথক্।
উপগম্য শনৈঃ শীলা পপ্রচ্ছ স্ত্রীকন্দবকম্।।২২।।
নার্য কিমেতলে ব্রত কিংনাম ব্রতমীদৃশম্।
তা উচুর্যোষিতঃ সর্বা অনন্তো নাম বিশ্রুতঃ।।২৩।।
সা ব্রবীদহমপ্যেং করিষ্যে ব্রতমুত্তমম্।
বিধান কীদৃশং তত্র কিংনদানং কস্য পূজনম্।।২৪।।

কৌস্তিন্য ও বিবাহ করে মার্গে ধীরে ধীরে যেতে যেতে গোরথ দ্বারা সেই নিজ নববিবাহিতা সুশীলাবতী শীলাকে নিয়ে চলে গেলেন।।২০।।

মধ্যাহ্নে ভোজনের সময় বেলা নদীতটে অবতীর্ণ হলে শীলা রক্ত বস্ত্র ধারনকারী স্ত্রীগণকে দেখেছিলেন। সেই চতুর্দশী তিথিতে পৃথক ভক্তি ভাবে অর্চনকারী দেবগণের সমীপে পৌছে শীলা সেই নারীগণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে নারীগণ, এই ব্রত কি তা আমাদেরও বর। এই ব্রতের নাম কি সেই সকল স্ত্রীগন বললেন -এই ব্রত অনন্ত ব্রত নামে বিখ্যাত।। তিনি বললেন– আমিও এই ব্রত পালন করব। এই ব্রত পালনের বিধান কি, কি দান এবং কার পূজন করা হয়।। ২১-২৪।।

শীলে পক্কান্ন প্রস্থস্য পুত্রান্নঃ সুকৃতস্য তু।
অর্দ্ধং বিপ্রায় দ:তব্যমর্দ্ধমাত্মনি ভোজনম্।।২৫।।
কর্তব্যং তু সরিতীরে কথাং শ্রুত্বা হরেরিমাম্।
অনন্তানন্তমভ্যর্চ্য মন্ডলেগন্ধদীপকৈঃ।।২৬।।
ধূপৈঃ পুষ্পে সনৈবেদ্যে পীতাল ক্তেশচতুঃশতৈ।
তস্যাগ্রতো দৃঢ়ং সূত্রং কুঙ্কুমাক্তং সুদোরকম্।।২৭।।
চতুর্দকাগ্রন্থিযুতং বামে স্ত্রী দক্ষিণে পুমান্।
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র যাবদ্‌বর্ষং সমাপ্যতে।।২৮।।
অনন্ত সংসারমহা সমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যুদ্ধর বাসুদেব।
অনন্তরূপে বিনিয়োজিতাত্মা হ্যনন্তরূপায় নমোনমস্তে।।২৯।
অনেন দোরকং বদ্ধা ভোক্তব্যং স্বস্থ মানসৈঃ।
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবমনন্ত বিশ্বরূপিনাম্ ।।৩০।।

হে শীলে, একপ্রস্থ পক্কান্ন পুন্নায় সুকৃতের অর্ধভাগ বিপ্রগণকে দেবে এবং অর্ধ ভাগ নিজে ভোজন করবে। সবিতা তীরে হরি কথা শ্রবণ করে মন্ডলে গন্ধক দীষাক প্রভৃতি অনন্তানন্ত ভগবানকে অভ্যর্থন করা উচিৎ।। ২৫-২৬।।

ধূপ-দীপ -নৈবেদ্য -পুষ্প এবং তার আগে পীতালক চতুর শত থেকে দৃঢ় কুঙ্কুমাক্ত সদোরক সূতত্র করবে।। ২৭।।

হে রাজেন্দ্র, একবর্ষ পর্যন্ত চতুর্দশ গ্রন্থিযুক্ত সূত্র স্ত্রীগণ বামভাগে ও পুরুষগণ দক্ষিণভাগে রাখবে।।২৮।।

হে বাসুদেব, এই অনন্ত সংসার সাগর থেকে আমাকে উদ্ধার কর। অনন্তরূপী, অনন্তাত্মা আপনাকে বারংবার নমস্কার। এই মন্ত্রে প্রত্যেকে সূত্রবন্ধন করে স্বস্থ মনে বিশ্বরূপ নারায়ণের ধ্যান করে ভোজন করবে।।২৯-৩০ ।।

ভুক্ত্বা চানেত ব্রজেদ্ বেশ হূদং প্রোক্তং ব্রতং তব।
সাপি শ্রুত্বা ব্রতং চক্রে শীলা বদ্ধা সুদোরকম্।।৩১।
ভর্তা তস্যাঃ সমাগত্য তাং দদর্শ মহাধনম্।
পাথেরশেষং বিপ্রায় দত্ত্বা ভুক্ত্বা তথৈব চ।।৩২।।
পুনর্জগাম সা হৃষ্টা গোরথেন স্বমাশ্রমম্।
ভর্তা সহৈব শাবকৈঃ প্রত্যক্ষং তৎক্ষণাদভূৎ।
তেনানন্ত প্রভাবেন শুভগোধন সংকুলঃ।।৩৩।।
গৃহাশ্রমঃ শ্রিয়া যুক্তো ধনধান্য সমাযুতঃ।
আকুলো ব্যাকুলো রম্যঃ সর্বত্রাতিথিপূজনঃ।।৩৪।।
সাপি মাণিক্য কাঞ্চীভি মুক্তাহার বিভূষিতা।
দিব্যাংগ বস্ত্র সংছন্না সাবিত্রী প্রতিমাভবৎ।।৩৫।।
কদাচিদুপবিষ্টেন দৃষ্টং বদ্ধং সুদোরকম্।
শীলয়া হস্তমূলে তু সাক্ষেপং ত্রোটিতং রুষা।।৩৬।।
তেন কর্মবিপাকেন তস্য সা শ্রীঃ ক্ষয়ং গতা।
গোধনং তস্করনীতং গৃহং চাগ্নিবিদাহিতম্।।৩৭।।

ভোজনান্তে গৃহে গমন করবে — এই ব্রতই তোমাকে বললাম। এই ব্রত শ্রবণ করে শীলা সুদোরককে সূত্রবন্ধন করে সবিধি ব্রত পালন করেছিলেন। তার স্বামী সেই মহান ধনীকে দেখেছিলেন। পাথেয়ের শেষভাগ বিপ্রকে দিয়ে স্বয়ং ভোজন করেছিলেন। পুনঃ গোরথে চড়ে পরম প্রসন্ন হয়ে নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। পরম ভগবানের প্রসাদে তিনি প্রভূত গোধন লাভ করলেন। তাঁর গৃহাশ্রম ধনধান্য সমৃদ্ধ হয়ে পরমরম্য হয়ে গিয়েছিল। সেই শীলা ও মাণিক্য কাঞ্চি দ্বারা ও মোতিহার দ্বারা, পরমদিব্য অঙ্গবস্ত্র দ্বারা সংচ্ছন্ন হয়ে সাবিত্রী প্রতিমাতুল্যা হয়ে গিয়েছিলেন।।৩১-৩৫।।

কোনো একসময় উপবিষ্ট শীলার হস্তমূলে সুদোরকে বদ্ধ অবস্থায় দেখে সাক্ষেপে তা ছিন্ন করেছিলেন। সেই কর্ম বিপাকে তার শ্রী ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। গোধন চোরে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ঘর অগ্নি দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। গৃহে

যদ্যদেবাগতং গেহে তত্রতত্রৈব নশ্যতি।
স্বজনৈঃ কলহো মিত্রৈর্বচনং ন জনৈস্তথা।।৩৮।।
অনতাক্ষেপদোষেণ দারিদ্যং পতিতং গৃহে।
ন কশ্চিদবদতে লোকস্তেন সার্দ্ধং যুধিষ্ঠির।।৩৯।।
ততো জগাম কৌন্ডিন্যো নির্বেদাদ্ বনগহ্বরম্।
মনসা ধ্যায়তেনন্তং কদা দ্রক্ষ্যামি কেশবম্।।৪০।।
ব্রতং নিরশনং গৃহয় ব্রহ্মচর্যং জপন্ হরিম্।
বিহ্বলঃ প্রযমৌ পার্থ অরণ্যং জনবর্জিতম্।।৪১।
তত্রাপশ্যন্ মহাবৃক্ষং ফলিতং পুষ্পিতং তথা।
তমপৃচ্ছত্ত্বয়ানন্তঃ কচ্ছিদৃষ্টো মহাদ্রুম।
তদ্ব্রাহি সোপ্যুবাচেদং নানন্তং বেক্যহং দ্বিজ।।৪২।
এবং নিরীক্ষিতস্তেন গাং সবৎসকম্।
জনমধ্যে প্রধাবন্তীমিতশ্চৈতশ্চ পান্ডব।।৪৩।।

আগত সমস্তলোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বজন, মিত্রগণের সঙ্গে কলহ হতে লাগল।।৩৬-৩৮।।

ভগবান্ অনন্তের উপর আক্ষেপ করার প্রভাবে ঘরে দরিদ্রতা এসে গেল। হে যুধিষ্ঠির, তার এইরূপ দশা দেখে কেউ বার্তালাপ করত না। অতঃপর তিনি কৌন্ডিল্য নির্বেদ হওয়ার কারণে গভীর বনে চলে গেলেন। মনে মনে অনন্ত প্রভুর ধ্যান কেশব দর্শনের জন্য ব্যাকুল হলেন। অনশন ব্রত গ্রহণ করে তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন এবং হরির জপ করতে লাগলেন। হে পার্থ, পরম বিহ্বল চিত্তে তিনি জনহীন অরণ্যে চলে গেলেন। সেখানে একটি ফলিত মহাবৃক্ষ দেখেছিলেন। তিনি সেই বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাদ্রুম, আপনি ভগবান্ অনন্তকে দেখেছেন? সেই বৃক্ষ প্রত্যুত্তরে বলল, হে দ্বিজ, আমি অনন্তকে জানি না। এইভাবে তিনি তৃণমধ্যে ধাবমান্ বৎস সহিত গাভীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ধনুকে, তুমি ভগবান্ অনন্ত প্রভুকে দেখেছ কি বল? সেই গাভী বলল – হে বিপ্র, আমি অনন্তকে জানিনা। এরপর তিনি বনমধ্যে শাদ্বলস্থিত গোবৃষকে দেখলেন। তাকে দেখে

সোব্রবীদ্‌ধেনুকে ব্রূহি যদ্যনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ।
গৌরুবাচাথ কৌণ্ডিনং নাশুভং বেদ্ম্যহং বিভো।।৪৪
ততৌ জগামাথ বনে গোবৃষং শাদ্বলে স্থিত্তম্।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ গোস্বামিন্ননন্তো লক্ষিতস্ত্বয়া।।৪৫।।
গোবৃষস্তমুবাচাথ নানন্তো বীক্ষিতো ময়া।
ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রম্যং পুস্করিনীদ্বয়ম্।।৪৬।।
অন্যোন্যজলকল্লোলবীচিভিঃ পরিশোভিতম্।।
ছত্রং কমুদকহ্লারৈঃ কুমুদোৎপলমণ্ডিতম্।।৪৭।
সেবিতং ভ্রমবৈর্হংসৈশ্চক্রৈঃ কারন্ডবৈর্বকৈঃ।
তে অপৃচ্ছদ্বিহোনন্তো ভবদ্‌ভ্যাং নোপলক্ষিতঃ।।৪৮।
উচতুঃ পুষ্করিন্যো তং তানন্তং বিদ্বহে দ্বিজ্য।
ততো ব্রহ্মন্ দর্শাগ্রে গর্দভং কুঞ্জরং তথা।।৪৯।।
তাবপ্যক্তৌ সুমন্তেন তস্যাপি বিনিবেদিতম্।
নাবাভ্যাং বীক্ষিতোনন্তস্তচ্ছ্রুত্বা নিষসাদ হ।।৫০।
তস্মিন্ ক্ষণে মুনিবরে কৌন্ডিন্যে ব্রাহ্মণোত্তমে।
কৃপয়নিন্তদেবোপি প্রত্যক্ষঃ সমজায়ত।।৫১।।
বিভূতি ভেদেশ্চানন্তমনন্তং পরমেশ্বরম্।
তং দৃষ্ট্বা তু বিদ্বজোনন্তমুবাচ পরয়া মুদা।।৫২।।

সেই একই প্রশ্ন করলেন। সে বৃষ বলল যে সে অনন্তপ্রভুকে দেখেনি। আগে গিয়ে তিনি দুটি কুমুদ কল্হারপূর্ণ, তরঙ্গশোভিত পুষ্করিণী দেখলেন। ভ্রমর ও হংসপূর্ণ সেই জলাশয় দুটিকে তিনি ভগবান্ অনন্তের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারাও প্রভু অনন্তের কোনো সন্ধান দিতে পারল না। পরে তিনি একটি কুঞ্জরকে দেখে একই প্রশ্ন নিবেদন করলে সেও জানাল যে সে প্রভুকে দেখেনি। সে কথা শুনে সেই ব্রাহ্মণ সেখানে বসে পড়লেন। তারপর ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কৌন্ডিন্যের প্রতি কৃপাপূর্বক অনন্তদেব তৎক্ষণাৎ স্বয়ং প্রত্যক্ষ হলেন।।৩৯-৫১।।

তাঁকে দেখে সেই ব্রাহ্মণ বললেন, হে প্রভু, আজ আমার জীবন সফল হল। হে দেব, আম্রবৃক্ষ, বৃষ, কুঞ্জর, পুষ্করিণীদ্বয় কে তা আজ আমাকে কৃপাপূর্বক বলুন। ভগবান্ বললেন – আম্র পরম বিদ্বান্ বিপ্র ছিলেন, যাঁর

অদ্য মে সফলং জন্মজীবিতং চ সুজীবিতম্।
চূতবৃক্ষো বৃষঃ কস্তু কা গৌঃ পুষ্করিনীদ্বয়ম্।
গর্দভং কুঞ্জরং চৈব দেব মে ব্রুহি ত ত্ততঃ।।৫৩।।
চূতবৃক্ষো হি বিপ্রোসৌ বিদ্বন্যো বেদগর্বিতঃ।
বিদ্যাদানং নোপকুর্বচ্ছিয্যেভ্যস্তরুতং গতঃ।।৫৪।।
সা গোর্বসুন্ধরা দৃষ্টা নিষফলা যা ত্বয়েক্ষিতা।
স হর্যো বৃষভো দৃষ্টো লাভর্থং যস্ত্বয়া বৃতঃ।।৫৫।।
ধর্মাধমব্যবস্থানং তচ্চ পুষ্করিনীদ্বয়ম্।
খরঃ ক্রোধস্ত্বয়া দৃষ্ট ঃ কুজ্জরো ধর্মদূষকঃ।
ব্রাহ্মণোসাবনন্তোহং গৃহসংসারগহ্বরে।।৫৬।।
ইত্যুক্তংতে ময়া সর্ব বিপ্রগচ্ছ পুনর্গৃহম্।।৫৭।
চরানন্তব্রতং তত্ত্বং নব বর্ষানি পঞ্চ চ।
ততস্তুষ্টঃ প্রদাস্যামি নক্ষত্রস্থানমুত্তমম্।।৫৮।।
ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ সর্বান্কামান্যথেপ্সিতান্।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতস্ততো মোক্ষমাপদ্যসি।।৫৯।।
ইতি দত্ত্বা বরং দেস্তমৈত্রবান্তর্হিতোহ ভবৎ।
কৌন্ডিন্যোপ্যাগতো গেহং চচারানন্ত সদ্ব্রতম্।।৬০।।

বেদ বিষয়ে প্রভূত গর্ব ছিল। তিনি বিদ্যাদান করতেন, তাই বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হন।

গো বসুন্ধরা নিস্ফলা ছিল সে বৃষকে দেখে নামের জন্য তাকে বরণ করেছিল। ধর্মাধর্মের ব্যবস্থা হল পুষ্করিণীদ্বয়। কুঞ্জর ছিল স্বরক্রোধী। হে ব্রাহ্মণ, আমিই অনন্ত, যে সসার গহ্বরে স্থিত। হে বিপ্র আমি তোমাকে সকল বৃত্তান্তই বললাম। এখন তুমি তোমার গৃহে গমন কর। নিরন্তর চতুর্দশ বৎসর অনন্তব্রত পালন কর। তারপর আমি প্রসন্ন হয়ে নক্ষত্রগণের মধ্যে তোমাকে পরমস্থান প্রদান করব। সেখানে বিপুল ভোগের সঙ্গে যথা ঈপ্সিত কামনা প্রাপ্ত হবে। পুত্র পৌত্র পরিবৃত্ত হয়ে অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হবে। একথা বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। অতঃপর কৌন্ডিন্য নিজগৃহে এসে অনন্তব্রত পালন করলেন।।৫২-৬০।।

।। অধর্ম পাপস্য চ ভেদ।।

অধোধঃ পতনং পুংসামধঃকর্ম প্রকীর্তিতম্।
নরকার্ণবঘোরেষু যাতনা পাপমুচ্যতে।।১।
অধর্মভেদা বিজ্ঞেয়াশ্চিত্তবৃত্তি প্রভেদতঃ।
স্থূলাঃ সূক্ষ্মা সুসূক্ষ্মাশ্চ কোটি ভেদৈরনেকধা।।২।
ত্রয়য়েপাপনিচয়াঃ স্থূলা নরকহেতবঃ।
তে সমাসেন কথ্যন্তে মনোবাক্যকায়সাধনাঃ।।৩।।
পরস্ত্রীষ্বথ সংকল্পশ্চেতসানিষ্টচিন্তনম্।
অকার্যাভিনিবেশশ্চ চতুধা কর্ম মানসম্।।৪।
অনিবদ্ধপ্রলাপিবমত্যং চাপ্রিয়ং চ যৎ।
পরাপবাদপৈশুন্যং চতুধা কর্ম বাচিকম্।।৫।
অভক্ষ্যভক্ষণং হিংসামিথ্যা কামস্য সেবনম্।
পরস্বানামুপাদানং চতুৰ্দ্ধা কর্ম কায়িকম্।।৬।

।। অধর্ম ও পাপের ভেদ।।

এই অধ্যায়ে অধর্ম ও পাপের ভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন - পুরুষের নীচকর্ম দ্বারা তার অধঃপতন হয়। নরক সমুদ্রে যে মহা ঘোর তাতে যাতনা পাওয়া হল পাপ।।১।।

অধর্মের ভেদ চিত্ত বৃত্তির প্রভেদ দ্বারা জানার যোগ্য স্থূল-সূক্ষ্ম এবং সূসূক্ষ্ম অনেক প্রকার ভেদ হয়। তারমধ্যে প্রভূত পাপযুক্ত যা তা নরক প্রাপ্তির হেতু। সেগুলি এখন সংক্ষেপে বলব। তা মন, বাণী ও শরীর সাধন স্বরূপ।।২-৩।।

পরস্ত্রী চিন্তন, কুচিন্তন, অনিষ্টকর্ম ইত্যাদি চার প্রকার মানসকর্ম। সম্বন্ধ রহিত প্রলাপ, অসত্য ভাষণ, অপ্রিয় কথন এবং অপরকে দোষারোপ, অপরের ক্ষতি করা ইত্যাদি চারপ্রকার বাচিককর্ম। ভক্ষণের অযোগ্য বস্তু ভক্ষণ করা, হিংসা করা, মিথ্যা কামের সেবন এবং অপরের ধন-সম্পত্তি গ্রহণ— এই চার প্রকার কায়িক কর্ম।।৪-৬।।

যে দ্বিষন্তি মহাদেবং সংসারার্ণবতারণম্।
সমস্তপাতকোপেতাস্তে যান্তি নরকাগ্নিষু।।৭।
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাহশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনশ্চৈতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ।।৮।
ক্রোধাদ্‌দ্বেষাক্তয়াল্লোভাদ্‌ব্রাহ্মণং বিশসংতি যে।
প্রাণাং তিকো মহাদোষো ব্রহ্মঘ্নাস্তে প্রকীর্তিতাঃ।।৯।।
ব্রাহ্মণং চ সমাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্।
পঞ্চান্নস্তীতি তং ব্রূয়াৎস চৈবং ব্রহ্মহাস্মৃতঃ।।১০।
যস্তু বিদ্যাভিমানেন নিত্যং জয়তি বৈ দ্বিজান্।
সমাসীনঃ সভামধ্যে ব্রহ্মহা সোহপি কীর্তিতঃ।।১১।
মিথ্যাগুনৈঃ স্বমাত্মানং নয়ত্যুৎকর্মনং বলাৎ।
গুরুর্ণাং চ বিরুদ্ধো যঃ স চৈব ব্রহ্মহা স্মৃতঃ।।১২।
ক্ষুতৃষ্ণসংতপ্তদেহানাং দ্বিজানাং ভোক্তুমিচ্ছতাম্।
সমাচরতি যোবিঘ্নং তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্।।১৩।

যে ব্যক্তি এই সংসার সাগর থেকে ত্রাণকারী মহাদেবকে দ্বেষ করেন তিনি সকলপ্রকার পাতকযুক্ত নরকে অগ্নিকুন্ডে পতিত হন।।৭।।

ব্রাহ্মণ হত্যা, সুরাপান, চৌর্যবৃত্তি এবং গুরুপত্নী সংসর্গকারী— এই চার প্রকার মহাপাতক আছেন। এদের সংসর্গকারী পঞ্চম মহাপাতক।।৮।।

ক্রোধ দ্বারা, দ্বেষ দ্বারা, লোভ দ্বারা যিনি ব্রাহ্মণকে তাড়ন করেন তাঁর প্রাণান্তিক মহাদোষ হয় এবং তিনি ব্রহ্মঘাতী হন। ব্রাহ্মণকে ডেকে যিনি কিছু দান করেন না তিনিও ব্রহ্মঘ্ন হন।।৯-১০।।

যিনি নিজ বিদ্যার অতিমানে নিত্য ব্রাহ্মণকে পরাজিত করেন তিনি ব্রহ্মহত্যাকারী বলে পরিচিত হন।।১১।।

মিথ্যা গুণ দ্বারা যিনি নিজেকে বলপূর্বক উৎকৃষ্টতা দেন, যিনি গুরুজনের বিরুদ্ধাচারণ করেন তিনিও ব্রহ্মঘাতী হন।।১২।।

ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর ব্রাহ্মণকে যিনি খাওয়ানোর ইচ্ছা করেন, তাকে যিনি বাধা দেন তিনি ব্রহ্মঘাতক।।১৩।।

পিশুনঃ সর্বলোকানাং ছিদ্রান্বেষনতৎপরঃ।
উদ্বেগজননঃ ক্রুরঃ স চৈব ব্রহ্মহা স্মৃতঃ।।১৪।
গবাং তৃষ্ণাভিভূতানাং জলার্থমুপসর্পনাম্।
সমাচরতি যো বিঘ্নং স চৈব ব্রহ্মহা স্মৃতঃ।।১৫।
পরদোষমভিজ্ঞায় নৃপকর্ণে করোতি যঃ।
পাপীয়ান্ পিশুনঃ ক্ষুদ্রঃ স চৈব ব্রহ্মহা স্মৃতঃ।।১৬।
দেবদ্বিজগব্বাং ভূমিং পূর্বভুক্তা হরেত্তু যঃ।
প্রনষ্টামপি কালেন তমাহুব্রহ্মঘাতকম্।।১৭।
দ্বিজবিত্তাপহরণে ন্যায়তঃ সমুপার্জিতে।
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়ং পাবকং নাত্রসংশয়ঃ।।১৮।
অগ্নিহোত্রপরিত্যাগো যস্তু যাজ্ঞিককর্মনাম্।
মাতাপিতৃ পরিত্যাগঃ কূটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।।১৯।।
গবাং মার্গে বনে চাগ্নিং পুরে গ্রামে চ দীপযযেৎ।
ইতি পাপনি ঘোরাণি সুরাপন সমানি তু।।২০।।

সমস্ত লোকের যিনি অনিষ্ঠ করেন, যিনি লোকে ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, লোকের মনে যিনি উদ্বেগ উৎপন্ন করেন সেই নিদয়ী পুরুষ ব্রহ্মঘাতী হন।।১৪।।

তৃষ্ণায় আকুল গোসমূহের জলপানে যিনি বাধা দেন তিনি ব্রহ্মহা হন। অপরের দোষ ঠিকমতো না জেনে যিনি রাজার কাছে নালিশ করেন তিনি বড় পাপী পিশুন তথা ব্রহ্মহা হন। ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং গো এই সকলের ভোগের ভূমি যিনি হরণ করেন তিনি ব্রাহ্মণ ঘাতক হন।।১৫-১৭।।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ন্যায়পথে উপার্জিত অর্থ চুরি করে তিনি ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপ করেন।।১৮।।

যাজ্ঞিক কর্মকারীকে অগ্নিহোত্রে বাধা দেওয়া, মাতা-পিতাকে ত্যাগকারী, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী, মিত্রকে বধকারী, গোগণের মার্গে ও বনে অগ্নি সংযোগ তথা গ্রাম ও নগরকে অগ্নি দ্বারা ভষ্মীভূত করা মহা ঘোর পাপ এবং তা সুরাপান তুল্য হয়।।১৯-২০।।

বৃষাণাং বৃষণান্যেব পাপিষ্ঠা গালয়ন্তি যে।
বাহয়ন্তি চ গাং বধ্যাংস্তে মহ নারকাঃ স্মৃতাঃ।।২১।
আশ্রমং সমনুপ্রাপ্তং ক্ষুতৃষ্ণাশ্রমপীড়িতম্।
যেহতিথিং নাভিমন্যতে তে বৈ নিরয়গাসিনঃ।।২২।
অনাথং বিকলং দীনং বালং বৃদ্ধং কৃশাতুরম্।
নানুকম্পতি সে মূঢ়াস্তে যান্তি নিরয়ার্নবম্।।২৩।
অজাবিকো মাহিষকঃ সামুদ্রো বৃষলীপতিঃ।
শূদ্রবিট্ক্ষত্রবৃত্তিশ্চ নারকী স্যাদ্দ্বিজাধমঃ।।২৪।।
শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যা হেমকারা নটাদ্বিজাঃ।
কৃতকৌক্ষেয় সংযুক্তাস্তমান্যে নারকা স্মৃতাঃ।।২৫।
যশ্চৌদিতমতিক্রম্য স্বেচ্ছয়া বা হরেৎ করম্।
নরকে তু স পচ্যেত যশ্চ দন্ডরুচির্ভবেৎ।।২৬।

বৃষগণের বৃষণকে যে মহাপাপী গালন করেন এবং বধ্য গোগণকে যিনি বহন করেন তিনি মহানারকী হন।।২১।।

ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর ও পথশ্রমে ক্লান্ত ব্যক্তি সম আশ্রমে উপস্থিত হলে সেরূপ অতিথিকে যিনি যথাযথ সৎকার করেন না সেই মনুষ্য নরকগামী হন।।২২।।

অনাথ, বিকল, দীন, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ ও আতুরকে যে ব্যক্তি দয়া করেন না সেই মহামূঢ় নরকগামী হয়।।২৩।।

ভেড়াপালনকারী, মহিষপালনকারী, সমুদ্রযাত্রাকারী, বৃষপালনকারী তথা শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি পালনকারী অধম দ্বিজ নরকগামী হয়। শিল্পী কারক, বৈদ্য, হেমকার এবং নটের ভূমিকা পালনকারী দ্বিজ কৃত কৌক্ষেয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তা নারকীয় বলে পরিগণিত হয়।।২৪-২৫।।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা প্ররোচিত হয়ে রাজকর হরণ করেন, দন্ডযোগ্য সে ব্যক্তি নরকে পচে মরেন।।২৬।।

দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ।
স্বর্ণালংকারবস্ত্রাদ্যৈঃ পূজাসৎকারভোজ নৈঃ।।২২।।
সর্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রত্তিপত্তিগাঃ।
পিতৃব্য ভগিনী হস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠিরা।।২৩।।
মাতুলস্য সুতাহস্তাদ্ দ্বিতীয়ায়াং পুননৃপ।
পিতৃমাতৃস্বসারৌ মে তৃতীয়ায়াং তয়োঃ করাৎ।।২৪।।
ভোক্তব্যং সহজায়াশ্চ ভগিন্যা হস্ততঃ পরম্।
সর্বাসু ভগিনীহস্তাদ্ ভোক্তব্যং বলবর্ধনম্।।২৫।।
ধন্যং যশস্যামায়ুষ্যং ধর্মকামার্থবর্দ্ধনম্।
ব্যাখ্যাতং সকলং স্নেহাৎ সরহস্য ময়া তব।।২৬।।
যস্যাং তিথৌ যমুনয়া যমরাজদেবঃ।
সম্ভোজিতো জগতি সত্ত্বরসৌহৃদেন।
তস্যাং স্বসুঃ করতলাদিহ যো ভুনক্তি।
প্রাপ্নোতি বিওমথ ভোজ্যমনুত্তমং সঃ।।২৭।।

পুনরায় ভগিনীর জন্য বিধিপূর্বক দান প্রদান করতে হয়। তাকে সুবর্ণাদি অলংকার, বস্ত্র তথা উত্তম ভোজন দ্বারা পূজন এবং সৎকার করতে হয়। সকল ভগিনীগণকে পূজন করতে হয়। যদি নিজ ভগিনী না থাকে তাহলে পিতৃব্য কন্যার কাছ থেকে দ্বিতীয়া বা প্রথমা তিথিতে ভোজন গ্রহণ করতে হয়। মাতুল কন্যার কাছ থেকেও দ্বিতীয়া ভোজন গ্রহণ করা যেতে পারে। পিসি বা মাসীর কন্যার কাছ থেকে তৃতীয়াতে ভোজন করা যেতে পারে। সেই খাদ্য আয়ু, যশবৃদ্ধিকারী পরম ধন্য। আমি এই গুপ্তকথা স্নেহ বশতঃ বললাম বা ব্যাখ্যা করলাম। যেদিন যমরাজ তাঁর ভগিনী যমুনার কাছে ভোজন করেছিলেন সেদিন থেকে জগতে সৌহার্দের বৃদ্ধি ঘটে। সেদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন ধন ও সুখপ্রদানকারী।।২২-২৭।।

দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ।
স্বর্ণালংকারবস্ত্রাদ্যৈঃ পূজাসৎকারভোজ নৈঃ।।২২।।
সর্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রত্তিপত্তিগাঃ।
পিতৃব্য ভগিনী হস্তাঁৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠিরা।।২৩।।
মাতুলস্য সুতাহস্তাদ্ দ্বিতীয়ায়াং পুননৃপ।
পিতৃমাতৃস্বসারৌ মে তৃতীয়ায়াং তয়োঃ করাৎ।।২৪।।
ভোক্তব্যং সহজায়াশ্চ ভগিন্যা হস্ততঃ পরম্।
সর্বাসু ভগিনীহস্তাদ্ ভোক্তব্যং বলবর্ধনম্।।২৫।।
ধন্যং যশস্যামায়ুষ্যং ধর্মকামার্থবর্দ্ধনম্।
ব্যাখ্যাতং সকলং স্নেহাৎ সরহস্য ময়া তব।।২৬।।
যস্যাং তিথৌ যমুনয়া যমরাজদেবঃ।
সম্ভোজিতো জগতি সত্ত্বরসৌহৃদেন।
তস্যাং স্বসুঃ করতলাদিহ যো ভুনক্তি।
প্রাপ্নোতি বিওমথ ভোজ্যমনুত্তমং সঃ।।২৭।।

পুনরায় ভগিনীর জন্য বিধিপূর্বক দান প্রদান করতে হয়। তাকে সুবর্ণাদি অলংকার, বস্ত্র তথা উত্তম ভোজন দ্বারা পূজন এবং সৎকার করতে হয়। সকল ভগিনীগণকে পূজন করতে হয়। যদি নিজ ভগিনী না থাকে তাহলে পিতৃব্য কন্যার কাছ থেকে দ্বিতীয়া বা প্রথমা তিথিতে ভোজন গ্রহণ করতে হয়। মাতুল কন্যার কাছ থেকেও দ্বিতীয়া ভোজন গ্রহণ করা যেতে পারে। পিসি বা মাসীর কন্যার কাছ থেকে তৃতীয়াতে ভোজন করা যেতে পারে। সেই খাদ্য আয়ু, যশবৃদ্ধিকারী পরম ধন্য। আমি এই গুপ্তকথা স্নেহ বশতঃ বললাম বা ব্যাখ্যা করলাম। যেদিন যমরাজ তাঁর ভগিনী যমুনার কাছে ভোজন করেছিলেন সেদিন থেকে জগতে সৌহার্দের বৃদ্ধি ঘটে। সেদিন ভগিনীর হস্তে ভোজন ধন ও সুখপ্রদানকারী।।২২-২৭।।

।। অশূন্যশয়ন ব্রতস্য মাহাত্ম্য ।।

ভগবণ্ ভবতা প্রোক্তং ধর্মার্থাদেঃ সুসাধনম্।
গার্হস্থ্যং তচ্চ ভবতি দম্পত্যোঃ প্রীয়মানয়োঃ ।।১।।
পত্নীহীনঃ পুমান্‌পত্নী ভর্ত্তা বিরহিতা তথা।
ধর্মকামার্থ সংসিদ্ধী ন স্যাতাং মধুসূদন ।।২।।
তদব্রুহি দেবদেবেশ বিধবা স্ত্রী ন জায়তে।
ব্রতেন যেন গোবিন্দং পত্ন্যাহবিরহিতৌ নরঃ ।।৩।।
অশূন্যশয়নীং নাম দ্বিতীয়াং শৃণু তাং মম।
সামুপোষ্য ন বৈধব্যং প্রাপ্নোতি স্ত্রী যুধিষ্ঠির ।।৪।।
পত্নী বিমুক্তাশ্চ নরো ন কদাচিৎ প্রজায়তে।
শেতে জগৎপতি বিষ্ণুঃ স্ত্রিয়া সার্দ্ধং যদা কিল ।।৫।।
অশূন্যশয়নং নাম তদা গ্রাহ্যা চ সা তিথিঃ।
উপবাসেন নক্তেন তথৈবায়াচিত্তেন চ ।।৬।।

।। অশূন্যশয়ন ব্রত মাহাত্ম্য ।।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে ভগবান্, আপনি গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম, অর্থাদির সাধন সম্পর্কে বললেন। কিন্তু তা তখনই হয় যখন দম্পতির পরম প্রেম থাকে। হে মধুসূদন, যে পুরুষ পত্নীহীন ও যে স্ত্রী স্বামীহীন হয়ে জীবনযাপন করে তাদের ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি হয়না। হে দেব, দেবেশ, এমন কোনো ব্রত আছে যাতে করে স্ত্রী বিধবা হবেনা বা পুরুষ বিপত্নীক হবেনা। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এখন তুমি আমার কাছ থেকে অশূন্যশয়নী ব্রত কথা শ্রবণ কর। হে যুধিষ্ঠির, এই দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস করলে স্ত্রী কখনও বিধবা হয়না। পুরুষ কখনও নিজ পত্নীর থেকে দূরে থাকে না যে সময় জগৎপতি বিষ্ণু নিজ পত্নীর সঙ্গে শয়ন করেন ।।১-৫।।

এই বিধি অশূন্যশয়ন বিধি নামে গ্রাহ্য হয়। যাতে করে উপবাস করবে অথবা অযাচিত ভোজন করবে ।।৬।।

কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং শ্রাবণে নৃপসত্তম।
স্নানং নদ্যাং তড়াগে বা গৃহে বা নিয়তাত্মবান্।।৭।।
কৃত্বা পিতৃন্ মনুষ্যাংশ্চ দেবান্ সন্তর্প্য ভক্তিমান্।
স্থন্ডিলং চতুরস্রং তু মৃন্ময়ং কারয়েত্ততঃ।।৮।।
তত্রস্থং শ্রীধরং শ্রীশং ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য শ্রিয়া সহ।
নৈবেদ্য পুস্পাধূপাদ্যৈঃ ফলৈঃ কালোদ্ ভবৈঃ শুভৈঃ।।৯
ইমমুচ্চারয়েমমন্ত্রং প্রনম্য জগতঃ পতিম্।
শ্রীবৎ সধারিঞ্ছীকান্ত শ্রীধামঞ্ছীপতেহব্যয়।।১০।।
গার্হস্থ্যং মা প্রণাশং মে যাতু ধমার্থকামদম্।
অগ্নয়ো মা প্রণম্যন্তু মা প্রণশ্যন্তু দেবতাঃ।
পিতরো মা প্রণশ্যন্তু মত্তো দাম্পত্যভেদতঃ।।১১।।
লক্ষ্ম্যা বিমুজ্যতে কৃষ্ণ ন কদাচিদ্‌যথা ভবান্।
তথা কলত্রসম্বন্ধো দেবনা মে প্রশস্য তু।।১২।।
লক্ষ্ম্যা ন শূন্যং বরদ যথা তে শয়নং সদা।
শয্যা মমাপ্যশূন্যাস্তু তথা জন্মনিজন্মনি।।১৩।।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়ার দিন কোনো নদীতে, তড়াগে বা নিজগৃহে নিয়মপূর্বক স্নান করবে। ভক্তিভাবে সমন্বিত পুরুষ পিতৃগণ, মনুষ্যবৃন্দ ও দেবগণকে পরিপূর্ণ তর্পণ করবে। চতুরস্র মৃত্তিকা দ্বারা স্থন্ডিল নির্মাণ করবে। তাতে নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, ফলাদি দ্বারা শ্রীকে পুরুষজ্ঞান অর্চনা করবে। তারপর জগৎ স্বামীকে প্রণাম করে বলবে -- হে শ্রীবৎস ধারণকারী, শ্রীকান্ত, শ্রীধাম, শ্রীপতি, হে অব্যয় ধর্ম-কাম-অর্থ প্রদানকারী আমার গার্হস্থ্য আশ্রম কখনও নাশ করবেন না। অগ্নি, দেবগণ, পিতৃগণ যেন আমার দাম্পত্য সুখ নষ্ট না করতে পারে। হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি যেরূপ লক্ষ্মীদেবীর সাথে কদাপি বিমুক্ত হননা, তেমন আমার পত্নীবিরহ যেন না হয়। হে বরদাতা, আপনার ন্যায় আমার শয্যাও যেন পত্নীশূন্য হয়না।

এবং প্রসাদ্য পূজাং চ কৃত্বা লক্ষ্ম্যা হরে স্তথা।
চন্দ্রোদয়ে স্নানপূর্বং পঞ্চগব্যেন সংযুতম্।
বি প্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎস্বশক্ত্যা ফলসংযুতাম্।।১৪।।
অনেনবিধিনা রাজন্যাবন্ মাসচতুষ্টয়ম্।
কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং প্রাগুক্তবিধিমাচরেৎ।।১৫।।
কার্তিকে চাথ সংপ্রাপ্তে শয্যাং শ্রীকান্তসংযুতাম্।
সোপস্করাং সোদকুম্ভাং সান্নাং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।।১৬।।
প্রতিমাসং চ সোমায় অধ্যং দদ্যাৎ সমন্ত্রকম্।
দধ্যক্ষতৈর্মূল ফলৈ রত্নৈ সৌবর্ণভাজনৈঃ।।১৭।।
গগনাংগণসদ্দীপ দুগ্ধাব্ধিমথনোদ্ ভব।
আভাস্তিদিগাভোগ রমানুজ নমোস্তুতে ।।১৮।।
এবং করোতি যঃ সম্যভূঃমরো মাসতুষ্টয়ম্।
তস্য জন্মত্রয়ং যাবদ্ গৃহভঙ্গো ন জায়তে।।১৯।।
অশূন্যশয়নশ্চৈব ধর্মকামার্থ সাধকঃ।
প্রবত্যব্যাহতৈশ্বর্যঃ পুরুষো নাত্রসংশয়ঃ।।২০।।

এই প্রকারে লক্ষ্মী নারায়ণকে প্রসন্ন করে তথা তাঁদের পূজন করে চন্দ্রের উদয়ের সময় প্রথমে স্নান করে পঞ্চগব্য নিয়ে বিপ্র নিজ শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দেবে।।৭-১৪।।

হে রাজন্, এই প্রকারে চারমাস কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ব নির্দেশ মতো পূজার্চন করবে। কার্ত্তিক মাস এলে সকল উপস্কর নিয়ে জল কুম্ভ যুক্ত, শ্রীকান্ত শয্যা, অন্ন সহিত ব্রাহ্মণকে দান করবে।।১৫-১৬।।

হে রমানুজ, আপনি গমনাঙ্গন সদৃশ সুন্দর ও সমুজ্জ্বল দীপ আপনার উৎপত্তি ক্ষীরসাগর মন্থন থেকে হয়েছে, আপনি দিকসমূহ আভাসিত করেন। আপনাকে প্রণাম। যে মনুষ্য এই প্রকার ভালোভাবে চারমাস ব্রত পালন করেন তাঁর তিন জন্ম পর্যন্ত গৃহ ভঙ্গ হয়না। এই ব্রত ধর্ম অর্থ কাম সাধক। এই ব্রত পালনে পুরুষ অব্যাহত বৈভবমুক্ত হন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হে পার্থ, নারীধর্ম যিনি জানেন এই ব্রত পালন করেন। তিনি কদাপি

নারী চ পার্থ ধর্মজ্ঞা ব্রতমেতদ্যথাবিধি।
যা করোতি ন সা শোচ্যা বন্ধুবর্গস্য জায়তে।।২১।।
বৈধব্যং দুর্ভগত্বং চ ভর্তৃত্যাগং চ সত্তম।।
প্রাপ্নোতি জন্মত্রিতয়ং ন সা পাণ্ডুকুলোদবহ।।২২।।
এযা সমাচরতি যঃ পুরুষোহথ যোষিৎ প্রাপ্নো।
ত্যসৌ শয়নম মহাগ্রহৈভোগ্যম্।।২৩।।

।। গোষ্পদ তৃতীয় ব্রতস্য মাহাত্ম্য।।

পার্থ ভাদ্রপদে মাসি শুক্লপক্ষে দিনোদয়ে।
তৃতীয়ায়াং চতুর্থথাং চ শুদ্ধায়াং প্রতিবৎসরম্।।১।।
উপবাসেন গৃহ্নীয়াদ্ ব্রতং নাম্না তু গোপদম্।
স্নাত্বা নরো বা নারী বা পুষ্পধূপবিলেপনৈঃ।।২।।
দধ্যক্ষতৈশ্চ মালাভিঃ পিষ্টকৈর্বনালয়া।
অভ্যঞ্জয়েদ্গবাং শৃং গং খুরং পৃচ্ছান্তসেবচ।।৩।।
দধ্যাদ্গবাহ্নিকং ভক্ত্যা তাসাং পূর্বাপরাহ্নয়োঃ।
অনগ্নিপাকং ভীঞ্জীত তৈলক্ষারবিবর্জিতম্।।৪।।

বন্ধুবর্গের জন্য শোক করেন না। বৈধব্য, দুর্ভগত্ব এবং ভর্তৃ ত্যাগ তিনজন্ম পর্যন্ত তিনি প্রাপ্ত হননা। হে নৃপতি, এই দ্বিতীয়া অশূন্যাশয়না নামে খ্যাত। এই ব্রত সমস্ত কলুষ নাশকারী। যে কোনো পুরুষ বা স্ত্রী এটি পালন করলে তিনি উত্তম শয়ন ভোগ করেন।।১৭-২৩।।

।। গোষ্পদ তৃতীয় ব্রত মাহাত্ম্য।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে পার্থ, ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিবর্ষ শুদ্ধ তৃতীয়া তিথিতে বা চতুর্থী তিথিতে উপবাস করে গোপদ নামক ব্রত গ্রহণ করতে হবে। নর-নারী স্নান করে পুষ্প-ধূপ-দীপ-বিলেপন-দধি-অক্ষত-মালা এবং পিষ্টক দ্বারা গাভীর শৃঙ্গ, খুর, পুচ্ছ ভাগ অভ্যর্চন করতে হবে। ভক্তিভাবে তার পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নে আহ্নিক করে তৈল ও ক্ষার রহিত অনগ্নি পাক করে ভোজন করতে হবে। হে ভারত, যাতায়াতকারী গাভীগণকে নিত্য পুর

ব্রজন্তীনাং গবাং নিত্যমায়ান্তীনাং চ ভারত।
পুরদ্বারেথ বা গোষ্টে মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ।
অধ্যং প্রদদ্যাদ্ গৃষ্টয়াং বা গবাং পাদেযু পান্ডব।।৫।।
মাতারুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যনাম মৃতস্য নাভিঃ।
প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনা গামদিতিং বধিষ্ট।।৬।।
গাবো মে অগ্রতঃ সন্তু গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ।
গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্।।৭।।
ইত্থং সংপূজ্য দত্ত্বার্ঘং ততো গচ্ছেদ্ গৃহাশ্রমম্।
পঞ্চস্যাং ক্রোধরহিতো ভূজীত গোরসং দধি।।৮।।
শালিপৃষ্টং ফলং শাকং তিলমন্নং চ শোভনম্।
ভুক্তাবসানে রাজেন্দ্র সংযতস্তাং নিশাং স্বপেৎ।।৯।।
প্রভাতে গোপদং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় হিরন্ময়ম্।
ক্ষময়েচ্চ গবাং নাথং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্।।১০।।
অর্চ্যন্তেহত্র যথা গাবস্তথা গোবধনোগিরিঃ।
প্রণম্যাচ্যুতমুদ্দিশ্য শৃণু যৎফলমাপ্নুয়াৎ।।১১।।

দ্বারে ও পোষ্ঠে নিম্ন মন্ত্রে অত্যর্চন করবে। রুদ্রমাতা, বসুদুহিতা, আদিত্য ভগিনী আপনি অমৃত নাভি। কদাপি অভীষ্টজনের প্রতিকুল হবেন না। অনাগা অদিতি গাভীর বধ কর।।১-৬।।

হে গোমাতা, তুমি আমার অগ্রভাগে, পৃষ্টভাগে, মধ্যভাগে, হৃদয়ে সদা নিবাস কর। এই প্রকারে গোমাতাগণের পূজা করে তথা অর্ঘ প্রদান করে গৃহাশ্রমে চলে যাবে। পঞ্চমী তিথিতে ক্রোধশূন্য হয়ে গোরস, দধি ইত্যাদি ভোজন করবে। শালি পিষ্ট-ফল-শাক-তিল ও শোভন অন্ন ভোজন করবে। হে রাজেন্দ্র ভোজন করে সংযত হয়ে রাত্রে শয়ন করবে। প্রভাতকালে ব্রাহ্মণগণকে হিরণময় গোপদ দান করে গোনাথ গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের কাছে ক্ষমা গন করবে। গোমাতার ন্যায় গোবর্ধনেরও অর্চনা করবে। ভগবান্ অচ্যুতকে প্রণাম জানাবে। এই ব্রতের ফলশ্রুতি শ্রবণ কর।।৭-১১।।

গোভক্তো গোব্রতং কৃত্বা শক্ত্যা চ গোষ্পদম্।।
সৌভাগ্যং রূপলাবন্যং প্রাপ্নোতি পৃথিবীতলে।।১২।।
গোতনকাকুলং গেহং গোকুলং চ সমাসতঃ।
ধনধান্য সমোপেতশালীক্ষুর সমৃদ্ধিমান্।।১৩।।
সন্তানং পূজিতং লব্ধা ততঃ স্বর্গেহমরো ভবেৎ।
দ্বিব্যরূপধরঃ স্রগ্বী দিব্যালংকার ভূষিতঃ।।১৪।।
গন্ধৈর্গীতবাদ্যেন সেব্যমানোহ স্পরোগনৈঃ।
দিব্যং যুগশতং ছিত্ত্বা ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।।১৫।।
যো গোপদব্রতমিদং কুরুতে ত্রিরাত্রংগা।
গা বৈ প্রপূজয়তি গোরসপূজনাচ্চ।
গোবিন্দমাদিপুরুষং প্রণতঃ সবিত্রামালোক।
মুত্তমমুপৈতি গবাং পবিত্রম্।।১৬।।

গোভক্ত তা ভক্তিভাবের দ্বারা গোমাতার শক্তিতে পৃথিবীতে পরম সৌভাগ্য ও রূপ লাবণ্য লাভ করেন। গোবৎস সমাকুল গৃহ ধন-ধান্য-ইত্যাদিও লাভ করেন। সন্তানাদি লাভ করে স্বর্গে অমরত্ব লাভ করে। দিব্যরূপ ও দিব্যভূষণে ভূষিত হয়। সেখানে গন্ধর্বের দ্বারা গীতবাদ্য পরিবেশিত হয় এবং অপ্সরাগণ তার সেবা করেন। দিব্যশতযুগ সেখানে যাপন করে মানব বিষ্ণুপুরে গমন করে।।১২-১৫।।

যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র গোপদ ব্রত পালন করেন, গাভীপূজনাদি পূর্বক ভগবান্ গোবিন্দকে প্রণাম নিবেদন করেন তিনি সাবিত্রী লোকে উত্তমপদ প্রাপ্ত হন।।১৬।।

।। হরিতালী তৃতীয়া ব্রতস্য মাহাত্ম্য।।

শুক্লে ভাদ্রপদস্যৈব তৃতীয়ায়াং সমর্চয়েৎ।
সর্বধান্যেস্তাং বিরূঢ়াং ভূতাং হরিতশাদ্বলাম্।
হরকালীং দেবদেবীং গৌরীং শংকরবল্লভাম্।।১।।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈর্মোদকাদিভিঃ।
প্রীণয়িত্বা সমাচ্ছাদ্য পখরাগেন ভাস্বতা।।২।।
ঘন্টাবাদ্যাদিভির্গীতৈঃ শুভৈর্দিব্যকথানুগৈঃ।
কৃত্বা জাগরণং রাত্রৌ প্রভাতে হ্যুদ্‌গতে রবৌ।।৩।।
সুবাসিনীভিঃ সা নেয়া মধ্যে পুন্যজলাশয়ে।
তস্মিন্ বিসর্জয়েৎ পার্থ হরকালীং হরিপ্রিয়ম্।।৪।।
ভগবন্ হরকালীতি কা দেবী প্রোচ্যতে ভূবি।
আর্দ্রধান্যৈঃ স্থিতা কস্মাৎ পূজ্যতে স্ত্রীজননে সা।
পূজিতা কিং দদাতীহ সর্বং মে ব্রূহি কেশব।।৫।।

।। হরিতালী তৃতীয়া ব্রত মাহাত্ম্য।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে বিরূঢ়ভূতা হরিতশাদ্বলার ধ্যানপূর্বক অর্চনা করবে। হরকালী- দেবদেবী গৌরী-শংকরবল্লভা তিনিই। গন্ধ-পুষ্প-ফল-ধূপাদি - মোদক ইত্যাদি দ্বারা দেবীকে প্রসন্ন করে তথা ভাসমান পদ্মরাগ দ্বারা সমাচ্ছাদন করবে। ঘন্টা-বাদ্য প্রভৃতি গীত দ্বারা শুভ ও দিব্য কথানুগ দ্বারা রাত্রি জাগরণ করতে হবে। প্রভাতকালে সুবাসিনিগণের দ্বারা পুণ্য জলাশয়ে বিসর্জন করবে।।১-৪।।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে ভগবান্, এই ভূমন্ডলে হরকালী কে? আর্দ্রধান্যস্থিতা স্ত্রীগণের দ্বারা কি পূজিতা হন? হে কেশব তুমি আমাকে বল, যদি তিনি পূজিতা হন তাহলে তিনি কিরূপে পূজিতা হন।।৫।।

সর্বপাপহরাং দিব্যাং মত্তঃ শৃণু কথামিমাম্।
আসীদ্ দক্ষস্য দুহিতা কালীনাম্নী তু কন্যকা।।৬।।
বর্ণেনাপি চ সা কৃষ্ণা নবনীলোৎপলপ্রভা।
সা চ দত্তা এ্যম্বকায় মহাদেবায় শূলিনে।।৭।।
বিবাহিতা বিধানেন শংখতূর্য্যানুনাদিনা।
যৎকুর্মাদাগতৈর্দেবৈর্ব্রাহ্মণানাং চ নিস্বনৈঃ।।৮।।
নির্বর্তিন্তে বিবাহে তু তয়া সার্ধং ত্রিলোচনঃ।
ক্রীড়তে বিবিধৈর্ভোগৈর্মনসঃ প্রীতিবর্ধনৈঃ।।৯।।
অথ দেবসমানস্তু কদাচিৎস বৃষধ্বজঃ।
আস্থানমন্ডপে রম্যে আস্তে বিষ্ণুসহায়বান্।।১০।।
তত্রস্থশ্চাহ্বায়মাস নর্মণা ত্রিপুরান্তকঃ।
কালীং নীলোৎপলশ্যামাং গণমাতৃগণাবৃতাম্।।১১।।
এহ্যেহি ত্বসিতঃ কাসি কৃষ্ণাঞ্জনসমন্বিতে।
কালসুন্দরি মৎপার্শ্বে ধবলে ত্বমুপাবিশ।।১২।।
এবমৎক্ষিপ্তমনসাং দেবী সংক্রুদ্ধমানসা।
শ্চাসয়ামাস তাম্রাক্ষী বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা।।১৩।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, পাপহা পরম দিব্য কথা শ্রবণ কর। দক্ষের কালী নামক এক কন্যা ছিল। তিনি কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন ও নবীন নীল কমলের ন্যায় আভাযুক্ত ছিলেন। সে কন্যাকে ত্র্যম্বকের জন্য প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর বিবাহ শংখ ও তূর্মের অনুযায়ী বিধান দ্বারা হয়েছিল। বিবাহের পর মহাদেব তার সঙ্গে মানসিক বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ভঙ্গে ক্রীড়া করতেন। অতঃপর কিছুকাল তাঁরা বৃষধ্বজ বিষ্ণুর সহায়তায় পরমরম্য আস্থান মন্ডপে ছিলেন। সেখানে ত্রিপুরান্তক মাতৃগণ সমাবৃত কালিকা নর্মের মাধ্যমে ডেকে পাঠালেন। বললেন— "তুমি এদিকে এসো, কৃষ্ণাঞ্জনে সমন্বিত, হে কালসুন্দরি তুমি আমার পার্শ্বে ক্ষণকাল বসো।" এইভাবে উক্ষিপ্তমনা দেবী মনে মনে ক্রুদ্ধ

রুরোদ খস্বরং বালাতত্রস্থা স্ফুরিতাধরা।
কিং দৈব যোগাত্তাম্রা গৌগৌরী চেত্যভিধীয়তে।।১৪।।
যস্মান সমোপমা দত্তা কৃষ্ণবর্ণেন শংকর।
হরকালীতি বাহূতা দেবর্ষিগণসেবিতা।।১৫।।
তস্মাদ দেহমিসং কৃষ্ণ জুহোসি জ্বলিতেহনলে।
ইত্যুক্তা বার্যমানা তু হরকালী রুষান্বিতা।।১৬।
মুমোচ হরিতচ্ছায়াকান্তিং হরিতশাদ্বলে।
চিক্ষেপ দোষং রাগেণ জ্বলিতে হব্যবাহনে।।১৭।।
গুনঃ পর্বতরাজস্য গৃহে গৌরী বভূব সা।
মহাদেবস্য দেহার্দ্ধে স্থিতা সংপুজ্যতে সুরৈঃ।।১৮।।
এবং সা হরকালীতি গৌরীশস্য ব্যবস্থিতা।
পূজনীয়া মহদেবী মন্ত্রেণানেন পান্ডব।।১৯।।
হরকর্মসমুৎপন্নং হরকার্যে হরপ্রিয়ে।
মাংত্রাহীশস্য মূর্তিস্থে প্রণতাস্তু নমোনমঃ।।২০।।

হলেন। তাম্রনেত্র দেবী বাষ্প গদ্‌গদ্ বাণী দ্বারা দীর্ঘশ্বাস নিলেন এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন -- হে দেব, কি কারণে তাম্র্য গৌ গৌরী এই নামে কথিত হয়।।৬-১৪।।

ভগবান্ শংকর আমাকে কৃষ্ণবর্ণের উপমা দিয়েছেন বা হরকালী বলেছেন এই কারণে আমি অগ্নিতে এই কৃষ্ণদেহ হবন করব। এই বলে তিনি নিজ সংকল্পে অটুট থাকলেন।।১৫-১৬।।

তিনি হরিৎ ছায়া কান্তিকে হরিৎ শাদ্বলে ছেড়ে দিয়ে জলন্ত অগ্নিতে দোষকে রাগে নিক্ষিপ্ত করলেন। পুনরায় তিনি পর্বত রাজের গৃহে গৌরী হয়ে মহাদেবের দেহের অর্ধভাগে স্থিত ছিলেন। এইভাবে তিনি হরকালী থেকে গৌরীশ নামে পরিচিত হলেন। হে পান্ডব মহাদেবীকে নিম্ন মন্ত্রে পূজন করবে। হে হরকর্ম সমুৎপন্না, হরকায়ে, হরপ্রিয়ে, ঈশমূর্তিতে স্থিত আমাকে রক্ষা করো। আমি তোমাতে প্রণত হচ্ছি। আপনাকে বারবার প্রণাম। এই ভাবে নৈবেদ্য বিপ্র দ্বারা অর্চনা করবে। আর প্রাতঃকালে তার রম্যজল মন্ত্রসহ বিসর্জন করবে।

ইত্থং সংপূজ্য নৈবেদ্যং দদ্যাদ্‌বিপ্রায় পান্ডব।
তাং চ প্রাতজলে রম্যে মন্ত্রেনৈব বিসর্জয়েৎ।।২১।।
অর্চিতাসিময়া ভক্ত্যা গচ্ছ দেবি সুরালয়ম্।
হ্বকালে শিবে গৌরি পুনরাগমনায় চ।।২২।।
এবং যঃ পান্ডবশ্রেষ্ঠ হরকালীব্রতং চরেৎ।
বর্ষে বর্ষে বিধানেন নারী নরপতে শুভা।।২৩।।
সা যৎ ফলম্বাপ্নোতি তচ্ছৃনুষ্ব নরাধিপ।
মত্যলোকে চিরং তিষ্ঠেৎসর্বরোগ বিজিতা।।২৪।
সর্বভোগসমাযুক্তা সৌভাগ্যবলগর্বিতা।
পুত্রপৌত্র সুহৃণ্ মিত্রনপ্তৃদৌহিত্রসংকুলা।।২৫।।
সাগ্রং বর্ষশতং যাবদ্ ভোগান্ ভুক্ত্বা মহীতলে।
ততোবসানে দেহস্য শিবজ্ঞানা মহামুনে।।২৬।।
চিরভদ্রা মহাকালনন্দীশ্বর বিনায়কাঃ।
তদাজ্ঞাকিংকরা সর্বে মহাদেব প্রসাদতঃ।।২৭।।
সং পূর্ণসূর্যগনসপ্তবিরুঢ়শস্যাং।
তাং বৈ হিমাদ্রিতনয়াং হরকালিকাখ্যাম্।
সংপূজ্য জাগরমনুদ্ধতগীতবাদ্যৈঃ।।
র্যচ্ছন্তি যা ইহ ভবন্তি পতিপ্রিয়াসতাঃ।।২৮।।

হে দেবি, আপনাকে ভক্তিভাবে পূজন করলাম এখন সুরালয়ে গমন কর। হে হরকালে, শিবে, গৌরী, পুনরাগমনের জন্য আপনাকে এখন বিসর্জন জানাচ্ছি। হে পান্ডবশ্রেষ্ঠ, এই ভাবে শুভানারী প্রতিবর্ষে এইরূপে হরকালী ব্রত সমাচরণ করবে। এই ব্রতের ফল মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। এই ব্রত পালন করলে সকল রোগ রহিত হয়ে স্থিত হয়। বিভিন্ন প্রকার ভোগ সমাযুক্ত হয়ে সৌভাগ্য বলে গর্বিত হয়। পুত্র-পৌত্রাদি সুহৃদ মিত্র সমাযুক্ত হয়ে সুখে বসবাস করে। সে ব্যক্তি শতবৎসর পর্যন্ত মহীতলে সকল কিছু ভোগ করে মৃত্যুর পর শিবলোক প্রাপ্ত হয়। হে মহামুনে, চির ভদ্রা, মহাকাল, নন্দীশ্বর, বিনায়কাদি মহাদেবের আজ্ঞায় তার দাস হয়ে যায়। হরকালিকা নাম্নী হিমাদ্রি তনয়ার যিনি পূজন করেন সেই নারী এই লোকে পতির পরম প্রিয়া হন।।১৭-২৮।।

।। ললিতা তৃতীয়া ব্রত কা মাহাত্ম্য ।।

অথ পৃচ্ছামি ভগবন্ ব্রতং দ্বাদশমাসিকম্।
ললিতারাধনং নাম মাসমাসক্রমেন বা।।১।।
শৃণু পান্ডব যত্নেন যথা বৃত্তং পুরাত নম্।
শংকরস্য মহাদেব্যাঃ সংবাদং কুরুসত্তম।।২।।
কৈলাসশিখরে রম্যে বহুপুষ্পফলোপগে।
সহকারদ্রুমচ্ছন্নে চম্পাকাশোকভূষিতে।।৩।।
কদম্ববকুলামোদবশীকৃতমধুব্রতে।
ময়ূররবসং ঘুষ্টে রাজহংসপোশোভিতে।।৪।।
মৃগক্ষর্গজসিংহৈশ্চ শাখামৃগগণাবৃতে।
গন্ধর্বযক্ষদেবর্ষিসিদ্ধকিন্নর পন্নগৈঃ।।৫।।
তপস্বিভির্মহাভাগৈঃ সেবমানং সমন্ততঃ।
সুখাসীনং মহাদেবং ভূতসংঘৈঃ সমাবৃতম্।।৬।।
অস্পরোভি সরিবৃতমুসা নত্বাব্রবীদিদম্।
ভগবন্দেবদেবেশ শূলপানে বৃষধ্বজ।।৭।।

।। ললিতা তৃতীয়া ব্রত মাহাত্ম্য ।।

যুধিষ্ঠির বললেন, হে ভগবান্, এখন আমি বারোমাসে অনুষ্ঠিত ব্রতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি। ললিতার আরাধনা কোন্ মাসে হয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন — হে পান্ডব যত্নপূর্বক শ্রবণ করো। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কৈলাসপর্বতের শিখরে মহাপুণ্য ও ফলযুক্ত বৃক্ষ ছিল, সেই শিখর আম্রবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। এছাড়া চম্পক ও অশোক বৃক্ষও ছিল। কদম্ব বকুলের গন্ধে সেখানে মধুকর উড়ে বেরাতো। চতুর্দিকে ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যেত। রাজহংস তার শোভাবৃদ্ধি করত। মৃগ-হাতী-সিংহ ও শাখামৃগ সেখানে ছিল। গন্ধর্ব-যক্ষ-দেব-ঋষি-সিদ্ধ-কিন্নর এবং অন্যান্য পন্নগ তথা মহাতপস্বিগণ কৈলাসের চারদিকে বাস করত। ভূতগণ সমাবৃত, অপ্সরা পরিবৃত মহাদেবকে প্রণাম করে পার্বতী একবার তৃতীয়াব্রত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন -- হে

কথয়স্ব মহেশান তৃতীয়াবৃতমুত্তমম্।
সৌভাগ্যং লভতে যেন ধন পুত্রান্ পশুন্ সুখম্।।৮।।
নারী স্বর্গং শুভং রূপমারোগ্যং শ্রিয়মুত্তমাম্।
এবমুক্তো দয়িতয়া ভার্যয়া প্রীতিপূর্বকম্।
বিহঙ্গ্য শংকরঃ প্রাহ কিং ব্রতেম তব প্রিয়ে।।৯।।
যে কামাস্ত্রিষু লোকেষু দিব্যা ভূম্যন্তরিক্ষজাঃ।
সর্বেপি তেন চায়ত্তা বশ্যাস্তেহং ততঃ পতিঃ।।১০।
সত্যমেতৎ সুরেশান ত্বয়ি দৃষ্টেন দুর্লভম্।
কিঞ্চিৎ ত্রিভুবনাভোগ ভূষণে শশিভূষণে।।১১।।
ভক্ত্যা স্ত্রিয়ো হি মাং দেব প্রজপন্তি শুভাশুভম্।
বিরূপাঃ সুলভাঃ কাশ্চিদপুত্রা বহুপুত্রকাঃ।।১২।।
সুশীলাস্তপসা কাশ্চিচ্ছবশ্রুভিঃ পীড়িতা ভৃশম্।
শৌচাচার সমাযুক্তা ন রোচন্তেথ কস্যচিৎ।।১৩।।
এবং বহু বিধৈর্দুঃখৈঃ পীড়য়মানাস্তু দারুনৈঃ।
শরণং মাং প্রপন্নাস্তাঃ কৃপাবিষ্টা ততো হ্যহম্।।১৪।।

শূলপাণে, দেবদেবেশ, ভগবান্, বৃষধ্বজ আপনি সৌভাগ্য প্রদানকারী, ধন-পুত্র-সৌভাগ্য-যশ ও সুখলাভকারী এই তৃতীয়া ব্রত মাহাত্ম্য বলুন। ভগবান্ শংকর বললেন -- ত্রিলোকের সমস্ত কামনা, দিব্যভূমি, অন্তরীক্ষ সকল কিছুই আপনার অধীন এই ব্রতের আপনার কি প্রয়োজন। উমা বললেন -- হে সুরেশান, একথা সত্য যে আপনার দর্শন মাত্রেই সবকিছু পাওয়া যায় কারণ আপনি ত্রিভুবনভূষণ তথা শশিভূষণ। কিন্তু স্ত্রীগণের জন্য এই ব্রত মাহাত্ম্য আমার জানা প্রয়োজন। পৃথিবীতে কোনো স্ত্রী বিচারী বিরূপা, কেউবা সুলভা, কেউ পুত্রবতী, কেউ পুত্রহীন, কেউ সুশীল তপযুক্ত, কেউ উৎপীড়িতা। শৌচত্ত আচারযুক্ত আবার কেউ প্রিয় নয়। এই প্রকার বিভিন্ন দুঃখে দারুন পীড্যমান হয়ে আমার শরণ নেয়। তাই তাদের কৃপা করতে আমি বিবশ। হে সুরসত্তম, কিভাবে সুখ-সৌভাগ্য, রূপ, লাবণ্যপ্রাপ্ত হওয়া যায় তা বল। ব্রতের মধ্যে অত্ত্যুত্তম ব্রত আমাকে বলুন। ঈশ্বর বললেন-- মাঘমাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে হস্তপদ প্রক্ষালন দন্তধাবণ পূর্বক নিয়ম মতো উপবাস

যেন তাঃ সুখসম্ভোগরূপলাবন্যসম্পদা।
পুত্রৈঃ সৌভাগ্যবিত্তৌঘৈর্যুক্তাঃ স্যুঃ সুরসত্তম।
তন্মে কথয় তত্ত্বেন ব্রতানংমুত্তমং ব্রতম্।।১৫।।
মাঘে মাসি সিতে পক্ষেতৃতীয়ায়ং যতব্রতাঃ।
মুখং প্রক্ষাল্য হস্তৌ চ পাদৌ চৈব সমাহিতাঃ।।১৬।।
উপবাসস্য নিয়মং দন্তধাবনপূর্বকম্।
মধ্যাহ্নে তু ততঃ স্নানং বিল্বৈরামলকৈঃ শুভৈঃ।।১৭।।
স্নাত্বা তীর্থজলে শুভ্রে বাসসী পরিধায় চ।
সুগন্ধৈঃ সুমনোভিশ্চ প্রভূতৈঃ কুঙ্কুমাদিভিঃ।।১৮।।
অর্চয়ন্তি সদা দেবি ত্বাং ভক্ত্যা ভক্তবৎসলে।
কর্পূরাদ্যৈস্তথা ধূপৈর্নৈবেদৈঃ শর্করাদিভিঃ।।১৯।।
যদৃচ্ছালাভসম্পন্নৈধূপদীপার্চনাদিভিঃ।
নাম্নেশানীং গৃহীত্বা তু প্রতীক্ষেদ্ বটিকাং ততঃ।।২০।।
পাত্রে তাম্রময়ে শুদ্ধে জলাক্ষতবিমিশ্রিতে।
সহিরণ্যং দ্বিজং কৃত্বা মন্ত্রপূর্বং সমাধিনা।।২১।।
শিরসি প্রক্ষিপেত্তোয়ং ধ্যায়ন্তী মনসেপ্সিতম্।
ব্রহ্মাবর্তাৎ সমায়াতা ব্রহ্মযোনের্বিনির্গতা।।২২।।
ভদ্রেশ্বরা ততো দেবী ললিতা শংকরপ্রিয়া।
গংগাদ্বারাদ্ধরং প্রাপ্তা গংগাজলপবিত্রিতা।।২৩।।
সৌভাগ্যারোগ্য পুত্রার্থমর্থাথং হরবল্লর্ভে।
আয়াতা ঘটিকাং ভদ্রে প্রতীক্ষস্ব নমোনমঃ।।২৪।।

করবে। পুনরায় মধ্যাহ্নে বিল্ব আমলকের দ্বারা স্নান করে বস্ত্র পরিধান করবে। পরে সুগন্ধি পুষ্প, কুমকুমাদি উপাচার দিয়ে তোমার পূজা করবে। হে দেবী, তুমিতো ভক্তবৎসল। এ ছাড়া কর্পূরাদি উপাচার, ধূপ, নৈবেদ্য, শর্করা প্রভৃতি গ্রহণ করে পূজা করবে। তারপর ইচ্ছামতো উপাচার গ্রহণ করে ঈশানী নাম গ্রহণ করে এক ঘটিকা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। পরম শুদ্ধ তাম্রময় পাত্রে জল এবং অক্ষত মিশিয়ে মন্ত্রপূর্বক সহিরণ্য দ্বিজকে দেবে। মনে নিজ মনোরথ ধ্যান করে মাথায় জলের ছিটা দেবে এবং দেবীকে প্রণাম জানাবে। অতঃপর

দত্ত্বা হিরণ্যং তত্তস্মৈ প্রাশ্নীয়াচ্চকুশোদকম্।
আচম্য প্রযতো ভূত্বা ভূমিস্থা ক্ষপপেৎক্ষপাম্।।২৫।।
ধ্যায়মানা উমাং দেবীং হরিতে যবসংস্তরে।
দ্বিতীয়েহ্নি ততঃ স্নাত্বা তথৈবাভ্যর্চ্য পার্বতীম্।।২৬।।
যথাশক্তি দ্বিজান্ পূজ্য ততো ভুঞ্জীত বাগ্যতা।
এবং তু প্রথমে মাসি পূজনীয়াসি কালিকে।।২৭।।
দ্বিতীয়ে পার্বতী নাম তৃতীয়ে শংকরপ্রিয়া।
ভবান্যথ চতুর্থে ত্বং স্কন্দমাতাথ পঞ্চমে।।২৮।।
দক্ষস্য দুহিতা যষ্ঠে মৈনাকী সপ্তমে স্মৃতা।
কাত্যায়ন্যষ্টমে মাসি নবমে তু হিমাদ্রিজা।।২৯।।
দশমে মাসি বিখ্যাতা দেবি সৌভাগ্যদায়িনী।
উমা ত্বেকাদশে মাসি গৌরীতু দ্বাদশে পরা।।৩০।।
কুশোদকং পয়ঃ সর্পির্গোমুত্রং গোময় ফলম্।
নিম্বপত্রং কন্টকারী গবাং শৃংগোদকং দধি।।৩১।।
পঞ্চগব্যং তথাশাকঃ প্রাশনানি ক্রমাদমী।।
মাসি মাসি স্থিতা হ্যেবমুপবাসপরায়ণা।।৩২।।
দদাতি শ্রদ্ধয়ৈতানি বাচকে ব্রাহ্মণোত্তমে।
কুসুম্ভমাজ্যং লবণং জীরকং গুড়মেব চ।।৩৩।
দত্ত্বৈরেভিঃ সূর্যস্থা ত্বং সূর্যস্থা তুষ্যসি প্রিয়ে।
মাসি মাসি ভবেন্ মন্ত্রো গকারো দ্বাদশাক্ষরঃ।।৩৪।।

রাত্রে ভূমিতে শয়ন করবে। দ্বিতীয় দিন ঐরূপে পার্বতীর অর্চনা করবে। তারপর যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে, মৌনী হয়ে নিজে ভোজন করবে। এই প্রথম মাসে কালিকা, দ্বিতীয় মাসে পার্বতী, তৃতীয় মাসে শংকর প্রিয়া, চতুর্থ মাসে ভবানী ও পঞ্চম মাসে স্কন্দমাতা নামে পূজন করবে।।১-২৮।।

ষষ্ঠ মাসে দক্ষ দুহিতা, সপ্তম মাসে মৈনাকী, অষ্টম মাসে কাত্যায়ণী, নবম মাসে হিমাদ্রিজা, দশম মাসে সৌভাগ্যদায়িনী, একাদশ মাসে পরাগৌরী নামে ভজন করবে। কুশোদক পয়-ঘৃত-গোমূত্র, গোময়-ফল নিমপত্র, কন্টকারী, গোশৃঙ্গোদক, দধি, পঞ্চগব্য তথা শাক এই ক্রমে প্রাশন করবে।

ওঁকার পূর্বকো দেবি নমস্কারান্ত ঈরিতঃ।
এভিস্ত্বং পূজিতা মন্ত্রৈস্তুষ্যসি ব্রততঃ প্রিয়ে।।৩৫।।
তুষ্টা ত্বভীপ্সিতান্ নামাম্দদাসি প্রীতি পূর্বকম্।
সমাপ্তে তু ব্রতে তস্মিন্ ব্রাহ্মণ বেদপারগম্।।৩৬।।
সহিতং ভার্যয়াভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ।
দ্বিজং মহেশ্বরং কৃত্বা উমাং ভার্যাং তথৈব চ।।৩৭।।
অন্নং সদক্ষিণং দদ্যাত্তথা শুক্লে চ বাসসী।
রক্তং বাসোযুগং দদ্যাত্বামুদিশ্য হরপ্রিয়ে।।৩৮।।
ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধয়া যুক্তসতস্যাং ফলমিদং শৃণু।
দশবর্ষসহস্রানি লোকান্ প্রাপ্য পরাপরাণ্।।৩৯।।
মোদতে ভর্তৃসহিতা যথেন্দ্রেণ শচী তথা।
মানুষত্বং পুণঃ প্রাপ্য স্বেন ভর্তা সহৈব সা।।৪০।।
পুন্যেকুলে শ্রিয়া যুক্তা নীরোগা সুখমশ্নুতে।
সপ্তজন্মানি মাবচ্চ নবৈধব্যমবাপ্নুয়াৎ।।৪১।।
পুত্রান্ ভোগাংস্তথা রূপং সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।।
একপত্নী তথা ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোহপ্যধিকা ভবেৎ।।৪২।

এইভাবে প্রত্যেক মাসে উপবাস করে ব্রত পালন করবে। প্রত্যেক মাসে দ্বাদশাক্ষর গকার মন্ত্র পাঠ করবে। এর পূর্বে ওঁকার ও পরে নমস্কার বলবে। এই মন্ত্রে পূজিত হলে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং অভীষ্ট বর প্রদান কর। এছাড়া পূজাকারী বিপ্রকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মহেশ্বরতুল্য মনে করে পূজন করবে। দক্ষিণা ও শুক্লবস্ত্র প্রদান করবে। ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধাযুক্ত দান করলে কি হয় তা শ্রবণ কর। মনুষ্য দশসহস্র বৎসর পরও অপর লোক প্রাপ্ত হয়। এছাড়া নিজ পতির সাথে সুখভোগ করে।।২৯-৪০।।

অথবা কোনো পুণ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে ও শ্রীযুক্ত হয়ে নীরোগ দেহে সুখ প্রাপ্ত হন। সাতজন্ম পর্যন্ত সে কখনও বৈধব্য দুঃখ ভোগ করে না। পুত্র, রূপ, লাবণ্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের প্রিয় হয়। ভক্তিভাবে ললিতা ব্রতকথা শ্রবণ করলে তার প্রতি স্নেহবশতঃ সে

শৃণুয়াদ্ বাচ্যমানং তু ভক্ত্যা মা ললিতাব্রতম্।
ময়া স্নেহেন কথিতং সাপি তৎফলভাগিনী।।৪৩।।
সংপূজ্য লক্ষললিতাং ললিতাংগযষ্টিং।
গন্ধোদকামৃতঘন্টী শিরসি ক্ষিপেদ্যঃ।
সা স্বর্গমেত্য ললিতাসু ললামভূতা।
ভূগাধিপং পতিমবাপ্য ভুবং ভুনক্তি।।৪৪।।

।। অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতস্য মাহাত্ম্য ।।

বহুনাত্র কিমুক্তেন কিং বহ্বক্ষরমালয়া।
বৈশাখস্য সিতামেকাং তৃতীয়াং শৃণু পান্ডব।।১।।
স্নানং দানং জপোহোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
যদস্যাং ক্রিয়তে কিঞ্চিৎসর্বং স্যাত্তদিহাক্ষয়ম্।।২।।
আদৌ কৃতযুগস্যেয়ং যুগাদিস্তেন কথ্যতে।
সর্বপাপ প্রশমনী সর্বসৌখ্যপ্রদায়িনী।।৩।।

সকল ফল ভোগ করে। যে ললিতাঙ্গ যষ্টি পূজন করে সে স্বর্গে গিয়ে ললিতার ললাম ভূতা হয় এবং রাজার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখ লাভ করে।।৪১-৪৪।।

।। অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত মাহাত্ম্য ।।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে পান্ডব, অধিক কথন, অক্ষর মালা প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। এখন বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথির কথা শ্রবণ কর। স্নান দান জপ হোম স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণ ইত্যাদি এই তিথিতে করলে তা অক্ষয় হয়।।১-২।।

এই তিথি কৃতযুগ আরম্ভের দিন। তাই এই তিথি সকলপ্রকার পাপ প্রশমনকারী ও সৌখ্য প্রদানকারী। শাকলনগরে ধর্ম নামক কোনো এক বণিক ছিল। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী। দেব তথা ব্রাহ্মণ পূজনকারী।

শাকলে নগরে কশ্চিদ্ ধর্মনামাভবদ্ বনিক্।
প্রিয়ংবদঃ সত্যরতো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।।৪।।
তেন শ্রুতং বাচ্যমানং তৃতীয়ারোহিনী পুরা।
যদা স্যাদবধুসংযুক্তা তদা সাচ মহাফলা।।৫।।
তস্যাং যদ্দীয়তে কিঞ্চিতৎসর্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ।
ইতি শ্রুত্বা স গংগায়াং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।।৬।।
গৃহমাগত্য করকান্ সান্নানুদকসংযুতান্।
অম্বুপূর্ণান্ গৃহে কুম্ভান্ ক্রমান্নিঃ শেষতস্তদা।।৭।।
যবগোধূমচণক সক্তদধৌধনং তথা।
ইক্ষুক্ষীরবিকারাংশ্চ সহিরন্যাংশ্চ শক্তিতঃ।।৮।।
শুচি শুদ্ধেন মনসা ব্রাহ্মনেভ্যো দদৌ বণিক্।
ভার্যয়া বার্মমানোপি কুটুম্বাসক্তচিন্তয়া।।৯।।
তাবৎ স চ স্থিতঃ সত্ত্বে মত্বা সর্বং বিনশ্বরম্।
ধর্মার্থকাম শক্তস্তু কালেন বহুনা ততঃ।।১০।।
জগাম পঞ্চত্বসসৌ বাসুদেবং স্মরন্ মুহুঃ।
ততঃ স ক্ষত্রিয়ো জাতঃ কুশবত্যাং নরেশ্বরঃ।।১১।।
বভূব চাক্ষয়া তস্য সমৃদ্ধি ধর্মনির্জিতা।
ইযাজ স মহাযজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিনৈঃ।।১২।।

তিনি শ্রবণ করেছিলেন যে রোহিনী নক্ষত্রযুক্ত ও বুধবার যুক্ত তৃতীয়া তিথি মহাফল দানকারী। সেদিন যা কিছু দান করা হয় তা অক্ষয় হয়। সে কথা শুনে তিনি গঙ্গায় গিয়ে দেবগণ ও পিতৃগণকে তর্পণ করলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে অন্নজলদান করলেন। যব-গোধূম চনক ছাতু দধি ওদন ইক্ষু ক্ষীর ইত্যাদি পদার্থ হিরণ্য সহিত ব্রাহ্মণকে দান করলেন। নিজ আত্মীয়গণের প্রতি আসক্তচিত্ত তাঁর পত্নী তাঁকে বাধা দিলেন। কিন্তু সকল কিছুই নশ্বর মনে করে তিনি সত্ত্বতে স্থিত ছিলেন। ধর্ম-অর্থ-কামাদি দ্বারা ও বাসুদেবকে স্মরণ করে অবশিষ্ট জীবন ব্যতীত করলেন। এইভাবে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি কুশবতী

দদৌ গোভূহিরন্যাদি দানান্ যস্যামহর্নিশম্।
বুভুজে কামতো ভোগান্ দীনার্তাংস্তর্পয়জ্জনান।।১৩।।
তথাপ্যক্ষয়মেবাস্য ক্ষয়ং যাতি ন তদ্বচনম্।
শ্রদ্ধাপূর্বং তৃতীয়ায়াং যদ্দত্তং বিভবং বিনা।।১৪।।
এতদ্ব্রতং ময়াখ্যাতং শ্রুয়তামত্র যো বিধিঃ।
উদকুম্ভান্ সকরকান্ স্নানসর্বরসৈযুতান্।।১৫।।
গ্রৈস্মিকং সর্বমেবাত্র সস্যদানং প্রশস্যতে।
ছত্রোপানৎ প্রদানং চ গোভূকাঞ্চনবাসসাম্।।১৬।।
যচ্ছদিষ্টতমং চান্যত্তদ্দেয়মবিংশকয়া।
এতত্তে সর্বসাখ্যাতং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।।১৭।।
অনাক্ষ্যেয়ং ন মে কিঞ্চিদস্তি স্বস্ত্যস্তু তেহনঘ।।১৮।।
অস্যাং তিথৌ ক্ষয়মুপৈতি হুতং ন দত্তং তেনাক্ষয়া।
চ মুনিভিঃ কথিতা তৃতীয়া।
উদ্দিশ্য যৎসুরপিতৃন্ক্রিয়তে মনুষ্যৈস্ত।
চ্চাক্ষয়ং ভবতি ভারত সর্বমেব।।১৯।।

নগরের রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সেখানেও তিনি দানাদি কর্মের মাধ্যমে আর্ত, দীনজনের দুঃখহরণ করলেন। ভূমি- গো- সুবর্ণাদি দান করে তিনি বৈভব শূন্য হলেন।।৩-১৪।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবার বললেন, জলপূর্ণ করকযুক্ত কুম্ভ স্নানপূর্বক দান করবে। গ্রীষ্মকালের উপযোগী সবকিছু তথা শস্য দান করবে। ছত্র, উপানত, গো, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র ইত্যাদি দান করবে। ইষ্টতম সকল পদার্থ ও অন্যান্য সকল দান করবে। হে অনঘ সকল কিছুই আমি বললাম। তোমার কল্যাণ হোক। এই তিথিতে দান ক্রিয়া অক্ষয় তাই মুনিগণ এই তিথিকে অক্ষয় তৃতীয়া বলেছেন।।১৫-১৯।।

।। বিনায়ক চতুর্থী ব্রতস্য মাহাত্ম্য তথা বিধান।।

যন্নসিদ্ধয়ন্তি কর্মানি প্রারব্ধানি নরোত্তমৈঃ।
তৎকেন কারনেনৈতৎ পৃষ্টো মে ব্রূহি মাধব।।১।।
বিনায়কোর্থসিদ্ধয়র্থং লোকস্য বিনিয়োজিতঃ।
গণনামাধিপত্যে চ রুদ্রেন ব্রহ্মণা তথা।২।
তেনোপ সৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেহকাহতেহত্যর্থং জলং পশ্যতি।।৩।।
কাষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্ভৈরুষ্ট্রেঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে।।৪।।
ব্রজমান স্তথাত্মানং মন্যতে তুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সসীদত্যনিমিত্ততঃ।।৫।।
পাতকী বিহীনচ্ছায়ো ম্লানত্বহেতুলক্ষণঃ।
করভারুচমাত্ম্যনং মহিষখরগং তথা।।৬।।

।। বিনায়ক চতুর্থী ব্রত মাহাত্ম্য ও বিধান।।

যুধিষ্ঠির বললেন -- হে মাধব, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের দ্বারা আরম্ভ কার্য কি কারণে সিদ্ধ হয় না --কৃপাপূর্বক বলুন, শ্রীকৃষ্ণ বললেন -- অর্থ সিদ্ধির জন্য বিনায়ককে বিশেষরূপে নিয়োজিত করা হয়েছে। গণপতিকে ভগবান্ রুদ্র ও ব্রহ্মা নিযুক্ত করেছেন।।১-২।।

তাঁর দ্বারা যারা উপসৃষ্ট হন সেই লক্ষণ শ্রবণ কর। স্বপ্নে অবগাহনকারী যিনি তাঁর মুন্ড দর্শন করেন তিনি অনুগ্রহ পান। কাষায় বস্ত্রধারীগণকে যিনি দেখেন স্বপ্নে তিনি গর্দভত্ত উষ্ট্রের সাথে অবস্থান করেন। চলমান ব্যক্তি যিনি অপরের দ্বারা নিজকে মনে করেন তিনি উদাস ও বিফল আরম্ভ হন ও বিনা কারণে দুঃখ পান। পাতকী বিহীন কান্তিযুক্ত তথা ম্লানত্ব হেতু নিজেকে করারূঢ়

যাতুধাণাশ্চিতং যানং শ্মশানস্যান্তিকং নৃপঃ।
বীক্ষেত কুরুশার্দূল স্বপ্নান্তে নাত্র সংশয়ঃ।
তৈলার্দ্রমাত্রং স্বংদেহং করবীরবিভূষিতম্।।৭।।
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্তারমপত্যং গর্ভমংগনা।।৮।।
আচার্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিপ্যোহধ্যয়নং তথা।
বনিগ্‌লাভং ন চাপ্নোতি কৃষিং চৈব কৃষীবলঃ।।৯।।
স্বপণং তস্য কর্তব্যং পুন্যেহহ্নি বিধিপূর্বকম্।
গৌরসর্ষপকল্কেন বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্য তু।।১০।।
সর্বৌষধৈঃ সর্বগন্ধৈর্বিলিপ্তশিরসস্তথা।
শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যাং তু বারে বা ধিষণস্যতু।।১১।।
পুষ্যে চ বীরনক্ষত্রে তস্যৈব পুরতো নৃপ।
ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তির্বাচ্যা দ্বিজৈঃ শুভৈঃ।।১২।।

ও মহিষ, খরঙ্গ পৃষ্ঠে আরূঢ় দেখেন। যিনি স্বপ্নে মাতুধান আশ্রিত হয়ে শ্মশান সমীপে উপস্থিত — এইরূপ স্বপ্ন দেখেন। নিজ দেহ তৈলার্দ্র এবং করবীর ভূষিত দেখেন।।৩-৭।।

তাঁর দ্বারা উপসৃষ্ট রাজার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হননা। কুমারী স্বামী পায়না, বধূ গর্ভধারণ করতে পারেনা। শ্রোত্রিয় আচার্য পদ বণিক লাভ এবং কিসান কৃষি প্রাপ্ত হননা। তাঁর স্নপন কোনো পুণ্যদিনে বিধিপূর্বক করা উচিৎ। শ্বেতসরিষা বস্ত্রাচ্ছাদিত করে সর্ববিধ গন্ধ দ্বারা মস্তকে বিলেপন করবে। শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে অথবা পুণ্য ও বীর নক্ষত্রে তাঁর নিকট ভদ্রাসনে বসে দ্বিজ দ্বারা স্বস্তিবাচন করবে।।৮-১২।।

চত্বার ঋগ্যহু সামাথর্বণপ্রবণাস্ততঃ।।
ব্যোমকেশং তু সংপূজ্য পার্বতীং ভূমিজং তথা।।১৩।।
কৃষ্ণস্য পিতরং চাথ অবতারং সিতং তথা।
ধিমণং ক্লেদপুত্রং চ কোণং লক্ষ্মীং চ ভারত।
বিধুন্তুদং বাহুলেয়ং নন্দকস্য চ ধারিণম্।।১৪।।
অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্ বল্মীকাৎসগমাদধ্রদাৎ।
মৃত্তিকাং রোচনাং রত্নং গুগ্গুলং চাস্পু নিক্ষিপেৎ।।১৫।
যদাহৃতং হ্যেকবর্নৈশ্চতুর্ভিঃ কলশৈর্হ্রদাৎ।
চর্মন্যানডুহে রক্তে স্থাপ্য ভদ্রাসনং তথা।।১৬।।
সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিপিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু মে।।১৭।।
ওঁ ভগংতে বরুণো রাজা ভগং সূর্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্যয়ো দদুঃ।।১৮।।
যত্তে কেশেষু দৌভাগ্যং সীমন্তে সচ্চ মূর্দ্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষোরাপস্তদ্ঘ্নন্তু সর্বদা।।১৯।।
স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেনৌদুম্বরেণ তু।
জুহুয়ান্ মূর্ধ্নি শকলান্ সব্যেন প্রতিগৃহ্য চ।।২০।।

চার বেদের জ্ঞাতা বিপ্র তাঁর পূজা করে শিব-পার্বতীর পূজন করবে। কৃষ্ণের পিতা সিত অবতার, ধিষণ, ক্লেদপুত, কোণ লক্ষ্মী, বিদ্যুন্তুদ, বাহুলেপ ও নন্দক ধারণ করে পূজন করবে।।১৩-১৪।।

অশ্ব রাখার স্থান, গজ বন্ধন স্থান, বল্মীক, সংগণ, হ্রদমৃত্তিকা নিয়ে রোচনা করে রত্ন ও গুগল জলে প্রক্ষিপ্ত করবে। সহস্রাক্ষ শতধার ঋষি পাবন করেছেন তুমি তার অভিসেচন করবে। পবমানী তুমি আমায় পবিত্র কর। তোমাকে রাজা বরুণ ভগ দিয়েছেন, সূর্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও সপ্তর্ষিগণ ভগ দিয়েছেন। তোমার কেশে যে দুর্ভাগ্য সীমন্ত, মুর্দ্ধা, ললাট, কান, চক্ষুতে যে

মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকণ্টকণ্টৌ।
কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতেঃ।।২১।।
নামাভির্বলিমন্ত্রৈশ্চ নমস্কারসমন্বিতৈঃ।
দদ্যাচ্চতুষ্পথে শূপে কুশানাস্তীর্য সর্বতঃ।।২২।।
কৃতাকৃতাস্তণ্ডুলাংশ্চপল লৌদনমেব চ।
মৎস্যান্ হ্য পক্কাংশ্চ তথামাংসমেতাবদেব তু।।২৩।
পুষ্পান্বিতং সুগন্ধং চ সুরাং চ ত্রিবিধামপি।
মূলকং পূরিকা পূপাংস্তথৈবোড়েরক স্রজঃ।।২৪।।
দধ্যন্নং পায়সং চৈব গুড়বেষ্টিতমোদকম্।
বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেত্ততোম্বিকাম্।।
দূর্বা সর্ষপ পুষ্পাণাং দত্ত্বাধ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্।।২৫।।
রূপং দেহি জয়ংদেহি ভগং ভবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বকামাংশ্চ দেহি মে।।২৬।।
প্রবলং কুরুমে দেবি বলবিখ্যাতি সম্ভবম্।
শুক্লমাল্যাম্বধরঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ।
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্দদ্যাদ্ বস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি।।২৭।।

দুভাগ্য বিদ্যমান সেই জল দুভাগ্যকে বিনষ্ট করবে। নবস্নাত হয়ে উডুম্বর, সর্ষপ তেলে মুর্দ্ধাতে আহুতি দেবে। মিত্র, সম্মিত-শাল কণক কুষ্মান্ড, রাজপুত্র অন্তে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করবে।।১৫-২১।।

প্রণাম পূর্বক বলিমন্ত্র দ্বারা চতুষ্পত্রে পথে কুশ বিস্তার করে শূর্প বলি দিতে হয়। তন্ডুল, চপল, লোদন অপক্ক মৎস ইত্যাদি পুষ্প, সুগন্ধি, পুরিকা, পূপ, দধি, অন্ন, পায়স ইত্যাদি নিবেদন করবে। তৎপরে অম্বিকাপূজন, অঞ্জলি ও অর্ঘ দেবে।।২২-২৫।।

প্রণাম পূর্বক বলবে — হে দেবি, আপনি রূপ, লাবণ্য, পুত্র, বর্ণ ও সকল কামনা পূরণ কর। হে দেবি আমাকে প্রবল বল প্রদান কর। পুনঃ শ্বেত মাল্য, গন্ধ-অনুলেপন করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে ও বস্ত্রদান করবে। এই প্রকারে বিধিপূর্বক বিনায়কপূজন করবে। যার ফলে মানুষ কর্মফল প্রাপ্ত হয়। সদা

এবং বিনায়কং পূজ্য গ্রহাংশ্চৈব বিধানতঃ।
কর্মণাং ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ং প্রাপ্নোত্যনুত্তমাম্।।২৮।।
আদিতস্য সদাপূজাং তিলকং স্বামিনস্তথা।
মহাগর্ণপতেশ্চৈব কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।।২৯।।
বৈনায়কং বিনয়সত্ত্ববতাং নরাণাং।
স্নানং প্রশস্তমিহ বিঘ্নবিনাশকারি।
কুর্বন্তি যে বিধিবদত্র ভবন্তি তেষাং।
কার্যান্যভীষ্টমালদানি ন সংশয়োহত্র।।৩০।।
অথাবিঘ্নকরং রাজন্ কথয়ামি ব্রতং তব।
যেন সম্যক্ কৃতেনেহ ন বিঘ্নমুপজায়তে।।৩১।।
চতুর্থ্যাং ফাল্গুনে মাসি গৃহীতব্যং ব্রতং ত্বিদম্।
নক্তাহারেণ রাজেন্দ্র তিলান্নং পারণং স্মৃতম্।।৩২।।
তদেব বহ্নৌ হোতব্যং ব্রাহ্মণায় চ তদ্‌ভবেৎ।।৩৩।।
শূরায় বীরায় গজাননায় লম্বোদরায়ৈকরদায় চৈব।।
এবং তু সংপূজ্য পুনশ্চ হোমং কুর্যাদ্ ব্রতী বিঘ্নবিনাশহেতোঃ।।৩৪।।
চাতুর্মাস্যাং ব্রতং চৈব কৃত্বেত্থং পঞ্চমে তথা।
সৌবর্ণং গজবস্ত্রং তু কৃত্বা বিপ্রায় দাপয়েৎ।।৩৫।।
তাম্রপাত্রৈঃ পায়সভৃতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতং নৃপঃ।
পঞ্চমেন তিলৈঃ সার্দ্ধং গনেশাধিষ্টনেন চ।।৩৬।।

আদিত্য পূজনকারী, মহাগণপতি পূজনকারী মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। বিনয়ী পুরুষের বৈনায়ক স্নান প্রশস্ততা বিঘ্ন বিনাশ করে।।২৬-৩০।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন – হে রাজন্ এর পর তোমাকে আমি বিঘ্ন দূরকারী এক ব্রত বলব। ফাল্গুন মাসের চতুর্থী তিথিতে রাত্রিতে তিলান্ন ভোজন করে সেই অগ্নিতে হবন করতে হয়। গজানন বিঘ্ননাশক পূজন করে পুনঃ হোম করতে হয়। এই ব্রত চারমাস পালন করে পঞ্চমাসে এক সুবর্ণ নির্মিত গজবক্ত নিয়ে বিপ্রকে দান করবে। হে নৃপ, পায়সভর্তি তাম্রপাত্র পাঁচটি নিয়ে তিল সহিত গণপতিকে দেবে। ধনহীন মৃৎপাত্রে দেবে। এইভাবে মনুষ্য সমস্ত বিঘ্ন বিনাশে সক্ষম হয়।।৩১-৩৬।।

মৃন্ময়ান্যপি পাত্রানি বিত্তহীনস্তু কারয়েৎ।
হেরম্বং রাজতং তদ্বদ্ বিধিনানেন দাপয়েৎ।।
ইত্থং ব্রতমিদং কৃত্বা সর্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩৭।।
হয়মেধস্য বিঘ্নে তু সংজাতে সগরঃ পুরা।
এতদেব ব্রতং চীর্ত্বা পুনরশ্চং প্রলব্ধবান্।।৩৮।।
তথা রুদ্রেণ দেবেন ত্রিপুরং নিঘ্নতা পুরা।
এতদেব কৃতং যস্মাৎত্রিপুরস্তেন খাতিতঃ।।৩৯।।
ময়া সমুদ্রং বিশতাং এতদেব ব্রতং কৃতম্।
তেনাদ্রিদ্রুমসংযুক্তা পৃথিবী পুনরুদ্ ধৃতা।।৪০।।
অন্যৈরপি মহীপালৈরেতদেব কৃতং পুরা।
তপোহর্থিভিযজ্ঞ সিদ্ধয়ৈ নির্বিঘ্নং স্যাৎ পরন্তপ।।৪১।।
অনেন কৃতমাত্রেন সর্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে।
মৃতো রুদ্রপুরং মাতি বহাহবচনং যথা।।৪২।।
বিঘ্নানি তস্য ন ভবন্তি গৃহে কদাচিদ্।
ধর্মার্থকামসুখসিদ্ধিবিঘাতকানি ।
যঃ সপ্তন্দুশকলাকৃতিকাং তন্দন্ত।
বিঘ্নেশমর্চয়তি নক্তকৃতী চতুর্থ্যাম্।।৪৩।।

প্রাচীন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্মে বিঘ্ন বিনাশের জন্য রাজা সগর এই ব্রত পালন করেছিলেন। পুরাকালে মহাদেব রুদ্র ত্রিপুরাসুর হনন করার সময়ে এই ব্রত পালন করেন। আমি সমুদ্রে প্রবেশের সময় এই ব্রত পালন করেছিলাম। অন্যান্য বড় বড় রাজাও এই ব্রত পালন করেছিলেন। হে পরম তপ, এই ব্রতের দ্বারা মানুষ বিঘ্ন থেকে মুক্তি লাভ করে। ভগবান বরাহ বলেছেন, এই ব্রত পালনকারী মৃত্যুর পরে রুদ্রপুর গমন করে। ধর্ম-অর্থ-কাম সিদ্ধির জন্য এই ব্রত আবশ্যিক। চতুর্থীতে ইন্দু খন্ড আকৃতিতদন্ত যিনি গজাননকে উৎসর্গ করেন তিনি সর্বদা অভাবমুক্ত হন।।৩৭-৪৩।।

।। গ্রন্থ পরিচয় তথা সমাপ্তি ।।

ব্যাসানু গমনং পূর্বং ব্রহ্মান্ডস্য সমুদ্ভবঃ।
মায়া চ বৈষ্ণবী যস্মাৎ সংসারে দোষকীর্তনম্।।১।।
পাপভেদস্ততস্তস্মাচ্ছুভাশুভবিনির্ণয়।
শকট ব্রতমাহাত্ম্যং তিলকব্রতকীর্তনম্।।২।।
অশোক করবীরাখ্যাং ব্রতং তস্মাচ্চ কোকিলম্।
বৃহত্তপোব্রতং নাম রুদোরাপোষনমেব চ।।৩।।
দ্বিতীয়াব্রতমাত্ম্যমশূন্য শয়নং তথা।
কামাখ্যা তু দ্বিতীয়া চ মেঘপালীব্রতং তথা।।৪।।

।। গ্রন্থ পরিচয় এবং সমাপ্তি।।

এই অধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপ্তি বর্ণন করা হয়েছে। যে বৃত্তান্ত এখানে রয়েছে তার বর্ণন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ব্যাসের অনুগমন রয়েছে। ব্রহ্মান্ডের সমুদ্ভব বর্ণন করা হয়েছে। পুনরায় ব্রহ্মান্ডের বৈষ্ণবী মায়া বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর সংসারে যে দোষ তার কীর্তন করা হয়েছে। অতঃপর পাপের বিভিন্ন প্রকার ভেদ বর্ণন করা হয়েছে। তারপর শুভ এবং অশুভ বিশেষ নির্ণয় করা হয়েছে। ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণন করা হয়েছে তারপর তিলকব্রত বিষয়ে তার বিধান তথা ফলাদি কীর্তন করা হয়েছে।। ১-২।।

অনন্তর অশোক ব্রত বিধান এবং তার পরকরবীর নামক ব্রত বর্ণন করা হয়েছে। এরপর কোকিল ব্রত বিষয়ে বলা হয়েছে। তার পর বৃহৎ তপোব্রত, রুদ্র পোষণ, দ্বিতীয় ব্রত, অশূন্য শরণ, কামাক্ষ্যা এবং তৃতীয় তথা মেঘপালী ব্রত বর্ণন করা হয়েছে।। ৩-৪।।

পঞ্চাগ্নিসাধনা রম্যা তৃতীয়া ব্রতমুত্তমম্।
ত্রেরাত্রং গোষ্পদং নাম হরকালী ব্রতং তথা।।৫।।
ললিতাখ্যা তৃতীয়া চ যোগাখ্যা চ পথাপরা।
উমামহেশ্বরং নাথ তথা রম্ভাতৃতীয়কম্।।৬।।
সোভাগ্যখ্যা তৃতীয়া চ আর্দ্রানন্দনকরী তথা।
চৈত্রে ভাদ্রপদে মাঘে তৃতীয়া ব্রতমুচ্যতে।।৭।।
অনন্তরী তৃতীয়া চ গণশান্তিব্রতং তথা।
সারস্বতব্রতং নাম পঞ্চমীব্রতং মুচ্যতে।।৮।।
তথা শ্রীপঞ্চমী নাম ষষ্ঠী শোকপ্রণাশিনী।
যালষষ্ঠী চ মদারযষ্ঠীব্রতমথোচ্যতে।।৯।।
ললিতা ব্রতষষ্ঠী চ ষষ্ঠী কার্তিক সংজ্ঞিতা।
মহত্তপঃ সপ্তমী চ বিভূযা সপ্তমী তথা।।১০।।
আদিত্যমন্ডপবিধিমত্রয়োদশীতি সপ্তমী।
কৃকবাকুপ্লবংগা চ তথৈবাভয় সপ্তমী।।১১।

অতঃপর রম্যপঞ্চাগ্নি সাধনা, উত্তম তৃতীয়া ব্রত মাহাত্ম্য ত্রিরাত্রি গোষ্পাদ ব্রত, কালীব্রত, ললিতাখ্যা তৃতীয়া তথা যোগাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তারপর উমা মহেশ্বর নামক রম্ভা তৃতীয়ক ব্রত, সৌভাগ্য নামক তৃতীয়া তথা আর্দ্রা নাদকারী ব্রত বর্ণন করা হয়েছে। তৃতীয়াব্রত চৈত্র ভাদ্রপদ এবং মাঘমাসের বর্ণনা করা হয়েছে।। তারপর অনন্তরী তৃতীয়া ব্রত তথা গণশান্তি ব্রত বর্ণন করা হয়েছে। পুনরায় সারস্বত ব্রত এবং পুন পঞ্চশ্রী ব্রত, শ্রী পঞ্চমী ব্রত, শোক প্রণাশিনী ষষ্ঠী-ফলাষষ্ঠী, মাদার ষষ্ঠী, ললিতা ব্রত ষষ্ঠী , তথা সংঞ্চিতা ষষ্ঠী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর উপরান্ত মহত্তপ ৭মী তথা বিভূষা ৭মী বর্ণন করা হয়েছে। অতঃপর আদিত্য মন্ডপাবিধি এয়োদশী বর্ণন করা হয়েছে। পুনরায় ৭মী কৃষবাহু প্লবংগা এবং অভয় ৭মী বর্ণনা করা হয়েছে।। ৫-১১।।

কল্যাণ সপ্তমী নাম শর্করা সপ্তমী ব্রতম্।
সপ্তমী কমলাখ্যা চ তথান্যা শুভ সপ্তমী।।১২।।
স্নপনব্রত সপ্তমৌ তথৈবাচল সপ্তমী।
বুধাষ্টমীব্রতং নাম তথা জন্মাষ্টমী ব্রতম্।১৩।
দূর্বাকৃষ্ণাষ্টমী প্রোক্তা অনয়া ব্রতমষ্টমী।
অষ্টম্যর্কাষ্টমী চাথ শ্রীবৃক্ষনবমী ব্রতম্।।১৪।।
ধ্বজাখ্যা নবমী চৈব উল্কাখ্যা নবমী তথা।
দশাবতার ব্রতবং তথাশাদশমীব্রতম্।।১৫।।
রোহিনী হরিশম্ভু ব্রহ্মসূর্যাবিয়োগকম্।
গোবৎস দ্বাদশী নাম ব্রত মুক্তং ততঃ পরম্।।১৬।।
নীরাজনদ্বাদশী চ ভীষ্মপঞ্চকমেব চ।
মল্লিকাখ্যা দ্বাদশী চ ভীমা দ্বাদশীকোত্তমা।।১৭।।
শ্রবণদ্বাদশী নাম সংপ্রাপ্তিদ্বাদশীব্রতম্।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম ব্রতমুক্তং ততঃ পরম্।।১৮।।

কল্যাণ ৭মী এবং শর্করা ৭মী ব্রত, কমলা নাম্নী ৭মী ব্রত বিষয়ে বিধি বিধান পূর্ণ বিবেচন, স্থাপন ৭মী ব্রত, ৭মী এবং অচল ৭মী ব্রতের সাঙ্গ পাঙ্গ বর্ণন করা হয়েছে। অনন্তর বুধাষ্টমী ব্রত, জন্মাষ্টমী এবং দুর্বা কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত এবং অর্চষ্টামী ব্রত বর্ণন করা হয়েছে। অষ্টমী ব্রতের পর এই বিশাল গ্রন্থে নবমী ব্রতের বর্ণনা করা হয়েছে।। ১২-১৪ ।।

ধ্বজা নামক নবমী-উল্কা নামে কথিত নবমী ব্রতের সবিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর দশাবতারক ব্রত তথা আশাদশমী ব্রতের উল্লেখ রয়েছে। অতপর রোহিনীন্দ্র হরি শম্ভু ব্রহ্মা সূর্য বিয়োগক বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর গোবৎস দ্বাদশী ব্রত কথিত হয়েছে।। ১৫-১৬।।

জীরাজন দ্বাদশী - ভীষ্ম-পাঞ্চক মল্লিকা নামক দ্বাদশী, ভীমা দ্বাদশী, উত্তমা দ্বাদশী, শ্রবণ দ্বাদশী এবং সম্প্রপ্তি দ্বাদশী ব্রতের বর্ণনা রয়েছে। গোবিন্দ দ্বাদশী নামক ব্রতের উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় বিশোক দ্বাদশী

অখন্ডদ্বাদশী নাম তিলদ্বাদশ্যতঃ পরম্।
সুকৃতদ্বাদশী নাম ধরণী ব্রতমেব চ।।১৯।।
বিশোকদ্বাদশী নাম বিভূতি দ্বাদশী ব্রতম্।
পূণ্যর্ক্ষদ্বাদশী চৈব অংক পাদব্রতং তথা।।২০।।
নিম্বার্কবারবীরাথ যযা দর্শত্রয়োদশী।
অনংগাদ্ধদশী চাপিগালিরম্ভাব্রতে তথা।।২১।।
চতুর্দশীব্রতং প্রোক্তং ততোহনন্ত চতুর্দশী।
শ্রাবণী ব্রতনন্তং চ চত্যুর্দশ্যষ্টমীদিনে।।২২।।
ব্রতং শিবচতুর্দশ্যাং ফলত্যাগচতুর্দশী।
বৈশাখী কার্তিকী মাখীব্রতমেতদনন্তরম্।।২৩।।
কার্তিক্যাং কৃর্তিকাযোগে কৃত্তিকা ব্রতমীরিতম্।
ফাল্গুনে পূর্ণিমায়াং তু ব্রতং পুনর্মনোরথম্।।২৪।।
অশোকপূর্ণিমা নাম অনন্তব্রতমেব চ।
ব্রতং হি সাম্ভরিষ্যং নক্ষত্র পুরুযব্রতম্।।২৫

বিভৃতি দ্বাদশী পূর্ণক দ্বাদশী এবং শ্রবণ ক্ষগা দ্বাদশী ব্রতের উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হয়েছে। তারপর অনঙ্গ দ্বাদশী অঙ্গপাদব্রত, নিম্বার্ক করবীরা যমা এবং দর্শত্রয়োদশী ব্রত বর্ণন করা হয়েছে। অনঙ্গ দ্বাদশী ও পালিরসভা ব্রতে বর্ণন করা হয়েছে।। ১৭-২১।।

অতঃপর চতুর্দশী ব্রতের বর্ণন করা হয়েছে। অনন্ত চতুর্দশী ব্রত শ্রাবণী ব্রত, নভা এবং চতুর্দশী অষ্টমী ব্রত, শিব চতুর্দশতী ব্রত, ফলত্যাগ চতুর্দশী , বৈশাখী কার্তিনী এবং মাঘীব্রত বর্ণন করা হয়েছে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে যে ব্রত হয় তা পূর্ণমনোরথ ব্রত। কার্ত্তিক কৃত্তিকা নক্ষত্রের যোগে কৃত্তিকা ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

আশাক পূর্ণিমা নামক ব্রত তথা অনন্ত ব্রত সাম্ভরায়িন্য ব্রত নক্ষত্র পুরুষ ব্রত শিব নক্ষত্র পুরুষ ব্রত সম্পূর্ণ বলা হয়েছে। যাতে করে মানব

শিবনক্ষত্রপুরুষং সম্পূর্ণং যেন মুচ্যতে।
কামদানব্রতং নাম বৃন্তাকবিধিরেব চ।।২৬।।
আদিত্যস্য দিনে নক্তং সংক্রান্ত্যুদ্যাপনে ফলম্।
ভদ্রাব্রতমগস্ত্যার্ঘো নবচন্দ্রার্কমেব চ।।২৭।।
অর্ঘঃ শুক্রবৃহস্পত্যো পঞ্চাশীতি ব্রতানিচ।
মাঘস্নানং নিত্যস্নাং রুদ্রস্নানবিধিস্তথা।।২৮।।
চন্দ্রার্ক গ্রহণে স্নানং বিধিক্ষচান্নাশনে তথা।
বাপীকূপতড়াগানামুৎসর্গো বৃক্ষযাজনম্।।২৯।।
দেবপূজাদীপদানবৃষোৎসর্গবিধিস্তথা।
ফাল্গুন্যুৎসবকং নাম তথান্যঃ সদনোৎসবঃ।।৩০।।

সুক্ত হন। কামদান নামক ব্রত তথা হন্তাক বিধি ব্রত বর্ণন করা হয়েছে।
।।২২-২৬।।

আদিত্য দিনের রাত্রে সংক্রান্তি তিথিতে উদ্যাপনে ফল হয়। ভদ্রা ব্রত অগস্ত্যার্ধ্ব -নরচন্দ্রাকর্ষ -শুক্র এবং বৃহস্পতির অর্ধ এই প্রকান্তরে পিচ্যাসী ব্রত বর্ণন, মাঘ মাসে স্থান- নিত্যস্নান এবঙ রুদ্রস্নান বিধি বর্ণন করা হয়েছে।২৭-২৮।।

চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণে স্নান তথা অন্ন আনন বিধি বর্ণন করা হয়েছে। বাপী কূপ-তড়াগ এই সকলের উৎসর্গ এবং বৃক্ষ যাজনও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।।২৯।।

দেবপূজন -দীপদান-বৃষোৎসর্গ-এই সকল পরমপুণ্য কার্য, বিধি বিধানে তা এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে- যা মহাপাপ ক্ষয় করে।।৩০।।

ভূতমাতা চ শ্রাবণ্যাংরক্ষাবন্ধবিধিস্তথা।
বিধিস্তথা নবমাস্তু তথা চন্দ্রমহোৎস্বঃ।।৩১।।
দীপমালিকায়াং তু হোমো লক্ষহোমবিধিস্তথা।
কোটিহোমো মহাশীতির্গননাথস্য শান্তিকা।।৩২।।
তথানক্ষত্রহোযোথ গোদালবির্ধিরৈব চ।
গুড়ধেনুঘৃতধেনু তিলধেনুব্রতং তথা।।৩৩।।
জলধেনুবিধিঃ প্রোক্তো লবণস্য তথাপরা।
ধেনুঃ কার্যা সমং জ্ঞাত্ত্বা নবমীতস্য চাপরা।
সুবর্ণধেনুশ্চ তথা দেবকার্যং চিকীর্ষুভিঃ।।৩৪।।

ভূতমাতা তথা রক্ষা সূত্রবন্ধন বিধি -- নবমী বিধি এবং চন্দ্র মহোৎসবের পূর্ণ বিবরণের সঙ্গে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।।৩১।।

দীপমালিকাতে হোম, তথা লক্ষহোম বিধি - কোটি হোম মহাশীতি গণনাথ শান্তিবর্ণন করা হয়েছে।।৩২।।

নক্ষত্র হোম বর্ণন তথা গোদান বিধি -- গুড় ধেনু, ঘৃত ধেনু, তিল ধেনু ব্রত বর্ণন করা হয়েছে। এই গ্রন্থে নরগণের কল্যাণার্থে পাপক্ষয়কারী কথা বর্ণিত হয়েছে।।৩৩-৩৪।।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-